ডাক্তার জিভাগো

ডাক্তার জিভাগো

[বরিস পাস্টেরনাক-এর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস
'ডাঃ জিভাগো'-র অনুবাদ]

অনুবাদ

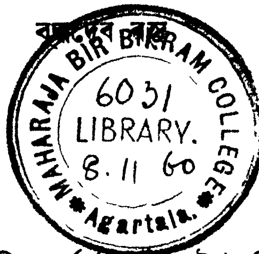
মীনাক্ষী দত্ত ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতার অনুবাদ

ও

সম্পাদনা

বুদ্ধদেব বসু



বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড
কলকাতা-১২
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা-১২

সম্পাদকের নিবেদন

"ডাক্তার জ়িভাগো"-র এই বাংলা অনুবাদ কী-ভাবে সম্পন্ন হয়েছে, এবং আমার এতে কতটুকু অংশ ছিলো, সে-বিষয়ে দু-এক কথা বলতে চাই।

দু-জন অনুবাদকের পাণ্ডুলিপি আমি পরিশোধন করেছি; চেষ্টা করেছি ভাষার ভঙ্গি, বানান ও যতিচিহ্নের ব্যবহারে সমতা রক্ষা করতে, যাতে পাঠকের মনে হয় বাংলা পুস্তকটি একই হাতের রচনা। যাকে আক্ষরিকতা বলে অনুবাদে তা অসম্ভব ব'লে জেনে, আমি লক্ষ্য রেখেছি অনুবাদটি যাতে সুখপাঠ্য হয়, অন্ততপক্ষে পাঠযোগ্য; কিন্তু জ্ঞানত একটি শব্দও বর্জন করিনি, বা জটিলকে সরল ও বন্ধুরকে সমতল ক'রে দিয়ে অলীক প্রাঞ্জলতা সৃষ্টি করিনি। আশা করি বাংলা ভাষার পাঠক এই পুস্তক অনায়াসে প'ড়ে উঠতে পারবেন—কিংবা যেটুকু আয়াস তাঁকে করতে হবে তা পাস্টেরনাকের বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে, অনুবাদের অপটুতার জন্য নয়।

হয়তো বলা বাহুল্য, এই অনুবাদ "ডাক্তার জ়িভাগো"-র ইংরেজি সংস্করণ থেকে রচিত হয়েছে; এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের রুশীয় সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ে অল্প-বিস্তর অভিজ্ঞতা থাকলেও রুশ ভাষায় বর্ণপরিচয় নেই। আমাদের এই অক্ষমতা সত্ত্বেও এ-কাজে আমরা অগ্রসর হয়েছি দুটি কথা ভেবে: প্রথমত, অনুবাদের অনুবাদও অবস্থাবিশেষে প্রভাবশীল হ'তে পারে এবং হয়েছে; দ্বিতীয়ত, রুশ ভাষায় জ্ঞান, সাহিত্য রসবোধ ও বাংলা ভাষায় রচনাশক্তি, এই তিন গুণের সন্নিপাত আমাদের দেশের পক্ষে এমনই বিরল যে তার কোনো সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাচ্ছে না। যদি কখনো সেই 'আদর্শ অনুবাদক' দেখা দেন, আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত থাকবো, কিন্তু ইতিমধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ সমকালীন য়োরোপীয় উপন্যাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে বাংলা ভাষার পাঠক ও বাংলা সাহিত্য লাভবান হবে ব'লে বিশ্বাস করি।

রুশীয় নামগুলির প্রতিলিখনে মোটামুটি জর্মান ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেছি; যদিও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আমাদের ইংরেজি অভ্যেস প্রশ্রয় পায়নি তাও নয়। এই বিষয়ে সঠিক বা যথাযথ হবার দাবি আমরা করছি না; কোনোরকম 'পণ্ডিতিয়ানা' সতর্কভাবে এড়িয়ে গিয়েছি। ইংরেজি সংস্করণের পাদটীকাগুলি সবই রক্ষিত হয়েছে; উপরন্তু, বাঙালি পাঠকের সুবিধের জন্য, অনেক নতুন পাদটীকা যোগ করেছি—সেগুলো 'অনুবাদকের টীকা' ব'লে উল্লিখিত হ'লো।

পাঠক লক্ষ করবেন যে এই গ্রন্থে ইংরেজি 'z' ব্যঞ্জনের স্থলে 'জ়' ও ফরাশি 'j' বা রুশীয় 'zh'-এর স্থলে 'জ়' অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। 'জ়' শব্দের উচ্চারণ ইংরেজি 'pleasure' বা 'measure' শব্দে 's'-এর মতো; বাংলা ভাষায় এই ব্যঞ্জন নেই, কিন্তু আমাদের পক্ষে তা সহজেই উচ্চার্য।

এই সম্পাদন-কর্মে আমাকে প্রভূতভাবে সাহায্য করেছেন শ্রী সুবীর রায়চৌধুরী; তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। খৃষ্টীয় ধর্মসংক্রান্ত পরিভাষার অনুবাদে ফাদার পিয়ের ফার্লঁ, এস. জে.-প্রণীত 'A Glossary of Bengali Religious Terms' নামক পুস্তিকার সাহায্য পেয়েছি। যথাসাধ্য মনোনিবেশ সত্ত্বেও হয়তো স্থলে-স্থলে ত্রুটি বা অসংগতি থেকে গেলো; কোনো সহৃদয় পাঠক সে-বিষয়ে আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করবো।

অগস্ট, ১৯৬০ বু. ব.
কলকাতা

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

উপন্যাসের প্রধান চরিত্রাবলী

পদবী	নাম এবং পিতৃকুলের উপাধি	সংক্ষেপে	
জিভাগো	ইউরি আন্দ্রেইয়েভিচ (আন্দ্রিয়েভিচ)	ইউরা, ইউরোচকা	
ভেডেনিয়াপিন	নিকোলে নিকোলেভিচ	কোলিয়া	ইউরি জিভাগোর মামা
ডুডোরভ		নিকি	ইউরি জিভাগোর বন্ধু
গর্ডন		মিশা	
গ্রোমেকো	আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ		
গ্রোমেকো (বিবাহ-পূর্বে ক্রুগার)	আনা ইভানোভনা		আলেকজাণ্ডার গ্রোমেকোর স্ত্রী
গ্রোমেকো	আনটনিনা আলেকজাণ্ড্রোভনা	টোনিয়া	আলেকজাণ্ডার গ্রোমেকোর কন্যা
গুইশার	আমালিয়া কার্লোভ্না		
গুইশার	লারিসা ফিয়োডোরোভনা	লারা	আমালিয়া গুইশারের কন্যা
গুইশার	রডিয়ন ফিয়োডোরোভিচ	রডিয়া	,, পুত্র
কমারোভস্কি	ভিক্টর ইপ্পলিটোভিচ		
আন্টিপভ	পাভেল পাভলোভিচ	পাশেঙ্কা, পাশা	
গালিউলিন	গিমাজেৎদিন		
গালিউলিনা	ফতিমা		গালিউলিনের স্ত্রী
গালিউলিন	ইউসুফ গিমাজেৎদিনোভিচ	ইউসুপকা	গিমাজেৎদিন গালিউলিনের পুত্র
টিভেরজিনা	মার্ফা গাভ্রিলোভ্না		
টিভেরজিন	কুপ্রিয়ান সাভেলিয়েভিচ	কুপ্রিক	মার্ফা টিভেরজিনের পুত্র
টিয়াগুনোভা	পেলাগিয়া	পোলিয়া মাসি	
সামডেভইয়াটভ	আনফিম ইয়েফিমোভিচ		
মিকুলিৎসিন	আভেরসিয়াস		
মিকুলিৎসিনা	হেলেন		আভেরসিয়াস মিকুলিৎসিনের স্ত্রী
মিকুলিৎসিন	লিবেরিয়ুস আভেরসিএভিচ		আভেরসিয়াস মিকুলিৎসিনের পুত্র
টুন্‌সেভা	গ্লাফিরা	গ্লাশা	লিবেরিয়ুস মিকুলিৎসিনের মাসি
টুন্‌সেভা	সেরাফিমা	সিমা	

প্রথম খণ্ড

পরিচ্ছেদ ১

বেলা পাঁচটার গাড়ি

১

'শাশ্বত স্মৃতি' গান গাইতে-গাইতে তারা চলেছে। মাঝে-মাঝে গান থামে; আর যখনই থামে, তাদের পায়ের শব্দ, হাওয়ার ঝাপটা আর ঘোড়াগুলো মিলে যেন সেই গানকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এই মিছিলটিকে এগুতে দেবার জন্য রাস্তার লোকেরা স'রে দাঁড়াচ্ছে, কেউ-কেউ ফুলের মালাগুলোকে গুনছে, কেউ বা ক্রুশচিহ্ন আঁকছে নিজের বুকে। কৌতূহলী কয়েকজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, 'কে? কাকে কবর দেওয়া হচ্ছে?' 'জ়িভাগো,' কেউ হয়তো জবাব দেয়। 'ও, তাই!' সঙ্গে-সঙ্গে আর একজন ব'লে ওঠে: 'না, না, জ়িভাগো নন; তাঁর স্ত্রী।' 'ঐ একই হ'লো। অন্ত্যেষ্টির আয়োজন চমৎকার হয়েছে। ঈশ্বর মৃতের আত্মাকে শান্তি দিন।'

শেষ মুহূর্তগুলি ঝলক তুলে মিলিয়ে গেলো। তাদের যেন গোনা যায়—আর কখনো তারা ফিরে আসবে না। 'হে পরম প্রভু, তোমার এই প্রাণীসমাকীর্ণ, ঐশ্বর্যময়ী ধরণী, এই দীন প্রাণীও তোমার।' পুরোহিত মারিয়া নিকোলাএভনার শবদেহের ওপর মাটি ছিটিয়ে-ছিটিয়ে ক্রুশচিহ্ন এঁকে দিলেন। 'সজ্জনের আত্মা' গান গাওয়া হ'লো। তারপর শুরু হ'য়ে গেলো এক ভীষণ ব্যস্ততা। কফিনের মুখে আঁটা হ'লো পেরেক, নাবানো হ'লো

কবরের ভিতর। চারটে কোদাল দ্রুতবেগে ভরিয়ে তুললো কবর, আর সঙ্গে-সঙ্গে ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টির মতো ঝুড়ি-ঝুড়ি মাটি কফিনের ঢাকনার উপর মৃদু শব্দে ঝ'রে পড়তে লাগলো। কবরের উপর উঁচু হ'য়ে উঠলো মাটির ঢিপি, একটি দশ বছরের ছেলে সেই ঢিপি বেয়ে উঠে দাঁড়ালো।

যে-কোনো বড়ো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমাপ্তির পর লোকেরা কেমন নির্বোধ ও নিঃসাড় হ'য়ে পড়ে। সেইজন্য অনেকে ভাবলে ছেলেটি বুঝি তার মৃত মায়ের বিষয়ে কিছু বলতে চাইছে।

কিন্তু ছেলেটি সেই উঁচু জায়গা থেকে মাথা তুলে হেমন্তের রিক্ত প্রকৃতির উপর চোখ বুলিয়ে নিলো; তারপর তাকালো মঠের চুড়োগুলির দিকে কেমন এক উন্মত্ত দৃষ্টিতে। তার চ্যাপ্টা মুখ আর বোঁচা নাক বিকৃত হ'য়ে উঠলো; লম্বা ক'রে বাড়িয়ে দিলে গলা। যদি সে নেকড়ে-শিশু হ'তো তাহ'লে কাউকে ব'লে দিতে হ'তো না যে সে এখনই আর্তনাদ ক'রে উঠবে। দুই হাতের পাতায় মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ছেলেটি। বাতাস নেমে এলো তার ওপর, ঝাপটে-ঝাপটে হিম বৃষ্টি ছিটিয়ে চাবুক মারলে তার মুখে আর হাতের পাতায়। আঁটো আস্তিনওলা কালো রঙের পোষাক পরা এক ভদ্রলোক ধীরে কবরের ওপর উঠে এলেন। ইনি মারিয়া নিকোলাএভনার ভাই; এই শোকার্ত ছেলেটির মামা। এঁর নাম নিকোলে নিকোলেভিচ ভেডেনিয়াপিন। আগে ইনি ছিলেন পুরোহিত, সম্প্রতি স্বেচ্ছায় সেই আলখাল্লা পরিত্যাগ করেছেন।

তিনি এগিয়ে এলেন ছেলেটির কাছে, তারপর তাকে নিয়ে কবরখানা থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

২

সে-রাত মঠে কাটালো তারা। পুরোনো দিনের খাতিরে কোলিয়া-মামাকে সেখানে একটি ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো। সেদিন ছিলো পুণ্যময়ী কুমারীর বরদানের পার্বণ। কালই তাদের চ'লে যাবার কথা দক্ষিণে, ভলগার তীরের এক মফস্বল শহরে—যেখানে কোলিয়া-মামা এক প্রকাশকের আপিশে কাজ

করেন। প্রকাশকটি স্থানীয় প্রগতিশীল খবর-কাগজের মালিক। টিকিট কাটা হ'য়ে গেছে, গুছোনো মালপত্রও মঠের কুঠুরিতে তৈরি। কাছেই রেল-লাইন। শান্টিং চলছে, এঞ্জিনের করুণ হুইসিলের আওয়াজ দূর থেকে ভেসে আসে বাতাসে।

সন্ধেবেলা খুব ঠাণ্ডা পড়লো। কুঠুরির জানলা দুটি মেঝে পর্যন্ত নামানো। বাইরে দেখা যায় রান্নাঘরের পেছনে অবহেলিত ছোট্ট সব্জি খেত, তারপর একফালি সদর রাস্তা, যেখানে গর্তগুলিতে জল জ'মে বরফ হ'য়ে আছে—আর তারপর সেই কবরখানায় একটি অংশ যেখানে আজই কিছুক্ষণ আগে মারিয়া নিকোলাএভনাকে কবর দেওয়া হয়েছিলো। রান্নাঘরের সব্জিক্ষেতে বিশেষ-কিছু নেই, শুধু দেয়াল ঘেঁষে একেশিয়ার ঝোপ আর কয়েক সার বাঁধাকপি, শীতে নীল আর কুঁকড়োনো। এক-একবার হাওয়া দেয় আর পাতা-হারা একেশিয়াগুলি নাচতে শুরু করে যেন তাদের দানোয় পেয়েছে। নুয়ে প'ড়ে পথের সঙ্গে চেপ্টে যায় তারা।

রাত্রে সেই ছেলেটি, ইউরা, জানলায় যেন কার হাতের টোকা শুনে জেগে উঠেছিলো। কুঠুরির মধ্যে কাঁপছে এক শুভ্রতা, রহস্যময় অন্ধকার আলো হ'য়ে উঠেছে। সেই শীতে, গায়ে তার শার্ট ছাড়া কিছু নেই, সে ছুটে জানলার ধারে গিয়ে ঠাণ্ডা কাচের উপর তার মুখ চেপে ধরলো।

বাইরে রাস্তার কোনো চিহ্ন নেই, সব্জিক্ষেত আর কবরখানা মিলিয়ে গেছে, আছে শুধু তুষারের ঝড় আর বরফের ধোঁয়ার মতো বাতাস। সেই তুষার-ঝড় প্রায় যেন ইউরাকে দেখতে পেয়েছে, জেনেছে তার ভয় দেখাবার শক্তি কতোখানি। আর তাই যেন এতো গর্জন তার, এতো তীব্র চীৎকার; ইউরাকে বশ করার জন্য চেষ্টার কোনোই ত্রুটি করলে না, হাতে-হাতে ফল পেয়ে উল্লাসে মেতে উঠলো। আকাশে পাক খেয়ে ঘুরে-ঘুরে শুভ্রতার লম্বা-লম্বা বিরাট ফালি পৃথিবীতে ঝ'রে-ঝ'রে মাটিকে যেন কাফনে ঢেকে দিলে। এই তুষার-ঝড় জগতে আজ একা, তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

জানলার তাক থেকে নেমে এসে ইউরার প্রথম ঝোঁক হ'লো কাপড় প'রে নিয়ে বাইরে যায়, কিছু-একটা করতে আরম্ভ করে। তার ভয় হ'লো পাছে ঐ বাঁধাকপির খেতটুকু বরফের তলায় ডুবে যায়—কেউ আর খুঁড়ে না তোলে।

ভয় হ'লো পাছে তার মা, খোলা মাঠে কবরে শুয়ে-শুয়ে অসহায় ভাবে মাটির গভীরে ডুবে যান—আরো গভীরে, তার কাছ থেকে অনেক দূরে।

আরো একবার কান্নায় শেষ হ'লো তার ভাবনা। মামা জেগে উঠলেন, যীশুর কথা ব'লে চেষ্টা করলেন তাকে সান্ত্বনা দিতে। তারপর হাই তুলে চিন্তিতভাবে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারা কাপড় পরতে শুরু করলে। ভোর হ'য়ে এলো।

৩

মা যতোদিন বেঁচে ছিলেন ইউরা জানতে পারেনি যে তার বাবা বহুপূর্বেই তাদের ত্যাগ ক'রে কখনো সাইবেরিয়ায়, কখনো অন্য কোথাও ঘুরে-ঘুরে তাদের বিপুল বিত্ত মদ আর স্ত্রীলোকের পেছনে উড়িয়ে দিচ্ছেন। তার মা তাকে বাবার কথা বলতেন, সে জানতো ব্যবসার খাতিরে বাবাকে অন্যত্র বাস করতে হয়—তিনি কখনো থাকেন পিটার্সবার্গে, কখনো বা তাঁকে যেতে হয় বড়ো-বড়ো মেলার কোনো একটিতে, সাধারণত ইরবিট শহরে।

মা তেমন সবল ছিলেন না কোনোদিনই, কিন্তু যখন তাঁকে যক্ষ্মায় ধরলো, তখন থেকে চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ ফ্রান্স বা ইটালির উত্তরে যেতেন মাঝে-মাঝে। ইউরা দু'বার তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলো। কতো সময় অচেনা লোকেদের সঙ্গে থাকতে হয়েছে তাকে, বদলি হ'তে হয়েছে এক থেকে অন্য কোনো সংসর্গে। এই সব বদলে তার অভ্যেস হ'য়ে গিয়েছিলো; আর এই অপরিচ্ছন্ন পটভূমিকায়, অন্তহীন রহস্যের পরিবেশে, তার বাবার অনুপস্থিতিও তার মনে কোনো প্রশ্ন তোলেনি।

তার আবছা মনে পড়ে তার খুব ছেলেবেলার কথা, যখন তারই পদবির সঙ্গে কতো অসংখ্য জিনিসের নামই না সে যুক্ত হ'তে দেখেছে। জ়িভাগো-কারখানা, জ়িভাগো-ব্যাঙ্ক, জ়িভাগো-টাইপিন, জ়িভাগো-ভবন—এমনকি একটা জ়িভাগো-কেকও ছিলো, এখনো মনে আছে। 'জ়িভাগোর বাড়ি!' মস্কোর কোনো স্লেজওলাকে এটুকুর বেশি বলতে হ'তো না; যেন বলা হয়েছে—'টিম্বকটুতে নিয়ে চলো!' তক্ষুনি সেই স্লেজ-গাড়ি আপনাকে নিয়ে

চ'লে যেতো পৃথিবীর প্রান্তে এক মায়াময় রাজত্বে। গ্রামের মতো শান্ত সেই বাড়ির বাগান ঘিরে ফেলতো আপনাকে; ফারগাছগুলোর ভারি-ভারি ডালে বসতে গিয়ে কাকেরা তুষারকণা ছিটিয়ে দিতো, তাদের ডাক প্রতিধ্বনি তুলতো চুল্লিতে কাঠ পোড়ার মতো শব্দ ক'রে, অভিজাত কুকুরের পাল রাস্তা পার হ'য়ে ছুটে আসতো সেই পরিষ্কার জায়গাটুকু থেকে, যেখানে বাড়ি তৈরি হচ্ছে আর আলো জ্বলছে ঘন-হ'য়ে-আসা সন্ধ্যায়। হঠাৎ মিলিয়ে গেলো সব। তারা গরিব হ'য়ে পড়লো।

৪

১৯০৩ সালের এক গ্রীষ্মের সকাল। মায়ের মৃত্যুর ঠিক দু-বছর পরে ইউরা তার মামার সঙ্গে ঘোড়ায় টানা এক খোলা গাড়ি চ'ড়ে মাঠের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলো। ইভান ইভানোভিচ ভস্কোবয়নিকভের সঙ্গে দেখা করতে চলেছে তারা। ইনি একজন শিক্ষক, এঁর লেখা পাঠ্যবইগুলির খুব কাটতি; থাকেন ডুপ্লিয়ানকাতে। কলোগ্রিভভ, এক রেশম-ব্যবসায়ী আর শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক, তাঁরই জমিদারি এই গ্রাম।

কাজানের দিব্যকুমারীর স্মৃতিবার্ষিকী আজ। ধানকাটার মরশুম চলছে এখন, কিন্তু পরবের জন্য, কি হয়তো দুপুরবেলার বিশ্রামের জন্য, কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। অর্ধেক-নিড়োনো খেতগুলো রোদ্দুরে ঝলসে যাচ্ছে, জেলখানার কয়েদির আধখানা-কামানো মাথার মতো। মাথার উপর গোল হ'য়ে উড়ে বেড়াচ্ছে পাখিরা। আর পাকা গমের শিষগুলি খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে—একেবারে স্তব্ধ। সদর রাস্তা থেকে একটু দূরে কাটা শস্যের স্তূপের পেছন থেকে হঠাৎ কয়েকটি লম্বা শিষ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে ওঠে, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হ'তে পারে ওরা যেন ধীরে নড়ছে, জমির ঠিকেদার যেন ওরা, কোথায় কী কাজ হচ্ছে তার তদারকি করতে-করতে সুদূর দিগন্তে হেঁটে বেড়ায়।

'এই সব জমি জমিদারের, না চাষিদের নিজের?' নিকোলে নিকোলেভিচ পাভেলকে জিজ্ঞাসা করলেন। পাভেল সেই প্রকাশকের কাছে ফাইফরমাস

খাটার কাজ করে। এখন সে গাড়ি চালাচ্ছে। কাঁধ উঁচু ক'রে, ঘাড় কুঁজো ক'রে, অদ্ভুত ভঙ্গিতে এক পায়ের উপর আরেক পা দিয়ে ব'সে যতোটা সম্ভব বুঝিয়ে দিচ্ছে যে গাড়ি চালানো আসলে মোটেও তার কাজ নয়।

'মালিকের।' পাইপে আগুন ধরিয়ে পাভেল তাতে টান দিলে। অনেকক্ষণ চুপচাপ। ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়লো, গাড়ির মুখ অন্যদিকে ঘুরতেই পাভেল বললে, 'আর এই সব জমি আমাদের—। আরে ধুশ্, শালা—' ঘোড়াগুলিকে গাল দিয়ে উঠলো সে। এঞ্জিনচালক যে-ভাবে তার কলকব্জার দিকে দৃষ্টি রাখে ঘোড়াগুলির ল্যাজ আর কাঁধের উপর সে ঠিক সেইভাবে নজর রেখেছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্য যে-কোনো ঘোড়ার যা স্বভাব, এই ঘোড়া দুটোরও তা-ই, সামনেরটি অতিশয় সরল হৃদয়ে শান্ত চিত্তে গাড়ি টানছে[১]; আর পেছনের ঘোড়াটা রাজহাঁসের মতো এমনভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে আছে যে অনভিজ্ঞের মনে হ'তে পারে সে একেবারে কুঁড়ের বাদশা—ঘণ্টার আওয়াজে তাল দিয়ে দিয়ে লাফানো ছাড়া যার আর কোনো কাজ নেই।

ভস্কোবয়নিকভের লেখা জমি ও কৃষি বিষয়ে একটি বইয়ের প্রুফ নিয়ে চলেছিলেন নিকোলে নিকোলেভিচ। এদিকে আবার সেন্সর ক্রমশ কড়া হচ্ছে: প্রকাশক লেখককে বলেছেন বইটা আর-একবার আগাগোড়া প'ড়ে দিতে।

'এদিককার লোকেরা যা-সব শুরু করেছে,' পাভেলকে লক্ষ ক'রে মামা বললেন, 'এই তো সেদিন এক ব্যাবসাদারের গলা কাটলো, আবার শুনছি জেমস্কি[২]র আস্তাবলটা পুড়িয়ে দিয়েছে। কী মনে হয় তোমার? তোমাদের গাঁয়ের লোকেরা সব বলছে কী?'

কিন্তু পাভেলের মত, স্পষ্ট বোঝা গেলো, এ-বিষয়ে বড্ড কড়া—যে সেন্সরের ইচ্ছা-অনুসারে কৃষি-সমস্যা বিষয়ে ভস্কোবয়নিকভ-এর তীব্র মতামতগুলোকে নরম করার দরকার হচ্ছে—তার চেয়েও কড়া। 'কী আশা করেন ওদের কাছ থেকে? নাগালের বাইরে চলে গেছে ওরা। বড্ড বেশি ভালো ব্যবহার করা হয়েছে ওদের সঙ্গে—আরে আমাদের জাতের লোকেদের

১ গাড়িটা ট্রয়কা জাতীয়, কিন্তু এক ঘোড়ার বদলে দুই ঘোড়ায় টানছে।

২ জেমস্কি (zemsky) গ্রামীন বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরে।

সঙ্গে কি এ-রকম ব্যবহার করতে আছে? একবার লাই দিয়ে দেখুন না ওই চাষাদের, প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে টুঁটি চেপে ধরবে—আরে চল ব্যাটা, চল।'

ইউরা মামার সঙ্গে আরো একবার ডুপ্লিয়ানকাতে এসেছিলো। তার ধারণা ছিলো সে রাস্তা চেনে—তাই যখনই দেখেছে পথের দু-পাশে, সামনে পেছনে, এলোমেলো কিছু গাছ নিয়ে ছোটো-ছোটো বন—চেনা লেগেছে তার, আশা করেছে এইবার রাস্তা ডাইনে বেঁকবে, আর সে দূরে দেখতে পাবে অস্পষ্ট ছবির মতো কলগ্রিভভের জমিদারির দশ মাইল জোড়া উন্মুক্ত পল্লী-প্রকৃতি—দূরে নদীর জল রোদে কেমন ঝকঝকে, আর সেই নদীর পেছনে রেল-লাইন। কিন্তু প্রত্যেকবারই ভুল করেছে। মাঠের পর মাঠ, আর মাঠকে গ্রাস ক'রে বন। ক্রমান্বয়ে উন্মোচিত এই বিশাল প্রকৃতির দৃশ্যাবলী যাত্রীদের মনে এক বিপুল ব্যাপ্তির অনুভূতি জাগিয়ে তোলে—তাদের ভাবায়, স্বপ্ন দেখায় ভবিষ্যতের।

পরে যে-সব বই লিখে নিকোলে নিকোলেভিচ বিখ্যাত হয়েছিলেন তার একটাও এই সময়ে লেখা হয়নি, কিন্তু তাঁর ধ্যান-ধারণাগুলি সম্পূর্ণ আকার নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তবু, তিনি নিজে জানতে পারেন নি যে তাঁর সময় আসন্ন।

শিগগিরই তাঁর সমসাময়িক লেখক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত দার্শনিকদের মধ্যে তিনিও গণ্য হবেন, এমন একজন ব'লে স্বীকৃত হবেন যিনি ওঁদের সকলের সঙ্গে একই চিন্তায় অংশ নিয়েও শুধুমাত্র সেই চিন্তার ভাষা ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে ভিন্ন। এঁরা প্রত্যেকে ব্যতিক্রমহীনভাবে একটা-না-একটা বুলি আঁকড়ে থাকেন, সন্তুষ্ট থাকেন কথা আর বাইরের খোলসটা নিয়ে; কিন্তু তিনি, সন্ন্যাসী নিকোলে, ধর্মযাজক নিকোলে, যিনি একই সঙ্গে টলস্টয়ের শিষ্য আর আদর্শবাদী বিপ্লবী, এখনো তাঁর প্রব্রজ্যা শেষ হয়নি। তাঁর আকৃতি এমন এক নীতির জন্য, আবেগে যার জন্ম, অথচ মূর্ত যার অবয়ব, যা পথ দেখিয়ে দেবে, এই পৃথিবীকে বদলে দেবে, ডেকে আনবে মঙ্গলকে; এমন এক চিন্তা যা এমনকি শিশুর কাছে অথবা মূর্খ বোকার কাছেও বিদ্যুতের মতো, বজ্রের মতো স্পষ্ট। তাঁর আকুতি নতুনের জন্য।

মামার কাছে থাকতে ভালো লাগতো ইউরার। মামা তাঁকে তার মায়ের কথা মনে করিয়ে দেন। মায়ের মতোই তাঁর মুক্ত মন আর অপরিচিতকে গ্রহণ করার উন্মুখতা। সমস্ত প্রাণীর প্রতি তাঁর অভিজাত সমতাবোধ; তিনিও এক পলকে সব-কিছু বুঝে ফেলেন। যে-কোনো ভাবনার উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে তার অর্থ ও প্রাণ হারিয়ে যাবার আগেই তিনি তা প্রকাশ করতে পারেন।

মামা যে তাকে ডুপ্লিয়ানকাতে নিয়ে যাচ্ছেন ইউরা তাতে খুশি হয়েছে। সুন্দর গ্রাম ডুপ্লিয়ানকা। এই গ্রামও তার মাকে মনে পড়িয়ে দেয়—মা প্রকৃতি ভালোবাসতেন, ইউরাকে প্রায়ই গ্রামে হাঁটতে নিয়ে যেতেন।

নিকি ডুডোরভের সঙ্গে দেখা করার জন্যও উদগ্রীব হ'য়ে আছে সে, যদিও নিকি ইউরার চাইতে বয়সে দু-বছরের বড়ো ব'লে তাকে খুব সম্ভব অবজ্ঞার চোখেই দেখে। নিকি ইস্কুলের ছাত্র, ভস্কোবয়নিকভের বাড়িতে থাকে। ইউরার সঙ্গে হাত ঝাঁকাবার সময় শরীরের সব শক্তি খাটিয়ে এমনভাবে হাতটাকে নিজের দিকে ঝাঁকায় আর মাথাটা এতো নিচু করে যে কপালের উপর চুল এসে প'ড়ে আধখানা মুখই ঢেকে দেয় তার।

৫

'দারিদ্র্য-সমস্যার স্নায়ুতন্ত্র হ'লো—' নিকোলে নিকোলেভিচ পরিমার্জিত পাণ্ডুলিপি থেকে পড়লেন।

' "নির্যাস" আরো ভালো হবে—' এই ব'লে ইভান ইভানোভিচ গেলি-প্রুফে সংশোধন করলেন।

ঢাকা বারান্দার আধো-অন্ধকারে ব'সে কাজ করছিলেন দু-জনে। চার-পাশে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে ফুল গাছে জল দেবার ঝারি, খুরপি আর কোদাল, একটা ভাঙা চেয়ারের পিঠের উপর একটা বর্ষাতি রাখা, মস্ত ভারি-ভারি গলোশগুলো[১] কর্দমাক্ত অবস্থায় এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে, মাথাগুলো বেঁকে পড়েছে মেঝের উপর।

---

১ গলোশ: বৃষ্টি ও বরফে ব্যবহারের জন্য রবারের জুতো।

'অপর পক্ষে, জন্ম ও মৃত্যুর হার প্রমাণ করে—' নিকোলে নিকোলেভিচ প'ড়ে শোনালেন।

' "এ-বছরের" কথাটা যোগ ক'রে দাও,' ব'লে ইভান ইভানোভিচ নিজেও কাগজে কথাটা লিখে রাখলেন। কিছু নতুন খসড়া আবার তৈরি হ'লো। গ্রানাইটের টুকরোগুলি কাগজ-চাপার কাজ করছে।

কাজ শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে নিকোলে নিকোলেভিচ বিদায় নিতে চাইলেন।

'ঝড় আসছে। এখন যেতে হয়।'

'না, না, যাবে কোথায়? তোমাকে যেতে দিচ্ছি না এখন। এসো, একটু চা খাওয়া যাক এবার।'

'কিন্তু সন্ধের আগেই যে আমার শহরে পৌছনো দরকার।'

'ও-সব বাজে কথা ব'লে লাভ নেই। আমি শুনবো না।'

বাগানে চা দেওয়া হ'লো। তামাক আর সূর্যমুখী ফুলের মেশানো গন্ধ ডুবিয়ে দিয়ে সামোভার থেকে হঠাৎ কাঠকয়লার ধোঁয়া পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে বেরিয়ে এলো। একটি দাসী ট্রে-তে সাজিয়ে নিয়ে এলো ঘন ক্রীম, জাম-ফল, আর পনিরের পিঠে। পাভেল নাকি নদীতে স্নান করতে গেছে, ঘোড়া দুটোকেও নিয়ে গেছে সঙ্গে। নিকোলে নিকোলেভিচ সুতরাং অপেক্ষা করতে বাধ্য হলেন।

'চলো না, চা হ'তে-হ'তে নদীর ধার থেকে ঘুরে আসি', ইভান ইভানোভিচ বললেন।

কলোগ্রিভভের সঙ্গে বন্ধুতার খাতিরে স্বয়ং নায়েব-মশাইয়ের বাড়ির দুটো ঘর ব্যবহার করার অধিকার পেয়েছেন তিনি। সামনে নিজস্ব এক টুকরো বাগান নিয়ে বাড়ি, পার্কের এক অবহেলিত কোণ ঘেঁষে। লম্বা রাস্তার পাশেই সাবেক কালের গাড়ি আসার রাস্তা, এখন ঘন ঘাসে আচ্ছন্ন। জঞ্জাল জমা করার নালার দিকে গাড়ি চলে এই পথ দিয়ে, তা ছাড়া অন্য কোনো কাজের জন্য আর আজকাল কেউ ব্যবহার করে না। কোটিপতি কলোগ্রিভভ মানুষটি প্রগতিশীল, আজকের এই বিপ্লবের জন্য দরদ আছে তাঁর প্রাণে—সস্ত্রীক তিনি বাইরে থাকেন। এখানে আছে কেবল তাঁর দুই মেয়ে, নাডিয়া আর লিপা; তাদের সঙ্গে থাকেন তাদের শিক্ষয়িত্রী, আর পরিচারকবৃন্দ।

নকল হ্রদ আর ছাঁটা ঘাসের জমি দিয়ে ঘেরা নায়েব মশাইয়ের বাড়ি আর বাগান। পুরু মেহেদির বেড়ায় পার্ক থেকে আলাদা হ'য়ে আছে। সেই বেড়ার ধার ঘেঁষে দুজনে হাঁটতে লাগলেন আর একটুক্ষণ পর পর ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে ছোটো-ছোটো চড়ুইয়ের দল ডানা ঝাপটে উড়ে যেতে লাগলো তাদের সামনে দিয়ে। মৌচাকে মৌমাছির মতো মেহেদির ঝোপে বাসা পেতেছে এই পাখিরা, পরস্পরের কানে কতো কথাই না বলে, সরু নালার মধ্য দিয়ে জল ব'য়ে চলার মতো শব্দে ওদের কিচিরমিচির ঝোপগুলিকে ভ'রে রেখেছে।

গাছপালার ঘর, মালির ঘর, ভাঙা পাথরের স্তূপ—কে জানে কোন আমলের—ছাড়িয়ে গেলেন দু'জনে। সাহিত্য ও চিন্তার জগতে নতুন কোনো প্রতিভার স্বাক্ষর পড়েছে কিনা এই নিয়ে কথা বলছেন তাঁরা।

'প্রতিভাবান কেউ নেই, এ-কথা বলা যায় না,' নিকোলে নিকোলেভিচ বললেন, 'তবে তাঁরা বড়ো নিঃসঙ্গ। এখন তো আবার "দলে"র হুজুগ উঠেছে, সাধারণ লোকের প্রধান লক্ষণই হ'লো এই যে তারা দল বেঁধে থাকে, তাদের গুরু সলোভিয়েভ, কাণ্ট বা মার্ক্স, যে-ই হোক না। কিন্তু সত্য যারা খোঁজে তারা একাই খোঁজে, এবং এই সত্যকে যারা যথেষ্ট ভালোবাসে না তাদের সঙ্গে এই প্রকৃত সত্যকামীদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। ক'টা জিনিসই বা আছে, বলো, এই পৃথিবীতে, যার আনুগত্য আমরা মনে-প্রাণে স্বীকার করতে পারি? সত্যিই খুব কম। এইজন্য আমার মাঝে-মাঝে মনে হয় শরীর ক্ষয়শীল, কিন্তু আত্মা যে অমর এ-কথা বিশ্বাস না-করলে বাঁচা যায় না—কারণ অমরত্ব মানেই তো জীবন, অমরত্ব জীবনের আরো অর্থপূর্ণ এক নাম। আত্মার প্রতি, খৃষ্টের প্রতি আস্থা না-থাকলে সত্যকে জানা যায় না।—কিন্তু তুমি বিরক্ত হচ্ছো। একটা বর্ণও তোমার মাথায় ঢোকেনি—জানি আমি।'

'হুঁ,' ইভান ইভানোভিচ জবাব দিলেন। রোগা চেহারা, সোনালি রঙের চুল, ঈল মাছের মতো অস্থির স্বভাব, আর থুৎনিতে ছোট্ট একটু দুষ্টু দাড়ি থাকায় তাঁকে দেখতে হয়েছে লিঙ্কনের সমসাময়িক কোনো আমেরিকান ভদ্রলোকের মতো। একটি হাত সর্বদাই ন্যস্ত আছে সেই দাড়ির ডগায়।

কেবলই সেই দাড়ি হাতে পাকিয়ে তার ডগাটা কামড়াতে থাকেন। 'আমার কিছুই বলবার নেই অবশ্য। তুমি তো জানো, এ-বিষয়ে আমার মত তোমার থেকে ভিন্ন। কিন্তু তুমি যখন ঐ দলের কথা তুললেই তখন জিজ্ঞেস করি, পুরুৎঠাকুরের আলখাল্লা ছাড়বার সময় কেমন লেগেছিলো তোমার? অন্তত তখনকার মতো একটু ভয় যে পেয়েছিলে এ-কথা আমি বাজি রেখে বলতে পারি। ওরা খুব শাপ-শাপান্ত করেনি তোমাকে?'

'তুমি প্রসঙ্গটা বদলাতে চাইছো। তা যাই হোক—না, আমাকে শাপ-শাপান্ত করেনি ওরা; ও-সব আর হয় না আজকাল। তা খানিকটা বিশ্রী লেগেছিলো বইকি, কিছু-কিছু ফলও ভুগতে হয়েছে। যেমন ধরো, অনেকদিন পর্যন্ত আমাকে আর সরকারি চাকরি দেবে না, মস্কো বা পিটার্সবার্গে আমার যাওয়া বারণ। কিন্তু এ-সব খুব ছোটো কথাই। আমি একটু আগে বলছিলাম —যীশুর প্রতি আস্থা রাখতে হবে আমাদের। বুঝিয়ে বলছি কথাটা। এ-কথাটা তুমি বুঝতে পারছো না যে আমি নাস্তিক হ'তে পারি, ঈশ্বর যে আছেন বা কেন তাঁকে থাকতে হবে তা না-জানতে পারি—আর তবু পারি বিশ্বাস করতে যে মানুষের বাসা প্রকৃতির মধ্যে নয়, ইতিহাসের মধ্যে, আর ইতিহাস বলতে আমরা যা বুঝি তার আরম্ভ যীশুতে, তাঁরই বাণীর উপর তিনি তাকে প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। এখন—ইতিহাস কী, বলো তো? ইতিহাস সেই কাজেরই আরম্ভের নাম, মানুষ অনেক, অনেক শতাব্দী ধ'রে ধারাবাহিকভাবে যা ক'রে যাচ্ছে—যার লক্ষ্য হ'লো মৃত্যুর হেঁয়ালির সমাধান করা, যাতে কিনা মৃত্যুকেও শেষ পর্যন্ত জয় করা যায়। সেইজন্যই মানুষ সিম্ফনি রচনা করে, আবিষ্কার করে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ আর গণিতের অসীম। কিন্তু আত্মার জাগরণ ভিন্ন এ-ভাবে এগুলো সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক ক্ষমতা না-থাকলে এই আবিষ্কার করতে পারবে না তুমি, আর তার জন্য যা-কিছু প্রয়োজন সব আমরা পাবো যীশুর বাণীতে। সেটা কী? প্রথমত, জীবনের পরম নির্যাস আপন প্রতিবেশীর জন্য প্রেম। এই প্রেম যদি একবার আমাদের হৃদয় ভ'রে তোলে তাহ'লে তাকে উপচে প'ড়ে নিঃশেষিত ক'রে ফেলতে হয় নিজেকে। আর দ্বিতীয়ত, যে-দুটি ধারণা আধুনিক মানুষের প্রধান আশ্রয় বলা চলে—যা ছাড়া আধুনিক মানুষকে কল্পনা করা যায় না—ব্যক্তির সত্তাকে

স্বাধীন ও জীবনকে আত্মত্যাগ রূপে দেখা।—মনে রেখো, এই সমস্ত চিন্তা এখনো নতুন। প্রাচীন জগতে এই অর্থে কোনো ইতিহাসের চেতনা ছিলো না। তৎকালীন রক্তপাত আর পাশবিকতা, নিষ্ঠুরতা আর বিষাক্ত কালিগুলাদের মধ্যে আমরা এমন ধারণার আঁচটুকু পাই না যে যে-কেউ অপরকে দাসে পরিণত করে সে নিজেই অধম। সেকালের ব্রোন্‌জ্‌ ও মর্মরের স্তম্ভগুলির অমরত্বকে মনে হয় মৃত ও দাম্ভিক। তবু মাত্র খৃষ্টের জন্মের পরই মানুষ ও মহাকাল সহজে নিশ্বাস ফেলতে শুরু করলো। শুধুমাত্র তাঁর আবির্ভাবের পরেই মানুষ ভবিষ্যতে বাস করতে শিখেছে। কুকুরের মতো গর্তে প'চে আর তারা মরবে না. বরং তাদের মৃত্যু আসবে নিজের বাড়িতে, ইতিহাসের পাতায়। যখন তারা সেই মৃত্যুরই বিজয়ে রত—সেই লক্ষ্যের কাছেই নিজেদের তারা উৎসর্গ করেছে। . উঃ, আমি শুয়োরের মতো ঘামছি। এ তো প্রায় একটা বোবা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কথা বলবার মতো।'

'তোমার ওই দূরদর্শন তত্ত্ব থেকে আমাকে রেহাই দাও—ডাক্তারের বারণ আছে—আমার ধাতে সয় না।'

'নাঃ, তুমি একটা অপদার্থ। আচ্ছা, থাক এ-সব কথা। আরে—কী অপরূপ দৃশ্য! ভাগ্যবান বটে তুমি—অবশ্য যদিও এখানেই থাকো, কখনো বোধ হয় চোখ তুলেও তাকাও না।'

সূর্যের আলোয় নদীটা যেন জ্বলছে, এতো উজ্জ্বল যে চোখে আঘাত করে। কেঁপে-কেঁপে বেঁকে-বেঁকে চলেছে যেন কোনো ধাতব পদার্থ। হঠাৎ ভাঁজের পর ভাঁজ পড়লো জলের বুকে : একটি ফেরি-স্টীমার গাড়ি, ঘোড়া আর একদল চাষি নিয়ে এপার থেকে ওপারে পাড়ি দিচ্ছে।

'আরে, মাত্র পাঁচটা বাজলো নাকি এতোক্ষণে! সিজ্‌রান থেকে ট্রেন আসে—ঠিক পাঁচটা বেজে পাঁচ মিনিটে।'

অনেক দূরে সমতল জমির উপরে হলুদ আর নীলে মেশানো পরিচ্ছন্ন একটি রেলগাড়ি দেখা যাচ্ছে, ডানদিক থেকে বাঁ দিকে চলেছে, দূর থেকে কতো ছোটো মনে হয়। হঠাৎ তাঁরা দেখলেন, গাড়ি থেমে গেলো। এঞ্জিনের মুখ থেকে শাদা বাষ্প বেরুতে লাগলো, পরমুহূর্তেই শুনতে পেলেন বিপদসূচক বাঁশি বাজছে।

'আশ্চর্য ব্যাপার।' ভস্কোবয়নিকভ বললেন, 'কিছু-একটা হয়েছে মনে হচ্ছে। এই জলার ধারে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়লো কোন কর্মে? নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। চলো, চা খাওয়া যাক।'

৬

বাড়িতে বা বাগানে—কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না নিকিকে। মামা আর ইভান ইভানোভিচ যতোক্ষণ বারান্দায় ব'সে কাজ করছিলেন, ইউরা নিরুদ্দেশভাবে ঘুরতে-ঘুরতে আন্দাজ করলো, অতিথিদের এড়াবার জন্যই গা ঢাকা দিয়েছে নিকি—আর তাছাড়া ইউরাকে তো সে নিজের সমকক্ষ ব'লেও ভাবে না।

আশ্চর্য জায়গাটি। এক মিনিট পর-পর ডেকে উঠছে হলুদ রঙের থ্রাশ পাখি, তিন স্বরের ডাক তার, তার পরেই একটু থামে, যেন সময় নেয় সেই স্বচ্ছ, ভেজা-ভেজা, বাঁশির মতো তীব্র মধুর স্বরকে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্য। বদ্ধ বাতাসে মুহ্যমান ফুলের গন্ধ যেন সূর্যের প্রবল তেজে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আটকে গেছে শুধু মাত্র নিজেদের সীমাবদ্ধ এলাকাটুকুতে। আ—এরা তাকে মনে করিয়ে দেয় আন্টিবেস আর বর্ডিঘেরার কথা। ডাইনে থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে বেঁকে-বেঁকে ঘুরে বেড়ালো ইউরা। তার মায়ের গলার স্বর তাকে মায়ের মতো ঘিরে ধরলো, কলে-ছাঁটা ঘাসের জমিতে, মৌমাছির গুঞ্জনে, গানের মতো মধুর পাখির ডাকে, তার মার গলা শুনতে পেলো সে। মা তাকে কাছে ডাকছেন, কখনো এখানে কখনো ওখানে দাঁড়িয়ে মা তার উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করছেন—এই মোহে ইউরার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'লো।

ইউরা খালের দিকে এগিয়ে গেলো। খাল-পাড়ের ছোটো-ছোটো গাছে সাজানো নকল পথ বেয়ে নিচে ঘনবদ্ধ অলডার ঝোপের কাছে এসে দাঁড়ালো সে। গাছের ছোটো ডালপালা ভেঙে প'ড়ে স্তূপাকৃতি হয়েছে সেখানে. কী অন্ধকার আর কী স্যাঁতসেঁতে জায়গাটা। ফুল খুব কম, মোরগঝুঁটি ফুলের লম্বা ডাঁটিগুলিকে দেখাচ্ছে যেন সচিত্র বাইবেলের পাতা থেকে এইমাত্র উঠে-আসা কোনো মিশরসম্রাট।

ইউরা বিষণ্ণ থেকে বিষণ্ণতর হ'লো। কাঁদতে ইচ্ছে করছে তার। দুই হাঁটু মুড়ে ব'সে কান্নায় ভেঙে পড়লো সে।

'হে ঈশ্বরের দূত, তুমি আমাকে সর্বদা ঘিরে থাকো,' ইউরা প্রার্থনা করলে, 'সত্যের পথ তুমি আমাকে চিনিয়ে দাও; আর আমার মাকে জানিয়ো আমি ভালো আছি, তিনি যেন আমার জন্য চিন্তা না করেন। মৃত্যুর পরপারে যদি অন্য জীবন থেকে থাকে, হে পরম প্রভু, তাহ'লে তোমার স্বর্গীয় ভবনে, যেখানে সাধু আর সৎ মানুষের মুখগুলি লণ্ঠনের আলোর মতো জ্বলে—সেখানে আমার মাকে তুমি আশ্রয় দিয়ো। কতো ভালো ছিলেন আমার মা, তিনি তো কখনো কোনো পাপ করেননি। তাঁকে তুমি দয়া কোরো, হে ভগবান, আমার মাকে যেন কখনো কোনো দুঃখ পেতে না হয়। মা—মা গো!' বুক-ভেঙে-দেওয়া যন্ত্রণার চাপে সে চাইলো স্বর্গ থেকে তার মাকে ডেকে আনতে—যেন তার মা সত্য সন্ত হয়েছেন—তারপর হঠাৎ আর সহ্য করতে না-পেরে মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেলো।

বেশিক্ষণ অচেতন হ'য়ে রইলো না। যখন জ্ঞান হ'লো শুনতে পেলো মামা ওপর থেকে তাকে ডাকছেন। সাড়া দিয়ে সে খালের পাড় বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলো। হঠাৎ তার মনে পড়লো তার হারিয়ে-যাওয়া বাবার জন্য সে আজ প্রার্থনা করতে ভুলে গেছে—তার মা তাকে শিখিয়েছেন রোজ বাবার জন্য প্রার্থনা করতে।

কিন্তু সাময়িক জ্ঞানহীনতা এমন নতুন এক আনন্দ আর হালকা ফুর্তির আমেজ এনে দিয়েছে তার শরীরে, যে আবার প্রার্থনা করতে তার ভয় হ'লো, পাছে এই ভালো-লাগাটুকু হারিয়ে যায়। তাই মনে-মনে ভাবলো, আরেক সময় বাবার জন্য প্রার্থনা করলে ক্ষতি কী? 'বাবা অপেক্ষা করতে পারেন,' বুঝি এমন কথাও মনে হ'লো তার। বাবাকে ইউরার একটুকুও মনে নেই।

নদীর ধারের সেই মাঠে যে-গাড়ি হঠাৎ থেমে গিয়েছিলো, তারই দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় মিশা গর্ডন[১] ব'সে ছিলো। তার বাবার সঙ্গে ভ্রমণ করছে সে—তিনি একজন ওরেনবার্গ-নিবাসী আইন-ব্যবসায়ী। এগারো বছরের বালক মিশা,- ভাবুকের মতো মুখ তার, গভীর আর কালো তার চোখ। স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র—তার বাবা, গ্রিগরি ওসিপোভিচ গর্ডন সম্প্রতি মস্কোতে এক নতুন পদে বহাল হয়েছেন। নতুন সংসার গুছিয়ে নিতে মেয়েদের নিয়ে তার মা তাদের আগেই মস্কো চ'লে গেছেন।

আজ তিন দিন হ'লো মিশা বাবার সঙ্গে বেরিয়েছে।

মাঠ, উপত্যকা, গ্রাম আর শহর নিয়ে রাশিয়া তাদের চোখের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে, সূর্যের আলোয় তার রং খড়ির মতো শাদা, উত্তপ্ত ধুলো মেঘের মতো ঢেকে রেখেছে।

পথে দেখা যায় সার-বাঁধা গাড়ি-ঘোড়া। ঘুন্টিঘরের কাছে এলোমেলোভাবে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে গাড়িগুলো। দুরন্তগতি রেলগাড়ি থেকে মনে হয় যেন গাড়িগুলো অচল হ'য়ে আছে আর ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পা নাড়ছে।

বড়ো-বড়ো ইস্টেশনে গাড়ি থামলেই যাত্রীরা ঝুপঝাপ নেমে এলোমেলো-ভাবে ছুটোছুটি ক'রে কোনো-না-কোনো খাবার দোকানে ঢুকে পড়ে। সূর্য তখন ইস্টেশনের বাগানের পেছনে অস্ত যায়, লাল রঙে ছুপিয়ে দেয় যাত্রীদের পা, রেলগাড়ির চাকাগুলিকে।

জগতে যতো রকম গতি আছে, তাদের আলাদা ক'রে দেখলে মনে হয় আত্মস্থ ও সুচিন্তিত, কিন্তু একসঙ্গে দেখলে সেগুলো হ'য়ে ওঠে সুখের ঘোরে মাতাল—জীবনের যে-স্রোত সেগুলোকে এক ক'রে দিয়ে ঠেলে এগিয়ে নিচ্ছে, তার নেশায় মাতাল। সবাই খাটে, সংগ্রাম করে, ব্যক্তিগত স্বার্থ আর উদ্বেগ তাদের টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু তাদের সকল কর্মের এই উৎসগুলি শেষ ক'রে দিতো, থামিয়ে দিতো এই যন্ত্র, যদি না সর্বব্যাপী এক

১ রাশিয়াতে সাধারণত গর্ডন একটি ইহুদি পদবি।

গভীর নিরাসক্তির অনুভূতি বাধা দিতো তাদের। আর এই নিরাসক্তির কারণ এক সান্ত্বনাজনক বিশ্বাস যে তাদের স্বতন্ত্র জীবনগুলি এক সূত্রে বাঁধা, এক আনন্দময় আশ্বাস যে, এই পৃথিবীতে যা-কিছু ঘটে তা শুধু এই মর্ত্য-ভূমিতেই ঘটে না—যার মাটিতে কবর দেওয়া হয় মৃতদের—সব ঘটছে—অন্য এক জগতেও, যে-জগতের নাম কারো কাছে ঈশ্বরের দেশ, কারো কাছে ইতিহাস, কারো কাছে বা অন্য কিছু।

কিন্তু মিশার মনে হয় যে তার তিক্ত দুর্ভাগ্যবশত সে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। এক অশান্ত উদ্বেগ এই বালক দার্শনিককে প্রায়ই আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, এ-পৃথিবীর অন্য সকলে যে-নিরাসক্তি ভোগ করে তা তাকে স্বস্তি দেয় না, মহিমান্বিত করে না। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তার চরিত্রলক্ষণ বিষয়ে সে সচেতন; অসুস্থ এক আত্মচেতনার সঙ্গে নিজের চরিত্রের এই ব্যতিক্রমকে সে লক্ষ করে। তার নিজের স্বভাব তাকে যন্ত্রণা দেয়, নিজেকে ছোটো মনে হয় মিশার।

তার এমন সময় মনে পড়ে না যখন এই চিন্তা তাকে বিব্রত করেনি যে পৃথিবীর আর পাঁচজন মানুষের মতোই হাত আর পা, ভাষা আর জীবনযাত্রার পদ্ধতি নিয়ে কী ক'রে সে এতো ভিন্ন হ'তে পারলো—এমন একজন হ'তে পারলো যাকে এতো কম লোকে পছন্দ করে, যাকে কেউ ভালোবাসে না? সে বুঝতে পারে না, একবার অন্য সকলের চাইতে খারাপ হ'লে আর কেন শত চেষ্টাতেও নিজেকে উন্নত করা যায় না। ইহুদি হওয়ার মানেটা কী? উদ্দেশ্য কী? অস্ত্রবিহীন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার পুরস্কার কী, যুক্তি কী—এর জন্য কেবলমাত্র শোক ছাড়া অন্য কিছুই তো তারা পায় না।

সে তার সমস্যাটি তার বাবার কাছে উপস্থিত করেছিলো। তিনি জানালেন যে তার প্রতিপাদ্যগুলি অবাস্তব, সে যেন তার মনে এমন তর্কের স্থান আর না দেয়, কিন্তু এমন কোনো সমাধান বাবা বলতে পারলেন না যার গভীরতা তাকে আকৃষ্ট করতে পারে, অথবা অনিবার্যকে নিঃশব্দে মেনে নেবার ক্ষমতা দেয়।

ক্রমে, নিজের মা-বাবা বাদে অন্য সব পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞায় তার মন ভ'রে উঠলো—সমস্যার এই জট ওঁরাই তো পাকিয়েছেন, অথচ খুলতে

পারেন না—এতোই অক্ষম। সে নিশ্চিত জানে বড়ো হ'য়ে সব সমস্যার সমাধান করবে সে।

বড়োদের অক্ষমতার উদাহরণও সে দিতে পারে। ঐ উন্মাদ লোকটি যখন হঠাৎ রেলের কামরা থেকে ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে গেলো, তখন বাবার যে তার পেছনে ছোটাটা উচিত হয়নি সে-কথাটাও তো ওরা কেউ ব'লে দিতে পারতো? লোকটি ধাক্কা দিয়ে বাবাকে সরিয়ে দিলো, বিদ্যুতের গতিতে চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে বাইরে লাফিয়ে পড়লো—প্রথমে বাড়িয়ে দিয়েছিলো তার মাথাটা, দেখে মনে হ'তে পারতো এক সাঁতারু তার সাঁতারের পাটাতন থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে। বাবা চেন টেনে তক্ষুনি গাড়ি থামালেন—তখনো তো বড়োরা কেউ বারণ করতে পারতো বাবাকে?

অথচ এখন—যেহেতু গাড়িটা একযুগ ধ'রে থেমেই আছে, এবং যেহেতু গাড়ির সমস্ত যাত্রীর মধ্যে একমাত্র গ্রেগরি অসিপোভিচ-ই শেকল টেনেছিলেন, সকলের ভাবটা এখন এই রকম যেন গর্ডন-পরিবারই এই বিরক্তিকর ঘটনার জন্য দায়ী।

এই দীর্ঘ বিলম্বের সঠিক কারণ কেউই বুঝতে পারছিলো না। কেউ বললে যে হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে থামার ফলে গাড়ির ব্রেকটা নাকি নষ্ট হ'য়ে গেছে, কেউ বললে, খাড়াই পাথরের পথের উপর নেমেছে ব'লে আবার চলবার মতো বেগ সংগ্রহ করতে পারছে না গাড়িটা। তৃতীয় মতটি হ'লো, যে যিনি আত্মহত্যা করলেন তিনি নাকি এক খ্যাতনামা ব্যক্তি; তাঁর উকিল, যিনি তাঁর সঙ্গে চলেছিলেন, জেদ ধরেছেন সবচেয়ে কাছের স্টেশন, কলোগ্রিভভকায় খবর পাঠানোর জন্য—সেখান থেকে লোকজন আসুক, যথাবিহিত একটা বিবৃতি লেখা হোক। এঞ্জিন-ড্রাইভারের সহকারী সেইজন্য টেলিগ্রাফ পোলের উপর উঠে গেলো: কলোগ্রিভভকা থেকে ওঁরা এতোক্ষণে রওনাও হ'য়ে পড়েছেন হয়তো।

রেল-কামরার বাথরুম থেকে একটা ক্ষীণ দুর্গন্ধ ভেসে আসছিলো; ও-ডি-কোলনের সুগন্ধ তাকে ঢাকতে পারেনি—আর সেইসঙ্গে ভাজা মুরগির গন্ধ, একটু বাসি মাংসটা, নোংরা চর্বিতে মাখামাখি এক টুকরো কাগজে জড়ানো। পিটার্সবার্গ থেকে আগত কয়েকটি মহিলা—যাঁদের চুলে পাক

ধরেছে, কথা বলতে গলা কাঁপে আর সর্দি-বসা বুক থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোয়, এবং যাঁদের এখন ট্রেনের কয়লার কালি আর মুখের উগ্র রঙের মিশ্রণে জিপসিদের মতো দেখাচ্ছে—যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে মুখে পাউডার ঘষছেন আর রুমালে আঙুল মুচছেন। যেন ট্রেনের বারান্দার সংকীর্ণতার জন্যই, চপল ভঙ্গিতে কাঁধ মোচড়াতে-মোচড়াতে তাঁরা যখন গর্ডনদের কামরার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, মিশার মনে হচ্ছিলো চাপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ওরা যেন ফোঁশফোঁশ করছেন: 'ছাখো না! কী সব লজ্জাবতী লতা রে! নিজেদের কী আশ্চর্য জীবই না জানি ভাবে ওরা। বুদ্ধিজীবী! এ-সব আবার ওদের সহ্য হয় না!'

আত্মহত্যাকারীর দেহটি নদীর তীরে ঘাসের উপর শোয়ানো আছে। ফাটা কপাল বেয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে সারা মুখে অসংখ্য উল্কি এঁকেছে। শুকনো সেই রক্ত দেখে ঐ ব্যক্তিরই দেহের অংশ ব'লে এখন আর মনে হয় না, বাসি রক্তটা এখন তার থেকে বিচ্ছিন্ন অন্য কোনো পদার্থ হ'য়ে গেছে, স্টিকিং প্লাস্টারের মতো, কাদার মতো, ভেজা বার্চপাতার মতো। জনতার কৌতূহলী আর সমবেদনাশীল দল সারাক্ষণ ঘিরে আছে মৃতদেহটিকে। আর মৃত ব্যক্তির ভ্রমণের সঙ্গী ও বন্ধু—সেই হৃষ্টপুষ্ট রুক্ষ উকিল মশাই ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে বিরক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছেন,—তাঁকে দেখাচ্ছে যেন ঘামে ভেজা শার্ট গায়ে একটি সুসভ্য জানোয়ার। গরমে ম'রে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, টুপি খুলে হাওয়া করছেন নিজেকে। সব প্রশ্নের উত্তরেই কাঁধ ঝেঁকে একবারও ফিরে না-তাকিয়ে রাগি আওয়াজে বলছেন, 'মাতাল ছিলো। এ ছাড়া আর অন্য কী আশা করা যায় এদের কাছে? ডিলিরাম ট্রিমেন্স—আবার কী?'

উলের পোষাক পরা লেসের রুমাল জড়ানো, রোগা একটি বৃদ্ধা দু'একবার মৃতদেহটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বিধবা সে, টিভেরজিনা তার নাম। তার দুই ছেলে রেলের ড্রাইভার, তাই পাশ পেয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে দুই ছেলের বৌকে নিয়ে সে চলেছে। গুরু-মার পেছন-পেছন সন্ন্যাসিনীদের মতো শান্ত ভঙ্গিতে তার দুই বৌও তার পেছন-পেছন মৃতের কাছে এলো, গায়ের কাপড় ঘোমটার মতো ক'রে তাদের মাথার উপর গুটোনো। ভিড় স'রে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য জায়গা ক'রে দিলো।

রেলেরই এক দুর্ঘটনায় টিভেরজিনার স্বামী আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিলো। মৃতের একটু দূরে এমন জায়গায় সে দাঁড়ালো, ভিড় সত্ত্বেও যেখান থেকে দেহটি দেখা যায়। যেন অন্য মৃত্যুটির সঙ্গে এই মৃত্যুর তুলনা ক'রে দীর্ঘশ্বাস পড়লো: 'যার যেমন কপাল মনে-মনে সে এই কথাই যেন বললে: 'কেউ মরে ভগবানের ইচ্ছায়, কিন্তু ভাখো না কাণ্ড! এই তো একজন, বিলাস-ভোগে ডুবে মাথা-খারাপ হ'য়ে মরলো।'

সব যাত্রীই বেরিয়ে এসেছে শবদেহটি দেখতে। কামরায় ফিরছে শুধুমাত্র মাল চুরি যাবার ভয়ে।

রেল-লাইনের উপর লাফিয়ে নামছে তারা। ফুল তুলতে-তুলতে, অথবা পায়ের জড়তা কাটাবার জন্য পাইচারি করতে-করতে তারা অনুভব করছিলো যেন গাড়ি থেমেছে ব'লেই জায়গাটার সৃষ্টি হয়েছে: যেন দুর্ঘটনাটি না-ঘটলে এই পচা জলাভূমি অথবা বিস্তৃত নদী, ঐ অট্টালিকা এবং ও-দিকের খাড়া পাড়ের গির্জেটার অস্তিত্ব থাকতো না।

এমনকি সূর্যও, আত্মহত্যার এই দৃশ্যের উপর সন্ধ্যার আলো ফেলতে-ফেলতে যখন গোয়াল থেকে বেরিয়ে-আসা শান্ত লাজুক গোরুর মতো ভিড়ের মধ্য দিয়ে উঁকি দিলো তখন তাকে মনে হ'লো যেন রঙ্গমঞ্চের পটে আঁকা, নিতান্তই এক স্থানীয় উদ্ভাস।

এই ঘটনা মিশাকে এমন গভীরভাবে নাড়া দিলো যে আকস্মিক আঘাতে ও সমবেদনায় সে প্রথমটায় কেঁদে ফেললে। তাদের এই দীর্ঘ রেল-পথে অনেকবার তাদের কামরায় এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মিশার বাবার সঙ্গে আলাপ ক'রে গেছেন ঐ মানুষটি—এখন যিনি ম'রে প'ড়ে আছেন। বলেছিলেন, মিশার বাবার নৈতিক সুরুচি, তাঁর জীবনের শান্তি, আর তাঁর বুদ্ধি তাঁকে স্বস্তির আস্বাদ দিয়েছে।

হুণ্ডি, সম্পত্তি বন্দোবস্তের দলিল, জোচ্চুরি, দেউলে হ'লে কী করতে হয়—এই সব আইন সম্বন্ধে খুঁটে-খুঁটে কতো প্রশ্নই না বাবাকে উনি করছিলেন। 'আমি বিশ্বাস করি না।' গর্ডনের জবাব শুনতে-শুনতে চেঁচিয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক, 'আইনেরও তা'হলে দয়া আছে? আমার উকিলের কথা শুনলে তো বড্ড মন-খারাপ হ'য়ে যায়।'

এই অস্থির অসুস্থ ব্যক্তির স্নায়ু যতোবারই শান্ত হ'য়ে এসেছে, প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে বেরিয়ে তার ভ্রমণ-সঙ্গী তাকে ধ'রে প্রায় টানতে-টানতে নিয়ে গেছে খাবার কামরায় শ্যাম্পেনের সন্ধানে। সেই সঙ্গীটিই হৃষ্টপুষ্ট, অভদ্র, নিখুঁতভাবে দাড়ি কামানো, স্মার্ট পোষাক পরিহিত ঐ উকিল—কোনো ঘটনাতেই অবাক হবে না এমন চেহারা নিয়ে যে এখন মৃতকে আগলে দাঁড়িয়ে আছে। কী জানি কেন, তাকে দেখেই এ-কথা মনে হয় যে তার মক্কেলের অন্তহীন উত্তেজনা তার কিছু সুবিধে ক'রে দিয়েছে।

বাবা মিশাকে বললেন যে আত্মঘাতী ব্যক্তিটি হলেন বিখ্যাত, সদাশয় অথচ অত্যধিক অমিতাচারী এক কোটিপতি—তাঁর নাম জ়িভাগো—প্রায় অর্ধ-উন্মাদ অবস্থায় দিন-যাপন করছিলেন ইনি। মিশার উপস্থিতি হঠাৎ এক অসংযম এনেছিলো তাঁর মনে, ভদ্রলোক তাঁর মৃত স্ত্রী আর মিশার সমবয়স্ক ছেলের কথা তাদের কাছে বলছিলেন; তাঁর দ্বিতীয় সংসারের কথাও বলেছিলেন—প্রথমটির মতো সে-সংসারও তিনি পরিত্যাগ করেছেন। এ-কথা বলতে-বলতে অন্য কী কথা তাঁর মনে প'ড়ে গেছে, কী এক অজ্ঞাত ভয়ে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে তাঁর মুখ, কথার খেই হারিয়ে তোৎলাতে শুরু করেছেন।

মিশার প্রতি অদ্ভুত তাঁর স্নেহ—তার অর্থ বোঝা যায় না—মনে হচ্ছিলো অন্য কারুর প্রাপ্যটা তাকে দিয়ে স্নেহাতুর হৃদয়কে শান্ত করবার চেষ্টা করছিলেন। বড়ো-বড়ো স্টেশনে, যেখানে প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারের বইয়ের দোকানে নানা রকমের খেলনা আর স্থানীয় জিনিষপত্র বিক্রি করে, গাড়ি থামলেই নেমে গিয়ে অজস্র উপহার কিনে এনে আচ্ছন্ন ক'রে দিচ্ছিলেন মিশাকে।

অবিশ্রান্ত মদ খেলেন ভদ্রলোক, অভিযোগ করলেন যে আজ তিন মাস ঘুম হয় না তাঁর; আর বললেন যে যদি কখনো একটু বা শান্ত হ'তে পারেন যে-অসহ্য যন্ত্রণা তাঁকে ভোগ করতে হয় তা অন্য কারো পক্ষে অকল্পনীয়।

শেষবার ঝড়ের মতো তাদের কামরায় এলেন তিনি, গর্ডনের হাত সজোরে চেপে ধ'রে কী যেন বলতে চাইলেন, কিন্তু নিজেই বুঝলেন যে সে-কথা বলতে পারবেন না; তারপর ছিটকে বেরিয়ে বারান্দায় চ'লে গেলেন, চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাইরে।

মিশা ব'সে-ব'সে জ্যিভাগোর শেষ উপহার, উরালের ধাতু ভর্তি ছোট্টো কাঠের বাক্সটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। হঠাৎ বাইরে ব্যস্ততা জেগে উঠেছে। উল্টোদিকের সমান্তর লাইনের উপর একটা ট্রলি গড়াতে-গড়াতে এসে দাঁড়ালো। লাফিয়ে নামলেন একজন ডাক্তার, দু'জন পুলিশ ও চিহ্নিত টুপি মাথায় হাকিম-সাহেব। নিরুত্তাপ কেজো গলায় প্রশ্ন ক'রে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি টুকে নিলেন ওঁরা। পুলিশ আর রেলের গার্ড বালির উপর নেমে অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে এগোলো, ছেঁচড়ে সেই শবদেহ তারা টেনে তুললো। এক চাষির বৌ সজোরে কেঁদে উঠলো। যাত্রীদের অনুরোধ করা হ'লো নিজের-নিজের জায়গায় ফিরে যেতে। গার্ড বাঁশি বাজালো, গাড়ি চললো।

৮

'নীতিবাগীশ বুড়ো এসেছে—' হিংস্রভাবে নিকি ভাবলো। চারদিকে চেয়ে দেখলো পালাবার পথ সব বন্ধ। দরজার বাইরে অতিথিদের গলার আওয়াজ, আজ আর তাঁরা যাবেন না। ঘরে দুটি খাট, একটি নিকির নিজের, অন্যটি ভস্কোবয়নিকভের। মুহূর্তমাত্র দ্বিধা ক'রে নিকি নিজের খাটের তলায় ঢুকে পড়লো।

খাটের তলা থেকে সে টের পেলো তার অনুপস্থিতিতে অবাক হ'য়ে সবাই তার খোঁজ করছে। খুঁজতে-খুঁজতে শেষ পর্যন্ত শোবার ঘরেই এলো সবাই।

'যাক—কী আর করা যাবে,' নিকোলে নিকোলেভিচ বললেন। 'ইউরা, তুমি যাও। একটু পরেই হয়তো তোমার বন্ধুকে পাওয়া যাবে, তখন তার সঙ্গে খেলা কোরো।' ওঁরা ঘরেই বসলেন; পিটার্সবার্গ আর মস্কো ছাত্র-আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করতে-করতে জানতেও পারলেন না আধঘণ্টাখানেক কী এক অস্বাভাবিক আর লজ্জাকর অবস্থায় তাঁরা নিকিকে আটক থাকতে বাধ্য করছেন। অবশেষে বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন ওঁরা। সন্তর্পণে ঘরের জানলা খুলে বাইরে লাফিয়ে প'ড়ে নিকি বাগানে চ'লে এলো। গত রাত্রে

একেবারে ঘুম হয়নি তার, কিছুই যেন ভালো লাগছিলো না। বয়স তার চোদ্দ, বিক্ষুব্ধ হৃদয়, বালকত্ব মনে হয় অনন্ত ও ক্লান্তিকর। সারা রাত নির্ঘুম কাটিয়ে ভোর না-হ'তেই বাইরে চ'লে এসেছিলো আজ। ঘাসের উপর ভেজা গাছগুলির ছায়ার রং তখনো কালো হয়নি– ঘন ছাইরং সেই ছায়ার, ভেজা পশমের জামার মতো। কেন জানি মনে হয়, সকালের এই মোহন গন্ধ, আলোর জাফরিকাটা ঐ ছায়ার ভিজে শরীর থেকে উঠে আসছে। হঠাৎ কে যেন এক জ্যোতির্ময় পারদবিন্দু ঘাসের উপর গড়িয়ে দিলে। ধারার মতো ব'য়ে গেলো সেই আলোর রেখা, মাটিতে উবে গেলো না। তারপর আচমকা এক বিদ্যুৎভঙ্গিতে একপাশে স'রে গিয়ে অন্তর্হিত হ'লো। সাপ! নিকি কেঁপে উঠলো।

তার অদ্ভুত এক অভ্যেস আছে। উত্তেজিত হ'লেই সে নিজের মনে চেঁচিয়ে কথা বলতে শুরু করে। তার মাকে নকল ক'রে বড়ো-বড়ো উন্নত বিষয় বেছে নেয়, আর নিজেই নিজের প্রতিবাদ করতে ভালোবাসে।

'বেঁচে থাকাটা খুবই আশ্চর্য, কিন্তু এতো যন্ত্রণা কি পেতেই হবে? ঈশ্বর আছেন—নিশ্চয়ই। কিন্তু যদি সত্যিই তিনি থাকেন তাহ'লে আমিই তিনি।' এই ব'লে নিকি সামনের আস্‌পেন গাছটির দিকে চোখ তুলে তাকালো। থরথর ক'রে কাঁপছে সেই গাছ, ভেজা পাতাগুলি টিনের পাতের মতো চকচকে।

'ওকে আমি থামতে বলবো।' এক উন্মাদ আবেগে মনে-মনে সে ইচ্ছে করলে, তার সমগ্র সত্তা দিয়ে, রক্তমাংসের প্রতিটি বিন্দু দিয়ে ইচ্ছে করলে, যে গাছটা তার কাঁপুনি থামাক। 'থামো, বলছি!' আর তক্ষুনি গাছটি তার বাধ্য হ'য়ে যেন নিশ্চলতায় জ'মে গেলো। আনন্দে হেসে উঠলো নিকি খুব খুশি হ'য়ে নদীতে ছুটলো স্নান করতে।

নিকির বাবা হলেন একজন সন্ত্রাসবাদী, নাম ডেমেন্টী ডুডোরভ। প্রথমে মৃত্যুদণ্ড হয় তাঁর—তারপর জার স্বয়ং সেই দণ্ড প্রত্যাহার ক'রে তাঁকে নির্বাসন দিয়েছেন। নিকির মা এরিস্টভ বংশজাত জর্জীয় রাজকন্য, অপরিমিত প্রশ্রয়ে স্বেচ্ছাচারী, সুন্দরী এবং এখনো যুবতী। কোনো-না-কোনো হুজুগ নিয়ে মেতে থাকেন তিনি—কতো রকম আন্দোলন, বিদ্রোহ আর বিদ্রোহী,

কতো চরম মতবাদ, বিখ্যাত জনপ্রিয় অথবা দুঃখী অসার্থক অভিনেতা—তাঁর উৎসাহের তালিকা থেকে কিছুই বাদ পড়ে না।

ছেলেকেও খুব ভালোবাসেন। তার আসল নাম যদিও ইনোকেন্টী, আদর ক'রে হাজার রকম আজগুবি সব নামে তাকে ডাকেন তিনি—কখনো হয়তো ইনোচেক, কখনো নচেনকা। টিফ্লিসে তাঁর পিত্রালয়ে ছেলেকে নিয়ে গিয়ে সগর্বে দেখিয়ে এনেছেন। সেখানে নিকিকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছিলো বাড়ির উঠোনের নিঃসঙ্গ গাছটি। গাছটি এক গরম দেশের দানব, দেখতে খাপছাড়া, হাতির কানের মতো বড়ো-বড়ো পাতাগুলো দক্ষিণের তপ্ত আকাশ থেকে উঠোনটিকে আশ্রয় দিয়েছে। ওটা যে গাছ, কোনো জন্তু নয়—এই ধারণাটি নিকি কখনো মেনে নিতে পারেনি।

বিপ্লবী পিতার পদবি গ্রহণ করা নিকির পক্ষে বিপজ্জনক ছিলো। ইভান ইভানোভিচের ইচ্ছে ছিলো সে তার মাতুলকুলের পদবি নেয়। নিকির মারও তাতে অমত ছিলো না। ইভান ইভানোভিচ জারের কাছে এই মর্মে আবেদন করতে চান। খাটের তলায় ব'সে নিকি যখন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলো, তখন এই ব্যাপারটা নিয়েও চিন্তা করেছিলো সে। ইভান ইভানোভিচ কোন অধিকারে তার ব্যাপারে এমন অপমানজনকভাবে মাথা গলাতে আসেন? নিকি তাঁকে মজা টের পাইয়ে দেবে।

আর ঐ এক নাডিয়া! মাত্র পনেরো বছর বয়েস হয়েছে ব'লেই কি ও-রকম নাক উঁচু ক'রে থাকবার অধিকার জন্মেছে তার? এমন বিশ্রীভাবে কথা বলে যেন নিকি এখনো সেই কচি খোকাটি আছে। ওকেও সে দেখে নেবে। 'ওকে আমি ঘৃণা করি,' কয়েকবার মনে-মনে বললো নিকি। 'আমি ওকে খুন করবো। নৌকো ক'রে নদীতে নিয়ে গিয়ে ওকে ডুবিয়ে মারবো আমি।'

মা-ও একই রকম। নিশ্চয়ই এখান থেকে যাবার সময় তাকে আর ভস্কোবয়নিকভকে যা-যা ব'লে গেছেন সব মিথ্যে। ককেসাসে গেছেন না ছাই, তাদের দেখিয়ে-দেখিয়ে গাড়িতে উঠে, গেছেন তো নেমে পরের স্টেশনে, ফিরে গেছেন হয়তো পিটার্সবার্গে; ছাত্রদের দলে ভিড়ে কোথাও

হয়তো দাঙ্গা বাধিয়েছেন পুলিশের সঙ্গে,—ফুর্তিতে আছেন আর কি! এদিকে নিকি এই পচা আঁস্তাকুড়ে দম আটকে মরছে। কিন্তু ওকে সবাই যতো বোকা ভাবে ততো বোকা সে নয়। নাডিয়াকে সে খুন করবেই, ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে নেবে, তারপর সাইবেরিয়া চ'লে যাবে তার বাবার কাছে—তু'জনে মিলে নতুন এক বিপ্লব শুরু ক'রে দেবে।

৯

দিঘির কিনার ঘেঁষে শালুক ফুটেছে। ফুলের বোঁটা কেটে-কেটে তাদের নৌকো চলেছে, শব্দ হচ্ছে খসখস, ফুলগুলি স'রে স'রে যাচ্ছে জলের বুকে ত্রিভুজ এঁকে। ফুলের ফাঁক দিয়ে কালো জল দেখে মনে হয় ফালি-কাটা তরমুজের রস।

নিকি আর নাডিয়া শালুক ফুল তুলছিলো। একই ফুলের শক্ত পিছল বোঁটা ধরলো তুজনে। এমনভাবে তারা তুজনেই একসঙ্গে সেই বোঁটায় টান দিলো যে মাথা ঠুকে গেলো তাদের. আর নৌকা এমনভাবে পারের দিকে ঘুরে গেলো যে মনে হ'লো যেন কাছি দিয়ে কেউ টানছে। সেখানে বোঁটাগুলি আরো ছোটো আর জড়ানো; শাদা শাদা ফুলগুলি, ভেতরে রক্তের রেখা-আঁকা হলুদ ডিমের কুসুমের মতো তাদের রং, ডুব দিয়ে-দিয়ে ভেসে উঠতে লাগলো সারা শরীরে জল মেখে। নৌকোর একধারে ঝুঁকে প'ড়ে বাচ্চারা এমনভাবে ফুল ছিঁড়ে চললো যে নৌকো ক্রমেই হেলে পড়তে লাগলো একপাশে।

'স্কুলে যেতে অসহ্য লাগে আমার,' বললে নিকি, 'এবার আমার নতুন জীবন শুরু করার সময় হয়েছে—নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে হবে আমাকে এখন।'

'ও মা—আর আমি যে তোমার কাছে বর্গমূলের অঙ্কটা বুঝে নেবো ভেবেছিলাম। আলজেব্রায় আমি এতো খারাপ যে এবার আর-একটু হ'লেই ফেল করতাম।'

নিকি বুঝলো যে তাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে। বর্গমূলের কথা ব'লে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে আমি কতো ছেলেমানুষ—এখনো আলজেব্রার অঙ্কই শুরু করিনি।

কিন্তু আহত হয়েছে এমন ভাব সে দেখালো না। মুখে নিস্পৃহ এক ভঙ্গি ফোটাবার চেষ্টা ক'রে—চেষ্টা করতে-করতেই অবশ্য বুঝছিলো কী বোকামি—জিজ্ঞেস করলো, 'বড়ো হ'য়ে তুমি কাকে বিয়ে করবে?'

'সে অনেক পরের কথা। করবোই না হয়তো কাউকে। এখনো ও-বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করিনি আমি।'

'ওঃ—তুমি বুঝি ভাবলে আমার কোনো কৌতূহল আছে তোমার বিয়ের খবর জানতে?'

'তা না-থাকলে জিজ্ঞেস করতে এলে কেন?'

'তুমি একটা হাবা।'

দু'জনের ঝগড়া শুরু হ'য়ে গেলো। সকালবেলার নারীবিদ্বেষের কথা স্মরণ ক'রে নিকি নাডিয়াকে ভয় দেখালো যে এই মুহূর্তে চুপ না-করলে সে তাকে জলে ডুবিয়ে মারবে। 'চেষ্টা ক'রেই গ্যাখো না,' নাডিয়া জবাব দিলো। অমনি নিকি নাডিয়ার কোমর আঁকড়ে ধ'রে তাকে জলে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। মারামারি করতে-করতে টাল সামলাতে না-পেরে তারা দু'জনেই জলে প'ড়ে গেলো।

দু'জনেই সাঁতার জানে, কিন্তু শালুকে হাত-পা জড়িয়ে গিয়ে দম আটকে এলো তাদের। অবশেষে এক সময় পায়ের নিচে কাদা ঠেকলো। পাড় বেয়ে যখন ডাঙায় উঠে এলো তখন জামা-জুতো থেকে ঝর্নার ধারার মতো জল বেরুচ্ছে। নাডিয়ার চাইতেও নিকি বেশি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে।

এমনকি গত বসন্তেও যদি এমন কাণ্ড ঘটতো, তাহ'লে এই উত্তেজনা প্রশমিত হবার পরেই তারা নিশ্চয়ই চীৎকার ক'রে গাল পাড়তো দু'জনে দু'জনকে; আর তারপরই হয়তো ভেজা গায়ে পাশাপাশি এলিয়ে প'ড়ে হাসতে শুরু ক'রে দিতো।

কিন্তু আজ তারা ব'সে থাকলো—পাশাপাশি, একটাও কথা না-ব'লে। সমস্ত ঘটনাটার অস্বাভাবিকত্ব মনে ক'রে তাদের নিশ্বাস পড়ছে না। নীরব বিরক্তিতে নাডিয়া যেন ভেতরে-ভেতরে টগবগ ক'রে ফুটছে, আর নিকির সমস্ত শরীর যন্ত্রণায় অবশ, তার মনে হচ্ছে হাত-পা বুঝি কালো আর নীল হ'য়ে গেছে ব্যথায়, আর তার পাঁজর ভেঙে গেছে টুকরো-টুকরো হ'য়ে।

শেষ পর্যন্ত নাডিয়াই প্রথম কথা বললো। বয়স্কদের মতো শান্ত গলায় সে বললে, 'তুমি সত্যি একটা পাগল।' 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'—ঠিক সেই একই রকম বয়স্ক ভঙ্গিতে নিকি জবাব দিলো।

জলের গাড়ির মতো সারা রাস্তা ভিজিয়ে বাড়ি ফিরলো দু'জনে। পথে সেই ধূলিধূসরিত সর্পসংকুল ঢালু জমিটা তাদের পার হ'তে হ'লো, যেখানে ভোরবেলা নিকি সাপ দেখেছিলো।

নিকির মনে পড়লো তার গত রাত্রের উত্তেজনার কথা। মনে পডলো ভোরে সে ছিলো প্রাকাম্যের অধিকারী, তখন সে আদেশ করেছিলো প্রকৃতিকে। এখন কী আদেশ দেবো আমি—নিকি ভাবলে। সবচেয়ে বড়ো কামনা আমার এখন কী? হঠাৎ বুঝতে পারলো নাডিয়ার সঙ্গে আবার সে জলে পড়তে চায়; এই মুহূর্তে শুধু এই তার পরম বাঞ্ছনীয়। আবার কবে এমন ঘটনা ঘটবে? উত্তরটা জানবার জন্য কী না করতে পারে সে!

পরিচ্ছেদ ২

ভিন্ন জগতের একটি মেয়ে

১

জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হবার আগেই হঠাৎ অন্য-এক ঘটনার ছায়া পড়লো রাশিয়ার উপর। বিদ্রোহের ঢেউ ছড়িয়ে পড়লো এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, প্রত্যেক ঢেউ আগেরটির চাইতে শক্তিমান, অসাধারণ।

এই সময় এক বেলজীয় এঞ্জিনিয়ারের বিধবা স্ত্রী আমালিয়া কার্লোভ্‌না গুইশার তার ছেলে রডিয়ন আর মেয়ে লারিসাকে নিয়ে উরাল থেকে মস্কোতে এলেন। ভদ্রমহিলা আসলে ফরাশি, এখন রুশ ব'নে গেছেন। মস্কোতে এসে সামরিক বিদ্যালয়ে ছেলেকে ভর্তি ক'রে দিলেন, লারা ভর্তি হ'লো মেয়েদের হাইস্কুলে। এই একই স্কুলে আর একই ক্লাশে নাডিয়া কলোগ্রিভভাও পড়তো।

শ্রীমতী গুইশারের স্বামী তাঁর জন্য রেখে গেছেন কিছু কোম্পানির কাগজ, যার দর একসময় চড়া ছিলো, এখন পড়তে শুরু করেছে। হাতের টাকা খরচ হ'য়ে যাবার ভয়েও বটে, একটা-কিছু করতে হবে ব'লেও বটে, শ্রীমতী গুইশার জয়স্তম্ভের[১] কাছে লেভিট্‌স্কায়ার দরজির দোকানটা কিনে ফেললেন। লেভিটস্কায়ার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে দোকানের সঙ্গে দোকানের সুনাম, পুরোনো খদ্দের, দরজি ও অন্য কর্মনবিশদেরও পেয়ে গেলেন তিনি।

---

১ একটি গরিব পাড়া।

এই ব্যাবসা তিনি ফেঁদেছিলেন কমারোভস্কি নামে এক আইনব্যবসায়ীর পরামর্শে। ভদ্রলোক ছিলেন তাঁর স্বামীর বন্ধু এবং বর্তমানে তাঁর প্রধান সহায়। জাত-ব্যাবসাদার এই ভদ্রলোক, পুরো রাশিয়ার ব্যবসার জগৎ এঁর হাতের তালুতে। এঁরই সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ ক'রে মস্কোতে এসেছেন শ্রীমতী গুইশার; ইনি স্টেশনে অপেক্ষা করেছেন, গাড়ি ভাড়া ক'রে মস্কোর আরেক সীমায় অরুজ়াইনি[1] স্ট্রীটে, মন্টেনিগ্রো হোটেলে আগে থেকে ভাড়া-ক'রে-রাখা ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেছেন, ইনিই শ্রীমতী গুইশারকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রডিয়াকে সামরিক বিদ্যালয়ে আর লারাকে তাঁর নিজের পছন্দসই ইস্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। রডিয়ার সঙ্গে আলগোছে হাসি-মস্করা করেন তিনি, আর লারার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন যাতে সে লাল হ'য়ে ওঠে।

২

দোকানের কাছাকাছি ছোটো তিন-কামরার একটি ফ্ল্যাটে উঠে যাবার আগে প্রায় একমাস মন্টেনিগ্রোতেই থাকলো তারা।

মস্কোর সবচেয়ে কদর্য পাড়া সেটা। বস্তি, সন্দেহজনক গলিঘুঁজি, লিখাচিদের[2] আড্ডা—পুরো তল্লাটটি পাপাসক্ত।

ঘরের ময়লা, বিছানার ছারপোকা, আসবাবপত্রের দীনতা—কিছু দেখেই ছেলেমেয়েরা মন-খারাপ করলো না। তাদের বাবার মৃত্যুর পর থেকে মা পথে বসার ভয়ে সর্বদাই কাঁটা হ'য়ে আছেন। তারা সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে আছে, রডিয়া আর লারা এ-কথা শুনতে অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলো। রাস্তার ছেলেপুলেদের থেকে তারা আলাদা, এ-কথা বুঝলেও অনাথ-আশ্রমে পালিত শিশুদের মতো বড়োলোকেদের বিষয়ে আতঙ্ক তাদের মজ্জায়-মজ্জায় মিশে গিয়েছিলো।

---

১ অরুজ়াইনি: অস্ত্রাগার সড়ক।

২ লিখাচি: শৌখিন গাড়ির চালক, এদের বদনাম ছিলো বেশ্যাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ব'লে।

তাদের মা ছিলেন এই আতঙ্কের একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি। পঁয়তিরিশ বছরের গোলগাল সোনালি চুলের মহিলা তিনি। মাঝে-মাঝে হৃদ্‌রোগে ভোগেন, আর তা যখন ভোগেন না তখন তাঁকে ন্যাকামিতে ধরে। ভিতুর চূড়ান্ত, আর সবচেয়ে বোধহয় বেশি ভয় পান পুরুষমানুষকে। আর এরই জন্য, শুধুমাত্র আতঙ্ক আর বিহ্বলতার ফলে, তিনি সর্বদাই এক প্রেমিকের আলিঙ্গন থেকে অন্য প্রেমিকের আলিঙ্গনে ছিটকে-ছিটকে পড়তেন।

মন্টেনিগ্রো হোটেলে ওঁরা ছিলেন তেইশ নম্বর ঘরে। এই হোটেলের পত্তনের সময় থেকে চব্বিশ নম্বর ঘরে বাস করছেন চেলো-বাদক টিশকেভিচ, তাঁর টাক-পড়া মাথা পরচুলায় ঢাকা, শরীর ঘর্মসিক্ত, কাউকে কিছু বুঝিয়ে বলতে হ'লেই ভদ্রলোক প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত জোড় ক'রে বুকে ঠেকান। ফ্যাশনেবল কনসার্ট-হলে বাজান ইনি, বাজাবার সময় আবেগে তাঁর মাথা পেছন দিকে হেলে পড়ে, চোখ গোল হ'য়ে ঘুরতে থাকে। ঘরে খুব কম সময়ই থাকেন ভদ্রলোক, তাঁর অধিকাংশ সময় কাটে বলশই থিয়েটার আর নাচগানের ইস্কুলে। প্রতিবেশী হিসেবে তাঁরা পরস্পরকে সাহায্য করতে-করতে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন।

কমারোভস্কি এলে ছেলেমেয়ের সামনে শ্রীমতী গুইশার একটু বিব্রত বোধ করতেন ব'লে টিশকেভিচ তাঁকে তাঁর ঘরের চাবি দিয়ে যেতেন যাতে তিনি সেটা ব্যবহার করতে পারে। তাঁর এই পরহিতৈষণার উপর নির্ভর ক'রে-ক'রে শ্রীমতী গুইশার এমন অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলেন যে অনেক সময় তিনি তাঁর দরজায় টোকা দিয়ে সাশ্রুনেত্রে পৃষ্ঠপোষকের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য অনুরোধ জানাতেও ছাড়েননি।

৩

ভেরস্কায়া স্ট্রীটের এক কোণায়, যেখানে ব্রেস্ট রেলওয়ে এঞ্জিনের ডিপো, গুদোম আর কেরানিদের কোয়ার্টার বসিয়ে আস্তানা গেড়েছে, সেখানে একটি একতলা বাড়িতে শ্রীমতী গুইশারের শেলাইয়ের কারখানা।

রেলওয়ে কোয়ার্টারের একটিতে থাকতো ওলিয়া ডেমিনা, তাঁর অধীনস্থ একটি চালাকচতুর মেয়ে, তার কাকা রেলগুদোমের কেরানি। মেয়েটি খুব

তাড়াতাড়ি উন্নতি করেছিলো। দোকানের পুরোনো মালিক একে নেকনজরে দেখতেন, নতুন মালিকেরও পক্ষপাত জন্মাচ্ছে। লারা গুইশারকে খুব পছন্দ করতো ওলিয়া।

লেভিট্স্কায়ার আমলের পর দোকানের কিছুই বদল হয়নি। শেলাইয়ের কলগুলি মেয়েদের ক্লান্ত পায়ের চাপে অথবা অশান্ত হাতের ঘূর্ণিতে উন্মাদের মতো শব্দ করে। এখানে-ওখানে টেবিলের ধারে ব'সে মেয়েরা শেলাই ক'রে চলে, লম্বা সুতো-পরানো ছুঁচটা টেনে তোলার সময় অনেক উঁচুতে হাত উঠে যায় তাদের। টুকরো কাপড়ে ভর্তি মেঝে। শেলাই-কলের ঘড়ঘড় শব্দ আর জানলার ধারে খাঁচায় পোষা ক্যানারির (তার নাম কিরিল মডেস্টোভিচ) বাঁশির মতো গান ছাপিয়ে কথা বলতে হ'লে তারস্বরে চ্যাচানো ছাড়া উপায় নেই। পাখির পূর্বতন মনিব তার এই অবিশ্বাস্য নামের গোপন রহস্য কাউকে না-জানিয়ে সমাধিস্থ হয়েছেন।

বসবার ঘরের টেবিলে ফ্যাশান-পত্রিকাগুলো স্তূপ করা থাকে, তার চারধারে জড়ো হন দলবদ্ধ মহিলারা। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ ব'সে, কেউ বা পত্রিকার ছবির ভঙ্গিতে অর্ধশায়িত হ'য়ে মডেল আর জামার ছাঁট নিয়ে আলোচনা করেন। অন্য একটি টেবিলে ম্যানেজারের চেয়ারে ব'সে থাকে ফায়িনা সিলান্টিএভনা ফেটিসভা, শক্তপোক্ত গড়ন, গালের মোটা চামড়ার ভাঁজে-ভাঁজে আঁচিল—সে হ'লো প্রধান দরজি এবং শ্রীমতী গুইশারের সহকারিণী।

হাড়ের তৈরি একটি সিগারেট-হোল্ডার তার হলদেটে দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকে, নাক-মুখ থেকে নির্গত হলুদ ধোঁয়ার কুণ্ডলির আড়ালে তার চোখের হলুদ তারা দুটি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সে খাতায় লিখে রাখে গায়ের মাপ, অর্ডার আর খদ্দেরদের ঠিকানা।

দোকান চালাবার মতো কোনো অভিজ্ঞতাই শ্রীমতী গুইশারের ছিলো না। তিনি নিজেই বুঝতেন মালিক-জনোচিত ধরনধারন তাঁর আসে না, কিন্তু কর্মচারীরা সৎ আর ফেটিসভা খুবই নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তা হ'লেও এখন দিনকাল সুবিধের নয়, আর ভবিষ্যতের কথা ভাবলেই ভয়ে হিম হ'য়ে যান তিনি; কোনো-কোনো সময় হতাশা তাঁকে অবশ ক'রে ফেলে।

কমারোভস্কি প্রায়ই আসে দেখাশুনো করতে। শ্রীমতী গুইশারের ফ্ল্যাটে যাবার পথে সে যখন দোকানের মধ্য দিয়ে যায় কেতাদুরস্ত মহিলারা পোশাক ঠিক করা ছেড়ে লাজুকভাবে পর্দার ওপিঠে স'রে গিয়ে তার রসিকতা এড়ান। মেয়ে-দরজিরা অপছন্দ করে, আবার মজাও পায়; আপন মনে তারা বিড়বিড় করে, 'এই আসছেন নবাবজাদা,' 'এমিলিয়ার প্রাণনাথ এলেন,' 'বুড়ো ছাগল', 'রসের নাগর'! এমনকি কমারোভস্কির চেয়েও তারা আরো বেশি ঘৃণা করতো তার কুকুরটাকে—একটা বুল্‌ডগ, নাম জ্যাক, মাঝে-মাঝে মনিবের সঙ্গে শেকলে বাঁধা হ'য়ে বেড়াতে আসে; এমন সর্বনেশে ঝাঁকুনি দিতে-দিতে এগোয় যে কমারোভস্কি ট'লে-ট'লে হোঁচট খায়; দুই হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কোনোমতে যখন টাল সামলায় সে, তখন মনে হয় অন্ধ চলেছে তার পথপ্রদর্শককে অনুসরণ ক'রে।

এক বসন্তের দিনে লারার পায়ে কামড় বসিয়ে জ্যাক তার মোজা টুকরো ক'রে ছিঁড়ে দিলে।

'আপদটাকে শেষ করবো আমি,' ওলিয়া কর্কশ কণ্ঠে লারার কানে ফিশফিশ করলো।

'হ্যাঁ, কুকুরটা সত্যিই বদ; কিন্তু কী ক'রে শেষ করবে শুনি, বোকারাম?'

'শ্‌ শ্‌—চেঁচিয়ো না, আমি বলছি কী ক'রে। তোমার মার দেরাজে ঈস্টারের জন্য কতোগুলো পাথরের ডিম তোলা আছে না—'

'হ্যাঁ, আছে, স্ফটিক আর শ্বেতপাথরের তৈরি ওগুলো।'

'ঠিক, ঠিক। মাথাটা নিচু করো না, কানে-কানে বলছি শোনো। ওগুলো নিয়ে খুব ক'রে চর্বিতে ডুবিয়ে দিয়ো—নোংরা জানোয়ারটা তখন গবগবিয়ে খাবে আর দম আটকে মরবে শয়তানটা। মরবে ওটা—এইভাবে মরবে—'

লারা হাসে, ওলিয়াকে হিংসে হয় তার। ও খেটে খায়, দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে। এই সব ছেলেমেয়েরা সাধারণত খুব অকালপক্ক হয়। কিন্তু, ভগবান, কী নিষ্পাপ আর শিশুসুলভ স্বভাব ওর! জ্যাক, ডিম—এই সব ভাবনা ওর মাথায় ঢুকলো কী ক'রে? 'আর এমন ভাগ্য আমার হ'লো,' লারা ভাবে, 'যে সব-কিছু আমাকে দেখতে হয়, সবই কেন এমন গভীরভাবে দাগ কাটে আমার মনে?'

'মা হলেন ওঁর···কী যেন কথাটা?···উনি হলেন মার···। না, ও-সব খারাপ কথা, আমি বলবো না। কিন্তু তাহ'লে ও-রকম ভাবে আমার দিকে তাকান কেন উনি? হাজার হোক—আমি মারই মেয়ে তো!'

ষোলো বছর সবে ছাড়িয়েছে লারা, কিন্তু তার দেহটি পুরোপুরি ভ'রে গেছে। লোকে ভাবে তার আঠারো কি তারও বেশি। স্বচ্ছ মন তার, সরল স্বভাব; দেখতে সে খুব সুন্দর।

সে আর রডিয়া, দুজনেই বুঝে নিয়েছিলো যে তাদের জীবনে কিছুই সহজে আসবে না। অলস আর অকর্মণ্য শিশুদের মতো অকালপক্ক চিন্তা বা বয়সের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় কৌতূহলে সময় নষ্ট করার মতো অবসর ছিলো না তাদের। শুধু তা-ই নোংরা যা বাহুল্য। লারা জগতের পবিত্রতম মেয়ে।

ছোটো-ছোটো দাক্ষিণ্যে কৃতজ্ঞ বোধ করতো তারা দুই ভাইবোনে। তারা তো জানে জিনিসপত্রের কী দাম, আর এ পর্যন্ত তারা যা পেয়েছে তার মূল্য কতোখানি। জীবনের পথে চলতে হ'লে লোকে যাতে ভালো ভাবে তার জন্যে চেষ্টা করতে হয়। স্কুলের পড়ায় লারা যে ভালো করতো তার কারণ এ নয় যে পড়াশুনোর প্রতি তার কোনো বিশুদ্ধ ভালোবাসা আছে—তার কারণ সবচেয়ে ভালো ছাত্রীদের মাইনে কম দিতে হয়। ঠিক সেই একই কারণে সে বাসন ধোয় আর মায়ের ফরমাশ খাটে। নিঃশব্দ এক লাবণ্য ছিলো তার—তার ভঙ্গি, গলার স্বর, দেহের গড়ন, তার ছাইরঙের চোখ, আর ঝকঝকে চুল—সব ছিলো সুসমঞ্জস, এক সুরে বাঁধা।

সেদিন ছিলো মধ্য-জুলাইয়ের এক রবিবার। ছুটির দিনে একটু বেশিক্ষণ বিছানায় প'ড়ে থাকলে ক্ষতি নেই। সে শুয়ে ছিলো চিৎ হ'য়ে, মাথার তলায় দুই হাত রেখে।

দোকান-ঘর থেকে কোনো শব্দ আসছিলো না। রাস্তার দিকের জানলাটি খোলা। দূরে একটা ছ্যাকরা-গাড়ি, পাথরের রাস্তায় চাকার শব্দ তুলে গড়িয়ে-গড়িয়ে গিয়ে ট্র্যাম-লাইনের খাঁজে কেমন মসৃণ একটা

নিঃশব্দতায় ডুবে গেলো। 'আর একটু ঘুমোই,' সে ভাবলে। শহরের বিচিত্র কলরোল যেন ঘুমপাড়ানি গানের মতো তাকে তন্দ্রাতুর ক'রে তুলছিলো।

বাঁ কাঁধ আর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে বিছানার চাদরের স্পর্শ অনুভব ক'রে শয্যার কতোটা অংশ সে জুড়ে আছে, তা লারা বুঝতে পারছিলো। তার কাঁধ থেকে পায়ের পাতার মধ্যস্থলটি পর্যন্ত সবটুকু যেন অস্পষ্টভাবে তার নিজের, আর তার আত্মা অথবা তার সত্তা নিপুণভাবে তার দেহের মধ্যে এঁটে গেছে, অধৈর্যভরে তার সত্তা এখন আপ্রাণ চেষ্টা করছে ভবিষ্যতের জন্য।

লারা ভাবলো, 'আমাকে এখন ঘুমোতেই হবে,' আর কল্পনায় এই মুহূর্তের সূর্যালোকে উজ্জ্বল কারেট্‌নি রো-এর দিকে তাকাবার চেষ্টা করলো—বিরাট গাড়িগুলিকে মিস্ত্রিদের ছাউনিতে পরিচ্ছন্ন ক'রে ধোয়া-মোছা মেঝের উপর দেখানোর জন্য রাখা হয়েছে, কাটা কাচের লণ্ঠন আর খড়ের তৈরি ভালুক, প্রাচুর্যে ভরা জীবন। সেই রাস্তাতেই আর কয়েক পা এগিয়ে জ়নামেনস্কি ব্যারাকের উঠোনে অশ্বারোহী সৈন্যরা ব্যায়াম করে, লাফিয়ে উঠে ঘোড়া চালিয়ে দেয়, কখনো আস্তে, কখনো দ্রুততর গতিতে, কখনো বা কদমচালে,—আর বাইরে দাই আর স্তন্যদায়ী ধাত্রীদের হাত ধ'রে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বাচ্চারা হাঁ ক'রে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে তাদের ছাখে।

আরো একটু দূরে, লারা মনে-মনে ভাবলো, পেট্রভকা স্ট্রীট। 'ওঃ হো, লারা, ভালো কথা মনে পড়েছে। আমার ভয়ানক ইচ্ছে ছিলো তোমাকে আমার ফ্ল্যাটটা দেখাবো। খুবই তো কাছে—'

কমারোভস্কির এক বন্ধু, কারেটনি রোতে থাকেন তিনি, তাঁর ছোট্ট মেয়ে অলগার নামকরণ দিবস ছিলো সেদিন। এই উপলক্ষে নাচ আর শ্যাম্পেনের ব্যবস্থা হয়েছিলো। উনি মাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু মার শরীর ভালো ছিলো না ব'লে যেতে পারলেন না। মা বলেছিলেন, 'লারাকে নিয়ে যাও। আমাকে তো সব সময় বলো ওর দেখাশোনা করতে, এবার তুমি একটু দেখাশোনা করো তো।' আর তাকে দেখাশোনাই সে করলো—সেটাই হ'লো প্রহসন।

ঐ ওঅল্‌জ্‌ নাচ থেকেই সব-কিছুর শুরু। নিছক পাগলামি এই ওঅল্‌জ্‌—তাছাড়া আর-কিছু না। কিছুই না-ভেবে অকারণে তুমি ঘুরতে থাকবে। যতোক্ষণ বাজনা বাজে, ততক্ষণে যেন অনন্ত যুগ উপন্যাসের জীবনের মতো পার হ'য়ে গিয়েছিলো। কিন্তু যেই থামলো, চমকে উঠতে হ'লো—যেন এক বালতি ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢেলে দিয়েছে কেউ, কিংবা তোমাকে নগ্নদেহে কেউ দেখে ফেলেছে। অবশ্য কাউকে অতোটা ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ যে সে দিয়েছিলো তার একটা কারণ হচ্ছে শুধু দেখানোপনা—দেখানো যে তুমি কতো বড়ো হ'য়ে গেছো।

উনি যে এতো ভালো নাচতে পারেন তা সে কখনো কল্পনাও করতে পারতো না। কী চতুর ওর হাত, কোমর জড়িয়ে ধরায় কী আশ্চর্য দৃঢ়তা। কিন্তু আর কখনো সে কাউকে ও-রকম ভাবে তাকে চুমু খেতে দেবে না। সে কি স্বপ্নেও ভেবেছিলো নিজের ঠোঁটের ওপর অন্য একজনের ঠোঁট অতো দীর্ঘ সময়ের জন্য চেপে থাকলে তার মধ্যে অতোখানি নির্লজ্জ আস্পর্ধা খুঁজে পাওয়া যায়?

এ-সব বাজে ব্যাপার তাকে বন্ধ করতেই হবে চিরদিনের মতো। ঐ লাজুক-লাজুক ভাব, ন্যাকামি আর চোখ নিচু করা—সব বন্ধ করতে হবে—তা না-হ'লে সর্বনাশ হবে তার। এক ভয়ংকর সীমানার প্রান্তদেশ এটা। আর এক পা বাড়ালেই মহাশূন্যে গড়িয়ে পড়তে হবে। নাচের কথা আর কখনো চিন্তাও করবে না সে। ঐ নাচই তো সব মন্দের মূল। খুব জোরের সঙ্গে ফিরিয়ে দিতে হবে তাকে—ভান করবে যেন সে কখনো নাচতে শেখেনি, কিংবা তার পা ভেঙে গেছে।

৫

সেই হেমন্তে মস্কোর রেলকর্মচারীদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ শুরু হলো। মস্কো-কাজান লাইনের কর্মচারীরা ধর্মঘট করলো, মস্কো-ব্রেস্ট লাইনের লোকেরাও সম্ভবত তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত। ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেছে, তবে ধর্মঘট-পরিষদের মধ্যে তারিখ নিয়ে তর্ক চলছে

এখনো। রেলওয়ের লোকেরা সবাই জেনে গেছে যে ধর্মঘট হবে, শুধু একটা ছুতো পেলেই হয়।

অক্টোবরের শুরু; মেঘে ঢাকা হিম এক সকাল—আজ মাইনের তারিখ। অনেকক্ষণ অ্যাকাউন্টেন্টের সাড়াশব্দ মিললো না; তারপর একটি ছেলে মাইনের হিশেব আর মাইনে থেকে কেটে নেবার জন্ত স্তূপীকৃত জরিমানার খাতা নিয়ে আপিশে এলো। খাজাঞ্চি মাইনের বাণ্ডিলগুলি যার-যার হাতে দিয়ে দিতে শুরু করলো। অন্তহীন এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে গার্ড, সুইচম্যান, মিস্ত্রি, আর ফায়ারম্যান, আর ঝাড়ুদাররা দাঁড়িয়ে আছে কাঠের তৈরি রেলের আপিশঘর আর কারখানা, গুদোম, এঞ্জিনের ছাউনি আর রেললাইন-ওলা ইস্টেশনের মাঝখানকার পোড়ো জমিতে।

বাতাসে শীতের শুরুর আভাস। দলিত মেপ্‌ল্‌ পাতা, গ'লে-যাওয়া বরফ, এঞ্জিনের উত্তপ্ত ধোঁয়ায় কয়লার টুকরো আর এইমাত্র উন্থন থেকে নামানো গরম যবের রুটির মিলিত গন্ধ ভাসছে বাতাসে (স্টেশনের খাবার দোকানের রোয়াকেই রুটি সেঁকা হয়)। ট্রেন আসে আর যায়, শান্টিং হয়, নিশেনের ওড়া, না-ওড়া, গুটোনো আর খোলার সঙ্গে এক গাড়ি আরেক গাড়ির সঙ্গে যুক্ত অথবা বিচ্ছিন্ন হয়। এঞ্জিনের ভেঁপু গর্জন ক'রে ওঠে, গার্ড আর স্টেশন-মাস্টারদের হর্ন আর হুইসিল কম্পিত আর্তস্বর বের করে। অন্তহীন এক ধোঁয়ার সিঁড়ি আকাশে উঠে যায়, হুশহুশ শব্দে এঞ্জিন তার ফুটন্ত বাষ্পের মেঘ ছুঁড়ে-ছুঁড়ে শীতের ঠাণ্ডা মেঘকে আঘাত করে।

বিভাগীয় পরিচালক ফুক্লিগিন ও এই অঞ্চলের রেললাইন-পরিদর্শক পাভেল ফেরাপণ্টভিচ আন্টিপভ পাকা সড়কের ধার ঘেঁষে পাইচারি করছিলো। আন্টিপভ এতোক্ষণ কারখানাগুলিতে ঘুরছিলো; লাইনের মেরামতের জন্ত যে-সব বাড়তি অংশ আছে সেগুলো যথেষ্ট মজবুত কিনা দেখে নেবার জন্ত মিস্ত্রিদের ওপর জোর-জবরদস্তি করছিলো সে। ইস্পাতটা যথেষ্ট শক্ত নয় ব'লে রেল-লাইন অধিক ভার বহন করতে তো পারবেই না, এমনকি, আন্টিপভের ধারণা, শীত শুরু হ'লেই লাইনগুলি ফেটে যাবে। তাঁর অভিযোগে ব্যবস্থাপকেরা কান দিচ্ছেন না। বোঝা শক্ত নয়, ঠিকেদাররা প্রচুর টাকা করছে।

ফুক্লিগিন পরেছে দামি ফারের বর্ডার-দেয়া কোট, রেল-ইউনিফর্মের চিহ্ন তার ওপর শেলাই ক'রে দেওয়া হয়েছে ; বোতাম খোলা, ফাঁক দিয়ে তার নতুন অ-সামরিক সার্জের স্যুট দেখা যাচ্ছে। লাইনের ধারে উঁচু পাড় দিয়ে সতর্ক পদক্ষেপ করতে-করতে প্রভূত তৃপ্তির সঙ্গে তাকাচ্ছে নিজের কোটের বুক, পাৎলুনের কড়া ইস্ত্রি আর ছিমছাম জুতো জোড়াটির দিকে। আন্টিপভের কথা তার এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। ফুক্লিগিন নিজের ভাবনাতে মশগুল ; ঘড়ি বের ক'রে ঘন-ঘন সময় দেখছিলো ; চ'লে যাবার জন্য ব্যস্ত সে।

'ঠিক বলেছো হে, একেবারে ঠিক কথা,' অধীরভাবে ব'লে উঠলো সে। 'কিন্তু এ-সব কথা ওঠে মেন-লাইন অথবা খুব বেশি গাড়ি যাতায়াত করে এমন লাইনের বেলায়। কিন্তু এখানে কী-ই বা আছে? একটা সাইডিং মাত্র, লাইন তো এখানেই শেষ হয়েছে, আছে শুধু ঝোপঝাড় বনবাদাড়। আর গাড়ি? গাড়ি বলতে তো খুব বেশি হ'লে পুরোনো শান্টিং এঞ্জিন আসে খালি বগি বাছাই করবার জন্য। আর কী চাও তুমি? তোমার কি মাথা-খারাপ হয়েছে? ইস্পাত কী বলছো! কাঠের রেল হ'লেও দিব্যি চ'লে যাবে এখানে।'

ফুক্লিগিন ঘড়ির দিকে তাকালো, ঝপ ক'রে ডালা বন্ধ ক'রে দিয়ে দূরে তাকিয়ে রইলো রেলপথের দিকে এগিয়ে-আসা রাস্তার দিকে। রাস্তার মোড়ে একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে। এইবার ফুক্লিগিনের পালা এসে গেছে। তার স্ত্রী নিতে এসেছে তাকে। কোচোয়ান রেলওয়ের বাঁধানো সড়কের প্রায় ওপরে ঘোড়াগুলিকে টেনে নিয়ে এলো—তীক্ষ্ণ মেয়েলি গলায় তাদের সঙ্গে কথা বলছিলো সে, দাইরা যেমন ভঙ্গিতে অবাধ্য বাচ্চাদের বকে। ট্রেন দেখে ঘোড়াগুলি ভয় পেয়েছে। গাড়ির এক কোণায় গদিতে হেলান দিয়ে নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে একজন সুন্দরী মহিলা ব'সে আছেন।

'আচ্ছা ভাই, আবার দেখা হবে,' এমন ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন বিভাগীয় পরিচালকমশাই যেন বলতে চাইছেন, 'এই তুচ্ছ রেল ছাড়াও আরো অনেক দরকারি বিষয়ে চিন্তা করতে হয় আমার।' দম্পতি গাড়ি ছুটিয়ে চ'লে গেলেন।

তিন-চার ঘণ্টা পরে ,তখন প্রায় স'ন্ধে হয়ে এসেছে, রেল-লাইনের একটু দূরের যে-মাঠটি এতোক্ষণ জনপ্রাণীহীন ছিলো, সেখান থেকে ছুটি মানবদেহ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর পেছন ফিরে তাকাতে-তাকাতে ক্ষিপ্র গতিতে হেঁটে চ'লে গেলো।

'আর-একটু জোরে হাঁটা যাক,' টিভেরজিন বললে, 'পুলিশ এসে পড়তে পারে ভেবে আমার ভাবনা হচ্ছে না, কিন্তু ভিতুর দল যে কাজ শেষ হ'তে-না-হ'তেই মাটির তলা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের ধ'রে ফেলবে। ওদের অসহ্য লাগে আমার। এ-ভাবেই যদি তোরা চলবি তাহ'লে কমিটি গঠন করার অর্থটা কী ?—আগুন নিয়ে একবার খেলতে নামলে কি পালানো চলে ? আর তুমিও বেশ লোক—ঐ দলেই তো লেগে আছো।'

'আমার ডারিয়ার টাইফাস হয়েছে। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তার আগে কোনো কাজেই মন দিতে পারছি না।'

'আজ নাকি মাইনে দিচ্ছে শুনলাম। একবার আপিশটা ঘুরে যাই। আজকে মাইনের দিন, নয়তো, ঈশ্বরের দিব্যি নিয়ে বলছি, তোমাদের সব-কটাকে দূর ক'রে দিতাম—আর নিজের হাতে সব-কিছু শেষ করতাম আমি, এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতাম না।'

'কী ক'রে করতে, জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?'

'কিছুই না। বয়লার-ঘরে নেমে যেতাম, হুইসিলটা বাজাতাম—ব্যস্, হ'য়ে গেলো।'

পরস্পরকে বিদায় জানিয়ে তারা দু'জনে দু'দিকে চ'লে গেলো।'

রেল-লাইন ধ'রে টিভেরজিন শহরের দিকে এগোলো। আপিশ থেকে টাকা নিয়ে ফিরছে সবাই—তাদের মধ্যে ঢুকে গেলো সে। অনেকেই ছিলো সেখানে। তাদের দেখেই সে বুঝতে পারলো যে অধিকাংশ কর্মচারীরা আজ মাইনে পেয়ে গেছে।

অন্ধকার হ'য়ে আসছে, আপিশ-ঘরে আলো জলছিলো। আপিশের বাইরের চাতালে অলস শ্রমিকদের জটলা। সেই চাতালে ঢোকার মুখেই

দাঁড়িয়ে আছে ফুক্লিগিনের গাড়ি, আর গাড়ির ভেতর তাঁর স্ত্রী ব'সে আছেন—এখনো সেই একই ভঙ্গিতে, যেন সকাল থেকে একবারের জন্যও নড়েননি। স্বামী ভেতরে গেছেন টাকা আনতে, তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন।

বৃষ্টির সঙ্গে বরফের কুচি পড়তে শুরু করলো। কোচোয়ান্ বাক্স থেকে চামড়ার ঝাঁপটা টেনে দিলো গাড়ির উপর। সে যতোক্ষণ গাড়ির পেছনে হেলান দিয়ে এক পা পাদানিতে রেখে চিকগুলোকে আটকে দেবার জন্য টানাটানি করছিলো ততক্ষণ শ্রীমতী ফুক্লিগিন ব'সে-ব'সে আপিশের আলোয় রুপোর ফোঁটার মতো চিকচিকে বরফের কুচি মুগ্ধ চোখে দেখছিলেন, তাঁর পলকহীন স্বপ্নালু দৃষ্টি শ্রমিকদের মাথার উপর দিয়ে চ'লে গিয়ে একটি স্থির বিন্দুতে স্তব্ধ হ'য়ে ছিলো—দেখে মনে হয় দরকারমতো তাঁর দৃষ্টি তাদের ভেদ ক'রে চ'লে যেতে পারে, তারাও যেন বরফের আস্তরণ বা কুয়াশা ছাড়া আর-কিছুই না।

তাঁর এই ভাব লক্ষ ক'রে টিভেরজ়িন অস্বস্তি বোধ করলে। কোনোরকম সম্ভাষণ না-জানিয়ে সেখান থেকে চ'লে যেতে-যেতে সে ঠিক করলো পরে এসে মাইনে নেবে, নয়তো আপিশে ঐ ভদ্রমহিলার স্বামীর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবে তার। সে চ'লে গেলো চাতালের অন্ধকার অংশটায়, এঞ্জিন ঘোরাবার মাচার কালো আকারটার দিকে, যেখান থেকে গোল হ'য়ে বেরিয়ে রেল-লাইনগুলি ডিপোর দিকে চ'লে গেছে।

'টিভেরজ়িন! কুপ্রিক!' অন্ধকার ভেদ ক'রে কয়েকটি গলা ডেকে উঠলো। কারখানার বাইরে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে কে যেন কাৎরাচ্ছে, একটা বাচ্চা কাঁদছে। 'লক্ষ্মীটি, ভেতরে যাও—ছেলেটাকে একটু ছাখো।' ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন স্ত্রীলোক ব'লে উঠলো।

চিরাচরিতভাবে ফোরম্যান পিয়ট্র্ খুডলেয়েভ শিক্ষানবিশ ইউসুপকাকে[1] ধ'রে পেটাচ্ছিলো।

খুডলেয়েভ অবশ্য চিরকালই শিক্ষানবিশদের উপর এই অত্যাচার চালাতো না, এই রকম বেহেড মাতালও ছিলো না। এমন এক দিন গেছে যখন এক উৎসাহী ছোকরা-শ্রমিক চাকুরে হিসেবে সে মস্কোর শহরতলিগুলির

১ ইউসুপকা: জোসেফ নামের তাতার সংস্করণ।

বাণিজ্যকেন্দ্রে ব্যবসায়ী আর পুরোহিত-কন্যাদের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। কিন্তু মারফা—সে ডায়োসেশন কনভেন্ট স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট হ'য়ে বেরিয়ে খুডলেয়েভকে উপেক্ষা ক'রে তারই সহকর্মী এঞ্জিনচালক, সাভেলী নিকিটিচকে বিয়ে ক'রে ফেললো। এই সাভেলীই টিভেরজিনের বাবা।

সাভেলীর ভয়াবহ মৃত্যুর পাঁচ বছর পর (১৮৮৩ সালের রোমহর্ষক রেল-দুর্ঘটনায় পুড়ে মারা যায় সে) খুডলেয়েভ পুনর্বার মার্ফার পাণিপ্রার্থী হ'য়ে প্রত্যাখ্যাত হ'লো। সুতরাং যে-পৃথিবী তার মতে তার সকল দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী সেখানে টিকে থাকার জন্য সে মাৎলামি আর গুণ্ডামির আশ্রয় নিলো।

টিভেরজিনের সঙ্গে একই ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে। রেল-মুটে গিমাজেৎদিন[১], ইউসুপকা তারই ছেলে। টিভেরজিন এই ছেলেটিকে নিজের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়েছে, সেটাই হ'লো খুডলেয়েভের ওর প্রতি বিতৃষ্ণার অন্যতম কারণ।

'ঐভাবে উখো ধরতে হয়, ট্যারা ছোকরা ?' ইউসুপ্‌কার ঘাড় আঁকড়ে ধ'রে চুল টানতে-টানতে সে গর্জন ক'রে ওঠে, 'ঐ ভাবে ছাঁচ বার করছো তুমি—টেরা-চোখো তাতারের ছা ?'

'আউ, আর কখনো করবো না গো, আউ, আর কখনো করবো না, আউ, আমার লাগছে যে গো।'

'এক কথা হাজার বার বলতে হবে তোমাকে, না ? প্রথমে ম্যাণ্ডেলটা আঁটো করবি, তারপর চাকটা বসাবি, কিন্তু ও কি শোনার পাত্র ? না, ঠিক নিজের মতো হাসিল ক'রে যাবে। আমার তকলিটা প্রায় ভেঙে দিয়েছিলো আরকি, বেজন্মা ভূত।'

'আমি তকলিটা ধরিনি বাবু, সত্যি বলছি, আমি ধরিনি।'

'ওর পেছনে লেগেছো কেন ?' কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলতে-ঠেলতে টিভেরজিন এগিয়ে এলো।

'তা দিয়ে তো তোমার কোনো দরকার নেই,' খুডলেয়েভ দপ ক'রে উঠলো।

'আমি জিজ্ঞেস করছি তুমি ওর পেছনে লেগেছো কেন ?'

---

১ মুসলমান নাম গেমাল-এৎ-দিনের রুশ সংস্করণ (গিমাজেৎদিন একজন তাতার)

'আর আমি ব'লে দিচ্ছি ঝামেলা বাধার আগেই স'রে পড়ো তুমি, যতো সব সোশ্যালিস্টের দল—সব ব্যাপারে নাক গলানো চাই। ওকে খুন করলেও যথেষ্ট সাজা হয় না, কুত্তির বাচ্চা আমার তকলিটা প্রায় ভেঙেছিলো আরকি। ট্যারাটা, শয়তানটা - এখনো যে ও বেঁচে আছে এইজন্য ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিক। শুধু একটু কান ম'লে চুল টেনে আজ ছেড়ে দিলাম ব'লে!'

'ও, তুমি তাহ'লে মনে করো এই অপরাধের জন্য মাথা কাটা যাওয়া উচিত ছিলো ওর? খুডলেয়েভ, তোমার মতো পুরোনো ফোরম্যানের এ-রকম ব্যবহার করতে লজ্জা পাওয়া উচিত। চুলই খালি পেকেছে তোমার, বুদ্ধি পাকেনি।'

'ভাগো, ভাগো এখান থেকে, এখনো আস্ত আছো, মানে-মানে কেটে পড়ো। মারের চোটে তোমার ওস্তাদি বের ক'রে দেবো—আমাকে উপদেশ দিতে এসেছো! কুত্তার পাছা কাঁহাকার। তোর বাপের নাকের তলায় এই রেললাইনে তুই তৈরি হয়েছিলি জানিস, মেরুদণ্ডহীন জেলিমাছ কোথাকার তুই! জানি না তোর মাকে, বেশ্যা, কুঁচকোনো শায়ার তলায় ঘেয়ো বেড়ালনি।'

তারপরের ঘটনা এক মুহূর্তে শেষ হ'য়ে গেলো।

সামনেই লেদ-বেঞ্চের ওপর ভারি-ভারি যন্ত্র আর লোহার তাল প'ড়ে ছিলো; দুজনেই হাতের কাছে যেটা পেলো তুলে নিলে, ভিড়ের লোক তাদের মধ্যে প'ড়ে দুজনকে ছাড়িয়ে না দিলে পরস্পরকে খুন ক'রে ফেলতো তারা। খুডলেয়েভ আর টিভেরজিন দাঁড়িয়ে আছে মাথা নিচু ক'রে, এতো কাছাকাছি যে তাদের কপালে-কপালে প্রায় ছুঁয়ে যাচ্ছে, ফ্যাকাশে মুখ, রক্ত-চক্ষু। রাগে তাদের গলা দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছে না। শক্ত ক'রে ধ'রে রাখা হয়েছে তাদের, দু'জনের হাতই পেছন থেকে চেপে ধরা। বার দুই তারা সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়ে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করেছে—সহকর্মীদের মধ্যে যারা ধ'রে রেখেছিলো তাদের হিঁচড়ে টেনে নিয়ে কাবু ক'রে ফেলেছে। ছিঁড়ে গেছে জামার হুক আর বোতাম—কোর্তা আর শার্ট খুলে গিয়ে কাঁধ বেরিয়ে পড়েছে দুজনের। দুজনকে ঘিরে এক অন্তহীন কলরব।

'ছেনি! ছেনিটা সরিয়ে নাও ওর হাতের কাছ থেকে, মাথাটা যে

একেবারে গুঁড়িয়ে দেবে ওটা দিয়ে। ওহে বুড়ো পিয়ট্র্, থামো না তুমি, তোমার হাতটা যে ও ভেঙে দেবে তা না হ'লে। আর ওদের খামকা ঘিরে থাকার মানেটা কী? হিঁচড়ে টেনে নাও, তারপর দুজনকে তালা দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখো—ব্যস্, সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।'

হঠাৎ এক অমানুষিক প্রচেষ্টায় টিভেরজিন সবাইকে ঠেলে সরিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে, তারপর ছুটলো দরজার দিকে; পেছনে ছুটতে গিয়ে সবাই বুঝলো সে মৎলব বদলেছে, তাই তাকে একাই ছেড়ে দিলো। সে বেরিয়ে গেলো, দড়াম ক'রে বন্ধ করলো দরজাটা, একবারও ঘুরে না-তাকিয়ে হনহন ক'রে হাঁটতে শুরু করলো। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে হেমন্তের রাত্রি লুফে নিলে তাকে। 'ওদের ভালো করতে গেলে ছুরি নিয়ে তাড়া করবে,' কোথায় চলেছে না-জেনে হাঁটতে-হাঁটতে আপন মনে বিড়বিড় করলে সে।

মিথ্যায় আর প্রতারণায় নিমজ্জিত এই জগৎ, যেখানে অতিভোজনপুষ্ট এক মহিলা কুলি-মজুরদের ভিড় ভেদ ক'রে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবার স্পর্ধা রাখেন, আর মদে বেহুঁশ একটা জন্তু তার নিজেরই জাতের অসহায় এক বালকের উপর অত্যাচার ক'রে আনন্দ পায়, সেই জগৎ টিভেরজিনের কাছে এমন ঘৃণ্য আর কখনো মনে হয়নি। জোরে পা চালালো সে, যেন তার দ্রুত গতি সেই সময়কেও এগিয়ে নিয়ে আসবে যখন পৃথিবীর বুকে সমস্ত কিছুই তার এখনকার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের মতোই যুক্তিযুক্ত আর সুসমঞ্জস রূপ নেবে। সে তো জানে, তাদের গত কয়েকদিনের প্রচেষ্টা—লাইনের গণ্ডগোল, সভাসমিতিতে বক্তৃতা, ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সব পালন করা না-হ'লেও কাজ বন্ধ হয়নি—এ সব-কিছুই তাদের সম্মুখবর্তী মহৎ পথে পৌছবার জন্য ছোটো-ছোটো আলাদা-আলাদা ধাপ।

কিন্তু এই মুহূর্তে সে এতো উত্তেজিত যে ছুটতে ইচ্ছে করছে তার—দমটুকু নেবারও সবুর সইছে না। সে সচেতনভাবে বুঝে ছাখেনি লম্বা-লম্বা পা ফেলে কোথায় চলেছে, কিন্তু তার পা দুটি ভালোই জানে কোথায় তাকে নিয়ে যেতে হবে।

এ-কথা জানতে টিভেরজিনের অনেক দেরি হ'য়ে গেলো যে সে আন্টিপভের মাটির তলার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর সেই রাত্রে ধর্মঘট শুরু করার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিলো। কাকে কোথায় যেতে হবে, আর কাকে-কাকে ডাকা হবে, তখন-তখনই স্থির করা হ'য়ে গেছে।

এঞ্জিন সারাবার কারখানায় গিয়ে বাঁশি বাজালো টিভেরজ্বিন, সে-বাঁশির কর্কশ ধ্বনি ভেঙে পড়লো যেন তার হৃদয়ের তলদেশ থেকে উত্থিত হ'য়ে; কিছুক্ষণ পরে বাঁশির শব্দ স্বাভাবিকতায় নেমে এলো। দলে-দলে লোক ইতিমধ্যেই ডিপো আর মালের উঠোন থেকে বেরিয়ে আসছে। টিভেরজ্বিনের সিগনালে হাতের যন্ত্র নামিয়ে রেখে বয়লার-ঘরে কর্মচারীরা একটু পরেই এসে যুক্ত হ'লো তাদের সঙ্গে।

বহু বছর ধ'রে টিভেরজ্বিন ভেবেছে যে সেই রাত্রে সে-ই রেলের সব কাজ, আর লাইনে গাড়ির যাতায়াত বন্ধ ক'রে দিয়েছিলো। সত্যটা সে জেনেছিলো অনেক পরে, যখন মামলার শুনানিতে সে অভিযুক্ত হয়েছিলো উদ্যোক্তা ব'লে নয়, শুধু ধর্মঘটের একজন সাহায্যকারী হিশেবে। ছুটে-ছুটে বেরিয়ে আসছে লোকজন, প্রশ্ন করছে: 'কোথায় যাচ্ছে সবাই? হুইসিল বাজলো কেন?' —'আপনি তো কালা নন, মশাই,' অন্ধকারের মধ্যে থেকে কথা ভেসে আসে। 'আগুন লেগেছে। অ্যালার্ম বাজানো হচ্ছে। আগুন নেবাতে যেতে হবে আমাদের।'—'কোথায় আগুন?'—নিশ্চয় আছে কোথাও, তা না-হ'লে অ্যালার্ম বাজানো হ'তো না।'

দড়াম-দড়াম ক'রে খুলে যেতে লাগলো সব কপাট, আরো লোক বেরিয়ে আসছে। অন্য অনেক গলার স্বর শোনা গেলো—'আগুন না ছাই। মুখ্যু ছোঁড়াটার কথা শোনো একবার। আরে এ হ'লো ধর্মঘট, ধর্মঘট। ভাই সব, হাতের যন্ত্র নামিয়ে রাখো। ওদের নোংরা কাজ চালাবার জন্য অন্য সব বোকাদের খুঁজে আনুক না ওরা! যাও, সব বাড়ি চ'লে যাও, ছেলেরা।'

আরো লোক এসে ভিড়ের সঙ্গে জুটে গেলো, আরো। ধর্মঘট করলো রেলের কর্মচারীরা।

৭

ছুদিন পরে বাড়ি ফিরলো টিভেরজিন, ঘুমের অভাবে ক্লান্ত, হাড় পর্যন্ত জ'মে গেছে শীতে। গত রাত থেকে হঠাৎ নিতান্ত অসময়ে হিম পড়া শুরু হয়েছে, টিভেরজিনের পরনে শীতের পোষাক কিছুই ছিলো না। সেই রেল-মুটে গিমাজেৎদিনের সঙ্গে দরজার মুখে দেখা হ'লো তার।

'অনেক ধন্যবাদ, কর্তা—' ভাঙা-ভাঙা রুশ ভাষায় সে বললে, 'আপনার জন্যই ইউসুপকা বেঁচে গেলো। আপনার মঙ্গলের জন্য আমি সর্বদা প্রার্থনা করবো।'

'মাথা-খারাপ হয়েছে নাকি তোমার, গিমাজেৎদিন, কর্তা বলছো কাকে? ও-সব ছাড়ো, দোহাই তোমার, যা বলবার তাড়াতাড়ি ব'লে ফেলো, দেখছো কী ঠাণ্ডা।'

'আপনি কেন ঠাণ্ডায় কষ্ট পাবেন, কুপ্রিয়ান সাভেলিচ? আপনি এখুনি গরম হ'য়ে যাবেন। আমি আর আপনার মা—মার্ফা গাব্রিলোভনা—দুজনে গত কাল মালের স্টেশন থেকে এক শেড ভর্তি কাঠ নিয়ে এসেছি—সব বার্চ গাছের ডাল—ভালো, শুকনো কাঠ।'

'ধন্যবাদ, গিমাজেৎদিন। আর-কিছু বলবার থাকলে চটপট ব'লে ফেলো। এদিকে যে জ'মে যাচ্ছি একেবারে।'

'রাতটা যাতে বাড়িতে না কাটান—সেই কথা বলতে চেয়েছিলাম আরকি। গা ঢাকা দিতেই হবে আপনাকে। পুলিশ এসেছিলো, জিজ্ঞেস করলো, কে কে আসে এখানে—না তো, কেউ আসে না তো—আমি বললাম, কেবল ডিউটি বদলির লোক আসে, আমি বললাম, শুধু রেলের লোকেরাই আসে কিন্তু বাইরের কেউ আসে না, আমি বললাম, দিব্যি গেলে বললাম সে-কথা।'

টিভেরজিন বিয়ে করেনি, মা আর বিবাহিত ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে থাকে। পাশের হোলি ট্রিনিটি গির্জের সম্পত্তি তাদের বাড়িটা। ভাড়াটেদের মধ্যে জনকয়েক পুরোহিত আছেন, আর আছে রাস্তার ফেরিওলাদের দুটি

আর্টেলি[১]—একটি কসাইদের, অন্যটি সব্জি-বিক্রেতাদের। এ ছাড়া বেশির ভাগই মস্কো-ব্রেস্ট রেল-আপিশের ছোটোখাটো কেরানি।

পাথরের তৈরি চকমিলানো বাড়ি, মাঝখানে নোংরা আ-বাঁধানো এক উঠোন। ঢাকা কাঠের সিঁড়ি উঠোনের দিকে মুখ ক'রে বাইরের দেয়াল বেয়ে উঠে গেছে; নোংরা, পিছল ধাপগুলিতে বেড়ালের আর টক-দিয়ে-রাঁধা বাঁধাকপির গন্ধ; সিঁড়ির চত্বরে পাইখানা আর তালা-বন্ধ ভাঁড়ার।

জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে টিভেরজিনের ভাইকে সেপাই ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলো, আহত অবস্থায় সে এখন আছে ক্রাসনোইয়ার্স্কে সামরিক হাসপাতালে; দুই মেয়ে নিয়ে তার স্ত্রী তাকে দেখতে গেছে—বাড়িতে নিয়ে আসবে স্বামীকে (বংশানুক্রমে রেলের কর্মচারী টিভেরজিনেরা সমস্ত রাশিয়া বিনা ভাড়ায় ভ্রমণের সুযোগ পায়)। তাদের ফ্ল্যাটটি এখন চুপচাপ আর ফাঁকা, কেবল টিভেরজিন আছে, আর তার মা।

তারা থাকে তেতলায়। দরজার বাইরে সিঁড়ির চত্বরে একটা পিপে থাকে, ভিস্তিওলা মালি নিয়মিত এসে তাতে জল দিয়ে যায়। উপরে এসে টিভেরজিন লক্ষ করলো পিপের ডালাটা খোলা, টিনের মগটা জ'মে-যাওয়া জলের গায়ে আটকে আছে। 'প্রভ এসেছিলো নিশ্চয়ই,' ভেবে সে হাসলো, 'কেমন জল খায় লোকটা, পেটের নাড়িভুঁড়িতে আগুন জ্বলে ওর।' প্রভ মানে প্রভ আফানাসিয়েভিচ সকলভ, গির্জের স্তোত্রপাঠক, টিভেরজিনের মায়ের এক আত্মীয়।

বরফের মধ্য থেকে ঝাঁকুনি দিয়ে মগটা বের ক'রে নিলো টিভেরজিন, তারপর দরজার ঘুন্টি বাজালো। রান্নার সৌরভের সঙ্গে একটি উষ্ণ ঘরোয়া গন্ধের ঢেউ অভ্যর্থনা জানালো তাকে।

'কী, মা, সুন্দর আগুন জ্বালিয়েছো তো; আঃ, বেশ লাগছে, কী গরম এখানে।'

ছেলেকে জাপটে ধ'রে তার গলা জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা। মার মাথায় হাত বোলালো টিভেরজিন, আর, একটু পরে আস্তে সরিয়ে দিলো তাঁকে।

১। মজুর অথবা ছোটো ব্যবসাদারের দল, যারা একজনের অধীনে দলগতভাবে কাজ করে ও একই সঙ্গে বসবাস করে।

'কষ্ট না-করলে কেষ্ট মেলে না, মা,' নরম গলায় সে বললে, 'মস্কো থেকে ওয়ারস পর্যন্ত ট্রেন বন্ধ।'

'জানি—সেইজন্যই তো কাঁদছি। কুপ্রিস্কা, তোর পেছনে ওরা ঘুরবে যে। এখান থেকে পালাতে হবে তোকে।'

'তোমার চমৎকার প্রেমিকটি তো এদিকে আমার মাথা গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো প্রায়,' মাকে হাসাবার চেষ্টা করলো টিভেরজিন, কিন্তু মা গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, 'ওকে নিয়ে হাসিস না, কুপ্রিস্কা, তাতে তোর পাপ হবে। ওর জন্য কষ্ট হয় না তোর—বেচারা বড়ো দুর্ভাগা।'

'আন্টিপভকে গ্রেপ্তার করেছে। রাত্রে এসে সব-কিছু ওলোটপালোট ক'রে ওর ঘর তল্লাস করেছে; সকালে ধ'রে নিয়ে গেলো। এদিকে ডারিয়া আবার হাসপাতালে, টাইফস হয়েছে। আর ওদের বাচ্চাটি, পাশা,—সেকেণ্ডারি স্কুলে পড়ে—কালা পিসির সঙ্গে সারা বাড়িতে একা সে। ওদের ও তাড়িয়ে দেবে। আমি ভাবছিলাম বাচ্চাটা আমাদের সঙ্গে এসে থাকলে কেমন হয়—প্রভ কী বলে?'

'কী ক'রে জানলি ও এসেছিলো?'

'জলের পিপের মুখটা খোলা প'ড়ে ছিলো, মগটা বরফের উপর দাঁড় করানো—দেখেই মনে-মনে বললাম, প্রভ জল খেয়েছে—তাই এই অবস্থা।'

'তোর বুদ্ধি তো খুব, কুপ্রিস্কা। হ্যাঁ—সে এসেছিলো। প্রভ—প্রভ আফানাসিয়েভিচ। এসেছিলো জ্বালানি কাঠ ধার করতে—দিলাম কিছু। কিন্তু কী যে সব বলছি বোকার মতো। প্রভ যে-খবর এনেছিলো সেটাই বলতে ভুলে গিয়েছিলাম এতোক্ষণ। ভাবতে পারিস, কুপ্রিস্কা! জার স্বয়ং এক ইস্তাহারে নাম সই করেছেন—সব-কিছু ওলোটপালোট হ'য়ে যাবে। সকলে উচিত ব্যবহার পাবে, চাষারা জমি পাবে, আর আমরা সবাই ভদ্র-লোকদের সঙ্গে সমান-সমান হ'য়ে যাবো। সত্যিই নাকি সই করা হ'য়ে গেছে, এখন শুধু প্রচার করা বাকি। ধর্মসংসদ থেকে গির্জেতে খবর এসেছে উপাসনার সময় জারকে যেন ধন্যবাদ দেয়া হয়, না কি তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে—কী যেন বলেছিলো আমাকে, ভুলে গেছি।'

পাশা আন্টিপভ, যার বাবা ধর্মঘটের একজন উদ্যোক্তা হিশেবে হাজতে গেছে, টিভেরজিনদের সঙ্গে থাকতে এলো। ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছেলেটি, কাটা নাক-চোখ, লাল চুলের মাঝখান দিয়ে সিঁথি কাটা; সর্বদাই সে হয় বুরুশ দিয়ে চুল পাট করছে, জামা টান ক'রে রাখছে, নয়তো স্কুলের বকলশ আটকে রাখছে বেল্টে। খুব রসিক, আর অসাধারণ তার লক্ষ করবার ক্ষমতা। যা দেখতো এবং শুনতো তা সে এমন অদ্ভুতভাবে নকল করতো যে হাসির চোটে নিজের সঙ্গে-সঙ্গে অন্যকেও মাতিয়ে রাখতো।

১৭ই অক্টোবর ইস্তাহার বেরুবার পর এক বিরাট মিছিল বেরুলো; ৎভের দরওয়াজা থেকে রওনা হ'য়ে মস্কোর অপর প্রান্তে কালুগা-দরওয়াজা পর্যন্ত যাবে সেই মিছিল। কিন্তু অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট—এ-কথা নিতান্তই সত্য। কয়েকটি বিদ্রোহী দল পরামর্শ ক'রে ঠিক করেছিলো এটা, তারপর ঝগড়া-ঝাঁটি ক'রে ব্যাপারটা সেখানেই চুকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নির্দিষ্ট দিনে যখন লোকজন বেরিয়ে আসতে লাগলো, তাড়াহুড়ো ক'রে কোনোমতে যে যার প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিলে শোভাযাত্রায় অধিনায়কত্ব করার জন্য।

টিভেরজিনের অনেক বারণ সত্ত্বেও তার মা মিছিলে যোগ দিতে গেলেন, আর পাশা, সদা-প্রফুল্ল আর সাহায্য করার জন্য চির-উৎসুক পাশা—সেও গেলো তাঁর সঙ্গে।

ফোঁটা-ফোঁটা বরফ-পড়া শুকনো নভেম্বরের দিন, স্তব্ধ, যেন সিসের পাতে মোড়া আকাশ, একের পর এক বরফের কুচি খ'সে-খ'সে পড়ছে। ছাইরঙের ফোলা ধুলোর মতো হ'য়ে তারা পাক খেয়ে-খেয়ে মাটিতে পড়তে লাগলো।

রাস্তায় জনতা বন্যার মতো ভেসে আসছে—মুখ, মুখ, মুখ, তুলো-ভরা শীতের কামিজ আর ভেড়ার চামড়ার টুপি, পুরুষ আর স্ত্রীলোক, ছাত্র, বৃদ্ধ, শিশু, ইউনিফর্ম-পরা রেলওয়ের লোক, হাঁটু-পর্যন্ত ঢাকা জুতো আর চামড়ার জামা গায়ে ট্রাম-ডিপো ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কর্মচারী, মেয়েরা, আর স্কুলের ছেলের দল।

প্রথমে কিছুক্ষণ লা মার্সাই, 'ওয়ারস' আর 'শহীদ হ'য়ে করলে বরণ মৃত্যু' গাইলে সবাই। মিছিলের মাথায় পেছন ফিরে হাঁটছিলো একজন, হাতের টুপিটা বেটনের মতো ধ'রে তাল বোঝাচ্ছে আর গান গাইছে সে, এবারে মাথায় টুপি প'রে নিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে অন্য নেতাদের কথা শুনতে লাগলো। গোলমালের মধ্যে গান থেমে গেলো। জ'মে-যাওয়া পথে এখন তবু অগণিত পদশব্দ শোনা যাচ্ছে।

সমর্থকদের কাছ থেকে খবর পেয়েছেন যে কসাকরা[১] গা-ঢাকা দিয়ে আছে, মিছিল আরো কিছু দূর গেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই অঞ্চলের এক রাসায়নিকের কাছে ফোন ক'রে তাই তাদের সতর্ক ক'রে দেয়া হয়েছে।

'কী হয়েছে তাতে?' দলের মাতব্বরেরা বললেন, 'আমাদের উত্তেজিত হ'লে চলবে না, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে—সেটাই হ'লো আসল কথা। পথে যে-কোনো একটা সরকারি বাড়িতে ঢুকে পড়তে হবে আমাদের, সবাইকে সাবধান ক'রে দিয়ে ছড়িয়ে পড়বো।'

তখন তর্ক শুরু হ'লো কোন বাড়িতে ঢোকা উচিত হবে তাই নিয়ে। কেউ বললে দোকানি-সঙ্ঘের আপিস, কেউ বললে হাতের কাজের স্কুল-বাড়িতে, আর কেউ-কেউ আবার বৈদেশিক বাণিজ্য-বার্তা শিক্ষালয়ের নাম করলে।

তর্ক করতে-করতেই একটা স্কুল-বাড়ির উঁচু দালানের কোনায় পৌঁছে গেলো তারা; তারা যা-যা সুবিধে চায় সবই জুটবে এই সুবৃহৎ দালানে।

ঢোকবার দরজার কাছাকাছি পৌঁছেই নেতারা একপাশে স'রে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ঢাকা বারান্দায় উঠে দাঁড়ালেন; মিছিলের মাথায় যে ছিলো তাকে ইঙ্গিত করলেন আর যাতে না এগোয়, কিন্তু তাঁদের ইঙ্গিতের ভুল মানে বুঝলো সবাই। খুলে গেলো একাধিক দরজা, আর কোটে-কোটে টুপিতে-টুপিতে ঠেসাঠেসি ক'রে লোক ঘরের ভেতর ঢুকতে লাগলো, সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো ওপরে।

'লেকচার-হলে চলো, লেকচার-হলে,' ভিড়ের পেছন থেকে কয়েকটি গলা চেঁচিয়ে উঠলো, কিন্তু অন্য সবাই এগিয়েই চললো—বারান্দা আর ক্লাশ-ঘরে

১। এই ধরনের কাজ যারা করে তারা আসলে অশ্বারোহী সৈন্য, কসাক নয়, কিন্তু অশিক্ষিত লোকেরা যে-কোনো ঘোড়সওয়ারকেই কসাক বলতো।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। অবশেষে এক সময় নেতারা কোনোমতে সবাইকে জমায়েৎ করতে পারলেন লেকচার হলে, অতর্কিত আক্রমণের জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছে এই ব'লে সাবধান ক'রে দেবার চেষ্টা করলেন কয়েকবার, কেউ শুনলো না। হঠাৎ থেমে প'ড়ে একটা বাড়িতে ঢুকে প'ড়ে তখন-তখনই এক সভা আহ্বান করার ইচ্ছে জেগেছে তাদের, আর সত্যিই সভা শুরু হ'তে খুব বেশি দেরিও হ'লো না।

এতোক্ষণ ধ'রে হেঁটে আর গান গেয়ে সবাই কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ ব'সে থাকতে হবে ভেবে খুশিই হ'লো—অন্যেরা এবার কিছু করুক তাদের হ'য়ে, চেঁচিয়ে গলা ফাটাক। বক্তারা, প্রায় সকল বিষয়েই একমত তাঁরা, সবাই যেন এক কথাই বললেন মনে হ'লো ; বক্তব্যের কোনো তফাৎ যদি থেকেও থাকে, বসতে পারার, একটু বিশ্রাম পাওয়ার, স্বস্তিতে কেউ তা লক্ষ করলো না। নিকৃষ্ট বক্তাটি সর্বশেষে বললেন, এবং সবচেয়ে বেশি উৎসাহে ভরা অভ্যর্থনা লাভ করলেন শ্রোতাদের কাছ থেকে। তিনি কী বলছেন তা বোঝবার চেষ্টা করলো না কেউ, শুধু প্রতি শব্দের শেষেই চীৎকার ক'রে সম্মতি জানাতে লাগলো, এই ভাবে বাধা দেয়াতে কেউ কিছু মনে করলো না, আর প্রত্যেকেই কেবলমাত্র ধৈর্য হারিয়ে বক্তাটির সঙ্গে সর্ব বিষয়ে একমত হ'য়ে গেলো। 'ছি-ছি' রব উঠলো মাঝে-মাঝে ; প্রতিবাদ জানিয়ে টেলিগ্রামের খসড়া প্রস্তুত হ'লো ; তারপর এক সময়, বক্তার একঘেয়ে গলার শব্দে ক্লান্ত হ'য়ে একযোগে উঠে দাঁড়ালো যেন একটিমাত্র মানুষ, তারপর তাঁকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'য়ে দলে-দলে বেরিয়ে গেলো—গায়ে গা ঠেকিয়ে—নামলো সিঁড়ি বেয়ে, তারপর বাইরে রাস্তায়। মিছিল আবার এগিয়ে চললো।

ভেতরে যখন সভা হচ্ছে বাইরে তখন বরফ পড়তে শুরু করেছে। রাস্তা এখন শাদা। বরফের আস্তরণ ক্রমেই পুরু হচ্ছে।

ঘোড়সওয়ারেরা যখন গুলি ছুঁড়লো, মিছিলের শেষে যারা ছিলো তারা অনেকেই প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারেনি। কলকোলের এক ঢেউ গড়িয়ে গেলো তাদের দিকে, বিপুল ভিড় যেন 'হুরে!' ব'লে চেঁচিয়ে উঠলো, কাদের আর্তস্বর উঠলো, 'বাঁচাও!' 'মেরে ফেললো!'—ডুবে গেলো তুমুল সেই

কোলাহলে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই যেন শব্দের সেই ঢেউয়ে ভেসে এগিয়ে এলো সৈন্যদল, ভিড় দু'ভাগ হ'য়ে সরু রাস্তা তৈরি ক'রে দিলে তাদের, সেখানে দেখা গেলো তাদের মাথা, ঘোড়ার অগ্রভাগ, আর ভিড়ের উপর নিঃশব্দ ও দ্রুত তরবারির সঞ্চালন।

সৈন্যদের অর্ধেক অংশ ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো, ঘুরে দাঁড়িয়ে জনতাকে ঘিরে ফেললো, মিছিলের পেছন দিকটা ভেঙে দিলো। হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফাঁকা হ'য়ে গেলো রাস্তা। অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লো সবাই। বরফের চাপ একটু কমেছে। শুকনো সন্ধ্যাটাকে কেউ যেন কাঠকয়লার টুকরো দিয়ে এঁকে রেখেছে। বাড়িগুলির পেছন দিয়ে ডুবে যেতে-যেতে সূর্য তার আঙুল বাড়িয়ে রাস্তার সব লাল রং কুড়িয়ে নিলে—ঘোড়সওয়ারদের টুপির লাল ডগা, মাটিতে লুটিয়ে-থাকা একটি লাল পতাকা, আর বরফের উপর সুতোর মতো লম্বা রক্তের রেখা, লাল-লাল ফোঁটায়।

ফাটা মাথা নিয়ে গোঙাতে-গোঙাতে একটি লোক হামাগুড়ি দিয়ে ফুটপাতের ধারে এগিয়ে আসছিলো। জনতাকে তাড়া করতে-করতে রাস্তার সুদূর প্রান্তে যারা চ'লে গিয়েছিলো সেইসব অশ্বারোহীরা ধীর গতিতে এদিকে চ'লে আসছে। প্রায় তাদের ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়লো টিভেরজিনা,[১] মাথার পেছনে লেপটে আছে তার গায়ের শাল, এদিক থেকে ওদিকে ছুটতে-ছুটতে উন্মত্তের মতো আর্তস্বরে চীৎকার করছে: 'পাশা! পাশা!'

পাশা সারাক্ষণ তার সঙ্গে-সঙ্গেই ছিলো, সভার শেষ বক্তাকে নকল ক'রে তাকে কতো হাসিয়েছে, কিন্তু ঘোড়সওয়ারদের আক্রমণের সময় গণ্ডগোলের মধ্যে হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেলো।

একজন ঘোড়সওয়ারের চাবুকের বাড়ি এসে টিভেরজিনার পিঠে পড়েছিলো, পুরু জামার আবরণ ভেদ ক'রে সেই কশাঘাত তার শরীরে গিয়ে লাগেনি অবশ্য, তবু টিভেরজিনা ঘোড়সওয়ারের পিঠ লক্ষ্য ক'রে ঘুষি

১ টিভেরজিনের মা।

পাকালো, গাল পাড়লো—অত্যন্ত রাগ হ'লো তার যে তার মতো এক বৃদ্ধার গায়ে আঘাত করতে সাহস পায় ওরা—আর তাও প্রকাশ্যে– সকলের চোখের সামনে।[১]

উদ্বিগ্ন হ'য়ে এধার-ওধার খুঁজতে-খুঁজতে অবশেষে ভাগ্যক্রমে রাস্তার উল্টো দিকে পাশাকে দেখতে পেলে। একটা পাথরের বাড়ির গাড়ি-বারান্দা আর এক মুদি-দোকানের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটুকুতে পাশা দাঁড়িয়ে ছিলো। একদল পথচারী সেখানে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় স্তব্ধ হ'য়ে আছে: একজন ঘোড়সওয়ার উঠে গেছে একেবারে ফুটপাতের ওপর। তাদের ভয় দেখে মজা পেয়ে অশ্বচালনার নানান কায়দা দেখাচ্ছে সে, ভিড় ঠেলে-ঠেলে পেছনে হ'টে চ'লে যাচ্ছে তার ঘোড়া, কখনো বা গোল হ'য়ে পাক খেয়ে ধীরে-ধীরে শূন্যে দুই পা তুলে সার্কাসের ঘোড়ার মতো দাঁড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ ঘোড়-সওয়ারের খেয়াল হ'লো তার সঙ্গীরা সবাই ফিরে যাচ্ছে, দ্রুত গতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে কয়েক লাফে ওদের ধ'রে ফেললে।

ভিড় ভেঙে গেলো, আর পাশা ছুটে এলো বৃদ্ধার কাছে, এতো ভয় পেয়েছে যে গলা দিয়ে আওয়াজ বের করতে পারছে না।

বাড়ি ফেরার পথে টিভেরজ়িনা সারাক্ষণ গজগজ করলো। 'নোংরা খুনের দল! জার আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন, আমরা সুখী হয়েছি—বদ খুনে-গুলোর তা সইছে না। ওরা শুধু চায় সব ভণ্ডুল করতে, সব কথার মানে বদলে দেবে ওরা।'

ঘোড়সওয়ারদের ওপর সাংঘাতিক চটেছিলো সে, সমস্ত পৃথিবীর ওপরই চটেছিলো, সেই মুহূর্তে এমন কি নিজের ছেলের ওপরেও। মেজাজ খারাপ হ'লেই তার কেবল মনে হ'তে থাকে যে কুপ্রিশ্কার—তার ভাষায়—'অকেজো অকর্মণ্য দলটিই' সব নষ্টের গোড়া।

'কী চায় ওরা, ঐ হাবারা? কালসাপগুলো, কুকর্ম পেলে নিজেদের কথা ভুলে যায়। ঐ যে ঐ বাক্যবাগীশটার মতোই—পাশা, বাবা, আর-একবার

১ Safe Conduct—আত্মজীবনী ধরনের এই বইটিতে লেখক এই রকম ঘটনার কথা বলেছেন। ১৯০৫ সালে এক আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি ঠিক এইভাবে চাবুকের বাড়ি খেয়েছিলেন।

দেখা তো কী ভাবে ওটা বক্তৃতা করেছিলো, দেখা, সোনা আমার। ওঃ, হাসতে-হাসতে পেট যে ফেটে যাচ্ছে। একেবারে হুবহু নকল করেছিস।'

বাড়ি ফিরেই সে ছেলেকে বকতে শুরু করলে। ঝাঁকড়া মাথার একটা ভূত ঘোড়ার পিঠে ব'সে-ব'সে তাকে চাবুক মারতে পারে এমন বয়স কি সে পার হ'য়ে আসেনি?

'সত্যি মা, তুমি আমাকে কী পেয়েছো বলো তো? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমিই সেই কসাক কাপ্তান নয়তো পুলিশের বড়ো কর্তা।'

৯

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নিকোলে নিকোলেভিচ ছত্রভঙ্গ আন্দোলনকারীদের দেখতে পেলেন। তারা কারা, তা চিনতে দেরি হ'লো না তাঁর, ইউরাও এদের মধ্যে আছে কিনা দেখবার জন্য ভালো ক'রে তাকালেন। কিন্তু তাঁর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউই ছিলো না, যদিও ডুডোরভের ছেলেকে যেন একবার দেখলেন মনে হ'লো—নামটা ঠিক মনে পড়ছিলো না—মাথা-পাগলা ছেলেটা, এই তো ক'দিন আগেই ওর কাঁধ থেকে বন্দুকের গুলি বার করা হ'লো, আবার ফিরে এসেছে, আর এসেই যেখানে-যেখানে ওর কোনো কাজ থাকার কথা নয়, ঠিক সেখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি শুরু করেছে।

নিকোলে নিকোলেভিচ সম্প্রতি পিটার্সবার্গ থেকে এসেছেন। মস্কোতে কোনো ফ্ল্যাট নেই ওঁর. আর হোটেলে থাকতেও অনিচ্ছা—সুতরাং দূর সম্পর্কের আত্মীয় স্ভেন্‌টিট্‌স্কিদের কাছে উঠেছেন। দেড়তলায় কোনার দিকে একটি ঘর তাঁকে ছেড়ে দিয়েছেন ওঁরা।

স্ভেন্‌টিট্‌স্কি নিঃসন্তান; তাঁর পরলোকগত পিতা প্রায় প্রাগৈতিহাসিক আমলে কুমার-বাহাদুর ডলগোরুকির এই দোতলা বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন, বাড়িটি তাঁদের পক্ষে খুবই বড়ো। সরু-সরু অলিগলি দিয়ে ঘেরা তিন-দিক-খোলা জমির ওপর তিনটি উঠোন ও একটি বাগানকে ঘিরে অপরিচ্ছন্ন, গায়ে-গায়ে-ঘেঁষা বিভিন্ন ঢঙের কতোগুলি বাড়ি ডলগোরুকিদের সম্পত্তির

অংশে পড়ে। এই বাড়িটি তারই একটি। নামটি সেই আদ্যিকালের—মুচনয়গয়োড়ক।[১]

চারটি জানলা সত্বেও পড়ার ঘরটি অন্ধকার। সারা ঘরে বই, কাগজ, ছবি আর কম্বলের স্তূপ। বাড়ির কোণের দিকে, এই ঘরের সামনে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি বারান্দা। শীতের জন্য বারান্দার কাচের কপাটগুলি বন্ধ।

দরজাগুলি আর দুটি জানলার মুখ এক সরু গলির দিকে। ভাঙাচোরা ছোটো-ছোটো বাড়ি, বেড়া, আর স্লেজগাড়ির চাকার দাগ বুকে নিয়ে রাস্তাটি বহুদূর চলে গেছে।

বাগানের বেগনি আভা ঘরে এসে পড়ে। কড়া হিমে আচ্ছন্ন গাছগুলির ডালপালা যেন ধোঁয়াটে মোমের ঝাড়: এমনভাবে উঁকি দেয় যে মনে হয় ওরা পড়ার ঘরে মেঝের ওপর বোঝা নামিয়ে বিশ্রাম করতে চাইছে।

দূরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন নিকোলে নিকোলেভিচ। পিটার্সবার্গে গত শীতের কথা মনে পড়ছিলো—গাপোন,[২] গোর্কি, হ্বিটের[৩] সঙ্গে দেখা, আধুনিক, কেতাদুরস্ত লেখকেরা। সেই পাগলা-গারদ থেকে প্রাচীন রাজধানীর শান্তি ও নীরবতায় পালিয়ে তিনি তাঁর বইটি লিখে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লাভ হ'লো না কিছু—প্রতিদিন বক্তৃতা—মহিলাদের উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা,[৪] ধর্মীয় দার্শনিক সমাজ, রেড ক্রস, ধর্মঘটের জন্য অর্থসংগ্রহ, সত্যিকার চিন্তা করার জন্য এক মুহূর্তও হাতে থাকে না। তপ্ত কড়াই থেকে পালিয়ে তিনি যেন সরাসরি আগুনেই ঝাঁপ দিয়েছেন। আসলে তাঁর প্রয়োজন কোথাও চ'লে যাওয়া—সুইৎজারল্যাণ্ডে, কোনো সুদূর প্রদেশে, হ্রদ, পাহাড়, আকাশ, আর উৎসুক প্রতিধ্বনিময় হাওয়ার শান্তিতে।

---

১ মুচনয় গয়োড়ক : ময়দা-শহর।

২ গাপোন; একজন পুরোহিত ও বিপ্লবী নেতা, যিনি Winter Palace Square-এ ১৯০৫ সালে আন্দোলন করেছিলেন। সেই আন্দোলন পরে 'রক্তাক্ত রবিবার' নামে বিখ্যাত হয়েছিলো। গুপ্তচর সন্দেহ ক'রে পরে বিপ্লবীরা এঁকে হত্যা করে।

৩ হ্বিটে (Witte) : ১৯০৫-এ ইনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

৪ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সব মহিলা নিয়মমাফিক ভর্তি হতেন না তাঁদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়েই স্বতন্ত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিলো।

নিকোলে নিকোলেভিচ জানলা থেকে স'রে এলেন। ইচ্ছে করছিলো একটু বেড়িয়ে আসতে, দেখা করতে কারো সঙ্গে, কিংবা এমনিই একটু রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে আসতে, কিন্তু মনে প'ড়ে গেলো যে টলস্টয়-ভক্ত ভিভোলোচ্‌নভ আজ কী-একটা দরকারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। ঘরের এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করতে লাগলেন তিনি, ভাগনেকে নিয়ে ভাবনা শুরু হ'লো।

ভল্লাতীরের ব্যস্ত জীবন পরিত্যাগ ক'রে পিটার্সবার্গে যাবার আগে ইউরাকে মস্কোতে রেখে গিয়েছিলেন—মস্কোতে তাঁর অনেক আত্মীয়স্বজন—ভেডেনিয়াপিন, অস্‌ট্রোমিসলেনস্কি, সেলিয়াভিন, মিখাইলিস, স্‌ভেনটিট্‌স্কি আর গ্রোমেকো—এরা সবাই-ই আছে। প্রথমে ইউরাকে ঢিলে স্বভাবের বুড়ো বাক্যবাগীশ অস্‌ট্রোমিসলেনস্কির ঘাড়েই চাপানো হয়েছিলো—আত্মীয়মহলে সে ফ্রেডি নামে পরিচিত। ফ্রেডি ব্যভিচারী, তার আশ্রিত মেয়ে মোতিয়ার সঙ্গে সহবাস করে, তাই সে নিজেকে মনে করে প্রাচীন বিধানের শত্রু, নতুন চিন্তার ধ্বজাবাহক; তার প্রতি তার আত্মীয়ের বিশ্বাসের কোনোই মূল্য না-দিয়ে ইউরার জন্য পাঠানো টাকা সে নিজেই খরচ করতো। ইউরাকে বদলি করা হ'লো বিদগ্ধ গ্রোমেকো-পরিবারে, এখনো সে তাঁদের সঙ্গেই আছে।

গ্রোমেকো বাড়ির আবহাওয়া ইউরার পক্ষে খুবই উপযোগী, নিকোলে নিকোলেভিচ ভাবলেন। ওঁদের মেয়ে টোনিয়া ইউরার সমবয়সী, আর ইউরার বন্ধু ও সহপাঠী মিশা গর্ডন তো অধিকাংশ সময় ওদের সঙ্গেই কাটায়।

'এই তিনের জোটটি বেশ মজার,' নিকোলে নিকোলেভিচ মনে-মনে বললেন। তিনজনে একেবারে ডুবে আছে 'The Meaning of Love' আর 'The Kreutzer Sonata' নিয়ে, কৌমার্যপ্রচার এক বাতিক হয়েছে ওদের। বয়ঃসন্ধির এই সময়টায় পবিত্রতার দিকে একটা অন্ধ ঝোঁক আসা অবশ্য ভালোই, তবে ওরা একটু বাড়াবাড়ি করছে, মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

ছেলেমানুষ! আর কী পাগল! 'যৌন' শব্দটা আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে ওদের, তাই যা-কিছু যৌন ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত তার গায়েই 'অশ্লীল' মার্কা মেরে দিচ্ছে, আর শব্দটা ব্যবহার ক'রে যাচ্ছে যতক্ষণ না গা-ঘিনঘিন করে—

বলতে-বলতে কখনো লাল কখনো বা ফ্যাকাশে হ'য়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে শুরু ক'রে কাম-সাহিত্য, বেশ্যাবৃত্তি—আর বলতে গেলে সমস্ত শারীরিক জগৎটাই অশ্লীল ওদের কাছে।

'আমি যদি মস্কোতে থাকতাম,' নিকোলে নিকোলেভিচ ভাবলেন, 'এতোদূর গড়াতে দিতাম না। লজ্জারও দরকার আছে বই কি, কিন্তু একটা সীমা থাকা চাই তো ···এই যে, নিল্ ফেওকটিসোভিচ, এসো এসো।' অতিথির আগমনে তাঁর চিন্তা ঐখানেই থেমে গেলো।

১০

মোটাসোটা এক ভদ্রলোক ভেতরে এলেন। পরনে ছাইরঙের টলস্টয় ঢঙের শার্ট, চওড়া চামড়ার বেল্ট, ফেল্টের জুতো, পাৎলুনটা হাঁটুর কাছে ঢলঢল করছে। দেখলে মনে হয় এমন একজন ভালোমানুষ যার মাথাটা একেবারে কল্পনার আকাশে গিয়ে ঠেকেছে, কিন্তু মোটা কালো ফিতের সঙ্গে বাঁধা চশমা নাকের ওপর ঝুলে থাকায় রাগি-রাগি দেখায়। হলঘরে ওভারকোট রেখে এসেছেন, কিন্তু গলাবন্ধ খোলেন নি, আর ঘরে যখন ঢুকলেন সেই গলাবন্ধের প্রান্ত তখন মেঝেয় লুটোচ্ছে আর গোল ফেল্ট টুপিটা তখনো মাথাতেই শোভা পাচ্ছে। এই সব অসুবিধে সামলাতে গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে হাত ঝাঁকানো, এমন কি 'কেমন আছো'টুকু বলা থেকেও বিরত হ'তে বাধ্য হ'লেন তিনি।

'উম্-ম্-ম্,' ঘরের চারপাশে তাকাতে-তাকাতে নিতান্ত অসহায় এক স্বর বেরুলো ভদ্রলোকের গলা দিয়ে।

'যেখানে হোক খুলে রাখো ওগুলো,' ব'লে নিকোলে নিকোলেভিচ ভিভোলোচ্নভের আত্মস্থতা ও বাক্‌শক্তি ফিরিয়ে আনলেন।

ইনি হলেন টলস্টয়ের সেই সব শিষ্যদের মধ্যে একজন, যাঁদের মনে গুরুর শান্তিহীন চিন্তাগুলি এমন অগভীর হ'য়ে গিয়েছে যে আর তাদের বাঁচানো যাবে না, দীর্ঘ, নির্মেঘ বিশ্রাম ছাড়া আর তাদের গতি নেই। রাজনৈতিক বন্দীদের সাহায্যার্থে একটি সভা হচ্ছে কোনো-এক স্কুল বাড়িতে, সেখানে নিকোলে নিকোলেভিচকে বক্তৃতা করবার জন্য অনুরোধ করতে এসেছেন ইনি।

'আমি তো ঐ স্কুলে বলেছি এর আগে।'

'রাজনৈতিক বন্দীদের সাহায্যের জন্য?'

'হ্যাঁ।'

'আবার বলতে হবে তোমাকে।'

একটু তা-না-না করলেন নিকোলে নিকোলেভিচ, তারপর রাজি হ'য়ে গেলেন।

কাজের কথা হ'য়ে যাওয়ার পর নিকোলে নিকোলেভিচ অতিথিকে আটকে রাখার চেষ্টা করলেন না। ভদ্রলোক তক্ষুনি চ'লে যেতে পারতেন, কিন্তু ভাবলেন সেটা ভালো দেখাবে না, তাই চিন্তা করতে লাগলেন বিদায় নেবার সময় কী বললে স্বতঃস্ফূর্ত আর স্বাভাবিক শোনাবে। ঠেকে-ঠেকে কথোপকথন চলতে লাগলো, দু'জনেরই খারাপ লাগছিলো।

'তুমি তাহ'লে এখন ডেকাডেন্ট? মিস্টিক হ'য়ে পড়ছো নাকি?'

'তুমি কী বলতে চাইছো ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'কোনো কাজে লাগে না, বুঝেছো। আমাদের গ্রাম-পঞ্চায়েতের কথা মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই। আমারা একসঙ্গে প্রচার-কার্য করিনি বুঝি!'

'স্কুল আর শিক্ষকদের কলেজের জন্য আন্দোলন ক'রে কী খেটেছিলাম। মনে পড়ে?'

'নিশ্চয়ই। সে এক আশ্চর্য লড়াই হয়েছিলো।'

'সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্যও তো তুমি পরে কিছু কাজ করেছিলে?'

'হ্যাঁ, কিছুদিনের জন্য।'

'হুম্-ম। আর এখন সব উঁচকপালে ব্যাপার—কিন্নর আর নীলোৎপল আর ছেলেছোকরার দল আর "আমরা সূর্যের মতো হবো"।[১] আমি বিশ্বাস করতে পারি না—হা ঈশ্বর—কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না যে তোমার মতো একজন বুদ্ধিমান ও রসজ্ঞ লোক—জনসাধারণ সম্বন্ধে যার এমন জ্ঞান—নাও, বলো। কিন্তু তোমার মণিকোঠায় উঁকি দিচ্ছি না তো?'

[১] কে. ডি. বালমন্টের লেখা একটি কবিতার বইয়ের নাম।

'কথা বলার জন্য কথা বলছো কেন? কী নিয়ে আমাদের তর্ক? আমার মতামত তো তুমি জানো না।'

'রাশিয়ার দরকার স্কুলের, হাসপাতালের—কিন্নর আর নীলোৎপলের দিন ফুরিয়েছে।'

'সে-কথা কেউ অস্বীকার করে না?'

'চাষিদের পরনে ছেঁড়া কাপড়, পেটে খাবার নেই ···'

এই ভাবে ঝেঁকে-ঝেঁকে কথা চললো দু'জনের। অর্থহীন জেনেও নিকোলে নিকোলেভিচ বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কেন প্রতীকী গোষ্ঠীর কয়েকজন লেখককে তাঁর ভালো লাগে। তারপর কথার মোড় টলস্টয়ের বাণীর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'কিছুদূর পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে একমত, কিন্তু টলস্টয় যে বলেছেন আমরা যতোই "সুন্দরে"র উপাসনা করি, "শিবে"র কাছ থেকে ততোই দূরে স'রে আসি—'

'আর তুমি ঠিক তার উল্টো কথাটা মানো—"সুন্দর"ই এই পৃথিবীকে বাঁচাবে—তাই নয় কি? ডস্টয়েভস্কি, রজানভ[1] রহস্যনাটিকা—আর না কী?'

'দাঁড়াও, আমার মতটা আমাকেই বলতে দাও। প্রত্যেক মানুষের ভেতর লুকিয়ে-থাকা জন্তুকে যদি ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াতে চাও—কারাগারেরই হোক পরলোকেরই হোক, তাহ'লে মানবতার সব চাইতে বড়ো আদর্শ হ'য়ে দাঁড়াবে আত্মত্যাগী প্রচারক নয়, চাবুক হাতে সার্কাসের সিংহ-শিক্ষক। কিন্তু এই সহজ সত্যটা তোমরা দেখতে পাও না যে যুগ-যুগ ধ'রে মানুষকে জন্তু থেকে পৃথক হবার প্রেরণা দিয়েছে লাঠি নয়, তার নিজের মধ্যে নিহিত এক গান: অস্ত্রহীন সত্যের অনিবার্য ক্ষমতা, তার উদাহরণের তীব্র আকর্ষণ। এ-কথা ধ'রেই নেওয়া হয়েছে যে যীশুর বাণীর প্রধান অংশ নৈতিক উপদেশ ও আদেশ। কিন্তু আমার কাছে সব চেয়ে বড়ো কথা এই যে খৃষ্ট আমাদের প্রতিদিনের জীবন থেকে সত্য আহরণ ক'রে তাঁর বাণী দিয়ে গেছেন; সত্যকে তিনি দৈনন্দিন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে

১ ভি. রজানভ, ১৮৫৬–১৯১৯, যাঁর ঐতিহাসিক ধারণাগুলি মস্কো এবং পিটার্সবার্গের কিছু বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবিত করেছিলো। টলস্টয়ের ভক্তদের কাছে এঁর মত গ্রহণযোগ্য ব'লে বোধ হয় নি।

ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর সমস্ত বাণীর মধ্যে অন্তর্নিহিত হ'য়ে একটি কথাই শুধু আছে : মরণশীল প্রাণীদের মধ্যে যে-সংযোগ তা অমর, আর সমস্ত জীবনই প্রতীক মাত্র, কারণ জীবনের সব-কিছুই অর্থপূর্ণ।'

'এক বর্ণও বুঝলাম না। এ-বিষয়ে একটা বই লেখা উচিত তোমার।'

অবশেষে ভিভোলোচ্নভ উঠলেন। নিকোলে নিকোলেভিচের মেজাজ অসম্ভব খারাপ হ'য়ে গেলো। নিজের উপর এক হিংস্র রাগ হ'লো তাঁর—একটা গর্দভের কাছে নিজের অন্তরঙ্গতম চিন্তাগুলি মেলে ধরেছিলেন তিনি—ওর মনে কোনো ছাপই তো পড়লো না। তারপর, মাঝে-মাঝেই যা হ'য়ে থাকে, তাঁর রাগ অন্য একটা বিষয়ের উপর গিয়ে পড়লো। বিরক্তির আর-একটা কারণ মনে প'ড়ে গেলো তাঁর, ভিভোলোচ্নভকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেলেন।

ডায়েরি লেখার অভ্যেস তাঁর নেই, বছরে একবার কি দু'বার মোটা একটা নোটখাতায় তাঁকে বিশেষভাবে ধাক্কা দেয় এমন চিন্তাগুলি তিনি লিখে রাখেন। আজ সেই খাতাটা বের করলেন, বড়ো স্পষ্ট অক্ষরে তাতে লেখা শুরু করলেন। লিখলেন :

'স্নাকা শ্লেজিংগার গিন্নির কৃপায় সারাদিন বিশ্রী কেটেছে। সকালবেলায় এসে উপস্থিত, দুপুরের খাবার সময় পর্যন্ত বসে রইলেন, পাক্কা দু' ঘণ্টা ধ'রে কী-সব ছাইপাশ শুনিয়ে ক্লান্ত ক'রে দিলেন। তথাকথিত প্রতীকী কবি ক-এর লেখা পদাবলি থেকে শুরু ক'রে সুরকার 'খ' এর বিশ্বব্যাপী সুরঝংকার, গ্রহনক্ষত্রের আত্মা, পদার্থসমূহের কণ্ঠস্বর, ইত্যাদি ইত্যাদিতে কণ্টকিত।

'হঠাৎ বুঝলাম এই ঢংটি এতো মারাত্মক, এতো অসহ্য, আর কৃত্রিম কেন—এমনকি ফাউস্টেও। সবটাই হ'লো ভান, কারোরই এ-বিষয়ে কোনো সত্যিকার আগ্রহ নেই। আধুনিক মানুষের জীবনে এর কোনো প্রয়োজন নেই আর। প্রকৃতির রহস্য যখন তাকে উতলা ক'রে তোলে, তখন সে পদার্থবিদ্যার চর্চা করে, হেসিয়ডের ষট্‌মাত্রায় লেখা কবিতা পড়ে না।

'ব্যাপারটা শুধু এই নয় যে রূপকল্পটি এ-যুগে অচল, কিংবা শুধু এও নয় যে বিজ্ঞান যাকে স্বচ্ছ ক'রে দিয়েছে তাকে আবার ঝাপসা ক'রে দেয় এই বায়ু আর ভূলোকের দেবতারা। পুরো ঢংটাই আধুনিক শিল্পকলার বিরোধী।

প্রাচীন জগতের উপযোগী ছিলো এই বিশ্বদর্শন। তখন মানুষেরা সংখ্যায় কম ছিলো, প্রকৃতি তাদের বশীভূত হয় নি; পৃথিবীর বুকে দানবেরা তখনো বিচরণ করতো; মানুষের মনে জাগ্রত ছিলো ড্র্যাগন আর ডিনসরের স্মৃতি। স্পষ্টভাবে নিষ্ঠুরের মতো চোখে আঙুল দিয়ে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে প্রকৃতি যেন গলায় গামছা দিয়ে টেনে ধ'রে নিজেকে প্রত্যক্ষ করাতো, যেন তখনো এই প্রকৃতিতে দেবতারা বাস করেন। মানব-ইতিহাসের প্রথম কয়েক পাতা মাত্র, সেই সবে শুরু।

'এই প্রাচীন জগতের অবসান হ'লো রোমে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি এর ধ্বংসের কারণ হ'লো।

'রোম ছিলো এক চোরাই মালের মাছিতে ঘিনঘিনে বাজার, বিজিত জাতি আর ধার-করা ঠাকুর দেবতার হাত-বদল হ'তো সেখানে; যেন এক দাগি মাল বেচার দোতলা দোকান। মর্ত্য আর স্বর্গ—ক্রীতদাস একদিকে, অপর দিকে দেবতা। ডেসীয় জাতি, হেরুলীয়, স্কিদীয়, সারমেশীয় আর হাইপারবোরীয়। ভারি নিরেট চাকা[১], চর্বিতে লুপ্ত চোখ, পাশবিকতার ভাঁজে-ভাঁজে গলকম্বলের থলি, নিরক্ষর সম্রাটগণ, পণ্ডিত ক্রীতদাসের মাংসে পুষ্ট মাছেরা, নাড়িভুঁড়ির মতো তিন পাকে জড়ানো পাশবিকতা। পৃথিবীতে তখন যত মানুষ ছিলো তত মানুষ পরে আর দেখা যায় নি, কিন্তু সকলেই তারা অতি দুঃখী, আর সকলকেই ঠেসে দেওয়া হয়েছে কলোসিয়মের অলিতে-গলিতে।

'আর তারপর সেই কুৎসিত স্বর্ণ আর মর্মরের স্তূপের মধ্য থেকে তিনি এলেন লঘু পদক্ষেপে; সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ মানবতার স্বরূপ নিয়ে। তাঁর স্বেচ্ছাবৃত গ্যালিলীয় প্রাদেশিকতা নিয়ে যে-মুহূর্তে তিনি আবির্ভূত হলেন সেই মুহূর্ত থেকে লুপ্ত হ'লো দেবতা আর মানুষের ভেদ—শুধু রইলো মানুষ—যে-মানুষ ছুতোর, যে-মানুষ চাষা, যে-মানুষ রাখাল, গোধূলিতে মেষপাল নিয়ে যে ঘরে ফেরে। যে-'মানুষ' নামের মধ্যে গরিমার ধ্বনি নেই[১], কিন্তু

---

১ তখনো চাকার শলা আবিষ্কৃত হয়নি।—অনুবাদকের টীকা।

১ গোর্কীর বিখ্যাত উক্তির প্রতি উল্লেখ রয়েছে: 'মানুষ, যার নামের শব্দ এমন গরীয়ান।'

যাকে নিয়ে গাওয়া হয় ঘুম-পাড়ানি গান আর যার ছবি ঝোলানো থাকে সারা জগতের চিত্রশালায়।'

১১

পেট্রোভকা যেন পিটার্সবার্গেরই অংশ আসলে, ভুল ক'রে মস্কোতে ছিটকে পড়েছে। রাস্তার দুই পাশে একই ঢঙের বাড়ি, বহির্ভাগের একই শান্ত অলংকরণ, বইয়ের দোকান, গ্রন্থাগার, মানচিত্রকর, ভালো তামাকের দোকান, ভালো-ভালো রেস্তোঁরা—তাদের দরজার দুদিকে ভারি-ভারি হাতলে ঝোলানো গ্যাসের বাতি—সব মিলিয়ে রীতিমতো চমক লাগে।

শীতকালে পথঘাট যেন নিষেধের ভঙ্গিতে গনগন ক'রে তাকিয়ে থাকে। এখানকার বাসিন্দারা সবাই পদস্থ, আত্মসম্মানসম্পন্ন, সচ্ছল অবস্থার বুদ্ধিজীবী।

এখানেই ভিক্টর ইপ্পোলিটোভিচ কমারোভস্কির চারতলার ওপরে জমকালো ফ্ল্যাট। পুরু কাঠের রেলিং-দেওয়া চওড়া সিঁড়ি। অদৃশ্য ও অশ্রুত এমা এর্নেস্টোভনা তাঁর এই শান্ত নীড়টির পরিচালনা করেন। সাংসারিক বিষয়ে যেমন তাঁর যোগ্যতা, তেমনি সুবুদ্ধি, পুরো সংসার তাঁর নখদর্পণে—কমারোভস্কির ব্যক্তিগত জীবনের বৃত্তান্তে কখনো নাক গলাতে যান না। আর কমারোভস্কিও—তাঁর মতো ভদ্রলোকের কাছে যেমন আশা করা যায়—রাজন্যশোভন সুরুচির দ্বারা এর প্রতিদান দেন। বাড়িতে স্ত্রী বা পুরুষ এমন কাউকে ডাকেন না যার উপস্থিতিতে এই শান্ত চিরকুমারীর জগৎ বিক্ষত হ'তে পারে। মঠের মতো এক শান্তি বিরাজ করে ফ্ল্যাটটিতে—জানালার খড়খড়ি নামানো থাকে, এককণা ধুলো নেই, অস্ত্রোপচারের ঘরের মতো পরিচ্ছন্ন। রবিবার সকালে ভিক্টর ইপ্পোলিটোভিচ তার বুলডগটির সঙ্গে পেট্রোভকা ছাড়িয়ে কুজনেটস্কি মোস্ট ধ'রে হাওয়া খেতে বেরোয়। অভিনেতা এবং জুয়াড়ি কন্সটানটিন ইলারিনোভিচ সাটানিডি তাদের সঙ্গ নেয় মাঝপথে।

একসঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে যে-সমস্ত ঘটনার প্রতি উল্লেখ করতো তারা, যে-সমস্ত মন্তব্য করতো, তা এতো কাটাছাঁটা, পারম্পর্যহীন, জগৎ সম্বন্ধে

এমনই অবজ্ঞায় পরিপূর্ণ যে জন্তুর গর্জনের মতো একটা আওয়াজ ব্যবহার করলেও কিছু ক্ষতি ছিলো না—যদি শুধু সেই আওয়াজ হ'তো তাদের কণ্ঠস্বরের মতোই প্রবল, গভীর, নির্লজ্জভাবে নিশ্বসিত, যেন নিজের স্পন্দনে নিজেরই দম আটকে যাচ্ছে—যাতে কিনা রাস্তার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ভরপুর হ'য়ে যায়।

১২

আবহাওয়াটা নিতান্তই অস্বাভাবিক। জলের ফোঁটাগুলি নর্দমার পাইপ আর কার্নিশের উপর টপটপ শব্দে প'ড়ে চলেছে, ছাদ থেকে ছাদে টরে-টক্কায় বার্তা যাচ্ছে—যেন বসন্ত এলো। বরফ গলতে শুরু করেছে।

এক মূর্ছার ঘোরে লারা সমস্ত পথ হেঁটে এলো, বাড়ি পৌঁছে যেন প্রথম উপলব্ধি করলো তার কী হয়েছে।

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আবার এক ঘোরের মধ্যে লারা ডুবে গেলো, আর সেই মগ্ন অবস্থায় সে ব'সে রইলো মায়ের ড্রেসিং টেবিলের সামনে, তখনো সে প'রে আছে তার হালকা-বেগনি, প্রায় শাদা রঙের লেসের ঝালর-দেওয়া জামা, আজকের সন্ধ্যার জন্য দোকান থেকে ভাড়া-করা লম্বা ওড়না—এ যেন তার ছদ্মবেশ। দুটি হাত মুঠো ক'রে টেবিলের ওপর রেখে আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবির মুখোমুখি সে ব'সে আছে, কিন্তু কিছুই দেখছে না। একটু পরে হাতের পাতায় মুখ গুঁজলো সে।

মা জানতে পারলে তাকে খুন ক'রে ফেলবেন। প্রথমে তাকে খুন করবেন, তারপর নিজেকে।

কী ক'রে এমন হ'লো? কী ক'রে সম্ভব হলো? এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে—এ-কথা আরো আগে ভাবা উচিত ছিলো তার।

এখন সে—কী যেন বলে?—সে পতিতা। ফরাসী উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে-আসা একজন স্ত্রীলোক সে, যদিও কাল সে স্কুলে যাবে, সেই সব মেয়ের পাশে বসবে যারা তার তুলনায় নিতান্তই শিশু। হা ভগবান, হা ভগবান, কী ক'রে এমন হ'লো?

কোনোদিন, অনেক, অনেক বছর পরে, যখন সম্ভব হবে, লারা ওলিয়া ভেমিনাকে সব কথা বলবে, আর ওলিয়া তাকে জড়িয়ে ধ'রে ভেঙে পড়বে কান্নায়।

জানলার বাইরে জলের বিন্দুগুলি যেন কিছু বলতে গিয়ে তোৎলাচ্ছে, গ'লে-যাওয়া বরফ বিড়বিড় ক'রে উচ্চারণ করছে তার মায়াবী মন্ত্র। নিচে রাস্তায় কে যেন তার প্রতিবেশীর দরজায় সজোরে ঘা দিয়ে চলেছে। লারা ব'সে রইলো, নিচু তার মাথা, কেঁপে-কেঁপে উঠছে তার দুই কাঁধ, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে সে কাঁদছে।

১৩

'বাজে, সব বাজে, এমা এর্নেস্টোভনা। আমি বিরক্ত, ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি।' কমারোভস্কি দেরাজটা একবার খুলতে একবার বন্ধ করতে লাগলো, টেনে-টেনে বের করলো ভেতরের জিনিস, কার্পেটের ওপর, সোফার ওপর ছড়িয়ে পড়লো কাফ আর কলার, কী সে চায় নিজেও বুঝতে পারছে না।

সে এখন মরীয়া হ'য়ে লারাকে চায়, কিন্তু এই রবিবারে তার সঙ্গে দেখা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। খাঁচায় পোরা জন্তুর মতো ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় সে পাইচারি করতে লাগলো।

লারা তার কাছে অনন্ত এক বৈদেহী আকর্ষণের প্রতিভূ। তার দুটি হাত মহান এক চিন্তার মতো তাকে বিস্মিত করে। হোটেলের দেয়ালে লারার দেহের ছায়া যেন পবিত্রতার রেখাচিত্র। বুকের ওপর আটকে থাকে তার অন্তর্বাস, এমব্রয়ডারির ফ্রেমে-আঁটা কাপড়ের টুকরোর মতো সহজে টান হ'য়ে।

নিচে অ্যাসফল্টের রাস্তায় ব্যস্ততাহীন ঘোড়ার খুরের শব্দের সঙ্গে তাল রেখে জানলার কাচে আঙুল ঠুকলো কমারোভস্কি। 'লারা,' চোখ বুজে ফিসফিস ক'রে ডাকলে সে। কল্পনায় দেখলো তারই হাতের ওপর ন্যস্ত লারার মাথাটি; লারার দুই চোখ বুজে আছে, সে ঘুমিয়ে পড়েছে, জানতেও

পারছে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা না-ঘুমিয়ে কমারোভস্কি দু'চোখ ভ'রে তাকে দেখছে। ছড়িয়ে আছে তার কালো চুল, সেই অপরূপ কেশরাশি ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো কমারোভস্কির দুই চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়, কুরে-কুরে খায় তার হৃদয়।

রবিবারের ভ্রমণটা সফল হ'লো না আজ। জ্যাককে নিয়ে কয়েক পা গেলো সে, কুজনেটস্কি মোস্টের কথা, সাটানিভির রসিকতার কথা, অগণিত পরিচিতদের কথা ভাববার চেষ্টা করলো—না, সে পারে না, আর সে সইতে পারে না। ফেরার পথ নিলো সে, চমকে উঠে কুকুরটা মাটি থেকে চোখ তুলে অসম্মতির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো, তারপর বিরক্ত হ'য়ে পেছন-পেছন চলতে লাগলো।

'এর মানে কী, এর মানে কী?' কমারোভস্কি ভাবে, 'এ কোন শয়তানের জালে জড়িয়ে গেলাম?' এ কি তার বিবেক, করুণা, না কি অনুতাপ? না কি লারার জন্য সে উদ্বিগ্ন? না, সে জানে লারা নিরাপদে আছে, বাড়িতে আছে। তাহ'লে লারাকে ভুলে থাকতে পারছে না কেন?

বাড়ি ফিরে গেলো কমারোভস্কি। সিঁড়ির প্রথম ধাপে জানলার কোনার বিচিত্র অলংকরণ তার পায়ের কাছে রঙিন আলোর ছোপ ফেললো। দোতলার সিঁড়ির অর্ধেকটা উঠে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

এই শ্রান্তিকর, একঘেয়ে, উদ্বিগ্ন মানসিক অবস্থাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। আর যা-ই হোক, সে তো স্কুলের ছেলে নয়। তার তো বোঝা উচিত যে নিতান্তই শিশু, তার মৃত বন্ধুর কন্যা এই মেয়ে তার হাতে নিছক খেলার পুতুল হ'য়ে না-থেকে যদি তাকে এমনভাবে মোহগ্রস্ত করে তাহ'লে তার ফল কী হবে। নিজেকে সামলে নিতে হবে তার। নিজের প্রতি অবিশ্বাসী হবে না সে, নিজের সব অভ্যেস ঠিক-ঠিক বজায় রাখবে, তা না-হ'লে তার সব-কিছু লীন হ'য়ে যাবে ধোঁয়ায়।

যতোক্ষণ না হাত ব্যথায় টনটন ক'রে উঠলো, ওক কাঠের রেলিংটা কমারোভস্কি সজোরে চেপে রইলো, এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলো, তারপর দৃঢ়ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে নেমে গেলো নিচে। সেই রঙিন আলোর ছায়া-পড়া সিঁড়ির ধাপে কুকুরটা তার জন্য অপেক্ষা করছে। সমস্ত মুখ ভরা লালা

আর ঝুলে-পড়া চোয়াল নিয়ে যেন এক বামন অসীম ভক্তিতে মাথা তুলে তাকালো।

কুকুরটার প্রচণ্ড বিদ্বেষ লারার উপর, ঘেউ-ঘেউ করে, দাঁত খিঁচিয়ে ওর মোজা ছিঁড়ে দেয়। হিংসে করে ওকে, যেন ভয় পায় লারার সংস্পর্শে তার প্রভুর মনুষ্যত্ব জেগে উঠবে।

'ও, তাহ'লে তোমার ইচ্ছে আগের মতোই চলুক সব—সাটানিডি, মজার-মজার গল্প, আর নোংরা চালাকি?—বেশ, তাহ'লে এই নাও, আর এই, আর এই!' লাঠি দিয়ে কুকুরটার পিঠে ঘা লাগালো কমারোভস্কি, লাথি দিয়ে তাকে ছিটকে দিলো দূরে। জ্যাক কুঁইকুঁই করলো, ঘেউ-ঘেউ করলো, তারপর পেছনটা বাঁকিয়ে-বাঁকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে দরজায় আঁচড়াতে লাগলো—এমা এর্নেস্টোভনার কাছে নালিশ জানাবে সে।

দিন যায়, সপ্তাহ যায়।

১৪

এ যেন ডাইনির চক্রান্ত! তার জীবনে কমারোভস্কির আগমন যদি লারাকে শুধু মাত্র বিতৃষ্ণায় ভ'রে তুলতো তাহ'লে সে কি বিদ্রোহ ক'রে সব সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে ফেলতে পারতো না? কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও অতো সহজ নয়।

এ-কথা ভেবে গর্ব হয় বইকি তার। এমন একজন সুপুরুষ, যার চুল পেকে আসছে, প্রায় বাপের বয়সী। সভা-সমিতিতে যে উচ্ছ্বসিত হাততালি পায়, খবর-কাগজে যার নাম বেরোয়—সে তার জন্য এতো অর্থ আর সময় ব্যয় করছে। তাকে নিয়ে যায় গান-বাজনার আসরে, তাকে বলে সে স্বর্গের দেবীর মতো দেখতে, আর, কী বলে গিয়ে—তার মানসিক উন্নতির চেষ্টা করে।

হাজার হোক, সে তো এখনো স্কুলেরই ছাত্রী, ব্রাউন রঙের ইউনিফর্ম তাকে পরতে হয়, এখনো স্কুলে ছোটোখাটো দুষ্টুমিতে আমোদ পায়। খোলা গাড়িতে কোচোয়ানের পেছনে অথবা সমস্ত দর্শকের চোখের সামনে জিভাগো—৫

অপেরার বক্সে ব'সে কমারোভস্কির লাম্পট্যে সে খুশিও হয়, আবার ক্ষুব্ধও হয়; ব্যাপারটার গোপনতা আর দুঃসাহস তাকে যেন প্রতিযোগিতায় আহ্বান করে।

কিন্তু এই ছেলেমানুষি রোমাঞ্চের মুহূর্তগুলি ক্ষণিক। ভয়াবহ এক আত্মগ্লানি তার ভগ্ন হৃদয়ে শিকড় ছড়িয়ে দিচ্ছে। নিজের পড়াশুনো আর বিনিদ্র রাত্রির সঙ্গে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ ক'রে-ক'রে সে ক্লান্ত, চোখের জল শুকোতে পায় না, মাথা ধরা কখনো ছাড়ে না, সারাদিন সে ঘুমের ভারে অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে থাকে।

১৫

ওকে ঘেন্না করে সে, তার জীবনে ও অভিশাপ। রোজ একবার ক'রে এই কথা ভাবে লারা।

আজীবনের জন্য লারা ওর বন্দী। কী ক'রে বাঁধা পড়লো? কেন লারা এমনভাবে মাথা নিচু করলো ওর ইচ্ছের কাছে, কেন ওর প্রয়োজন মেটাতে লারা এমন সব কাজ করলো যাতে পরে নিজেকেই লজ্জা পেতে হয়? ওর কিসের জোর তার উপর? বয়সের? না কি ওর টাকার ওপর তার মায়ের নির্ভরতা? সেইজন্য কি লারা বশীভূত হয়েছিলো বা ভয় পেয়েছিলো? না, হাজার বার না। বাজে—ও-সব বাজে কথা।

ওর না, বরং লারারই জোর ওর ওপর। সে কি জানে না ওর কতো প্রয়োজন তাকে? ভয় পাবার কিছু নেই, তার নিজের বিবেক তো পরিষ্কার। লজ্জা, ভয়, ওরই পাওয়া উচিত, পাছে লারা ওর হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেয় সে-কথা ভেবে আতঙ্কে থাকা উচিত। কিন্তু লারা যে কখনো তা করবে না। দুর্বল আর অধীন মানুষদের সঙ্গে ব্যবহারে কমারোভস্কির যেটা প্রধান অস্ত্র, সেই বিশ্বাসঘাতকতা লারার জানা নেই।

এখানেই তাদের তফাৎ। আর এই কারণেই লারার সমস্ত জীবন এমন ভয়াবহ হ'য়ে উঠেছে। বিদ্যুতে বা বজ্রপাতে যা হয় না, সেই সর্বনাশ ডেকে আনে চোরা চাউনি আর ফিসফিস কুৎসা। প্রতারণা আর দ্ব্যর্থকতায়

ভরা এই জীবন। জীবনের যে-কোনো বন্ধন মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম, কিন্তু সেই জাল থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা ক'রে ত্যাখো,—আরো জোরে আঁকড়ে ধরবে তোমাকে।

এমনকি শক্তিমানেরাও দুর্বল আর বিশ্বাসঘাতকের শাসনের অধীন।

১৬

কুযুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলো লারা। যদি সে বিবাহিত হ'তো, নিজেকে সে প্রশ্ন করে, কী তফাৎ হ'তো তাহ'লে? কিন্তু মাঝে-মাঝেই এক আশাহীন যন্ত্রণা তাকে অভিভূত করে।

লোকটার কি লজ্জা নেই? কী ক'রে ও লারার পায়ে ও-ভাবে লুটিয়ে প'ড়ে অনুনয় করতে পারে?—'এ-ভাবে আমরা আর চলতে পারি না। ভেবে ত্যাখো, তোমাকে আমি কী না করেছি! সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলেছো তুমি। তোমার মাকে সব খুলে বলতে হবে, তারপর আমি বিয়ে করবো তোমাকে।' কাঁদতে থাকে লোকটা, আর এমনভাবে জোর করে যেন লারা তর্ক করেছে বা প্রতিবাদ করেছে। সে জানে এ-সব আসলে বাজে কথা, তাই কানে তোলে না।

আর কমারোভস্কি ওড়না-টানা লারাকে জঘন্য সব রেস্তোর াঁর ভেতরকার ঘরে নিয়ে যেতে থাকে; খানসামা আর অন্য খদ্দেররা সেখানে চোখ দিয়ে বিবস্ত্র করে তাকে; আর লারা শুধু নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে, 'ও যদি সত্যিই ভালবাসতো তাহ'লে কি এ-ভাবে অপমান করতে পারতো আমাকে?'

একদিন সে এক স্বপ্ন দেখেছিলো। মাটির ভেতর কবর দেওয়া হয়েছে তাকে, তার দেহের বাম অংশ ও ডান পা ছাড়া আর কিছুই যেন বাইরে নেই। তার বাম স্তনের বোঁটা থেকে একটি ঘাসের পল্লব গজিয়ে উঠলো, আর মাটির উপর দাঁড়িয়ে লোকেরা যেন গান গাইছে: 'কালো চোখ, শাদা স্তন', আর গাইছে, 'মাশা নদী পার হবে না, হবে না।'

১৭

লারা ধর্মবিশ্বাসী নয়। আচার-অনুষ্ঠানে সে বিশ্বাস করে না। কিন্তু কখনো-কখনো নিজের জীবনকে সহ্য করার মতো শক্তি সঞ্চয় করার জন্য তার প্রয়োজন হ'তো কোনো অন্তর্নিহিত সুর, যা নিজে তৈরি ক'রে নেওয়া সব সময় সম্ভব হ'তো না তার পক্ষে। তাকে সে-সুর এনে দিতো ঈশ্বরের সুসমাচার ; লারা গির্জেয় যেতো শুধু ঐ সমাচার শুনে কাঁদবার জন্য।

ডিসেম্বরের শুরুতে একদিন লারার নিজেকে মনে হচ্ছিলো 'ঝড়'[১] নাটকের কাটেরিনা চরিত্রের মতো ; হৃদয়ে এমন এক ভার নিয়ে সে প্রার্থনা করতে গেলো যে প্রতি মুহূর্তে মনে হ'তে লাগলো তার পায়ের তলার মাটি বুঝি স'রে যাবে, ভেঙে পড়বে গির্জের গম্বুজাকৃতি ছাদ। তার উচিত শাস্তি হবে তাহ'লে : যাবে, সব শেষ হ'য়ে যাবে। শুধু এই ভেবে লারার মন-খারাপ হচ্ছিলো যে ঐ বাচাল মেয়ে ওলিয়া ডেমিনাকে সঙ্গে এনেছে।

'ঐ যে প্রভ আফানাসিয়েভিচ,' ফিসফিস করলো ওলিয়া।

'শ্‌ শ্‌—শ্‌, অতো বিরক্ত কোরো না। কোন প্রভ আফানাসিয়েভিচ ?'

'প্রভ আফানাসিয়েভিচ স্কোলভ। ঐ যে একজন পড়ছে না—সে। সম্পর্কে আমাদের জ্ঞাতিভাই।'

'ও, সেই স্তোত্রপাঠক। টিভেরজ়িনের আত্মীয়। দয়া ক'রে তুমি চুপ করবে ?'

তারা এসেছে উপাসনা শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গে। তখন পড়া হচ্ছিলো : 'আমার আত্মা পূজা করুক প্রভুকে, আমাকে বেষ্টন ক'রে যা-কিছু আছে তাঁর পুণ্য নামকে পবিত্র করুক।'

উপাসনারত ব্যক্তিরা ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলো অর্ধ-শূন্য, প্রতিধ্বনিতে গমগমে গির্জের এক প্রান্তে বেদীর কাছে। গির্জের বাড়িটি নতুন। মসৃণ কাচের জানলা বাইরের ধূসর বরফে আচ্ছন্ন কর্মব্যস্ত রাস্তার কোনো ছবি তুলে ধরে না। জানলার সামনেই গির্জের মালি উপাসনার দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ না-দিয়ে সরবে এক কালা, হাবা ভিখারিনীকে গাল পাড়ছে, তার গলার স্বর জানলা আর রাস্তার মতোই নির্বোধ আর সাধারণ।

১ অস্ট্রোভস্কির লেখা একটি নাটক।

লারা হাতের মুঠোয় পয়সা নিয়ে, উপাসনারত ব্যক্তিদের যাতে ব্যাঘাত না হয় এমনভাবে পাশ কাটিয়ে গিয়ে দরজার কাছ থেকে নিজের এবং ওলিয়ার জন্য দুটো মোমবাতি কিনে নিয়ে এলো ; প্রভু আফানাসিয়েভিচ ঐ সময়টুকুর মধ্যেই সেই নয় প্রকার মোক্ষের মন্ত্র এমন গড়গড় ক'রে ব'লে গেলেন যেন সকলে সেগুলি এত ভালোভাবে জানে যে তাঁর সাহায্যের আর দরকার নেই।

'ধন্য তারা যারা দীনাত্মা :···ধন্য তারা যারা শোকাতুর।···ধন্য তারা যারা সত্যের জন্য তৃষ্ণার্ত ও বুভুক্ষু।' ··

লারা শিউরে উঠে থমকে দাঁড়ালো।

তার···তার জন্য বলা হচ্ছে কথাগুলো। প্রভু বলছে : তারাই সুখী, যারা পদদলিত। নিজের কথা কিছু বলার আছে তাদের। সব আছে তাদের সামনে। এই ছিলো তাঁর বাণী। এই হ'লো খ্রীষ্টের মত।

১৮

তখন প্রেসনিয়ায় বিপ্লব শুরু হয়েছে। গুইশারদের ফ্ল্যাটটি বিদ্রোহীদের এলাকায়। তাদের বাড়ি থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে ৎভের স্ট্রীটে এক ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে। তাদেরই উঠোন থেকে বালতি-বালতি জল নিয়ে লোকেরা পাথর আর ভাঙা লোহার তাল বরফ দিয়ে জোড়া লাগাচ্ছে।

পাশের মাঠে বিদ্রোহীরা জড়ো হয়, সেটা তাদের রেড ক্রসের ঘাঁটি, লঙরখানাও।

লারার চেনা দুটি ছেলে এই দলে গেছে। একজন হ'লো নিকি ডুডোরভ, তার সহপাঠী নাডিয়ার বন্ধু। ছেলেটি দাম্ভিক, স্বল্পভাষী ও ঋজু স্বভাবের—সব মিলিয়ে এত বেশি লারার মতো যে লারার ওর প্রতি কোনো আগ্রহ নেই।

আরেকজন হ'লো পাশা আন্টিপভ—ছেলেটি হাই স্কুলে পড়ে, থাকে ওলিয়ার ঠাকুমা বুড়ি টিভেরজিনার সঙ্গে। টিভেরজিনের বাড়িতে যখনই দেখা হয়েছে তখনই তাকে দেখে ছেলেটির অবস্থা লক্ষ্য না-ক'রে পারেনি। শিশুর মতো সরল এই বালক তার আনন্দ গোপন করার কথা ভাবেনি, তার কাছে লারা যেন এক ছুটির দিনের দৃশ্য, ঘাসে আর মেঘে

আর বার্চগাছের সারিতে সাজানো, যা দেখে খুশি হ'লে লোকের চোখে হাস্যকর হবার ভয় থাকে না।

পাশার ওপর তার প্রভাব আছে, তা বোঝামাত্র লারা অচেনতভাবেই তা ব্যবহার করতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো, যদিও পাশার নমনীয়, খোলামেলা চরিত্রটিকে সত্যি-সত্যি হাতে নিয়েছিলো অনেক বছর পরে, তাদের সম্বন্ধের এক পরিণত অধ্যায়ে। ততোদিনে পাশাও জানতে পেরেছে যে লারার প্রেমে সে আকণ্ঠ ডুবে আছে, জেনেছে সারা জীবনের জন্য সে এখন লারার কাছে সমর্পিত।

এই দুই বালক বয়স্কদের ভীষণতম খেলায় মেতেছে, যুদ্ধ যার নাম। আর এই বিশেষ ধরনের যুদ্ধে সাধারণ লড়াইয়ের সমস্ত বিপদের আশঙ্কা ছাড়াও আরো অনেক ভয় আছে—নির্বাসনের, মৃত্যুদণ্ডের ভয়। অথচ তারা যে ভঙ্গিতে মাথার পেছনে উলের টুপিটাকে আটকে রেখেছে তা দেখেই মনে হয় এরা এখনো শৈশব পেরোয়নি—এখনো মা-বাবার সতর্ক দৃষ্টির আড়াল থেকে বেরিয়ে আসার সময় হয়নি এদের। লারা ওদের শিশু ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারে না। এক নিষ্পাপ উল্লাস ওদের এই বিপজ্জনক আমোদের মধ্যেও লেগে আছে—ওরা তা সংক্রমিত করেছে সব-কিছুতে—এই সন্ধ্যায় যা হিমে এমন কলঙ্কিত যে শাদার চেয়ে বেশি কালো দেখাচ্ছে, উঠোনের ঘন নীল ছায়ায়, রাস্তার ওপারের বাড়িটিতে—ছেলেরা যেখানে গা ঢাকা দিয়ে আছে, আর সর্বোপরি ঐ বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে-আসা রিভলভারের শব্দে। 'ছেলেরা গুলি ছুঁড়ছে,' ভাবতে গিয়ে লারার মনে হ'লো নিকি ছাড়া, পাশা ছাড়া, আরো অন্য অনেকের কথা, সারা মস্কো ভ'রে যারা গুলি ছুঁড়ছে। 'কী ভালো, কী চমৎকার ছেলে ওরা,' সে ভাবে, 'ভালো ব'লেই তো গুলি ছুঁড়ছে।'

১৯

শোনা গেলো ব্যারিকেডটা বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হ'তে পারে: তাদের বাড়ির অবস্থা তাহ'লে বিপজ্জনক হবে। মস্কোর অন্য কোনো অংশে

কোনো বন্ধুবান্ধবের বাড়ি গিয়ে ওঠার সময় আর এখন নেই, পুরো অঞ্চলটা ঘিরে ফেলা হয়েছে : কাছাকাছি আশ্রয় নিতে হবে কোথাও। মন্টেনিগ্রোর কথাই মনে হ'লো তাদের।

দেখা গেলো তাদের মতো অবস্থায় পড়েছে এমন বহু লোকই ঐ একই জায়গার কথা ভেবেছে। হোটেল একেবারে ভরা, কিন্তু পুরোনো দিনের খাতিরে চাদর রাখার ঘরে ঘরে কোনোমতে একটু ঠাঁই পাবার আশ্বাস পেলে তারা।

বাক্স-প্যাটরা নিলে পাছে নজরে প'ড়ে যায় সেই ভয়ে তারা নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি তিনটি পুঁটলিতে বেঁধে নিলে ; তারপর যাবার দিন রোজ পেছোতে লাগলো।

দোকানের হালচাল এমনিই সনাতন যে সাধারণ ধর্মঘট শুরু হবার পরেও বহুদিন পর্যন্ত দোকান খোলা ছিলো। কিন্তু এক ঠাণ্ডা, মন-মরা বিকেলে দরজায় ঘুন্টি বাজলো। কে যেন অভিযোগ নিয়ে এসেছে, আলাপ-আলোচনা করতে চায়। মালিকের খোঁজ করলে। মালিকের বদলে ফেটিসভাই গেলো ঘোলা জলে তেল ঢালতে। একটু পরে সমস্ত মেয়ে-দরজিদের হলঘরে ডেকে নিয়ে আগন্তুকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো সে। আগন্তুক অনিপুণ ভঙ্গিতে আবেগের সঙ্গে সকলের করমর্দন ক'রে যখন চ'লে গেলো তখন মনে হ'লো ফেটিসভার সঙ্গে তার কোনো-একটা চুক্তি হয়েছে।

মেয়েরা সব শেলাইয়ের ঘরে ফিরে এসে যে যার শাল বেঁধে নিলে, তাদের ময়লা শীতের কোটগুলি তুলে নিতে লাগলো হাতে।

'কী হয়েছে ?' সবেগে ঘরে ঢুকে শ্রীমতী গুইশার প্রশ্ন করলেন।

'আমাদের ওরা বের ক'রে দিচ্ছে, মাদাম, আমরাও ধর্মঘট করছি।'

'কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না···তোমাদের কী ক্ষতি আমি করেছি ?' শ্রীমতী গুইশার কেঁদে ফেললেন।

'আপনি অমন ব্যাকুল হবেন না, আমালিয়া কার্লোভ্‌না। আপনার বিরুদ্ধে আমাদেব কোনো অভিযোগ নেই। কতো কৃতজ্ঞ আমরা আপনার কাছে। কিন্তু এ তো শুধু আপনাকে আমাকে নিয়ে কথা নয়। সবাই এই

করছে, সারা জগৎ এই করছে। সকলের বিরুদ্ধে কি যাওয়া যায়, আপনিই বলুন ?'

ওরা সবাই চ'লে গেলো, ওলিয়া ডেমিনা পর্যন্ত, এমনকি ফেটিসভাও ; সে অবশ্য বিদায় নেবার সময় ফিসফিস ক'রে শ্রীমতী গুইশারকে ব'লে গেলো যে দোকানের মালিকের এবং দোকানের মঙ্গলের জন্যই ধর্মঘটের অভিনয় করছে সে। কিন্তু শ্রীমতী গুইশারকে প্রবোধ দেয়া অসম্ভব।

'কী ভীষণ অকৃতজ্ঞতা! উঃ—ভাবতেও কেমন লাগে যে এই সব লোককে আমি এমন ভুল বুঝেছিলাম। কী প্রশ্রয়ই না দিয়েছি ওই ছুঁড়িটাকে! আচ্ছা, ওর না-হয় কৈফিয়ৎ আছে—বাচ্চা মেয়ে, কিন্তু ঐ বুড়ি ভাইনিটা ?'

'শুধু তোমার জন্য তো আর আলাদা ব্যবস্থা করতে পারে না ওরা—বোঝো না কেন, মা ?' লারা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করে। 'তোমার প্রতি কারো কোনো বিদ্বেষ নেই। বরং ঠিক তার উল্টো। এখন যা-কিছুই করা হচ্ছে, সবই মনুষ্যত্বের খাতিরে, দুর্বলকে রক্ষার্থে, মেয়েদের আর শিশুদের মঙ্গলের জন্য। হ্যাঁ, তা-ই। মাথা নেড়ো না। তুমি দেখো, এরই ফলে একদিন তুমি-আমি অনেক ভালোভাবে বাঁচার সুযোগ পাবো।'

কিন্তু তার মার মাথায় কিছুই ঢুকলো না। 'সব সময় এই হয়,' ফোঁপাতে-ফোঁপাতে তিনি ব'লে চলেন, 'যখনই আমি ঠিকমতো কোনো ব্যাপার বুঝতে পারি না, তুই এমন সব কথা বলতে শুরু করিস যাতে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে যাই। আমার সঙ্গে এমন একটা জঘন্য চালাকি করলো সবাই, আর তুই কিনা বলছিস তা আমারই ভালোর জন্য ? না, সত্যি আমি পাগল হ'য়ে যাবো।'

রডিয়া স্কুলে ছিলো। লারা মায়ের সঙ্গে শূন্য বাড়িতে ঘুরে-ঘুরে বেড়ালো। আলো-না-জ্বলা রাস্তা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তাদের ঘরের দিকে, আর ঠিক সেই একই দৃষ্টি ঘরগুলিও ফিরিয়ে দিলো।

'অন্ধকার হবার আগেই চলো আমরা হোটেলে চ'লে যাই, মা,' লারা মিনতি করলো। 'চলো না, মা। আর দিন পেছিয়ো না, এখনই চলো।'

'ফিলাট, ফিলাট,' তারা দরোয়ানকে ডাকলে। 'ফিলাট, লক্ষ্মী, মণ্টেনিগ্রো হোটেলে নিয়ে চলো আমাদের।'

'ঠিক আছে, মাদাম।'

'এই পুঁটলিগুলো নিয়ে যাও। আর ফিলাট, যতোদিন না আবার সব ঠিকঠাক হয় বাড়িটার ওপর একটু নজর রেখো। কিরিল মস্তেস্টোভিচকে দানা দিতে ভুলো না, মনে ক'রে জল বদলে দিয়ো। এই যে চাবি। আচ্ছা, আর-কিছু বলবার নেই—আমাদের দেখতে যেয়ো কিন্তু মাঝে-মাঝে।'

'আচ্ছা, মাদাম।'

'ধন্যবাদ, ফিলাট। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আচ্ছা, এবার একটু বসা যাক।[১] তারপর আমাদের রওনা হ'তে হবে।'

দীর্ঘ অসুস্থতার পর খোলা হাওয়াকে যেমন অপরিচিত লাগে তেমনি লাগলো তাদের রাস্তায় বেরিয়ে। পথের সুগোল শব্দগুলি মৃদু আওয়াজে মুড়মুড়ে, হিমেল, পরিচ্ছন্ন শূন্যে এমনভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো যেন যন্ত্রে তাদের পালিশ করা হয়েছে। বন্দুকের গুলির আওয়াজ যেন চুমকুঁড়ি। আর কামানের গোলা ধপ ক'রে মাটিতে প'ড়ে সশব্দে ফেটে পড়ছে, দিগন্ত চেপটে যাচ্ছে ডালপুরির মতো।

ফিলাট যতোই উল্টো বোঝাবার চেষ্টা করুক, লারা আর আমালিয়া জেদ ক'রে বলতে লাগলো যে ওগুলো সবই ফাঁকা আওয়াজ।

'বোকার মতো কথা বোলো না, ফিলাট। নিজেই ভেবে ছাখো না। কাউকে দেখছো গুলি ছুঁড়তে? ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া অন্য কিছু কী ক'রে হয়? কে গুলি ছুঁড়ছে তাহ'লে—যীশুর আত্মা নেমে এসেছেন নাকি? ও-সব ফাঁকা আওয়াজ—তাছাড়া আর কিছু না।'

এক রাস্তার মোড়ে কতোগুলো কসাক পাহারাওলা তাদের থামিয়ে দিলো। দাঁত বের ক'রে হাসতে-হাসতে অসভ্যের মতো তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে সার্চ করলো তারা। চোয়ালের ওপর দিয়ে স্ট্র্যাপ-বাঁধা তাদের মাথার চ্যাপ্টা টুপি এক কানের উপর হেলে পড়েছে; দেখে হঠাৎ ওদের একচোখো ব'লে মনে হয়।

'চমৎকার হ'লো,' হাঁটতে হাঁটতে লারা ভাবলে। শহর থেকে এই

১ এটা একটা রুশীয় প্রথা: কোথাও যাবার আগে সৌভাগ্য কামনা ক'রে লোকেরা কিছুক্ষণ বসে।

অঞ্চলটা যতোদিন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকবে ততোদিন কমারোভাস্কিকে আর দেখতে হবে না তাকে। যার জন্যই ওর সংস্রব পরিত্যাগ করা অসম্ভব হ'য়ে পড়েছে। সে তো আর বলতে পারে না 'মা, ওর সঙ্গে দেখাশুনো করা বন্ধ ক'রে দাও।' বললেই তো সব কথা ফাঁস হ'য়ে যাবে।

কী হবে তাহ'লে? এতো ভয় কেন তার? হা ভগবান! যা-কিছু—যা-কিছু হোক, শুধু যদি এই ব্যাপারের শেষ হয়।

ঈশ্বর! ঈশ্বর! দারুণ বিতৃষ্ণায় তার মনে হয় সে অজ্ঞান হ'য়ে যাবে। কী যেন মনে পড়ছিলো তার একটু আগে? সেই ভয়াবহ ছবিটার নাম যেন কী? এক স্থূলকায় রোমক শোভা পাচ্ছে তাতে। ঐ গোপন ঘরগুলির প্রথমটায়, যেখানে এই সব-কিছুর শুরু, টাঙানো ছিলো ছবিটা। ছবির নাম 'কামিনী না পাত্র?' হ্যাঁ, ঠিক! তা-ই তো। বিখ্যাত নাকি ছবিটা। স্থূলকায় রোমানটি একজন স্ত্রীলোক আর একটা পাত্রের মধ্যে কোনটা গ্রহণ করবে মনস্থির করতে পারছে না। প্রথম যখন ছবিটা দেখেছিলো তখনো সে সম্পূর্ণ স্ত্রীলোক হয়নি। মূল্যবান শিল্পকর্মের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। সেটা পরে হ'লো। রাজকীয় কায়দায় ভোজের জন্য টেবিল সাজানো হয়েছিলো।

'অমন ঊর্ধ্বশ্বাসে কোথায় ছুটে চলেছিস? আমি তোর সঙ্গে তাল রাখতে পারি না বাপু,' শ্রীমতী গুইশার হাঁপাচ্ছিলেন। দ্রুত হাঁটছিলো লারা। কী এক অজানা শক্তি তার ওপর ভর করেছে, সে যেন হেঁটে চলেছে বাতাসের ওপর দিয়ে, গর্বিত এক বেগবান আকর্ষণে সে চালিত হচ্ছে।

'চমৎকার!' বন্দুকের শব্দ শুনতে-শুনতে সে ভাবলে। 'ধন্য তারা যারা পদদলিত। ধন্য তারা যারা বঞ্চিত। ঈশ্বর ঐ বুলেটের বেগ বৃদ্ধি করুন। আমি আর ওরা এক সূত্রে বাঁধা।'

২০

সিভ্‌ৎসেভ ভ্রাজেক[১] ও আরেকটি ছোটো রাস্তার কোণ ঘেঁষে গ্রোমেকো ভাইদের বাড়ি। আলেকজাণ্ডার আলেকজানড্রোভিচ ও নিকোলে

১ ধূসর ঘোটকীর গলি।

আলেকজান্দ্রোভিচ গ্রোমেকো দুজনেই রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক, একজন পেট্রভ এ্যাকাডেমিতে আছেন, অন্যজন বিশ্ববিদ্যালয়ে। নিকোলে বিয়ে করেননি। আলেকজান্ডারের স্ত্রীর নাম আনা, বিয়ের আগের পদবী ক্র্যুগার। তাঁর বাবা ছিলেন লোহার খনির মালিক; ইউরিয়াটিনের কাছে উরালে তাঁর বিশাল জমিদারিতে কয়েকটি পরিত্যক্ত অকেজো খনি ছিলো।

গ্রোমেকোদের বাড়িটি দোতলা। ওপর তলায় শোবার ঘর, স্কুলঘর, আলেকজান্ডার আলেকজান্দ্রোভিচের পড়ার ঘর এবং টোনিয়া ও ইউরার ঘর; এদিকটা হ'লো নিজেরা বাস করার জন্য। একতলাটা অতিথিদের জন্য। পেস্তা রঙের পর্দা, জলপাই রঙের আসবাবের ঢাকনা, সামুদ্রিক গাছ-গাছড়ার টব—সব নিয়ে একতলার ঘরটিকে সবুজ তন্দ্রাতুর সমুদ্রের তলদেশের মতো দেখায়।

গ্রোমেকোরা রুচিবান, অতিথিবৎসল, শিল্পের সমজদার, সংগীতপ্রেমিক। প্রায়ই লোকজন ডাকেন তাঁরা, কোনো সন্ধ্যায় ঘরোয়া গানবাজনার আসর বসে, চারটি তারের যন্ত্র ও তিনজন পিয়ানোবাদকের মিলিত অবদান পরিবেশন করা হয়।

১৯০৬ সালের জানুয়ারি মাসে সেইরকম এক সান্ধ্য আসর বসার কথা ছিলো। টানিয়েভের ছাত্র, এক নবীন সুরকার এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করবেন। বেহালায় সনাটা বাজাবেন তিনি, আর তিনজন বাদক বাজাবেন চাইকভস্কির একটি তিন যন্ত্রের রচনা।

ব্যবস্থা শুরু হলো আগের দিন থেকে। বসবার ঘরে আসবাবের জায়গা বদল হ'লো। কোনায় ব'সে পিয়ানোর মিস্ত্রি একই সুর বার-বার বাজাতে লাগলো, মুঠি-মুঠি পুঁতির মতো টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে পড়লো সবগুলি। রান্নাঘরের মুর্গির ছাল ছাড়ানো হচ্ছে, সবজি ধোয়া হচ্ছে, জলপাই-তেলের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে স্যালাডের মশলা।

আনার প্রাণের বন্ধু, যাকে তিনি সব মনের কথা বলেন, সেই শুরা শ্লেজিঙ্গের ভোর না-হ'তে হাজির হ'য়ে জ্বালাতন ক'রে মারছেন।

লম্বা, রোগা চেহারা শুরার, কাটা-কাটা নাক-চোখ, মুখের ভাব কিছুটা পুরুষালি, দেখলে হঠাৎ সম্রাটের[২] কথা মনে প'ড়ে যায়—বিশেষত যখন উনি

২ তৎকালীন জারের কথা বলা হচ্ছে।—অনুবাদকের টীকা।

ছাইরঙের আস্ত্রাখান টুপিটি মাথার একপাশে হেলিয়ে বসিয়ে রাখেন। বাড়িতেও ঐ টুপি তাঁর মাথায় থাকে, শুধু টুপির সঙ্গে আটকানো ওড়নাটা সামান্য একটু সরিয়ে রাখেন।

দুঃখ অথবা উদ্বেগের সময় দুই বন্ধু পরস্পরের ভার লাঘব করেন। ভার লাঘব করার একমাত্র উপায় হ'লো অপরকে ক্রমাগতভাবে উত্তেজিত করা; দু'জনের কথপোকথন জ্বালাময় হ'য়ে উঠতে-উঠতে অবশেষে আবেগের আতিশয্যে ক্রন্দনে পর্যবসিত হয়, তারপর পুনর্মিলন।

রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেলে যেমন জোঁকের কামড়ে উপকার পাওয়া যায়, তেমনি এই নাটুকেপনার পর দু'জনের মনেই শান্তি নামে।

বেশ কয়েকবার বিয়ে করেছেন শুরা শ্লেজিঙ্গের, কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদের সঙ্গে-সঙ্গে স্বামীদের ভুলে যান তিনি; বিয়েটা এঁর কাছে এতো নগণ্য একটা ঘটনা যে তাঁর ব্যবহারে একক মহিলাদের মতোই নিরুত্তাপ অস্থিরতা দেখা যায়।

শুরা ছিলেন থিওজফিস্ট; কিন্তু তা সত্ত্বেও রুশ চার্চের যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান ওঁর নখদর্পণে, এমন কি পরম পুলকের তুরীয় অবস্থাতেও পুরোহিতকে নির্দেশ না-দিয়ে পারতেন না। 'হে প্রভু, শ্রবণ করো,' 'এখন এবং চিরকাল এইরূপে হবে,' 'মহিমান্বিত দেবদূত,' তাঁর কর্কশ, রুক্ষ কণ্ঠস্বরে অন্তহীনভাবে বিড়বিড় ক'রে যেতেন তিনি।

শুরা গণিত জানতেন, ছোটো-ছোটো ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের তত্ত্বকথা জানতেন, জানতেন মস্কোর সংগীতবিদ্যালয়ের সেরা শিক্ষকদের ঠিকানা আর কে কার সঙ্গে বাস করে—কী যে জানতেন আর কী যে জানতেন না তা ভগবান ছাড়া কেউ বলতে পারে না। সেইজন্য বাড়ির সব বিশেষ ব্যাপারে তাঁর ডাক পড়ে, মধ্যস্থতা এবং ব্যবস্থাপনার ভার নেবার জন্য।

নির্দিষ্ট সময়ে অতিথিরা আসতে শুরু করলেন। বরফ পড়ছিলো, বাইরের দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে দমকা বাতাস ব'য়ে যাচ্ছে, চঞ্চল তুষারের সহস্র পাকে সে-বাতাস জড়ানো। সেই শীতের মধ্য থেকে লম্বা বেঢপ বরফের জুতো পায়ে পুরুষেরা উঠে আসছেন, ব্যতিক্রমহীনভাবে তাঁরা প্রত্যেকে যেন সচেষ্ট হয়েছেন নিজেদের গেঁয়ো বাঙালের মতো চেহারা করার জন্য, কিন্তু অপরপক্ষে

তাঁদের স্ত্রীরা—হিমের জন্য লাল আভায় উজ্জ্বল তাঁদের মুখ, কোটের বোতাম খোলা, পেছনে ঠেলে-দেওয়া শাল, চুলে তুষারকণার চুমকি বসানো—চতুর প্রণয়ে লীলাময়ী তাঁরা যেন বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিমূর্তি। 'কুই-র[১] ভাইপো,' নবীন সুরকারের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ফিসফিস গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লো।

নাচঘরের খোলা দরজার ওপিঠে ঝকঝক করছে খাবার টেবিল, শীতের রাস্তার মতো শাদা, লম্বা। চোখ ধাঁধিয়ে দেয় লাল রোয়ানবেরি-ভদকায় জ'মে-যাওয়া বোতলের ওপর আলোর খেলা, রুপোর দানিতে স্ফটিকের পাত্র, সাজানো পাখির মাংস আর অর্দভ্রে[২]র পাত্র মন ভোলায়, আর খিদে জাগিয়ে তোলে শক্ত পিরামিড-আকৃতিতে ভাঁজ-করা ন্যাপকিন, বাদামের গন্ধভরা বেতের ঝুড়িতে বেগনি সিনেরারিয়া[৩]।

এই পার্থিক খাদ্য গ্রহণ করার সুখকে যথাশীঘ্র অনুভব করতে পারার ইচ্ছেতে সকলে তাদের অপার্থিব খাদ্যগ্রহণের কাজে ত্বরান্বিত হ'লো। সার বেঁধে বসলো সবাই। 'কিউ-র ভাইপো,' বাদক পিয়ানোর সামনে তাঁর আসন গ্রহণ করতেই আবার ফিসফিস করলো লোকেরা। বাজনা শুরু হ'লো।

সকলেই আশঙ্কা করেছিলো যে সনাটাটি যথোচিত মাত্রায় শুষ্ক, চেষ্টাকৃত এবং একঘেয়ে হবে, ভয়ানক দীর্ঘ হ'য়ে সনাটা তাদের সেই ভয় সার্থক করলো।

বিরতির সময় সমালোচক কেরিম্বেকভ আর আলেকজান্ডার গ্রোমেকোর মধ্যে তর্ক বেধে গেলো, কেরিম্বেকভ নিন্দে করছিলেন সনাটাটির গ্রোমেকো সপক্ষে যুক্তি দেখাচ্ছিলেন, আর লোকজনেরা ধূমপান করছিলো, কথা বলছিলো, বসছিলো চেয়ার সরিয়ে-সরিয়ে; তারপর পাশের ঘরের ঝকঝকে টেবিলের চাদর তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো আর তক্ষুনি বাজনা শুরু ক'রে দেওয়া ঠিক ক'রে ফেললো সকলে।

পিয়ানোবাদক তাঁর সহকারীদের ইঙ্গিত করলেন; বেহালাবাদক ও টিশকেভিচ সাড়ম্বরে অভিবাদন করলেন, বাজনার করুণ বিলাপ শুরু হ'লো।

---

১ Cui : এক বিখ্যাত রুশ সাংগীতিক : ১৮৩৫—১৯১৮

২ Hors-d' oeuvres : ঠাণ্ডা মাংস, মাছ ইত্যাদি নানা প্রকার ছোটো-ছোটো খাবার।

৩ একরকম ফুলের গাছ, ঘরের মধ্যে কাচের পাত্রেই বাঁচে।

ইউরা, টোনিয়া আর মিশা গর্ডন—সে অর্ধেক সময় গ্রোমেকো-বাড়িতেই কাটাতো—, তৃতীয় সারিতে ব'সে ছিলো।

'ইয়েগোরোভনা আপনাকে ডাকছে,' সামনে ব'সে-থাকা আলেকজাণ্ডার আলেকজানড্রোভিচের কানে ইউরা ফিসফিস করলো।

ইয়োগোরোভনা গ্রোমেকোদের শাদা চুলের বৃদ্ধা দাসী, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ানক উত্তেজিতভাবে ইউরার দিকে তাকিয়ে আলেকজাণ্ডার আলেকজানড্রোভিচকে লক্ষ্য ক'রে মাথা ঝাঁকাচ্ছিলো—ইউরাকে বোঝাতে চায় যে তাঁর সঙ্গে এক্ষুনি কথা বলার তার ভয়ানক দরকার। আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ ফিরে তাকিয়ে চোখ দিয়ে তাকে তিরস্কার ক'রে কাঁধ ঝাঁকালেন, কিন্তু সে দাঁড়িয়েই রইলো। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেলো ঘরের এদিক থেকে ওদিকে ইঙ্গিতে কথাবার্তা চলছে, যেন দু'জন বোবা কালার আলাপ। সবাই ঘুরে-ঘুরে দেখছিলো। আনা স্বামীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানলেন। আলেকজাণ্ডার লাল হ'য়ে গিয়ে উঠে পড়লেন, পা টিপে-টিপে ঘরের অপর প্রান্তে চ'লে গেলেন তিনি।

'তোমার লজ্জা করা উচিত, ইয়েগোরোভনা! সত্যি—এতো তাড়াই বা কিসের? কী, হয়েছে কী?'

ইয়েগোরোভনা তাঁর কানের কাছে বিড়বিড় করলো।

'কোন মণ্টেনেগ্রো?'

'হোটেল।'

'তা হয়েছে কী?'

'এক্ষুনি যেতে বলছে তাঁকে। ওঁর কে যেন মারা যাচ্ছে সেখানে।'

'হ্যাঁ—এখন মারা যাচ্ছে। ভাবো একবার···। এখন হবে না, ইয়েগোরোভনা। এই বাজনাটা শেষ হ'লে বলবো। তার আগে পারবো না।'

'এক ওয়েটারকে গাড়ি দিয়ে পাঠিয়েছে ওরা, ওঁকে নিয়ে যাবার জন্য। একজন মারা যাচ্ছেন, বলছি না, বুঝতে পারছেন না? মহিলা—ভদ্রমহিলা একজন।'

'আর আমি বলছি না, যে এখন অসম্ভব। দু'এক মিনিটে কী ক্ষতিটা

হবে শুনি ?' চিন্তিত ভঙ্গিতে ভুরু কুঁচকে, নাক ঘষতে-ঘষতে তিনি পা টিপে-টিপে নিজের জায়গায় এসে বসলেন।

বাজনার প্রথম অংশটা শেষ হ'লে, প্রশংসাসূচক আওয়াজ মিলিয়ে যাবার আগেই, তিনি বাদকদের কাছে উঠে গিয়ে টিশকেভিচকে বললেন তাঁর বাড়ি থেকে ডাক এসেছে, কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানে, বাজনা বন্ধ করতে হবে তাঁদের। তারপর দর্শকদের দিকে ফিরে হাত তুলে তাদের চুপ করতে অনুরোধ জানালেন :

'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, তিন যন্ত্রের সুরটি বাজানো আর সম্ভব হবে না। শ্রীযুক্ত টিশকেভিচের বাড়ি থেকে দুঃসংবাদ এসেছে। আমরা সকলে তাঁকে আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছি। তাঁকে আমাদের ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। এই রকম একটা সময়ে তাঁকে আমি একা যেতে দিতে চাই না, আমিও তাঁর সঙ্গে যাচ্ছি—যদি কোনো কাজে লাগতে পারি। ইউরা, বাবা, সিমনকে গিয়ে বলো তো গাড়ি বের করতে, গাড়ি আগেই প্রস্তুত ক'রে রেখেছে সে। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমি বিদায় নেবো না—আপনাদের সকলকে থাকবার জন্য অনুনয় করছি আমি—আমার ফিরতে দেরি হবে না।'

হিমেল রাত্রে গাড়ি ক'রে বেড়াবার জন্য ছেলেরাও তাঁর সঙ্গ নিলো।

২১

ডিসেম্বর মাস থেকে যদিও জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হ'য়ে গিয়েছিলো, তবু তখনো মাঝে-মাঝেই এখানে ওখানে গুলি গোলা চলছে, আর নতুন কোনো আগুন—হামেসাই যা দেখা যায়—দেখলেই মনে হয় ডিসেম্বরের আগুন এখনো বুঝি নেভেনি।

এতোটা রাস্তা ছেলেরা আগে কখনো গাড়িতে যায়নি। আসলে অবশ্য মণ্টেনেগ্রো কাছেই—স্মলেনস্কি বুলভা ছাড়িয়ে নভিনস্কি ধ'রে সাডোভায়া স্ট্রীটের অর্ধেকটা গেলেই হ'লো, কিন্তু এই বুনো তুষার আর কুয়াশা যেন দূরত্বকে স্থানচ্যুত ক'রে দুই টুকরোয় ছিঁড়ে ফেলেছে, যেন পৃথিবীর সর্বত্র

দূরত্বের মাপ আর এক নেই। রাস্তায় আগুনের[1] রোমশ, অপরিচ্ছন্ন ধোঁয়া, পায়ের শব্দ, স্লেজ গাড়ির করুণ আর্তনাদ—সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিলো যেন অনন্তকাল ধ'রে তারা চলেছে, আর চলেছে কোনো এক ভয়ংকর রকম দূর স্থানে।

হোটেলের প্রবেশপথের বাইরে সরু, কায়দাদুরস্ত এক স্লেজ দাঁড়িয়ে ছিলো; ঘোড়াটা কাপড় দিয়ে ঢাকা, হাঁটুর কাছে ব্যাণ্ডেজ-করা। যাত্রীর আসনে কুঁজো হ'য়ে বসে চালক নিজেকে গরম রাখার চেষ্টা করছে, দস্তানা-পরা বিশাল হাতের থাবায় কাপড়ে বাঁধা মাথাটা ডোবানো।

হোটেলের বসবার ঘরটি বেশ গরম, জামা-কাপড় ছাড়বার ঘরের কাউণ্টারের পেছনে ব'সে দরোয়ানটি ঢুলছিলো; ঘুলঘুলির মধ্য দিয়ে ভেসে-আসা শব্দ, জ্বলন্ত স্টোভ আর ফুটন্ত সামোভারের আওয়াজ তার ঘুম-পাড়ানি গানের কাজ করছে, আর মাঝে-মাঝে নিজের কোনো এক নাসিকাগর্জনে চমকে উঠছে সে।

একতাল ময়দার মতো মুখে কড়া ক'রে রং মাখা একটি স্ত্রীলোক বাঁ দিকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো। এই আবহাওয়ার পক্ষে তার পশমের জামাটি মোটেও যথেষ্ট গরম নয়। কারুর নেমে আসার জন্য অপেক্ষা করছিলো সে; আয়নার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে একবার কাঁধের ওপর দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আয়নায় দেখে নিচ্ছিলো তার পেছন দিকটা ঠিক আছে কিনা।

সেই জ'মে-যাওয়া চালকটি ভেতরে ঢুকলো। তার প্রায় ফেটে-পড়া ঝেঢপ কোটের জন্য তাকে রুটির দোকানের সাইনবোর্ডের বান্‌-রুটির মতো দেখাচ্ছে, তার চারপাশ থেকে বাষ্প বেরুচ্ছিলো—মিলটা তাতে আরো স্পষ্ট উঠেছে। 'আর কতোক্ষণ, দিদিমণি?' আয়নার ধারের সেই স্ত্রীলোকটিকে সে প্রশ্ন করলো। আপনাদের সঙ্গে কেন যে নিজেকে জড়িয়ে-ছিলাম জানি না। ঘোড়াটা জ'মে ম'রে যাক তা তো আর চাই না।'

হোটেলের কর্মচারীরা পাগলের মতো হ'য়ে আছে; ২৩ নম্বর ঘরের ব্যাপারটা তাদের দৈনন্দিন বিরক্তিতে আরো একটি বিশ্রী সংযোজনা মাত্র।

১ খুব ঠাণ্ডা পড়লে রাস্তার মোড়ে-মোড়ে আগুন জ্বালানো হয়।

মুহূর্তে-মুহূর্তে ঘণ্টার তীক্ষ্ণ শব্দ বেজে উঠছে, দেয়ালের ওপরকার লম্বা বাক্সের সারির পেছনে নম্বরগুলি লাফিয়ে উঠে জানান দিচ্ছে কোন ঘরের খদ্দের এবার খেপে গেছে, অথবা দাসীকে কী চায় তা না জেনে জ্বালাতন ক'রে মারছে।

ডাক্তার তখন ঐ নেকি বুড়ি শুইশারোভাকে[১] বমির ওষুধ দিয়ে পেট ধুয়ে দিচ্ছিলেন। ঝি গ্লাশা একবার মেঝে ধুয়ে, একবার নোংরা জিনিশের বালতি নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার বালতি নিয়ে আসছে। কিন্তু চাকরদের দিকে ঝড় শুরু হয়েছে এই গণ্ডগোলটা বাধার অনেক আগে ঘরের টিরাশকাকে তখনো গাড়ি দিয়ে পাঠানো হয় নি ডাক্তার আর ঐ বিচ্ছিরি বেহালাবাদককে নিয়ে আসার জন্য, কমারোভস্কিও আসে নি তখন, আর ২৩ নম্বর ঘরের দরজার সামনেকার করিডোরে এতো লোক ভিড় করে নি।

ঝামেলা শুরু হয়েছে সেই বিকেল থেকে; ভাঁড়ার ঘর থেকে সিঁড়ির চত্বরে যে-সরু গলিটা চ'লে গেছে সেখান দিয়ে ডান হাতে ভরা-ট্রের ভার সামলাতে গিয়ে কুঁজো হ'য়ে সিসয় বেয়ারা আসছিলো ছুটতে-ছুটতে, এমন সময় কে যেন বিতিকিচ্ছিরিভাবে তাকে এক ধাক্কা লাগিয়ে দেয় যার ফলে ট্রেটা ছড়িয়ে পড়লো মাটির ওপর, স্যুপ উপচে গেলো, গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে গেলো দুটো স্যুপ-প্লেট আর একটা মাংসের প্লেট।

সিসয় জোর দিয়ে বলতে লাগলো যে এর জন্য ঝি-ই দায়ী, ক্ষতিপূরণ তাকেই দিতে হবে। তখন প্রায় এগারোটা বাজে অর্ধেক লোকের ছুটি হ'য়ে যাবার সময় হয়ে গেছে, কিন্তু ঝগড়া তখনো মিটছে না।

'কাঁপুনি রোগ আছে ওর, হাত-পা স্থির রাখতে পারে না। পারতো কেবল বোতল নিয়ে ব'সে থাকতে, মেয়েমানুষের ঝাড়া, জলা মাখানো হেরিং মাছের মতো লাল হ'য়ে যায়, আর তারপর বলে কে ওকে ঠেলে দিলো, কে ওর স্যুপ উল্টে দিলো, কে ওর বাসন ভাঙলো। কে তোকে ধাক্কা মেরেছে শুনি, শয়তান, আস্ত্রাখানি জোঁক, নির্লজ্জ জানোয়ার কাঁহাকার!'

'তোমাকে আগেই ব'লে দিয়েছি, মাত্রিওনা স্টেপানোভনা, ভালোভাবে কথা বলবে।'

১। শ্রীমতী গুইশারের নামকে এইভাবে রুশ ক'রে নিয়েছে হোটেলের কর্মচারীরা।

'আর এই সব ঝামেলাটা হচ্ছে কাকে নিয়ে, জিজ্ঞেস করতে পারি কি? ইস্, কী আমার বাসন ভাঙবার যোগ্য লোক রে! ঐ তো বেবুশ্যেটা, রাস্তাওয়ালি, ভাবদেনেওয়ালি, একসঙ্গে পাঁচ খদ্দের জোটায় ঐ ধূর্ত মাগি—আর্সেনিক গিলে ভালোই তো করেছিলো। ওঃ, ঠাকুরুনের আবার মনটেনেগ্রোতে থাকা হয়, গলির একটা হুলো বেড়ালকে দেখলে বোধ হয় চিনতেও পারবে না।'

শ্রীমতী গুইশারের ঘরের সামনেকার করিডোরে পাইচারি করছিলো ইউরা আর গর্ডন। আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ এ-রকম ব্যাপার কখনোই কল্পনা করেন নি। ভেবেছিলেন সাংগীতিকের জীবনের এক পরিচ্ছন্ন ভদ্র দুঃখ। কিন্তু এ কী বিশ্রী ব্যাপার। নোংরা এক কেলেঙ্কারি, বাচ্চাদের যোগ্য তো মোটেও নয়।

গলিতে ছেলেদের হাঁটা ধীর হ'য়ে এলো।

'মা-ঠাকুরুনের কাছে যান না, দাদাবাবুরা,' ভ্যালেটটি দ্বিতীয় বার তাদের কাছে এসে নরম ধীর গলায় বলতে লাগলো। 'ভেতরে যান, চিন্তার কিছু নেই। মা-ঠাকুরুন ভালো আছেন, ভয় পাবেন না। অনেকটা সেরে উঠেছেন এখন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না। আজ বিকেলেই একটা কাণ্ড ঘ'টে গেছে, দামি-দামি সব চিনেমাটির বাসন ভেঙে গেছে। খাবার নিয়ে ছুটে-ছুটে যাওয়া-আসা করতে হয় আমাদের এখান দিয়ে, একটু সরু তো রাস্তাটা। আপনারা ভেতরে যান।'

ছেলেরা তা-ই করলে।

ঘরের ভেতরে সাধারণত টেবিলের ওপর একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলতো, সেটাকে এখন বাতিদান থেকে তুলে কাঠের পার্টিশনের ওপারে ঘুমোবার অংশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ছারপোকার গন্ধে ভরা সেই অংশটা একটা ধূলিমলিন পর্দা দিয়ে আসল ঘর থেকে আড়াল করা। কিন্তু গণ্ডগোলের সময় পর্দাটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, টেনে দেবার খেয়াল আর হয়নি কারো। একটা নিচু চৌকির ওপর আলোটা বসানো, পাদপ্রদীপের বাতির মতো কটকটে আলোয় ঘরটা আলোকিত।

ঝি ভেবেছিলো আর্সেনিক, কিন্তু শ্রীমতী গুইশার আইওডিন খেয়ে

আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। কাঁচা আখরোটের খোসা যখন এতো নরম থাকে যে ছুঁলেই কালো হ'য়ে যায় তখন যে কটু, ওষুধ-ওষুধ গন্ধ থাকে আখরোটে, সেই গন্ধে ঘরটা ভ'রে আছে।

পার্টিশনের ওপারে ঝি ঘর মুছছিলো, আর বিছানার ওপরে শুয়ে ছিলো একটি অর্ধ-উলঙ্গ স্ত্রীলোক; চোখের জল, জল আর ঘামে তার শরীর ভিজে গেছে, লেপ্টে গেছে চুল, বালতির ওপর মাথাটা ঝুলিয়ে রেখে সে চীৎকার ক'রে কাঁদছে।

ছেলেরা তক্ষুনি চোখ ফিরিয়ে নিলো, সেদিকে তাকানোটা এতোই লজ্জাজনক ও অভব্য ব'লে মনে হ'লো তাদের। কিন্তু ঐটুকু দেখেই ইউরা উপলব্ধি করলো যে কোনো-কোনো বিস্রস্ত, উত্তেজিত অবস্থায়, শ্রান্তি বা পরিশ্রমের মুহূর্তে স্ত্রীলোক আর সেই স্ত্রীলোক থাকে না, যাকে দেখা যায় ভাস্করের গড়া মূর্তিতে, বরং তার সঙ্গে তখন কোনো কুস্তিগিরের বেশি মিল, ফুলে-ওঠা মাংসপেশী নিয়ে, ল্যাঙট প'রে যে আসন্ন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

অবশেষে সেই পর্দাটা টেনে দেবার খেয়াল হ'লো কারো।

'মঁসিয় টিশকেভিচ, ওগো, তোমার হাত কই; তোমার হাত আমাকে দাও,' কান্না আর বমির বেগে গলা আটকে আসছিলো স্ত্রীলোকটির। 'ওঃ, কী ভয়ানক সময়ের মধ্যে দিয়েই না আমি গেছি। সাংঘাতিক সন্দেহই যে হয়েছিলো··মঁসিয় টিশকেভিচ, আমি ভেবেছিলাম···কিন্তু সুখের বিষয় সব বাজে, আমার আবোল-তাবোল কল্পনা।···ভাবো একবার, কী শাস্তি। আর এখন···এই তো···এই তো আমি···আমি বেঁচে আছি······'

'শান্ত হোন, আমেলিয়া কার্লোভনা, আমি মিনতি করছি—কী অস্বস্তিকর ব্যাপার, উঃ, কী অস্বস্তি!'

'এবার বাড়ি যাবো,' একটু রুক্ষভাবে আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ বাচ্চাদের বললেন। যন্ত্রণাদায়ক অস্বস্তি নিয়ে তারা প্রবেশপথের গলির দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলো, আর কোনদিকে তাকাবে ঠিক করতে না-পেরে তাকিয়েছিলো সোজা সামনের দিকে, বড়ো ঘরের অন্ধকার গভীরে।

দেয়ালে ফোটোগ্রাফ ঝুলছে, স্বরলিপি-ভরা একটি বইয়ের তাক, কাগজ

আর ফ্যাশন-পত্রিকার স্তূপ নিয়ে একটি লেখার টেবিল, আর ক্রুশের কাজ-করা ঢাকনা-দেওয়া গোল টেবিলের ওপিঠে, একটা আরামকেদারায় শুয়ে আছে একটি মেয়ে, একটি হাত তুলে দিয়েছে পিঠের দিকে, কুশানের ওপর চেপে রেখেছে তার মুখ। ভয়ানক ক্লান্ত নিশ্চয়ই মেয়েটি, নয়তো এই কলরব আর উত্তেজনার মধ্যে সে ঘুমোলো কী ক'রে ?

'এবার আমরা যাবো,' আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ আবার বললেন। তাঁদের আসার কোনোই দরকার ছিলো না, আর বেশিক্ষণ থাকাটাও ভালো দেখাবে না।

'টিশকেভিচ মশাই এলেই তাঁর কাছে বিদায় নিতে হবে।'

কিন্তু পার্টিশনের ওদিক থেকে যে বেরিয়ে এলো সে টিশকেভিচ নয়, একজন ভারি-সারি, স্থূলকায়, আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন ভদ্রলোক। মাথার ওপর দিয়ে বাতিটা ধ'রে সে টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর সেটা রাখলো। আলোয় মেয়েটি জেগে গেলো। লোকটির দিকে তাকিয়ে সে একটু হাসলো, চোখ ঘুরিয়ে আড়মোড়া ভাঙলো।

লোকটিকে দেখেই মিশা চমকে উঠলো, এমন ভাবে তাকিয়ে রইলো যেন চোখ ফেরাতে পারছে না। ইউরার জামার হাতা ধ'রে টেনে তার কানে কানে কী যেন ফিসফিস করার চেষ্টা করলে সে। কিন্তু ইউরা কিছুতেই শুনবে না।—'লোকজনের সামনে ফিসফিস কোরো না—কী ভাববে তোমাকে ?'

এদিকে সেই মেয়ে ও পুরুষটি এক মূক দৃশ্যের অভিনয় শুরু করেছে তখন কেউ কোনো কথা বলছে না, চেয়ে আছে এ ওর চোখের দিকে।

দু'জনের গোপন বোঝাপড়া যেন ডাইনির জাদুর মতো, লোকটি যেন এক পুতুল-নাচের ওস্তাদ, আর মেয়েটি তার হাতে একটি বাধ্য পুতুল, অঙ্গুলি-হেলনে ওঠে বসে।

ক্লান্ত হাসিতে চোখ ভ'রে উঠলো তার, দুই ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক হ'লো, কিন্তু লোকটির খুশি-খুশি দৃষ্টির উত্তরে ধূর্ত ভঙ্গিতে ষড়যন্ত্রকারীর মতো চোখ টিপলো সে। তারা দু'জনেই খুশি—সব ভালো যার শেষ ভালো—তাদের গোপন খবর এখনো নিরাপদ, এবং শ্রীমতী গুইশারের আত্মহত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

ইউরা তার চোখ দিয়ে ওদের যেন গিলে খেতে লাগলো। গলির আধো অন্ধকারে সকলের দৃষ্টির অন্তরালে দাঁড়িয়ে সে পলকহীন দৃষ্টিতে সেই আলোর গণ্ডির দিকে তাকিয়ে রইলো। বন্দিনী কন্যার সঙ্গে তার প্রভুর আচরণের দৃশ্যটি একাধারে অবর্ণনীয়ভাবে রহস্যময় আর লজ্জাজনকভাবে স্পষ্ট। সম্পূর্ণ নতুন এক অনুভব, অজস্র বিপরীত অনুভূতি ভিড় ক'রে এসে ইউরার হৃদয় যন্ত্রণায় ভারি ক'রে দিলো।

এই তো এখানে ঠিক সেই ব্যাপার ঘটছে যা নিয়ে সে, মিশা আর টোনিয়া অন্তহীনভাবে আলোচনা করেছে, 'অশ্লীল' আখ্যায় ভূষিত করেছে, এরই প্রবল শক্তি এমন ভয় দেখিয়েছে আর আকর্ষণ করেছে তাদের যে নিরাপদ দূরত্বে থেকে শুধুমাত্র মুখের কথা দিয়ে এড়িয়ে গেছে একে। আর এখন, সেই শক্তি, তার নিজের চোখের সামনে উপস্থিত, জ্যান্ত, সত্য, কিন্তু তবু কেমন গোলমেলে, স্বপ্নের মতো আবরিত, নির্দয়ভাবে ধ্বংসকারী, অভিযোগকারী, অসহায়—কোথায়, ইউরার শিশুসুলভ দর্শন কোথায় গেলো, কী করবে সে এখন ?

'ঐ লোকটি কে জানো ?' রাস্তায় বেরিয়ে মিশা বললে। ইউরা, নিজের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত, কোনো জবাব দিলে না।

'ঐ লোকটিই তোমার বাবাকে মদ খাওয়াতো জোর ক'রে, তোমার বাবার মৃত্যুর কারণ ও। সেই যে উকিল ওঁর সঙ্গে ট্রেনে যাচ্ছিলো—মনে আছে, তোমাকে বলেছিলাম আমি ?'

ইউরা তখন ভাবছে সেই মেয়েটির কথা, ভবিষ্যতের কথা, বাবার কথা না, অতীতের কথা না। মিশা কী বলছে সে অনুধাবন পর্যন্ত করতে পারলো না প্রথমটায়, আর তাছাড়া এতো ঠাণ্ডা যে কথা বলাও অসম্ভব।

'জ'মে গেছো তো, সাইমন ?' আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ গাড়োয়ানের উদ্দেশে বললেন। বাড়ির দিকে রওনা হলো তারা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্‌ভেনটিট্‌স্কিদের বাড়িতে ক্রিসমাস উৎসব

১

এক শীতে আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ আনাকে এক পুরোনো কাজ-করা 'আলমারি উপহার দিলেন। হঠাৎ সুবিধের দরে পেয়ে গিয়েছিলেন সেটি। আবলুশ কাঠে তৈরি, আকারে এত বড়ো যে বাড়ির কোনো দরজা দিয়েই পুরো আলমারিটি ঢোকানো গেলো না। অংশগুলি আলাদা-আলাদা ক'রে খুলে নিয়ে আসা হ'লো; তারপর সমস্যা দেখা দিলো ওটাকে রাখবার জায়গা নিয়ে; জিনিসটার যা কাজ তাতে বসবার ঘরে রাখা শোভা পায় না, আবার যা আকৃতি তাতে শোবার ঘরে ধরানো শক্ত। শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো শোবার ঘরটির সামনে, সিঁড়ির চত্বরের একটি অংশ আলমারির জন্য পরিষ্কার করা হ'লো।

মার্কেল মিস্ত্রি এলো খোলা অংশগুলি জুড়ে দেবার জন্য। তার মেয়ে মারিঙ্কাকে সঙ্গে এনেছে; ছয় বছরের বাচ্চা। তার হাতে মিষ্টি দেওয়া হ'লো। চিটচিটে আঙুলে মিষ্টিটা আঁকড়ে ধ'রে চুষতে-চুষতে বাবার কাজ দেখতে লাগলো সে।

প্রথমটায় কোনো গোলমাল হয়নি। কাবার্ডটা গ'ড়ে উঠলো আনার চোখের সামনে; যখন শেষ হ'য়ে এসেছে প্রায়—কেবল মাথাটা তখনো জোড়া হয়নি হঠাৎ তাঁর মাথায় মার্কেলকে সাহায্য করার খেয়াল চাপলো।

আলমারিটার মধ্যে একেবারে ঢুকে গিয়ে একটা তাকের উপর দাঁড়ালেন আনা, পা পিছলে গেলো, হুমড়ি খেয়ে পড়লেন আলমারির গায়ে। আলগা কাঠের আলের ওপর দাঁড় করানো ছিলো আলমারিটা, মার্কেল দড়ি দিয়ে ঢিলেঢোলা ক'রে জড়িয়ে রেখেছিলো—বাঁধ গেলো ছিঁড়ে। তাকগুলি মাটিতে প'ড়ে চারপাশে ছড়িয়ে গেলো, সেই সঙ্গে আনাও পড়লেন—মেঝের উপর একেবারে চিৎ হ'য়ে। সাংঘাতিক চোট পেলেন তিনি।

'ও ঠাকুরুন, ও মা,' মার্কেল সবেগে ছুটে এলো। 'কেন এ-কাজ করতে গেলেন গো মা। হাড়-টাড় ভাঙেনি তো? দেখুন ন'ড়ে-চ'ড়ে দেখুন। হাড়ই হ'লো আসল, গায়ের নরম অংশে লাগলে কোনো ক্ষতি নেই। ঠাকুরের দয়ায় মাংসে আপনিই জোড়া লাগে—আর ঐ যে বলে না গায়ের মাংস তো শুধু মজা লোটবার জন্যই।—চুপ, জানোয়ার কাঁহাকার।' ক্রন্দনরত মারিঙ্কার দিকে ফিরে সে ঝামটা মারলে। 'নাক পরিষ্কার কর, মুখটা মুছে ফ্যাল।—মা-ঠাকুরুন, আমাকে সাহায্য করার কোনো দরকার ছিলো না, আমি তো একাই কাজ শেষ ক'রে ফেলতাম, এটুকু ভরসা করতে পারলেন না আমার ওপর? হ্যাঁ, এটা অবশ্য ঠিক কথা যে আমাকে দেখে হতভাগা এক মিস্ত্রি ছাড়া আর-কিছুই মনে হয় না, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী জানেন, আমার আসল ব্যবসা হ'লো গিয়ে ছুতোরগিরি। সেই পেশা নিয়েই তো ব্যবসা শুরু করেছিলাম। বললে বিশ্বাস যাবেন না, কতো আসবাবই না আমার হাতদিয়ে গেছে, এই বলতে গেলে ধরুন গিয়ে—কাবার্ড, সাইডবোর্ড, গালার কাজ, আখরোট কাঠের কাজ, মেহগনি। আর কতো সব বড়োলোকের বাড়ির বৌ-ঝিরা আমাকে দিয়ে কাজ করিয়েছে—এখন বললে বিশ্বাস করছে কে বলুন? আরে বলতে কী আমার নাকের তলা দিয়ে মিলিয়ে গেলো সব। কেন গেলো জানেন মা-ঠাকুরুন? নেশা, কড়া নেশা গিলে-গিলেই আমার সব গেলো।'

একটা আরাম-কেদারা ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে এলো সে, আর ব্যথার ওপর হাত ঘষতে-ঘষতে আনা তাকে ধ'রে গোঙাতে-গোঙাতে চেয়ারের মধ্যে ডুবে গেলেন। মার্কেল ব্যাপৃত হ'লো আলমারির পুনরুদ্ধারের চেষ্টায়। মাথাটা বসানো হ'লে সে বললো, 'এইবার পাল্লা—ব্যস, তারপরই একেবারে এগজিবিশনে দেবার মতো চেহারা খুলবে।'

আলমারিটা পছন্দ হয়নি আনার। ওটার আকৃতি এবং আকার নাকি রাজকীয় কফিনের বেদী বা সমাধির কথা মনে করিয়ে দেয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক ভীতি তাঁকে পেয়ে বসেছিলো। আলমারিটার নাম দিয়েছিলো আস্কল্ডের কবর[১], আসলে বোঝাতে চেয়েছিলেন কুমার ওলেগ-এর[২] সেই ঘোড়াকে—নিজের প্রভুর মৃত্যুর কারণ যে হয়েছিলো। ধারাবাহিকভাবে পড়াশুনো না-করার দরুন আনার চিন্তাগুলি অসংলগ্ন হ'তো।

এই দুর্ঘটনার পর থেকে আনার ফুসফুস দুর্বল হ'য়ে গেলো।

২

১৯১১ সালের পুরো নভেম্বর মাসটা ফুসফুসের অসুখে শয্যাগত হ'য়ে রইলেন আনা।

ইউরা, মিশা গর্ডন আর টোনিয়া—তিনজনেরই তার পরের বছর স্নাতক পরীক্ষা দেবার কথা; ইউরা ডাক্তারিতে, টোনিয়া আইনে, আর মিশা দর্শনে।

ইউরার মনের ধ্যানধারণাগুলি মিলে-মিশে এলোমেলো হ'য়ে ছড়িয়ে আছে—তার সব-কিছু, তার মতামত, তার অভ্যেস, তার অভিরুচি একান্ত-ভাবে তার নিজের। মনে খুব সহজে ছাপ পড়ে তার, তার সজাগ ও অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি রীতিমতো উল্লেখযোগ্য।

যদিও শিল্পকলা ও ইতিহাস তাকে আকর্ষণ করে, জীবনের পন্থা ভেবে নিতে ইতস্তত করেনি সে। ফুর্তি অথবা বিষণ্ণতা যেমন পেশা হ'তে পারে না, তেমনি শিল্পকলাও জীবিকার উপায় হ'তে পারে না। পদার্থবিদ্যা এবং প্রাকৃত বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক ছিলো তার, ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনে লাগে এমন কোনো কাজ লোকের বেছে নেওয়া উচিত এই ছিলো তার বিশ্বাস। সে চিকিৎসাবিদ্যা বেছে নিলে।

---

১ আস্কল্ড হলেন রুশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম; কিয়েভ রাজ্য পরিচালনা করতেন তিনি, সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হ'যছিলো।

২ কিয়েভ-এর রাজকুমার। তাঁর প্রিয় অশ্বের মাথার খুলি থেকে বেরিয়েছিলো যে-সাপ, তার দংশনেই তাঁর মৃত্যু হয়।

চার বছরের কোর্স ইউরার, প্রথম বছরে ছ'মাস সে শবব্যবচ্ছেদের ঘরে কাটালে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ির নিচে, মাটির গভীর তলায় সেই ঘর। নেমে যেতে হয় আঁকাবাঁকা সিঁড়ি বেয়ে। সব সময় ছাত্রদের এলোমেলো ভিড় সেই ঘরে, হাড়ের টুকরো দিয়ে ঘেরা পাঠ্য বই ছড়িয়ে কেউ গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়াশুনো করছে, যে যার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে কেউ-কেউ আপন মনে শবব্যবচ্ছেদ ক'রে চলে, কেউ বা অকাজে ঘোরাফেরা ক'রে বেড়ায়, রসিকতা করে, ঘরের পাথরের মেঝের ওপর দিয়ে পঙ্গপালের মতো ঘোরাফেরা করে ইঁদুর—কেউ বা তাদের তাড়া ক'রে সময় কাটায়। শবাধারে আধো অন্ধকারে শাদা ফসফরাসের মতো জ্বলজ্বল করে জলে-ডোবা রমণী আর আত্মহত্যাকারী যুবকদের সুরক্ষিত নগ্ন দেহগুলি, এখনো তারা নষ্ট হ'য়ে যায়নি। ফিটকিরি-নুনের ইনজেকশন নবজীবন দান করেছে এই দেহগুলিকে, এনে দিয়েছে প্রতারক এক সুগোল আকৃতি। শব কেটে ফেলা হয়, অংশগুলি বিচ্ছিন্ন ক'রে প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু তবু মানবদেহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও আপন সৌন্দর্য ধ'রে রাখে: দস্তার টেবিলের ওপর পাশবিক ভঙ্গিতে ছুঁড়ে-দেওয়া একটি মেয়ের সম্পূর্ণ দেহের দিকে তাকিয়ে ইউরা যতোটা বিস্ময় অনুভব করে, ঠিক ততোটাই করে তার বিচ্ছিন্ন হাত অথবা হাতের পাতার দিকে তাকিয়ে। নিচের তলাকার সেই ঘরে কার্বলিক আর ফর্মাল্ডেহাইডের গন্ধ, রহস্যে আচ্ছন্ন সেই ঘর—এই উলঙ্গ মৃতদের অজানা জীবনের, জীবন আর মৃত্যুর রহস্য; কী অন্তরঙ্গ এখানে মৃত্যু—মাটির তলার এই ঘরে যেন মৃত্যুর আবাস, কিংবা এই ঘর যেন তার প্রধান কর্মস্থল।

রহস্যের এই স্বর অন্য সব-কিছু ডুবিয়ে দিয়ে শবব্যবচ্ছেদে ব্যস্ত ইউরাকে অন্যমনস্ক ক'রে তোলে। কিন্তু এ-জীবনের কতো বিচিত্র বস্তুই না বিক্ষিপ্ত করে তার মনোযোগ। এই চিত্তবিক্ষেপ তার অভ্যেস হ'য়ে গেছে, তাকে আর তা দমাতে পারে না।

ইউরার বেশ চিন্তাশক্তি আছে, রচনাশক্তি আরো ভালো। গদ্যে একটি বই লিখবে—স্কুল-জীবন থেকে এই স্বপ্ন দেখেছে সে; বই লিখবে জীবনের অসংখ্য ছবি নিয়ে, তাতে সে লুকিয়ে রাখবে, গোপন ডিনামাইটের মতো, এ পর্যন্ত সে যা কিছু দেখেছে আর ভেবেছে তার সারাংশ। এখনো এই বই

লেখার বয়সে সে পৌঁছয়নি ; তাই সে কবিতা লেখে। যেন এক চিত্রকর সে, যার মনের তলায় আছে এক বড়ো ছবির ভাবনা, আর তারই জন্ম ছোটো-ছোটো স্কেচ ক'রে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে।

ইউরা ভাবে, পাপে জন্ম তার কবিতার, কিন্তু তবু তাদের দৃপ্তি আর স্বকীয়তা দেখে নিজেকে ক্ষমা না-ক'রেও সে পারে না। তার বিশ্বাস দৃপ্তি আর স্বকীয়তাই শিল্পকলাকে বাস্তবতা দিতে পারে, এই দুই গুণ ছাড়া শিল্প সম্পূর্ণ অর্থহীন, বাহুল্য, সময়ের অপব্যয় মাত্র।

তার চরিত্রগঠনে মামার প্রভাব যে কতো বেশি ইউরা তা উপলব্ধি করলো।

নিকোলে নিকোলেভিচ এখন লোজ়ান-এ আছেন, সেখানে তাঁর কয়েকটি বই রুশ এবং অন্য কয়েকটি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এই বইগুলিতে তিনি ইতিহাসকে দেখেছেন এক পৃথক বিশ্বরূপে, এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছে মানুষ নিজে, সময় এবং স্মৃতির সাহায্যে, মৃত্যুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে।

রচনাগুলি খৃষ্টধর্মের এক নতুন ব্যাখ্যায় অনুপ্রাণিত, তাই শিল্প সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুন এক আলোকপাত করে।

এই মতগুলি মিশা গর্ডনের মনে এমনকি ইউরার চাইতেও বেশি ছাপ ফেললে। এই মতের প্রভাবেই দর্শনকে নিজের বিষয় হিসেবে বেছে নিলে সে ; ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে বক্তৃতায় সে উপস্থিত থাকে, এবং মাঝে-মাঝে এও ভাবে যে বিষয় বদলে ধর্মতত্ত্বের ক্লাশে যোগ দেবে।

মাতুলের প্রভাবে ইউরা এগিয়ে গেলো, পরিণত হ'লো ; অপরপক্ষে মিশাকে কেমন যেন চেপে রাখলো এই প্রভাব। ইউরা বোঝে যে মিশার চরম মতামতের কারণ অনেকটাই তার জাতিগত বৈশিষ্ট্য, আর বোঝে ব'লেই মিশার অদ্ভুত পরিকল্পনাগুলিকে ভেঙে দেবার চেষ্টা থেকে সাবধানে নিরস্ত করে নিজেকে ; তবু মাঝে-মাঝে, এমন ইচ্ছেও ইউরার মনে জাগে বইকি যে মিশা আর-একটু অভিজ্ঞতানির্ভর হোক, আর-একটু জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ।

৩

তখন নভেম্বরের শেষ ; কলেজ থেকে বাড়ি ফিরতে একদিন খুব দেরি হ'য়ে গেলো ইউরার। ক্লান্ত লাগছিলো, সারাদিন কিছু খায়নি। শুনলো বাড়িতে নাকি সবাই এক ত্রাসে কাটিয়েছে সেদিন বিকেলে। আনার অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিলো। একাধিক চিকিৎসক এসেছিলেন তাঁকে পরীক্ষা করতে ; এবং এক সময়ে তাঁরা আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রো-ভিচকে এমন কি পুরোহিত ডেকে পাঠাবার জন্য বলেছিলেন, পরে অবশ্য মত বদল করেন। এখন একটু ভালোর দিকে ; জ্ঞান ফিরে এসেছে, বলেছেন ইউরা বাড়ি ফেরামাত্র যেন তাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সারা ঘরে দেখা যাচ্ছে সে-দিনের হুলুস্থুলের চিহ্ন। রাত-টেবিলে জিনিস-পত্র গুছিয়ে রাখছিলো নার্স। সেক দেবার জন্য যে-তোয়ালে আর ন্যাপকিনগুলি ব্যবহৃত হয়েছিলো, ভেজা আর কুঁচকোনো অবস্থায় তারা তখনো ঘরময় ছড়িয়ে আছে। কাশির সঙ্গে বেরিয়ে-আসা রক্তে গামলার জল গোলাপি, ইঞ্জেকশনের ভাঙা শিশির টুকরো আর ভেজা তুলো ভাসছে সেই জলে।

আনা শুয়ে আছেন, ঘামে ভেজা তাঁর শরীর, দুই ঠোঁট শুকনো। সেদিন সকাল থেকেই তাঁর মুখ বিবর্ণ।

'ভুল চিকিৎসা হচ্ছে না তো ?' ইউরার হঠাৎ মনে হ'লো। 'নিউমোনিয়ার সব লক্ষণই তো মিলে যাচ্ছে—একেবারে শেষ অবস্থায় যা-যা হয় সবই হয়েছে দেখছি।' আনাকে সম্ভাষণ জানিয়ে এই অবস্থায় সর্বদা যে-সব স্তোকবাক্য বলা হ'য়ে থাকে সব ব'লে নিলে ইউরা। তারপর নার্সকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে আনার নাড়ি টিপে ধ'রে স্টেথিস্কোপের জন্য কোটের পকেটে হাত ঢোকালো। আনা মাথা নাড়লেন, যেন বোঝাতে চাইলেন, আর-কোনো দরকার নেই, সব প্রয়োজন শেষ হ'য়ে গেছে। ইউরা বুঝলো অন্য কী যেন চাইছেন উনি। অনেক কষ্টে আনা কথা বললেন।

'ওরা বলছিলো···শেষ প্রার্থনা···মৃত্যু আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে··· যে-কোনো মুহূর্তে···একটা দাঁত তুলতেও ব্যথার ভয়ে কাতর হয় লোকে, নিজেকে প্রস্তুত করে···কিন্তু এ তো শুধু দাঁত নয়···তোমার সর্বস্ব, সমস্ত

জীবন···তুলে নেওয়া হবে···আর তার মানে কী? জানে না, কেউ জানে না ···আর আমি বড়ো দুর্বল হ'য়ে পড়ছি, আতঙ্ক হচ্ছে আমার।'

চুপ ক'রে গেলেন। গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়লো। ইউরা কিছু বললে না। একটু পরে আনাই আবার শুরু করলেন।

'তুমি বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান···সেজন্য অন্য সকলের চেয়ে তুমি আলাদা···· আমাকে কিছু বলো · আমার মনকে শান্ত ক'রে দাও।'

'আমি কী বলবো,' ইউরা জবাব দিলে। চেয়ারে ব'সে ছটফট করতে লাগলো সে, একবার উঠে দাঁড়ালো, পাইচারি ক'রে বেড়ালো, তারপর ব'সে পড়লো আবার। 'প্রথমত, কাল আপনি অনেকটা সেরে উঠবেন, আমি লক্ষণ চিনি, কথা দিতে পারি আপনাকে। আর তারপর মৃত্যু, মৃত্যুর পরেও চৈতন্য থাকে কিনা, পুনরুত্থান···আপনি কি বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমার মত জানতে চান? অন্য এক সময়ে বললে হয় না?—না?—এক্ষুনি?—বেশ, আপনার যা ইচ্ছে। কিন্তু জানেন, না-ভেবে-চিন্তে এ-সব কথা এমনভাবে বলা বড়ো কঠিন!' বললে বটে, কিন্তু তখনই, সেই অপ্রস্তুত অবস্থায় ইউরা যে-বক্তৃতাটি দিলে তা তাকেও তাক লাগালো।

'পুনরুত্থান···যে-স্থূল উপায়ে দুর্বলকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এই ধারণার প্রচার করা হয় আমাকে তা আকর্ষণ করে না। মৃত ও জীবিতের বিষয়ে খৃষ্টের বাণী আমি সর্বদাই অন্য ভাবে নিয়েছি। হাজার-হাজার বছর ধ'রে যে-অসংখ্য মানুষ আসছে এই পৃথিবীতে তাদের সকলের জন্য যথেষ্ট জায়গা কোথায়? পৃথিবী তো অতো বিপুল নয়—ওই ভিড়ে হারিয়ে যাবেন ঈশ্বর, হারিয়ে যাবে যা-কিছু ভালো, যা-কিছু অর্থময়। লোভাতুর ঐ প্রাণীকুলের সমাবেশে চাপা প'ড়ে যাবে সব।

'কিন্তু জীবন এক এবং একক, কোনো সময়েই সে তার সত্তাকে হারিয়ে ফেলছে না, প্রতি মুহূর্ত সমন্বয় এবং রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করছে বিশ্বকে, নতুন ক'রে তুলছে নিজেকে। আপনি এই কথা জানতে উদ্বিগ্ন যে মৃত্যুর পর অন্য জীবন পাবেন কি পাবেন না, কিন্তু আপনি তো আগেই পেয়ে গেছেন সেই অন্য জীবন—জন্মের ক্ষণে মৃত্যুর শয্যা থেকে জেগে উঠেছিলেন আপনি, লক্ষ্যও করেন নি। ব্যথার কথা বলছিলেন—

আমাদের শরীরের তন্তুগুলি কি বুঝতে পারে কখন তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়? এক কথায়, প্রশ্ন হচ্ছে আপনার চেতনার পরিণতি কী? কিন্তু চেতনা কাকে বলে দেখা যাক। সচেতনভাবে ঘুমের চেষ্টা করা মানেই অনিদ্রারোগ ডেকে আনা, নিজের পরিপাকশক্তি সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার অর্থই হ'লো হজমের গোলমাল বাধানো। চেতনাকে নিজের ওপর যখন প্রয়োগ করি চেতনা তখন তা এক রকম বিষ মাত্র। চেতনা হ'লো এমন এক আলোর রশ্মি, যা ধাবিত হয় কেবলমাত্র বাইরের দিকে, আমাদের সামনের পথ আলোকিত করে যাতে আমরা হোঁচট না খাই। রেল-এঞ্জিনের মুখের সামনে বাতির মতো এই আমাদের চেতনা—তার রেখা যদি ভিতরের দিকে ঘোরানো হয় সর্বনাশ হবে তাহ'লে।

'এখন—আপনার এই চেতনার পরিণতি কী তাহ'লে? আপনার চেতনা, শুধু আপনার, অন্য কারো নয়। আচ্ছা, আপনি আসলে কী? সেই জ্ঞানই হ'লো সার বিদ্যা। সেটা অনুসন্ধান করা যাক। নিজের মধ্যে আপনার কোন বস্তুকে সর্বদা আপনি "আমি" ব'লে জেনেছেন? আপনার মধ্যে কী আছে যার বিষয় আপনি সর্বদা সচেতন? আপনার বৃক্ক?[১] আপনার যকৃৎ? আপনার রক্তবাহ?[২]—না। স্মৃতির পথ বেয়ে যতো দূর পারেন তাকান, দেখবেন আপনি নিজেকে চিনছেন আপনার কোনো-না-কোনো বাহ্যিক, সক্ষম আত্মপ্রকাশের ভেতর দিয়ে—নিজের হাতের কোনো কাজের ভেতর, নিজের পরিবার, অন্যান্য মানুষের সঙ্গের মধ্য দিয়ে। আর তারপর দেখুন। অন্যদের মধ্যেই আপনি "আপনি" হ'য়ে ওঠেন, খুঁজে পান আপন আত্মাকে। এই হলেন আপনি। এই হলেন সেই আপনি যাকে নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে গ্রহণ করেছে আপনার চেতনা, যা নিয়ে সে বেঁচে আছে, আর জীবন ভ'রে যাকে উপভোগ করেছে।—আপনার আত্মা, আপনার অমরতা, আপনার জীবন—সব অন্যের মধ্যে। আর এখন? অন্যের মধ্যে আপনি জীবিত ছিলেন, অন্যের মধ্যে আপনি জীবিত থাকবেন। কী এসে যায় যদি তাকে পরে আপনার স্মৃতি বলা হয়? তাও তো আপনি—সেই মানুষই তো ভবিষ্যতে প্রবিষ্ট হ'য়ে রূপান্তরিত হয় ভবিষ্যতেরই এক অংশে।

১ Kidney. ২ Blood-vessel—অনুবাদকের টীকা।

'এবার শেষ কথাটি বলি। দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। মৃত্যু নেই। আমাদের চিন্তনীয় নয় মৃত্যু। কিন্তু আপনি প্রতিভার উল্লেখ করেছিলেন। সে তো আলাদা, সে তো একান্তভাবে আমাদের অধীন। মহত্তম, বৃহত্তম অর্থে কোনো বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার অর্থ জীবনধারণের ক্ষমতার অধিকারী হওয়া।

'মৃত্যু থাকবে না, সন্ত ইয়ন বলেছেন, কী আশ্চর্য সরল তাঁর যুক্তি। মৃত্যু থাকবে না কেননা অতীত শেষ হ'য়ে গেছে। যেন বলা হ'লো যে মৃত্যু নেই কেননা মৃত্যু ফুরিয়ে গেছে, মৃত্যু পুরাতন, তাকে নিয়ে আমরা এখন ক্লান্ত। আমাদের এখন এমন-কিছুর প্রয়োজন যা নতুন, সেই নতুনত্বই হ'লো শাশ্বত জীবন।'

কথা বলতে-বলতে ঘরের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছিলো ইউরা। 'এবার ঘুমোন,' সে বললে, বিছানার কাছে গিয়ে হাত রাখলে আনার কপালে। একটু পরেই ধীরে-ধীরে ঘুমিয়ে পড়লেন আনা।

আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ইউরা ইয়েগোরোভনাকে বললে নার্সকে ডেকে দিতে। 'উঃ, কী সাংঘাতিক,' সে ভাবলে ; 'কী-রকম হাতুড়ে স্বভাব হ'য়ে যাচ্ছে আমার ! মন্ত্র পড়া, মাথায় হাত রাখা···

পরের দিন আনার অবস্থা ভালোর দিকে ফিরলো।

৪

আনা ক্রমেই সেরে উঠছিলেন। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বিছানা ছাড়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তখনো তিনি খুবই দুর্বল। ডাক্তাররা নির্দেশ দিলেন শুয়ে থাকতে, সত্যিকার বিশ্রাম নিতে।

প্রায়ই ইউরা আর টোনিয়াকে ডেকে পাঠিয়ে আনা উরালে নিজের ছেলেবেলার গল্প বলেন। রিনভা নদীর ধারে তাঁর পিতার জমিদারি ভারিকিনোতে আনা বড়ো হয়েছেন। ইউরা বা টোনিয়া কেউই সেখানে যায় নি, কিন্তু আনার কথা শুনতে-শুনতে ইউরা সহজেই কল্পনা করতে পারতো, রাত্রির মতো কালো বারো হাজার একর বিস্তৃত দুর্ভেদ্য অনাবাদি বন,

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ আঁকাবাঁকা রেখা, ক্ষিপ্র ঝর্নার জলে পাথরের বিছানা, ক্রুয়েগারের দিকে ঢালু পাহাড়।

জীবনে এই প্রথম ইউরা আর টোনিয়ার জন্য সান্ধ্য পোষাক তৈরি করা হচ্ছিলো; ইউরার জন্য ডিনার-জ্যাকেট, আর টোনিয়ার জন্য হাল্কা সাটিনের শুধু গলাটুকু খোলা সান্ধ্য-বস্ত্র।

স্ভেনটিট্স্কিদের বাড়িতে সাতাশ তারিখে চিরাচরিত বড়োদিন-উৎসবে তারা এই পোষাক প'রে যাবে। স্যুট আর গাউন একই দিনে এসে গেলো। ইউরা আর টোনিয়া প'রে দেখলো, খুশি হ'লো খুব, আনা যখন ইয়েগোরোভনাকে পাঠালেন তাদের ডাকতে তখনো পোষাক খুললো না তারা।

ওরা যেতে আনা কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একটু উঠে বসলেন, তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে ঘুরে দাঁড়াতে বললেন ওদের।

'খুব সুন্দর,' বললেন তিনি, 'চমৎকার হয়েছে। জানতামই না যে তৈরি হ'য়ে গেছে। আমাকে আরেকবার ভালো ক'রে দেখতে দে, টোনিয়া। না, এই ঠিক আছে, আমার যেন মনে হচ্ছিলো যে কোমরের কাছে একটু কুঁচকে আছে।—তোমাদের ডেকেছি কেন, জানো?—কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই, ইউরা।'

'জানি, আনা ইভানোভনা। আমি জানি আপনি চিঠিটা পড়েছেন, আমি নিজেই আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এও জানি যে নিকোলে নিকোলোভিচের সঙ্গে আপনি একমত। আপনারা দু'জনেই মনে করেন যে আমার উত্তরাধিকার প্রত্যাখ্যান করা উচিত হয়নি। একটু অপেক্ষা করুন। বেশি কথা বলা আপনার পক্ষে ভালো না। আমাকে বুঝিয়ে বলতে দিন—যদিও আমি যা বলবো তার অধিকাংশই আপনার জানা কথা।

'প্রথম কথা: উকিলদের পক্ষে জিভাগো-মামলা লড়তে চাওয়া খুবই স্বাভাবিক, কারণ আমার পিতার জমিদারিতে মামলার খরচ চালানো এবং খাই মেটাবার মতো যথেষ্ট অর্থ আছে। কিন্তু আসলে উত্তরাধিকার বলতে সত্যি কিছু নেই—দেনা, ঝামেলা, আর ঘরের কেলেঙ্কারি ছাড়া। সত্যিই যদি কিছু থাকতো যা থেকে অর্থলাভ হয়, তাহ'লে কি আপনি মনে করেন

নিজে না-নিয়ে আদালতকে উপহার দিতাম আমি? কিন্তু আসল কথাটা কী জানেন—সব ব্যাপারটাই ভুয়ো। কাজে-কাজেই নোংরা ঘেঁটে হাত ময়লা করার চাইতে অস্তিত্ববিহীন এই সম্পত্তির ওপর দাবি ত্যাগ করাই তো ভালো; যে-সব ভুঁইফোঁড় প্রতিযোগী আর ভণ্ডদের দল এর পেছনে লেগেছে তাদের হাতেই বরং সম্পত্তি যাক।

'আপনি জানেন, একজন দাবিদার হলেন কোনো-এক শ্রীমতী আলিস, নামের সঙ্গে যিনি জ়িভাগো পদবী ব্যবহার করেন, ছেলেপুলে নিয়ে থাকেন প্যারিসে—এঁর কথা অনেকদিন ধ'রেই শুনে আসছি। কিন্তু এখন আবার আরো বহু দাবিদারের উদ্ভব হয়েছে—আপনার কথা জানিনে, আমি খুবই সম্প্রতি তাদের নাম শুনেছি।

'মনে হয়, মা বেঁচে থাকতেই বাবা এক খেয়ালি রাজকুমারী—স্টলবুনোভা-এনরিট্‌সির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। একটি সন্তান হয় তাঁদের, ইয়েভগ্রাফ তার নাম, এখন তার দশ বছর বয়স।

'এই রাজকুমারী নির্জনে বাস করেন। ওম্‌স্ক-এর ঠিক বাইরে একটি বাড়ি আছে তাঁর। সেখানেই থাকেন, কখনো কোথাও বেরোন না। তাঁর অর্থাগম কী ভাবে হয় জানা যায় না। বাড়িটার ফোটো দেখেছি আমি। পাঁচটি ফরাসি জানলা আর সিমেণ্টের ওপর চিত্র-বিচিত্র করা কার্নিশ নিয়ে ভারি সুন্দর বাড়িটি।

'সম্প্রতি কিছুদিন হ'লো আমার সব সময় কেমন একটা অনুভূতি হ'তো যে বাড়িটা তার পাঁচ-পাঁচটা জানলা দিয়ে নোংরা চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, উরাল আর মস্কোর হাজার মাইল দূরত্ব ডিঙিয়ে কখনো-না-কখনো সেই শয়তান-দৃষ্টি হানা দেবে আমাকে।

'তাই বলছিলাম, এ-সব দিয়ে আমার কী হবে—এই কাল্পনিক বিত্ত, ভুয়ো দাবিদার, দ্বেষ আর ঈর্ষা, আর ঐ সব উকিলদের দিয়ে?'

'কিন্তু তবু বলবো ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হ'লো না,' আনা বললেন। 'তোমাদের কেন ডেকেছিলাম, জানো?' আরো একবার প্রশ্ন ক'রে আনা আগের দিন যেখানে থেমেছিলেন সেখান থেকে কথা শুরু করলেন। 'ওর নাম মনে রেখেছি আমি।—গতকাল যে-বনরক্ষীর কথা বলছিলাম তাকে

মনে আছে তো? তার নাম ছিলো ব্যাকাস[১]। অসাধারণ নাম—নয় কি? সত্যিই ভয়ংকর ছিলো সে, শয়তানের মতো কালো, চোখের ভুরু অবধি দাড়িতে ঢাকা—ব্যাকাস নামে নিজের পরিচয় দেয়। কেমন যেন ভয়ার্ত তার মুখ, একবার এক ভালুকের আলিঙ্গনে ধরা পড়েছিলো সে, যুদ্ধ ক'রে বেঁচেছে। ওখানে সবাই ঐ রকম। ঐ রকমই নাম সকলের—অর্থহীন, সুগোল, সুখশ্রাব্য। ব্যাকাস, লুপাস, ফস্টাস। যখন-তখন এসে উপস্থিত হ'তো এই রকম কোনো লোক—হয়তো অক্টাস তার নাম—ঠাকুর্দার আমলের দোনলা বন্দুকের গুলির মতো বেরিয়ে-আসা নাম—আর আমরাও তক্ষুনি নার্সারি থেকে দল বেঁধে বেরিয়ে চ'লে যেতাম রান্নাঘরে। সেখানে—তোমরা ভাবতেও পারো না কী সেই রোমাঞ্চ—না জানি কে এসেছে। কে জানে হয়তো কাঠকয়লাওলাই এসেছে জ্যান্ত এক ভালুকছানা সঙ্গে ক'রে, কিংবা হয়তো এক দালাল এসেছে জমিদারির সুদূর প্রান্ত থেকে কোনো খনিজ দ্রব্যের নমুনা নিয়ে। ঠাকুর্দা সর্বদা তাদের চিরকুট দিয়ে দিতেন দপ্তরে দেবার জন্য। কাউকে টাকা দেওয়া হ'তো, কেউ বা পেতো গম, কেউ বন্দুকের কার্তিজ। বন চ'লে এসেছে ঘরের জানলায়। আর তুষার, সেই তুষার। ছাদের চেয়েও উঁচু।' আনার কাশি শুরু হ'লো।

'অনেক হয়েছে, শরীর খারাপ হবে আপনার।' ইউরা আর টোনিয়া জোর করে।

'বাজে বোকো না, আমি খুব ভালো আছি। হ্যাঁ, ভালো কথা। ইয়েগোরোভনা আমাকে বলছিলো তোমরা পরশু নিমন্ত্রণে যাবে কি যাবে না ঠিক করতে পারছো না। এ-সব বোকামির খবর যেন আর আমার কানে না আসে, লজ্জা করা উচিত তোমাদের। নিজেকে তুমি না ডাক্তার মনে করো, ইউরা?—তা হ'লে এই ঠিক রইলো—তোমরা যাবে এবং এ-কথার কোনো নড়চড় হবে না। ব্যাকাসের কথায় ফিরে আসা যাক। অল্প বয়সে কামারের কাজ করতো সে। কার সঙ্গে মারামারি ক'রে ভেতরে-ভেতরে জখম হয়। তাই লোহা দিয়ে নতুন নাড়িভুঁড়ি তৈরি ক'রে নিয়েছিলো সে।—ইউরা, বোকামি কোরো না। তা যে করা যায় না তা আমিও জানি, কিন্তু

১ Bacchus: রোমকদের সুরাদেবতা। —অনুবাদকের টীকা।

সবই কি আক্ষরিক অর্থে মেনে নিতে হবে? তবে ওখানে সবাই এ-সব কথা বলতো।'

আরেকটি কাশির বেগ এসে কথায় বাধা দিলো, এবার আগের বারের চাইতে অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী। কাশি হ'তেই লাগলো, দম বন্ধ হ'য়ে এলো আনার।

ছুটে এগিয়ে এলো ইউরা আর টোনিয়া। কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে তাঁর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো তারা। পরস্পরের হাতে ছোঁয়া লাগলো। কাশতে-কাশতেই আনা তাদের দুজনের হাত নিজের হাতের মুঠোয় একসঙ্গে কিছুক্ষণ আঁকড়ে রাখলেন। যখন কথা বলার ক্ষমতা ফিরে এলো, বললেন, 'যদি আমি মরি, তোমরা একসঙ্গে থেকো। তোমরা দু'জনে দু'জনের জন্য তৈরি হয়েছো। বিয়ে কোরো। আমি তোমাদের বিয়ে ঠিক ক'রে দিলাম।' এই ব'লে আনা কেঁদে ফেললেন।

৫

১৯০৬ সালের বসন্ত আসতে-আসতে কমারোভস্কির সঙ্গে তার ছয় মাসের অবৈধ প্রণয় লারার সহ্যের সীমা অতিক্রম করলো—তখনো স্কুলের উচ্চতম শ্রেণীতে ওঠেনি সে। ধূর্ত কমারোভস্কি তার এই গ্লানিকর অবস্থার সুযোগ নিতে কসুর করতো না, আর যখনই সুযোগ পেতো তখনই—যেন না বুঝে—লারার জীবন যে লজ্জার এ-কথা মনে করিয়ে দিতো তাকে। এই ইঙ্গিতগুলি ঠিক ততোখানি অস্থির অবিন্যস্ত অবস্থায় এনে ফেলতো লারাকে, যতোখানি ইন্দ্রিয়লোলুপ কোনো লোকের একজন স্ত্রীলোককে নিচে টেনে আনার জন্য প্রয়োজন হয়—মেয়েটি অসহায় বোধ করে তার কামাতুর দুঃস্বপ্নের সামনে, সেই স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে আতঙ্কে হিম হ'য়ে যায় সে। পরস্পরবিরোধী যে-উন্মাদ জগতে লারা সারা রাত কাটায় সে-জগৎ ডাইনির জাদুর মতো অবোধ্য। সে-জগতে সব কিছু এলোমেলো, যুক্তিতর্কের বাইরে; তীব্র বেদনা সে-জগতে নিজেকে প্রকাশ করে রুপোলি হাসির ছটায়, সেখানে বাধা আর প্রত্যাখানের অর্থ সম্মতি, সেখানে অত্যাচারীর হাত আচ্ছাদিত হয় কৃতজ্ঞ চুম্বনে।

মনে হয়েছিলো এর বুঝি শেষ নেই; কিন্তু সেই বসন্তে স্কুলের টার্ম শেষ হওয়ার মুখে একদিন ইতিহাসের পড়া তৈরি করতে-করতে সে আগামী ছুটির কথা ভাবছিলো, যখন এমনকি স্কুল আর বাড়ির পড়াও তার আর কমারোভস্কির মধ্যে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না, তখন হঠাৎ সে এমন এক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে যা তার সারা জীবনের গতি বদলে দিলে।

খুব গরম ছিলো সেদিন সকালবেলা, ঝোড়ো বাতাস বইছিলো। ক্লাশ-ঘরের খোলা জানলা দিয়ে মৌচাকের গুঞ্জনের মতো একঘেয়ে শহরের কলরব দূর থেকে ভেসে আসছে, উঠোনে বাচ্চারা খেলছে—শোনা যাচ্ছে তাদের চীৎকার। শ্রোভ[১]-পরবে খুব বেশি ভডকা আর প্যানকেক খাবার পর যেমন মাথা ধ'রে যায়, তেমনি ঝিম ধরিয়ে দিচ্ছে মাটির আর কচি পাতার ঘাসের মতো সৌরভ।

নেপোলিয়নের মিশর-বিজয় পড়ানো হচ্ছিলো। শিক্ষক সবে ফ্রেজুস-যুদ্ধের কাহিনী পর্যন্ত এসেছেন এমন সময় অন্ধকার ক'রে এলো, বিদ্যুতে বজ্রে চিরে গেলো, ফেটে গেলো আকাশ, ধুলো আর বালির ঢেউ বৃষ্টির গন্ধ নিয়ে ক্লাশ-ঘরের মধ্যে ভেসে এলো। স্কুলের দু'জন অনুগত মেয়ে কৃতার্থ ভঙ্গিতে দরোয়ানকে ডাকতে গেলো জানলা-দরজা বন্ধ করবার জন্য, আর তারা দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে বাতাসের ঝাপটায় সব ক'টা ব্লটিং-কাগজ উড়ে গেলো ডেস্কের ওপর থেকে।

জানলা বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লো। অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, ধুলোয়-ধুলোয় নোংরা। লারা তার খাতার একটা পাতা ছিঁড়ে নিলে, পাশেই ব'সে ছিলো নাডিয়া কলোগ্রিভভা, তাকে লিখলে:

'নাডিয়া, আমি মার কাছ থেকে চ'লে গিয়ে আলাদা থাকতে চাই।

---

১ Shrovetide: ঈস্টার-এর আগে চল্লিশ-দিন-ব্যাপী Lent-এর উপবাসের নিয়ম আছে; Lent-এর প্রথম দিন হ'লো Ash Wednesday, তার আগের দিনটি Shrove Tuesday। শ্রোভ-মঙ্গলবার ও তার পূর্ববর্তী দিনগুলিকে শ্রোভটাইড বলা হয়, ঐ সব দিনে পুরোহিতের কাছে নিজের পাপাচরণ স্বীকার করা বিধেয়। পাঠকের স্মর্তব্য যে রাশিয়া গ্রীক (বা Orthodox) চার্চের অধীন; রোম্যান ক্যাথলিক বা প্রটেস্টাণ্ট আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার সর্বত্র মেলে না। —অনুবাদকের টীকা।

যথাসম্ভব বেশি মাইনেতে কোনো পড়ানোর কাজ খুঁজে দিবি আমাকে? বড়োলোকদের মধ্যে তোর চেনাশোনা তো অনেক।'

নাডিয়া জবাব দিলে:

'মা-বাবা লিপার জন্য একজন গভর্নেস খুঁজছেন। তুই আমাদের কাছেই আয় না কেন?—আশ্চর্য ভালো হয় তা হ'লে। জানিসই তো ওঁরা তোকে কত ভালোবাসেন।'

৬

কলোগ্রিভভদের কাছে তিন বছর কাটালো লারা, যেন দুর্গে বাস করছে এমন নিরাপদে। কেউ তাকে বিরক্ত করতে আসে না, এমন কি তার ভাই আর মা-ও সে আলাদা হ'য়ে আসার পর থেকে তাকে আর ঘাঁটাতে আসে না।

কলোগ্রিভভ একজন নতুন ধরনের তুখোড় ব্যবসায়ী। খুবই নিচু থেকে উন্নতির চরম শিখরে উঠেছেন, এখন তিনি এতোটাই ধনী যে রাজকোষের সঙ্গেও প্রতিযোগিতা চালাতে পারেন। ক্ষ'য়ে-আসা সমাজ-ব্যবস্থাকে তাঁর জীবনের দুই পরিপ্রেক্ষিতে দেখে অবজ্ঞা আর ঘৃণা করেন তিনি; রাজনৈতিক বন্দীদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে তাদের পক্ষে লড়বার জন্য উকিল নিযুক্ত করেন ভদ্রলোক; একটা ঠাট্টাও প্রচলিত আছে তাঁর সম্বন্ধে বিপ্লবকে দমন করবার জন্য তিনি নাকি এতোই ব্যস্ত যে নিজেই নিজের কারখানাতে ধর্মঘটের ইন্ধন জোগান। শিকার করতে ভালোবাসেন তিনি, তাকও খুব ভালো—১৯০৫ সালের শীতে ছুটির দিনে সন্ত্রাসবাদীদের রাইফেল ছোঁড়া শেখাতেন সেরেব্রিয়ানির বনে।

কলোগ্রিভভ যেমন তাঁর নিজস্ব ধরনে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, তাঁর স্ত্রী সেরাফিমাও তাই। দু'জনকেই খুব ভালোবেসেছিলো লারা, আর ওঁদের সমস্ত পরিবারও তাকে একেবারে আপন ক'রে নিয়েছিলো।

তিন বছর নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করার পর একদিন তার ভাই রডিয়া একটা দরকারে তার সঙ্গে দেখা করতে এলো। লম্বা-লম্বা তার দুই পায়ের

ওপর দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সচেতনভাবে সামনে পিছনে দুলছিলো রডিয়া, আর নাটকীয়রকম জোর দেবার জন্য কথা বলছিলো নাকি সুরে। সে বললে যে সেই বছরের ক্যাডেটরা[১] পরিষদ-প্রধানের বিদায় উপলক্ষ্যে কিছু টাকা তুলেছিলো, সেই টাকায় পছন্দসই কোনো উপহার কেনার জন্য তারা রডিয়ার ওপর ভার দেয়। দুদিন আগে টাকাটা সে জুয়ো খেলে উড়িয়ে দিয়েছে—শেষ কপর্দক অবধি। লারাকে সব-কিছু খুলে বলবার পর রডিয়া ধপ ক'রে একটা আরাম-কেদারায় ব'সে পড়লো, তারপর ভেঙে পড়লো কান্নায়।

বিভীষিকায় যেন জ'মে গিয়ে লারা ব'সে রইলো। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে ব'লে চললো রডিয়া।

'কাল রাত্রে আমি ভিক্টর ইপলিটোভিচের কাছে গিয়েছিলাম। এ নিয়ে আমার সঙ্গে কোনো কথা বলতেই উনি রাজি হ'লেন না, কিন্তু বললেন যদি তুমি চাও যে উনি…উনি বললেন যে যদিও তুমি আজকাল আমাদের কাউকেই আর ভালোবাসো না, তবু ওঁর ওপর তোমার ক্ষমতা এখনো এতো বেশি ··লারা, লক্ষ্মীটি · শুধু তোমার মুখের একটি কথাই যথেষ্ট···বুঝতে পারছো না এর ফলে আমার কী হ'তে পারে, কী ভয়ানক লজ্জা, ক্যাডেট হিসেবে আমার সব মান-সম্মান যে এরই ওপর নির্ভর করছে।···ওঁর কাছে একবার যাও, ক্ষতিটা কী তাতে···তুমি কি চাও আমার সমস্ত জীবনটা এইভাবে নষ্ট হ'য়ে যায়?'

'তোমার জীবন ··ক্যাডেট হিসেবে তোমার মান-সম্মান,' রাগে বিবক্তিতে ঘরময় পাইচারি করতে লাগলো লারা। 'কিন্তু আমি তো ক্যাডেট নই। আমার তো মান-সম্মান নেই। আমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারো তোমরা। তুমি যা বলছো তার মানে কি তুমি জানো? তুমি কি বুঝতে পারছো তোমাকে দিয়ে ও কী করিয়ে নিচ্ছে? বছরের পর বছর কেটে গেছে দাসীবৃত্তি ক'রে, আর তারপর এখন কোথা থেকে এসে উপস্থিত হ'লে তুমি, এতোদিন ধ'রে যা-কিছু আমি গ'ড়ে তুলেছি তা যদি হাওয়ায় উড়ে যায় তাতে তোমার কিছুই এসে যায় না। জাহান্নমে যাও! যাও, গুলি

১ Cadet: সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্র।—অনুবাদকের টীকা।

ছুঁড়ে আত্মহত্যা করো। আমার কী এসে যায়? কতো টাকা দরকার তোমার?'

'ছ'শো রুবলের কিছু বেশি।—এই সাতশোই ধরো সবসুদ্ধ।' একটু ইতস্তত ক'রে রডিয়া কথাটা যোগ করলো।

'রডিয়া! তুমি কি পাগল হ'লে! কী বলছো তা জানো? সাতশো রুবল তুমি জুয়ো খেলে উড়িয়েছো? জানো, আমার মতো একজন সাধারণ লোকের সৎ উপায়ে এই টাকাটা উপার্জন করতে কতো দিন লাগে?

হঠাৎ থেমে গেলো লারা; কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে যেন নিতান্ত বাইরের কোনো লোককে বলছে এমন নিরুত্তাপ গলায় বললো, 'ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করবো। কাল এসো। আর তোমার রিভলভারটা এনো—যেটা দিয়ে আত্মহত্যা করবে ঠিক করেছিলে। ওটা তুমি দিয়ে দেবে আমাকে। বেশি ক'রে গুলি ভ'রে এনো, ভুলো না।'

টাকাটা লারা কলোগ্রিভভের কাছ থেকে নিলো।

৭

কলোগ্রিভভদের কাছে কাজ করলেও স্কুল-জীবন শেষ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শুরু করতে কোনো অসুবিধে হয়নি লারার। পড়াশুনোয় সে ভালো করছিলো, পরের বছর, ১৯১২ তে সে স্নাতক পরীক্ষা দেবে।

১৯১১ সালের বসন্তে লারার ছাত্রী লিপা স্কুলের গণ্ডি পেরোলো। ফ্রীজেনডাঙ্ক নামে এক তরুণ এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বাগ্‌দত্তা হয়েছে সে। অবস্থা ভালো ছেলেটির, বড়ো বংশ। লিপার মা-বাবার পছন্দ হয়েছিলো তাকে, কিন্তু এতো অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দেবার তাঁদের ইচ্ছে নেই। লিপা অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে নষ্ট, এ-বাড়ির খেয়ালি আহ্লাদি মেয়ে, অনেক হুলুস্থুল করে এ নিয়ে, সরবে ঝগড়া করে মা-বাবার সঙ্গে, মেঝেতে দুমদাম পা ঠোকে।

এই ধনী গৃহে লারাকে পরিবারেরই একজন ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়েছিলো; তাকে তার ঋণের কথা কখনো কেউ মনে করিয়ে দিতো না—

কিংবা সত্যি বলতে কারোর হয়তো মনেই ছিলো না কথাটা। টাকাটা অনেক আগেই শোধ ক'রে দিতো সে, পারেনি তার গোপন খরচের জন্য।

পাশার অজান্তে সে তার বাবাকে সাইবেরিয়ায় টাকা পাঠাতো, তার নিত্য-অভিযোগপরায়ণ, বিলাপকারিণী মা-কে সাহায্য করতো, আর পাশার বাড়িওয়ালির হাতে তার থাকা-খাওয়ার জন্য ধার্য টাকার কিছু অংশ তুলে দিতো—পাশার যাতে কম খরচ করতে হয়। কামেরগের স্ট্রীটে আর্টস থিয়েটারের কাছে লারাই পাশাকে ঘর খুঁজে দিয়েছে।

তার চেয়ে বয়সে অল্প ছোটো পাশা, সে উন্মাদ আবেগ নিয়ে লারাকে ভালোবাসে, তার সামান্যতম ইচ্ছাও পালন করে। স্কুলে সে বিজ্ঞান পড়েছে, কিন্তু এখন লারার পরামর্শে গ্রীক ও ল্যাটিন শিখছে আর্টস ডিগ্রি নেবে ব'লে। লারার স্বপ্ন যে সামনের বছর দু'জনেই গ্র্যাজুয়েট হ'য়ে তারা বিয়ে করবে, তারপর উরালের কোনো প্রাদেশিক রাজধানীতে চ'লে যাবে স্কুল-শিক্ষকের কাজ নিয়ে।

১৯১১র গ্রীষ্মে লারা শেষ বারের জন্য কলোগ্রিভভদের সঙ্গে ডুপ্লিয়াঙ্কাতে গেলো। জায়গাটার প্রতি তার সুগভীর অনুরাগ, যাদের দেশ তাদের চাইতেও বেশি ভালোবাসে সে ডুপ্লিয়াঙ্কাকে। ওঁরা সেটা বুঝতেন ব'লে একটা নিয়ম আপনা থেকেই প্রচলিত হ'য়ে গিয়েছিলো। নোংরা আর গরম ট্রেন থেকে স্টেশনে নামার পর ঠেলাগাড়িতে মাল তোলা হ'লো, পরিবারের অন্য সকলে গাড়িতে উঠে বসলেন, লাল জামা আর হাত-কাটা কোট পরা ডুপ্লিয়াঙ্কার গাড়োয়ান সে-বছরের সব স্থানীয় খবর বলতে শুরু করলো,—তখন লারা, প্রকৃতির অসীমতায় মূক চৈতন্যহীন লারা, গ্রামের নিঃশব্দতা নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে গ্রহণ করতে-করতে পায়ে হেঁটে বাড়ির পথ ধরলো।

পথিক আর তীর্থযাত্রীদের পায়ে-হাঁটা পথ রেল-লাইনের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে এক জায়গায় মাঠের দিকে বেঁকেছে। সেখানে দাঁড়ালো লারা, চোখ বুজে বিপুল পল্লীপ্রকৃতির বিচিত্র গন্ধে মদির-হওয়া বাতাস প্রাণ ভ'রে নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিলো। এ তার আত্মীয়ের চেয়ে প্রিয়, প্রেমিকের চেয়ে ভালো, বইয়ের চেয়ে বিজ্ঞ। এক মুহূর্তের জন্য সে আবার জীবনের মানে খুঁজে পেলো। এই মাটিতে সে জন্মেছে, প্রকৃতির এই বন্য আকর্ষণকে অর্থময় করবার জন্য, প্রত্যেক জিনিসকে সঠিক নামে ডাকবার জন্য, আর যদি সে

নিজে অক্ষম হয় তাহ'লে এই জীবনকে ভালোবেসে তার উত্তরাধিকারীদের ডেকে আনবে সে, তার বদলে তারাই নেবে এই দায়িত্বের ভার।

সেই গ্রীষ্মে অনেক কর্তব্যের চাপে শ্রান্ত হ'য়ে সেখানে গিয়েছিলো সে। অল্পেই ভেঙে পড়ে, মেজাজ খিটখিটে, আর তুচ্ছতম ব্যাপারেও অপমানিত বোধ করার জন্য যেন প্রস্তুত হ'য়েই থাকে। অত্যন্ত উদার ছিলো তার স্বভাব, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে সে—এই ধরনের স্পর্শকাতরতা তার পক্ষে নিতান্তই নতুন এবং স্বভাববিরোধী।

কলোগ্রিভভরা আগের মতোই ভালোবাসেন তাকে; তাঁদের ইচ্ছে সে তাঁদের সঙ্গেই থাকে। কিন্তু লিপা এখন বড়ো হ'য়ে গেছে—লারার তাই ধারণা এ-বাড়িতে আজকাল সে নিতান্তই বাড়তি। মাইনে নিতে চায়নি, ওঁদের জোর-জবরদস্তি করতে হ'লো। এদিকে টাকাটার দরকার ছিলো তার, আর এছাড়া টাকা পাবার অন্য কোনো উপায়ও ছিলো না—কারণ তাঁদেরই অতিথি হ'য়ে বাস করতে-করতে স্বাধীনভাবে রোজগার করাটা অস্বস্তিকর তো বটেই—সত্যি বলতে কী, অসম্ভব।

নিজের অবস্থাটা তার মনে হচ্ছিলো অসহ্যরকম কপট, সে ভাবতো সকলেই বুঝি তাকে একটা বোঝা ব'লে মনে করছে, শুধু বাইরে ভদ্রতার মুখোস এঁটে রেখেছে। নিজের কাছে সে নিজেই গলগ্রহস্বরূপ, সে পালাতে চায়—নিজের কাছ থেকেও, কলগ্রিভভদের কাছ থেকেও, পারলে ছুটে পালিয়ে যায় যত দ্রুত সে ছুটতে পারে। কিন্তু তার বুদ্ধি তাকে বলছে যে প্রথমে যে-টাকা সে ধার নিয়েছিলো তা তাকে শোধ করতে হবে, অথচ সেই মুহূর্তে শোধ করার কোনো উপায়ই তার ছিলো না। তার মনে হ'তো সে যেন জামিন হ'য়ে রয়েছে—শুধু রডিয়ার বোকামির জন্য তার এই দশা—এক নিরুপায় হতাশা লারার হৃদয়কে কুরে-কুরে খাচ্ছিলো। তার স্নায়ু যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, পদে-পদে তার সন্দেহ হয় তাকে বুঝি অপমান করা হচ্ছে। কলোগ্রিভভদের বন্ধুবান্ধবেরা যদি তার প্রতি মনোযোগ দেয় তা হ'লে লারার ধারণা হয় যে তারা তাকে গোবেচারা গোছের কোনো 'আশ্রিত' এবং অতিশয় সুলভ শিকার ব'লে ধ'রে নিয়েছে, আর যদি তাকে লক্ষ্য না করে তাহ'লে ভাবে তাদের কাছে তার অস্তিত্বই নেই।

তার এই বিষণ্ণ বিকারের মধ্যেও অবশ্য কলোগ্রিভভদের সব আমোদ-প্রমোদে সাগ্রহের সঙ্গেই অংশ গ্রহণ করতো লারা। সারা গ্রীষ্ম ভ'রে বিরাট সব পার্টি হচ্ছিলো বাড়িতে, অন্য সকলের সঙ্গে সেও যেতো স্নান করতে, নৌকো বাইতে, নদীর ধারে মাঝরাতে চড়ুইভাতিতে, নাচতো, বাজি পোড়াতো। শৌখিন নাটকে অভিনয় করতো, আর তার চেয়েও বেশি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতো বন্দুক-ছোঁড়ার প্রতিযোগিতায়। ছোটো মাউজার[১] বন্দুক ব্যবহার করা হ'তো এই প্রতিযোগিতাগুলিতে। তার লক্ষ্য খুব ভালো, যদিও টিপ অভ্যাস করার জন্য সে রুডিয়ার হালকা রিভলভারেই সুবিধে বোধ করতো। 'কী আপদ যে মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি,' মনে-মনে সে হাসতো, 'নয়তো ডুয়েল-লড়িয়ে হিসেবে নাম রাখতে পারতাম।' কিন্তু নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য যতোই সে চেষ্টা করে ততোই যেন বুঝতে পারে না আসলে সে কী চায়, আর ততোই যন্ত্রণা তার বেড়ে চলে।

ছুটির পরে শহরে ফিরে এসে আগের চেয়েও খারাপ লাগলো তার, অন্য অনেক কষ্টের সঙ্গে নতুন আরো একটি যুক্ত হ'লো: পাশার সঙ্গে মনান্তর (যাতে পাশার সঙ্গে সত্যি-সত্যি ঝগড়া না হয় সে বিষয়ে সে অত্যন্ত সচেষ্ট ছিলো; পাশাকে সে মনে করতো তার শেষ আশ্রয়)। পাশার মধ্যে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস দেখা দিচ্ছিলো; একটু উপদেশাত্মক কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে সে, লারা তাতে মজাও পায় আবার সেই সঙ্গে যেন বিরক্তও বোধ করে।

পাশা, লিপা, কলোগ্রিভভেরা, আর তার দেনার টাকা—কতো দুর্ভাবনাই না তার মাথার মধ্যে ঘোরে। জীবন নিয়ে সে অতিষ্ঠ, বীতস্পৃহ হ'য়ে উঠেছে। এই জীবন উন্মাদ ক'রে তুলছে তাকে। ইচ্ছে করে এ পর্যন্ত সে যা-কিছু জেনেছে, যতো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, সব ভুলে যায়, সম্পূর্ণ নতুন আর অজানা এক জীবন শুরু করে। মনের এই রকম অবস্থায়, ১৯১১ সালের ক্রিসমাসের সময় সে বড়ো ভয়ানক এক সিদ্ধান্তে পৌঁছলো। কলোগ্রিভভদের সে ছেড়ে যাবে এবার, এক্ষুনি, নিজে বাসা নেবে, আর তার

১ Mauser: জর্মানিতে উদ্ভাবিত সামরিক রাইফেল।—অনুবাদকের টীকা।

জন্য সে টাকা নেবে কমারোভস্কির কাছ থেকে। তাদের দু'জনের মধ্যে আগে যা-কিছু ঘ'টে গেছে, আর তারপর তার এই ক'বছরের স্বাধীন জীবন—এর পর, তার মনে হ'লো, কমারোভস্কির তাকে সসম্ভ্রমে সাহায্য করা উচিত, বিনা দাবিতে, বিনা শর্তে, কোনো কৈফিয়ৎ না-চেয়ে।

এই মতলব মাথায় নিয়ে সাতাশ তারিখ রাত্রে সে পেট্রোভস্কা স্ট্রীটের উদ্দেশে রওনা হ'লো। মাফে[১]র তলায় নিলো রডিয়ার রিভলভারটি, গুলি ভ'রে, সেফটি-ক্যাচ খুলে রেখে। কমারোভস্কি যদি তাকে ফিরিয়ে দেয় কিংবা কোনোরকম অপমান করে, তা হ'লে সে গুলি করবে তাকে।

রাস্তাগুলি উৎসবমুখর, কিন্তু লারা তার তীব্র উত্তেজনায় কিছুই চোখে দেখলো না, বন্দুকের গুলি ছাড়া অন্য সব বিষয়ে অচেতন থেকে হাঁটতে লাগলো। যেন ঐ গুলি এখনই তার বুকের মধ্যে ঢুকে গেছে, কাকে তাক ক'রে তা ছোঁড়া হ'লো তাতে আর কী এসে যায়। পেট্রোভকা স্ট্রীটের দিকে এগোতে-এগোতে সারা পথ সে গুলির শব্দ শুনলো, সেই গুলি ছোঁড়া হচ্ছে শুধু কমারোভস্কিকে নয়, তার নিজেরও উদ্দেশে, তার ভাগ্যের উদ্দেশে, আর ডুপ্লিয়াঙ্কার ঘাসের জমিতে ওক গাছটিকে লক্ষ্য ক'রে।

৮

'আমার মাফ্ ছোঁবেন না!'

এমা এর্নেস্টোভনা হাত বাড়িয়েছিলেন তাকে কোট খোলায় সাহায্য করার জন্য; 'ওঃ', 'আঃ' ইত্যাদি শব্দ সহকারে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি বললেন যে ভিক্টর ইপলিটোভিচ বাইরে গেছেন, কিন্তু লারা যেন চ'লে না যায়। তাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

'না, পারবো না। আমার তাড়া আছে। কোথায় গেছেন?'

এক ক্রিসমাসের উৎসবে গেছেন উনি। ঠিকানা-লেখা চিরকুটটা হাতের মুঠোয় নিয়ে লারা তার পরিচিত নিরানন্দ রঙিন কাচের নক্সা দিয়ে সাজানো

১ Muff; হাত গরম রাখার জন্য মহিলাদের ব্যবহার্য পশমের দস্তানাবিশেষ।
—অনুবাদকের টীকা।

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে এসে মুচনয় গর্ডকে স্‌ভেনটিট্‌স্কিদের বাড়ির দিকে রওনা হ'লো।

দ্বিতীয়বার পথে বেরিয়ে সে প্রথম নিজের চারপাশে চোখ মেলে শহরের দিকে, শীতের রাত্রির দিকে তাকালো।

বরফের মতো ঠাণ্ডা পড়েছে। বিয়ারের ভাঙা বোতলের তলাকার টুকরোর মতো পুরু, কালো বরফের কুচিতে পথ ছেয়ে আছে। ঐ বাতাসে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো তার। ধূসর হিমবিন্দুতে ভারি হ'য়ে আছে বাতাস, তার মুখে খোঁচা দিয়ে-দিয়ে তাকে যেন সুড়সুড়ি দিচ্ছে, তার ছাইরঙা ফার-কোটের জ'মে-যাওয়া রোঁয়ার মতো। শূন্য পথ দিয়ে দুরুদুরু বুকে এগিয়ে চললো সে, শস্তা সরাইখানার রান্নার-ধোঁয়া-ওঠা দরজাগুলিকে পাশ কাটিয়ে। কুয়াশার মধ্য থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে সসেজের মতো লাল রঙের মুখ, ঘোড়া আর কুকুরের মাথা—জ'মে যাওয়া বরফ তাদের মুখে যেন দাড়ি গজিয়ে দিয়েছে। বরফে আর তুষারে আচ্ছাদিত বাড়িঘরের জানলাগুলি খড়ির মতো শাদা, আলো-জ্বলা ক্রিসমাস-গাছের[১] রঙিন প্রতিচ্ছবি আর উৎসবকারীদের ছায়া জানলার অনচ্ছ কাচে ভেসে বেড়াচ্ছে, যেন ম্যাজিক লণ্ঠনের খেলা বসেছে রাস্তায়।

কামেরগের স্ট্রীটে পাশা যে-বাড়িতে থাকে তার সামনে দিয়ে যেতে-যেতে লারা থামলো, প্রায় ভেঙে পড়লো সে। 'আর পারি না। আর সহ্য হয় না,' প্রায় শব্দ ক'রে ব'লে উঠলো সে। 'আমি যাবো, ওকে গিয়ে সব খুলে বলবো আমি।' নিজেকে সামলে নিয়ে জমকালো প্রবেশপথের ভারি দরজা দিয়ে সে ভেতরে ঢুকলো।

---

১ Christmas tree : ক্রিসমাসের সময় প্রতি বাড়িতে চেরা কাঠ আর রঙিন কাগজের সাহায্যে গাছ তৈরি করা হয়, তাতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় নানা রঙের আলো আর বাড়ির লোকেদের জন্য উপহার।—অনুবাদকের টীকা।

৯

পাশা, তার মুখ টকটকে লাল, জিভ প্রায় বেরিয়ে আছে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কলার, হাতার বোতাম আর কড়া-ইস্ত্রি-করা শার্টের বোতামের ঘরের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলো। এক পার্টিতে যাচ্ছে সে। এমন ছেলেমানুষ যে দরজায় টোকা না-দিয়ে ঘরে ঢুকে লারা তাকে তার অর্ধসমাপ্ত পোষাকে দেখে ফেলায় নিতান্তই বিব্রত বোধ করলো পাশা। কিন্তু তক্ষুনি লারার উত্তেজনা লক্ষ্য করলো। ভালো ক'রে দাঁড়িয়েও থাকতে পারছিলো না লারা। প্রতি পদক্ষেপে ঘাঘরার প্রান্ত ঠেলে-ঠেলে এমনভাবে এগিয়ে এলো যেন সাবধানে কোনো নালা পার হচ্ছে।

পাশা ছুটে গেলো তার কাছে। 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?'

'আমার পাশে বোসো। বোসো না, এখন না-হয় পোষাক নিয়ে মাথা না-ই ঘামালে। আমার তাড়া আছে, এক মিনিটের মধ্যেই চ'লে যেতে হবে আমাকে। আমার দস্তানায় হাত দিয়ো না। দাঁড়াও, একটুক্ষণের জন্য এদিকে না-তাকিয়ে একটু ঘুরে দাঁড়াও তো।'

পাশা তা-ই করলে। লারা প'রে ছিলো দরজির তৈরি সুট, জ্যাকেট খুলে ঝুলিয়ে রাখলো, রিভলভারটা তার পকেটে পুরে নিলে। তারপর সোফায় ফিরে গেলো।

'এবার তাকাতে পারো। একটা মোমবাতি জ্বেলে ইলেকট্রিক আলো নিবিয়ে দাও।'

অন্ধকারে, মোমের আলোয় কথা বলতে ভালোবাসে লারা, পাশা সেজন্য সর্বদাই বাড়তি মোম রাখে কাছে। মোমদানিতে নতুন বাতি বসিয়ে জানলায় তাকে রেখে জ্বেলে দিলে। একটু দপদপ করলো আগুনের শিখা, ছোটো-ছোটো আলোর ফুলকি ছিটোলো, তারপর জ্বলতে লাগলো তীরের মতো তীক্ষ্ণ আর সোজা হ'য়ে। ঘর ভ'রে গেলো নরম আলোয়। আগুনের তাপে জানলার কাচের ঐ অংশটুকুতে বরফ গ'লে গিয়ে ছোট্টো, কালো, উঁকি দেবার মতো একটা ফুটো তৈরি হ'লো।

'শোনো পাশা,' লারা বললে, 'আমি বড়ো বিপদে পড়েছি, তোমার সাহায্য চাই। ভয় পেয়ো না—কিছু জিজ্ঞেসও কোরো না। কখনো

ভেবো না আমরা অন্য সকলের মতো হ'তে পারি। আমার কথা উড়িয়ে দিলে চলবে না। আমি সর্বদা এক বিপদের মুখে আছি। যদি আমাকে ভালোবাসো, যদি আমার সর্বনাশ না চাও, তা হ'লে আমাদের বিয়ে আর পেছিয়ে দিয়ো না।'

'কিন্তু আমি তো বরাবরই তা-ই চেয়ে আসছি,' পাশা ব'লে উঠলো। 'যেদিন বলবে সেদিনই আমি তোমাকে বিয়ে করবো। কিন্তু কিসের জন্য এই অশান্তি তোমার—আমাকে বলো। ধাঁধায় রেখে আর আমায় যন্ত্রণা দিয়ো না।'

কিন্তু লারা তার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুললো। অনেকক্ষণ ধ'রে কথা বললে তারা, কিন্তু যে-সব বিষয়ে কথা বললে তার সঙ্গে লারার বিপদের কোনোই যোগ রইলো না।

১০

সে-বছর শীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক-প্রতিযোগিতার জন্য ইউরা চোখের স্নায়ুতন্ত্র বিষয়ে এক প্রবন্ধ তৈরি করছিলো। সাধারণ ডাক্তারি পড়লেও চোখের গঠনতত্ত্ব বিষয়ে তাব জ্ঞান প্রায় বিশেষজ্ঞের মতো।

সৃষ্টিপ্রতিভা, শিল্পে প্রতীক এবং ভাবের যুক্তিনির্ভরতার পারস্পরিক সম্পর্কবিষয়ে আগ্রহের মতো এ-বিষয়েও তার সহজাত কৌতূহল ছিলো।

কিন্তু তার চরিত্রের অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে এই আগ্রহের সামঞ্জস্য ছিলো। সৃষ্টিশীলতা, শিল্পকলার চিত্রকল্প আর ধারণার যুক্তিনির্ভর গঠনের মধ্যে সম্বন্ধ কী, তার এই চিন্তা থেকেই দৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে উৎসাহ জেগেছিলো তার। সে-মুহূর্তে সে আর টোনিয়া ভাড়া-করা স্লেজে ক'রে স্‌ভেনটিট্‌স্কিদের বাড়ি চলেছে।

এক সঙ্গে একই বাড়িতে শৈশব আর বয়ঃসন্ধির ছ'বছর কাটবার পর পরস্পরের বিষয়ে কিছুই তাদের জানতে বাকি নেই। অভ্যেস, ধরনধারন, একের রসিকতায় অন্যের শব্দ ক'রে হেসে ওঠা, সঙ্গময় নীরবতার মুহূর্তগুলি— সবই বলতে গেলে মুখস্থ। এখনো তারা প্রায় নিঃশব্দেই গাড়িতে চলেছে,

যে যার ভাবনায় মগ্ন, ঠাণ্ডার জন্য দু'জনেরই ঠোঁট এঁটে বন্ধ হ'য়ে আছে।

ইউরা ভাবছিলো তার প্রতিযোগিতার তারিখের কথা, ভাবছিলো লেখাটার জন্য আরো খাটতে হবে। তারপর বর্ষশেষের উৎসবমুখরিত রাস্তার কলরোলে অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলো সে, অন্য অনেক কথা মনে পড়লো। গর্ডনের কাছে প্রতিশ্রুত আছে তার সম্পাদিত ছাত্রদের সাইক্লোস্টাইল-করা পত্রিকায় ব্লকের[১] উপর একটা লেখা দেবে ; দুই রাজধানীতেই তরুণের দল সব ব্লককে নিয়ে পাগল, বিশেষত ইউরা আর গর্ডন। কিন্তু এই চিন্তাও আজ বেশিক্ষণ ইউরার মনকে ধ'রে রাখতে পারলো না। জামার গলার সঙ্গে থুতনি ঠেকিয়ে, জ'মে-যাওয়া কান ঘষতে-ঘষতে তারা চলেছে। যে যার ভাবনায় মগ্ন, কিন্তু একটি কথা তাদের দু'জনেরই মন ভ'রে রেখেছে।

আনার শয্যাপার্শ্বের দৃশ্য তাদের দু'জনের চোখে পরস্পরের এমন রূপান্তর ঘটিয়েছে যেন এই প্রথম তারা উপহার পেয়েছে দৃষ্টিশক্তি।

ইউরার কাছে তার পুরোনো বন্ধু টোনিয়া, যাকে সে এতোদিন পর্যন্ত তার জীবনের এক অংশ ব'লে ধ'রে নিয়েছে, যার বিষয়ে কখনো কোনো ব্যাখ্যা খোঁজে নি, হঠাৎ সে আজ তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এক জটিলতম সত্তা হ'য়ে উঠেছে। সে আজ রূপান্তরিত হয়েছে নারীতে। নিজেকে ইউরা সম্রাটরূপে, বীররূপে, যুগাবতার, দিগ্বিজয়ী রূপে কল্পনা করতে পারে, কিন্তু নারীরূপে কিছুতেই পারে না।

সেই চরম, সেই কঠিনতম দায়িত্বের ভার টোনিয়া তার ক্ষীণ, দুর্বল কাঁধে নিয়েছে ভাবতে (টোনিয়ার স্বাস্থ্য অবশ্য খুবই ভালো, কিন্তু ইউরার কাছে সে এখন ক্ষীণ এবং দুর্বল) ইউরার মন সুগভীর সহানুভূতিতে আর সলজ্জ বিস্ময়ে ভ'রে গেলো—জন্ম নিলো প্রণয়ের প্রথম আবেগ।

ইউরার প্রতি টোনিয়ার মনোভাবের পরিবর্তনও ঠিক এমনি গভীর।

ইউরার মনে হ'লো তাদের বেরুনো বোধ হয় উচিত হয়নি। আনার জন্য

---

১ ব্লক (Alexander Blok, ১৮৮০-১৯২১) : রুশ কবি, রুশীয় কাব্যে প্রতীকিতার অন্যতম প্রবর্তক। এঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, ১৯০৪ সালে ; এঁর প্রসিদ্ধতম কবিতা, 'The Twelve'।—অনুবাদকের টীকা।

উদ্বেগ বোধ করছিলো সে। ঠিক যখন রওনা হচ্ছে তখন শুনলো আনা আর অতোটা সুস্থবোধ করছেন না; তারা আনার কাছে গেলো, কিন্তু আগের মতোই তাঁর কড়া হুকুম পার্টিতে যেতেই হবে। বাইরে আবহাওয়া এখন কী রকম?—আনা জিজ্ঞেস করেছিলেন। বাইরের দিকে তাকাবার জন্য তারা জানলার ধারে গেলো, ফিরে আসার সময় নেটের পর্দা টোনিয়ার নতুন পোষাকের সঙ্গে আটকে গেলো, পেছনে ঝুলে রইলো বিয়ের ওড়নার মতো। মিলটা এতো স্পষ্ট যে সবাই হেসেছিলো।

ঘুরে তাকিয়ে ইউরা এখন তা-ই দেখলে, একটু আগে লারা যা দেখে গেছে। জ'মে-যাওয়া রাস্তার ওপর স্লেজ-গাড়িগুলো অস্বাভাবিক তীব্র আর্তনাদ করছে, তার অস্বাভাবিক দীর্ঘ প্রতিধ্বনি উঠছে রাস্তা আর পার্কের বরফে-ঘেরা গাছের গায়ে-গায়ে। কুয়াশায় আচ্ছন্ন জানলাগুলির মধ্য দিয়ে ভেতরে আলো দেখা যাচ্ছে, সেই আলোতে বাড়িগুলিকে মনে হচ্ছে ধোঁয়াটে স্ফটিক দিয়ে তৈরি মহামূল্যবান বাক্স। তার ভেতরে জলজল করছে মস্কোর ক্রিসমাস-কালীন জীবন, গাছে-গাছে জ্বলছে মোমের আলো, নানারকম ফ্যান্সি-ড্রেসে সেজে অতিথিরা ছেলেমানুষি ফুর্তিতে ম'জে আছে, খেলা হচ্ছে লুকোচুরি, কানামাছি, আরো কত কী।

ইউরার মনে হ'লো আধুনিক রাশিয়ার জীবন এবং শিল্পকলায় ক্রিসমাসের প্রকাশ হয়েছে ব্লকের মধ্যে—এই উত্তর-দেশের জীবনের ক্রিসমাস, তারা-ভরা আকাশের তলায় তার আধুনিক পথঘাট, তার বিশ-শতকী বসবার ঘরের আলোকিত গাছগুলিকে[১] ঘিরে যে-জীবন, সেই জীবনের ক্রিসমাস। ইউরা ভাবলে যে ব্লকের ওপর কোনো প্রবন্ধ লেখার দরকারই নেই, তিন প্রাচ্য জ্ঞানীর যীশুদর্শনের ওলন্দাজ চিত্রের একটি রুশীয় প্রকরণ রচনা করলেই চলবে; সে-ছবিতে থাকবে তুষার, নেকড়ে বাঘ আর ফার গাছের অন্ধকার বন।

কামেরগের স্ট্রীট দিয়ে যেতে-যেতে ইউরা লক্ষ্য করলে এক বাড়ির জানলার কাচে বরফের আস্তরণের এক অংশ মোমের আগুনে গ'লে গেছে। তার আলো এসে রাস্তায় পড়েছে, যেন কোনো চোখের দৃষ্টির মতো ইচ্ছাকৃত-

১ Christmas tree-র কথা বলা হচ্ছে।—অনুবাদকের টীকা।

ভাবে, আগুনের ঐ শিখা যেন পথের যানবাহনের ওপর লক্ষ্য রাখছে, আর অপেক্ষা করছে কারো জন্ম।

'টেবিলে জলছিলো একটি মোমবাতি, জলছিলো...' ফিসফিস ক'রে নিজের মনে বললে সে। একটা কবিতার আরম্ভ—অস্পষ্ট, আকারহীন ; কিন্তু কোনো-এক দিন রূপ নেবে হয়তো, যদিও তখন আর-কিছুই মনে এলো না।

১১

স্ভেনটিট্স্কিদের বাড়ির ক্রিসমাসের উৎসবে এক প্রাক্-পুরাণিক প্রথা পালন করা হয়। দশটার সময়, বাচ্চাকাচ্চারা বাড়ি চ'লে গেলে, তরুণ-তরুণী ও বয়স্কদের জন্ম দ্বিতীয়বার আলো জ্বালা হয় ক্রিসমাস-গাছে, তারপর উৎসব চলে ভোর পর্যন্ত। ব্রোন্জের আংটায় ঝোলানো পর্দা দিয়ে নাচঘর থেকে আলাদা-করা 'পম্পীয়' ড্রয়িংরুমে ব'সে সারারাত ধ'রে বয়স্করা তাস খেলেন। ভোর হ'লে একসঙ্গে প্রাতরাশ করে সকলে।

'এতো দেরি হ'লো কেন?' স্ভেনটিট্স্কির ভাইপো জর্জ হলঘর দিয়ে ফ্ল্যাটের পেছনে তার কাকা-কাকিমার মহলের দিকে ছুটতে-ছুটতে জিজ্ঞেস করলো। ইউরা আর টোনিয়া ওভারকোট আর টুপি খুলে নিয়ে তাদের নিমন্ত্রণকর্তার সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে নাচঘরের দিকে তাকালো একবার।

যারা নাচছে না, তারা পোষাকের খসখস শব্দ ক'রে, একে অন্যের পায়ের বুড়ো আঙুল মাড়িয়ে দিচ্ছে ; দেখতে মনে হচ্ছে যেন স্তরে-স্তরে আলো দিয়ে সাজানো উষ্ণ-নিশ্বসিত ক্রিসমাস-গাছের পাশে-পাশে একটা কালো দেয়ালের মতো তারা ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়াচ্ছে আর কথা বলছে।

ঘরের মাঝখানে টলতে-টলতে ঘুরপাক খাচ্ছে নাচিয়েরা। তাদের জুড়ি মেলানো বা লাইন সাজানোর ভার নিয়েছে তরুণ কোকা কর্নাকভ—আইনের ছাত্র সে, তার বাবা পাব্লিক প্রসিকিউটর-এর সহকারী। নাচের আসরে সে-ই নায়কত্ব করছে। গলার স্বর সপ্তমে তুলে ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা

পর্যন্ত চীৎকার করছে সে : 'মহামণ্ডল!' 'চীনে শেকল!'[1] আর অন্য সবাই তার নির্দেশ পালন করছে। 'এবার ওঅল্‌জ্‌ হোক!' —পিয়ানো-বাদকের উদ্দেশে সে চীৎকার করলে। শুরু হ'লো ওঅল্‌জ্‌; নাচের গতি ক্রমশ ধীর ক'রে এনে সঙ্গিনীকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বৃত্তের আকারে ঘোরাতে-ঘোরাতে নাচতে লাগলো কোকা, শেষ পর্যন্ত মনে হ'লো যে ওঅল্‌জের মিলিয়ে-যাওয়া প্রতিধ্বনির সঙ্গে তারা কোনোরকমে তাল মিলিয়ে চলছে কি চলছে না। সবাই হাততালি দিলে; আইসক্রীম আর নানা রকম ঠাণ্ডা পানীয় পরিবেশন করা হ'লো সেই মুখর, সচল, অস্থির ভিড়ের মধ্যে।

উত্তেজিত তরুণ-তরুণীরা, ঠাণ্ডা টকজামের রস[2] আর লেমনেডে চুমুক দিতে-দিতেও এক মুহূর্তের জন্য চীৎকার আর হাসি থামাচ্ছে না, অথচ ট্রে-র ওপর গ্লাশ নামিয়ে রাখার সঙ্গে-সঙ্গেই আগের চাইতে আরো দশগুণ বেশি জোরে গোলমাল শুরু ক'রে দিচ্ছে, যেন তারা এমন-কিছু খেয়েছে যাতে তাদের ফুর্তি আরো উদ্বেল হ'য়ে উঠলো।

নাচঘরে না-থেমে ইউরা আর টোনিয়া তাদের নিমন্ত্রণকর্তার ঘরগুলির ভেতর দিয়ে ফ্ল্যাটের অন্য প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেলো।

১২

নাচঘর আর বসবার ঘর থেকে যে-সব আসবাব সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বাড়ির পেছন দিকের ঘরগুলি তাতে ঠাসা। সেখানে স্‌ভেনটিট্‌স্কিরা তাঁদের বড়োদিনের কারখানা, তাঁদের মায়াবী পাকশালা সাজিয়েছেন। ঘরভরা রঙের আর গঁদের গন্ধ, রঙিন কাগজের মোড়ক, কাগজের টুপি, আর বাড়তি মোমবাতি প্রত্যেকটি চেয়ারের ওপর স্তূপীকৃত হ'য়ে আছে।

স্‌ভেনটিট্‌স্কিরা স্বামী-স্ত্রীতে ব'সে উপহারের কার্ডে সাপার-টেবিলের আসন আর লটারির টিকিটের নম্বর লিখছিলেন। জর্জ তাঁদের সাহায্য করছিলো; কিন্তু অনবরত ভুল গুনে সব-কিছু গুলিয়ে ফেলছিলো ব'লে

১ বিভিন্ন নাচের ফরাসী নাম। —অনুবাদকের টীকা।

২ Cranberry : ছোটো ঘন-লাল রঙের একরকম জাম। উত্তর য়োরোপে জন্মায়। —অনুবাদকের টীকা।

বিরক্তিতে গজগজ করছিলেন তাঁরা। টোনিয়া আর ইউরার আসাতে দারুণ খুশি হ'লেন ওঁরা, বাচ্চা অবস্থায় তাদের দেখেছেন—ভূমিকা না-ক'রে কাজে লাগিয়ে দিলেন।

'ফেলিটসাটা সেমিওভনা বোঝে না যে উৎসবের মাঝখানে, অতিথিরা যখন সব এসে গেছে তখন না-ক'রে এ-সব অনেক আগেই ক'রে রাখা উচিত ছিলো।—জর্জ কী করলে ছাখো—মিষ্টির খালি বাক্সগুলো থাকবে সোফায় আর চিনির শিরেয় ডোবানো বাদামভাজা থাকবে টেবিলে—তুমি ঠিক উল্টোটা করলে।'

'খুব খুশি হয়েছি আনেট ভালো আছে শুনে। পিয়ের আর আমি বড্ড ভাবনায় ছিলাম।'

'তা ঠিক, তবে কী জানো, আনেটের শরীর আরো খারাপ। ভালো নয়, বুঝেছো তো, আরো খারাপ। আগু-পিছু গুলিয়ে ফেলো তুমি।'

শেষ পর্যন্ত ইউরা আর টোনিয়াকে অর্ধেকটা সন্ধ্যাই জর্জ আর স্‌ভেন-টিট্‌স্কিদের সঙ্গে নেপথ্যে কাটাতে হ'লো।

১৩

এতোক্ষণ লারা ছিলো নাচঘরে। তার পরনে সান্ধ্য পোষাক নেই, এখানে কাউকে সে চেনে না, তবু থেকে গেলো, স্বপ্নচারীর মতো ওঅল্‌জ্‌ নাচলে কোকার সঙ্গে, কখনো বা নিরুদ্দেশভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালো।

দু'একবার থমকে দাঁড়িয়ে বসবার ঘরের সামনে সে ইতস্তত করেছে, আশা করেছে কমারোভস্কি যখন দরজার দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছে তাকে হয়তো দেখতে পাবে। কিন্তু কমারোভস্কি বাঁ হাতে তাসগুলি ঢালের মতো ক'রে ধ'রে নিজের মুখ আড়াল ক'রে রেখেছে, হয়তো সে তাকে সত্যিই দেখতে পায়নি, কিংবা হয়তো দেখেও না-দেখার ভান করছে। আত্মগ্লানিতে লারার দম আটকে আসছিলো। নাচঘর থেকে একটি মেয়ে—লারা তাকে চেনে না—ভেতরে গেলো, আর কমারোভস্কি যে-ভঙ্গিতে তার দিকে তাকালো সে-ভঙ্গি লারা চেনে। স্তাবকতায় খুশি হ'য়ে হাসলো মেয়েটি, তার গাল

লাল হ'যে উঠলো, লজ্জায় লাল হ'য়ে গেলো লারা, প্রায় আর্তনাদ বেরিয়ে এলো তার গলা চিরে। 'নতুন শিকার', মনে-মনে বললে লারা, সেই মেয়েটি যেন আরশি, তার মধ্যে নিজেকে সে দেখতে পেলে। কমারোভস্কির সঙ্গে কথা বলার সংকল্প তখনো সে ত্যাগ করলো না, তবে ঠিক করলো যে পরে আরো সুবিধেমতো সময়ে বলবে। জোর ক'রে নিজেকে শান্ত ক'রে লারা নাচঘরে ফবে গেলো।

আরো তিনজনের সঙ্গে তাস খেলতে বসেছিলো কমারোভস্কি, তার বাঁ পাশে যিনি বসেছিলেন তিনি হলেন কর্নাকভ—কোকা, অর্থাৎ যে-কেতাদুরস্ত তরুণটির সঙ্গে লারা আবার নাচছিলো, তার বাবা। ছেলেটির সঙ্গে দু' একটা কথাবার্তা বলবার পরেই এই খবর সে সংগ্রহ করতে পেরেছে। ওর মা হলেন কালো পোষাক-পরা ঐ লম্বা শ্যামলা রঙের মহিলাটি, যিনি দুটি জ্বলজ্বলে চোখ আর বিশ্রী সাপের মতো গলা নিয়ে ক্রমাগত নাচঘর আর বসার ঘরে যাওয়া-আসা করতে-করতে লক্ষ্য রাখছেন নৃত্যরত পুত্র এবং তাসে মগ্ন স্বামীর ওপর। এবং অবশেষে লারা জানলো যে-মেয়েটি তার মনে এমন জটিল অনুভূতি জাগিয়েছিলো সে কোকার বোন, আর তার সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

কোকা প্রথম যখন নিজের নাম বলেছিলো তখন তার পদবীর প্রতি মনোযোগ দেয়নি লারা, কিন্তু ওঅল্জ্ নাচের শেষ ঢেউয়ে ভাসিয়ে লারাকে একটা চেয়ারের কাছে নিয়ে যেতে-যেতে সে অভিবাদন ক'রে আবার নিজের পদবী বললে। 'কর্নাকভ, কর্নাকভ।' কী যেন মনে করিয়ে দিলো তাকে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা।—হ্যাঁ, তাই তো, এইবার তার মনে পড়েছে। মস্কো আদালতে যখন রেল-কর্মচারীদের বিচার হ'লো—টিভেরজিনও তাদের মধ্যে ছিলো—সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর কর্নাকভ তখন এক রক্ষণশীল বক্তৃতা দেন। লারার অনুরোধে কলোগ্রিভভ তাঁকে বোঝাতে গিয়েছিলেন, কিন্তু লাভ হয়নি কিছু। ও, তা-ই—বেশ, বেশ, বেশ, কী অদ্ভুত··· কর্নাকভ।

১৪

রাত প্রায় দুটো। ইউরার কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে। মাঝে একটু বিশ্রাম গেছে, ছোটো-ছোটো কেক বিস্কুট সহযোগে চা-পানের পর নাচ শুরু হয়েছে আবার। গাছের ওপর মোমগুলি গ'লে যাচ্ছে, কিন্তু বদলাবার কথা কেউ আর ভাবছে না।

নাচঘরের মাঝখানে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে ইউরা টোনিয়াকে দেখছিলো : এক অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সে নাচছে। ঢেউয়ের মতো টোনিয়া একবার তার কাছে চ'লে এলো, তার সাটিনের ঘাঘরার ঝালর মাছের মতো লাফিয়ে উঠলো, তারপর টোনিয়া আবার অদৃশ্য হ'লো।

নিদারুণ উত্তেজিত হ'য়ে আছে টোনিয়া। বিশ্রামের সময় চায়ের বদলে অগুনতি কমলালেবু খেয়ে সে তেষ্টা মিটিয়েছে, একের পর এক কোয়া খুলেছে, আঙুল আর ঠোঁটের কোনা মুছে চলেছে ফলের মঞ্জরীর মতো আকারের এক রুমাল দিয়ে। অনর্গল কথা বলেছে আর হেসেছে, হাতের রুমালটা কখনো বের করেছে, কখনো কোমরে গুঁজেছে, কখনো ঢুকিয়েছে জামার হাতায়, কখনো গলার ঝালরের তলায়।

এইমাত্র, তার অচেনা সঙ্গীর সঙ্গে ঘুরপাক খেতে-খেতে সে যখন ইউরার গা ঘেঁষে চ'লে গেলো, হাত বাড়িয়ে ইউরার হাতের ওপর চাপ দিয়ে মৃদু হেসেছিলো টোনিয়া। তার হাতের রুমালটা ইউরার আঙুলের ফাঁকে আটকে রইলো। রুমালটা ঠোঁটে চেপে ধ'রে ইউরা চোখ বুজলো। রুমালে কমলালেবুর আর টোনিয়ার হাতের গন্ধ—ইউরাকে একই রকম মুগ্ধ করলো। ইউরার জীবনে এ একেবারে নতুন, এমন অনুভূতি আগে কখনো হয়নি তার, এতো তীব্র, এতো তীক্ষ্ণ, যেন মাথা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত তাকে দীর্ণ ক'রে দিচ্ছে। এই সুবাস যেন শিশুর মতো সরল, অন্ধকারে ফিসফিস ক'রে একটি কথা বলা হ'লো যেন—বুদ্ধি ও বন্ধুতায় ভরপুর। রুমালটা সে বারবার তার চোখে আর ঠোঁটে চেপে ধরলে, তার কোমল গন্ধে হারিয়ে ফেললে নিজেকে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির মধ্যে থেকে বন্দুকের গুলির শব্দ শোনা গেলো।

সকলে ঘুরে দাঁড়িয়ে বসার ঘর আর নাচঘরের মাঝখানকার পরদার দিকে তাকালো। মুহূর্তমাত্রের নিস্তব্ধতা, তারপরই কলরব শুরু হ'য়ে গেলো।

হৈ-চৈ ক'রে ছুটোছুটি করতে লাগলো কেউ-কেউ, কেউ বা কোকার পেছন-পেছন ছুটলো বসার ঘরের দিকে, কারণ সেখান থেকেই গুলির আওয়াজ এসেছে, এবং আরো অনেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো সে-ঘর থেকে, তারা ফুঁপিয়ে কাঁদছে, তর্ক করছে, আর সকলে একসঙ্গে কথা বলছে।

'এ ও কী করলো, এ ও কী করলো?' কমারোভস্কি মরীয়ার মতো ব'লে চলেছে।

'বোরিয়া, বোরিয়া, বলো, তুমি বেঁচে আছো, বলো!' শ্রীমতী কর্নাকভ বিকারগ্রস্তের মতো চীৎকার করছিলেন। 'ডাক্তার ড্রুকভ কোথায়—উনি নাকি এখানে ছিলেন শুনলাম।—ওঃ, কিন্তু কোথায়, কোথায়? কোথায় তিনি?—কী ক'রে, কী ক'রে বলতে পারলে যে তোমার কিছু হয়নি, একটু ছ'ড়ে গেছে কেবল? আমি যে ঠিক কথাই বলেছিলাম এই হ'লো তার প্রমাণ। ও-সব গুণ্ডাগুলোর কীর্তি উনি ফাঁস ক'রে দিয়েছিলেন! এখন ছাখো, কী রকম লোক ওরা। ওগো, তুমি যে তোমার সত্যের জন্য শহীদ হ'তে চলেছো!—ঐ যে নোংরা মাগিটা, ঐ যে! তোর চোখ গেলে দেবো আমি বেবুশ্যে কাঁহাকার, দেখি তুই কী ক'রে পালাস। কী বললেন, কমারোভস্কি মশাই? আপনি? আপনাকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়েছিলো? না, না, এ আমি আর সহ্য করতে পারছি না, এযে আমার সর্বনাশের সময়, কমারোভস্কি, আপনার ঠাট্টায় কান দেবার সময় এখন আমার নেই।—কোকা, কোকা, সোনা আমার, বিশ্বাস করতে পারিস? ও তোর বাবাকে খুন করার চেষ্টা করেছিলো···হ্যাঁ···কিন্তু···ঈশ্বর আছেন! কোকা! কোকা!'

ভিড় বসবার ঘর থেকে নাচঘরে গড়িয়ে এলো। কর্নাকভ সকলের সামনে; বাঁ হাতের আঁচড়ের ওপর একটা ন্যাপকিন জড়াতে-জড়াতে হাসিমুখে তিনি সকলকে আশ্বাস দিচ্ছিলেন যে তাঁর কিছু হয় নি। এদের ঠিক পেছন-পেছন আর-একটি দল এলো, তারা যেন লারাকে হাতে ধ'রে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে আসছে।

ইউরা স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো।—আবার এই মেয়ে! আবারও এমন এক অসাধারণ পরিবেশ! আর আবার তার কাছাকাছি সেই পাকা-চুলওলা ভদ্রলোক। কিন্তু এখন ইউরা লোকটিকে চেনে। এ হ'লো সেই

নাম-ডাক-ওলা উকিলটি, তার বাবার সম্পত্তির সঙ্গে যে কী ভাবে যেন জড়িত। অভিবাদন করার অবশ্য কোনো দরকার নেই। তারা দু'জনে দু'জনকে না-চেনার ভান করে। আর এই মেয়েটি···তাহ'লে এই মেয়েটিই গুলি ছুঁড়েছিলো? প্রসিকিউটর মশাইকে লক্ষ্য ক'রে? নিশ্চয়ই কোনো রাজনৈতিক কারণে? আহা, বেচারা। এবার দুর্ভোগ আছে ওর কপালে। কী গর্বিত ওর রূপ! আর ঐ ছোকরাগুলো ওকে টেনে আনছে, এমনভাবে হাত মুচড়ে দিচ্ছে যেন চোর ধরেছে।

কিন্তু তক্ষুনি বুঝলো যে সে ভুল করেছে। লারা অজ্ঞান হ'য়ে যাচ্ছিলো, ওরা ধ'রে রেখেছে তাকে। প্রায় কোলে তুলে নিয়ে যাওয়া হ'লো সব চেয়ে কাছের আরাম কেদারায়, সেখানে পৌঁছেই অজ্ঞান হ'য়ে গেলো সে।

ইউরা তাকে ধ'রে নিয়ে আসতে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু ভাবলো যাকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে তার দিকে প্রথমে নজর না-দিলে ভালো দেখায় না।

'আমি কি কোনো সাহায্য করতে পারি? আমি ডাক্তার,' কর্নাকভকে বললে সে। 'আপনার হাতটা দেখান তো আমাকে। যাক, আপনার ভাগ্য আছে বলতে হবে। এমন কি ব্যাণ্ডেজ বাঁধারও দরকার নেই। একটু আইওডিন লাগালে অবশ্য কোনো ক্ষতি নেই।—ঐ যে ফেলিটসাটা সেমিওনোভনা, ওঁর কাছে আইওডিন আছে নিশ্চয়ই।'

ফেলিটসাটা আর টোনিয়া তার দিকেই আসছিলো। ফ্যাকাশে, স্তম্ভিত দেখাচ্ছে তাদের দুজনকে। ইউরাকে বললে সব ছেড়ে তক্ষুনি কোট প'রে নিতে। বাড়ি থেকে খবর এসেছে, এক্ষুনি যেতে হবে তাদের।

সব চেয়ে খারাপ যা হ'তে পারে তাই আশঙ্কা করলো ইউরা; সব ভুলে সে তার টুপি আর কোট নিয়ে আসতে ছুটলো।

১৫

আনাকে তারা আর জীবিত দেখলে না। সিঁড়ি বেয়ে ছুটতে-ছুটতে উঠে তারা যখন তাঁর ঘরে গিয়ে দাঁড়ালো তার দশ মিনিট আগে আনা মারা

গেছেন। ফুসফুসে খুব বেশি জল জ'মে তা থেকে হাঁপানির টান ওঠে—সেটাই মৃত্যুর কারণ হ'লো। অসুখটা ঠিক সময়ে ধরা পড়েনি। প্রথম কয়েক ঘণ্টা টোনিয়া চীৎকার করলো, মেঝেতে মাথা ঠুকলো, কাউকে চিনলো না। পরদিন একটু শান্ত হ'লো বটে, কিন্তু তার বাবা অথবা ইউরা কিছু বললে জবাবে মাথা নাড়া ছাড়া আর-কিছু পারে না তখনো; মুখ খুলতে গেলেই তার শোক তাকে অভিভূত ক'রে ফেলে, এমন চীৎকার ক'রে ওঠে যেন তাকে ভূতে পেয়েছে।

আত্মার সদ্গতির জন্য যে-সব প্রার্থনা করা হয়, তার ফাঁকে-ফাঁকে টোনিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা মৃতার পাশে ব'সে থেকেছে নতজানু হ'য়ে; তার বড়ো-বড়ো সুন্দর হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে ঢাকা উঁচুতে রাখা কফিনের একটি কোনা মুঠো ক'রে ধ'রে রেখেছে। তার চার পাশে কাউকেই সে লক্ষ্য করছিলো না; কিন্তু যখনি কোনো আপনজনের চোখে তার চোখ প'ড়ে গেছে, দ্রুত উঠে দাঁড়িয়েছে সে, ঘরের বাইরে চ'লে গিয়েছে, কোনোরকমে কান্না চাপতে-চাপতে ওপরে উঠে গিয়ে বিছানার ওপর আছড়ে প'ড়ে বালিসে মুখ গুঁজে তার ঝোড়ো শোক দমন করেছে।

মনের কষ্টে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার শ্রমে, ঘুমের অভাবে, প্রার্থনার গম্ভীর স্বরে, দিনে-রাত্রে চোখ-ঝলসানো মোমের আলোতে, তার ওপর সর্দির প্রকোপে, ইউরা যেন ঘুমে, স্বর্গীয় আনন্দে, শোকে আর কোমল বিহ্বলতায় স্তম্ভিত হ'য়ে ছিলো।

দশ বছর আগে তার মা যখন মারা যান তখন সে শিশু ছিলো। এখনো মনে আছে, তার সেই ভয় আর শোকের সান্ত্বনাহীন কান্না। তখন তার কাছে নিজের অস্তিত্বের কোনো মূল্য ছিলো না। এমন কি এ-কথাটাও যেন উপলব্ধি করতে পারতো না যে ইউরা নামে কোনো স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব আছে, কোনো মূল্য বা আকর্ষণ আছে তার। তখন যা-কিছু মূল্যবান ব'লে বোধ হ'তো সবই তার বাইরে, তার আশে-পাশে। চারপাশ থেকে এসে তার চৈতন্যে হানা দিতো সেই ঘন, অনস্বীকার্য, বহির্জগৎ, অরণ্যের মতো স্পর্শময়, মা মারা যাবার পর তাই সে অত বিচলিত হয়েছিলো, মনে হয়েছিলো তাঁর পাশে চলতে-চলতে বনের মধ্যে কখন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে;

হঠাৎ তাকিয়ে ভাখে মা নেই, সে একা। এই পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু দিয়ে তৈরি হয়েছে ঐ বন; যা-কিছু তার পরিচিত, সব আছে সেখানে—মেঘ আর দোকানের সাইনবোর্ড, গির্জের ঘণ্টার সোনালি চুড়ো, আর সেই সব অশ্বারোহীরা যারা পুণ্যময়ী চিরকুমারীর গাড়ির আগে-আগে চলে, পবিত্র মূর্তির[১] প্রতি সম্মান দেখিয়ে টুপির বদলে কান-ঢাকা প'রে। সেই বনে আছে দোকানের সাইনবোর্ড, ঢাকা বারান্দা, অগম্য তারা-ভরা রাত্রির আকাশ আর মঙ্গলময় ঈশ্বর আর সাধু-সন্তরা।

নার্স যখন তাকে ভগবানের কথা শোনাতো তখন সেই উঁচু ও অগম্য স্বর্গ অনেক নিচে নেমে এসে যেন ঘিরে থাকতো নার্সের জামার প্রান্তভাগ। স্বর্গ তখন খুব কাছে, হাত বাড়িয়ে তাকে ছোঁয়া যায়, খাড়ির ধারের হেজেল-ঝাড়ের মাথার মতো, যার ডালপালা টেনে সবাই বাদাম পাড়ে। স্বর্গ যেন মুখ ডোবাতো তার সোনালি রঙের ফুল-আঁকা নার্সারির মুখ ধোবার লাল গামলায়, আর সেই আগুন আর সোনা রঙে স্নান ক'রে নিজেকে রূপান্তরিত করতো গির্জের উপাসনায়—সেই গলির ছোট্ট গির্জে যেখানে সে যেতো তার নার্সের সঙ্গে। সেখানে স্বর্গের তারারা রূপান্তরিত হ'তো প্রতিমার সামনেকার আলোয়, মঙ্গলময় ঈশ্বর রূপ নিতেন মঙ্গলময় পিতার, আর সকলেই নিজ-নিজ কর্তব্য আপ্রাণ পালন করছে। কিন্তু সবচেয়ে গভীরভাবে যা অরণ্যের মতো অন্ধকারে তাকে ঘিরে থাকতো, তা হ'লো বয়স্কদের জগৎ, নগরের জগৎ, আর সে, তার অর্ধজান্তব আস্থা নিয়ে, যিনি সেই সেই বনের রক্ষক সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করতো।

এখন সবই বদলে গেছে। স্কুল আর কলেজের এই বারো বছরে পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ, উপকথা, আর কবিতা, ইতিহাস আর প্রকৃতিবিজ্ঞান এমনভাবে পড়েছে যেন এ-সব তার বংশের ঠিকুজি। এখন কিছুতেই আর ভয় নেই তার, জীবনের ভয় নেই, মৃত্যুর ভয় নেই; তার অভিধানে এ-পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব-কিছুর, প্রতি বস্তুর নাম লেখা হ'য়ে গেছে। ইউরার মনে হয় এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সে সমপদস্থ, তাই মায়ের জন্য প্রার্থনা

১ ইভেরস্কায়ার কুমারীর মূর্তিকে জাগ্রত ব'লে মানা হ'তো; গাড়িতে ক'রে অসুস্থ ও মৃতকল্পদের কাছে এই মূর্তি বহন ক'রে নেওয়া হ'তো।

শিশুকালে যে-ভাবে তার কানে বেজেছিলো, আনার জন্য প্রার্থনা আজ আর সে-ভাবে বাজলো না। তখন বিহ্বলতায়, ভয়ে যন্ত্রণায় সে প্রার্থনা করেছিলো। এখন সে এমনভাবে উপাসনা শোনে যেন এ তার ব্যক্তিগত বার্তা, তার ওপর প্রত্যক্ষ এর প্রভাব। প্রতিটি শব্দ মন দিয়ে শোনে সে, আশা করে অন্য যে-কোনো গম্ভীর আলোচনার মতো এদেরও স্পষ্ট অর্থ থাকবে। আকাশের তেজ, মৃত্তিকার শক্তি—এদের বিষয়ে তার যা অনুভূতি, তার সঙ্গে তার ধর্মচেতনার আর যোগ নেই, কেননা সেগুলিকে সে এখন শ্রদ্ধা করে নিতান্তই তার পূর্বপুরুষ হিসেবে।

১৬

'হে পবিত্র ঈশ্বর, হে পবিত্র ও শক্তিমান, হে পবিত্র ও চিরন্তন, আমাদের ওপর তোমার করুণা বর্ষিত হোক।' কী হচ্ছে? সে কোথায়? কফিন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। তাকে এখন জাগতেই হবে। ভোর ছ'টার সময় সেই জামাকাপড়েই চেয়ারে ব'সে-ব'সে ঘুমিয়ে পড়ছিলো সে। নির্ঘাৎ জ্বর হয়েছে তার। এখন সারা বাড়িতে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সবাই, কিন্তু লাইব্রেরির এই কোনায় বইয়ের তাকের পেছনে খোঁজ করবার কথা কেউ ভাবছেও না।

'ইউরা! ইউরা!' মার্কেল ডাকছিলো তাকে। কফিন বের করা হচ্ছে এখন। মার্কেলকে যেতে হবে ফুল নিয়ে, ইউরাকে খুঁজছে সাহায্যের জন্য, কিন্তু কোথায় সে? আরো গোল বাধলো: শোবার ঘরে ফুলের মালাগুলি স্তূপাকার ক'রে রাখা ছিলো, আনতে গিয়ে মার্কেল আটকা প'ড়ে গেলো সে-ঘরে, কেননা সিঁড়ির চত্বরে সেই আলমারিটার কপাট খুলে গিয়ে শোবার ঘরের দরজাটিকে বাইরে থেকে আটকে দিয়েছে।

'মার্কেল! মার্কেল! ইউরা!' একতলা থেকে চীৎকার করছিলো সবাই। দরজায় এক লাথি মেরে মার্কেল বাধা ডিঙোলো, কিছু ফুলের মালা নিয়ে দৌড়োলো সে।

'হে পবিত্র ঈশ্বর, হে পবিত্র ও শক্তিমান, হে পবিত্র ও চিরন্তন,' শব্দগুলি

ধীরে-ধীরে রাস্তার ওপর দিয়ে ব'য়ে চলেছে, সহজে মিলিয়ে যাচ্ছে না। একটি পালক যেন নরম হাত বুলিয়ে গেলো বাতাসের গায়ে, সব যেন দুলছে—ফুলের মালা, পথচারী, ও ঘোড়াদের কেশরওলা মাথা, পুরোহিতের হাতের ধুনুচি, আর তাদের সবার পায়ের তলায় শাদা মাটি।

'ইউরা! হা ভগবান। যাক, শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেলো তোমাকে,' শুরা শ্লেজিঙ্গের তার কাঁধ ঝাঁকালেন। 'কী হয়েছে তোমার? কফিন নিয়ে যাবে এবার। তুমি আমাদের সঙ্গে আসছো তো?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

১৭

অন্ত্যেষ্টি হ'য়ে গেলো। ঠাণ্ডায় পা ঘষতে-ঘষতে এগিয়ে এলো ভিখারির দল, দুই সারে দাঁড়ালো। কফিনের গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি ভরা ফুলের মালা, আর ক্র্যুগেরদের গাড়ি আস্তে নড়লো, অল্প দুলে উঠলো। গির্জের আরো কাছে গাড়িগুলিকে নিয়ে এলো কোচোয়ানেরা। শুরা শ্লেজিঙ্গের চোখের জলে ভেজা মুখ নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন। মাথার স্যাঁৎসেতে ওড়না তুলে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে গাড়ির সারের দিকে তাকালেন তিনি; শববাহীরা যেখানে অপেক্ষা করছিলো সেই গাড়ির দিকে নজর পডতে মাথা নেড়ে ডেকে নিলেন তাদের, তারপর তাদের সঙ্গে গির্জের ভেতর মিলিয়ে গেলেন। ক্রমেই লোক বেড়ে চলেছে।

'তা—আনা ইভানোভনা তাহ'লে গেলেন। আমাদের মধ্যে আর নেই তিনি—এর চেয়ে ভালো জায়গায় চ'লে গেলেন—বেচারা!'

'হ্যাঁ, তাঁর জীবন তো বেঁচে নিলেন তিনি। এবার বিশ্রাম।'

'সঙ্গে গাড়ি আছে তোমার, না কি এগারো নম্বর ধরবে?'

'এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে ঝিঁঝিঁ ধ'রে গেছে। একটু পা টান ক'রে বসা যাক, তারপর একটা গাড়ি নিয়ে নেবো।'

'দেখেছিলে—ফুফকভ কেমন ভেঙে পড়েছিলো? আনার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দরদর ক'রে জল পড়ছিলো ওর গাল বেয়ে, বার-বার নাক

ঝাড়ছে—আর একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আবার আনার স্বামীর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়েছিলো।'

'আরে বরাবরই তো আনার দিকে ওর নজর।'

এমনি ক'রে শহরের অপর প্রান্তে কবরখানার দিকে এগিয়ে চললো তারা। শক্ত বরফ গলতে শুরু করেছে আজ। ভারি, শুদ্ধ এক দিন, বরফের শেষ, জীবনের সমাপ্তির এক দিন—এই দিন যেন অন্ত্যেষ্টির জন্যই চিহ্নিত। কবরখানার রেলিঙের ফাঁক দিয়ে নোংরা বরফের স্তূপগুলিকে দেখা যাচ্ছে—কুঁচকোনো কাপড় আর পশমের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে যেন, গলানো রুপোর মতো ভেজা আর কালো বরফ যেন শোকের পোষাক প'রে আছে।

এই গির্জের কবরখানাতেই ইউরার মাকে কবর দেওয়া হয়েছিলো। সম্প্রতি ইউরা তাঁর কবরে আসেনি। সেদিকে তাকিয়ে ইউরা মৃদুস্বরে ডাকলো, 'মা!' প্রায় তেমনি ক'রে ডাকলো যেমন ডেকেছিলো অনেক বছর আগে।

গম্ভীর ছবির মতো কয়েকটি দলে ভাগ হ'য়ে-হ'য়ে সবাই ফিরে আসতে লাগলো; পরিষ্কার ক'রে ঝাঁট-দেওয়া পথের বাঁকগুলি যেন শোকার্ত লোকেদের মাপা ও ব্যথিত পদক্ষেপের সঙ্গে খাপ খায় না। টোনিয়া হাঁটছিলো তার বাবার হাতে হাত রেখে। তাদের পেছনে আসছে ক্র্যুগেররা। কালো পোষাকে ভালো দেখাচ্ছে টোনিয়াকে।

আলগা মাটির মতো আঁশওলা বরফ যেন হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে মঠের গোলাপি দেয়ালের গায়ে, গির্জের চুড়োয় ক্রুশের শেকলে। মঠের উঠোনের দূর কোনে দেয়াল থেকে দেয়াল পর্যন্ত কাচা কাপড় ঝুলছে—ভারি, ভেজা শার্ট, চাদর, পীচ-রঙা টেবিলের কাপড়। ইউরা চিনতে পারলে, গির্জের মঠের এই সেই অংশ যেখানে সেই রাত্রে তুষারের ঝড় তাণ্ডব করেছিলো—নতুন-নতুন বাড়িঘর উঠে চেহারা একেবারে বদলে গেছে।

একা হেঁটে চলেছে ইউরা, অন্য সকলের আগে-আগে; মাঝে-মাঝে থেমে প'ড়ে অন্যদের এগিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করছে। তার পেছন-পেছন যারা ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে সেই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে মৃত্যু যে-নিঃসঙ্গতায়

প্রতিযোগিতায় ডেকে নিয়েছে তার উত্তরে ইউরা—জল যেমন অনিবার্য গতিতে নিচের দিকে গড়িয়ে যায় তেমনি অনিবার্যভাবে আকর্ষিত হচ্ছে, তাকে টানছে তার স্বপ্ন, তার চিন্তা, নতুন সৃষ্টির, নতুন সৌন্দর্যের জন্ম দেবার প্রেরণা। সে উপলব্ধি করেছে—এমনভাবে এর আগে কখনো করেনি—যে শিল্পের স্থির ও অন্তহীন ভাবনা হ'লো দুটি: শিল্প অনবরত ধ্যান করছে মৃত্যুর, আর তারই মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করছে জীবন। সে অনুভব করলে যে যে-কোনো মহৎ ও খাঁটি শিল্প সম্বন্ধে এ-কথা সত্য ; এ-কথা সত্য সেই শিল্পকর্মটিরও বিষয়ে যার নাম সন্ত ইয়নের দিব্যদর্শন, আর সেটিকে অন্ত যে-সব শিল্পকর্ম যুগ-যুগ ধ'রে শেষ ক'রে চলেছে, তাদের বিষয়েও এ-কথা সত্য।

আনার স্মৃতিতে একটি কবিতা লেখার জন্য দু'এক দিন সে একলা কাটাবে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, বাড়ি থেকে, দূরে স'রে থাকবে, সানন্দ প্রত্যাশায় ইউরা সেই দু'একটি দিনের কথা ভাবলে। জীবন তাকে হঠাৎ যে-সব খাপছাড়া উপহার দিয়েছে তাদের কথা থাকবে সেই কবিতায়—আনার চরিত্রের শ্রেষ্ঠ লক্ষণগুলির বর্ণনা ; শোকের পোষাকে টোনিয়া ; অন্ত্যেষ্টির পর ফেরার পথে রাস্তার ঘটনা ; আর মঠের ঐ অংশে ঝুলে-থাকা ভেজা কাপড—যেখানে শিশু ইউরা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলো, আর তাণ্ডব তুলছিলো তুষারের ঝড়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অনিবার্যের আবির্ভাব

১

জ্বরের ঘোরে অর্ধচেতন লারা, ফেলিটসাটা সেমিওনোভনার বিছানায় প'ড়ে ছিলো। তাকে ঘিরে ফিসফিস ক'রে কথা বলছিলো চাকর-বাকররা আর ডাক্তার ড্রুকভ।

বাড়ির বাকি অংশটা ফাঁকা, অন্ধকার। কেবল বসবার ঘরের দেয়ালে একটি আলো জ্বলছে, তার মৃদু আভা ছড়িয়ে পড়েছে পরস্পর-সংযুক্ত লম্বা একসারি ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত।

এই গলিতে ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে পাইচারি করছে কমারোভস্কি—ভঙ্গিটা এমন যেন এটা তারই বাড়ি, এখানে সে অতিথি নয়। এক-একবার খবরের জন্য শোবার ঘরে যায়, আর ছিটকে চ'লে আসে ফ্ল্যাটের অপর প্রান্তে—সেই রুপোলি বুদ্বুদে ভরা গাছের পাশ কাটিয়ে, খাবার ঘর পার হ'য়ে—যেখানে টেবিল-ভরা অভুক্ত খাদ্য প'ড়ে আছে, আর যখনই জানলা ঘেঁষে গাড়ি যাচ্ছে, কিংবা ইঁদুর খেলে বেড়াচ্ছে বাসনের ওপর দিয়ে, সবুজ স্ফটিকের পানাধারগুলি তখনই বেজে উঠছে টুংটাং ক'রে।

চিন্তার ঝড় উঠেছে কমারোভস্কির বুকে। কী কেলেঙ্কারি! কী লজ্জা। রাগে সে যেন টগবগ ক'রে ফুটতে লাগলো। এই ঘটনায় তার মান-সম্মান, নাম-ডাক সব যেতে বসেছে। যে-ক'রে হোক লোকের মুখ বন্ধ করতে হবে,

আর যদি ইতিমধ্যে জানাজানি হ'য়ে গিয়ে থাকে তাহ'লে থামাতে হবে গুজব, জন্মের মুহূর্তে সেই গুজবকে সে গলা টিপে মারবে।

কমারোভস্কির উত্তেজনার আরেকটি কারণ হ'লো এই যে বুনো, বেপরোয়া এই মেয়েটার জন্য আবার এক অদম্য আকর্ষণ সে অনুভব করছে। লারা যে অন্য সবার চাইতে আলাদা তা সে বরাবর জানতো। কী যেন এক অনন্ত গুণ ওর মধ্যে আছে। কিন্তু কী গভীর, কী যন্ত্রণাময়, কী অপূরণীয়ভাবেই না সে আহত করেছে ওকে, ছত্রখান ক'রে দিয়েছে ওর জীবন, আর কী অস্থির আর উদ্দাম জেদ নিয়েই না ও চেয়েছে নিজের ভাগ্যকে নতুন ক'রে গড়তে, শুরু করতে চেয়েছে নতুন জীবন।

এ-কথা সব দিক থেকেই স্পষ্ট যে লারাকে তার সাহায্য করতেই হবে— একটা ঘর ভাড়া করা যায়—কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ওর কাছে আসা চলবে না; বরং এড়িয়ে চলতে হবে, স'রে দাঁড়াতে হবে যাতে কোনো মতেই তার আঁচটুকুও ওর গায়ে না লাগে, তা না হ'লে ঐ বুনো মেয়ে যে কখন কী ক'রে বসবে তার ঠিক নেই।

ইশ—কী ঝঞ্ঝাট এখনো তার সামনে! এ-সব ব্যাপারের ফল কখনো শুভ হয় না। আইন তো ছেড়ে কথা কইবে না। এই তো, এখনো ভোর হয় নি, আর দু'ঘণ্টাও হয় নি ব্যাপারটা ঘটেছে, ইতি মধ্যেই দু' দুবার পুলিশ হানা দিয়ে গেছে, আর সে, কমারোভস্কি—তাকে যেতে হয়েছে রান্নাঘরে, দারোগার সঙ্গে দেখা ক'রে নরমে-গরমে বোঝাতে হয়েছে।

যতো সময় যাবে গোলমাল ততোই বাড়বে। তাদের প্রমাণ করতে হবে যে লারা, কর্নাকভকে নয়, তাকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়েছিলো। কিন্তু তাতেও শেষ হবে না; লারা অভিযোগ থেকে আংশিকভাবে মুক্তি পাবে ঠিকই, কিন্তু অন্য কারণগুলি তার হাজত-বাসের সপক্ষেই রায় দেবে।

সেটা বন্ধ করার জন্য যা-কিছু করা দরকার কভারোভস্কিকে তা করতেই হবে। ব্যাপারটা যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায় তাহ'লে এই মর্মে সে কোনো মনস্তাত্ত্বিকের অভিমত জোগাড় করবে যে গুলি ছোঁড়ার সময় নিজের কাজের দায়িত্ব নেবার মতো অবস্থা লারার ছিলো না। মামলা যদি আদালতে ওঠেই, তাহ'লে ওখানেই শেষ হ'য়ে যাওয়া চাই।

এই সব চিন্তা করতে-করতে একটু শান্ত হ'তে শুরু করলো কমারোভস্কি। রাত শেষ হ'লো। লম্বা-লম্বা আলোর রেখা ছড়িয়ে পড়লো ঘর থেকে ঘরে, চেয়ার-টেবিলের তলায় ঢুকে পড়লো চোরের মতো,—না কি নায়েবের মতো?

লারার অবস্থা পূর্ববৎ—শোবার ঘরে শেষ বার গিয়ে এই খবর জেনে কমারোভস্কি বেরিয়ে পড়লো; তার এক বন্ধু, রুফিনা অনিসিমোভনা ভয়েট-ভয়েটকভ্স্কির সঙ্গে দেখা করতে। মহিলাটি ওকালতি করেন, এক দেশত্যাগী রাজনৈতিকের স্ত্রী। আট-ঘর-ওলা ফ্ল্যাটটি এখন ভদ্রমহিলার পক্ষে বড্ড বড়ো, ভাড়া টানতে না-পেরে দুটো ঘর তিনি ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন। একটা ঘর সম্প্রতি খালি হয়েছে, কমারোভস্কি সে-ঘরখানা লারার জন্য নিয়ে নিলে। সেই ঘরে কয়েক ঘণ্টা পরে জ্বরবিকারে অচেতন লারাকে নিয়ে আসা হ'লো।

২

রুফিনা অনিসিমোভনা হলেন প্রগতিশীলা, কুসংস্কারের চিরশত্রু তিনি, আর য'-কিছু তাঁর মতে 'জীবন্ত এবং দৃঢ়' তারই তিনি সপক্ষে।

ভদ্রমহিলা তাঁর আলমারির দেরাজে সর্বদাই এহ্রফুর্ট[১] পরিকল্পনার কপি রাখেন—লেখকের স্বহস্তে সই করা। ঘরের দেয়ালে ফোটোগ্রাফগুলির মধ্যে একটিতে দেখা যাচ্ছে তাঁর স্বামীকে—'তার লক্ষ্মী ভয়েট'-কে—সুইৎসার্ল্যাণ্ড বেড়াতে গিয়ে চকচকে রেশমি জ্যাকেট আর পানামা টুপি প'রে প্লেখানভের[২] সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন।

তাঁর অসুস্থ ভাড়াটেকে দেখেই অপছন্দ হ'লো রুফিনা অনিসিমোভনার। তাঁর মতে লারা হ'লো অসহ্য এক প্রতারক, তার এই জ্বরের প্রকোপ ভান ছাড়া কিছু না। তিনি হলফ ক'রে বলতে পারেন যে যারা নিজেকে কল্পনা ক'রে নিয়েছে এক অপ্রকৃতিস্থ গ্রেচেন[৩] ব'লে, এক গথিক পাতাল-দুর্গে তাকে বন্দী করা হয়েছে।

---

১ ১৮৯১ সালে জর্মান সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টির কংগ্রেসে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

২ রুশ মার্ক্সীয় দার্শনিক, সুইৎসার্ল্যাণ্ডে অধিকাংশ জীবন কাটিয়েছিলেন।

৩ গ্রেচেন (Gretchen): গ্যেটের 'ফাউস্ট'-এর নায়িকা। —অনুবাদকের টীকা।

খুব একটা হালকা সজীবতার সঙ্গে তাঁর অবজ্ঞা প্রকাশ করতেন তিনি : দড়াম-দড়াম ক'রে দরজা বন্ধ করতেন, উঁচু গলায় গান গাইতেন, ফ্ল্যাটে তাঁর নিজের অংশে চলতেন যেন তুফানের বেগে, আর জানলা খুলে রাখতেন সারাদিন।

ফ্ল্যাটটি ছিলো আর্বাটের[১] ওপর এক বাড়ির সবচেয়ে ওপর তলায়। সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হবার পর থেকে আকাশ তার বিপুল বিস্তার নিয়ে জানলা ভ'রে রাখতো—নদীর মতো আকাশ, যে-নদীতে বান ডেকেছে। শীতকালে অর্ধেকটা সময়ই আগামী বসন্তের বার্তায় ভ'রে থাকতো ফ্ল্যাটটি।

দক্ষিণের উষ্ণ বাতাস চাতাল দিয়ে ঘরে এসে ঢোকে। দূরে স্টেশনের এঞ্জিনের শব্দ ভেসে আসে যেন সিন্ধুঘোটকের গর্জন। অসুস্থ লারা বিছানায় শুয়ে স্মৃতি নিয়ে অবসর যাপন করে।

প্রায়ই সেই দিনটির কথা তার মনে পড়ে, উরাল থেকে যেদিন তারা মস্কোতে এলো, সাত-আট বছর আগেকার সেই সন্ধ্যা, সেই অবিস্মরণীয় শৈশব।

স্টেশন থেকে শহরের অপর প্রান্তে তাদের হোটেলে যাচ্ছিলো তারা, ভাড়া-গাড়িতে, নিরানন্দ অলিগলি পার হ'য়ে। রাস্তার বাতিতে দেয়ালে-দেয়ালে একের পর এক কুঁজো ছায়া পড়ছিলো তাদের গাড়োয়ানের ; বড়ো হ'তে-হ'তে দানবীয় হ'য়ে উঠছিলো সেই ছায়া, বাড়ির ছাদ ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো ; তারপর সে-ছায়া মিলিয়ে যেতে-যেতেই আবার নতুন ছায়াপাত।

সেই অন্ধকার সন্ধ্যায় মস্কো নগরীর দেড় হাজার ঘণ্টা বাজছিলো, রাস্তা দিয়ে ছুটতে-ছুটতে টংটং করছিলো ট্রামের ঘুন্টি, কিন্তু শুধু সেজন্যই নয়, আলো, দোকানের সামনের চাতাল, সব যেন বধির ক'রে দিয়েছিলো লারাকে, তারাও যেন চাকার মতো, ঘণ্টার মতো সরব।

তাদের হোটেলের ঘরে ঢুকে অবিশ্বাস্য আকারের এক তরমুজ দেখে সে হকচকিয়ে গিয়েছিলো। গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে কমারোভস্কির এই উপহার যেন তার ক্ষমতা আর বিত্তের প্রতীক ব'লে মনে হয়েছিলো লারার। সেই

১ খুব চওড়া এই রাস্তায় একটি বাজার আছে।

অনবদ্য বস্তুটির ঘন-সবুজ সুগোল শরীরে ছুরি বসিয়ে কমারোভস্কি যখন দু' টুকরো ক'রে ফেললে, শীতল, মধুর তার হৃদয় যখন খুলে গেলো তাদের চোখের সামনে, তখন আতঙ্কে লারার দম বন্ধ হ'য়ে এসেছিলো কিন্তু তবু 'খাবো না' বলার সাহস হয় নি। অস্বাচ্ছন্দ্যে সেই সুবাসিত গোলাপি ফলের টুকরো তার গলায় আটকে গিয়েছিলো, তবু জোর ক'রে গিলে ফেলেছে।

সেই ব্যয়সাপেক্ষ খাদ্য, রাজধানীর সেই নৈশ জীবন যেমন তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিলো তখন, ঠিক তেমনি ভাবেই পরে কমারোভস্কি স্বয়ং তাকে আচ্ছন্ন করলে—সমস্ত কিছুর এই হ'লো আসল ব্যাখ্যা।

কিন্তু এখন কমারোভস্কি এমন বদলে গেছে যে চেনা যায় না। তার ওপর কোনো দাবি করেনি সে, কখনো অতীতের কথা মনে করিয়ে দেয় নি, আর কখনো. এমন কি, দেখতেও আসেনি তাকে ; নিজের দূরত্ব বজায় রেখে লারাকে সে কী ভদ্রভাবেই না এই আশ্বাস দিচ্ছে যে তাকে সাহায্য করতে সে সর্বদাই প্রস্তুত।

তার সঙ্গে দেখা করতে এসে কলোগ্রিভভ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবহার করেছিলেন। তিনি আসাতে খুশি হ'য়ে উঠেছিলো লারা। তাঁর দেহের উচ্চতা আর রূপ দিয়ে ততোটা নয়, যতোটা তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছুরিত প্রাণশক্তি আর আনন্দিত দীপ্ত হাসি দিয়ে তার এই অতিথি ঘরের অর্ধেকটাই ভ'রে ফেলেছিলেন।

লারার বিছানার পাশে ব'সে চিন্তিতভাবে হাত ঘষলেন কলোগ্রিভভ। পিটার্সবার্গে মন্ত্রীসভায় যখন তাঁর ডাক পড়ে তখন খেতাবধারী বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি এমনভাবে কথা বলেন যেন তাঁরা স্কুলের দুষ্টু ছেলে ; কিন্তু এখন তাঁর সামনে যে-মেয়েটি শুয়ে আছে সে কিছুদিন আগে পর্যন্তও তাঁর পরিবারভুক্ত ছিলো, এ তাঁর নিজের মেয়ের মতো। বাড়ির অন্য সকলের মতো এর সঙ্গেও একটা-দুটোর বেশি কথা বলেন নি, পাশ দিয়ে যাবার সময় কখনো হয়তো তাকিয়েছেন চোখ তুলে : তাঁর এই সংক্ষিপ্ত আচরণের উত্তাপ ও মাধুর্য সকলেই উপলব্ধি করে। বয়স্ক ব্যক্তির মতো নিস্পৃহ আচরণ কলোগ্রিভভ লারার সঙ্গে করতে পারলেন না। কী ভাবে কথা শুরু করলে লারা ব্যথিত হবে না ঠিক করতে না-পেরে কলোগ্রিভভ মৃদু হেসে যেন

শিশুর সঙ্গে কথা বলছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, 'কী, মৎলবটা কী তোমার? এমন নাটুকেপনার অর্থ কী বলো তো?'

একটু থামলেন কলোগ্রিভভ, নোনা-ধরা দেয়াল আর কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে অনুযোগের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন।

'ডুসেলডর্ফে একটা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হচ্ছে—ছবি, মূর্তি, ফুল। আমি যাচ্ছি। এ-ঘরটা স্যাঁৎসেতে—বুঝলে! আর একটা নির্দিষ্ট বাসস্থান বিনা এ-ভাবে এখান থেকে ওখানে ক'দিন ঘুরে বেড়াবে? আর এই ভয়েট স্ত্রীলোকটি, তোমাকে চুপিচুপি বলি,—ইনি বড্ড বদখদ ব্যাপার। আমি চিনি এঁকে। অন্য কোথাও চ'লে যাও না। অনেকদিন তো অসুস্থ হ'য়ে শুয়ে থাকলে। এবার উঠে পড়ার সময় হয়েছে। ঘরটা বদলাও, কিছু-একটা করো, পড়াশুনোটা শেষ ক'রে ফেলো। এক ছবি-আঁকিয়ে বন্ধু আছে আমার, দু'বছরের জন্য তুর্কিস্থানে যাচ্ছে সে। বেশ পার্টিশন-করা এক স্টুডিও আছে তার—ছোটোখাটো ফ্ল্যাটের মতো। আমার মনে হয় আসবাবপত্র সুদ্ধু স্টুডিওটা সে এমন কাউকে দিয়ে যাবে যে দেখাশুনো ক'রে রাখবে। ঠিক করবো নাকি? আর-এক কথা। অনেকদিন থেকেই ভাবছি এ-কথা…এটা আমার নিতান্ত কর্তব্য·· কারণ লিপা…তোমার জন্য এখানে অল্প কিছু টাকা আছে, লিপার পাশ করার জন্য তোমার বোনাস। না, লক্ষ্মী তো…আমি অনুরোধ করছি, জেদ কোরো না,…না, সত্যি, তোমাকে নিতেই হবে…'

লারার প্রতিবাদ, চোখের জল আর জবরদস্তি সত্ত্বেও কলোগ্রিভভ যাবার আগে দশ হাজার রুব্‌লের একটা চেক তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য করলেন।

সেরে উঠে, স্মলেন্স্কি বাজারের কাছে কলোগ্রিভভের অনুমোদিত সেই বাড়িতে উঠে গেলো লারা। বুড়োটে চেহারার এক দোতলা বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাট। অন্য অংশে গাড়োয়ানেরা থাকে, একতলায় গুদোম। নুড়ি-ছড়ানো উঠোনে সর্বদাই বুটের খোসা আর খড়ের টুকরো ছড়ানো-ছিটোনো। বক-বকম করতে-করতে পায়রা ঘুরে বেড়ায়, সশব্দে উড়ে আসে লারার জানলার পাশে; মাঝে-মাঝে পাথরের নালা বেয়ে উঠে আসে ইঁদুরের দল।

৩

লারাকে নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন হ'য়ে আছে পাশা। ওর অসুখ যতো দিন বেশি ছিলো তাকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি, কেমন লেগেছে তার? লারা একজনকে খুন করতে চেষ্টা করেছিলো, এমন একজনকে, যে তার সামান্য পরিচিতি মাত্র, অথচ লারা যাকে মারতে চেয়েছিলো সে-ই কিনা পরে তাকে রক্ষা করলে! যে-শাস্তি লারার মাথার ওপর ঝুলছিলো তা থেকে তাকে বাঁচালে! তারই জন্য আবার লারা পড়াশুনো শুরু করতে পেরেছে, নিরাপদে, কোনো বিপদে না-প'ড়ে। ধাঁধাঁ লাগে পাশার, যন্ত্রণা পায় সে।

ভালো হ'য়ে উঠে পাশাকে ডেকে পাঠিয়ে লারা বলেছিলো, 'আমি খারাপ মেয়ে। আমাকে তুমি চেনো না, তুমি জানো না আমার আসল রূপ কী। কোনো একদিন তোমাকে সব বলবো। এক্ষুনি ও-বিষয়ে কথা বলতে পারবো না; তুমি তো দেখতেই পাও, যখনই বলবার চেষ্টা করি আমার কান্না এসে যায়। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে আমাকে, আমাকে তুমি ভুলে যাও। আমি তোমার যোগ্য নই।'

এ-সব কথার পরে ভয়ংকর সব দৃশ্য একের পর এক ঘ'টে গেছে, প্রত্যেকটি আগেরটির চাইতে আরো অসহনীয়, মর্মবিদারক। লারা তখনো আর্বাট স্ট্রীটে ছিলো; ভয়েটকভ্স্কায়া যখনই গলিতে পাশার চোখের জলে ভেজা মুখ দেখতে পেতেন, ছুটে ঘরে গিয়ে সোফায় ব'সে প'ড়ে হাসতে থাকতেন যতোক্ষণ না পেটে খিল ধ'রে যেতো তাঁর; 'ওঃ, আর পারিনে, আর পারিনে, এ যে বড্ডো বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে,' চীৎকার করতেন তিনি, 'হায়, বলবান নিঃশব্দ পুরুষ। হায় স্যামসন!'

এই আসক্তি—যা পাশাকে কলুষিত করবে—তার এই প্রেমকে সমূলে উচ্ছিন্ন আর তার যন্ত্রণার অবসান ঘটাবার জন্য লারা একদিন বললে যে পাশার সঙ্গে তার সম্বন্ধ জন্মের মতো শেষ হ'য়ে গেছে, সে তাকে ভালোবাসে না। কিন্তু কথাটা বলতে গিয়ে লারা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে এমন কাঁদলে যে তাকে বিশ্বাস করা অসম্ভব হ'য়ে উঠলো।

মারাত্মক সেই সাত পাপের[১] প্রত্যেকটির দ্বারা লারাকে কলঙ্কিত ব'লে অনুমান করতো পাশা, তার প্রত্যেকটি কথা অবিশ্বাস করতো, চাইতো তাকে শাপান্ত করতে, ঘৃণা করতে, কিন্তু রাক্ষুসে এক আবেগ নিয়ে লারাকে ভালোবাসে সে, এমন কি লারার চিন্তাগুলিকেও হিংসে করে, হিংসে করে তার জলখাবার পাত্রটিকে, তার মাথার বালিশটিকে। পাগল যদি না-হ'য়ে যেতে চায় তাহ'লে দৃঢ় হ'য়ে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে তাদের। পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা না-ক'রে তক্ষুনি বিয়ে ক'রে ফেলতে মনস্থির করলে তারা। বিয়ের দিন ঠিক হ্য়েছিলো 'লো সানডে'[২]তে, কিন্তু লারার ইচ্ছেমতো আবার পিছিয়ে দেওয়া হ'লো'।

'হুইট মানডে'[৩]তে তাদের বিয়ে হ'লো। ততোদিনে জানা গেছে যে তারা দু'জনেই স্নাতক পরীক্ষায় ভালোভাবে উৎরে গেছে। সব ব্যবস্থা করলেন লারার সহপাঠিনী টুসিয়ার মা, লিউডমিলা কাপিটোনোভনা চেপুর্কো। সুন্দরী মহিলা তিনি, উঁচু তার বক্ষস্থল, গানের মতো মৃদু নরম গলার স্বর; ভদ্রমহিলার মাথায় যতো রাজ্যের কুসংস্কার গিজগিজ করছে—কিছু তাঁর সংগৃহীত, আর কিছু স্ব-কল্পিত।

লারা যেদিন 'বেদীমূলে আনীত হ'লো' (লারাকে সাজাতে-সাজাতে তাঁর জিপসি-স্বরে আহ্লাদি ভঙ্গিতে লিউডমিলা যেমন বলেছিলেন) সেদিন ছিলো ভয়ংকর গরম। গির্জের সোনালি চুড়োয় আর শহরের বাগানে নতুন বালি-বিছোনো রাস্তায় তীব্র হলুদ রংটা চীৎকার করছিলো যেন। 'হুইট মানডে' পরব উপলক্ষ্যে গির্জের রেলিঙের ধারে বার্চগাছের চারা পোঁতা হয়েছে; রোদে পুড়ছে ধুলো-পড়া, গুটিয়ে-ছোটো-হ'য়ে-যাওয়া পাতাগুলি, একটু হাওয়া নেই, চোখ-ধাঁধানো সূর্যের আলো, উজ্জ্বল রেখা ফেলে-ফেলে রোদ যেন চোখের সামনে নাচছে। যেন হাজারটা বিয়ে হবে আজ; প্রত্যেকটি মেয়ে কনের মতো হাল্কা পোষাকে সেজেছে, চুল কুঁকড়েছে, আর ছেলেরা সবাই

১ খৃষ্টান মতে সাতটি পাপ মারাত্মক: কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য, আলস্য, দম্ভ, ও অতিভোজন। —অনুবাদকের টীকা

২ Low Sunday: ঈস্টার দিবসের পরবর্তী রবিবার। —অনুবাদকের টীকা

৩ Whit Monday: ঈস্টার দিবসের পরে সপ্তম সোমবার। —অনুবাদকের টীকা

তেল দিয়েছে মাথায়, উৎসব উপলক্ষ্যে পরেছে আঁটো কালো রঙের পোষাক। সবাই আজ উত্তেজিত, তেতে আছে তাদের সবার শরীর।

বেদীর কাছে এগোবার জন্য লারা কার্পেটের ওপর পা রাখতেই লাগোডিনা, তার আরেক বন্ধুর মা, একমুঠো রুপোর মুদ্রা তার পায়ের কাছে ছিটিয়ে দিলেন—ওটা হ'লো প্রাচুর্যের প্রতীক ; ঐ একই কারণে লিউডমিলা লারাকে ব'লে দিলেন যে বিয়ের মুকুট মাথায় পরার সময় খালি আঙুলে যেন সে ক্রুশ-চিহ্ন না আঁকে—ওড়নার আঁচল, কিংবা লেসের ঝালর দিয়ে যেন ঢেকে নেয় হাতের পাতা। আরো ব'লে দিলেন, সংসারে একাধিপত্যের জন্য সে যেন তার হাতের মোমবাতি উঁচু ক'রে ধরে। কিন্তু লারা তার নিজের ভবিষ্যৎ পাশার কাছে বলি দেবার জন্য যথাসম্ভব নিচু ক'রে ধ'রে রাখলে মোমবাতি, কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হ'লো না, কেননা সে যতোই নিচু ক'রে ধরে, পাশা তার হাতের মোমবাতি আরো নিচুতে নামিয়ে নেয়।

বিবাহোত্তর প্রাতরাশের জন্য গির্জে থেকে তারা সোজা চ'লে এলো স্টুডিওতে—পাশা নতুন ক'রে সাজিয়েছে সেটি। অতিথিরা চেঁচিয়ে বললে, 'তেতো!' ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে আর-এক দল একসঙ্গে জবাব দিলে, 'মিষ্টি ক'রে দাও।'' আর বর-কনে লাজুক হেসে পরস্পরকে চুম্বন করলো।[১] লিউডমিলা তাদের সম্মানে 'সেই আঙুর খেত' গানটি গাইলেন, 'ভগবান তোমাদের দিন প্রেম ও সমন্বয়' এই পদটির পুনরাবৃত্তি করলেন বার-বার ; আরো একটি গান গাইলেন, তার আরম্ভটা এই রকম 'খোলো কবরী, দাও ছড়িয়ে সোনালি কেশ।'

সবাই চ'লে যাওয়ার পর তারা যখন একা হ'লো তখন সেই আকস্মিক নীরবতায় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো পাশা। রাস্তার ওপারে একটি বাতি জ্বলছিলো ; পাশা যতো ভালো ক'রেই পর্দা টানুক না কেন আলোর সূক্ষ্মতম একটি রেখা তবুও এসে পড়ে ঘরের মধ্যে। সেই আলোর জন্য স্বস্তি পাচ্ছিলো না পাশা, তার বার-বার মনে হচ্ছিলো যেন কেউ তাদের লক্ষ্য করছে। শিহরিত হ'য়ে পাশা উপলব্ধি করলে যে ঐ আলোর কথা সে লারার চাইতে, তার নিজের চাইতে, লারার জন্য তার প্রেমের চাইতেও বেশি ক'রে ভাবছে।

১। রুশ বিবাহের এটি একটি আচার। —অনুবাদকের টীকা

সেই রাত্রে, যে-রাত্রিকে তার মনে হয়েছিলো চিরন্তন, আন্টিপভ ('স্টেফানি' বা 'রূপসী কুমারী' এই নামে তার সহপাঠীরা ডাকতো তাকে) একই সঙ্গে আনন্দের শিখরে আর হতাশার নিম্নতম গহ্বরে পৌঁচেছিলো। তার সন্দেহ আর অনুমানের সঙ্গে বদলে-বদলে চললো লারার স্বীকারোক্তি। লারাকে প্রশ্ন করলে সে, আর তার প্রত্যেকটি জবাবে এমন বিমর্ষ হ'য়ে যেতে লাগলো যে মনে হ'লো খাড়াই এক পাহাড় বেয়ে গড়াতে-গড়াতে সে প'ড়ে যাচ্ছে। তার আহত কল্পনা তাল রাখতে পারলে না লারার স্বীকারোক্তির সঙ্গে।

ভোর পর্যন্ত কথা বললে তারা। সেই এক রাত্রে পাশার জীবনে যে-সুস্পষ্ট আর আকস্মিক এক পরিবর্তন এলো, তার সমস্ত জীবনে আর কখনো তা ঘটে নি। নতুন মানুষ হ'য়ে জেগে উঠলো সে, এখনো তার নাম পাশা আন্টিপভই আছে ভাবতে প্রায় অবাক লাগলো তার।

৪

ন' দিন পরে বন্ধু-বান্ধবেরা মিলে সেই একই ঘরে তাদের জন্য এক বিদায়-সংবর্ধনার আয়োজন করলে। পাশা আর লারা দু'জনেই পরীক্ষায় পাশ করেছে, খুব ভালো ফল হয়েছে দু'জনেরই, আর দু'জনেই চাকরি পেয়েছে উরালের এক শহরে; পরের দিন তারা রওনা হবে।

আবার তারা মদ খেলো, গান গাইলো আর হল্লা করলো, কিন্তু এবারে সবাই তারা বয়সে তরুণ।

যে-পার্টিশন বসবাসের অংশটিকে স্টুডিও থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে তার ওপিঠে রয়েছে একটা বড়ো বাক্স, একটা তার চেয়ে ছোটো বাক্স—সেটা লারার, একটা স্যুটকেস, এক বাক্স বাসন-পত্র, আর অনেকগুলো বস্তা। মাল অনেক। কিছু মালগাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রায় সবই বাঁধাছাঁদা হ'য়ে গেছে, তবে স্যুটকেস আর ঝুড়িগুলোতে এখনো কিছু জায়গা ফাঁকা আছে। সঙ্গে নেবে ব'লে ঠিক করেছিলো এমন কিছু-একটা জিনিসের কথা প্রতি মুহূর্তেই লারার মনে প'ড়ে যাচ্ছে, কোনো-একটা ঝুড়িতে ভরা হচ্ছে সেটা, আর ওপরটা আবার গুছোতে হচ্ছে সমান করার জন্য।

লারা যতোক্ষণে কলেজের আপিশ থেকে তার জন্ম-পত্রিকা আর অন্যান্য দরকারি কাগজপত্র নিয়ে ফিরলো, ততোক্ষণে পাশা বাড়িতে অতিথিদের আপ্যায়ন করছে; লারার পেছন-পেছন চট আর শক্ত দড়ি নিয়ে এলো এক কুলি, যে-সব জিনিস মালগাড়িতে যাবে তা বাঁধা হবে। কুলিকে বিদায় দিয়ে অতিথিদের সঙ্গে দেখা করলে লারা, কারুর সঙ্গে হাত ঝাঁকালে, কাউকে চুমু খেলে, তারপর শোবার ঘরে গেলো পোষাক বদলাতে। সে ফিরে আসতে হাততালি দিয়ে উঠলো সবাই, ব'সে পড়লো, আর তারপর সেই রকম তুমুল কলরব শুরু হ'লো যেমন হয়েছিলো কয়েকদিন আগে তাদের বিয়ের প্রাতরাশে। আরো যারা উৎসাহী তারা অন্যদের জন্য ভদ্‌কা ঢেলে দিলে; টেবিলে তাদের হাত মিলে-মিশে গেলো ছুরি-কাঁটার সঙ্গে, রুটি, নানা রকম অর্দভ আর আরো অনেক রান্না-করা খাবার সেখানে সাজানো; বক্তৃতা দিলে তারা, মদের গেলাশ শেষ হ'লেই অসন্তোষ প্রকাশ করলে, আর রসিকতার ঢেউ ব'য়ে চললো সারাক্ষণ, নেশা ধরলো সকলের।

'অসম্ভব ক্লান্ত,' স্বামীর পাশে ব'সে প'ড়ে লারা বললে, 'সব গুছিয়ে নিতে পেরেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তবু আশ্চর্য ভালো লাগছে। আমি সুখী, সুখী। আর তুমি?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু ও-কথা এখন থাক।'

যদিও কমারোভস্কি তরুণ নয়, তবু এই তরুণদের উৎসবে তাকে যোগ দিতে দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যার শেষের দিকে সে বলতে শুরু করলে তার এই দুই নবীন বন্ধু মস্কো ছেড়ে গেলে তার কতো নিঃসঙ্গ লাগবে, শহরটাকে তাব মনে হবে মরুভূমির মতো, যেন সাহারা; কিন্তু বলতে গিয়ে এতোই ভাব জেগে গেলো তার যে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতেই শুরু ক'রে দিলে সে, তারপর আবার গোড়া থেকে বলতে শুরু করলে।

আন্টিপভের কাছে চিঠি লেখার এবং এই বিচ্ছেদ অসহনীয়-বোধে তাদের সঙ্গে দেখা করতে উরালে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলে কমারোভস্কি।

'কোনো দরকার নেই,' উঁচু গলায়, অন্যমনস্কভাবে লারা ব'লে উঠলো। 'এ-সবের কোনোই মানে হয় না—এই চিঠি লেখা, সাহারা—এ-সব। আর

ওখানে যাবার কথা মনেও আনবেন না। আমরা এমন-কিছু দুর্লভ নই, ভগবানের দয়ায় আমাদের ছাড়া দিব্যি দিন কাটবে আপনার। পাশা, তোমারও কি তা-ই মনে হয় না? আরো অনেক নবীন বন্ধু ভাগ্যে জুটবে আপনার।'

তারপর হঠাৎ, কী বলছিলো সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সে উঠে প'ড়ে রান্নাঘরে ছুটলো। কাবাব তৈরির পাত্রটা আলাদা-আলাদা অংশে খুলে নিয়ে খড় দিয়ে মুড়ে বাসনের বাক্সের এক কোনায় ভ'রে দিলে। এ-সব করতে গিয়ে বাক্সের কোনায় খোঁচা খেয়ে হাত ছ'ড়ে গেলো তার, তারপর ধারালো কাঠের একটা টুকরোয় হাতটা ফুটো হ'তে-হ'তেও বেঁচে গেলো।

কাজে নিমগ্ন হ'য়ে লারা তার অতিথিদের কলরব আর শুনছিলো না, হঠাৎ একটা উচ্চহাসির দমক তাকে যেন তাদের কথা মনে করিয়ে দিলে। তার মনে হ'লো নেশা হ'লেই লোকেরা মাতালকে নকল করে, যতো বেশি নেশা হয় ততো বেশি চেষ্টা আর অতি-অভিনয় শুরু হ'যে যায়।

সেই মুহূর্তে উঠোন থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো, পর্দা সরিয়ে লারা ঝুঁকে পড়লো।

একটা খোঁড়া ঘোড়া তার খোঁড়া পায়ের ছোটো-ছোটো লাফে উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কার ঘোড়া, উঠোনেই বা কী করে এলো তা বুঝতে পারলো না সে। ঘুমন্ত শহর মৃতের মতো প'ড়ে আছে। প্রথম প্রহরের ধূসর-নীল শীতলতায় সে যেন স্নান ক'রে উঠলো। সেই অন্য সমস্ত শব্দের থেকে আলাদা, ঘোড়ার অস্বচ্ছন্দ খুরের আওয়াজে কে জানে কোন জগতের গভীরে চ'লে গিয়ে, কোন আনন্দে লারা চোখ বুজলো।

দরজায় ঘুন্টি বাজলো, কে যেন উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলে। কান খাড়া করলো লারা। নাডিয়া এসেছে। লারা ছুটলো। ট্রেন থেকে নেমে সোজা চ'লে এসেছে, এতো তাজা, এমন মনোহারিণী যে মনে হ'লো ডুপ্লিয়ানকার উপত্যকায় ফোটা লিলিফুলের সুবাস যেন তার শরীরে বহন ক'রে নিয়ে এসেছে সে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো দুই বন্ধু, আবেগের আতিশয্যে তাদের মুখে কথা ফুটলো না, শুধু কাঁদতে পারলো পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে।

লারার জন্য নাডিয়া এনেছে সমস্ত পরিবারের অভিনন্দন এবং শুভকামনা, আর এনেছে তার মা-বাবার দেওয়া উপহার। হাতব্যাগের ভেতর থেকে একটা গয়নার বাক্স বের ক'রে ঝপ ক'রে তার ডালা খুলে খুব সুন্দর একটা গলার মালা তুলে ধরলো নাডিয়া।

আনন্দ আর বিস্ময়ের পালা শুরু হ'লো। মাতাল হয়েছিলেন, এখন নেশার ঘোর একটু কাটিয়ে উঠেছেন, এমন একজন অতিথি বললেন :

'এগুলো হচ্ছে গোলাপি জ্যাসিন্থ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, গোলাপি, বিশ্বাস করো আর না-ই করো। এ ছাড়া আর কিছু হ'তেই পারে না। হীরের মতো মূল্যবান এই পাথর।'

কিন্তু নাডিয়া বললে 'পাথরগুলো হলুদ নীলা'।

টেবিলে নিজের পাশে বসিয়ে লারা নাডিয়াকে খাওয়ালো। গলার মালাটা তার প্লেটের পাশেই রাখা, বার-বার সেদিকে না-তাকিয়ে থাকতে পারছিলো না লারা। গয়নার বাক্সের বেগনি রঙের মখমলের গর্তে ডুবে আছে পাথরগুলি, কখনো মনে হচ্ছে শিশিরের ফোঁটা যেন তারা, কখনো মনে হচ্ছে এক থোবা আঙুরফল।

যাদের নেশার ঘোর একটু কেটেছিলো নাডিয়াকে সঙ্গদান করার জন্য তারা আবার পান করতে লাগলো। নাডিয়ারও ঘোর লাগলো একটু পরেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। বেশির ভাগই লারা আর পাশার সঙ্গে স্টেশনে যাবে কাল সকালে, তাই রাত্রে থেকে গেলো। অনেকে নাডিয়া আসার আগে থেকেই নাক ডাকাচ্ছে আর লারা তো বুঝতেই পারেনি সম্পূর্ণ সুসজ্জিত অবস্থায় কখন ইরা লাগোডিনার পাশে সোফায় শুয়ে পড়েছিলো সে।

উঠোনে গলার শব্দে রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলো তার; ঘোড়ার মালিকেরা ঘোড়াটাকে নিয়ে যেতে এসেছে। চোখ খুলে লারা আপন মনে বললো: 'ঘরের মাঝখানে অমনভাবে ঘুরছে কেন পাশা, কী করছে?' কিন্তু যাকে পাশা ভাবছিলো সে যখন মুখ ঘোরালো তখন দেখলো একটা ভূত, বসন্তের দাগ সারা মুখে, ভুরু থেকে থুতনি অবধি কাটা দাগে ভরা। বুঝলো চোর, চ্যাচাতে চাইলো, কিন্তু টুঁ শব্দও বের করতে পারলো না গলা দিয়ে।

গলার মালাটার কথা মনে প'ড়ে গেলো তার, কনুইয়ে ভর দিয়ে খুব সাবধানে একটু উঁচু হ'য়ে সে টেবিলে যেখানে মালাটা রেখেছিলো সেদিকে তাকালো।

রুটির টুকরো আর চকোলেটের খালি কাগজের মাঝখানে এখনো প'ড়ে আছে মালাটা; বোকা চোরটা দেখতে পায়নি। ও শুধু লারার অতো যত্নে গুছোনো স্যুটকেশটা ঘাঁটছে—লারার এতো পরিশ্রম মাটি ক'রে দিচ্ছে লোকটা; এই কথা ছাড়া অন্য কিছুই লারা যেন ভাবতে পারলে না।

তখনো ঘুমে তার চোখ জড়ানো, নেশার ঘোর কাটেনি। আরো একবার চ্যাচাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। শেষে ইরার পেটে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারলো সে, আর ইরা যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে তারও স্বর ফুটলো। চোরটা সব-কিছু ফেলে দিয়ে ছুটে পালালো। ছেলেরা কয়েকজন উঠে ব'সে ব্যাপারটা না-বুঝেই তাকে তাড়া করবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তারা বাইরে যাবার আগেই চোর হাওয়া হ'য়ে গেছে।

এই গোলমালে সকলেই জেগে গেলো, লারা আর ঘুমোতে দিলো না কাউকে। কফি তৈরি ক'রে সকলকে খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলো সে, স্টেশনে যাবার সময় হ'লে আবার আসবে।

তারপর সে কাজে লেগে গেলো। যেন জ্বরের ঘোরে বাক্সে-বাক্সে বিছানা চাদর ঠাসলো, মাল বাঁধলো, আর পাশা আর কুলিটির বৌকে বলতে লাগলো তারা যেন তাকে সাহায্য করার নামে তার কাজের ব্যাঘাত না ঘটায়।

সব সময়মতো গুছোনো হ'য়ে গেলো। আন্টিপভ-দম্পতি ট্রেন ফেল করলো না। ধীরে চলছে তাদের গাড়ি, যেন তাদের বন্ধুরা যে-টুপি নাড়ছিলো তার হাওয়াতে ভেসে-ভেসে। টুপি নাড়া বন্ধ ক'রে যখন তারা কী ব'লে যেন তিনবার চীৎকার করলে,—হয়তো 'হুরে'! ট্রেনের গতি তখন দ্রুত হয়েছে।

৫

আজ তিনদিন হ'লো এই বিশ্রী আবহাওয়া চলছে, যুদ্ধ বাধার পর এই দ্বিতীয় শরৎ। প্রথম বছরের সাফল্যের পর দ্বিতীয় বছর নৈরাশ্যের বার্তা

নিয়ে এলো। ক্রুসিলভের অষ্টম বাহিনী ঘাঁটি গেড়েছিলো কার্পাথীয় পর্বতমালায়, প্রস্তুত হ'য়ে ছিলো ঢল বেয়ে হাঙ্গেরির ওপর গড়িয়ে পড়ার জন্ম। কিন্তু সাধারণ পশ্চাদপসরণের ভাঁটার টানে তাদেরও পিছু হটতে হ'লো।

ডাক্তার জ়িভাগো, এতোদিন পর্যন্ত যিনি ইউরা নামেই পরিচিত ছিলেন, সম্প্রতি অধিকাংশ সময়েই ইউরি আন্দ্রিয়েভিচ ব'লে অভিহিত হন, হাসপাতালের মেয়েদের অংশে প্রসূতি বিভাগের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন—তাঁর স্ত্রী টোনিয়াকে তিনি এইমাত্র সেখানে নিয়ে এসেছেন। স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে এসে ধাত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি, এমন একটা ব্যবস্থা করতে চান যাতে ঠিকমতো খবর পাওয়া যায় এবং দরকার হ'লেই ডাকা হয় তাঁকে।

নিজের হাসপাতালে ফিরে যাবার তাড়া ছিলো ইউরির। যাবার পথে আবার দু'জন রোগী দেখে যেতে হবে, আর সে কিনা তার মহামূল্য সময় এইভাবে নষ্ট ক'রে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে—দেখছে, ঝড়ে যেমন শস্যক্ষেত্র ছত্রখান হ'য়ে যায়, হেমন্তের বাতাসের ঝাপটায় বৃষ্টির বাঁকা রেখাগুলি তেমনই এলোমেলো হ'য়ে যাচ্ছে।

এখনো তেমন অন্ধকার ক'রে আসেনি। হাসপাতালের পেছনের অংশটা দেখতে পাচ্ছিলো সে, পার্কের বাসাবাড়িগুলির কাচে-ঢাকা বারান্দা আর হাসপাতালের এক অংশে পৌঁছবার জন্য ট্রামের শাখা-লাইন।

একঘেয়েভাবে বৃষ্টি প'ড়ে চলেছে, জোরেও হচ্ছে না, কমছেও না, জল যেন তার এই নিস্পৃহ ভঙ্গি দিয়ে রাগিয়ে দিয়েছে বাতাসকে, এক বাড়ির লতাগাছটিকে তাই সে এমনভাবে ঝাঁকাচ্ছে যেন উপড়ে আনবে গোড়াসুদ্ধু, শূন্যে দোলালো তাকে, তারপর অবজ্ঞায় ছুঁড়ে ফেলে দিলো ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো।

দুই গাড়ির একটি ট্রাম বারান্দা পার হ'য়ে হাসপাতালে ঢোকবার মুখে এসে দাঁড়ালো। আহতদের নিয়ে আসা হয়েছে।

মস্কোর হাসপাতালগুলি সাংঘাতিকভাবে ঠাসা, বিশেষত লুট্‌স্কের যুদ্ধের পর থেকে। আহত ব্যক্তিরা গলিতে, সিঁড়ির চাতালে শুয়ে থাকে। এই ভিড়ের জন্য মেয়েদের বিভাগেও অসুবিধে হচ্ছে আজকাল।

অবসাদে হাই উঠলো ইউরির, জানলার ধার থেকে স'রে এলো সে।

কিছু যেন ভাববার নেই তার। হঠাৎ যেখানে সে কাজ করে সেই হোলি ক্রস্ হাসপাতালের একটা ঘটনা মনে প'ড়ে গেলো তার। সার্জিকাল ওয়ার্ডে একটি স্ত্রীলোক মারা গিয়েছিলো কয়েকদিন আগে। ইউরি রোগনির্ণয় করেছিলো লিভারের একিনোকক্কাস ব'লে, কিন্তু অন্য সবাই বললে অসুখটা তা নয়। আজ শবব্যবচ্ছেদ করার কথা ছিলো, কিন্তু ভারপ্রাপ্ত আবাসিক ছাত্রটি হ'লো পাঁড় মাতাল, ভগবান জানেন সে কী করতে কী করবে।

হঠাৎ রাত নেমে এলো। বাইরে কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। জানলায়-জানলায় আলো ফুটে উঠলো যেন জাদুকাঠির ছোঁয়ায়।

স্ত্রীরোগের প্রধান ডাক্তার টোনিয়ার ওয়ার্ড থেকে সেই ওয়ার্ড আর করিডরের মাঝখানকার সরু লবি দিয়ে বেরিয়ে এলেন। স্ত্রী-রোগের চিকিৎসার পক্ষে ইনি এক পৌরাণিক হস্তীবিশেষ, যখনই তাঁকে কোনো প্রশ্ন করা হয় এমনভাবে কাঁধ ঝাঁকান আর চোখ ঘোরান যেন বলতে চাইছেন যে বিজ্ঞান যতোই অগ্রসর হোক না কেন, 'there are more things in heaven and earth, Horatio ..'

ইউরির পাশ দিয়ে যেতে-যেতে মাথা নেড়ে একটু হাসলেন তিনি, মোটা-মোটা হাতের পাতার ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন ধৈর্য অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই, তারপর ধূমপান করার জন্য করিডর দিয়ে এগিয়ে গেলেন ওয়েটিং রুমের দিকে।

তাঁর পেছন-পেছন এলেন তাঁর সহকারিণী। একজন যতোই কঠোর-প্রকৃতি অন্যজন আবার ততোই বাচাল।

'আমি হ'লে কিন্তু বাড়ি চ'লে যেতাম,' নার্সটি ইউরিকে বললে। 'আমি বরং কাল আপনাকে হোলি ক্রসে ফোন করবো। এক্ষুনি কিছু হবে ব'লে তো মনে হচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রসব হবে আশা করা যাচ্ছে, ছুরি-কাঁচি চালাবার আর দরকার হবে না। তবে সরু পেলভিস, বাচ্চার মাথা পেছন দিকে হেলে আছে, ব্যথা নেই, তেমন খিঁচুনি হচ্ছে না। ভাবনাটা সেই জন্যই। যাই হোক, এখনো কিছুই বলা যায় না। প্রসব-যন্ত্রণা ওঠার পর ব্যথাটা কী ভাবে থাকে তার ওপরই সব নির্ভর করে। কী হবে আর না হবে তা তখন বোঝা যাবে।'

পরদিন ইউরির ফোন ধরলো হাসপাতালের দারোয়ান; তাকে অপেক্ষা করতে ব'লে সেই যে খোঁজ নিতে গেলো সে, ফিরে এলো ইউরিকে প্রায় দশ মিনিট মর্মান্তিক যন্ত্রণায় ফেলে রাখার পর; এই স্বল্প এবং নিষ্ঠুর বার্তা, নিয়ে এলো সে: 'ওঁরা বললেন আপনার স্ত্রীকে অনেক আগে নিয়ে এসেছেন, এখন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলছেন।'

ইউরা তাকে হিংস্রভাবে বললে আরো দায়িত্বসম্পন্ন কাউকে ডেকে দিতে। অবশেষে যে-নার্সটি সাড়া দিলে সে জানালো যে লক্ষণগুলি ভুল ছিলো, দু'একদিন দেরি হ'তে পারে, তবে ডাক্তার যেন সেজন্য চিন্তা না করেন।

তৃতীয় দিনে শুনলো যে গত রাত থেকে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, জল ভাঙছে, ভোর পর্যন্ত ব্যথা এসেছে ঢেউ ভেঙে-ভেঙে।

সে তক্ষুনি হাসপাতালে ছুটলো। দরজাটা ভুলে অর্ধেক ভেজানো ছিলো, গলি দিয়ে সেদিকে এগোতে-এগোতে টোনিয়ার মর্মবিদারক চীৎকার ইউরির কানে এলো; কোনো দুর্ঘটনায় ট্রেনের চাকার তলায় যে পিষ্ট হয়েছে তাকে যদি হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় তাহ'লে সে যেমন আর্তনাদ করবে তেমনি চীৎকার করছে টোনিয়া।

টোনিয়ার সঙ্গে তাকে দেখা করতে দেওয়া হ'লো না। নিজের হাতের মুঠি কামড়ে রক্ত বের ক'রে ফেললো ইউরি, জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো; গত দু'দিনের মতো আজও বৃষ্টি প'ড়ে চ'লেছে বাঁকা রেখায়।

একজন দাই বেরিয়ে এলো, আর ইউরি শুনলো নবজাত শিশুর চীৎকার। 'টোনিয়া ভালো আছে, টোনিয়া ভালো আছে,' আনন্দে ইউরি নিজের মনে ব'লে উঠলো।

'ছেলে হয়েছে। ছোট্ট এক ছেলে। নিরাপদ প্রসবের জন্য আমার অভিনন্দন জানাই।' গানের মতো গলায় দাই বললে। 'এখনো ভেতরে যেতে পারবেন না আপনি। সব হ'য়ে গেলেই আপনাকে ডাকবো। তারপর স্ত্রীকে নিয়ে অনেক ঝামেলা করতে হবে আপনাকে। খুব কষ্ট পেয়েছে। এই প্রথমবার কিনা। প্রথমবার সব সময়ই একটু বেশি কষ্ট হয়।'

'টোনিয়া ভালো আছে, টোনিয়া ভালো আছে,' এই চিন্তায় সুখী ইউরির

কানে দাইয়ের কথা ঢুকছিলো না, সে যেন শুনছিলোই না যে দাইটি তাকে এমনভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছে যেন সে-ও কিছু অংশ নিয়েছে এই ব্যাপারে। —কিন্তু সত্যি, এই ব্যাপারের সঙ্গে তার কী সম্বন্ধ? পিতা-পুত্র; বিনা পরিশ্রমে পাওয়া এই পিতৃত্বে সে গর্ব করার কিছু পেলে না, যে-পিতৃত্বের উপহার আকাশ থেকে ঝ'রে পড়লো তার মাথায়, তাতে নতুন কোনো অনুভূতি জন্ম নিলো না তার মনে। এ-সব তার চেতনার বাইরে। আসল যা তা হ'লো টোনিয়া, টোনিয়া—যে মৃত্যুর দরজা থেকে নিরাপদে ফিরে এসেছে।

হাসপাতালের কাছেই তার এক রোগীর বাড়ি। তাকে দেখে আধ ঘণ্টার মধ্যে ইউরি ফিরে এলো। লবি আর ঘরের দরজা আবার খুলে দেওয়া হয়েছে। কী করছে না-জেনেই ইউরি লবির দিকে ছুটলো।

শাদা পোষাক-পরা সেই হস্তী-ডাক্তার যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে তার পথ আটকে দাঁড়ালেন।

'কী, করছেন কী আপনি?' রোগিণী যাতে শুনতে না পায় সেজন্য দম আটকে ফিসফিসে গলায় তিনি বললেন। 'মাথা-খারাপ হ'য়ে গেছে নাকি আপনার? কাঁটা ছেঁড়া, রক্ত, সেপসিসের ভয়, আর মানসিক আঘাতের কথা ছেড়েই দিলাম। বাঃ, ডাক্তারের পক্ষে এমন ব্যবহার সত্যিই চমৎকার!'

'আমি তো···আমি সে-রকম কিছু করতে চাইনি···। দয়া ক'রে আমাকে একবার শুধু দেখতে দিন। এখান থেকে, এই ফাটলটুকু দিয়ে।'

'সে আলাদা কথা। আচ্ছা বেশ, যদি নেহাৎই দেখতে চান। কিন্তু আমি যেন আর না দেখি···আপনার স্ত্রীর যদি চোখে প'ড়ে যান তাহ'লে আমি আপনার গলা ছিঁড়ে ফেলবো, খুন-খারাপি হ'য়ে যাবে একেবারে।'

ঘরের ভেতরে শাদা পোষাক-পরা দু'জন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে দরজার দিকে পেছন ফিরে; ধাত্রী আর নার্স। নার্সের হাতার পাতার ওপর নড়ছে আর চিঁ-চিঁ আওয়াজ করছে এক মানব-সন্তান, ঘন-লাল রঙের এক টুকরো রবারের মতো সে, একবার টান করছে নিজেকে, আবার গুটিয়ে নিচ্ছে। নাড়ি কাটার আগে নাভির ওপর কাপড় বেঁধে দিচ্ছে ধাত্রী। ঘরের মাঝখানে

এক চাকাওলা সার্জিকাল খাটে টোনিয়া শুয়ে আছে। বেশ উঁচু খাট। উত্তেজনায় সব-কিছুই ইউরি বাড়িয়ে-বাড়িয়ে দেখছিলো, তার কাছে খাটটাকে মনে হ'লো দাঁড়িয়ে-লেখার টেবিলের সমান উঁচু।

অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে, সাধারণ মানুষের পক্ষে ঘরের ছাদের অনেক বেশি কাছাকাছি পৌঁছে, তার অবসিত ব্যথার ঘোরে আচ্ছন্ন হ'য়ে টোনিয়া শুয়ে আছে। এক ভেলা যেন টোনিয়া, ইউরির মনে হ'লো, মৃত্যুর নদীর ওপর দিয়ে এক অজানা দেশ থেকে জীবনের মহাদেশে দেশান্তরী আত্মা বহন ক'রে নিয়ে এসে বন্দরে বিশ্রাম নিচ্ছে। এইমাত্র নামলো সেই আত্মাদের একজন; শূন্যগর্ভ জাহাজ নোঙর বেঁধে বিশ্রাম নিচ্ছে। তার পরিশ্রান্ত মাস্তুল আর গলুই, তার সমস্ত সত্তা এখন বিশ্রান্ত, আর তার স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে গেছে সেই অন্য তীরের ছবি, সে ভুলে গেছে তার নদী পার হওয়া, তার তীরে এসে নোঙর বাঁধার কথা।

যে-দেশে তার পতাকা সে উড়িয়ে এলো সে-দেশে আর কেউ যায় নি, তাই এখন তার সঙ্গে কথা বলার ভাষা কেউ জানে না।

ইউরির হাসপাতালে সবাই তাকে অভিনন্দন জানালো। কী দ্রুত গতিতে খবর ছড়ায় ভেবে অবাক লাগলো ইউরির।

স্টাফ-রুম—যেটা আবর্জনার গুদোম ব'লে পরিচিত—সেখানে চ'লে এলো সে। ভারাক্রান্ত হাসপাতালে এতো স্থানাভাব যে ওটাকেই ক্লোক-রুম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। লোকেরা এ-ঘরে বাইরে থেকে ঢোকে গলোশ পায়ে, ভুলে ফেলে যায় সঙ্গের জিনিসপত্র, আর ঘরের মেঝে ভ'রে ফেলে কাগজের কুচিতে, সিগারেটের টুকরোয়।

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে একজন মোটাসোটা বয়স্ক আবাসিক ভারপ্রাপ্ত ছাত্র একটা পাত্র আলোয় তুলে ধ'রে চশমার মধ্যে দিয়ে ভালো ক'রে দেখছিলো, অনচ্ছ কিছু তরল পদার্থ সেই পাত্রের মধ্যে ভরা।

'আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি,' ঘুরে না-তাকিয়ে সে বললে।

'ধন্যবাদ।'

'আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার কোনো মানে হয় না। আমার সঙ্গে তো এ ব্যাপারটার কোনো যোগই ছিলো না। পিচুজ্‌কিন পোস্ট-মর্টেম করেছে।

খুব চমকেছে কিন্তু সবাই—অসুখটা একিনোকক্কাসই ছিলো। একেই ব'লে আসল রোগনির্ণয়—সবাই বলছে এ-কথা। এ ছাড়া আর অন্য কথা নেই কারো মুখে।

ঠিক তক্ষুনি প্রধান চিকিৎসক ঘরে ঢুকলেন; তাদের দু'জনকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন; 'উঃ, এ কী নরককুণ্ড হ'য়ে আছে এখানে। কী আবর্জনা! হ্যাঁ, ভালো কথা, জ়িভাগো, একিনোকক্কাস-ই ছিলো অসুখটা; ভাবো একবার আমরা সবাই ভুল করেছিলাম। আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমাকে। হ্যাঁ, আর-এক কথা। খুব বিশ্রী একটা ব্যাপার হয়েছে। তোমাদের ওপর আবার নজর পড়েছে। এবার আর ঠেকাতে পারলাম না। ডাক্তারের দারুণ অভাব যে ওদের। শিগগিরই তোমাকে বারুদের গন্ধের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে।'

৬

ইউরিয়াটিনে আন্টিপভরা বেশ তাড়াতাড়িই গুছিয়ে বসলো। গুইশারদের ভালোবেসে মনে রেখেছে অনেকেই, তাই নতুন জায়গায় সংসার পাতার নানান ঝামেলা সহজেই মেটাতে পারলে লারা। চার বছর এখানে কেটে গেলো তাদের।

হাতভরা কাজ লারার, বহু ভাবনা। ঘরের কাজ দেখতে হয় তাকে, তা ছাড়া দেখতে হয় তার তিন বছরের মেয়ে কাটিয়াকে।—মার্ফুট্কা, তাদের লালচুলের দাসীটি, যথাসাধ্য চেষ্টা করে বটে, কিন্তু সব কাজ সেরে উঠতে পারে না।—তার ওপর, পাশার ইচ্ছে এবং আগ্রহের অংশ নেয় লারা, আর মেয়েদের হাইস্কুলে পড়ায়। অন্তহীন কাজ করে সে, তাতেই সে সুখী। এই জীবনের স্বপ্নই সে দেখেছিলো।

ইউরিয়াটিন ভালো লাগে তার। এখানেই সে জন্মেছে। মস্ত নদী রিন্ভার তীরে এই জায়গা, উরালের এক রেল-লাইন তাকে ছুঁয়ে গেছে। নদীটি নাব্য, যদিও অনেকদূর উজিয়ে গেলে আর নৌকো চলে না।

ইউরিয়াটিনে আসন্ন শীতের একটি লক্ষণ হ'লো এই যে লোকেরা তখন

নদী থেকে নৌকো তুলে নেয় ; গাড়ি বোঝাই ক'রে নৌকোগুলি শহরে নিয়ে এসে ফেলে রাখে খিড়কির উঠোনে। খোলা বাতাসে প'ড়ে থাকে নৌকোগুলি, অপেক্ষা করে বসন্তের জন্য। অন্যান্য অঞ্চলে, সারস পাখির অন্যত্র উড়ে যাওয়া, বা প্রথম তুষারপাতের যা অর্থ, এখানে উঠানের ছায়ায় উপুড় হ'য়ে প'ড়ে-থাকা নৌকো দেখে লোকে ঠিক তা-ই বোঝে। আন্টিপভরা যে-বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলো তার উঠোনেও এ-রকম একটা নৌকো প'ড়ে ছিলো। তার শাদা মাস্তুলের তলাটা হ'লো কাটিয়ার গ্রীষ্মাবাস, সেখানে ব'সে সে খেলা করে।

ইউরিয়াটিনের মফস্বলি ধরনধারন ভালো লাগে লারার, ভালো লাগে উত্তর-প্রদেশীয় টানে লম্বা স্বরবর্ণের উচ্চারণ, আর ফেল্টের জুতো আর ছাইরঙা ফ্ল্যানেলের হাত-কাটা জামা-পরা সরল বিশ্বাসপরায়ণ বুদ্ধিজীবীদের।

আশ্চর্যের বিষয় পাশা, যে নাকি মস্কো-রেলওয়ে-কর্মচারীর ছেলে, দেখা গেলো অসংশোধনীয়ভাবে সে শহুরে। লারার চাইতে ঢের বেশি কঠোরভাবে ইউরিয়াটিন-বাসীদের বিচার করে সে। তার কাছে ওরা হ'লো মূর্খ এবং বুনো ; অসহ্য লাগে তার।

পাশার এক অসাধারণ ক্ষমতা এখন আবিষ্কৃত হ'লো : যেমন দ্রুতবেগে সে পড়ে, তেমনি নির্ভুলভাবে সংগৃহীত সংবাদগুলি মনে রাখে। আগে বিস্তর পড়েছিলো সে—লারাকেই অবশ্য অনেকখানি ধন্যবাদ দিতে হয় সেজন্য। এই মফস্বলের নির্জন বিশ্রামে সে এখন এতোই পড়াশুনো করতে লাগলো যে এমন কি লারাও আর যথেষ্ট জানে ব'লে তার মনে হ'লো না। আর স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকদের ছাড়িয়ে সে অবশ্য অনেক উঁচুতে উঠে গেছে ; এখানে তার দম আটকে আসছে, এই তার নালিশ। এখন এই যুদ্ধের সময়ে মফস্বলের বাঁধা-ধরা সাধারণ দেশপ্রেমের সঙ্গে কিছুই মেলে না পাশার ; স্বদেশের বিষয়ে তার অনুভূতি আরো অনেক জটিল।

কলেজে পাশার বিষয় ছিলো প্রাচীন সাহিত্য, এখানে সে লাটিন ও প্রাচীন ইতিহাস পড়ায়। কিন্তু স্কুল থেকেই বিজ্ঞানের দিকেও একটা আবেগ সঞ্চিত আছে তার মনে—পদার্থবিদ্যা আর গণিত—তার সেই প্রায়-বিস্মৃত আবেগ এখন আবার সঞ্জীবিত হ'লো। এই বিষয়গুলির ওপর বাড়িতে

যা পড়াশুনো করেছে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উঠে গেছে সে ; তার স্বপ্ন, বিজ্ঞানের কোনো বিষয় নিয়ে পরীক্ষা দেয়, তারপর সপরিবারে চ'লে যায় পিটার্সবার্গে। রাত জেগে প'ড়ে-প'ড়ে শরীর খারাপ হ'য়ে যেতে লাগলো তার, অনিদ্রারোগে ধরলো।

স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক সুন্দর, কিন্তু যথেষ্ট সরল নয়। তার প্রতি তার স্ত্রীর কোমলতা, তাকে নিয়ে তার বাড়াবাড়ি—এ-সবে তার হাঁপ ধ'রে আসে, কিন্তু কিছু বলতে ভয় পায় সে, পাছে একটা নির্দোষ কথাও অভিযোগ ব'লে মনে হয় লারার—পাছে সে ভাবে যে পাশা তাকে এই কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে যে তার রক্ত পাশার চাইতে অভিজাত, কিংবা সে যে এক সময় অন্যের প্রণয়িনী ছিলো সেইদিকে ইঙ্গিত করছে। পাশার ভয় ছিলো পাছে লারা এমন সন্দেহ করে যে তার সম্বন্ধে পাশার হাস্যকর এবং অসংগত কোনো ধারণা আছে, আর এই ভয়ই বাধা সৃষ্টি করেছিলো তাদের দু'জনের মধ্যে স্বাভাবিকতায়। প্রত্যেকে তারা চেষ্টা করে অন্যজনের চাইতে উদার ব্যবহার করতে, আর তাইতে ব্যাপারটা আরো গোলমেলে হয়ে ওঠে।

সেদিন রাত্রে তাদের বাড়িতে কয়েকজন অতিথি আসছিলেন—লারার স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী, পাশার কয়েকজন সহ-শিক্ষক, এক সালিশি আদালতের একজন সভ্য—সেখানে পাশাকেও ডাকা হয়েছিলো সম্প্রতি—এবং আরো কয়েকজন। এঁরা সকলেই, পাশার মতে, বোকার চূড়ান্ত। লারা ওদের সঙ্গে কী ক'রে অতো ভালো ব্যবহার করতে পারে তা ভেবে পাশা অবাক হয়, সে কিছুতেই এ-কথা বিশ্বাস করতে পারবে না যে ওদের মধ্যে একজনকেও লারা সত্যি-সত্যি পছন্দ করে।

ওরা চ'লে যাবার পর ঘরদোর পরিষ্কার করতে, গুছোতে, রান্নাঘরে মার্ফু´ট্‌কার সঙ্গে বাসন মাজতে, অনেক সময় নিলে লারা। তারপর, কাটিয়ার গায়ে ভালো ক'রে চাপা দেওয়া আছে কিনা, পাশা ঘুমিয়েছে কিনা, এই সব দেখে-শুনে, সে তাড়াতাড়ি পোষাক ছেড়ে আলো নিবিয়ে স্বামীর পাশে শুয়ে পড়লো—যে-ভাবে শিশু তার মায়ের পাশে শোয় তেমনি সহজ তার ভঙ্গি।

কিন্তু পাশা ভান করছিলো ; আসলে সে ঘুমোয়নি। আজকাল প্রায়ই

তার যা হয়, ঘুম আসছিলো না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেগে-জেগে শুয়ে কাটাতে হবে বুঝে সে উঠে পড়লো, রাত-কাপড়ের ওপরেই চাপিয়ে নিলে পশমের কোট আর টুপি, তারপর বাইরে বেরুলো।

পরিষ্কার, শিশিরে ধোয়া রাত। বরফের পাৎলা টুকরোগুলি তার পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে যেতে লাগলো। জ'মে-যাওয়া মাটির টুকরোতে আচ্ছন্ন ঘন কালো পৃথিবীর ওপর তারায় উজ্জ্বল আকাশ থেকে ম্লান নীল আলোর শিখা এসে পড়েছে—মেথিলেটেড স্পিরিটের আগুনের মতো তার রং।

সেই শহরের এক প্রান্তে বাসা নিয়েছিলো আন্টিপভরা; অন্য প্রান্তে নদীর বন্দর। রাস্তার একেবারে শেষের বাড়িটি তাদের, বাড়ির পেছনে মাঠ, সেই মাঠ দিয়ে চ'লে গেছে রেলের লাইন, লেভেল ক্রসিং আছে সেখানে, আর আছে সিগনালের ঘর।

উপুড় ক'রে রাখা সেই নৌকোর ওপর ব'সে আকাশের তারার দিকে তাকালো পাশা। গত কয়েক বছর ধ'রে যে-চিন্তাগুলি তার সঙ্গী, তারা নাড়া দিচ্ছে মনের মধ্যে, অশান্তি বোধ করছে সে। কখনো-না-কখনো, সে ভাবলে, এদের সমাধান তাকে খুঁজে নিতে হবে; আর তা-ই যদি হয়, তাহ'লে এখনই বা নয় কেন?

এ-ভাবে চলতে পারে না, পাশা ভাবলে। তাদের বিয়ের অনেক আগেই এ-কথা তার উপলব্ধি করা উচিত ছিলো। কেন লারা তাকে শিশুর মতো প্রশ্রয় দিয়েছে, প্রাণ ভ'রে অমনভাবে তাকাতে দিয়েছে তার দিকে? তখনো তো লারা তাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তা-ই করাতে পারতো। সময়মতো ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলার মতো বুদ্ধি কেন হয়নি তার, লারা নিজেই তো জোর করেছিলো সব শেষ ক'রে দেবার জন্য? এ-কথা কি নিতান্তই স্পষ্ট নয় যে লারা যাকে ভালোবাসে সে পাশা নয়, সে হ'লো সেই কর্তব্য, যার দায় সে এমন সুচারুরূপে পালন করছে? লারা যা ভালোবাসে তা হ'লো তার নিজের মহত্ত্বের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু তার এই কর্তব্য, যতোই প্রশংসনীয়, যতোই মহৎ হোক না কেন, পারিবারিক জীবনের সঙ্গে তার যোগ কোথায়? আর সবচেয়ে যা খারাপ তা হ'লো এই যে পাশা তাকে আগের মতোই ভালোবাসে। লারার মাধুর্য যেন উপচে পড়ে। কিন্তু তবু—পাশা কি নিশ্চিত জানে যে তার দিক

থেকেও প্রেম সত্যিই আছে? না কি তার প্রেমও আসলে এক অবোধ্য কৃতজ্ঞতা—লারার মধুরতা আর উদারতার জন্য? কোনটা সত্য তা কে ব'লে দেবে?

তাহ'লে সে করবে কী? এই জীবন থেকে মুক্তি দেবে স্ত্রী ও কন্যাকে? তার নিজের মুক্তির চাইতেও সেটা দরকারি। হ্যাঁ, কিন্তু কী ক'রে? বিবাহবিচ্ছেদ? জলে ডুবে আত্মহত্যা? 'কী অসহ্য বাজে!' বিরক্তিতে পাশা নিজেই প্রতিবাদ করলে। 'যেন ও-সব কিছু সত্যিই কখনো করতে পারবো! তাহ'লে আর মনে-মনে এ-সব নাটুকেপনার মহড়া দিয়ে লাভ কী?'

আকাশে তারাদের দিকে চোখ তুলে যেন উপদেশ চাইলো সে। দপদপ করতে থাকলো তারা, ছোটো আর বড়ো, একা কোনোটা, কোথাও বা একসঙ্গে অনেকে, কেউ নীল, কারুর গায়ে রামধনু-রং। হঠাৎ মিলিয়ে গেলো সেই সব; আর দ্রুত, কর্কশ এক আলোয় স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠলো বাড়ি, উঠোন, আর নৌকোর ওপর উপবিষ্ট পাশা। কেউ যেন খোলা টর্চ দোলাতে-দোলাতে মাঠ থেকে গেটের দিকে ছুটেছে। আগুনের ফুলকি-ছিটোনো হলুদ ধোঁয়ার মেঘ আকাশে ছড়াতে-ছড়াতে সৈন্য-বোঝাই একটা ট্রেন লেভেল ক্রসিং পার হ'য়ে পশ্চিম দিকে চলেছে; গত এক বছর ধ'রে যে-অসংখ্য ট্রেন দিনরাত ছুটে চলেছে তাদের মধ্যে এও এক ।

মৃদু হাসলো পাশা, উঠে প'ড়ে শুতে গেলো। তার প্রশ্নের জবাব মিলেছে।

৭

পাশার সিদ্ধান্ত জেনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো লারা, প্রথমে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না সে। 'নিছক পাগলামি,' সে ভাবলে—'ও প্রলাপ বকছে। আমি যদি গ্রাহ্য না করি তাহ'লেই ভুলে যাবে।'

কিন্তু দেখা গেলো গত পনেরো দিন ধ'রে পাশা প্রস্তুত হচ্ছে। রিক্রুটিং আপিশে কাগজপত্র দাখিল করেছে, স্কুলে পাশার জায়গায় আরেকজন এসেছেন, আর পাশা হুকুম পেয়েছে ওম্স্ক্-এ সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রে চ'লে যাবার জন্য।

চাষার মেয়ের মতো চ্যাঁচাতে শুরু করলো লারা, পাশার হাত আঁকড়ে ধরলো, পায়ের তলায় গড়ালো। 'পাশা, পাশা' আর্তনাদ বেরুলো তার গলা চিরে, 'আমাদের ছেড়ে যেয়ো না। এমন কাজ কোরো না তুমি, কোরো না, এখনো সময় আছে। আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেবো। ভালো ক'রে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় নি তোমার, আর তোমার ঐ হার্ট···মত বদলাতে কি লজ্জা করছে তোমার? আর তোমার এই পাগলামির কাছে তোমার পরিবারকে জলাঞ্জলি দিতে লজ্জা করছে না? তুমি হবে স্বেচ্ছাসেবক! আজীবন রডিয়াকে ঠাট্টা ক'রে এখন কি তাকেই ঈর্ষা করছো তুমি? অফিসারের পোষাক প'রে তোমাকেও কাপ্তানি ক'রে বেড়াতে হবে, তুমিও অন্য সকলের মতো কথায়-কথায় তলোয়ার নাচাবে! পাশা, কী হয়েছে তোমার? তুমি তো সেই আগের তুমি নও, আমি যে তোমাকে চিনতে পারছি না। কী তোমাকে এমনভাবে বদলে দিলো? সত্যি ক'রে বলো, যীশুর দোহাই, বড়ো-বড়ো কথা বাদ দিয়ে আমাকে শুধু বুঝিয়ে দাও, রাশিয়া সত্যিই এই চায়?'

হঠাৎ সে উপলব্ধি করলো যে ব্যাপারটা আসলে তা নয়। সবটা বুঝতে না-পারলেও আসল কথাটা সে ধরতে পারলে। পাশা তার সঙ্গে লারার আচরণকে ভুল বুঝেছে। চিরদিনই পাশার প্রতি তার আসক্তি অংশত মায়ের মমতা দিয়ে ভরা, পাশা সেই মমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, বোঝে নি যে স্ত্রী-পুরুষের সাধারণ অনুভূতির চাইতে লারার এই ভালোবাসা কম নয়, বরং আরো বেশি।

ঠোঁট কামড়ালো লারা, যেন মার খেয়ে কুঁকড়ে গেলো সে, কান্না গিলে ফেলে নিঃশব্দে জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলো।

পাশা চ'লে যাবার পর লারার মনে হ'লো সমস্ত শহর যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেছে, এমনকি আকাশেও অনেক কম কাক উড়ে বেড়াচ্ছে। 'মা ঠাকরুন, মা ঠাকরুন,' মাফ্রুটকা তার সংবিৎ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলো। 'মা, মা,' কাটিয়া তার জামার হাতা ধ'রে টেনেই চললো।—এ তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো পরাজয়। তার সর্বশ্রেষ্ঠ, তার উজ্জ্বলতম আশাগুলি শেষ হ'য়ে গেলো।

সাইবেরিয়া থেকে পাশা যে-সব চিঠি লিখলে তাতে তার মনোভাব জানতে

পারলো লারা। স্ত্রী ও মেয়ের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করছে সে। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই পাশা এনসাইনের পদ পেলো, আর সেই রকমই আকস্মিকভাবে প্রেরিত হ'লো যুদ্ধক্ষেত্রে। যাবার পথে কাছাকাছি কোথাও ইউরিয়াটিন পড়লো না, আর মস্কোতেও কারো সঙ্গে দেখা করার সময় হ'লো না তার।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যখন সে চিঠি লিখলো তখন মনে হ'লো তার মনের ভার আগের চাইতে হালকা হয়েছে। নিজেকে অন্য সকলের থেকে আলাদা করতে চায় সে, যাতে কোনো সামান্য আঘাতের ফলে অথবা তার পুরস্কারস্বরূপ ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়ে তার পরিবারের সঙ্গে সে দেখা করতে পারে। শিগগিরই সুযোগ পেলো। ব্রুসিলভের সেনাবাহিনী শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ ক'রে আক্রমণ শুরু করলো। পাশার চিঠি আসা বন্ধ হ'য়ে গেলো। প্রথমে লারা উদ্বিগ্ন বোধ করেনি। পাশার নীরবতার কারণ সামরিক অভিযান ব'লেই মনে করেছিলো—তার রেজিমেণ্ট যাত্রা শুরু করাতে সে চিঠি লিখতে পারছে না। হেমন্তকালে অগ্রগতি ধীর হ'য়ে এলো; সৈন্যদল পরিখাখনন শুরু করলে, কিন্তু তবু পাশার কাছ থেকে কোনো চিঠি এলো না। এবার লারা উদ্বিগ্ন বোধ করতে লাগলো, নানারকম খোঁজ-খবর নিতে শুরু করলে সে, প্রথমে স্থানীয় ভাবে ইউরিয়াটিনে, তারপর চিঠিতে মস্কোতে, আর পাশার পুরোনো বন্ধুদের কাছে। কিন্তু কোনো জবাব মিললো না, মনে হ'লো কেউ কিছু খোঁজ জানে না।

স্থানীয় কয়েজন মহিলার সঙ্গে লারাও শহরের হাসপাতালের মিলিটারি বিভাগে কিছু-কিছু কাজ করতে শুরু করেছিলো। এবার সে সত্যি সত্যি কাজ শিখতে লাগলো, নার্স হবার যোগ্যতা অর্জন ক'রে স্কুল থেকে ছ মাসের ছুটি নিলো সে; তারপর মার্ফুটকার ওপর বাড়ির ভার দিয়ে, কাটিয়াকে নিয়ে মস্কোতে গেলো। মেয়েকে লিপার কাছে রাখলে সে, লিপা একাই বাস করছে তখন, কারণ তার স্বামী জর্মান নাগরিক ব'লে অন্যান্য শত্রুপক্ষীয় অসামরিক ব্যক্তিদের মতো উফাতে অন্তরীন ছিলেন।

অন্য কোনো উপায়ে পাশার খোঁজ করা অর্থহীন জেনে লারা নিজেই তার খোঁজ নেবে ঠিক করেছে। এই উদ্দেশ্য মনে রেখে, হাঙ্গেরির সীমান্তগামী

এক হাসপাতাল-গাড়িতে নার্সের চাকরি নিলো সে, পাশা তার শেষ ঠিকানা দিয়েছিলো লিস্কির, এই ট্রেন লিস্কি হ'য়ে যাবে।

৮

একটি রেড ক্রস ট্রেন, টাটিয়ানা কমিটির[১] সংগৃহীত আহতদের জন্য স্বতঃপ্রণোদিতভাবে দেওয়া নানারকম সাহায্য নিয়ে আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টারে এসে পৌঁছলো। লম্বা গাড়ি, অধিকাংশই কদাকার মালের বগি; একটিমাত্র প্রথম শ্রেণীর কামরায় মস্কোর বিশিষ্ট নাগরিকেরা এসেছেন সৈন্যদের জন্য উপহার নিয়ে। তাদের মধ্যে একজন হ'লো গর্ডন। সে জানত যে তার ছেলেবেলার বন্ধু জিভাগো আঞ্চলিক হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে; শুনলো হাসপাতালটা কাছেই এক গ্রামে, লাইনের ঠিক ওপারে যাবার জন্য অনুমতি আদায় করলো গর্ডন, একটা ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছিলো গ্রামে, তাতে চ'ড়ে বসলো।

গাড়ির চালকটি বিয়েলোরুশ—অর্থাৎ লিথুয়েনীয়, ভাঙা-ভাঙা রুশ বলে। গুপ্তচরের হুজুগটা এখন খুব চলতি ব'লে নিরুত্তাপ আর কেজো কথোপকথন চালালো লোকটি; তার সুদৃঢ় দেশভক্তির দাপটে নিরুদ্যম হ'য়ে গর্ডন বেশির ভাগ পথ মুখ বুজে কাটালে।

প্রধান কার্যালয়ে—যেখানে সৈন্যদলের ঘাঁটি সরিয়ে-সরিয়ে সবাই এমন অভ্যস্ত যে একশো মাইলের কমে দূরত্ব মাপে না—গর্ডন শুনেছিলো যে গ্রামটি বেশ কাছে, খুব বেশি হ'লে পনেরো মাইল দূর ওখান থেকে; আসলে পঞ্চাশ মাইলের কাছাকাছি।

সমস্ত পথ বাঁ দিকের সুদূর দিগন্ত থেকে গুমরোনো গর্জন ভেসে এসেছে। ভূমিকম্পের কোনো অভিজ্ঞতা নেই গর্ডনের, তবু উপলব্ধি করলো যে আগ্নেয়গিরির গর্জন আর আকস্মিকতার সবচেয়ে ভালো তুলনা শত্রুপক্ষের কামানের আওয়াজ—রাগি, দূর-থেকে-ভেসে-আসা, ঠিকমতো চেনা যাচ্ছে

১। জার-কন্যা ডাচেস টাটিয়ানার নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি।

না যেন। সন্ধ্যার সময় সেই দিকের আকাশে গোলাপি রঙের আভা ছড়িয়ে পড়লো, ধিকিধিকি জ্বললো ভোর অবধি।

পথে অনেক গ্রামের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়লো। কোনো গ্রাম সম্পূর্ণ জনশূন্য, কোথাও-কোথাও মাটির তলার ঘরে বাস করছে লোকেরা। যেখানে এক সময়ে ঘর-বাড়ি ছিলো, সেখানে বাড়িঘরের জায়গায় প'ড়ে আছে ধুলো আর চুন-সুরকির স্তূপ। বন্ধ্যা পতিত জমির মতো আগুনে পোড়া এই জনবসতির দিকে এক পলক তাকিয়েই সমস্তটা দেখে নেওয়া যায়। যার-যার বাড়ির ভগ্নস্তূপের মধ্যে ব'সে বৃদ্ধারা ছাই আঁচড়ে চলেছে, খুঁড়ে-খুঁড়ে কিছু-একটা তুলে নিয়ে সরিয়ে রাখছে এক পাশে, বুঝি তারা ভাবছে যে দেয়ালগুলি এখনো বাইরের লোকের চোখ থেকে তাদের আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। গর্ডন যখন তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, চোখ তুলে তার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিলো যেন জিজ্ঞাসা করছে কবে আবার এই পৃথিবী প্রকৃতিস্থ হবে, শান্তি নামবে, শৃঙ্খলা ফিরে আসবে তাদের জীবনে।

অন্ধকার নামলে পরে তাদের গাড়িটা একদল সৈন্যের মধ্যে গিয়ে পড়লো, বড়ো রাস্তা ছেড়ে দেবার হুকুম হ'লো তাদের ওপর। গাড়ির চালক ঘোড়ার গাড়ি চলবার নতুন রাস্তা চেনে না। বেশ কয়েক ঘণ্টা বৃত্তাকারে ঘুরে বেড়ালো তারা, কোথাও পৌঁছলো না। ভোরবেলা তারা যে-গ্রামটিতে পৌঁছলো তার নাম এবং তারা যে-গ্রাম খুঁজছে তার নাম এক, কিন্তু হাসপাতালের খোঁজ কেউ জানে না সেখানে। জানা গেলো একই নামে দুটি গ্রাম আছে। অবশেষে, সকালবেলায়, ঠিক গ্রামটি খুঁজে পেলে তারা। ক্যামোমিল[১] আর আইওডোফর্মের গন্ধে ভরা গ্রামের পথ দিয়ে যেতে-যেতে গর্ডন ঠিক করলে রাত্রে এখানে থাকবে না, দিনটা জ্বিভাগোর সঙ্গে কাটিয়ে সেই সন্ধ্যাতেই রেল-স্টেশনে, যেখানে তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের রেখে এসেছে, ফিরে যাবে। কিন্তু পাকচক্রে তাকে এক সপ্তাহের ওপর থেকে যেতে হ'লো।

১। সুরভি লতাবিশেষ, তার রস ভেষজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। —অনুবাদকের টীকা

৯

সেনাবাহিনীর অগ্রভাগ এগোতে শুরু করলো। সেই জেলার দক্ষিণ অংশে, যেখানে গর্ডন গিয়ে উপস্থিত হ'লো, আমাদের সৈন্যদল শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ করতে সক্ষম হয়েছিলো। শত্রুপক্ষের ব্যূহে যে-ফাঁক তারা সৃষ্টি করেছে তা আরো বড়ো ক'রে তুলে পশ্চাদ্‌রক্ষী সৈন্যরাও অগ্রসর হয়েছিলো; কিন্তু পেছিয়ে পড়লো তারা, অগ্রবর্তী বাহিনী তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়ে শত্রুপক্ষের হাতে ধরা প'ড়ে গেলো। বন্দীদের মধ্যে একজন হলেন লেফটেনাণ্ট আন্টিপভ, তাঁর বাহিনী আত্মসমর্পণ করাতে তিনি ধরা দিতে বাধ্য হলেন।

সকলের ধারণা তিনি হয় বোমায় নিহত হয়েছেন, নয়তো কোনো বিস্ফোরণের ফলে মাটি-চাপা পড়েছেন। এই সংবাদ ছড়িয়েছে তাঁরই একজন বন্ধু, এনসাইন গালিউলিন, আন্টিপভ যখন অভিযানের নেতৃত্ব করছিলেন তখন পর্যবেক্ষণ-মঞ্চ থেকে দুরবীন দিয়ে দেখছিলো সে।

গালিউলিন যা দেখেছে তা আক্রমণকারী সৈন্যদলের চিরাচরিত ছবি। দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই, প্রায় দৌড়ে পার হচ্ছে দুই পক্ষের মাঝখানকার অনধিকৃত জমিটুকু—হেমন্তের সেই মাঠে বাতাসে দুলছে শুকনো কাশ, আর স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে খোঁচা-খোঁচা গর্সের[১] ঝোপ। উদ্দেশ্য হ'লো অস্ট্রিয়ানদের ট্রেঞ্চ থেকে বের ক'রে এনে মুখোমুখি যুদ্ধ করা, অথবা হাত-বোমা ব্যবহার ক রে তাদের শেষ ক'রে ফেলা। যারা ছুটছিলো মাঠটা তাদের কাছে মনে হচ্ছিলো অন্তহীন, তাদের পায়ের তলার মাটি চোরাবালির মতো স'রে-স'রে যাচ্ছে। তাদের এনসাইন ছুটছেন, প্রথমে তাদের আগে-আগে, তারপর পাশে-পাশে, রিভলভারটা মাথার ওপর দোলাচ্ছেন, 'হুরে' বলতে-বলতে তাঁর মুখ কান থেকে কান পর্যন্ত ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু সে আওয়াজ তিনি বা তাঁর সৈন্যেরা কেউই শুনতে পাচ্ছে না। মাঝে-মাঝে মাটির ওপর শুয়ে পড়ছিলো সকলে, একসঙ্গে উঠে প'ড়ে আবার ছুটতে শুরু করছিলো চীৎকার করতে-করতে। আর প্রত্যেকবার, একজন কি দুজন, গুলিবিদ্ধ হ'য়ে, অন্যদের সঙ্গেই পড়ছিলো মাটির ওপর, কিন্তু অন্যভাবে—বনের মধ্যে কেটে-ফেলা গাছের মতো ট'লে পড়ছিলো তারা, আর উঠছিলো না।

১। Gorse : হলুদ ফুলে ভরা একরকম ঝোপ।—অনুবাদকের টীকা

'লক্ষ্যের বাইরে গুলি ছুঁড়ছে ওরা, গোলন্দাজদের খবর দাও,' উদ্বিগ্নভাবে গালিউলিন তার পাশে দাঁড়ানো গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতিকে বললে।—'না, দাঁড়াও, ঠিক আছে।'

আক্রমণকারীরা শত্রুপক্ষের প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, এমন সময় গোলাবর্ষণ বন্ধ হ'য়ে গেলো। সেই আকস্মিক স্তব্ধতায় নিরীক্ষণকারীরা তাদের নিজেদের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছিলো, আন্টিপভের মতো তারাও যেন তাদের সৈন্যদলকে শত্রুপক্ষের ট্রেঞ্চের ধাবে এনে দাঁড় করিয়েছে, পরবর্তী কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাদেরও যেন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আর বীরত্ব দেখিয়ে আশ্চর্য কিছু ঘটিয়ে ফেলতে হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে তারা দেখলো দুটো ষোলো ইঞ্চির জর্মান কামান থেকে আক্রমণকারীদের ওপর গোলাবর্ষণ হ'লো। ধুলোর কালো মেঘে আর ধোঁয়ায় এর পরে কী হ'লো আর দেখা গেলো না। 'ইয়া আল্লা! শেষ! ওদের হ'য়ে গেলো,' শাদা-ঠোঁটে ফিসফিস করলো গালিউলিন, তার ধারণা হ'লো এনসাইন এবং তাঁর দলের সকলেই নিহত হয়েছে। নিরীক্ষণ-মঞ্চের খুব কাছ ঘেঁষে আরো একটি গোলা চ'লে গেলো। দ্বিগুণ নিচু হ'য়ে, নিরীক্ষণকারীরা দ্রুত নিরাপদ দূরত্বে পালালো।

গালিউলিন ছিলো আন্টিপভের সঙ্গে একই গর্তে। আন্টিপভ মারা গেছেন, এ-কথা সবাই মেনে নেওয়ার পর, তাঁর বন্ধুরা গালিউলিনকে আন্টিপভের জিনিসপত্রের ভার নিয়ে তাঁর বিধবা স্ত্রীর জন্য রেখে দিতে বললো; আন্টিপভের জিনিসপত্রের মধ্যে তাঁর স্ত্রীর অনেকগুলি ফোটোগ্রাফ ছিলো।

গালিউলিন, যার জাত-ব্যবসা হ'লো মিস্ত্রিগিরি, সম্প্রতি নতুন পদে উন্নীত হয়েছে। টিভেরজিনের ফ্ল্যাট-বাড়ির ভাড়াটে গিমাজেৎদিনের ছেলে গালিউলিন—সেই ইউসুপকা, যাকে সুদূর অতীতে ফোরম্যান খুডলেয়েভ শিক্ষানবিশ হিসেবে পেয়ে ধ'রে পেটাতো। তার সেই অতীত আক্রমণকারীর কাছেই এখন সে তার বর্তমান উন্নতির জন্য ঋণী।

যুদ্ধের চাকরিতে এসে, নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এবং নিতান্ত অকারণে, গালিউলিন নিজেকে আবিষ্কার করেছিলো পশ্চাদ্ভাগের এক ছোটো শহরের ঘাঁটিরক্ষকের মতো এক আয়েসি চাকরিতে। আধা-অসমর্থ কিছু লোক

নিয়ে তৈরি হয়েছে সেই ঘাঁটি; প্রত্যেকদিন সকালে তাদের প্রায় তাদের মতোই বৃদ্ধ নির্দেশকের কাছে ড্রিল করতে হয়, যে-ড্রিল তাদের নির্দেশক এবং তারা—সকলেই ভুলে গেছে। গালিউলিনকে সেই ড্রিলের দেখাশানা করতে হ'তো, আর লক্ষ্য রাখতে হ'তো এ্যাডজুটাণ্টের আপিশের সামনে পাহারাদারের বদলের ওপর। আর কোনো কাজ আশা করা হ'তো না তার কাছ থেকে। জগতে তার কোনো দুঃখ নেই, এমন সময় মস্কো থেকে যে-সমস্ত নতুন লোককে তার অধীনে পাঠানো হ'লো দেখা গেলো তাদের মধ্যে তার অতি পরিচিত একটি চেহারা—পিয়ট্র্ খুডলেয়েভ।

'বেশ, বেশ, আমার পুরোনো বন্ধু,' তিক্ত হাসলো গালিউলিন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' সেলাম ক'রে, অ্যাটেনশন হ'য়ে দাঁড়িয়ে খুডলেয়েভ জবাব দিলে।

ব্যাপারটার ওখানেই শেষ হওয়া অসম্ভব। ড্রিলের সময় সেপাইটির একটা ভুল দেখামাত্র লেফটেনাণ্ট হুংকার দিয়ে উঠলেন, আর যেই তাঁর মনে হ'লো যে লোকটি তাঁর চোখের দিকে সোজা না-তাকিয়ে একটু পাশের দিকে তাকিয়ে আছে, অমনি তিনি তার চোয়ালে এক ঘুষি চালিয়ে দিলেন, তারপর দু'দিন তাকে কয়েদ ক'রে রাখলেন শুধু রুটি আর জল খাইয়ে।

এর পর থেকে গালিউলিনের প্রতি পদক্ষেপে যেন প্রতিহিংসা ঝ'রে পড়তে লাগলো। কিন্তু তাদের দু'জনের পদের এমনিই তফাৎ, রাষ্ট্র তাদের দুজনের সম্পর্ক এমনভাবে বেঁধে দিয়েছে যে এই খেলা অত্যন্ত অসংগত হ'য়ে উঠলো; নিতান্ত দৃষ্টিকটু হ'লো ব্যাপারটা। কী করা যায়? তারা দু'জনে এক জায়গায় থাকতে পারে না। কিন্তু অধীনস্থ দলের মধ্যে একজনকে বদলি করার কী ওজুহাত একজন অফিসার দিতে পারেন? অপর পক্ষে, নিজের বদলির জন্য আবেদন করতে হ'লেও কী কারণ দেখাবে গালিউলিন? অবশেষে ঘাঁটিরক্ষকের কাজের অর্থহীনতা এবং একঘেয়েমির অজুহাতে গালিউলিন যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য অনুরোধ জানালো। এতে প্রশংসাই হ'লো তার, আর যখন প্রথম নতুন পদে বহাল হ'য়েই সে তার অন্যান্য গুণপনা প্রদর্শন করলো তখন দেখা গেলো এক চমৎকার অফিসার হবার মতো ক্ষমতা আছে তার, এবং শিগগিরই লেফটেনাণ্টের পদে উন্নীত হ'লো সে।

টিভেরজ়িনদের আমল থেকেই আন্টিপভকে চিনতো গালিউলিন: ১৯০৫ সালে সে যখন টিভেরজ়িনের সঙ্গে ছ'মাস কাটিয়েছিলো তখন রোববারে-রোববারে ইউসুপকা তার সঙ্গে খেলতে আসতো। সেখানে দু'একবার লারার সঙ্গেও দেখা হয়েছে তার। তারপর থেকে তাদের দু'জনের কোনো খবরই সে রাখে নি। ইউরাটিন থেকে এসে আন্টিপভ যখন রেজিমেণ্টে যোগ দিলো, তার সেই পুরোনো বন্ধুর পরিবর্তনে চমকে গিয়েছিলো গালিউলিন। যাকে সে লাজুক, দুষ্টু আর মেয়েলি ব'লে জানতো, সে এখন উদ্ধত, পণ্ডিত এক রোগবিলাসীতে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধিমান, সাহসী, গম্ভীর পাশা বিদ্রূপে ছাড়া কথা বলে না। কখনো-কখনো তার চোখের বিপন্ন দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে গালিউলিন শপথ ক'রে বলতে পারতো যে সেই দৃষ্টি যেন জানলা, তার মধ্য দিয়ে অন্য কিছু সে দেখতো, হয়তো এমন কোনো-এক ধারণা যা তাকে পেয়ে বসেছিলো, হয়তো স্ত্রী-কন্যার জন্য আকাঙ্ক্ষা। গালিউলিনের মনে হ'তো আন্টিপভ যেন এক বহুরূপী, রূপকথার নায়কের মতো মোহগ্রস্ত। আর এখন আন্টিপভ উধাও, গালিউলিনের হাতে এসে পড়েছে তার কাগজপত্র, তার ফোটোগ্রাফগুলি, আর তার রূপান্তরের রহস্য।

লারা যে তার স্বামীর খোঁজ করছে সে-সংবাদ গালিউলিনের কাছে পৌঁছলো। কোনো-না-কোনো সময়ে পৌঁছতোই অবশ্য। তাকে চিঠি লিখবে ঠিক করলো সে, কিন্তু এতো ব্যস্ত ছিলো যে ঠিকমতো গুছিয়ে চিঠি লেখার মতো সময় পাচ্ছিলো না, লারাকে সে আঘাতের জন্য প্রস্তুত হবার সুযোগ দিতে চাইছিলো। আজ-কাল ক'রে দিন পেছিয়েই চলছিলো সে, হঠাৎ শুনলো লারা নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে নার্স হিসেবে, কিন্তু কোন ঠিকানায় তাকে চিঠি লিখবে বুঝতে পারলো না।

১০

'আজ ঘোড়া মিলবে?' দুপুরবেলা জ়িভাগো বাড়িতে খেতে এলেই গর্ডন জিজ্ঞেস করতো। তারা বাস করছে এক গ্যালিসীয় কৃষকের কুটিরে।

'কোনো আশা নেই। কিন্তু সে যাই হোক, কোথায় যাবে তুমি?

ডাইনে বাঁয়ে কোথাও নড়ার উপায় নেই এখন। ভীষণ গোলমাল চলছে চারদিকে। কেউ কিছু ঠিক করতে পারছে না। দক্ষিণে কোথাও-কোথাও জর্মানদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেছে আমাদের সৈন্য, কোথাও বা ব্যূহ ভেদ করেছে, শুনছি অতি উৎসাহী কয়েকটি বাহিনী ধরা পড়েছে। উত্তরে, জর্মানরা স্ভেন্টা নদীর যে-অংশ পার হয়েছে সেটা এতোদিন অনতিক্রম্য ব'লে জানা ছিলো; একদল অশ্বারোহীর কীর্তি এটা। রেলপথ উড়িয়ে দিচ্ছে, নষ্ট করছে রসদের গুদোম, আর আমার নিজের ধারণা হ'লো ওরা ঘিরে ফেলছে আমাদের। এই তো অবস্থা, আর তুমি কিনা ঘোড়ার খোঁজ করছো।—'কী হে কাপেস্কো,' ইউরা তার আর্দালির দিকে ফিরলো, 'একটু নড়ো এবার, টেবিল লাগাও। কী খাবার আছে আজ? বাছুরের ঠ্যাং? চমৎকার।'

হাসপাতাল ও অন্যান্য ব্যবস্থা নিয়ে চিকিৎসা-কেন্দ্রটি সারা গ্রাম ভ'রে ছড়িয়ে আছে, কোনো দৈব কারণে গ্রামটি এখনো নিরাপদ। দেয়াল-জোড়া পাশ্চাত্ত্য কায়দায় জাফরি-কাটা জানলা নিয়ে ঝকঝকে বাড়িগুলি দাঁড়িয়ে আছে, একটা কাচও এমনকি ভাঙে নি।

উষ্ণ সোনালি এক হেমন্ত ঋতুর অবসান ইণ্ডিয়ান সামারে[১] রূপ নিয়েছে। দিনের বেলায় ডাক্তার আর অফিসাররা জানলা খুলে রাখে, জানলার তাক আর নিচু শাদা সীলিঙের ওপর থিকথিকে হ'য়ে বসে-থাকা মাছি মারে, ওপরের জামার বোতাম খুলে ঘামতে-ঘামতে চুমুক দেয় ফুটন্ত গরম বাঁধাকপির স্যুপে, কিংবা চায়ে।

রাত্রে ভেজা কাঠ দিয়ে জ্বালানো আগুনের সামনে ব'সে তাস পেটে তারা, ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে আর কেমন ক'রে আগুন ধরাতে হয় তা না-জানার জন্য শাপ-শাপান্ত করে আর্দালিদের।

রাত্রিটি নিস্তব্ধ। গর্ডন আর জ়িভাগো মুখোমুখি দুই কাঠের মাচায় শুয়ে ছিলেন। তাদের মাঝখানে খাবার টেবিল আর দেয়াল-জোড়া লম্বা জানলার সারি। জানলার কাচগুলি ঘামে ভিজে উঠেছে; ঘরটা গরম, তামাকের গন্ধে

১। উত্তর য়োরোপে ও আমেরিকায় হেমন্তের শেষে কয়েকটা দিন রৌদ্রময় হ'য়ে ওঠে, আবহাওয়া থাকে শুকনো; এই সময়টাকে 'ইণ্ডিয়ান সামার' বলা হয়। —অনুবাদকের টীকা।

ভরা। হেমন্ত রাত্রির টাটকা বাতাসের জন্য তারা কোনার দিকের জানলার দুটো পাট খুলে রেখেছিলো। তাদের অভ্যেসমতো কথা বলছে তারা, আর চিরাচরিতভাবে, যে-দিকে যুদ্ধের ফ্রন্ট-লাইন সেই দিগন্তে গোলাপি আভা জ্বলজ্বল করছে। বন্দুকের গুলির অন্তহীন শব্দকে থামিয়ে দিয়ে মাঝে-মাঝে ভেসে আসছে এক গম্ভীর আওয়াজ, একটা ভারি শেকলে-বাঁধা ট্রাঙ্ককে যেন মেঝের রং চটিয়ে দিয়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই গম্ভীর আওয়াজে কেঁপে কেঁপে উঠছে মাটি। সেই আওয়াজকে সম্মান দেখিয়ে থেমে যাচ্ছিলো জিভাগো। 'ওটা হ'লো বের্টা, জর্মানদের ষোলো-ইঞ্চি কামান। বোমাটা ছোটোই বলতে পারো—ষাট পুড[1] ওজন।' তারা যখন আবার কথা বলতে শুরু করলো তখন আগে কী বলছিলো তা আর জিভাগোর মনে পড়লো না।

'সারা গ্রামে কিসের গন্ধ বলো তো?' গর্ডন জিজ্ঞেস করলো। 'এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি লক্ষ্য করেছি। অতিষ্ঠ ক'রে তোলা মিষ্টি গা-বমি-বমি-করা একটা গন্ধ, অনেকটা ইঁদুরের গায়ের গন্ধের মতো।'

'কী বলছো বুঝতে পারছি। ওটা হ'লো শন—এখানে প্রচুর জন্মায়। ওই গাছটার নিজেরই একটা একঘেয়ে লেগে-থাকা পচা মড়ার মতো গন্ধ আছে। তারপর যে-সব জায়গায় লড়াই হয়েছে, সেখানে অনেক মৃতদেহ শনক্ষেতের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে প'ড়ে থাকে—পচতে শুরু করার আগে কেউ জানতে পায় না। অবশ্য মৃতদেহের গন্ধ এখন সর্বত্র। সেটাই তো স্বাভাবিক। —শুনছো? আবার ঐ বের্টাব গর্জন।'

গত কয়েকদিন ধ'রে তারা এই জগতের যাবতীয় বিষয় নিয়ে কথা বলেছে। যুদ্ধ এবং যুগধর্মের ওপর বন্ধুর মতামতের কথা জেনেছে গর্ডন। জিভাগো তাকে বলেছে তার পক্ষে কত শক্ত হ'য়ে উঠছে এই সব মেনে নেয়া—এই পরম্পরকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়ার নিষ্ঠুর যুক্তি, আহতদের দৃশ্য, আজকাল যে-বিশেষ ধরনের আঘাত দেয়া হচ্ছে তার ভয়াবহতা, আর আধুনিক যুদ্ধের কলাকৌশলে শুধুমাত্র ছিন্ন মাংসপিণ্ডে পরিণত হ'য়েও যারা বেঁচে থাকে তাদের অস্তিত্ব।

---

[1] Pud = ৩৬ পাউণ্ড

তার সঙ্গে ঘুরতে-ঘুরতে কিছু বীভৎস দৃশ্য গর্ডনও দেখেছে। মনে হয়েছে, যখন অন্যেরা অসম সাহসে কষ্ট সহ্য করছে তখন অলসভাবে তাদের মৃত্যুভয় জয় করার জন্য অমানুষিক চেষ্টাকে লক্ষ্য করা, কিসের বিনিময়ে কী বিপদ তারা বরণ ক'রে নিচ্ছে—তা তাকিয়ে দেখা রীতিমতো দুর্নীতি। কিন্তু তাদের জন্য বিলাপ করাটাও কম দুর্নীতি ব'লে তার মনে হয় না। জীবন যখন যে-অবস্থায় থাকে কেবল সে-অনুযায়ী সরল এবং সৎ ব্যবহারের পক্ষপাতী সে।

যুদ্ধক্ষেত্রের ঠিক পেছনে ভ্রাম্যমাণ রেডক্রস-কেন্দ্রের প্রাথমিক চিকিৎসা-বিভাগে গিয়ে তার যে-অভিজ্ঞতা হয়েছে তা থেকে সে এ-কথা জেনেছে যে আহতদের চোখে দেখেই অজ্ঞান হ'য়ে যাওয়া সম্ভব।

গোলাবর্ষণে বনের মধ্যে নষ্ট হ'য়ে গেছে, এমন একটি পরিষ্কার অংশে গিয়েছিলো তারা। দোমড়ানো কামান-গাড়িগুলি ভাঙাচোরা পিষ্ট-হ'য়ে-যাওয়া ছোটো ছোটো গাছপালার মধ্যে উল্টে প'ড়ে আছে। একটা যুদ্ধের ঘোড়া গাছে বাঁধা, বনের ঠিক ভেতরে বনবিভাগের একটি বাড়ি ছিলো; তার অর্ধেকটা ছাদ উড়ে গেছে। বনবিভাগের দপ্তর এখন প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিশেবে ব্যবহৃত হয়; দুটো বড়ো ছাইরঙের তাঁবুও ফেলা হয়েছে, যে-রাস্তা দিয়ে বনে আসতে হয় তার ওপারে।

'তোমাকে আনা উচিত হয় নি,' জিভাগো বললো। 'দু-এক মাইলের মধ্যেই ট্রেঞ্চ, আর আমাদের কামানের সারি ঠিক ওখানেই, বনের পেছনে। সেখানে কী হচ্ছে এখান থেকে শোনাও যাবে না। কাজেই বীরত্ব দেখাতে যেয়ো না। তুমি বীরত্ব দেখালেও বিশ্বাস করবো না আমি। আতঙ্কে জ'মে যেতে তুমি বাধ্য, সেটাই স্বাভাবিক। যে-কোনো মুহূর্তে অবস্থা বদলে যেতে পারে, ওরা হয়তো আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করবে।'

ক্লান্ত, তরুণ সৈন্যরা, প্রকাণ্ড জুতো পায়ে, ঘামে কালো হ'য়ে গেছে তাদের টিউনিকের কাঁধ আর বুক, রাস্তার ধারে গড়াচ্ছে, কেউ চিৎ হ'য়ে কেউ বা উপুড় হয়ে। চারদিন ভয়ানক যুদ্ধের পর সৈন্যদের মধ্যে যারা বেঁচেছে তাদের পশ্চাদ্‌ভাগকে শহরে পাঠানো হয়েছে কিছুদিনের বিশ্রামের জন্য। পাথরের মূর্তির মতো প'ড়ে আছে তারা, হাসবার বা গাল পাড়বার কিছুরই

আর শক্তি নেই তাদের, রাস্তা দিয়ে যখন কয়েকটা গাড়ি দ্রুতগতিতে গড়িয়ে এলো, তখন তারা মাথাও ঘোরালো না। গুলিগোলার গাড়ি সেগুলো, স্প্রিং নেই, আহতদের গাদা ক'রে নিয়ে আসছে এখন, প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্রের দিকে এগোবার সময় গাড়ির ঝাঁকুনিতে তাদের হাড় ভেঙে যাচ্ছিলো পাক খাচ্ছিলো পেটের অন্ত্রী-তন্ত্রী। সেখানে তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজ ক'রে দেওয়া হবে তাদের, তেমন-তেমন জরুরি ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করা হবে। আধ ঘণ্টা আগে যখন গোলাবর্ষণে সামান্য বিরতি ঘটেছিলো তখন ট্রেঞ্চের সামনে থেকে তোলা হয়েছে তাদের, সংখ্যায় তারা ভয়াবহ। তাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশিই অচৈতন্য।

আপিশের বারান্দার সামনে গাড়িগুলো থামলে পরে স্ট্রেচার নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো আর্দালিরা। একজন নার্স একটা তাঁবুর দরজা তুলে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলো; এখন তার ডিউটি নেই। দু'জন লোক এতোক্ষণ তাঁবুর পেছনে বনের মধ্যে চীৎকার ক'রে তর্ক করছিলো, কথা বোঝা যাচ্ছিলো না, শুধু লম্বা-লম্বা তরুণ গাছগুলির মধ্যে জেগে উঠছিলো প্রতিধ্বনি,—তারা বেরিয়ে এসে রাস্তা ধ'রে আপিশের দিকে এগোলো। তাদের মধ্যে একজন, উত্তেজিত এক যুবক-লেফটেনাণ্ট, অপরজনকে গাল দিচ্ছিলো—ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা-কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার সে; বনের পরিষ্কার অংশে কামান বসানো হয়েছিলো, লেফটেনাণ্ট জানতে চাইছিলেন কামানটা কোথায়। ডাক্তার জানতেন না, তাঁর জানার কথা নয়; তিনি লেফটেনাণ্টকে অনুরোধ করছিলেন চীৎকার থামিয়ে চ'লে যেতে—বলছিলেন, তিনি ব্যস্ত, আহতরা এসে পড়েছে; কিন্তু অফিসারটি রেডক্রসকে, গোলন্দাজদের, সমস্ত পৃথিবীকেই শাপশাপান্ত ক'রে চললো। জ্বিভাগো ডাক্তারের কাছে এগিয়ে গেলো, পরস্পরকে সম্ভাষণ ক'রে আপিশের ভেতর ঢুকে গেলো তারা। লেফটেনাণ্ট উচ্চ তাতার-ঘেঁষা উচ্চারণে গাল পাড়তে-পাড়তেই ঘোড়ার জিনে চড়ে ব'সে রাস্তা ধ'রে বনের দিকে চ'লে গেলেন। সেই নার্সটি তখনো তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ তার মুখের ভাব ভয়ার্ত হ'য়ে উঠলো। 'কী, করছো কী? মাথা-খারাপ হ'য়ে গেছে তোমাদের?' অল্প আহত দু'জন সৈন্য বিনা সাহায্যে

স্ট্রেচারের মাঝখান দিয়ে হাঁটছিলো, তাদের উদ্দেশে নার্সটি বললে। তাদের কাছে ছুটে এগিয়ে গেলো সে।

আর্দালি যে-লোকটিকে বহন ক'রে আনছিলো বিশেষরকম বীভৎসভাবে তার দেহ আহত হয়েছে। একটা বোমার টুকরো থেঁৎলে দিয়েছে তার মুখ, জিভ আর ঠোঁট পরিণত হয়েছে লাল ঝোলে, লোকটিকে প্রাণে মারে নি, কিন্তু কেটে-যাওয়া গালের স্থান পূর্ণ ক'রে বোমার টুকরোটা আটকে আছে তার চোয়ালের হাড়ে। ক্ষীণ, অমানুষিক স্বরে অল্প-অল্প কাৎরাচ্ছে সে, মৃত্যুকে ত্বরান্বিত ক'রে এই অকল্পনীয় যন্ত্রণার সমাপ্তি ঘটানোর জন্য কাতর আবেদন ছাড়া সেই শব্দ শুনে অন্য কিছু মনে হয় না।

নার্সের মনে হ'লো যে-দু'জন সৈন্য তাদের আঘাত অল্প ব'লে স্ট্রেচারের পাশে-পাশে হেঁটে আসছে তারা এতো বিচলিত হয়েছে যে খালি হাত দিয়ে ঐ লোহার টুকরোটা তুলে আনতে যাচ্ছে।

'কক্ষনো ও-কাজ কোরো না। সার্জন করবেন, তাঁর আলাদা যন্ত্র আছে ...যদি করতেই হয়।' (ভগবান, হে ভগবান, ওকে তুমি নাও, তোমার অস্তিত্বে সন্দেহ করতে দিয়ো না আমাকে।)

পরমুহূর্তে যখন তাকে সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, লোকটি চীৎকার ক'রে উঠলো, সারা শরীরে কেঁপে উঠলো সে, তারপর শেষ।

এই যে লোকটি মারা গেলো সে হ'লো প্রাইভেট গিমাজেৎদিন; বনের মধ্যে চীৎকার করছিলেন যে-উত্তেজিত অফিসার তিনি তার ছেলে, লেফটেনাণ্ট গালিউলিন, নার্সটি হ'লো লারা, গর্ডন এবং জিভাগো সাক্ষী। এরা সকলে সেই এক জায়গাতেই ছিলো, একই সঙ্গে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ-কেউ পরস্পরকে কোনোদিন চিনতো না, আর কেউ পরস্পরকে চিনতে পারলো না। তাদের বিষয়ে কোনো-কোনো তথ্য কোনোদিনই সঠিকভাবে জানা যাবে না, আর অন্যগুলি আত্মপ্রকাশের অন্য এক সুযোগের জন্য অপেক্ষমাণ।

১১

এই অঞ্চলে গ্রামগুলি যেন দৈব দয়ায় বেঁচে গেছে। ধ্বংসের সাগরে এই অংশটি যেন এক দুর্বোধ্য নিরাপত্তার দ্বীপ। এক সন্ধ্যায় গর্ডন আর জ়িভাগো গাড়ি ক'রে বাড়ি ফিরছিলো। একটি গ্রামে দেখলেন এক তরুণ কসাককে ঘিরে ফুর্তিবাজ ভিড়; কসাকটি একটা তাম্রমুদ্রা শূন্যে ছুঁড়ে দিচ্ছে, শাদা দাড়ি, লম্বা কোট-পরা এক বৃদ্ধ ইহুদিকে সেটা লুফে নিতে হবে। বৃদ্ধটি কোনোবারই ধরতে পারছে না। তার করুণভাবে বাড়িয়ে-দেওয়া দুই হাতের নাগালের বাইরে চ'লে গিয়ে মুদ্রাটি কাদায় প'ড়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধটি সেটা কুড়োবার জন্য নিচু হচ্ছে, কসাকটি চড় মারছে তার পেছনে, আর দর্শকরা পেট চেপে ধ'রে লুটোপুটি খাচ্ছে হাসতে-হাসতে। ওতেই তাদের আমোদ। এই মুহূর্তে এটা কিছু ক্ষতিকর হচ্ছে না, কিন্তু এ থেকে কোনো গোলযোগ যে দেখা দেবে না তা নিশ্চয় ক'রে বলতে পারে না কেউ। কয়েক মিনিট পর-পর রাস্তার ওপারে তার কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে আসছে বৃদ্ধটির স্ত্রী, হাত বাড়িয়ে দিয়ে চীৎকার করছে সে, আবার ছুটে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে ভয় পেয়ে। দুটি ছোট্ট মেয়ে কুঁড়ের জানলা দিয়ে তাদের ঠাকুর্দাকে দেখছে আর কাঁদছে।

ড্রাইভারের মনে হ'লো ব্যাপারটা খুবই কৌতুকজনক, তাই গাড়ির গতি ধীর ক'রে দিলো যাতে যাত্রীরা দেখতে পান। কিন্তু জ়িভাগো কসাকটিকে ডেকে ক'ষে গাল দিলে, বৃদ্ধটিকে ও-ভাবে খেলাতে বারণ ক'রে দিলো।

'আচ্ছা স্যর,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো লোকটি। 'আমরা জানতাম না কিনা, এই একটু মজা করছিলাম আর কি।'

নিজেদের গ্রামের কাছাকাছি না-পৌছনো পর্যন্ত জ়িভাগো বা গর্ডন কেউ কোনো কথা বললো না।

'সাংঘাতিক,' ইউরি বললে। 'এই যুদ্ধের মধ্যে হতভাগ্য ইহুদিদের যে কী সহ্য করতে হচ্ছে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।' যুদ্ধটা আবার ওদেরই অঞ্চলে[১] হচ্ছে। শায়েস্তা-কর, ওদের সব সম্পত্তি নষ্ট করা, আর অন্যান্য দুঃখকষ্টও যেন যথেষ্ট নয়, এখন ওদের সহ্য করতে হবে

---

১ পশ্চিম রাশিয়ার একটি অংশে অধিকাংশ রুশ ইহুদি বাস করতো।

পগ্রম[২] অপমান, আর এই অভিযোগ যে তারা যথেষ্ট স্বদেশপ্রেমিক নয়। তারা স্বদেশপ্রেমিক হবেই বা কেন, যখন শত্রুরা তাদের সমান-সমান অধিকার দিতে চাইছে আর আমরা অত্যাচার ছাড়া অন্য কিছুই করছি না? ওদের প্রতি আমাদের এই ঘৃণার মূলে কোনো রহস্য আছে, যে-সমস্ত কারণে ওদের প্রতি আমাদের ঘৃণা সেগুলো সহানুভূতির কারণ হওয়া উচিত ছিলো—ওদের দারিদ্র্য, অত্যধিক জনসংখ্যা, ওদের দুর্বলতা, আমাদের সঙ্গে সমানে-সমানে যুদ্ধ করার অক্ষমতা। বুঝতে পারি না আমি। ভাগ্যের দোষ—তাছাড়া আর কী।'

গর্ডন কোনো জবাব দিলে না।

১২

আবার তারা শুয়ে আছে, লম্বা, নিচু জানলার দুই পাশের দুই মাচায়; রাত নেমে এসেছে, কথা বলছে তারা।

ঝিভাগো গর্ডনের কাছে গল্প করছে, যুদ্ধক্ষেত্রে একবার কেমনভাবে জারকে দেখেছিলো।

যুদ্ধে ইউরির সেই প্রথম বসন্ত। যে-বাহিনীর সঙ্গে সে যুক্ত ছিলো সেটা কার্পেথীয় পর্বতের এক উপত্যকার মুখে হাঙ্গেরীয়দের পথ বন্ধ ক'রে ঘাঁটি গেড়েছে তখন। বাহিনীর প্রধান কার্যালয় ছিলো সেই উপত্যকায়।

উপত্যকাটির নিচের দিকে স্টেশন। সেই জায়গার বর্ণনা দিলে ঝিভাগো, ফার আর পাইনের বন বুকে নিয়ে পাহাড়, মাথায় মেঘ জ'মে আছে, ছাইরঙা স্লেট আর গ্র্যাফাইট পাথরের খাড়া চুড়োগুলি জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে ফারের মাথায় টাকের মতো দেখায়। স্যাঁৎসেতে, অন্ধকার এপ্রিলের এক সকাল ছিলো সেদিন, স্লেটের মতো কালো রঙের আকাশ চারপাশের পাহাড়ের মাঝখানে আটকে আছে, স্তব্ধ, হাওয়া নেই একটুও। উপত্যকার মাথার ওপর কুয়াশা জ'মে আছে, ওপরের দিকে ধোঁয়ার মতো বাষ্প উঠছে সব-কিছু

---

২ Pogrom : সুপরিকল্পিতভাবে কোনো সম্পূর্ণ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উচ্ছেদসাধন। শব্দটি রুশ, কিন্তু ইংরেজিতেও চ'লে গেছে।—অনুবাদকের টীকা।

থেকে—ধোঁয়া ছাড়ছে রেল-স্টেশনের এঞ্জিন, মাঠ থেকে উঠছে ধূসর হিম—আর আছে ধূসর পাহাড় আর অন্ধকার বন আর অন্ধকার মেঘ।

সম্রাট তখন বেরিয়েছিলেন গালিসিয়ায় এক পরিদর্শন-সফরে, হঠাৎ শোনা গেলো তিনি যে-বিভাগের অবৈতনিক কর্নেল, সেটি তিনি পরিদর্শন করতে আসছেন। যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারেন তিনি। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গার্ড অফ অনারের ব্যবস্থা হ'লো। কয়েক ঘণ্টার প্রতীক্ষা আর সংশয়ের পর রাজকীয় পারিষদদের নিয়ে দুটো ট্রেন দ্রুত পার হ'য়ে গেলো, আর তার একটু পরেই জ়ারের গাড়ি এসে ঢুকলো প্ল্যাটফর্মে।

সঙ্গে ডিউক নিকোলাসকে নিয়ে জ়ার গ্রেনেডিয়ারদের পরিদর্শন করলেন। তাঁর শান্ত অভিবাদনের প্রত্যেকটি শব্দের উত্তরে বালতি থেকে জল উপচে পড়ার মতো শব্দে উচ্ছ্বসিত, সজোর 'হুরে'-ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলতে লাগলো।

মৃদু হাসি লেগে ছিলো জ়ারের ঠোঁটে, অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি—মুদ্রা আর মেডেলের ওপর তাঁর যে-প্রতিকৃতি থাকে তার চাইতে বুড়ো আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো তাঁকে। সামান্য ঝুলে-পড়া মুখের ভাবটা কেমন উদাসীন। বার-বার ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে গ্র্যাণ্ড ডিউকের দিকে তাকাচ্ছিলেন, বুঝতে পারছিলেন না কখন তাঁর কাছে কী আশা করা হবে, আর গ্র্যাণ্ড ডিউক সসম্মানে নিচু হ'য়ে তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করছিলেন, কথা দিয়ে ততোটা নয়, যতোটা ভ্রূভঙ্গি আর কাঁধের ঝাঁকুনি দিয়ে।

সেই উষ্ণ ধূসর পাহাড়ি সকালে তাঁকে দেখতে-দেখতে ইউরির কষ্ট হয়েছিলো জ়ারের জন্য, আর এ-কথা ভেবে শিহরিত হয়েছিলো যে ঐ আত্ম-প্রত্যয়হীন সংযম আর লজ্জাই হ'লো অত্যাচারীর গুণ, এই দুর্বলতারই অধিকার আছে নিধন করার, কি ক্ষমা করার, বন্দী করার, কি মুক্তি দেবার।

'একটা বক্তৃতা দেওয়া উচিত ছিলো তাঁর—"আমি, আমার তরবারি, আমার জাতি—" হ্বিলহেল্‌মের[১] মতো। অন্তত "জাতি"র বিষয় কিছু—সেটা তো নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু, জানো, স্বাভাবিক রুশ-রীতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছিলেন উনি, এই সব আজে-বাজে কথার একেবারে ঊর্ধ্বে ছিলেন। আর তাছাড়া রুশদেশে এই ধরনের অভিনয় ভাবা যায় না, তাই নয় কি?—কারণ

১ জর্মানির কাইজ়ারের কথা বলা হচ্ছে।—অনুবাদকের টীকা।

অভিনয় অভিনয়ই। এ-কথা মানতে পারি যে রোমান সম্রাটদের আমলে, "জাতি"র অস্তিত্ব ছিলো—গল, সীদীয়, ইলিরীয়—এ ছাড়াও আরো অনেক। কিন্তু তারপর থেকে এই ধারণাটাই একটা গল্পকথা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, জার আর রাজারাজড়া আর রাজনৈতিকদের বক্তৃতার বুলি: "জাতি, আমার জাতি।"

'যুদ্ধক্ষেত্র তো এখন ছেয়ে গেছে সংবাদদাতা আর সাংবাদিকে। তারা "লক্ষ্য করে", লৌকিক জ্ঞান-রত্ন সংগ্রহ করে, আহতদের দেখতে যায়, আর লোক-মানস সম্বন্ধে নতুন-নতুন সব প্রতিপাদ্য তৈরি করে। ডাহ্‌ল্‌-এর[১] এক নতুন প্রকরণ আর কি, ঠিক তেমনি বাজে—ভাষার অসংযম, ভাষাতত্ত্বের পাগলামি। এই এক ধরন—আরেকটা হ'লো কাটা-কাটা কথা, "ছবি আর দৃশ্য", অবিশ্বাস আর মানববিদ্বেষ। এ-রকম একটা লেখা সেদিন পড়ছিলাম। এখনো আমার কাছে আছে, এই রকম—"ধূসর দিন, কালকের মতো। সকাল থেকে বৃষ্টি, কাদা। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি, রাস্তা দেখছি। কয়েদিদের অন্তহীন সারি। সারি-সারি আহত। গুলির শব্দ। আজ গুলিবর্ষণ হচ্ছে গত কালের মতো, আসছে কাল আজকের মতো, প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টা।" চালাক-চালাক, সূক্ষ্ম—নয় কি? কিন্তু বন্দুকের বিরুদ্ধে ওর আপত্তিটা কী? বন্দুকের কাছ থেকে বৈচিত্র্য আশা করাটা বড়ো অদ্ভুত। নিজের দিকে তাকায় না কেন, দিনের পর দিন একই বাক্য, কমা, তথ্যের তালিকা, এক ঝাঁক পোকার মতো দ্রুতগতিতে সাংবাদিকসুলভ মানবহিতৈষণার প্লাবন বইয়ে চলেছে? এ-কথাটা মাথায় ঢোকে না কেন যে পুনরাবৃত্তির অভ্যেস তাকেই ছাড়তে হবে, বন্দুককে নয়—নোটবই থেকে আজে-বাজে কথা নিয়ে হিজিবিজি কাটলে, যতই লেখো না কেন সবটাই অর্থহীন হয়, কারণ যতক্ষণ না মানুষ নিজে কিছু দেয় ততক্ষণ তথ্যের কোনো অস্তিত্ব থাকে না, কিছু খেয়াল, মানুষের প্রতিভা—রূপকথার, পুরাণের কিছু অংশ।'

'একেবারে ঠিক কথা বলেছো,' গর্ডন ব'লে উঠলেন। এবার আমি তোমাকে বলি আজ আমরা যে-ঘটনাটি দেখলাম সে-বিষয়ে আমার কী মনে হয়। ঐ কসাকটি—যে হতভাগ্য বৃদ্ধটিকে বোকা বানাচ্ছিলো—এ

১ Dahl: একটি বিখ্যাত ও কিছুটা অদ্ভুত ধরনের রুশ অভিধানের প্রণেতা।

ছাড়াও আরো হাজার-হাজার ঠিক এই রকমই ঘটনা—এ নিয়ে কোনো আলোচনা ক'রে লাভ নেই। এ নিয়ে ভাবতে হয় না, শুধু কারো মুখের ওপর ঘুষি চালিয়ে দিতে হয়। কিন্তু যখন ইহুদিদের সমস্যার কথা ওঠে তখন দর্শন এসে পড়ে বৈকি। এমন নয় যে আমি কোনো নতুন কথা বলছি তোমাকে,—আমরা দু'জনেই তোমার মামার শিক্ষায় আমাদের মতামত গঠন করেছি।

'তুমি বলছিলে, জাতি কী?…আর এই জাতির জন্য কে বেশি করে, যে তাদের মাথায় তুলে নাচে, না কি যে তাদের সর্বতোভাবে ভুলে থেকেও শুধুমাত্র তার স্বকীর্তি দিয়ে একটি জাতিকে সার্বিক করে, অমর করে।—অবশ্য এ নিয়ে কোনো তর্ক থাকতে পারে না।…

'আমরা আজকাল, এই খৃষ্টের শতাব্দীতে, যে-সব জাতি নিয়ে কথা বলি, সেগুলো কী? তারা তো কেবল জাতি নয়—তারা দীক্ষিত, রূপান্তরিত, ব্যক্তিসত্তা দিয়ে গঠিত।—প্রাচীন প্রথার প্রতি আনুগত্য নয়, তাদের রূপান্তরই হ'লো আসল কথা।

'বাইবেলে এ-বিষয়ে কী বলে?—প্রথমত, বাইবেল কোনো আইন প্রণয়ন করেনি—জোর দিয়ে কখনো বলেনি: "এটা এই রকম, আর ঐ রকম।" যীশুর বাণী শুধু একটা ইঙ্গিত, সরল, অনিশ্চিত ইঙ্গিত: "সম্পূর্ণ নতুনভাবে বাঁচতে চাও তোমরা? আত্মিক মোক্ষলাভ করতে চাও?" সবাই আনন্দিত হয়েছিলো, সবাই গ্রহণ করেছিলো, হাজার-হাজার বছর ধ'রে এই বাণী তাদের আকর্ষণ করেছে।

'বাইবেলে যখন বলা হয় যে ঈশ্বরের রাজত্বে ইহুদি নেই, জেন্টিল[১] নেই, তার মানে কি শুধুমাত্র এই যে ঈশ্বরের চোখে সবাই সমান? আমি বিশ্বাস করি না যে ও-কথা শুধু এই অর্থটুকুই বহন করছে—এ তো আগেই জানা ছিলো—গ্রীক দার্শনিক, রোমক নীতিবিদ, হিব্রু প্রবক্তা সবাই এ-কথা জানতো। বাইবেল বলছেন যে সেই নতুন জীবনে ঈশ্বরের সঙ্গে নতুন সম্বন্ধে—যার নাম স্বর্গরাজ্য—সেখানে কোনো জাতি নেই, আছে শুধু ব্যক্তি।

'তুমি বলছিলে যে যতোক্ষণ না তাদের অর্থবহ করা হচ্ছে ততোক্ষণ নিছক তথ্যের কোনো অর্থ নেই। তথ্যকে মানুষের প্রয়োজনীয় করতে হ'লে

১ যারা ইহুদি নয়, বাইবেলে তাদের নাম gentile। —অনুবাদকের টীকা

যে-অর্থ তোমাকে তাতে যোগ করতে হবে তা হ'লো এই খৃষ্টধর্ম, ব্যক্তিত্বের রহস্ত···

'তারপর আমরা কথা বলছিলাম সাধারণ রাজনৈতিকদের নিয়ে, যারা সমগ্রভাবে জীবন বা জগৎ সম্পর্কে উৎসাহী নয়, সেই ধরনের মানুষ, যারা সংকীর্ণকে সংকীর্ণ ব'লেই ভালোবাসে।—বেশ ছোটোখাটো একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে সকলকে ভাবাতে এবং আলোচনা করাতে পারলে আহ্লাদে গদ্‌গদ হ'য়ে যায় তারা—যতো সংকীর্ণ ততোই ভালো। কোনো-এক জাতি, বিশেষত আকারে যদি ছোটো হয়, আর সবচেয়ে ভালো যদি দুর্দশায় প'ড়ে থাকে, তাহ'লে তারা বেশ বিচার করতে পারে, ওজন করতে পারে, স্থির ক'রে দিতে পারে, সমাধান করতে পারে সমস্তার, তাদের করুণাকেও মুনফার কাজে খাটাতে পারে। এই ধরনের মনোভাবের পক্ষে ইহুদির চাইতে ভালো শিকার আর কী পেতে পারো? ওদের জাতীয় চিন্তাধারাই ওদের জোর ক'রে একটা জাতি ক'রে রেখেছে, জাতি ছাড়া অন্য কিছু ওরা হ'তে পারে নি—আর সব চেয়ে অদ্ভুত হ'লো এই যে এই ভয়াবহ কর্তব্যের শৃঙ্খলে শতাব্দীর পর শতাব্দী নিজেদের বেঁধে রেখেছে ওরা, যখন সমগ্র পৃথিবী ওদেরই মধ্য থেকে জেগে-ওঠা এক নতুন শক্তির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েছে। অসাধারণ—নয় কি? এর কারণ কী? ভাবো একবার!—মধ্যবিত্ততা থেকে, দৈনন্দিন জীবনের শুষ্কতা, একঘেয়েমি থেকে সেই সগৌরব মুক্তি, তাদেরই মাটিতে প্রথম অঙ্কুরিত হ'লো, তাদেরই ভাষায় ঘোষণা করলো নিজেকে, একান্তভাবে ওদের গোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম নিলো। আর ওরা সত্যিই দেখলো, শুনলো আর ছেড়ে দিলো তাকে। কী ক'রে পারলো?—কী ক'রে তারা সেই অন্তহীন শক্তি আর সুন্দরের আত্মাকে তাদের ছেড়ে চ'লে যেতে দিতে পারলো, যার ফলে, গৌরবের সিংহাসনে সেই শক্তি যখন সমাসীন হ'লো তখন ফেলে-দেওয়া শূন্য চামড়ার মতো পেছনে পড়ে রইলো তারা?—কার জন্য এই ইচ্ছাকৃত আত্মদান? এতে কার কী স্বার্থসিদ্ধি হয়েছিলো যার ফলে যুগযুগান্তর ধ'রে এই সব নিষ্পাপ বৃদ্ধ আর স্ত্রীলোক আর শিশুরা, এই সব বুদ্ধিমান, দয়ালু, কোমল মানুষগুলিকে বিদ্রূপ আর অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে! "জাতি"র বন্ধু, জাতীয় সমস্তা নিয়ে যাঁরা নিবন্ধ রচনা করেন সেই সব লেখকদের,

যে-কোনো দেশেই, কল্পনাশক্তির আর ক্ষমতার অভাব এমন থাকে কেন বলতে পারো? ইহুদিদের বুদ্ধিজীবী নেতারাই বা কেন কখনো শস্তা "বিশ্ববিষাদ" আর ব্যঙ্গের বাইরে এগোয় না? কেন—যদি কর্তব্যের চাপ বয়লারের মতো ফেটে মরতেও হয় তাদের—তবু কেন তারা অজানা কারণে যে-সৈন্যদল প্রতিনিয়ত-যুদ্ধ ক'রে-ক'রে বিনষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে তাদের মুক্তি দেয় না? কেন তারা বলে না তাদের 'অনেক তো হ'লো, এবার থামো। নিজের পরিচয়পত্রটিকে আঁকড়ে থেকো না, ভিড়ের মধ্যে মিশে যেয়ো না সকলে। ছড়িয়ে পড়ো। অন্য সকলের সঙ্গে এক হ'য়ে যাও। এই মর্ত্যভূমিতে তোমরাই প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ খৃষ্টান। তোমরা তা-ই, তোমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট আর দুর্বল তারা যার বিরুদ্ধে নিয়ে গেছে তোমাদের"।'

১৩

পরদিন বাড়িতে খেতে এসে জ়িভাগো বললে, 'কী—যাবার জন্য তো খুব ব্যস্ত ছিলে তুমি, এবার আমরা সবাই চ'লে যাচ্ছি। "তোমার ভাগ্যেই হ'লো", এ-কথা বলবো না, কারণ আমরা যে আবার হেরে যাচ্ছি এটা মোটেও ভাগ্যের কথা নয়। পুবের রাস্তা খোলা আছে এখন, চাপটা আসছে পশ্চিম থেকে। পুরো চিকিৎসা-দপ্তরই স'রে যাবার হুকুম পেয়েছে। কাল বা পরশু আমরা যাচ্ছি। কোথায়, তা জানিনে।—কার্পেঙ্কো, গর্ডন-সাহেবের জামাকাপড় কাচা হয়েছে নিশ্চয়ই? সব সময়েই ঐ এক জবাব—কার্পেঙ্কো তোমাকে বলবে যে ওর বৌকে কাচতে দিয়েছে, কিন্তু বৌ কে, বা কোথায় জিজ্ঞেস করো, তা ও জানে না, গাধা একটা।'

কার্পেঙ্কোর মিথ্যে অজুহাত বা গৃহস্বামীর জামাকাপড় ধার নেওয়ার জন্য গর্ডনের ক্ষমাপ্রার্থনা কোনোটার দিকেই মন দিলো না জ়িভাগো।

'এই হ'লো যুদ্ধের জীবন,' সে ব'লে চললো। 'একটা জায়গায় স্থির হ'য়ে বসার সঙ্গে-সঙ্গেই অন্য জায়গায় চ'লে যেতে হয়। যখন এসেছিলাম, এখানকার কিছুই যেন ভালো লাগেনি। নোংরা, দম-আটকানো, স্টোভটা ভুল জায়গায়, সীলিংটা বড্ড নিচু। আর এখন? যেখান থেকে এসেছিলাম

সে-জায়গাটা কেমন জিজ্ঞেস করলেও বোধ হয় মনে করতে পারবো. না কিছু। এখন মনে হয় সারা জীবন বোধ হয় কাটিয়ে দিতে পারি এখানে, ঐ স্টোভের কোনার দিকে তাকিয়ে, টালির ওপরে রোদের আলোয় গাছের ছায়ার নাচ দেখে-দেখে।'

তাড়াহুড়ো না-ক'রে বাঁধাছাঁদা করলো তারা।

চীৎকার, বন্দুকের শব্দ আর দ্রুত পদক্ষেপের আওয়াজে তারা রাত্রে জেগে গেলো। রাগি, লাল আভা সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। জানলার পাশ ঘেঁষে চ'লে যাচ্ছে ছায়ার পর ছায়া। পার্টিশনের ওপিঠে বাড়িওলা ও তার স্ত্রী উঠে পড়ছে। ব্যাপারটা কী জানবার জন্য ইউরি তার আর্দালিকে পাঠালো।

শুনলো, জর্মানরা আক্রমণ করেছে। ইউরি হাসপাতালে ছুটলো, খবরটা সত্যি ব'লেই জানা গেলো। সারা গ্রামে আগুন। ছেড়ে যাবার হুকুমের জন্য অপেক্ষা না-ক'রেই হাসপাতাল সরিয়ে নেয়া হচ্ছে এক্ষুনি।

'ভোরের আগেই চ'লে যাবো আমরা,' ইউরি গর্ডনকে বললে। 'প্রথম দলের সঙ্গে তুমি চ'লে যাও, ঘোড়ার গাড়ি তৈরিই আছে, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করতে ব'লে এসেছি। আচ্ছা—ভালো থেকো। তোমাকে তুলে দিই চলো, বসার জায়গা যাতে পাও তার ব্যবস্থাটাও ক'রে দিতে হবে।'

দ্বিগুণ নিচু হ'য়ে, বাড়ির পাঁচিল ধ'রে-ধ'রে গ্রামের পথ দিয়ে তারা ছুটলো। সশব্দ, দ্রুত বন্দুকের গুলি চ'লে গেলো তাদের পাশ দিয়ে, আর চৌরাস্তা থেকে তারা দেখলো আগুনের ছাতার মতো বোমা ফেটে পড়ছে মাঠের ওপরে।

'তুমি কী করবে?' ছুটতে-ছুটতে গর্ডন জিভাগোকে জিজ্ঞেস করলে।

'দ্বিতীয় দলের সঙ্গে যাবো আমি। এখন ফিরে গিয়ে আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হবে।'

গ্রামের প্রান্তে এসে তারা বিদায় নিলো। ঘোড়ার গাড়ি আর কয়েকটা ঠেলাগাড়ি, এই হ'লো যানবাহন; একটা অশ্বের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে প'ড়ে ন'ড়ে উঠলো গাড়িগুলো, তারপর রওনা হ'লো। বন্ধুকে উদ্দেশ ক'রে হাত নাড়তে থাকলো ইউরি, আগুনে পুড়তে-থাকা গোলাঘরের আলোয় গর্ডন তাকে আরো কিছু বেশি সময়ের জন্য দেখতে পেলে।

আবার বাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে দ্রুত এগোলো ইউরি। তার বাড়ির কয়েক গজ দূরে, একটা বোমার বিস্ফোরণে ঘুরে পড়লো সে, বোমার একটা টুকরো ছুটে এসে তার গায়ে বিঁধলো। রক্তাক্ত, অচৈতন্য হ'য়ে সে রাস্তার মাঝখানে প'ড়ে গেলো।

১৪

যে-হাসপাতালে অফিসার-বিভাগে ইউরি আরোগ্য লাভ করছিলো সেটা জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সের কাছেই রেল-লাইনের ধারে এক ছোটো শহরে। এর বাড়ির বাসিন্দাদের সরিয়ে দিয়ে হাসপাতাল বসানো হয়েছিলো। ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি, গরম পড়েছে সেদিন। তার বিছানার কাছের জানলার পাট খোলা ছিলো।

ডিনারের আগে রোগীরা কোনোরকমে সময় কাটাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে একজন নতুন নার্স হাসপাতালে যোগ দিয়েছে, সেদিনই তার কাজ শুরু হবে। ইউরির উল্টো দিকের বিছানায় ব'সে গালিউলিন তক্ষুনি-এসে-পৌছনো খবরের কাগজে চোখ বুলোতে-বুলোতে সেন্সরের বাদ-দেয়া অংশগুলির উদ্দেশে বিরক্তি জানিয়ে চলেছে। সেদিনের ডাকে একসঙ্গে এক গোছা চিঠি এসেছে টোনিয়ার—ইউরি সেগুলো পড়ছিলো। বাতাসে চিঠি আর কাগজ উড়ে-উড়ে যাচ্ছে। হালকা পায়ের আওয়াজে চোখ তুলে তাকালো সে। ভেতরে ঢুকলো লারা।

ইউরি ও গালিউলিন দু-জনেই তাকে চিনতে পারলো, যদিও কেউ আন্দাজ করতে পারলো না যে অন্যজন চেনে, আর লারা তাদের কাউকেই চিনলো না। সে বললে: 'কেমন আছেন? জানলাটা খোলা কেন? ঠাণ্ডা লাগছে না?' গালিউলিনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কেমন বোধ করছে সে, নাড়ি দেখার জন্য তার হাতের কব্জিটা নিজের হাতে তুলে নিলো, আর নিয়েই নামিয়ে রাখলো, ব'সে পড়লো তার বিছানায়, সংশয়াচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে।

'একেবারে আশাতীত ঘটনা এটা, লারিসা ফিয়োডোরোভনা,' গালিউলিন

বললে। 'আমি আপনার স্বামীকে চিনতাম। একই রেজিমেণ্টে ছিলাম আমরা। তার জিনিসপত্র আমি আপনার জন্ত রেখে দিয়েছি।'

'অসম্ভব,' লারা ব'লে উঠলো, 'এ যে অসম্ভব। আপনি ওঁকে চিনতেন! কী আশ্চর্য যোগাযোগ! দয়া ক'রে শিগগির বলুন আমাকে, কেমন ক'রে হলো। বোমায় মারা গেছেন উনি, তাই নয় কি, বিস্ফোরণে চাপা পড়েছেন। দেখছেন তো আমি জানি, আমাকে সব খুলে বলতে ভয় পাবেন না।'

কিন্তু গালিউলিনের সাহস হ'লো না। সান্ত্বনাদায়ক এক মিথ্যা বলাই স্থির করলো সে।

'আন্টিপভ বন্দী হয়েছেন। বাহিনী নিয়ে খুব বেশি এগিয়ে গিয়েছিলেন উনি। চারপাশ থেকে ঘিরে ধ'রে তাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়। উনি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।'

কিন্তু লারা তার কথা বিশ্বাস করলো না। এ-রকম আশাতীতভাবে গালিউলিনের সঙ্গে দেখা হ'য়ে বিচলিত হ'য়ে পড়লো, অন্তের সামনে ভেঙে পড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি করিডোরে চ'লে গেলো সে।

একটু পরে, আপাত-শান্ত ভাবে সে ফিরে এলো; গালিউলিনের সঙ্গে কথা বললে পাছে আবার কেঁদে ফেলে, সেই ভয়ে লারা ইচ্ছে ক'রে তার দিকে না-তাকিয়ে ইউরির কাছে এগিয়ে গেলো। 'কেমন আছেন? কেমন বোধ করছেন?' নিষ্প্রাণ গলায় জিজ্ঞেস করলো সে।

তার উত্তেজনা আর চোখের জল লক্ষ্য করেছিলো ইউরি। কেন সে এতো বিচলিত বোধ করছে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করলো ইউরির, আর বলতে ইচ্ছে করলো আগে আরো দু'বার সে তাকে দেখেছে, একবার যখন সে স্কুলের ছেলে, আর একবার যখন সে কলেজের ছাত্র, কিন্তু বললো না এই ভয়ে যে হয়তো তার ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করা হবে আর সে হয়তো ভুল বুঝতে পারে তাকে। তারপর হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেলো কতো বছর আগের সেই ক্রিসমাসের কথা, আন্নার কফিন, আর টোনিয়ার চীৎকার। সে বললে:

'ধন্যবাদ। আমি একজন ডাক্তার। আমি নিজেই নিজেকে দেখছি। আমার কিছুরই দরকার নেই।'

'আমার কথা শুনে যেন অপমানিত হয়েছেন মনে হ'লো?' লারা অবাক হ'লো। চ্যাপ্টা নাক, নিতান্ত সাধারণ মুখের অপরিচিত লোকটির দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালো সে।

কয়েকদিন আবহাওয়াটা খুব খারাপ ছিলো; অনিশ্চিত বেলা, রাত্রে উষ্ণ মুখর বাতাসে ভেজা মাটির গন্ধ।

এই ক'দিন ধ'রে যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে ভীতিপ্রদ সব গুজব উড়ে আসছিলো জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স থেকে। পিটার্সবার্গের সঙ্গে টেলিগ্রাফের যোগ ছিঁড়ে দেওয়া হচ্ছিলো বার-বার। সর্বত্র, প্রতি কোনায়-কোনায় লোকের মুখে রাজনীতি।

নার্স আন্টিপভা সকাল-বিকেল ডিউটিতে বেরিয়ে প্রত্যেকটি রোগীর সঙ্গে একটা-দুটো বাক্য বিনিময় করে, গালিউলিন আর ইউরিকেও বাদ দেয় না। 'লোকটি কী অদ্ভুত,' ইউরির বিষয়ে সে ভাবতো। 'অল্প বয়স, রুক্ষভাষী। বোঁচা নাক—সুন্দর কিছুতেই বলা যায় না। কিন্তু সত্যিকার বুদ্ধিমান, সজীব, এর মনটিকে মনোহর মনে হয়। তা যাকগে, আমার তাতে কী। আমার এখন কাজ হ'লো যতো শিগগির সম্ভব এখানকার চাকরি শেষ ক'রে মস্কোতে কাটিয়ার কাছে ফিরে যাওয়া, তারপর নার্সিঙের চাকরি থেকে বরখাস্ত হবার আবেদন জানিয়ে ইউরিয়াটিন, আবার স্কুল। পাশার কী হয়েছিলো স্পষ্ট বোঝা গেছে, আর-কোনো আশা নেই, এখন যতো তাড়াতাড়ি বীর ললনার অভিনয় ছাড়া যায় ততোই ভালো। পাশার জন্য খোঁজ করতে না-হ'লে এখানে কখনোই আসতাম নাকি আমি!'

কাটিয়া কেমন আছে সেখানে, পিতৃহীন কাটিয়া—বেচারা! লারা ভাবে আর কাঁদে।

সম্প্রতি নিজের মধ্যে একটা মস্ত বড়ো বদল লক্ষ্য করছে লারা। আগে নানারকম দায়িত্ব বোধ করতো সে, পবিত্র কর্তব্য—দেশের প্রতি, সেনাবাহিনীর প্রতি, সমাজের প্রতি কর্তব্য। কিন্তু এখন যুদ্ধে হেরে গিয়ে (এই দুর্ভাগ্যই তো সব দুঃখের মূল) সবই যেন নষ্ট মনে হয়, কিছুই আর পবিত্র নেই।

সব যেন হঠাৎ বদলে গেছে—মনের ভাব, নৈতিক আবহাওয়া; কেউ

যেন জানে না কী ভাববে, কী শুনবে। সারা জীবন ভ'রে কেউ যেন শিশুর মতো তোমাকে হাতে ধ'রে নিয়ে বেড়ালো, তারপর হঠাৎ কে যেন নিজের পায়ে নিজে দাঁড় করিয়ে দিলো তোমাকে, এখন সব নিজে জানতে হবে, চলতে হবে নিজে। কাছাকাছি এমন কোনো পরিবার, কোনো মানুষ নেই যার মতামত তুমি শ্রদ্ধা করো। এই রকম অবস্থায় কোনো পরম উদ্দেশ্যের কাছে নিজেকে ধ'রে দেবার বাসনা জাগে—মানুষের তৈরি আইন যখন ভেঙে পড়লো, তখন জীবন অথবা সত্য অথবা সুন্দরের দ্বারা শাসিত হওয়া ছাড়া উপায় কী! সেই আগের জীবনে, চেনা, পুরোনো শান্তিভরা যে-জীবন এখন চিরতরে বিলুপ্ত, সেখানে যে-ভাবে নিজেকে সমর্পণ করেছো, তার চেয়ে অনেক বেশি একান্তভাবে এখন দিতে হবে নিজেকে।—কিন্তু তার বেলায়, লারা নিজেকে মনে করিয়ে দেয়, কাটিয়াকে দিয়েই তাকে পূরণ করতে হবে এই শর্তহীনের প্রয়োজন, কাটিয়াই হবে তার বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য। পাশাকে সে হারিয়েছে, এখন আর মা ছাড়া লারা অন্য কিছু হ'তে পারবে না, তার হতভাগ্য, অনাথ সন্তানকে নিজের সমস্ত শক্তি উজাড় ক'রে দেবে সে।

ইউরি মস্কো থেকে খবর পেলো গর্ডন আর ডুডোরভ তার বিনা অনুমতিতেই তার বইটা প্রকাশ করেছে, প্রশংসা হয়েছে নাকি, মহৎ শিল্প-প্রতিভার বীজ আছে নাকি সে-বইয়ে; আরো খবর পেলো মস্কোতে ভয়ানক গোলমাল, খুব উত্তেজনা চলছে, কিছু-একটা ঘটবে শিগগিরই; জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ বেড়ে চলেছে, নিদারুণ কোনো রাজনৈতিক ঘটনা ঘটলো ব'লে।

রাত গভীর হ'য়ে এসেছে। বড্ড ঘুম পেয়েছে ইউরির। মাঝে-মাঝে ঢুলে পড়ছে সে, আর ভাবছে যে গত কয়েকদিনের উত্তেজনা তাকে জাগিয়ে রাখছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘুমে ভরা নিশ্বাস ছড়াতে-ছড়াতে জানলার বাইরে বাতাস হাই তুলতে-তুলতে ব'য়ে যাচ্ছে। চীৎকার ক'রে অভিযোগ করছে সেই বাতাস, 'টোনিয়া, সাশা, তোমাদের অভাব বোধ করছি আমি, বাড়ি যেতে চাই আমি, আমি আমার কাজে ফিরে যেতে চাই।' বাতাসের সেই আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে একবার ঘুমোলো আর একবার জাগলো

ইউরি, আনন্দ আর যন্ত্রণা পালা ক'রে আচ্ছন্ন করতে থাকলো তাকে—এই অস্থির রাত্রি আর পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার মতোই সেও যেন অশান্ত আর উত্তাল।

লারার মনে হ'লো, পাশার স্মৃতির প্রতি গালিউলিন যে অত শ্রদ্ধা দেখিয়েছে, তার জিনিসপত্র যত্ন ক'রে রেখেছে, তার বদলে সে কিনা এমনকি এটুকুও তাকে জিজ্ঞেস করেনি যে সে কে, বা কোত্থেকে এসেছে। নিজের ওপর বিরক্ত বোধ করলো লারা।

ভুল শোধরাবার জন্য, অকৃতজ্ঞ ব'লে প্রমাণিত না-হবার জন্য, লারা পরদিন সকালে গালিউলিনের বিষয়ে যাবতীয় খোঁজ নিলে।

'হা ঈশ্বর,' গালিউলিনের পরিচয় পেয়ে সে ব'লে উঠলো। 'আটাশ নম্বর ব্রেস্ট স্ট্রীট, টিভেরজিনেরা, ১৯০৫-এর বিপ্লব, সেই শীত! ইউসুপকা? না, তাকে দেখেছে ব'লে তো মনে পড়ে না, গালিউলিন যেন কিছু না মনে করে। কিন্তু সেই বছর, সেই বছর, আর সেই বাড়ি! সত্যিই কখনো সেইদিন ছিলো, অস্তিত্ব ছিলো সেই বাড়ির? কী স্পষ্ট মনে পড়ছে সব-কিছু! সেই গুলিবর্ষণ আর—কী যেন তখন বলতো সে—'খৃষ্টের অভিমত!' কী প্রবল শৈশবের প্রথম অনুভূতির অভিজ্ঞতাগুলি—কী সুতীক্ষ্ণ! 'মাপ করুন, আমাকে মাপ করুন, লেফটেনান্ট, আপনার নামটা আর পদবিটা যেন কী বললেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আগে একবার বলেছিলেন আমাকে। ধন্যবাদ, অসিপ গিমাজেৎদিনোভিচ, আমাকে সব কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ। সেই দিনগুলি আমার মনে ফিরিয়ে আনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে কখনো শেষ করতে পারবো না।'

সারা দিন 'সেই বাড়ি'র কথা ভাবলে সে, মাঝে-মাঝে নিজের মনে প্রায় শব্দ-ক'রে কথা বলে উঠলো।

ভাবো একবার, ব্রেস্ট স্ট্রীট, ২৮ নম্বর! আর এখনো ওরা গুলি ছুঁড়ছে, কিন্তু এবার আরো কতো ভয়াবহ হ'য়ে উঠেছে ব্যাপারটা। এখন আর বলা যায় না, 'এবার বাচ্চারা গুলি ছুঁড়ছে।' সেই বাচ্চারা বড়ো হ'য়ে গেছে, সেই সব ছেলেরা সবাই এখানে, এই সৈন্যদলেই ছিলো, সেই সব সরল লোকগুলি, যারা সেই বাড়িতে বাস করতো, সেই রকম আরো অনেক বাড়ি,

অনেক গ্রামে বাস করতো যারা, সবাই এখানে। কী আশ্চর্য, কী ভয়ানক আশ্চর্য !

শয্যাশায়ী নয় এমন রোগীরা সবাই ছুটে এলো অন্যান্য ঘর থেকে, খোঁড়া পায়ে টলতে-টলতে এলো কেউ, কেউ দৌড়তে-দৌড়তে, কেউবা লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে এলো, সবাই চীৎকার করছে :

'পিটার্সবার্গের রাস্তায় দাঙ্গা শুরু হয়েছে ! পিটার্সবার্গের সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ! বিপ্লব !'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিদায়, অতীত

১

মেলিউজেইয়েভো নামে এক ছোট্ট শহরে হাসপাতাল স্থানান্তরিত হ'লো। উর্বর কালো মাটির[১] দেশে অবস্থিত এই শহর। পঙ্গপালের মেঘের মতো কালোরঙের ধুলোতে সারা শহর ছেয়ে আছে। পল্টন আর কনভয় শহরের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় ধুলো উড়িয়ে যায়; দুই দিকেই যাতায়াত চলে, একদল সামনের দিকে এগোয়, আর-একদল সেদিক থেকে আসে, - দেখে বলা মুস্কিল যুদ্ধ তখনো চলছে, না কি থেমে গেছে ইতিমধ্যে।

জিভাগো, নার্স আন্টিপভা আর গালিউলিন দেখলে যে প্রতিদিন নতুন নতুন কাজের দায় গজিয়ে উঠছে ব্যাঙের ছাতার মতো। যে-কোনো কাজেই ডাক পড়ে তাদের—আর পড়ে এমন দু-চারজনের, নতুন মহানগর থেকে এসেছে বলে যাদের অভিজ্ঞ আর ওয়াকিবহাল ব'লে ধ'রে নেয়া হয়।

সেনা ও স্বাস্থ্য বিভাগে, পৌর প্রতিষ্ঠানে, আর সৈন্যদের রসদের দপ্তরে গৌণ কমিসার হিসেবে কাজ করছিলো তারা, এই একের পর এক দায়িত্বকে বৈচিত্র্য ব'লেই মনে হ'তো তাদের, যেন খোলা মাঠে কোনো খেলা হচ্ছে, বা যেন লুকোচুরি খেলা। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি ক'রে মনে হয় যে খেলা

---

১ রাশিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট শস্য উৎপাদনকারী অংশের নাম শের্নোজেম—কালো মাটি।

ভাঙার সময় হয়েছে—নিজের কাজে, নিজের ঘরে ফেরার দিন এসেছে তাদের।

তাদের কাজের ব্যাপারে ইউরি আর আন্তিপভা প্রায়ই একত্র হয়।

২

বৃষ্টিতে কালো ধুলো কফিরঙের কাদার রূপ নেয় আর সারা রাস্তায় ছড়িয়ে থাকে সেই কাদা, কেননা পথঘাট অধিকাংশই কাঁচা।

শহরটি খুবই ছোটো। প্রায় প্রতি রাস্তার শেষেই দেখা যায় বিবর্ণ তৃণভূমি আর অন্ধকার আকাশ, বিপ্লবে আর যুদ্ধে ভরা বিপুল পল্লীপ্রকৃতি যেন ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে।

ইউরি তার স্ত্রীকে লিখলো :

'আশে-পাশের কয়েকটি সেনাবাহিনীর ঘাঁটি দেখতে গিয়েছিলাম। শৃঙ্খলা আনার যতোই চেষ্টা হোক, যতোই চেষ্টা হোক লোকের মনে ভরসা জাগাবার, অরাজকতা বেড়েই চলেছে।

'পুনশ্চ দিয়ে বলি (যদিও আমি আগেই হয়তো কথাটা জানিয়েছি) আন্তিপভা নামে এক মহিলার সঙ্গে আমাকে একত্রে অনেক কাজ করতে হয়, ভদ্রমহিলা নার্স, উরালে জন্মেছেন, এসেছেন মস্কো থেকে।

'তোমার মায়ের মৃত্যুর রাত্রিতে সেই ভয়ংকর পার্টিতে এক পাব্লিক প্রসিকিউটরকে যে-ছাত্রীটি গুলি ছুঁড়েছিলো, তাকে মনে আছে তোমার? পরে মামলাও হয়েছিলো বোধ হয়। মনে আছে, তোমাকে বলেছিলাম যে একবার তোমার বাবার সঙ্গে এক নোংরা হোটেলে গিয়ে মেয়েটিকে দেখেছিলাম—তখনো স্কুলের ছাত্রী সে। সেখানে কেন গিয়েছিলাম তা আর এখন মনে নেই, শুধু মনে আছে কনকনে ঠাণ্ডা এক রাত ছিল সেটা। যতোদূর মনে পড়ে প্রেসনিয়া বিদ্রোহের সময় ছিলো তখন।—সেই মেয়েটিই আন্তিপভা।

'ফিরে যাবার চেষ্টা করেছি কয়েকবার—কিন্তু ব্যাপারটা ততো সহজ নয়। কাজের জন্ত ততোটা নয়—তার ভার অনায়াসেই অন্ত কারো হাতে দিয়ে

যাওয়া যায়—মুস্কিলটা হ'লো যাওয়ার উপায় নিয়ে। হয় কোনো ট্রেনই মেলে না, নয়তো এতো ভিড় যে তাতে চড়ার আশা সুদূরপরাহত।

'এই অবস্থায় অবশ্য অনিশ্চিত কালের জন্য ব'সে থাকা যায় না, তাই আমরা যারা পদত্যাগ করেছি বা যাদের চাকরি গেছে (তাদের মধ্যে আন্টিপভা ও গালিউলিনও আছে), আমরা ঠিক করেছি যা থাকে কপালে সামনের সপ্তাহে রওনা হ'য়ে পড়বো। আলাদা-আলাদা যাবো আমরা—তাতে ট্রেনে ওঠার সুযোগ মিলবে বেশি।

'অতএব—যে-কোনোদিন আকাশ থেকে গিয়ে পড়তে পারি—টেলিগ্রাম করার চেষ্টা করবো যদিও।'

রওনা হকার আগেই অবশ্য টোনিয়ার উত্তর এলো। ভাঙা-ভাঙা বাক্যে,—স্পষ্টতই কান্নায়—চোখের জলের দাগ আর বিরতিচিহ্নের জায়গায় কালির ফোঁটায় ভরা চিঠিতে সে অনুরোধ জানিয়েছে মস্কোতে না-ফিরে ইউরি যেন সেই আশ্চর্য নার্সটির সঙ্গে সোজা উরালে চ'লে যায়, কেননা সেই নার্সের জীবন এমনভাবে দৈবে আচ্ছন্ন আর অদ্ভুত সব ঘটনায় ভরা যে টোনিয়া তার সরল প্রকৃতি নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামতে পারবে না।

'সাশার ভবিষ্যতের জন্য ভেবো না,' টোনিয়া আরো লিখেছে। 'তাকে নিয়ে কখনো লজ্জা পেতে হবে না তোমাকে। ঠিক সেই সব নীতি অনুসারেই আমি তাকে মানুষ করবো, যেগুলি তুমি ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে পালন করতে দেখেছো সবাইকে।—তোমাকে কথা দিচ্ছি।'

ইউরি তক্ষুনি জবাব লিখলো। 'তোমার নিশ্চয়ই মাথা-খারাপ হয়েছে, টোনিয়া। এমন একটা কথা তুমি কল্পনা করতে পারলে কী ক'রে? তুমি কি জানো না—তুমি কেন যথেষ্ট গভীরভাবে উপলব্ধি করো না—যে তোমার জন্য, তোমার প্রতি, আমাদের সংসারের প্রতি আমার নিয়ত সপ্রেম চিন্তার জন্যই এই ভয়ংকর, সর্বগ্রাসী যুদ্ধে দুই বছর কাটাতে পারলাম আমি। কিন্তু কথা ব'লে কোনো লাভ হয় না। শিগগিরই আমরা মিলিত হবো, আবার নতুন ক'রে জীবন শুরু হবে আমাদের, তখনই সব পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।

'তোমার চিঠি প'ড়ে অবধি অন্য এক কারণে উদ্বিগ্ন বোধ করছি। তোমাকে এমনভাবে লেখবার সুযোগ যদি সত্যই দিয়ে থাকি, তাহ'লে আমার

ব্যবহার নিশ্চয়ই ব্যর্থক হয়েছে—শুধুমাত্র তোমার কাছেই নয়, ভুল লেখার সুযোগ দিয়ে অন্তজনের কাছেও আমি অপরাধী। তিনি ফিরে এলেই আমি ক্ষমা চাইবো। গ্রামের দিকে গেছেন উনি। গ্রামে-গ্রামে স্থানীয় পরিষদ নির্বাচন করা হচ্ছে (জেলাগুলিতে যা আগে থেকে ছিলো তা ছাড়াও আরো), ওঁর এক বন্ধু শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের ব্যাপারে উপদেষ্টার কাজ করছেন—উনি গেছেন তাঁকে সাহায্য করতে।

'এ-খবরটা হয়তো তোমার কাছে দরকারি ব'লে মনে হ'তে পারে যে যদিও আমরা একই বাড়িতে বাস করি, আজ পর্যন্ত আন্টিপভার ঘর কোনটা তা আমি জানি না, জানবার কথা মনেও হয়নি কখনো।'

৩

মেলিউজেইয়েভো থেকে দুটো বড়ো রাস্তা বেরিয়ে গেছে—একটা পুবে, আর একটা পশ্চিমে। একটা কাঁচা রাস্তা, বনের মধ্য দিয়ে জ্যাবুশিনো পর্যন্ত চ'লে গেছে; জ্যাবুশিনো নামে এই ছোটো শহরটি শস্যের ব্যবসা ক'রে, অনেক বিষয়ে উন্নত হ'য়েও মেলিউজেইয়েভোর শাসনাধীন। অন্যটি পাকা রাস্তা, মাঠের মধ্যে দিয়ে চ'লে গেছে সবচেয়ে কাছের রেল-জংশন বিরিউচি অবধি, শীতকালে জলে শপশপে, কিন্তু গ্রীষ্মে শুকনো।

জুন মাসে জ্যাবুশিনো স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছিলো। এই প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেছিলেন স্থানীয় ময়দা-কলের মালিক ব্লাজেইকো, তাঁর সহায় হয়েছিলো ২১২ নম্বর পল্টনের সৈন্যরা, যারা বিপ্লবের সময় সশস্ত্রে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ ক'রে বিরিউচির মধ্য দিয়ে জ্যাবুশিনোতে চ'লে আসে।

এই প্রজাতন্ত্র অস্থায়ী সরকারকে স্বীকার না-ক'রে, সমস্ত রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে। ব্লাজেইকো ধর্মমতে ছিলেন স্বাধীনচেতা, এক সময়ে টলস্টয়ের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ ছিলো। স্থানীয় পরিষদের তিনি 'সৎ সংঘ' নাম দিলেন, এই রাষ্ট্রকে ঘোষণা করলেন নতুন এক রামরাজ্য ব'লে, যেখানে সমস্ত কাজ সকলে ভাগ ক'রে নেবে, আর যেখানে সম্পত্তিতে সকলের সমান অধিকার।

জ়াবুশিনোকে নিয়ে চিরকালই নানান কিংবদন্তী ও অতিরঞ্জিত গল্প চ'লে আসছে। 'দুঃসময়ে'র[১] ইতিহাসে উল্লেখ আছে জ়াবুশিনোর; ঘন বনে ঘেরা জ়াবুশিনো, কিছুকাল আগেও ডাকাতে ভরা ছিলো সেই বন। ব্যবসায়ীদের প্রাচুর্য আর মাটির অবিশ্বাস্য উর্বরতার জন্য জ়াবুশিনোর খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত; সেই প্রদেশের বহু লৌকিক বিশ্বাস, আচার এবং কথা বলার বিশিষ্ট ধরন জ়াবুশিনো থেকে এসেছে।

আজকাল কিন্তু সেই সব আশ্চর্য গল্প বলা হ'য়ে থাকে ব্লাজ়েইকোর প্রধান সহকারীটির বিষয়ে। শোনা যায় তিনি মূক এবং বধির, শুধু মাঝে-মাঝে দৈব অনুগ্রহের ফলে তাঁর বাক্‌স্ফূর্তি হয়।

প্রজাতন্ত্রের আয়ু ছিলো পনেরো দিন; জুনের শেষাশেষি অস্থায়ী সরকারের বিশ্বস্ত একটি বাহিনী তার উচ্ছেদ করলে। পলাতক সৈন্যদল আবার বিরিউচিতে পশ্চাদপসরণ করলো। জংশনের দু'পাশে রেল-লাইনের ধারের কয়েক মাইল জঙ্গল এক সময় পরিষ্কার করা হয়েছিলো, বুনো স্ট্রবেরিতে আচ্ছাদিত পুরোনো গাছের গুঁড়ি, চুরির ফলে ক'মে-আসা কাঠের স্তূপ আর যারা বছরের বাঁধা সময়ে গাছ কেটে রেখে গেছে সেই সব মজুরদের নড়বড়ে কুঁড়ের মাঝখানে তারা তাঁবু গাড়লো।

৪

যে-হাসপাতালে ইউরি এক সময় রোগী হিসেবে গিয়েছিলো, এখন সে সেখানকার ডাক্তার। বাড়িটা হ'লো কাউণ্টেস জ়াব্রিন্‌স্কায়ার পূর্ব-বাসস্থল। যুদ্ধের আরম্ভেই বাড়িটা তিনি রেড ক্রসকে দান করেছিলেন।

বাড়িটি শহরের সবচেয়ে ভালো পাড়াগুলির একটিতে, বড়ো রাস্তা আর 'প্লাৎজ়' নামে পরিচিত পার্কের কোন ঘেঁষে; এই পার্কে আগে সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করতো, এখন সভাসমিতি হয়।

বাড়িটা যে-জায়গায় সেখান থেকে আশে-পাশের অনেকটা চোখে পড়ে; রাস্তা আর পার্ক ছাড়াও চোখে পড়ে পাশের বাড়ির উঠোন (দরিদ্র এক

১ সতেরো শতকের গৃহযুদ্ধের অধ্যায়কে রুশ ইতিহাসে 'দুঃসময়' বলা হয়।

প্রাদেশিক পরিবারের বাড়ির উঠোন ; পরিবারটি প্রায় চাষাভুষোর মতো জীবনযাপন করে), আর দেখা যায় পেছন দিকের জমিতে কাউণ্টেসের পুরোনো বাগান।

ঐ রাজ্‌ডল্‌নয়ে জেলায় বিস্তর সম্পত্তি ছিলো কাউণ্টেসের, এই বাড়িটি তিনি ব্যবহার করতেন শুধু মাঝে-মাঝে যখন শহরে আসতেন, বা যখন গ্রীষ্মকালে দূরে কাছে নানা জায়গা থেকে অতিথিরা রাজ্‌ডল্‌নয়েতে বেড়াতে আসতেন।

এখন বাড়িটি রূপান্তরিত হয়েছে হাসপাতালে, আর বাড়ির মালিক গ্রেপ্তার হ'য়ে পিটার্সবার্গে আছেন—তিনি আগে থেকেই ছিলেন সেখানে।

বিস্তর দাস-দাসীর মধ্যে মাত্র দুজন স্ত্রীলোক এখনো প'ড়ে আছে: কাউণ্টেসের প্রধান রাঁধুনি উস্টিনিয়া, আর মাদমোয়াজেল ফ্ল্যারি, যিনি কাউণ্টেস-কন্যাদের মানুষ করেছেন। সেই মেয়েরা এখন সবাই বিবাহিত।

শাদা চুল, গোলাপি গাল আর অগোছালো চেহারা মাদমোয়াজেল ফ্ল্যারির; ঘরে পরার চটি আর ঢলঢলে ছিঁড়ে-আসা হাউস-কোট গায়ে দিয়ে সারা হাসপাতাল ঘুরে বেড়ান; ঝ্যাব্রিন্‌স্কি পরিবারে যতোটা স্বাধীনভাবে ছিলেন হাসপাতালেও ঠিক ততটাই স্বাচ্ছন্দ্য আপাতত বজায় রাখার চেষ্টা করেন তিনি। শেষের কথাগুলো গিলে ফেলে, ভাঙা-ভাঙা রুশিতে গালগল্প শোনান, অঙ্গভঙ্গি করেন, নাটকে ভাব দেন আর ফেটে পড়েন কর্কশ হাসিতে। কাশির দমকে তাঁর সেই হাসি শেষ হয়।

তাঁর ধারণা হ'লো নার্স আন্টিপভাকে খুব ভালো ক'রে বুঝে ফেলেছেন তিনি, এবং নার্স ও ডাক্তার, তাঁর মতে, পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হ'তে বাধ্য। লাতিন চিত্তের পরমপ্রিয় আবেগময় ষড়যন্ত্রের প্রেমে আচ্ছন্ন হ'য়ে তিনি তাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখলে যতো খুশি হতেন তেমন বোধ হয় আর কখনো না। আঙুল নেড়ে চোখ টিপতেন তিনি, লারা তাতে অবাক হ'তো, ইউরি বিরক্ত বোধ করতো, কিন্তু সব বাতিকগ্রস্ত লোকেদের মতোই মাদমোয়াজেল ফ্ল্যারিও তাঁর নিজের ভ্রান্ত ধারণা আঁকড়ে থাকতেন, কোনোমতেই তাদের ছাড়বেন না তিনি।

উস্টিনিয়ার চরিত্রটি আরো অদ্ভুত। তার বেঢপ শরীরের গড়নটি যেন

লাউয়ের মতো, দেখলে মনে হয় মুরগি ব'সে ডিমে তা দিচ্ছে। সাধারণত বেশ মেপে-মেপে শব্দ ব্যবহার করে সে, আর কথাও বলে চটপট আর লাগসই-মতো, কিন্তু কোনো কুসংস্কারের প্রসঙ্গ পেলে তার কল্পনা আর রাশ মানে না। জ্যাবুশিনোতেই সে জন্মেছে। স্থানীয় এক জাদুকরের মেয়ে—অগুনতি তুকতাক জানতো সে; স্টোভের ওপরে চাবির ফুটোতে বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র না-প'ড়ে বাইতে বেরুতো না—তার অনুপস্থিতিতেও বাড়ি যাতে আগুন ও শয়তানের হাত থেকে রক্ষে পায়। এমনিতে দিব্যি চুপচাপ থাকে, কিন্তু একবার যদি তাতিয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে আর তাকে থামানো যাবে না। তার বিশ্বাসের মূলে কোনো আঘাত পড়লে সত্যের পক্ষ নিয়ে উত্তেজিত যুদ্ধে নেমে পড়তে সে দেরি করে না।

জ্যাবুশিনো-প্রজাতন্ত্রের পতন সত্ত্বেও মেলিউজেইয়েভোর বিপ্লব-পরিষদ সেই জেলার ওপর জ্যাবুশিনোর বিদ্রোহী প্রভাবকে ভয় পেতো, তাই প্রতিষেধক হিসেবে একটি জনশিক্ষা আন্দোলন শুরু করেছিলো। সে-কাজের সবচেয়ে উপযোগী সময় ছিলো সন্ধ্যায়, পার্কে শান্তিপূর্ণ এবং স্বতঃস্ফূর্ত সভা বসতো তখন। এই সভাগুলিতে ছাড়াছাড়িভাবে লোক জমে, আসে সেই সব নাগরিকেরা যাদের আর-কিছু করবার নেই, যারা আগে প্লাৎজের অন্য প্রান্তে দমকলের আপিশের সামনে পরচর্চার আসরে জমায়েত হ'তো। পরিষদ উৎসাহ দেয় তাদের, স্থানীয় এবং বাইরের বক্তাদের ডেকে আনে আলোচনা চালিয়ে নেবার জন্য। সেই সবাক্ মূক-বধিরের গল্প গাঁজাখুরি ব'লে মনে করেন অতিথিরা, এবং উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকেন সে-কথা বলার জন্য। কিন্তু মিস্ত্রি-মজুর ও সেপাইদের বৌয়েরা, বা মেলিউজেইয়েভোর এককালীন পরিচারকেরা সে-সব গল্পকে মোটেও গাঁজাখুরি ব'লে মনে করে না, আর তা নিয়ে রীতিমতো তর্ক করে।

এদের অন্যতম হ'লো উস্তিনিয়া। প্রথম-প্রথম তার লজ্জা করেছে, স্ত্রী-সুলভ সংযমবশত চুপ ক'রে থেকেছে, কিন্তু মেলিউজেইয়েভোতে যে-সব মত অপছন্দ করা হয় তার প্রতিবাদ ক'রে-ক'রে ক্রমে সাহস বেড়েছে তার, এখন সে নিজেই একজন বক্তা।

গলার স্বরের গুঞ্জন পার্ক থেকে ভেসে আসে হাসপাতালের খোলা

জানলা দিয়ে, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এমনকি শব্দগুলিও আলাদা-আলাদা ক'রে বোঝা যায়। উস্টিনিয়ার বক্তৃতা হ'লেই, যে-ঘরেই লোকজন থাকবে, সেখানেই ছুটে যাবেন মাদমোয়জেল ফ্ল্যারি, তাদের অনুনয় করবেন শোনার জন্য, তাঁর ভাঙা-ভাঙা উচ্চারণে সরলভাবে নকল করবেন উস্টিনিয়ার: 'রাসপুটি ··রাসপু ··জ্যার···জাবুশি···বোবা-কা···দেশদ্রোহী! দেশদ্রোহী!'

তাঁর এই তেজস্বী, স্পষ্টভাষী বান্ধবীকে নিয়ে গোপন গর্ব ছিলো মাদমোয়াজেলের; যদিও ঠোকাঠুকির বিরাম ছিলো না, তবু তাঁরা দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসতেন।

৫

মস্কোতে ফেরার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় দলিলপত্র সংগ্রহ করতে ইউরি দপ্তরে-দপ্তরে ঘুরছিলো; তাছাড়া বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য পরিচিতদের কাছে বিদায় নিতেও বেরিয়েছিলো সে।

সে-সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রের আঞ্চলিক শাখার নতুন কমিসার যুদ্ধে যাবার পথে মেলিউজেইয়েভোতে কয়েকদিন কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। নিতান্তই নাকি বালক তিনি।

যুদ্ধক্ষেত্রে নতুন কার্যকলাপ শুরু হওয়াতে তাঁকে বহাল করা হয়েছে। আক্রমণ করার তোড়জোড় চলছে, যথাসাধ্য চেষ্টা চলেছে সৈন্যদের উদাসীনতা ভেঙে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনবার জন্য। যুদ্ধবিরোধীদের জন্য সামরিক বিচারালয় খোলা হয়েছে, এবং সম্প্রতি যে-মৃত্যুদণ্ড উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো তা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইউরির কাগজপত্রে যাঁদের সই লাগবে স্থানীয় শহরের মেয়র তাঁদের মধ্যে একজন। সাধারণত তাঁর আপিশের কাছে ঘেঁষা যায় না। লম্বা লাইন নেমে আসে রাস্তার অর্ধেক পর্যন্ত, আর ভেতরে এতো গোলমাল চলে যে কেউ কিছু শুনতে পায় না।

কিন্তু সে-দিনটাতে লোকজন আসা বারণ ছিলো। শান্তিপূর্ণ আপিশে ব'সে কেরানিরা চুপচাপ লিখে চলেছে, কাজের ক্রমবর্ধমান জটিলতায় তারা

অসন্তুষ্ট, বিদ্রূপের দৃষ্টি বিনিময় করছে পরস্পরের মধ্যে। মেয়রের ঘর থেকে ভেসে আসছে ফুর্তিবাজ গলার আওয়াজ। শুনে মনে হয় লোকেরা জামার বোতাম খুলে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করছে।

ভেতরের ঘর থেকে গালিউলিন বেরিয়ে এলো, ইউরিকে দেখে সারা শরীরে বিচিত্র ভঙ্গি ক'রে ডাকলো তাকে—প্রায় কুঁজো হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে গালিউলিন, যেন এক্ষুনি দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নামবে।

ইউরিকে মেয়রের সঙ্গে দেখা করতেই হবে, অতএব সে ভেতরে গেলো। ঘরটিতে এক মনোরম বিশৃঙ্খলা বিরাজমান।

সারা শহরে যিনি উত্তেজনা সৃষ্টি করেছেন, হাল আমলের বীরপুরুষ সেই নতুন কমিসার রঙ্গমঞ্চের মাঝখানটিতে ব'সে আছেন। নিজের কর্মস্থলে না-থেকে এই কাগজ-রাজত্বের শাসকদের উদ্দেশে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা ঝাড়ছিলেন তিনি, যার সঙ্গে যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারের কোনোই যোগ নেই।

'আ—এই যে আমাদের আরেক তারকা,' মেয়র ইউরিকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সম্পূর্ণভাবে আত্মমগ্ন কমিসার ফিরে তাকালেন না, আর মেয়র, তাঁর সামনে ইউরি যে-সব কাগজপত্র রাখলো সেগুলো সই করার জন্য সামান্য একটু ঘুরে বসলেন, একটা নিচু, নরম আসনের দিকে সবিনয়ে ইঙ্গিত ক'রে আবার তাঁর একান্ত নিবিষ্ট ভঙ্গিতে ফিরে গেলেন।

ইউরি ব'সে পড়লো। সে-ঘরে সেই একমাত্র ব্যক্তি যে মনুষ্যপদবাচ্য জীবের মতো বসেছে। অন্যেরা প্রত্যেকে আপাত-অনায়াস ভঙ্গির বাড়াবাড়ি ক'রে এমনভাবে গড়াগড়ি যাচ্ছে যেন দশায় পড়েছে। মেয়র তো তাঁর টেবিলের ওপর প্রায় শুয়েই পড়েছেন, হাতের মুঠোয় থুৎনি রেখে চিন্তাশীল বায়রনি কায়দায় বসেছেন তিনি। তাঁর সহকারী, বিশালাকায় এক লম্বা-চওড়া ভদ্রলোক, চেয়ারের হাতলের ওপর ঝুলে আছেন, আসনের ওপর এমনভাবে তাঁর পা প'ড়ে আছে যেন একপাশে পা দিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে চলেছেন তিনি। গালিউলিন একটা চেয়ারে বসেছে দুই পা ফাঁক ক'রে, চেয়ারের পিঠের ওপর ভাঁজ-ক'রে-রাখা দুই হাতের ওপর মাথাটি হেলানো, আর কমিসার তো একবার দুই হাতের ওপর ভর দিয়ে জানলার তাকে উঠছেন, একবার নামছেন লাফ দিয়ে, ছোটো-ছোটো দ্রুত পদক্ষেপে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছেন

সারা ঘরময় লেত্তি-জড়ানো লাট্টুর মতো শব্দ ক'রে, একমুহূর্ত চুপ করছেন না স্থির হ'য়ে। অনর্গল কথা বলছেন ভদ্রলোক; কথা বলার বিষয় হ'লো বিরিউচির যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে-যাওয়া সৈন্যদলের সমস্যা।

ইউরির কাছে কমিসারের যে-রকম বর্ণনা সবাই দিয়েছিলো, তিনি ঠিক সেই রকম: রোগা, সম্ভ্রান্ত, যেন সবে স্কুল থেকে বেরিয়েছেন এমনি ছেলেমানুষ, আদর্শের আগুনে মোমের মতো জ্বলছেন। খুব নাকি বড়ো ঘরের ছেলে (অনেকের ধারণা তাঁর বাবা এক সেনেটর)। ফেব্রুয়ারি মাসে ডুমাতে[১] প্রথম যারা বাহিনী নিয়ে গিয়েছিলো ইনি নাকি তাদের মধ্যে একজন। তাঁর নাম গিন্ত্জ্ অথবা গিন্ত্জে—ইউরি নামটা ঠিক বুঝতে পারলো না—খুব স্পষ্ট, বিশুদ্ধ পিটার্সবার্গের উচ্চারণে, কিন্তু ঈষৎ বাল্টিক ঢঙে তিনি কথা বলেন।

খুব আঁটো টিউনিক পরেছেন তিনি। বয়স অতো কম ব'লে বোধ হয় একটু অস্বস্তি বোধ করেন, তাই বয়স্ক দেখাবার জন্য মুখে একটা শ্লেষাত্মক ভাব এনে, শক্ত এপোলেৎ[২]-আঁটা দুই কাঁধ গুটিয়ে ইচ্ছে ক'রে কুঁজো সাজেন, দুই হাত ঢোকানো থাকে পকেটের ভেতরে; আসলে এই চেহারায় তাঁকে দেখাতো কোনো অশ্বারোহীর প্রথাসিদ্ধ ছায়ামূর্তির মতো—কাঁধের কোণ থেকে পা পর্যন্ত সোজা নেমে এসেছে, দুটিমাত্র সরল রেখায় ছবিটা এঁকে ফেলা যায়।

'রেল-স্টেশনের কাছেই এক জায়গায় এক কসাক ফৌজের ঘাঁটি পড়েছে,' মেয়র খবর দিলেন। 'লাল ফৌজ, বিশ্বাসী। এদের ডেকে নেওয়া হবে, বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলে চুকিয়ে ফেলা হবে ব্যাপারটা। কমাণ্ডার ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন চটপট ওদের নিরস্ত্র ক'রে দেবার জন্য।'

'কসাক! কিছুতেই না,' দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলেন কমিসার। 'এটা ১৯০৫ সাল নয়। ও-সব ঐতিহাসিক স্মৃতিমন্থনের সময় আর নেই এখন। ওদের আর

১ Duma: রুশীয় পার্লামেণ্ট। ১৯০৬ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত এর অস্তিত্ব ছিলো।
—অনুবাদকের টীকা

২ Epaulette: সৈনিকের সম্মাননার চিহ্ন। ইউনিফর্মের কাঁধে ধারণ করা হয়।
—অনুবাদকের টীকা

আমাদের মতামত একেবারে উল্টো। আপনাদের সেনাপতিরা বড্ড বেশি চালাক হবার চেষ্টা করছেন।'

'তা—এখনও কার্যত কিছু করা হয়নি। এটা একটা পরিকল্পনামাত্র, একটা প্রস্তাব।'

'উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের এই চুক্তি আছে যে অভিযান-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁদের কোনো হাত থাকবে না। কসাকদের ডেকে আনার আদেশ আমি প্রত্যাহার করছি না।—ওরা আসুক।—কিন্তু আমার সাধারণ বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ ক'রে যাবো আমি।—ওখানে ওদের একটা ছাউনি পড়েছে বোধ হয়?'

'ও—হ্যাঁ।' তাঁবু তো পড়েছেই। সশস্ত্র তাঁবু।'

'চমৎকার! ওখানে যেতে চাই আমি। এই ভীতিপ্রদ ব্যাপারটি আমাকে দেখাতে হবে আপনাদের—গুণ্ডার আড্ডা আর কি। ওরা বিদ্রোহী হ'তে পারে, শুনুন মশাইরা, ওরা পালিয়ে-যাওয়া সেপাই হ'তে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন ওরাই হ'লো জনগণ। আর জনগণ হ'লো শিশুর মতো, ওদের চিনে নিতে হয়, ওদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হয়। ওদের কাজে লাগাতে হ'লে ঠিক-মতো এগুতে হবে, ওদের হাত করতে হ'লে মন গলাতে হবে আগে।

'আমি গিয়ে ওদের সঙ্গে মন খুলে কথা বলবো, তারপর দেখবেন ওরা যে যেখান থেকে পালিয়ে এসেছে সেখানেই ফিরে যাবে আবার—সোনার মতো খাঁটি ওরা। বিশ্বাস করছেন না? বাজি?'

'কী জানি। আশা করি আপনার কথা ঠিক হবে।'

'ওদের বলবো: "আমার কথাই ধরো না কেন। আমি বাপের এক ছেলে, আমার মা-বাবার একমাত্র আশা, তবু আমি নিজেকে রেয়াৎ করিনি। সব দিয়েছি—নাম, পরিবার, সম্মান। দিয়েছি তোমাদেরই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যে-স্বাধীনতা ভোগ করে সেই মহত্তর স্বাধীনতা। আমি দিয়েছি, আমার মতো আরো অনেক তরুণ দিয়েছে, আর আমাদের মহান পূর্বসূরিদের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, যাঁরা জাতির অধিকারের দাবি নিয়ে লড়াই করেছিলেন, যাঁদের সশ্রম দণ্ড দিয়ে পাঠানো হয়েছে সাইবেরিয়ায় অথবা বন্দী করা হয়েছে শ্ল্যুসেলবুর্গ দুর্গে। এ সব কি আমরা

ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে করেছি? এ কি আমাদের না-করলে চলতো না? আর তোমরা—তোমরা তো এখন আর সাধারণ সেপাই নও, তোমরা হ'লে পৃথিবীর প্রথম বিপ্লবী সেনাবাহিনীর বীরবৃন্দ, কী-ভাবে তোমরা পালন করছো তোমাদের সেই মহান ব্রত?—আমাদের মাতৃভূমি যখন রক্তাক্ত, যে-শত্রু তাকে সহস্র ফণা বিস্তার ক'রে ঘিরে ধরেছে তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে যখন আপ্রাণ চেষ্টা করছে, তখন একদল বাজে লোক তোমাদের বোকা বানিয়ে দিলো, তোমরা পরিণত হ'লে ইতর জনতায়, তোমরা এখন রাজনীতি বিষয়ে অচেতন, স্বেচ্ছাচারী, গুণ্ডার দল, যারা কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। ছুঁচ হ'য়ে ঢুকে ফাল হ'য়ে বেরুবে সেই শত্রুরা, সেই যে কথা আছে না বসতে পেলেই শুতে চাইবে ওরা।—আমি স্পষ্ট কথা বলবো, আমি লজ্জা দেবো ওদের।'

'না, না, সেটা কিন্তু বিপজ্জনক হ'তে পারে।' মেয়র অর্থপূর্ণভাবে তাঁর সহকারীর দিকে তাকিয়ে, সাহস ক'রে প্রতিবাদ করলেন।

এই উন্মাদ সংকল্প থেকে কমিসারকে বিচ্যুত করার জন্য গালিউলিন যথাসাধ্য চেষ্টা করলো। ২১২ নম্বরের লোকেদের সে তো জানে, যুদ্ধক্ষেত্রে ওরা তার ফৌজেই ছিলো। কিন্তু কমিসার কারো কথায় কান দেবেন না।

ইউরি বার-বার চেষ্টা করছিলো উঠে প'ড়ে চ'লে যাবার। কমিসারের ছেলেমানুষিতে অস্বস্তি বোধ করছিলো সে, কিন্তু মেয়র আর তার সহকারীর ধূর্তামি—নিকৃষ্ট ধরনের দুই চতুর শঠ—তারাও কিছু ভালো নয়। একজনের বোকামির সঙ্গে অপরজনের ভণ্ডামি তাল রেখে চলছিলো, তাদের কথার তোড়—একঘেয়ে, অদরকারি, জীবন যা বাতিল ক'রে দিয়েছে—তা শুনতে-শুনতে অসুস্থ বোধ করছিলো ইউরি।

কতোই না তীব্র হ'তে পারে সেই আকাঙ্ক্ষা—মানুষের বাগাড়ম্বরের নীরস শূন্যতা থেকে পালিয়ে গিয়ে আপাত-অস্পষ্ট প্রকৃতির মধ্যে আশ্রয় নেবার ইচ্ছে, দীর্ঘ কঠিন পরিশ্রমের ভাষাহীনতার জন্য, সুষুপ্তি বা সত্যকার সংগীতের জন্য, অথবা মানুষের যে-বোঝাপড়া আবেগের চাপে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে তার জন্য আকাঙ্ক্ষা কী তীব্রই না হ'তে পারে!

নার্স আন্টিপভার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে—মনে পড়লো ইউরির।

নিশ্চয়ই সুখের হবে না, কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন আছে ব'লেই ইউরি খুশি—এমনকি, এই অপ্রীতির মূল্যেও। এখনও বোধ হয় ফেরেননি উনি। কিন্তু সুযোগ পাওয়া মাত্র ইউরি উঠে পড়লো, বেরিয়ে গেলো সকলের অলক্ষ্যে।

৬

নার্স ফিরেছেন। ইউরিকে এই খবর দিয়ে মাদমোয়াজেল আরো জানালেন যে উনি ক্লান্ত ছিলেন, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে চ'লে গেছেন, ব'লে গেছেন তাঁকে যেন বিরক্ত না করা হয়। 'কিন্তু উঠে গিয়ে দরজায় টোকা দিন না,' মাদমোয়াজেল পরামর্শ দিলেন। 'এখনো নিশ্চয়ই ঘুমোননি উনি।'—'ওঁর ঘর কোনটা' ?—বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠার পর মাদমোয়াজেল বললেন যে সবচেয়ে ওপরতলার সিঁড়ির চত্বর দিয়ে যে-গলি গেছে তার এক প্রান্তে, কাউন্টেসের সব জিনিসপত্র যে-সব ঘরে তালাবন্ধ করা আছে সেই ঘরগুলি ছাড়িয়ে নার্সের ঘর। ইউরি সেদিকে কখনো যায়নি।

অন্ধকার হ'য়ে আসছিলো। সন্ধ্যার ছায়ায় বাইরের বাড়ি আর বেড়াগুলি যেন অনেক কাছাকাছি চ'লে এসেছে। জানলা দিয়ে লণ্ঠনের আলো বাইরে গিয়ে পড়েছে, বাগানের কোন গভীর থেকে গাছগুলি উঠে এসে দাঁড়িয়েছে সেই আলোয়। আবহাওয়াটা গরম আর চিটচিটে। লণ্ঠনের আলো উঠোনে প'ড়ে যেন গাছের বাকল দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা বেয়ে পড়ছে।

সিঁড়ির মাথায় এসে ইউরি থেমে পড়লো। মনে হলো, লারা পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে ফিরে আসামাত্র তার দরজায় টোকা দেওয়াটাও অভদ্রতা হবে, শুধু অভদ্রতা নয়, অস্বস্তিকর। বরং কালকের জন্য তার বোঝাপড়া তোলা থাক। কোনো সিদ্ধান্ত বদলাবার পর মানুষ অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়। ইউরিও আনমনা-ভাবে গলির অন্য প্রান্তে চ'লে গেলো, পাশের বাড়ির উঠোনের দিকে একটা জানলা খোলা, সেই জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো।

শান্ত ও গোপন শব্দে রাত্রিটি ভ'রে আছে। তার ঠিক পাশে, গলিতেই কোথাও একটা কল থেকে টিপটিপ একটানা জল প'ড়ে যাচ্ছে, ফোঁটাগুলি পূর্ণ ও মন্থর। জানলার বাইরে কোথায় যেন ফিসফিস করছে কারা।

সব্জি-খেতের কোনো অংশে শশার চারায় জল দেওয়া হচ্ছে, কুয়ো থেকে বালতি-বালতি জল তোলার সময় ঝনঝন আওয়াজ হচ্ছে কুয়োর শেকলে।

একসঙ্গে সব ফুলের গন্ধ ভেসে এলো, মাটি যেন সারাদিন চেতনাহীন হ'য়ে থেকে এখন জেগে উঠছে।

আর কাউণ্টেসের সেই বহু শতাব্দীর পুরোনো বাগান—ঝ'রে-পড়া ডালপালায় এমন আচ্ছন্ন যে চলা যায় না—সেই বাগানে পুরোনো লেবু-গাছগুলিতে সম্ভ ফুল ধরছে, আর তার ধুলোর মতো ঝাপসা গন্ধের বিশাল ঢেউ বাড়ির সমান উঁচু হ'য়ে ভেসে আসছে।

ডানদিকের বেড়ার ওপারের রাস্তা থেকে গোলমাল শোনা যাচ্ছে, টুকরো-টুকরো গানের কলি, একজন মাতাল সৈন্য, দরজায় ধাক্কা।

কাউণ্টেসের বাগানে পাখির বাসার পেছনে এক বিশাল লাল চাঁদ উঠলো। প্রথমে সেই চাঁদের ছিলো জাবুশিনোর নতুন ইটকলের মতো রং, আস্তে-আস্তে তাতে বিরিউ চর জলের ট্যাঙ্কের হলুদ রং ধরলো।

আর জানলার ঠিক তলায়, বিষাক্ত নাইটশেডের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে চীনে-চায়ের মতো তীব্র নতুন-তোলা খড়ের গন্ধ। ওখানে একটা গোরু বাঁধা; সুদূর গ্রাম থেকে আনা হয়েছে তাকে, সারাদিন সে হেঁটেছে, ক্লান্ত সে, নিজের পালের জন্য তার মন-কেমন করছে, নতুন কর্ত্রীর দেওয়া খাদ্য সে এখনও খেতে নারাজ।

'দাঁড়া, দাঁড়া, হচ্ছেটা কী, ঢুঁ মারা বের করছি তোর,' কর্ত্রীটি ফিসফিস ক'রে সাধাসাধি করছিলো, কিন্তু সে রেগে গিয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, গলা বাড়িয়ে দিয়ে ডেকে উঠছে কাতরস্বরে, আর মেলিউজেইয়েভোর কালো রঙের গোলাবাড়ির পেছনে জ্বলছে তারাগুলি, গোরুটার সঙ্গে যেন এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা, সমবেদনা আছে তাদের, অন্য এক জগতেও যেন গোয়াল-ঘর আছে, সেখানে সকলে এই গোরুটির সমব্যথী।

প্রাণের কিণ্বে সব-কিছুই ফেঁপে উঠছে, বাড়ছে, জাগছে। বেঁচে থাকার আনন্দ, ঝিমধরা বাতাসের মতো, মস্ত ঢেউ তুলে নির্বিচারে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেলো—মাঠ আর শহর, দেয়াল আর বেড়া, কাঠ আর রক্তমাংসের শরীর। এই ছাপিয়ে-ওঠা বন্যার কাছ থেকে পালাবার জন্য ইউরি পার্কে চ'লে গেলো বক্তৃতা শুনতে।

৭

ততোক্ষণে চাঁদ উঠে গেছে উঁচুতে। চাঁদের আলো পার্কে পড়েছে চুনকামের মতো ঘন হ'য়ে, পাথরের বাড়িগুলোর থামওলা গাড়ি-বারান্দার সামনে ছায়া যেন চওড়া কালো কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছে।

সভা বসেছিলো পার্কের ওপারে, ইচ্ছে করলে ইউরি প্রত্যেকটি কথা শুনতে পারতো, কিন্তু সেই দৃশ্যের মহিমা তাকে এমনভাবে অভিভূত করলো যে বক্তৃতা শোনার বদলে দমকল-আপিশের সামনের বেঞ্চিতে ব'সে সে দেখতে লাগলো।

পার্ক থেকে সরু-সরু কানা গলি বেরিয়েছে—পাড়াগেঁয়ে পথের মতো কাদায় ডোবা, ভাঙাচোরা ছোটো-ছোটো বাড়ির সারি দুই দিকে। উইলো-পাতার বেড়া কাদার মধ্য থেকে উঠে আছে, দেখতে লাগছে চিংড়িমাছের পাত্রের ঢাকনার মতো। খোলা জানলাগুলোর একচোখো দ্যুতি দেখা যাচ্ছে। সামনেকার ছোটো-ছোটো বাগানে, তেলতেল জুলপি আর ঘেমো লাল টুকটুকে মাথা নিয়ে ভুট্টাগাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে, উঁকি মারছে জানলা দিয়ে, আর বেড়ার ওপর দিয়ে সুদূরে চোখ পেতে রেখেছে একক ম্লান কয়েকটি শীর্ণ হলিহক গাছ, তারা যেন একদল রাত-মজুরনি, যারা ঘরের ভেতরের গরমে টিকতে না-পেরে খোলা বাতাসের জন্য বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই চাঁদনি রাতটি যেন ঈশ্বরের করুণা অথবা দিব্যদৃষ্টির মতোই আশ্চর্য। হঠাৎ, সেই প্রদীপ্ত ও রূপকথার মতো স্তব্ধতা ভেদ ক'রে মাপা-মাপা, প্যাঁচালো, পরিচিত, সম্প্রতি-শোনা এক গলার স্বর ভেসে এলো। সুন্দর স্বর, আত্মবিশ্বাসে ভরা। শুনেই ইউরি চিনতে পারলো। কমিসার গিন্‌ৎজ বক্তৃতা করছেন।

স্পষ্টতই, পৌরবিভাগের আহ্বানে তাঁদের প্রচারকার্যে নিজের মর্যাদা দিয়ে সাহায্য করছেন কমিসার। আবেগের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি, মেলিউজেইয়েভো-বাসীদের তিরস্কার করছেন তাদের বিশৃঙ্খলার জন্য, বলশেভিকদের বিভেদ-সৃষ্টিকারী প্রভাবের কাছে নিজেদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য, এই ব'লে বোঝাচ্ছেন যে বলশেভিকরাই হ'লো জাবুশিনোর বিশৃঙ্খলার আসল হোতা। মেয়রের আপিশে যে-উদ্দীপনা নিয়ে বলছিলেন, এখানেও ঠিক

তেমনিভাবেই তিনি সকলকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন শত্রুর শক্তি ও নিষ্ঠুরতার কথা, দেশের সংকটের কথা। তাঁকে উত্ত্যক্ত ক'রে তোলার জন্য জনতা নানা প্রশ্ন করতে লাগলো।

বক্তাকে বাধা না-দেবার অনুরোধের সঙ্গে পাল্লা ক'রে, শুরু হ'লো প্রতিবাদের চীৎকার। প্রতিবাদ ক্রমেই সজোর এবং দ্রুততর হচ্ছিলো। একজন, যিনি গিন্‌ৎজের সঙ্গে এসে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন, চীৎকার ক'রে বললেন যে শ্রোতাদের বক্তৃতা করা রীতিবিরুদ্ধ এবং জনসাধারণকে তিনি শান্তিরক্ষার অনুরোধ জানাচ্ছেন। কয়েকজন জোর দিয়ে বললো যে একজন নাগরিকা বক্তৃতা দিতে ইচ্ছুক, তাঁকে বলতে দেওয়া হোক, অন্যেরা সবাইকে চুপ করতে বললো।

একজন স্ত্রীলোক ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে যে-কাঠের পাটাতনটা মঞ্চের কাজ করছিলো তার দিকে এগিয়ে গেলো। মঞ্চে ওঠার চেষ্টা না-ক'রে এক পাশে দাঁড়ালো সে। স্ত্রীলোকটি সকলের পরিচিত। জনতা নীরব হ'য়ে গেলো। মনোযোগ নিবদ্ধ হ'লো তাদের। স্ত্রীলোকটি উস্তিনিয়া।

'আপনি জাবুশিনো বিষয়ে বলছিলেন, কমরেড কমিসার,' সে শুরু করলো, 'আর বলছিলেন সাবধানতার কথা, আমাদের সাবধানে থাকতে বলছিলেন, বলছিলেন যেন আমাদের কেউ ঠকাতে না পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আপনি নিজে—আমি যা শুনলাম, আপনি জানেন শুধু "বলশেভিক-মেনশেভিক" এই সব শব্দ নিয়ে খেলা করতে, কেবল বলেন, বলশেভিক আর মেনশেভিক। এই যে আর যুদ্ধ না-করা আর ভাই-ভাই রব, একে আমি মেনশেভিক বলি না, বলি স্বর্গীয়, আর সমস্ত কল-কারখানা দরিদ্রের হাতে যাওয়ার কথা—সেটাও বলশেভিক নয়, সেটা মনুষ্যত্ব, প্রেম, দয়া। আর সেই মূক-বধিরের কথা—তাঁর বিষয়ে আপনার সাহায্য বিনাই আমরা অনেক শুনেছি। ঐ এক মূক-বধিরকে নিয়েই সবাই কথা ব'লে চলে। তাঁর বিরুদ্ধে আপনাদের আপত্তিটা কী? সে চিরকাল বোবা থেকে হঠাৎ আপনাদের বিনা অনুমতিতেই কথা বলতে শুরু করলো—আপত্তিটা কি এই? কী, হয়েছে কী তাতে? কী এমন আশ্চর্য ঘটনা এটা? এর চেয়ে ঢের বেশি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে ব'লে জানা যায়। সেই বিখ্যাত গর্দভীর কথাই ধরুন না কেন।

সে বলে কিনা, "বালাম, বালাম, আমার কথা শোনো, আমি সোজাসুজি ব'লে দিচ্ছি, তুমি ও-পথে যেয়ো না, পরে পস্তাতে হবে।"[১] তা—যার যা স্বভাব, তার কথা না-শুনে সে চলতেই থাকলো। আপনার মতোই সেও ভাবলে: "একটা বোবা-কালা।" "ওর কথা শুনে কী হবে? ও তো মাত্র একটা গর্দভী, বোবা জানোয়ার।" আর পরে কী দুঃখটাই না ভোগ করতে হ'লো সেজন্য। আপনারা সকলেই জানেন তার পরিণতির কথা।'

'কী?' কয়েকজন কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞেস করলো।

'ঐ যথেষ্ট,' উষ্টিনিয়া ঝটকা মেরে ব'লে ওঠে, 'অতো বেশি প্রশ্ন করলে অকালে বুড়িয়ে যাবে তোমরা।'

'না, না, তা চলবে না। তুমি বলো আমাদের!' ভিড়ের মধ্য থেকে একজন জবরদস্তি করে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে—কী—কেন—কেমন ক'রে—যতো সব লেপ্টে-থাকা ছুঁচো। লবণস্তম্ভে পরিণত হ'য়েছিলো সে।'

'ভুল করছো, সোনামণি, ভুল করছো, এ তো লট্। এ তো লটের বৌ,' লোকেরা চীৎকার করতে লাগলো। প্রত্যেকে হেসে উঠলো। সভাপতি সভায় শৃঙ্খলারক্ষার অনুরোধ জানালেন। শুতে গেলো ইউরি।

৮

পরের দিন সন্ধ্যায় সে লারার সঙ্গে দেখা করলো। তাকে পেলো ভাঁড়ার ঘরে; কাপড় কাচার কল থেকে সদ্য-তোলা স্তূপীকৃত কাপড় তার সামনে প'ড়ে আছে; ইস্ত্রি করছিলো সে।

ওপর তলার পেছনদিকের যে-ঘরগুলি থেকে বাগান দেখা যায় তার একটাতে হ'লো ভাঁড়ার ঘর। সামোভার প্রস্তুত, খাবার-দাবার সাজানো,

---

১ ওল্ড টেস্টামেন্টে কথিত আছে, এক গর্দভী তার প্রভু বালাম'কে পিঠে নিয়ে পথে যেতে-যেতে সামনে এক দেবদূতকে দেখতে পেয়ে চলা থামিয়ে দেয়, আর দিব্যদৃষ্টিহীন বালাম তার জন্য গর্দভীকে তিনবার প্রহার করে। সেই থেকে 'বালাম' শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে অসাধু বক্তা বা প্রবক্তা। —অনুবাদকের টীকা।

সর্বদা ব্যবহারের প্লেটগুলি স্তূপ ক'রে রাখা—হাতে চালানো, চাকরদের লিফটে ক'রে সেগুলো বাসন মাজার লোকের কাছে যাবে। সেখানেও থাকে বাসনপত্র, প্লেট আর গেলাশের ফর্দ দেখে-দেখে মিলিয়ে নেওয়া হয়, লোকেরা সেখানে অবসরযাপন করে আর পূর্বনির্ধারিত সময়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়।

জানলাগুলি খোলা ছিলো। ঘরে, পুরোনো বাগানে যেমন হ'য়ে থাকে, তেমনি সেখানে মিশেছিলো লেবুফুলের আর শুকনো কঞ্চির জিরের মতো কড়া গন্ধ, আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো লারা যে-দুটো লোহার ইস্ত্রি ব্যবহার করছিলো, তার কাঠকয়লার ধোঁয়ার গন্ধ—পালা ক'রে লারা ইস্ত্রি দুটো আগুনের ওপর গরম হবার জন্য রাখছিলো।

'এই যে, কাল রাত্রে দরজায় টোকা দিলেন না কেন? মাদমোয়াজেল আমাকে বললেন। অবশ্য সত্যি বলতে কী ঠিকই করেছিলেন। আপনাকে ঘরে ঢুকতে দিতে পারতাম না, আমি প্রায় তক্ষুনি শুয়ে পড়েছিলাম। যাক, আছেন কেমন? কাঠকয়লার দিকে নজর রাখবেন, জামায় দাগ না লাগে।'

'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে সারা হাসপাতালের কাপড় ইস্ত্রি করছেন।'

'না, এর মধ্যে আমার নিজের অনেক আছে। দেখুন না, আপনি তো আমাকে মেলিউজেইয়েভোতে আটকে গেছি ব'লে খ্যাপান। এবার কিন্তু সত্যিই ঠিক ক'রে ফেলেছি, আমি চ'লে যাচ্ছি। কাপড়-চোপড় কেচে নিয়েছি, জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলবো এবারে। সব শেষ হ'লেই রওনা হ'য়ে পড়বো। আমি থাকবো উরালে, আর আপনি মস্কোতে। কোনোদিন হয়তো কেউ জিজ্ঞেস করবে আপনাকে: "মেলিউজেইয়েভো নামে একটা ছোট্টো শহরের কথা জানেন?"—"না, আমার তো ঠিক মনে পড়ছে না।"—"আন্টিপভা কে?"—"জীবনেও নাম শুনিনি।"

'তা হ'তে পারে। যাতায়াতে আপনার কোনো কষ্ট হয়নি তো? গ্রামের অবস্থা কেমন দেখলেন?'

'সে অনেক কথা।—হা কপাল, কী তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হ'য়ে যায় ইস্ত্রি। অন্যটা আমাকে একটু দিন না, কিছু যদি মনে না করেন। ঐ যে ওখানে, ঠিক উনুনের ওপর। আর এটা একটু রেখে দেবেন ওখানে? ধন্যবাদ।—

প্রত্যেকটি গ্রামের ধরন-ধারন আলাদা—লোকেরাও তো একরকম নয়। কোথাও-কোথাও লোকজন বেশ পরিশ্রমী, খুব খাটে, সেখানে অবস্থা ততো খারাপ নয়। অন্যান্য জায়গায় মনে হয় সবাই মাতাল, সে-সব জায়গা জনশূন্য এবং ভয়াবহ।'

'যতো বাজে—! মাতাল হ'তে যাবে কেন? খুব বোঝেন আপনি! সে-সব জায়গায় কেউ নেই, সবাই যুদ্ধে গেছে। নতুন পরিষদের কী হ'লো, বিপ্লবী পরিষদ?'

'মাতালদের বিষয়ে আপনি ভুল বললেন, তবে এ নিয়ে আমরা পরে তর্ক করবো। পরিষদ? তা নিয়ে অনেক ঝামেলা হবে। কোনো নির্দেশই কাজে খাটানো যায় না, কাজ করবার লোকই নেই কেউ। চাষিরা তো এখন শুধু বোঝে জমিজমা। রাজ্‌ডলনয়ে-তে গিয়েছিলাম। কী সুন্দর জায়গা! আপনার একবার গিয়ে দেখে আসা উচিত। গত বসন্তে জায়গাটা পোড়ানো হয়েছিলো, লুটতরাজও হয়েছে অল্পস্বল্প, খামারটা পুড়ে গেছে, ঝলসে গেছে ফলের গাছগুলো, জমিদার-বাড়ির সামনের অংশটা নষ্ট হ'য়ে গেছে ধোঁয়ায়। জ্বাবুশিনো আমি দেখিনি, যাইনি ওখানে। কিন্তু সবাই বলে যে ঐ মূক-বধিরের সত্যিই নাকি অস্তিত্ব আছে। সে কেমন দেখতে তাও বলে, বয়স নাকি অল্প, শিক্ষিত।'

'কাল রাত্রে পার্কে উস্টিনিয়া ওর পক্ষ নিয়ে-তর্ক করেছে।'

'ফিরে এসেই দেখি রাজ্‌ডলনয়ে থেকে আবার একগাদা জিনিস এসেছে। কতোবার যে এ-সব বাদ দিতে বলেছি তার ঠিক নেই। যেন আমাদের নিজেদের কিছু নেই। আর আজ সকালে মেয়রের আপিশ থেকে দরোয়ান এলো চিঠি নিয়ে—রুপোর চায়ের সেট আর কাটা-কাচের গেলাশগুলো এক্ষুনি চাই, জীবন-মরণ সমস্যা নাকি—মাত্র এক রাত্রের জন্য, তারপর ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে। অর্ধেক জিনিস আর জীবনেও চোখে দেখবো না। সব সময়েই বলে ধার—কেমন ধার তা আমি জানি। কোন এক অতিথি না কার জন্য ওদের ওখানে পার্টি হচ্ছে।'

'কার জন্য আন্দাজ করতে পারছি। আমাদের এখানকার যুদ্ধক্ষেত্রে আঞ্চলিক শাখার নতুন কমিসার এসে পৌচেছেন। যারা যুদ্ধ থেকে পালিয়েছে

তাদের এবার ঘাঁটাতে চায় এরা, ওদের ঘিরে ফেলে নিরস্ত্র করবে। কমিসারটি একেবারে কোলের শিশু। এখানে সবাই চাচ্ছে কসাকদের ডাকতে, কিন্তু তিনি বলেন, না, উনি তাদের হৃদয়কে জাগিয়ে তুলবেন। জনসাধারণ নাকি শিশুর মতো—এই সব আরো কতো কী যে বলেন, মনে করেন এ-সব ছেলেখেলা। গালিউলিন ওঁর সঙ্গে তর্ক করার চেষ্টা করেছিলো। বলেছিলো, আগুনে হাত দিয়ো না। আমাদের নিজেদের ধরনে এ-সব ব্যাপারের মীমাংসা করতে দাও।" কিন্তু এ-সমস্ত লোকের মাথায় একটা কথা ঢুকলে আর কিছুতেই কিছু করা যায় না তো! —আমি চাই আপনি আমার কথায় একটু কান দেন। দয়া ক'রে ইস্ত্রিটা থামান এক মিনিটের জন্য। শিগগির এখানে খুব বিশ্রী গোলমাল শুরু হবে, সেটা থামানো আমাদের ক্ষমতার বাইরে। আমার খুব ইচ্ছে—আপনি তার আগেই এখান থেকে চ'লে যান।'

'কিছুই হবে না, আপনি বাড়িয়ে বলছেন। আর তাছাড়া, আমি তো চ'লেই যাচ্ছি। কিন্তু আমি তো তুড়ি মেরে চ'লে যেতে পারি না। কাজ বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে ঠিকমতো, জিনিসপত্রের ফর্দ মিলিয়ে দিতে হবে। কিছু চুরি ক'রে যেন পালিয়ে যাচ্ছি এমনভাবে যেতে চাইনে। আর কাজের ভার নেবে কে? সেটাই তো সমস্যা। এই জঘন্য ফর্দ নিয়ে আমাকে যে কী করতে হয়েছে তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। আর তার জন্য ধন্যবাদ হিশেবে আমাকে বলা হয় যে আমি জোচ্চোরি করেছি। জ্যাব্রিনস্কায়ার জিনিসপত্র সব আমি হাসপাতালের নামে রেজিস্ট্রি করিয়ে নিয়েছিলাম, কারণ ডিক্রির মানেই তা-ই। এখন ওরা বলছে যে সেটা জাল, আমি নাকি মালিকের জন্য সব জিনিসপত্র রেখে দিতে চাই। অসহ্য!'

'দয়া ক'রে বাসন-কোসন আর ন্যাকড়া-কানির চিন্তা বন্ধ করুন। চুলোয় যাক ও-সব, এ-রকম একটা সময়ে মাথা ঘামাবার কী একটা বিষয়! ওঃ, কাল আপনার সঙ্গে দেখা হ'লো না কেন? এমন ভালো মেজাজ ছিলো কাল, পার্থিব এবং অপার্থিব যে কোনো বিষয় আমি বুঝিয়ে দিতে পারতাম, যে-কোনো প্রশ্নের আমার জবাব তৈরি ছিলো। সত্যি, ঠাট্টা করছি না, কথাগুলো বের ক'রে দেবার জন্য গলা চুলকোচ্ছিলো আমার। আপনাকে আমি আমার স্ত্রীর কথা, আমার ছেলের, আমার নিজের কথা বলতে

চাইছিলাম···কোন পাপে একজন পরিণতবয়স্ক পুরুষ একজন পরিণতবয়স্কা মহিলার সঙ্গে কথা বললেই কোনো পরোক্ষ উদ্দেশ্য আছে বলে সন্দেহ করা হয়? গোল্লায় যাক উদ্দেশ্য—পরোক্ষই হোক আর যা-ই হোক। আপনি ইস্ত্রি ক'রে চলুন, আমার দিকে মনোযোগ দেবেন না, আমি কথা ব'লে যাবো। আমি এখন অনেকক্ষণ ধ'রে কথা বলবো ঠিক করেছি।

'কী সব হচ্ছে আজকাল একবার ভাবুন। আর আপনি আমি কিনা এই যুগেই বেঁচে আছি! কী অশ্রুতপূর্ব সব ব্যাপার ঘটছে বুঝতে পারেন? অনন্তকালের মধ্যে মাত্র একবারই এমন ব্যাপার ঘটে। একবার ভাবুন, সারা রাশিয়ার মূল উপড়ে আসছে, আপনি আর আমি আর প্রত্যেকে খোলা আকাশের তলায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করার কেউ নেই।—মুক্ত আমরা—যুক্তিতে নয়, কথায় নয়—সত্যকার মুক্তি, এ-মুক্তি আকাশ থেকে ঝ'রে পড়েছে, এ-মুক্তি আমাদের আশার অতীত। কোনো আকস্মিক কারণে, কোনো ভুল-বোঝাবুঝির ফলে এই মুক্তি এসেছে।

'কী প্রকাণ্ড হ'য়ে উঠেছে সকলে, আর নিজের আকার নিয়ে কী বিব্রত। লক্ষ্য করেছেন আপনি? যেন নিজেকে নিয়ে, নিজের মহত্ত্বের উদ্ঘাটনে অভিভূত।

'আপনি ইস্ত্রি ক'রে চলুন না। কথা বলবেন না। আপনার খারাপ লাগছে না আমার কথা শুনতে। দিন, আপনার ইস্ত্রিটা বদল ক'রে দিই।

'কাল রাত্রে পার্কের সভা লক্ষ্য করছিলাম। বিস্ময়কর দৃশ্য। দেশমাতৃকা ন'ড়ে উঠেছেন, চুপ ক'রে দাঁড়াতে পারছেন না তিনি, তিনি অস্থির, তিনি বিশ্রাম পাচ্ছেন না, কথা বলছেন, থামতে পারছেন না। শুধু যে মানুষেরাই কথা বলছে এমন নয়। আকাশের তারা আর গাছ মিলিত হ'য়ে কথা বলে, ফুলেরা রাত্রে দর্শন আওড়ায়, পাথরের বাড়িরা সভা ডাকে। মনে হয় না যেন বাইবেলের পাতা থেকে উঠে এসেছে এ-সব? সেই সন্তদের কালের মতো। সন্ত পলের মতো—মনে পড়ে আপনার? "তোমার রসনা বাণী পাবে, তুমি হবে প্রবক্তা। উপলব্ধির শক্তির জন্য প্রার্থনা করো।"

'আকাশের তারা আর গাছেদের সভা ডাকার কথা ব'লে আপনি যা বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি। আমারও হয়েছে ও-রকম।'

'আংশিকভাবে যুদ্ধ এর জন্য দায়ী, বাকিটা করেছে বিপ্লব। যুদ্ধ এক কৃত্রিম ভাঙন আনলো জীবনে—মনে হ'লো জীবনকে যেন কিছু সময়ের জন্য ঠেকিয়ে রাখা যাবে। সেটা বড়ো বিশ্রী। ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছায় হোক দীর্ঘকাল চেপে-রাখা নিশ্বাসের মতো বিদ্রোহ জেগে উঠলো, সবাই আবার সঞ্জীবিত হ'লো, নতুন জন্ম নিলো, বদলে গেলো, রূপান্তর এলো তাদের জীবনে। বলতে পারেন দু'বার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গেছে সকলে, যে যার ব্যক্তিগত বিপ্লব, আর সাধারণ বিপ্লব। সমাজতন্ত্রকে আমার মনে হয় সমুদ্রের মতো—জীবনের সমুদ্র, নিজের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত জীবন, আর এই সব আলাদা-আলাদা, একান্ত আপন, ব্যক্তিগত বিদ্রোহের স্রোত গিয়ে সেই সমুদ্রে মিশেছে। জীবন বলতে আমি যে-জীবন বোঝাতে চাইছি তা পাওয়া যায় শিল্পে, প্রতিভার দ্বারা যা রূপান্তরিত, সৃষ্টিশীলতায় যা ঐশ্বর্যশালী। কেবল এখনই লোকেরা স্থির করেছে যে বইয়ে নয়, ছবিতে নয়, নিজেদের মধ্যে, কথায় নয়, কাজে—এই জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।'

তার গলা হঠাৎ কেঁপে উঠলো, বোঝা গেলো ক্রমশ উত্তেজিত হ'য়ে উঠছে সে। ইস্ত্রি থামিয়ে লারা গম্ভীর, বিস্মিত চেখে তার দিকে তাকালো। তাতে সব গোলমাল হ'য়ে গেলো ইউরির, ভুলে গেলো কী বলছিলো। এক মুহূর্তের অস্বস্তিকর নীরবতার পর সে আবার শুরু করলো, যা মনে এলো, কিছু না-ভেবে তাই ব'লে গেলো।

'সাধু ও সৃষ্টিশীল জীবনের জন্য আজকাল আমার এমন আকাঙ্ক্ষা জাগে যে কী বলবো। আমিও চাই এই পরিবর্তনের অংশ হ'তে। কিন্তু তারপর, এই সাধারণ আনন্দের মাঝখানে, আপনার রহস্যময়, বিচ্ছিন্ন, অন্যমনস্ক দৃষ্টির মুখোমুখি এসে দাঁড়াই, কে জানে কোন মন্ত্রমুগ্ধ জগতে সে-দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই দৃষ্টিকে বদলে দেবার জন্য আমি যথাসর্বস্ব দিয়ে দিতে পারি—আমি চাই আপনার মুখ আমাকে বলুক যে আপনি ভালো আছেন, আপনার জীবন নিয়ে আপনি সুখী, কারো কাছে কিছু চাইবার প্রয়োজন নেই আপনার। আপনার সত্যকার আপনজন কেউ আসুক, আপনার বন্ধু অথবা স্বামী—সবচেয়ে ভালো হয় সে সৈনিক হ'লে—কেউ আসুক, আমার হাতে হাত রেখে বলুক যে আপনার ভাগ্য নিয়ে আমার বিব্রত

হবার কোনো দরকার নেই—বলুক আমাকে আপনার ভাবনা ছেড়ে দিতে। তবে অবশ্য, আমি তাকে ঘুষি মেরে কাৎ ক'রে দিতাম। দুঃখিত, এ-কথাটা আমি বলতে চাইনি।'

তার গলার স্বর আবার তাকে ধরিয়ে দিলে। মাথা ঝাঁকালো সে, নৈরাশ্য-ভরা অস্বস্তির অনুভূতি নিয়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। জানলার তাকে ভর দিয়ে, অন্যমনস্ক, অস্থির, দৃষ্টিহীন চোখে অন্ধকারে আচ্ছন্ন বাগানের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করলো।

ইস্ত্রির তক্তার পাশ দিয়ে ঘুরে এলো লারা (টেবিলের ধারে আর অন্য জানলার তাকে সেটা দাঁড় করানো ছিলো), ইউরি সেখান থেকে একটু দূরে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো।

'এই ভয়ই আমি করছিলাম,' নরম গলায়, যেন নিজের মনে সে বললে। 'আমার উচিত হয়নি …না, ইউরি আন্দ্রেইয়েভিচ, আপনি এমন করবেন না। ওঃ, দেখুন একবার, আপনার জন্য আমি কী কাণ্ড বাধালাম!' তক্তার কাছে ছুটে গেলো সে, একটা ব্লাউজ পুড়ে গেছে, তীব্র গন্ধ নিয়ে সরু ধোঁয়ার সুতো বেরিয়ে আসছে ইস্ত্রির তলা থেকে।

'ইউরি আন্দ্রেইয়েভিচ,' ইস্ত্রিটাকে কাঠের ওপর ঘষতে-ঘষতে ব'লে চললো সে, 'মাথা ঠাণ্ডা করুন, একবার মাদমোয়াজেলের কাছে গিয়ে একটু জল খেয়ে আসুন, লক্ষ্মী তো, আপনি সেই আপনি হোন যাঁকে আমি এতোদিন পর্যন্ত জেনে এসেছি, আমি আপনাকে যে-রকম চাই, তা-ই হোন। শুনছেন ইউরি আন্দ্রেইয়েভিচ? আমি জানি, আপনি তা পারেন। আমার কথা রাখুন, আমি মিনতি করছি।'

এ ধরনের আলাপ আর হয়নি তাদের মধ্যে; এর এক সপ্তাহ পরে লারা রওনা হ'য়ে গেলো।

৯

জ়িভাগোও রওনা হ'লো,—আরো কিছুদিন পরে। তার যাবার আগের দিন রাত্রে ভীষণ ঝড় হ'লো। মিশে গেলো ঝড় আর জলধারার শব্দ; কখনো

সোজা ছাদের ওপর ভেঙে পড়ছিলো বৃষ্টি, কখনো বা হাওয়ার গতির বদলের সঙ্গে-সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপে যেন চাবুক মারতে-মারতে দুরন্ত বেগে ছুটে যাচ্ছিলো রাস্তার ওপর দিয়ে।

বিরামহীনভাবে একের পর এক বজ্রনাদ হচ্ছিলো, মিশে গিয়েছিলো নিয়মিত এক গর্জনে। বিদ্যুতের আলোয় যেন দূরে ছিটকে পড়ছিলো পথঘাট তাদের বাঁকাচোরা গাছগুলিকে বুকে নিয়ে।

সদর দরজায় সজোর ধাক্কা শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো মাদমোয়াজেল ফ্যারির। ত্রস্ত হ'য়ে উঠে ব'সে তিনি কান পাতলেন। ধাক্কার আওয়াজ চলতেই লাগলো।

হাসপাতালে কি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেবার মতো একজন মানুষও নেই, মাদমোয়াজেল ভাবলেন। তাঁর স্বভাব সৎ এবং কর্তব্যপরায়ণ ব'লে কি তাঁকেই সব করতে হবে, তাঁর মতো একজন বৃদ্ধাকে?

বুঝলাম, জ়াব্রিনস্কিরা ধনী এবং অভিজাত ছিলেন, বাড়িটাও তাঁদের, কিন্তু হাসপাতালের বেলায় কী, সেটা কি জনসাধারণের নয়, একান্ত আপন নয় কি তাদের? কে এই হাসপাতাল দেখবে ব'লে তাঁরা আশা করেন? পুরুষ নার্সরা সব কোথায় উধাও হ'লো শুনি? সবাই পালিয়েছে—আর্দালি নেই, নার্স নেই, ডাক্তার নেই, দায়িত্বসম্পন্ন কেউ নেই। অথচ আহতরা এখনো আছে বাড়িতে; সার্জিকাল ওয়ার্ডে, আগে যেখানে ড্রয়িংরুম ছিলো, প'ড়ে আছে দু'জন পা-কাটা লোক, আর নিচের তলায় ধোপাখানার পাশে ভাঁড়ার ঘরটা তো আমাশার রোগীতে ভরা। আর ঐ হতচ্ছাড়ি উস্টিনিয়া আবার পরিদর্শনে বেরিয়েছে। ঝড় যে হবে তা নিশ্চয় খুব ভালো ক'রেই জানতো সে, কিন্তু তাতে কি যাওয়া বন্ধ হ'লো তার? অচেনা লোকেদের সঙ্গে রাত কাটানোর জন্য একটা খুব ভালো ওজুহাত জুটলো।

যাক, ভগবানকে অনেক ধন্যবাদ যে দরজার ধাক্কা থেমেছে, বুঝেছে কেউ জবাব দেবে না, তাই দ'মে গিয়ে চ'লে গেছে। এই ঝড়বৃষ্টিতে লোকে বেরোয় কেন…না কি উস্টিনিয়া? না, তার তো নিজের চাবি আছে।—হা ভগবান, আবার শুরু করেছে, এ যে রীতিমতো ভয়ের ব্যাপার।

কিন্তু কী শুয়োর সব ক'টা। অবশ্য জ়িভাগো কিছু শুনতে পাবে এমন

আশা করা যায় না, কাল সে রওনা হবে, তার মন এখন চ'লে গেছে মস্কোতে অথবা মস্কোর পথে। কিন্তু গালিউলিন তো আছে। এই গোলমালের মধ্যেও নাক ডাকাতে পারছে কী ক'রে? না কি এই ভরসায় জেগে-জেগে শুয়ে আছে যে শেষ পর্যন্ত আমিই উঠে পড়বো? দুর্বল, সহায়হীন এক স্ত্রীলোকের ওপর ভরসা ক'রে আছে—তিনি উঠে নিচে গিয়ে এই ভীষণ রাত্রে, এই ভীষণ দেশে, কাকে না কাকে দরজা খুলে দেবেন।

গালিউলিন!—হঠাৎ তাঁর মনে প'ড়ে গেলো। আচ্ছা কাণ্ড—গালিউলিন! কী ভাবছিলেন তিনি, নিশ্চয়ই ঘুমের ঘোর কাটেনি তাঁর। গালিউলিন তো নেই, এতোক্ষণে বহুদূর চ'লে গেছে সে। বিরিউচি স্টেশনের সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পর—যখন কমিসার গিন্‌ৎজ়কে খুন করার পর গালিউলিনকে ওরা বিরিউচি থেকে মেলিউজ়েইয়েভো পর্যন্ত সারা পথ তাড়া ক'রে এলো—গুলি ছুঁড়লো, তারপর আঁতিপাঁতি ক'রে খুঁজলো সারা শহর—সেই কাণ্ডটি ঘ'টে যাবার পর তিনি নিজেই তো জ়িভাগোর সঙ্গে মিলে গালিউলিনকে সিভিলিয়ানের ছদ্মবেশে সাজিয়ে সমস্ত অঞ্চলটার প্রত্যেকটি পথ আর গ্রামের ঠিকানা বাৎলে দিয়েছেন, যাতে পালাবার উপায় জানা থাকে তার।

মেলিউজ়েইয়েভোতে ভাগ্যিস মোটরগাড়ি ছিলো, নয়তো একটা পাথরও আস্ত থাকতো না। একটা সশস্ত্র বাহিনী এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো, নগর-রক্ষার্থে থেমে পড়েছিলো এখানে—ঐ সব বদমাসগুলোকে শায়েস্তা করেছিলো।

ঝড়ের বেগ ক'মে এলো। অতো ঘন-ঘন আর বাজ পড়ছে না—অনেক দূর থেকে, অনেক ধীরে ভেসে আসছে। মাঝে-মাঝে থেমে যাচ্ছে বৃষ্টি, গাছের পাতা আর নর্দমা বেয়ে জল ঝ'রে পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে তখন। নিঃশব্দ বিদ্যুতের আলো ঢুকে পড়ছে মাদমোয়াজ়েলের ঘরে, যেন কিছু খুঁজছে ব'লে সেই আলো মিলিয়ে যেতে দেরি করছে।

হঠাৎ, সামনের দরজার ধাক্কা এতোক্ষণ থেমে থাকার পর, আবার শুরু হ'লো। কারো ভয়ানক প্রয়োজন সাহায্যের, মরীয়া হ'য়ে ক্রমাগত ধাক্কা দিয়ে চলেছে। আবার বইছে ঝোড়ো বাতাস, বৃষ্টিও শুরু হ'য়ে গেলো।

'যাই!' যেই হোক না কেন, মাদমোয়াজ়েল চীৎকার ক'রে সাড়া দিলেন, তাঁর নিজের গলার আওয়াজে নিজেরই ভয় করলো তাঁর।

কে হ'তে পারে, হঠাৎ খেয়াল হ'লো। উঠে ব'সে পায়ে চটি গলিয়ে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি জ়িভাগোকে তোলবার জন্য এগিয়ে গেলেন ; তার সঙ্গে গেলে অতোটা ভয় করবে না। কিন্তু সেও শব্দ শুনতে পেয়ে মোমবাতি হাতে নেমে আসছিলো। তাদের দু'জনের একই কথা মনে হয়েছে।

'জ়িভাগো, জ়িভাগো, ওরা সামনের দরজায় ধাক্কাচ্ছে, একা যেতে ভয় করছে আমার,' ফরাসীতে চীৎকার করলেন মাদমোয়াজেল ; তারপর রুশ ভাষায় যোগ করলেন, 'দেখবেন, হয় লারা কিংবা লেফটেনাণ্ট গাইউল।'

শব্দ শুনে জেগে উঠে ইউরিরও মনে হয়েছিলো নিশ্চয়ই তার পরিচিত কেউ, হয় গালিউলিন পালাতে না-পেরে আশ্রয়ের জন্য ফিরে এসেছে, নয়তো নার্স আণ্টিপভা, যাওয়ার পথে বাধা পেয়ে আবার চ'লে এসেছে তার কাছে।

বারান্দায় পৌঁছে মাদমোয়াজেলকে মোমবাতিটা দিয়ে ইউরি ছিটকিনি নামিয়ে চাবি ঘোরালো। এক ঝলক বাতাসের ধাক্কা খেয়ে খুলে গেলো দরজা, মোমবাতিটা নিভে গেলো, ঠাণ্ডা বৃষ্টির ফোঁটা ঝ'রে পড়লো তাদের ওপর।

'কে ? কে ? এখানে কেউ আছো' ? অন্ধকারে মুখ বাড়িয়ে একবার মাদমোয়াজেল, একবার ডাক্তার চীৎকার করতে লাগলেন, কিন্তু কোনো উত্তর এলো না। হঠাৎ অন্য এক জায়গায় ধাক্কা শুরু হ'লো—পেছনের দরজায় না কি—তাদের এখন মনে হতো লাগলো—বাগানের ফরাসী জানলার দিকে ?

'মনে হচ্ছে বাতাস,' ডাক্তার বললেন। 'কিন্তু তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্য একবার বরং পেছন দিকটা দেখে আসুন। আমি এখানে থাকি, যদিই বা কেউ আসে।'

মাদমোয়াজেল অদৃশ্য হলেন বাড়ির ভেতর, আর ডাক্তার বাইরে গিয়ে বারান্দার ছাদের তলায় দাঁড়ালেন। অন্ধকারে অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলো তাঁর চোখ, ভোরের প্রথম আভাস লক্ষ্য করলেন তিনি।

শহরের মাথার ওপর দিয়ে মেঘের দল উন্মত্তের মতো ছুটেছে, যেন কেউ

তাড়া করেছে তাদের, এতো নিচু যে প্রায় ছুঁয়ে যাচ্ছে গাছের পাতা, আর গাছগুলি সেই একই দিকে এমনভাবে বেঁকে আছে যে মনে হচ্ছে তারা যেন ঝাঁটা, আকাশ পরিষ্কার করছে তারা। বৃষ্টির চাবুক খেয়ে-খেয়ে বাড়ির কাঠের দেয়ালের ছাইরং কালো হ'য়ে গেলো।

মাদমোয়াজেল ফিরে এলেন। 'কী?' ইউরি জিজ্ঞেস করলো।

'আপনি ঠিকই বলেছিলেন। কেউ নেই।' সমস্ত বাড়ি ঘুরে দেখেছেন তিনি, একটা গাছের ডাল ভাঁড়ার ঘরের জানলায় বাড়ি মেরে-মেরে একটা কাচ ভেঙে ফেলেছে, ঘরের মেঝে জলে কাদায় একাকার, যেটা আগে লারার ঘর ছিলো সেখানে এখন এক সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে, সত্যি-সত্যি সমুদ্র, এক মহাসাগর বলা যায়। 'আর এদিকটায় দেখুন, একটা ভাঙা খড়খড়ি কপাটের ওপর ধাক্কা মারছে, দেখছেন? ব্যাপারটা আসলে এই।'

দু'একটা কথাবার্তার পর তারা ঘরে ফিরে গেলো, আতঙ্কটা ভিত্তিহীন প্রমাণ হওয়াতে দু'জনেই আশাহত হয়েছে।

তারা একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলো যে দরজা খুললেই হিমে জ'মে, আপাদ-মস্তক ভিজে, লারা ভেতরে ঢুকবে, সে যখন তার জিনিসপত্র নামাবে, তখন একের পর এক প্রশ্ন করবে তারা, সে জামা কাপড় বদলে এসে বসবে রান্নাঘরের আগুনের সামনে, কাল রাত্রে জ্বালানো হ'লেও আজ পর্যন্ত যা তপ্ত আছে, নিজের শরীর গরম ক'রে নিতে-নিতে, কপালের চুল সরিয়ে, হেসে-হেসে সে তাদের বলবে তার অভিযানের গল্প।

তারা এতো নিশ্চিত ছিলো যে দরজা বন্ধ ক'রে দেবার পরেও তাদের বদ্ধমূল ধারণার ছাপ থেকে গেলো রাস্তায়, রাস্তার মোড়ে—লারার জলে-ভেজা অশরীরী ছায়ার মতো, তার প্রতিচ্ছবির মতো, যা তখনো হানা দিতে থাকলো তাদের।

১০

অনেকে ভাবতো যে বিরিউচি স্টেশনে যে-সব গোলমাল হয় তার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী বিরিউচির তারবাবু, কোলিয়া ফ্রোলেঙ্কো।

কোলিয়ার বাবা মেলিউজেইয়েভোতে ঘড়ি তৈরি করতেন, তার অতি শিশুকাল থেকে মেলিউজেইয়েভোকে সকলেই তাকে চেনে। মাদমোয়াজেল তাকে ভালো ক'রেই চিনতেন, কেননা ছেলেবেলায় কোলিয়া যখন রাজ্‌ডলনয়ের চাকরদের সঙ্গে কিছুকাল কাটায়, তখন মাদমোয়াজেলের তত্ত্বাবধানে তাঁর দুই ছাত্রী, কাউন্টেসের কন্যাদের সঙ্গে খেলা করতো সে (সেই সময়ই সে ফরাসী কথা বুঝতে শেখে।)

সাইকেলের ওপর, গায়ে কোট বা মাথায় টুপি নেই, ক্যানভাসের তৈরি গ্রীষ্মের জুতো পায়ে, যে-কোনো ঋতুতে তার এই চেহারাটি সকলেরই চেনা হ'য়ে গিয়েছিলো। বুকের ওপর দুই হাত ভাঁজ ক'রে রেখে হাতল না-ধ'রে সাইকেল চালিয়ে বিরিউচির রাস্তা ধ'রে যেতে-যেতে টেলিগ্রাফের তার আর খুঁটির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা ছিলো তার কাজ।

মেলিউজেইয়েভোর যে-ক'টা বাড়িতে টেলিফোন ছিলো, শাখা-লাইন মারফৎ তাদের যুক্ত করা হয়েছিলো বিরিউচি স্টেশনের এক্সচেঞ্জের সঙ্গে। স্টেশন-আপিশে এই লাইনের ভার ছিলো কোলিয়ার ওপর। সেখানে আকণ্ঠ কাজে ডুবে থাকতে হ'তো তাকে, কারণ স্টেশনমাস্টার অনুপস্থিত থাকলে শুধু টেলিফোন আর টেলিগ্রাফই নয়, রেল-সিগনালের দায়িত্বও তারই ওপর পড়তো—সিগনালের ব্যবস্থা ছিলো ঐ একই ঘরে।

একই সঙ্গে অনেকগুলো যন্ত্রের দিকে নজর রাখতে হয় ব'লে কোলিয়ার কথা বলার এক বিশেষ ধরন হ'য়ে গিয়েছিলো ; অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলতো সে, তাই ইচ্ছেমতো পারতো কোনো কথার জবাব এড়িয়ে যেতে বা কোনো কথোপকথনে অংশ গ্রহণ না-করতে। গোলমালের দিন সে নাকি তার এই সুবিধেটারই অপব্যবহার করে।

আর এও সত্যি যে কোলিয়ার এই এড়িয়ে-যাওয়া স্বভাবের ফলে গালিউলিনের সব সদুদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছিলো, নিজে না-বুঝে সমস্ত ব্যাপারটাকে কালান্তক ক'রে তুলেছিলো কোলিয়া।

শহর থেকে ফোন ক'রে গালিউলিন কমিসার গিন্‌ৎজকে ডেকেছিলো, স্টেশনে অথবা স্টেশনের ঠিক বাইরে কোথাও তিনি ছিলেন, তাঁকে বলবে যে এক্ষুনি সে তাঁর কাছে যাচ্ছে, তিনি যেন অপেক্ষা করেন তার জন্য এবং সে

না-পৌছনো পর্যন্ত কিছু যেন না করেন। এক্ষুনি পৌছবে এমন একটা ট্রেনকে সিগনাল করতে হবে ব'লে ব্যস্ত আছে, এই ওজুহাতে কোলিয়া গিনৃৎজকে ডেকে দিতে রাজি হ'লো না। আবার সেই সঙ্গেই সত্যি-মিথ্যে নানা ওজুহাত দেখিয়ে ট্রেনটার দেরি করিয়ে দিতে লাগলো, যে-কসাকদের বিরিউচিতে ডাকা হয়েছে তারা আসছে ঐ গাড়িতে।

তবু যখন পল্টনেরা এসে পৌছলো, তখন কোলিয়া তার অসন্তুষ্টি চাপতে পারলো না।

স্টেশনের ছায়ায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে প'ড়ে কন্ট্রোল-রুমের বিশাল জানলার ঠিক সামনে এসে এঞ্জিনটা থামলো। হলুদ সুতোয় কোম্পানির নাম লেখা সবুজ সার্জের পর্দাটা সরিয়ে দিলে কোলিয়া, জানলার পাথরের তাকের ওপরকার মস্ত বড়ো ট্রে থেকে বিরাট জলের জগটা তুলে নিয়ে মসৃণ, ভারি মাটির গেলাশে জল ঢেলে কয়েক চুমুক জল খেলো, তারপর তাকালো বাইরে।

এঞ্জিন-ড্রাইভার তার ঘর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে বন্ধুভাবে মাথা নাড়লো।

'দুর্গন্ধি উকুন কাঁহাকার,' ঘৃণার সঙ্গে ভাবলে কোলিয়া। জিভ বের ক'রে ঘুষি দেখালো সে। ড্রাইভার শুধু যে তার মনোভাব বুঝলো তা-ই নয়, কাঁধ ঝাঁকিয়ে, ট্রেনটা লক্ষ্য ক'রে মাথা নেড়ে প্রায় বুঝিয়েও দিলো। 'আমি কী করতে পারি? আমার অবস্থায় তুমি কী করতে দেখা যেতো! উনি হলেন মালিক।'—'তবুও—তুমি একটা নোংরা জানোয়ার,' কোলিয়াও অঙ্গভঙ্গি ক'রে জবাব দিলে।

অনিচ্ছুক, পেছিয়ে-পড়া ঘোড়াগুলিকে গাড়ি থেকে বের ক'রে নেওয়া হচ্ছিলো। কাঠের পাটাতনের ওপর তাদের খুরের আওয়াজ বেজে উঠছে পাথরের প্ল্যাটফর্মে। কয়েকটা লাইনের ওপর দিয়ে তাড়াতে-তাড়াতে নিয়ে যাওয়া হ'লো তাদের।

রেল-লাইন যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দুই সারি পরিত্যক্ত কাঠের কামরা প'ড়ে ছিলো। বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে তাদের রং, পোকায় কেটেছে, স্যাঁৎস্যাঁৎ করছে ভেতরটা—তারা ফিরে যাচ্ছে বনবৃক্ষের সঙ্গে তাদের আদিম

আত্মীয়তায়। আর সেই বন শুরু হয়েছে কামরাগুলির ঠিক পেছনেই, সেখানে শ্যাওলা আর বার্চ গাছের বন মাথার ওপর মেঘের মিনার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

স্টেশনের বাইরে কসাকেরা ঘোড়ার জিনে চ'ড়ে বসেছে—যুদ্ধ-পরিত্যাগীদের শিবিরে যাচ্ছে তারা।

বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলা হ'লো অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই। তাদের কুঁড়েতে রাইফেল থাকা সত্ত্বেও, অশ্বারোহীদের দেখে তারা সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো, বন-বাদাড়ের মধ্যে সব সময়ই যা হয়, লোকেদের খোলা জায়গার চাইতে অনেক বেশি লম্বা দেখাচ্ছিলো। কসাকেরা বের করলো তলোয়ার।

সেই চক্রের মধ্যে ঢুকে গিয়ে গিন্‌ৎজ্‌ একস্তূপ কাঠের ওপর লাফিয়ে উঠলেন, ঘিরে-ফেলা মানুষগুলির উদ্দেশে বক্তৃতা শুরু করলেন তিনি।

সৈনিকের কর্তব্য, মাতৃভূমির অর্থ এবং আরো অনেক উচ্চাঙ্গের বিষয়ে তিনি কথা বললেন। কিন্তু এই সব ধ্যান-ধারণা তাঁর শ্রোতাদের মন টানতে পারলো না। বড়ো বেশি উচ্চ স্তরের এ-সব। তারা বড্ড বেশি যুদ্ধ দেখে ফেলেছে, তারা ক্লান্ত, যুদ্ধ তাদের স্থূল ক'রে দিয়েছে। সব কথাই আগে শুনেছে তারা, মাসের পর মাস দক্ষিণ এবং বামপন্থী, উভয় পক্ষেরই তোষামুদে বিজ্ঞাপন শুনে-শুনে তারা অবিশ্বাসী হ'য়ে গেছে। আর তাছাড়া তারা হ'লো সাধারণ লোক, গিন্‌ৎজের বিদেশী নাম আর বল্টিক উচ্চারণ তাদের ভালো লাগলো না।

গিন্‌ৎজ্‌ বুঝতে পরছিলেন যে তাঁর বক্তৃতা বড়ো বেশি লম্বা হ'য়ে যাচ্ছে, নিজের ওপর রাগ হচ্ছিলো, কিন্তু ভাবলেন ওরা যাতে তাঁকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে তাই বক্তৃতাটার পুনরাবৃত্তি করা দরকার; কিন্তু যাদের উচিত ছিলো কৃতজ্ঞ হওয়া তাদের মুখে ক্লান্তি, অমনোযোগিতা বা বিরুদ্ধতা ছাড়া অন্য কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিলো না। ক্রমে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে গিন্‌ৎজ্‌ ঠিক করলেন সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষায় কথা ব'লে, এতোক্ষণ পর্যন্ত যা করেননি, সেই ভয় দেখাবেন ওদের। শ্রোতাদের দিক থেকে যে-সব গুঞ্জন উঠছিলো তাতে কান না-দিয়ে তিনি যুদ্ধ-পরিত্যাগীদের মনে করিয়ে দিলেন যে যুদ্ধ-বিদ্রোহীদের জন্য ট্রিবিউনাল খোলা হয়েছে, তাদের ওপর এই হুকুম জারি হয়েছে যে

যার কাছে যা অস্ত্রশস্ত্র আছে ছেড়ে দিতে হবে, ধরিয়ে দিতে হবে নেতাদের, নয়তো মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা হবে। যদি তারা রাজি না হয় তাহ'লে তার মানে এই যে তারা খল, বিশ্বাসঘাতক, রাজনৈতিক অর্থে অচেতন, অহমিকার দ্বারা আচ্ছন্ন কতোগুলো ইতর লোক ছাড়া আর-কিছু নয়। কিন্তু এই ধরনের কথা শোনার অভ্যেস লোকগুলোর আর ছিলো না।

কয়েক শো গলা চীৎকার ক'রে উঠলো একসঙ্গে। তার মধ্যে কয়েকটি গলা নিচু, এমন কি তাতে রাগও নেই। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার থামুন। ঢের হয়েছে!' কিন্তু অন্য কয়েকটি আওয়াজ ঘৃণায় তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠলো, তার শ্রোতা জুটতে দেরি হ'লো না। জোরালো হ'য়ে উঠলো পাগলের মতো চীৎকার :

'শোনো কমরেডরা, কেমন গুল চালাচ্ছে ছাখো না! ঠিক আগেকার দিনের মতো। এখনো এই সব অফিসারদের চালাকি শেষ হয়নি! আমরা তাহ'লে বিশ্বাসঘাতক, কী বলো? আর তুমি কী হে নবাবপুত্তুর? ওকে নিয়ে মাথাই বা ঘামাচ্ছি কেন! আরে বুঝতে পারছো না, নিশ্চয়ই জর্মান গোয়েন্দা, আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে এসেছে। ওহে কুলীনের ছা—তোমার দলিলপত্র দেখাও দেখি!—হাঁ ক'রে আছো কেন?' কসাকদের দিকে ফিরলো ওরা: 'শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য এসেছো তোমরা, তাই করো তাহ'লে, আমাদের বেঁধে ফ্যালো, ঝামেলা চুকে যাক।'

কিন্তু গিন্‌ৎজের এই ভাগ্যহীন বক্তৃতা কসাকদের আরো বেশি খারাপ লাগছিলো। 'ওর কাছে আমরা সবাই শুয়োর,' বিড়বিড় করছিলো তারা। 'নিজেকে একেবারে সর্বেসর্বা মনে করে।' একে-একে তারা সবাই খাপে তলোয়ার ঢুকিয়ে ফেললো। একের পর এক নামতে থাকলো ঘোড়ার পিঠ থেকে। সবাই নেমে পড়লে পর বিক্ষিপ্ত দল বেঁধে বনের পরিষ্কৃত অংশের দিকে এগিয়ে গেলো তারা, ২১২ নম্বর বাহিনীর সঙ্গে মিশে গিয়ে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হ'লো।

'আপনি চ'লে যান,' উদ্বিগ্ন কসাক অফিসার গিন্‌ৎজকে বললেন। 'চুপে-চুপে পালান, ওরা যেন আপনাকে দেখতে না পায়। আপনার গাড়ি

লেভেল-ক্রসিঙের ধারে দাঁড়িয়ে আছে—আপনাকে তুলে নেবার জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি শিগগির।'

গিন্‌ৎজ চ'লে গেলেন; তাঁর মনে হচ্ছিলো এ-ভাবে পালিয়ে গেলে তাঁর মর্যাদাহানি হয়, তাই প্রকাশ্যেই স্টেশনের দিকে রওনা হলেন তিনি। সাংঘাতিক উত্তেজিত ছিলেন, কিন্তু আত্মাভিমান বজায় রেখে জোর ক'রে শান্ত ধীর গতিতে হেঁটে চললেন।

স্টেশনের প্রায় কাছাকাছি পৌঁচে গেছেন তখন। বনের প্রান্তে, যেখান থেকে রেল-লাইন দেখা যায়, সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি প্রথমবার ফিরে তাকালেন। রাইফেল নিয়ে সৈন্তরা তাঁকে অনুসরণ করেছে। 'কী চায় ওরা?' ভাবলেন তিনি। একটু দ্রুত গতিতে এগুলেন এবার।

অনুসরণকারীরাও তা-ই করলো। তাঁর সঙ্গে তাদের দূরত্বের কোনো বদল হ'লো না। ভাঙা কামরার দেয়ালগুলি চোখে পড়লো তাঁর, তার পেছনে লাফিয়ে প'ড়ে তিনি ছুটলেন। কসাকেরা যে-ট্রেনে এসেছে সেটা তখন সরিয়ে নেওয়া হয়েছে মেন-লাইন থেকে, রেল লাইন তাই ফাঁকা ছিলো। সেই লাইন ধ'রে ছুটে খাড়া প্ল্যাটফর্মের ওপর তিনি লাফিয়ে পড়লেন। ঠিক তখনই সৈন্যরাও দৌড়ে এলো প'ড়ে-থাকা কামরাগুলির পেছন থেকে।

কোলিয়া আর স্টেশন-মাস্টার চীৎকার করতে-করতে তাঁকে ইঙ্গিত করছিলো স্টেশনের আপিশে ঢুকে পড়তে, সেখানে তারা তাঁকে রক্ষা করতে পারবেন।

কিন্তু আবার তাঁর অনেক পুরুষের শিক্ষালব্ধ আত্মমর্যাদা, তাঁর নাগরিক সম্ভ্রম, তাঁর আত্মরক্ষার পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ালো; এই মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মবলি দিতেও প্রস্তুত তিনি, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে এটা বেদনাদায়কভাবে অকারণ ছিলো। উদ্দাম হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন নিয়ে গিন্‌ৎজ চরম চেষ্টা করলেন ভয় কাটিয়ে উঠতে। মনে-মনে বললেন: 'ওদের বলবো: "মাথা ঠিক করো, ভাই সব, তোমরা জানো যে আমি গুপ্তচর নই।" কোনোরকম একটা মানবিক বা শান্তির বাণী, হয়তো ওদের থামাবে।'

গত কয়েকমাস ধ'রে তাঁর নিষ্ঠা ও বীরত্ব অচেতনভাবে জড়িয়ে গেছে

বক্তৃতার মঞ্চ আর বিচারালয়ের সঙ্গে; চেয়ার চাই, তাতে লাফিয়ে উঠে শ্রোতাদের লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে দিতে হয় তোমার আহ্বান, কর্মের ডাক। সন্দেহ নেই, গিন্‌ৎজ়ের একটা ট্রিবিউনালের দরকার।

স্টেশনের ঠিক দরজার মুখে, স্টেশনের ঘণ্টার তলায়, আগুন লাগলে ব্যবহার করার জন্য একটা জলের জালা ছিলো। ঢাকনা ছিলো জালাটায়, সেই ঢাকনার ওপর লাফিয়ে উঠলেন গিন্‌ৎজ়, এগিয়ে-আসা মানুষগুলির উদ্দেশে যে-ক'টি কথা বললেন তা মর্মবিদারকভাবে অসংলগ্ন, যেখানে তিনি অনায়াসে আশ্রয় নিতে পারতেন তা থেকে মাত্র দু'পা দূরে পৌছে তাঁর এই উন্মাদ সাহসের ভঙ্গি দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে ওরা পথের মাঝখানে থেমে পড়লো, নামিয়ে নিলো বন্দুক।

কিন্তু গিন্‌ৎজ় ঢাকনাটার ধারের দিকে এগিয়ে যেতেই সেটা উল্টে গেলো, জালার মধ্যে প'ড়ে গেলেন তিনি, এক পা জলে ডুবে গেলো, আর অন্য পা-টা ঝুলে রইলো জালার বাইরে।

জালার ওপর দুই দিকে দুই পা ছড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাঁকে ব'সে থাকতে দেখে, লোকগুলি হাসিতে ফেটে পড়লো; সামনের লোকটি গিন্‌ৎজ়ের গলায় গুলি ছুঁড়লো। অন্য সকলে ছুটে এসে যতোক্ষণে তাঁর গায়ে তাদের সঙিনের খোঁচা বসালো তার আগেই গিন্‌ৎজ় মারা গেছেন।

১১

কোলিয়াকে ফোন ক'রে মাদমোয়াজেল বললেন ডাক্তার জ়িভাগোর জন্য মস্কোর ট্রেনে একটা ভালো আসন ঠিক করতে—ভয় দেখালেন যদি না করে তাহ'লে তার সব কথা ফাঁস ক'রে দেবেন।

কোলিয়া সদাসর্বদাই যেমন করে—আরো একটা কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছিলো সঙ্গে-সঙ্গে, তার যে-সমস্ত বাক্যের ভগ্নাংশ তার কথাকে অলংকৃত করছিলো তা শুনে মনে হচ্ছিলো তৃতীয় এক যন্ত্রের সাহায্যে সাংকেতিক ভাষায় ভাষায় কোনো খবর পাঠাচ্ছে সে।

'প্‌স্কভ, প্‌স্কভ, শুনতে পাচ্ছো,—কোন বিদ্রোহীরা? কিসের সাহায্য?

আপনি কী বলছেন মাদমোয়াজেল? দয়া ক'রে ছেড়ে দিন!—প স্কভ, প স্কভ, ছত্রিশ শূন্য এক পাঁচ।—ওঃ, ধ্যেৎ, লাইন কেটে দিলে।—হ্যালো, হ্যালো, আমি শুনতে পাচ্ছি না।—আবার আপনি নাকি, মাদমোয়াজেল? আমি তো বললামই, আমি পারবো না, স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে কথা বলুন। সব মিথ্যে গল্পকথা ও-সব—ছত্রিশ···ওঃ ধ্যেৎ···লাইন ছেড়ে দিন, মাদমোয়াজেল।'

আর মাদমোয়াজেল বলছিলেন :

'আমার চোখে ধুলো দিতে যেয়ো না, প স্কভ, প স্কভ, মিথ্যুক কোথাকার! চিনতে আমার বাকি নেই; কাল তুমি ডাক্তারকে ট্রেনে তুলে দেবে, খুদে-খুদে খুনে জুডাসদের কাছ থেকে আর একটি কথাও শুনতে চাই না আমি।'

১২

ইউরি যেদিন রওনা হ'লো সেদিন খুব গুমোট করেছিলো। দু'দিন আগের মতো সেদিনও ঝড় আসছিলো ঠিক সেইভাবে। সূর্যমুখীর চারার খোসা-ছড়ানো স্টেশন-এলাকায় মাটির বাড়ি আর হাঁসগুলোকে কালো আকাশের তলায় শাদা আর ভয়ার্ত ব'লে মনে হচ্ছিলো।

স্টেশনের সামনে আর দুই পাশে বিস্তৃত চওড়া আঙিনায় ঘাস পিষে গেছে, একেবারে মুছে গেছে সেই সব অসংখ্য যাত্রীদের পায়ের তলায় যারা দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছে ট্রেনের জন্য।

কর্কশ ছাইরঙা পশমের কোট গায়ে বুড়ো-বুড়ো লোকেরা খবর আর গুজবের খোঁজে এ-দল থেকে ও-দলে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিঃশব্দ চোদ্দ বছরের ছেলেরা কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে ছাল-ছাড়ানো গাছের ডাল ঘোরাচ্ছে, যেন ভেড়ার পালের ওপর নজর রাখছে তারা, তাদের ছোটো-ছোটো ভাইবোনগুলি উড়ন্ত জামা আর গোলাপি পাছা নিয়ে ছুটোছুটি করছে লোকের পায়ের ফাঁক দিয়ে, আর তাদের মায়েরা মাটির ওপর ব'সে অশোভনভাবে সামনে দুই পা ছড়িয়ে দিয়েছে, আঁটো, কাটছাঁটহীন জ্যাকেটের বুকের মধ্যে ধ'রে রেখেছে কোলের শিশুদের।

'গুলিগোলা শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে গোরু-ভেড়ার মতো ছড়িয়ে পড়েছিলো সব,' স্টেশনে ঢোকার দরজার সামনে সারি-সারি লোক মাটিতে শুয়ে ছিলো ; এঁকে-বেঁকে তাদের পাশ কাটিয়ে যেতে-যেতে স্টেশন-মাস্টার বিরক্তির সঙ্গে ইউরিকে বললেন। 'দেখতে-না-দেখতে সব ঘাস পরিষ্কার হ'য়ে গেলো ; আবার মাটি দেখতে পেলাম ; এই সব বেদের দলের আনাগোনার ফলে আজ চারমাস মাটি দেখছি না ; কেমন দেখতে তা পর্যন্ত ভুলে গেছি।—এই যে এখানে উনি পড়েছিলেন। মজার ব্যাপার কী জানেন, এই যুদ্ধে অনেক খারাপ জিনিস দেখলাম আমি, সব-কিছুই আমার স'য়ে গেছে বলা যায়। কিন্তু তবু কেন জানি দুঃখ হয়েছিলো। ব্যাপারটা এমন অর্থহীন যে বলবার নয়। ওদের কী করেছিলেন উনি ? কিন্তু ওরা তখন তো আর মানুষ ছিলো না। খুব আদুরে ছেলে ছিলেন নাকি।—এই যে এবার ডান দিকে, আমার আপিশে চলুন দয়া ক'রে। এই ট্রেনে যাওয়ার আশা নেই, আপনাকে পিষে মেরে ফেলবে। একটা লোকাল ট্রেনে তুলে দিচ্ছে আপনাকে। ওটা তৈরি হচ্ছে এক্ষুনি। কিন্তু ট্রেনটা আসবার আগে এ-বিষয়ে কোনো কথা না ; ব্যবস্থা হবার আগেই গাড়ি ভেঙে-চুরে ফেলবে তাহ'লে। আজ রাত্রে সুখিনিচিতে গাড়ি বদল করবেন।'

১৩

রেল-গুদোমের পেছন থেকে বেরিয়ে সেই গোপন গাড়িটি স্টেশনে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে জনতা ঝাঁপিয়ে পড়লো লাইনের ওপর। মার্বেলের গুলির মতো লাইনের পাড় দিয়ে গড়িয়ে পড়লো লোকেরা। পাকা রাস্তার ওপর দুর্নিবার বেগে এসে পড়লো সকলে, এ ওর গায়ে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ির ওপর উঠে গদিতে লাফিয়ে পড়তে লাগলো, কিংবা উঠলো জানলা বেয়ে, গাড়ির ছাদে উঠে গেলো। ভালো ক'রে থামবার আগে নিমেষে ভ'রে গেলো ট্রেন, প্ল্যাটফর্মে যতোক্ষণে এসে দাঁড়ালো ততোক্ষণে শুধু ভিড়ে ঠাসাই নয়, গাড়ির বাইরে মাথা থেকে পা পর্যন্ত তখন লোক ঝুলছে। নেহাৎই দৈবের বশে, ইউরিও কী ক'রে যেন দুই কামরার মাঝখানের অংশটায় উঠে যেতে পেরেছিলো, আর তারপর

সেখান থেকে আরো আশ্চর্যভাবে ঢুকে যেতে পেরেছিলো ট্রেনের বারান্দায়।

সেখানেই, মালের ওপর ব'সে সুখিনিচির পুরো পথটা তার কাটলো।

মেঘ স'রে গেছে, সূর্যের আলোয় মাঠগুলি জ্বলছে যেন, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চাকার শব্দ ডুবিয়ে দিয়ে ঝিঁঝির ডাক প্রতিধ্বনি তুলছে।

জানলার কাছে যে-সব যাত্রী দাঁড়িয়েছিলো, অন্যদের তারা রোদ থেকে আড়াল করেছে। তাদের প্রত্যেকের একাধিক ছায়া লম্বা হ'য়ে এসে পড়েছে মেঝেতে, গদিতে, পার্টিশনের ওপর। যেন ভিড়ের চাপে কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে সেই ছায়াগুলি লাফিয়ে পড়েছে জানলা দিয়ে, উল্টো দিক দিয়ে লাফাতে-লাফাতে ছুটে চলেছে ট্রেনের চলমান ছায়ার সঙ্গে-সঙ্গে।

ইউরিকে ঘিরে চারপাশে লোকেরা চীৎকার করছে, গান গাইছে চড়া গলায়, গাল পাড়ছে, জুয়ো খেলছে। যখনই ট্রেন আসছে তখনই ভেতরকার গোলমালের সঙ্গে যোগ হচ্ছে বাইরের আক্রমণকারী ভিড়ের কলরোল। সমুদ্রের বুকে যেমন ঝড় ওঠে তেমনি তীব্র হ'য়ে উঠছে সেই শব্দ, আর তারপর, সমুদ্রের মতোই, হঠাৎ নেমে আসছে বিরতি। সেই দুর্বোধ্য স্তব্ধতার মধ্যে শোনা যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মের ওপর ব্যস্ত পায়ের আওয়াজ, মাল-গাড়ির সামনেকার ব্যস্ততা ও বাক্‌বিতণ্ডা, দূরের যাত্রীদের বিদায়বার্তা, মুরগির শান্ত ডাক আর স্টেশনের বাগানে গাছের পাতার খসখস শব্দ।

আর, পথে-পাওয়া বার্তার মতো, মেলিউজেইয়েভার অভিবাদনের মতো, কেবল ইউরির জন্যই যেন ব'য়ে এলো তার সেই পরিচিত সুবাস। কোনো-এক জানলার দিক দিয়ে, বাগান আর বুনো ফুলের অনেক ওপরের স্তর থেকে সেই গন্ধ ভেসে এলো, অন্য সব-কিছু ছাপিয়ে সে প্রতিষ্ঠিত হ'লো আপন শ্রেষ্ঠত্বে। ভিড়ের জন্য জানলার কাছে যেতে না-পেরে ইউরি গাছ দেখতে পাচ্ছিলো না; কল্পনায় দেখলে, খুব কাছেই কোথাও বেড়ে উঠছে তারা, রাত্রির মতো ঘন, ছোটো, ঝিকঝিকে মোমের ফুলের গুচ্ছ-গুচ্ছ তারা-ছিটোনো ধূলি-ধূসর পাতায় ভরা শান্ত ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে গাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে।

পথে সর্বত্র ভিড়, কলরব, আর সর্বত্র পুষ্পিত লেবু গাছ।

তাদের গন্ধ যেন একসঙ্গে ছড়িয়ে আছে সব জায়গায়, এগিয়ে এসে এই উত্তরগামী যাত্রীদের ধ'রে ফেলছে, যেন গুজবের মতো ছড়িয়ে পড়ছে প্রতি সাইডিং, সিগনাল-বাক্স, আর ছোটো-ছোটো স্টেশনগুলিকে ঘিরে-ঘিরে, আর তাদের আগেই সব জায়গায় পৌঁছে গিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

১৪

সেই রাত্রে সুখিনিচিতে এক বাধ্য, সেকেলে ধরনের কুলি অনেকগুলো অন্ধকার লাইনের ওপর দিয়ে ইউরিকে এক অনির্ধারিত ট্রেনের সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় তুলে দিলো। তক্ষুনি এসে পৌঁচেছিলো ট্রেনটি।

গার্ডের চাবি দিয়ে কামরার দরজা খুলে কুলিটি সবেমাত্র ইউরির মাল ভেতরে ঢুকিয়েছে, এমন সময় গার্ড স্বয়ং এসে মালপত্র বাইরে ফেলে দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু ইউরি কোনোমতে শান্ত করলে তাকে, তারপর আর গার্ড-সাহেবকে দেখা গেলো না।

এই রহস্যময় ট্রেনটির ওপর বিশেষ নির্দেশ ছিলো ; খুব কম স্টেশনে থেমে বেশ জোরে চলছিলো ট্রেনটি, একজন অস্ত্রধারী প্রহরীও ছিলো গাড়িতে। ট্রেনটি বলতে গেলে শূন্য।

ইউরির কামরায় মোমের বাতি জ্বলছিলো ; ছোটো টেবিলের ওপর বসানো মোমবাতিটি ফোঁটায়-ফোঁটায় গ'লে পড়ছে, আধো-খোলা জানলা দিয়ে ব'য়ে-আসা হাওয়ার স্রোতে কাঁপছে তার শিখা। সেই কামরায় ইউরি ছাড়া আর একজনমাত্র যাত্রী ছিলো, মোমবাতিটি তার। যাত্রীটি তরুণ, মাথাভরা চুল, হাত ও পায়ের আকার দেখে মনে হয় বেশ লম্বা। কেমন ঢিলেঢোলাভাবে তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে জোড়া, যেন ঠিকমতো যুক্ত নয়। জানলার ধারে, কোণের দিকের আসনে চিৎ হ'য়ে শুয়ে ছিলো সে, কিন্তু ইউরি ঢুকতে ভব্য ভঙ্গিতে উঠে বসলো।

তার আসনের তলায় একটা কাপড় পাতা, অনেকটা মেঝেতে পাতার কাপড়ের মতো দেখতে। তার একটা কোনা ন'ড়ে উঠলো, ঝোলা কান নিয়ে

এক কুকুর বেরিয়ে এলো তার তলা থেকে। ইউরিকে পর্যবেক্ষণ করলো, আপাদমস্তক শুঁকলো, তারপর ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে লাগলো সারা কামরায়; তার শীর্ণকায় প্রভুটি যেমন আলগা ভঙ্গিতে পায়ের ওপর পা রেখে ব'সে ছিলো ঠিক তেমনিভাবে থাবা ছুঁড়তে লাগলো সে। একটু পরেই, প্রভুর নির্দেশে, আসনের তলায় ঢুকে গিয়ে আবার এক কুঁচকোনো ঝাড়নের চেহারা নিয়ে নিলো কুকুরটা।

এতোক্ষণে ইউরির চোখে পড়লো বন্দুকের খাপ, চামড়ার কার্তুজের বেল্ট আর একটি ফুলে-ওঠা থলি তাকের ওপর রাখা আছে।

যুবকটি শিকারে গিয়েছিলো।

বড্ড বেশি কথা বলে সে, ইউরির ঠিক ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে, অমায়িক হেসে, তক্ষুনি কথাবার্তা শুরু ক'রে দিলে।

তার গলার স্বর চড়া, সুশ্রাব্য নয়, মাঝে-মাঝেই টিনের মতো অস্বাভাবিক স্বর বেরোচ্ছিলো। তার কথা বলার ধরনের আরো একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব হ'লো যে, স্পষ্টতই রুশ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ উ-র উচ্চারণটা সে একেবারে বিজাতীয় ঢঙে করে, ফরাসী 'উ' অথবা জর্মান 'উ্য'-র মতো নরম ক'রে বলে। শব্দটা উচ্চারণ করতে, বোঝাই যায়, তাকে বেশ চেষ্টা করতে হয়, অসম্ভব কষ্ট হয় তার—একটু কেমন চিঁ-চিঁ আওয়াজে অন্য সব শব্দ থেকে জোরে এই শব্দটি সে উচ্চারণ করে। মাঝে-মাঝে, বোধহয় মনোযোগ দেবার ফলে, এই দোষটা শুধরে ফেলে সে, কিন্তু তার পরেই আবার ভুল হয়।

'এ কী অদ্ভুত,' ইউরি ভাবলে। 'নিশ্চয়ই এ-বিষয়ে পড়েছি, ডাক্তার হিসেবেও আমার জানা উচিত, কিন্তু ব্যাপারটা যে কী ভেবে পাচ্ছি না। মাথার কোনোরকম গোলমালের জন্যই নিশ্চয়ই কথা বলায় এই রকম দোষ হয়।' কারণটা যা-ই হোক, ইউরির এতো মজা লাগছিলো যে কিছুতেই হাসি চাপতে পারছিলো না। 'বরং শুয়ে পড়া যাক,' মনে-মনে বললে সে।

ইউরি ওপরের বাঙ্কে উঠে গেলো। যুবকটি মোমবাতি নিবিয়ে দেবার প্রস্তাব করলে, নয়তো ইউরির ঘুমের ব্যাঘাত হ'তে পারে। ইউরি সম্মতি জানালো, সারা কামরা ডুবে গেলো নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে।

'জানলাটা কি বন্ধ ক'রে দেবো?' ইউরি জিজ্ঞেস করলো। 'চোরের ভয় নেই তো আপনার?'

কোনো জবাব এলো না। আরো একটু জোরে প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলো সে, কিন্তু তবু জবাব নেই।

তার সঙ্গী বাইরে গেছে কিনা দেখবার জন্য ইউরি দেশলাই জ্বালিয়ে বাঙ্কের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়লো। এইটুকু সময়ের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়বে সেটা অবিশ্বাস্য।

সে কিন্তু সেখানেই ব'সে আছে, খোলা চোখে, তার নিজের জায়গায়। ইউরি ঝুঁকে পড়তে সে ইউরির মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো।

দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেলো, আরেকটা জ্বেলে, সেটা নেভবার আগে ইউরি তৃতীয়বার তার প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করলো।

'আপনার যা ইচ্ছে,' যুবকটি তক্ষুনি জবাব দিলে। 'চোরে নিতে পারে এমন কিছুই আমার নেই। বরং খোলাই রাখুন। বড্ড গুমোট কামরায়।'

'কী অসাধারণ চরিত্র!' ইউরি ভাবলে। 'বাতিকগ্রস্ত, সন্দেহ নেই। অন্ধকারে কথা বলে না। কী আশ্চর্য!'

১৫

গত সপ্তাহের ঘটনাগুলোর জন্যও বটে, তাড়াতাড়ি রওনা হয়েছে ব'লেও বটে, ইউরি ক্লান্ত ছিলো; আশা করেছিলো আরাম ক'রে শোবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়বে, কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রান্তির জন্যই ভোর পর্যন্ত ঘুম এলো না।

অন্ধকারে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগলো তার ভাবনাগুলি। দুই প্রধান বৃত্তে তারা ঘুরছে, যেন সমানে জট পাকাচ্ছে আর জট খুলে চলেছে দুই গোছা সুতো।

এক বৃত্তে আছে টোনিয়ার ভাবনা, তাদের বাড়ি, আর তাদের সেই আগেকার স্থিতিশীল জীবন, যে-জীবনে সব-কিছুর, যে-কোনো সামান্যতম খুঁটি-নাটিরও, আছে নিজস্ব ছন্দ, আন্তরিকতা, উষ্ণতা। সেই জীবনের জন্য উদ্বিগ্ন হ'য়ে আছে ইউরি, সেই জীবনকে সে নিরাপদে, সম্পূর্ণভাবে ফিরে পেতে চায়,

দুই বছরের বিচ্ছেদের পর, এক্সপ্রেস-গাড়িতে ছুটতে-ছুটতে এখনই সে সেখানে পৌঁছে যাবার জন্য ব্যাকুল বোধ করছে।

আর সেই সঙ্গে আছে, বিপ্লবের প্রতি তার আনুগত্য ও শ্রদ্ধা—সেই বিপ্লব, মধ্যবিত্ত সমাজ যাকে গ্রহণ করেছিলো, ১৯০৫ সালে ব্লকের শিষ্য এবং ছাত্ররা বিপ্লব বলতে যা বুঝেছিলো।

নতুনের পূর্বাভাসও আছে এই অন্তরঙ্গ চিন্তার বৃত্তে। আছে সেই সব পূর্বলক্ষণ ও শপথ, রুশ চিন্তা, শিল্প ও জীবন, সমগ্র রাশিয়ার, এবং তার, জ়িভাগোর ভাগ্যে যার আবির্ভাব হয়েছিলো যুদ্ধের আগে ১৯১২ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে।

যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে,—এখন আবার সেই আবহাওয়ায় ফিরে গিয়ে তার পুনরুত্থান ও ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা—তা এই বাড়ি ফেরার মতোই আনন্দের।

তার চিন্তাধারার অপর বৃত্তটিতও নতুন বিষয়ের ভাবনা আছে—কিন্তু প্রথমটি থেকে তা কতো আলাদা, কতো অন্যরকম। এই নতুনেরা তার অন্তরঙ্গ নয়, পুরোনো জিনিস এগিয়ে নিয়ে আসেনি তাদের; তাদের সে বেছে নেয়নি, বাস্তবের কাছ থেকে তাদের সে পেয়েছে, ভূমিকম্পের মতো তারা আকস্মিক।

এর মধ্যে আছে রক্তপাতে আর ভয়াবহতায় ভরা এই যুদ্ধ, তার ঘরছাড়া বন্য, একক রূপ, আছে তার ক্লেশ, আর আছে সাংসারিক বুদ্ধি, যা সে শিখিয়েছে। সেই ছোটো নির্জন শহরগুলি, যেখানে যুদ্ধ তাকে ফেলে রেখে গিয়েছিলো, আর সেই সব লোকেরা, যাদের সঙ্গে সে প'ড়ে ছিলো সেখানে, তারাও আছে তার চিন্তায়।

আর বিপ্লব—তাও এমন এক ব্যাপার—১৯০৫ সালে ছাত্ররা যাকে আদর্শ ব'লে মেনেছিলা সে-বিপ্লব নয়,—এই নতুন আলোড়ন, আজকের এই নবজাত যুদ্ধ, রক্তাক্ত, নির্দয়, আদিম সৈন্যদলের বিদ্রোহ—পেশাদারেরা, বলশেভিকেরা যার অধিনায়ক।

আর তার নতুন ভাবনার মধ্যে, যুদ্ধের অস্পষ্ট পটভূমিকায়, তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত জীবন নিয়ে আছে নার্স আন্টিপভা। কাউকে কোনোদিন দোষারোপ করেনি সে, কিন্তু তার স্তব্ধতাই যেন তিরস্কার-স্বরূপ, রহস্যময় তার সংযম,

রহস্যময় আর কঠিন। ইউরি আজীবন আন্তরিকভাবে কামনা করেছে, শুধুমাত্র তার নিজের পরিবার অথবা বন্ধুবর্গকেই নয়, অন্য সকলকেও যেন একই ভাবে যেন ভালোবাসতে পারে ; কিন্তু এখন সে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে আন্টিপভাকে সেই সম্পূর্ণতার সঙ্গে ভালো না-বাসার জন্য।

পুরো দমে ছুটে চলেছে ট্রেন। মাথার দিকে খোলা জানলা দিয়ে বাতাস ব'য়ে এসে ইউরির মাথার চুল উড়িয়ে ধুলো ছিটিয়ে দিচ্ছে। রাত্রেও, দিনের বেলাকার মতো, প্রতি স্টেশনে জনতা আসছে এগিয়ে, আর মর্মরিত হচ্ছে লেবুগাছের পাতা।

মাঝে-মাঝে ঠেলাগাড়ি কিংবা ঘোড়ার গাড়ি অন্ধকার ভেদ ক'রে গড়িয়ে আসছে স্টেশনের দিকে, গাছের মর্মরধ্বনির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে গলার স্বর আর চাকার ঘর্ঘর শব্দ।

সেই সব মুহূর্তে ইউরির মনে হচ্ছিলো সে জানে কেন রাতের ছায়ারা মর্মরিত হয়, কেন তারা কাছাকাছি মাথা এনে পরামর্শ করে ; জানে—কী কথা তারা কানে-কানে বলে পরস্পরকে, প্রায় তাদের পাতা না-কাঁপিয়ে, ঘুমে আচ্ছন্ন অবস্থায়, আধো-আধো অস্পষ্ট ভাষণের মতো আওয়াজে। বাঙ্কের ওপর শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করতে-করতে ইউরি আরো ভাবছিলো--ভাবছিলো রাশিয়ায় অস্থিরতা আর উত্তেজনার ক্রমবর্ধমান বৃত্তের খবর, বিপ্লবের কথা, তার কঠিন, চরম সময়ের, আর তার ভবিষ্যৎ গৌরবের সম্ভাবনার কথা।

১৬

পরের দিন অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোলো ইউরি ; যখন উঠলো তখন এগারোটা বেজে গেছে। 'প্রিন্স, প্রিন্স,' তার সঙ্গীটি নরম গলায় তার অখুশি কুকুরটিকে ডাকছিলো। ইউরি দেখে অবাক হ'লো যে কামরায় এখনো তারা একা ; অন্য কোনো যাত্রী ওঠেনি।

কালুগা জেলা ছাড়িয়ে এসে তারা মস্কোতে প্রবেশ করেছে। স্টেশনের নামগুলি ইউরির আশৈশব চেনা।

যুদ্ধের আগেকার দিনের মতো আরামে দাড়ি কামিয়ে, হাত-মুখ ধুয়ে

প্রাতরাশের সময় কামরায় ফিরে এলো সে—তার সঙ্গী তাকে প্রাতরাশের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলো। এবার ইউরি ভালো ক'রে তাকালো তার দিকে।

সবচেয়ে লক্ষণীয় মনে হ'লো লোকটির অতিভাষণ, আর এক মুহূর্তও স্থির হ'য়ে ব'সে থাকার অক্ষমতা। কথা বলতে ভালোবাসে সে,আর সবচেয়ে বেশি যা ভালোবাসে তা আলাপ অথবা ভাবের আদানপ্রদান ততোটা নয় যতোটা কথা বলার ব্যাপারটা, অক্ষর আর শব্দের উচ্চারণ। কথা বলতে-বলতে এমন ভাবে লাফায় যেন সে স্প্রিঙের পুতুল; অকারণে এমন হাসতে থাকে যে কানে তালা লেগে যায়, দ্রুত হাত ঘষে, আর, অন্য কোনো উপায়ে মনের ভাব বোঝাতে না-পারলে সজোরে হাঁটু চাপড়ে দুলতে-দুলতে এমন হাসি হাসতে থাকে যে একেবারে কান্না এসে যায়।

তার কথাবার্তার ধরন ঠিক গত রাত্রের মতোই। অদ্ভুত অসংলগ্ন লোকটি কখনো হয়তো কিছু না-বলতেই স্বীকারোক্তি শুরু ক'রে দেয়, আবার কখনো নির্দোষতম প্রশ্নেরও জবাব দেয় না। নিজের সম্বন্ধে সে অবিশ্বাস্য এবং ছাড়া-ছাড়া তথ্য উদ্গার করলে। বোধহয় একটু মিথ্যেও বললে; সন্দেহ নেই, তার চরম মতবাদ দিয়ে, আর যে-কোনো সাধারণ মতামতকে অগ্রাহ্য ক'রে, ইউরিকে সে চমৎকৃত করতে চাইছিলো।

সবই ইউরিকে কী-একটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো।—গত শতকের নিহিলিস্টদের ভাবখানা ছিলো এই রকম, কিছু পরে ডস্টয়েভস্কির কোনো-কোনো চরিত্রের—আর, আরো সম্প্রতি, সেই সব মফস্বলের বুদ্ধিজীবীদের, যাদের বলা যায় ডস্টয়েভস্কির চরিত্রের বংশধর, যারা অনেক সময়ই রাজধানীর বুদ্ধিজীবীদের চাইতে অগ্রসর হ'তো—কেননা মফস্বলের আন্তরিকতা গুণটি রাজধানীতে সেকেলে ব'লে গণ্য ছিলো।

যুবকটি জানালো যে সে কোনো-এক বিখ্যাত বিপ্লবীর ভাইপো, কিন্তু তার মা-বাবা হলেন নিদারুণ প্রতিক্রিয়াশীল, যাকে বলে প্রাগৈতিহাসিক। বেশ বড়ো জমিদারি তাদের—এখন যুদ্ধক্ষেত্রের ধার ঘেঁষে পড়েছে। সেখানেই বড়ো হয়েছে সে। চিরকালই মা-বাবার সঙ্গে তার কাকার সম্বন্ধ একেবারে আদায়-কাঁচকলায়, কিন্তু কাকা তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো কথাই মনে রাখেননি,

আর এখন নিজের প্রভাব খাটিয়ে অনেক অপ্রিয় ব্যাপার থেকে তাঁদের রক্ষা করছেন।

তার নিজের মতামত তার কাকার মতো; জীবন, রাজনীতি বা শিল্প—সর্বক্ষেত্রেই চরমপন্থী সে। এ-কথা শুনেও ইউরির মনে প'ড়ে গেলো পিটার ভের্খভেন্‌স্কি-কে[১], বামপন্থী মতামতের জন্য ততোটা নয় যতোটা দুর্নীতি আর বড়ো-বড়ো বুলির জন্য। 'এর পরে বলবেন উনি একজন ফিউচারিস্ট,' ইউরি ভাবলে; আর সত্যিই কথাবার্তার মোড় ফিউচারিজ্‌ম-এর দিকেই ঘুরে গেলো। 'এবার খেলাধুলোর কথা আসবে, ঘোড়দৌড়, স্কেটিং, ফরাসী কুস্তি'; সত্যি-সত্যি শিকার বিষয়ে কথা উঠলো এর পরে।

যুবকটি তার বাড়ির কাছেই শিকার করতে গিয়েছিলো। জাঁক ক'রে বললে যে সে গুলি ছোঁড়ায় ওস্তাদ, শারীরিক অক্ষমতার জন্য সৈন্যদলে যোগ দিতে পারেনি, নয়তো ভালো নিশানার জন্য নাম কিনতে পারতো। ইউরির কৌতূহলী দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে সে তীব্রস্বরে বলে উঠলো: 'সত্যি বলছেন কিছু লক্ষ্য করেননি আপনি? আমি ভেবেছিলাম আমার অসুবিধেটা কী তা আপনি আন্দাজ করতে পেরেছেন।'

পকেট থেকে দুটো কার্ড বের ক'রে সে ইউরির হাতে দিলে। একটা তার ভিজিটিং কার্ড। মস্ত দোনলা নাম, মাক্সিম আরিস্টার্খোভিচ ক্লিণ্টসভ-পগরেভশিখ—ইউরিকে অবশ্য সোজাসুজি অনুরোধ জানালে তাকে পগরেভশিখ ব'লে ডাকতে—কেননা ঐ নাম তার কাকার, এইভাবে কাকার গৌরব সে বহন করছে।

অন্য কার্ডটি চৌকো ঘর কেটে ভাগ করা, প্রত্যেক চৌখুপিতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ভাঁজ-করা আঙুল দিয়ে বিচিত্রভাবে যুক্ত দু'খানা হাতের ছবি আঁকা। মূক ও বধিরদের অক্ষর সেগুলো। এতেই সব স্পষ্ট হ'য়ে গেলো। পগরেভশিখ, হার্টম্যান অথবা অস্ট্রোগ্রাডভ স্কুলের এক অসাধারণ মেধাসম্পন্ন মূক-বধির ছাত্র, কান দিয়ে নয়, চোখ দিয়ে এক অবিশ্বাস্য নৈপুণ্যের সঙ্গে সে কথা বলে, লক্ষ্য ক'রে-ক'রে সে কথা বলতে শিখেছে—এই ভাবেই অন্য সকলে কী বলছে বুঝতে পারে সে।

---

১ ডস্টয়েভস্কির *The Possessed* (বা *The Devils*) উপন্যাসের এক চরিত্র।

যে-অঞ্চল থেকে সে এসেছে সে-বিষয়ে এবং শিকার-বিষয়ে সে যা বলেছিলো মনে-মনে তা যোগ ক'রে নিয়ে ইউরি বললে :

'বেয়াদপি মাপ করবেন, ইচ্ছে না-হ'লে জবাব দেবেন না--কিন্তু জাবুশিনো প্রজাতন্ত্র স্থাপনের সঙ্গে কি কোনো যোগ ছিলো আপনার ?'

'কী ক'রে বুঝলেন ?···আপনি কি ব্লাজেইকোকে চিনতেন ?···হ্যাঁ, হ্যাঁ ! নিশ্চয়ই যোগ ছিলো !' সারা শরীর দুলিয়ে, হাঁটুতে চাপড় মেরে হাসতে-হাসতে দ্রুত, অস্পষ্টস্বরে সে বললে।

পগরেভশিখ বললে যে তার নিজের ধ্যান-ধারণা কাজে খাটাবার জন্য ব্লাজেইকো ওজুহাত মাত্র, আর জাবুশিনো দৈবে-পাওয়া সুযোগ। যুবকটির দার্শনিক ব্যাখ্যা ইউরি ঠিকমতো ধরতে পারছিলো না সব সময় ; মনে হচ্ছিলো, সেটা অংশত অ্যানার্কিজ্‌ম আর অংশত সোজাসুজি শিকারির মিথ্যাভাষণ।

দৈববাণীর মতো নিষ্কম্প্রভাবে সে জানালো যে অদূর ভবিষ্যতে রাশিয়ায় এক সর্বনাশা আলোড়ন শুরু হবে। গোপনে-গোপনে ইউরিরও বিশ্বাস যে সেটা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নয়, কিন্তু যুবকের কথাবার্তায় যে-অপ্রীতিকর স্কুলের ছেলের মতো ঔদ্ধত্য ছিলো তাতে রীতিমতো ক্ষিপ্ত বোধ করছিলো ইউরি।

'এক মিনিট,' পরখ করার ধরনে সে বললে। 'এ সবই হয়তো ঠিক, আপনি যা বলছেন তা ঘটতেও পারে। কিন্তু আমার মনে হয় যে এখন যা চলছে—এই তাণ্ডব, অস্থিরতা, শত্রুপক্ষের চাপ—সাংঘাতিক কোনো পরীক্ষা শুরু করার পক্ষে এটা ঠিক উপযুক্ত সময় নয়। একটা আলোড়নে ঝাঁপ দেবার আগে আরেকটা আলোড়ন সামলে উঠতে হবে তো দেশকে। শান্তি আর শৃঙ্খলার মতো কিছু-একটা ব্যবস্থা আগে হওয়া চাই।'

'এটা নিতান্ত ছেলেমানুষি মনোভাব,' পগরেভশিখ বললে। 'যে-বিশৃঙ্খলা নিয়ে আপনি এতো ভাবিত সেটাও শৃঙ্খলার মতোই স্বাভাবিক ব্যাপার। এই যে ধ্বংস—এই তো হ'লো ব্যাপক সংগঠনকারী অভিপ্রায়ের উপযুক্ত প্রাথমিক অবস্থা। সমাজ এখনো যথেষ্ট ছত্রভঙ্গ হয়নি। সম্পূর্ণভাবে ভেঙে গড়তে হবে এই সমাজকে, আর তারপর সত্যিকার বিপ্লবী এক শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তিতে আবার জুড়ে দেবে সমাজের সেই ভাঙা টুকরোগুলিকে।

ইউরি অসুস্থ বোধ করলো। উঠে করিডোরে চ'লে গেলো সে।

সমস্ত বেগ সঞ্চয় ক'রে ট্রেন মস্কোর দিকে এগোচ্ছে। গ্রীষ্মাবাসে ভরা বার্চ গাছের বনের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি। দুই পাশের ছোটো-ছোটো, ছাদহীন প্ল্যাটফর্মগুলি দাঁড়িয়ে-থাকা স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে দূরে-দূরে ধুলোর মেঘের মধ্যে তুলে উঠছে। বার-বার হুইসিল বাজাচ্ছে ট্রেন, সঙ্গে-সঙ্গে বাঁশির মতো ফাঁপা আওয়াজে বনের মধ্যে বেজে উঠছে প্রতিধ্বনি।

হঠাৎ, এই ক'দিনের মধ্যে এই প্রথমবার ইউরি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলে সে কোথায়, তার কী হচ্ছে, এবং আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কী প্রতীক্ষা ক'রে আছে তার জন্য।

তিন বছর ধ'রে পরিবর্তন, অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা আর আলোড়ন; যুদ্ধ, বিপ্লব, ধ্বংসের দৃশ্য, মৃত্যুর দৃশ্য, গোলাবর্ষণ, পুল উড়ে যাওয়া, আগুন আর ধ্বংসাবশেষ—সব যেন হঠাৎ এক বিপুল, নিঃস্ব, অর্থহীন শূন্যের মধ্যে মিলিয়ে গেলো। সেই দীর্ঘ বাধার পর প্রথম সত্যিকার ঘটনা হ'লো এই যে তার বাড়ি এখনো নিরাপদ আছে, তার প্রিয় ক্ষুদ্রতম পাথরটুকুও নিয়ে কোনো-এক জায়গায় অস্তিত্ব আছে তার, এই কথা জেনে এই ঘূর্ণিত ট্রেনে ক'রে তার বাড়ি ফেরা। এই হ'লো জীবনের অর্থ, এই হ'লো অভিজ্ঞতা, দুঃসাহসীরা একেই অন্বেষণ করেছেন, হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন শিল্পীরা—এই নিজের ঘরে, স্বজনের কাছে ফিরে আসা, নিজের কাছে ফিরে আসা—এই হ'লো জীবনের নতুন জন্ম।

বনের পাতার জমাট ঘনতা ছাড়িয়ে ট্রেন খোলা জায়গায় এসে পড়লো। গর্ত থেকে বেরিয়ে একটা ঢালু জমি চওড়া ঢিবিতে উঠে গেছে; ঘন সবুজ আলুর খেতের সমান্তরাল রেখা টানা আছে সেখানে; তার পেছনে, ঢিবিটার একেবারে মাথায়, কাচের ফ্রেম। মাঠের উল্টো দিকে, ট্রেনের আঁকাবাঁকা লেজের পেছনে, আকাশের অর্ধেক জুড়ে আছে গভীর, লাল মেঘ: তার ফাঁক দিয়ে চাকার শলার মতো সূর্যের আলোর রেখা উঁকি দিচ্ছে, ফ্রেমের কাচের ওপর প'ড়ে অসহ্য ঔজ্জ্বল্য নিয়ে জ্বলছে সেই আলো।

হঠাৎ, উষ্ণ, ভারি বৃষ্টির ফোঁটা, সূর্যের আলোয় ঝকঝক করতে-করতে, মেঘের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো। পাছে পেছনে প'ড়ে থাকে তাই ধ'রে

ফেলতে হবে, যেন এমনিভাবে লাইনের ওপর ধাক্কা দিয়ে গর্জন করতে-করতে ছুটে চলেছে যে-ট্রেন, বৃষ্টির গতিও ঠিক তারই মতো দ্রুত।

ইউরি ভালো ক'রে বৃষ্টি লক্ষ্য করার আগেই পাহাড়ের প্রান্তভাগে দেখা গেলো ত্রাতা খৃষ্টের[১] গির্জে, আর তার একটু পরেই ইউরি দেখতে পেলো গম্বুজ, চিমনি, ছাদ আর শহরের বাড়ি-ঘর।

'মস্কো,' কামরায় ফিরে এসে ইউরি বললে। 'তৈরি হবার সময় হ'লো।'

পগরেভশিখ লাফিয়ে উঠলো, শিকারের থলি হাৎড়ে একটা পুষ্ট হাঁস বের ক'রে আনলো সে। 'এটা আপনি নিন,' সে বললে, 'আমার স্মৃতি হিসেবে। এমন সুখসঙ্গে আমি খুব কম দিন কাটিয়েছি।'

জ়িভাগোর প্রতিবাদে কোনো ফল হ'লো না। অবশেষে সে বললে, 'ঠিক আছে, আপনার উপহার হিসেবে এটা আমার স্ত্রীকে দেবো।'

'চমৎকার, চমৎকার, আপনার স্ত্রী,' খুশিতে বার-বার বলতে লাগলো পগরেভশিখ, যেন শব্দটা এই প্রথম শুনলো সে, এমনিভাবে শরীর ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে হাসতে থাকলো, আর প্রিন্স লাফিয়ে বেরিয়ে এসে যোগ দিলো সেই আনন্দে।

ট্রেন ঢুকলো স্টেশনে। রাত্রির মতো অন্ধকার নেমে এলো কামরায়। মূক-বধির এগিয়ে দিলে ছেঁড়া কাপড়ের ফালিতে জড়ানো বুনো হাঁসটা।

১। মস্কো নগরের মধ্যস্থলে ছিলো 'সাধু ত্রাতা'র (St. Saviour) গির্জে, নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার জয়ের স্মরণস্তম্ভরূপে এটি নির্মিত হয়। বিপ্লবের পরে 'সোভিয়েট-প্রাসাদ' (The Palace of Soviets) নির্মাণের জন্য সেই গির্জে ভেঙে ফেলা হয়, কিন্তু 'প্রাসাদ'টি এখনো তৈরি হয়নি।

পরিচ্ছেদ ৬

মস্কোতে রাত্রিবাস

১

যতোক্ষণ ট্রেনে ব'সে ছিলো ততোক্ষণ ইউরির মনে হয়েছে ট্রেনই ছুটে চলেছে, সময় থেমে আছে—বেলা মাত্র দুপুর।

কিন্তু আসলে স্মলেনস্কি স্কোয়ারের জমাট ভিড় কাটিয়ে তার ভাড়া-গাড়ি যতোক্ষণে স্টেশন থেকে এগোলো তখন প্রায় সন্ধ্যা।

সত্যিই তা-ই কিনা কে জানে—হয়তো অন্যান্য বছরের অভিজ্ঞতার প্রলেপ পড়েছিলো ইউরির স্মৃতির ওপরে—পরে যতোবার মনে করবার চেষ্টা করেছে ততোবারই মনে হয়েছে যে বাজারের চারপাশে লোকেরা ভিড় করেছিলো নেহাৎই অভ্যাসের বশে, যে তখনই এমন একটা অবস্থা হয়েছিলো যে কোথাও যাবার কোনো দরকারই আর নেই, দোকানের কপাট ভেজানো, এমনকি তালা পর্যন্ত লাগানো নয়, কেউ পরিষ্কার না-করায় নোংরা-ছড়ানো সেই পার্কে বেচাকেনা করার আর কিছুই নেই।

আরো মনে হয় যে তখনই সে দেখেছিলো তাদের—সেই রোগা, বুড়ো, ভদ্র-বেশধারী স্ত্রী-পুরুষদের, দেয়ালের গায়ে মিশে গিয়ে পথিকদের জন্য নিঃশব্দ তিরস্কারের প্রতিমূর্তি হ'য়ে যারা দাঁড়িয়ে থাকে, কোনো কথা না-ব'লে এমন সব জিনিস বাড়িয়ে দেয় যা কারো কোনো কাজে লাগে না—নকল ফুল, বাঁশি আর কাচের ঢাকনা-বসানো কফির পাত্র, সান্ধ্য পোশাকের জন্য কালো নেট আর সেই সব সরকারি পোশাক যার চল উঠে গেছে।

যারা আরো শাদাশিধে মানুষ, তারা আরো দরকারি জিনিসের ব্যাপারি : র্যাশনের বাসি কালো রুটির শলার মতো পিঠ, স্যাঁৎসেতে, নোংরা চিনির টুকরো, লেবেলের ঠিক মাঝখান দিয়ে অর্ধেক ক'রে কাটা শস্তা তামাকের এক-এক আউন্স প্যাকেট।

এই সব অবিশ্বাস্য জঞ্জাল সারা বাজারে ঘুরে-ঘুরে হাত-বদল করে, আর হাতবদলের সঙ্গে-সঙ্গে দাম চ'ড়ে যায় তাদের।

গাড়িটা একটা গলিতে ঢুকলো। অস্তগামী সূর্য রইলো তাদের পেছনে। তাদের সামনে দিয়ে একটা ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া চলেছে একটা শূন্য কম্পমান গাড়ি টেনে-টেনে। ধুলোর স্তম্ভ তুলে চলেছে গাড়িটা, সূর্যাস্তের আলোয় সেই ব্রোন্‌জের মতো ধুলো যেন জ্বলছে।

অবশেষে সেটাকে ছাড়িয়ে তারা আরো দ্রুত এগোলো। দেয়াল আর পাঁচিল থেকে ছেঁড়া পুরোনো খবরের কাগজ আর পোস্টারের পরিমাণ দেখে চমৎকৃত হ'লো ইউরি। হাওয়ার ঝাপটায় একদিকে উড়ছে কাগজগুলো, ঘোড়ার খুর, চাকা আর পায়ের চাপ তাদের আরেক দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

কয়েকটা চৌরাস্তা পেরিয়ে গেলো তারা, এইবার ইউরির বাড়ি, দুই গলির কোণ ঘেঁষে গাড়ি থামলো।

ইউরির দম বন্ধ হ'য়ে এলো ; গাড়ি থেকে নেমে সামনের দরজা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে দরজার একপাশের ঘণ্টাটা যখন বাজাতে শুরু করলো তখন তার বুকে হাতুড়ি পিটছে। কিছুই ঘটলো না। আবার বাজালো। তখনো কোনো উত্তর নেই, সামান্য, উদ্বিগ্ন বিরতি দিয়ে-দিয়ে ইউরি ঘণ্টা বাজিয়ে চললো। দরজা খুলে, দুই পাট মেলে টোনিয়াকে যখন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো তখনো সে বাজিয়েই চলেছে। ব্যাপারটা এমনই আশাতীত যে তারা দু'জনেই স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলো, পরস্পরের চীৎকার তাদের কানে ঢোকেনি। কিন্তু টোনিয়া যে দরজা অমনভাবে খুলে রেখেছে সেটাই আহ্বান, প্রায় আলিঙ্গন, তারা দুজনেই তাই সামলে উঠলো, ঝাঁপিয়ে পড়লো পরস্পরের বুকে। একটু পরে তারা দু'জনে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু ক'রে দিলে।

'আগে বলো, সবাই কেমন আছে ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিছু ভেবো না। সব ঠিক আছে। বোকার মতো অনেক

বাজে কথা লিখেছিলাম তোমাকে, মাপ করো। কিন্তু সে-বিষয়ে পরে কথা বলবো। টেলিগ্রাম করোনি কেন? মার্কেল ওপরে নিয়ে যাবে তোমার জিনিস-পত্র। ইয়েগোরোভনা দরজা না-খোলায় দুশ্চিন্তা করছিলে বোধ হয়? ও গ্রামে গেছে।'

'রোগা হ'য়ে গেছো তুমি। কিন্তু কী অল্পবয়সী দেখায় তোমাকে, কী সুন্দর তুমি! এক মিনিট দাঁড়াও, গাড়ি-ভাড়াটা চুকিয়ে দিই।'

'ইয়েগোরোভনা গেছে চেষ্টাচরিত্র ক'রে যদি কিছু ময়দা জোগাড় করতে পারে সেই আশায়। অন্যান্য চাকর-বাকরদের ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু একটা মেয়ে আছে, ঐ নিউশা, তুমি চেনো না তাকে, সাশার দেখাশোনা করে, তা ছাড়া আর কেউ নেই। সবাইকে বলা হয়েছে যে তুমি আসছো, তোমাকে দেখবার জন্য গর্ডন, ডুডোরভ, সবাই অধীর হ'য়ে আছে।'

'বাবা বাড়ি আছেন?'

'তোমাকে লেখেনি কেউ?—উনি তো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আঞ্চলিক পরিষদে থাকেন—উনিই সভাপতি হয়েছেন। হ্যাঁ, তুমি বিশ্বাস করবে না। গাড়ির ভাড়া মিটিয়েছো? মার্কেল! মার্কেল!'

ইউরির ঝুড়ি, ট্রাঙ্ক আর স্যুটকেস সমেত রাস্তার মাঝখানে পথ আটকে দাঁড়িয়ে ছিলো তারা, পথচারীরা থেমে প'ড়ে তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিলো; ফুটপাতের ধার থেকে গাড়িটা যখন স'রে এলো তখন হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো সেদিকে, হাট ক'রে খোলা সদর দরজার দিকে তাকিয়ে এর পর কী ঘটে দেখার জন্য তারা অপেক্ষা ক'রে রইলো।

কিন্তু ইতিমধ্যেই গায়ে সুতির শার্ট আর দরোয়ানের টুপি মাথায় দিয়ে ছোটোবাবুকে স্বাগত জানাবার জন্য গেট থেকে ছুটতে-ছুটতে আসছে মার্কেল, দৌড়াতে-দৌড়াতে চীৎকার করছে সে:

'হা আমার ভগবান, সত্যিই কি ইউরচকা! আরে বাবা, এ যে সত্যিই আমার লক্ষ্মীসোনা। ইউরি আন্দ্রেইয়েভিচ, আমার চোখের আলো, আমাদের তা হ'লে ভোলোনি, রোজ যে তোমার জন্য প্রার্থনা করেছি আমরা। আমাদের গরব যে আর ধরে না আজ—তুমি বাড়ি ফিরে এলে!—আর তোমরা কী চাও?' দর্শকদের উদ্দেশে মুখ-ঝামটা দিলো সে। 'কী এমন অদ্ভুত ব্যাপার

এটা, অ্যাঁ? ভাগো, ভাগো সব। অমন চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে দেখার কী আছে?'

'কেমন আছো, . মার্কেল?' ইউরি তাকে জড়িয়ে ধরলো। 'আরে গর্দভচন্দ্র, টুপিটা প'রে নাও। তারপর, নতুন কী খবর, বলো। তোমার বৌ কেমন আছে? মেয়েরা কেমন?'

'কেমন আর থাকবে? ঈশ্বরের দয়ায় বাড়-বাড়ন্ত হ'য়ে উঠছে। . আর খবর—সে তুমি নিজেই দেখতে পাবে—তুমি যতোদিন ছিলে না, বড়ো-বড়ো কাজকর্ম করছিলে, আমরাও তখন ব্যস্ত ছিলাম। এমন গোলমেলে ব্যাপার, এমন এক পাগলা-গারদ—শয়তানও এর কিনারা করতে পারবে না—পথ-ঘাট অপরিষ্কার, ছাদ ফুটো, পেট শূন্য—ঠিক লেণ্টের[১] মতো—আর এ-সবই হ'লো "সংযোজন বা ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে"।[২] '

'ইউরি আন্দ্রেইয়েভিচের কাছে তোমার নামে আমি নালিশ করবো, মার্কেল। জানো ইউরচকা, ও সব সময় এই রকম করছে। এ-রকম বোকার মতো কথাবার্তা আমি সহ্য করতে পারি না। এ-সবই হ'লো তোমাকে খুশি করার জন্য, ও মনে করে তুমি এ-সব পছন্দ করছো,—ওরা যা বোঝায় ও তা ই বোঝে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, মার্কেল, আমার সঙ্গে তর্ক করতে এসো না, তোমাকে আমি চিনি। তুমি লোকটি বড়ো ঘোরেল, মার্কেল। তোমার একটু কাণ্ডজ্ঞান হওয়া উচিত ছিলো এতদিনে। আমরা কি দোকানদার যে এইভাবে আমাদের মন জোগাতে চাচ্ছো!'

তারা ভেতরে গেলো। মার্কেল ইউরির জিনিস-পত্র ঘরে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো, তারপর, যেন কোনো গোপন কথা বলছে, এমনিভাবে ব'লে চললো:

'আণ্টনিনা আলেকজাণ্ড্রভনা রেগে আছে, কী বললো শুনলে তো? সব সময় এই হয়। বলে, তোমার ভেতরটা একেবারে কালো, মার্কেল, বলে, ঐ উনুনের নলের মতো কালো। ও বলে কী জানো—আজকাল নাকি প্রত্যেক শিশু, এমনকি প্রতিটি ল্যাপডগও বোঝে যে কিসে থেকে কী হচ্ছে।

১ Lent-এর সময়ে খৃষ্টানদের উপবাস বিধেয়। পৃঃ ৯৯-এর টীকা দেখুন।

২ 'সংযোজন বা ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে শান্তি'—বামপন্থী সোশ্যালিস্টদের স্লোগান ছিলো এই।

সেটা অবশ্য ঠিকই, কিন্তু তবু ইউরচকা, বিশ্বাস করো আর না-ই করো, যারা জানে তারা সবাই মেজনদের বইটা দেখেছে[১], একশো চল্লিশ বছর ধ'রে সে-বই প'ড়ে ছিলো পাথরের তলায়, এখন, আমি কথাটা ভেবে-চিন্তেই বলছি, ইউরচকা, এখন আমাদের গাঙের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমি একটা কথা বলতে পারি কি? ঐ যে—নিজেই দেখছো তো - আন্টনিনা আলেকজাণ্ড্রোভনা আমার দিকে মাথা ঝাঁকাচ্ছে।'

'অবাক হচ্ছো? অনেক হয়েছে মার্কেল, এবার মালপত্র নামাও, তাহ'লেই হবে। ইউরি আন্দ্রেইয়েভিচের কিছু দরকার হ'লে তোমাকে ডাকবেন।'

২

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ও গেছে! ঠিক আছে, ঠিক আছে, যদি চাও ওর কথা শুনতে পারো তুমি, কিন্তু আমি বলতে পারি যে এ-সব ওর ভান ছাড়া আর-কিছুই না। ওর সঙ্গে কথা ব'লে হয়তো ওকে তুমি গেঁয়ো ভূত ব'লে ভাববে, কিন্তু সারাক্ষণ তলায়-তলায় ছুরিতে শান দিচ্ছে ও—শুধু কার গলায় বসাবে তা এখনো ঠিক করতে পারেনি, হতভাগা, বদ বুড়োটা।'

'এটা একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে না কি? আমার মনে হয় ও মাতাল হয়েছে শুধু—তা ছাড়া আর কিছু নয়।'

'প্রকৃতিস্থ থাকে কখন শুনি? সে যা-ই হোক, ওকে নিয়ে আমি তিতিবিরক্ত হ'য়ে গেছি।—আমার কী ভাবনা হচ্ছে জানো, তুমি সাশাকে দেখবার আগেই হয়তো সে আবার ঘুমিয়ে পড়বে। ট্রেনে টাইফাসের উকুন থাকে ব'লে···তোমার গায়ে কোনোরকম উকুন নেই তো?

'মনে তো হয় না। খুব আরামে এসেছি···একেবারে যুদ্ধের আগেকার দিনের মতো। তবু, চট ক'রে একবার হাত-মুখটা ধুয়ে নিই। পরে ভালো ক'রে স্নান করা যাবে। কোনদিকে চলেছো? বসার ঘরের ভেতর দিয়ে যাওয়া হয় না বুঝি আজকাল?'

---

১ Freemason সম্প্রদায়ের পবিত্র গ্রন্থ, *The Protocols of the Elders of Zion*-এর কথা বলা হচ্ছে।

'ওঃ হো, তাই তো, তুমি তো জানো না। বাবা আর আমি অনেক ভাবলাম, শেষটায় একতলার একটা অংশ কৃষি-কলেজকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। শীতকালে গরম রাখা এতো মুশকিল, এখনো ওরা আসেনি, তবে লাইব্রেরি, হার্বেরিয়াম আর বীজের সংগ্রহ এখানে তুলে এনেছে। আশা করি ইঁদুর হবে না—সবই তো শস্য। তবে আপাতত ওরা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখেছে ঘরটা। ও, ভালো কথা, আজকাল আবার ঘর বলে না, বলে থাকবার জায়গা। এই যে, এদিক দিয়ে এসো। অত আস্তে চলছো কেন? আমরা আজকাল পেছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠি। চ'লে এসো, আমি দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

'ঐ ঘরগুলি দিয়ে দিয়েছো শুনে খুব ভালো লাগছে। যে-হাসপাতালে আমি ছিলাম সেটাও একজনের বসতবাড়িতে ছিলো। অন্তহীন সারি সারি ঘর, রঙিন কাঠের চিহ্ন এখনো মেঝেতে লেগে আছে। টবের পাম গাছগুলি থাবা বাড়িয়ে রেখেছে, যেন বিছানার শিয়রে ভূত ঝুঁকে আছে এমনি দেখায় তাদের—ফ্রণ্ট-লাইন থেকে নিয়ে-আসা আহতরা কেউ-কেউ চীৎকার ক'রে জেগে উঠতো মাঝে-মাঝে—তারা অবশ্য সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নয় কেউ—শেল-শক হয়েছে তাদের—গাছগুলো আমাদের সরিয়ে দিতে হ'লো। মানে, আমি বলতে চাচ্ছি যে অর্থবান লোকেরা যে-ভাবে জীবন যাপন করতো সেটা কেমন যেন অস্বাস্থ্যকর। উদ্বৃত্ত জিনিসের ছড়াছড়ি। অতিরিক্ত আসবাব, অনেক বেশি ঘর, সূক্ষ্মতার বাড়াবাড়ি আর নিজেকে খুব বেশি জাহির করার চেষ্টা। আমরা যে আরো কম ঘর ব্যবহার করছি এতে আমি খুব সুখী হয়েছি। আরো ঘর ছেড়ে দেওয়া উচিত আমাদের।'

'ঐ পুঁটলিটা কিসের? কী যেন বেরিয়ে আছে ওর ভেতর থেকে, পাখির ঠোঁটের মতো মনে হচ্ছে। আরে, হাঁস! কী মজা! বুনো হাঁস! কোথায় পেলে? নিজের চোখকে নিজে বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। এ যে রাজ্যপাট পাওয়ার মতো ভাগ্যের ব্যাপার।'

'ট্রেনে একজন এটা আমাকে দিলে। পরে বলবো তোমাকে, সে অনেক কথা। কী করবো? রান্নাঘরে রাখবো?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। নিউশাকে এক্ষুনি নিচে পাঠিয়ে দেবো, পালক ছাড়িয়ে

পরিষ্কার ক'রে রাখবে। সবাই বলছে এই শীতে নাকি ভয়াবহ সব ব্যাপার হবে—দুর্ভিক্ষ, ঠাণ্ডা।'

'হ্যাঁ, এই একই কথা সবখানে। এইমাত্র ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে আমার মনে হ'লো সারা পৃথিবীতে এমন কী আছে যা কাজের চাইতে, পারিবারিক জীবনের শান্তির চাইতে মূল্যবান? বাকিটা তো আমাদের হাতে নেই। মনে তো হয় না খারাপ সময় আসছে। কিছু লোক বেরিয়ে পড়তে চাইছে, দক্ষিণে, ককেশাসে, নয়তো আরো দূরে কোথাও যাবার কথা ভাবছে তারা। আমি নিজে অবশ্য তা করবো না। বয়স্ক মানুষের উচিত দাঁত কামড়ে প'ড়ে থেকে দেশের ভাগ্যের অংশ গ্রহণ করা। তোমার কথা অবশ্য আলাদা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমাকে যেন এ-সব সহ্য করতে না হয়। কোনো নিরাপদ জায়গায় তোমাকে পাঠিয়ে দেবো আমি—ধরো, ফিনল্যাণ্ডে।—কিন্তু সিঁড়ির ধাপে-ধাপে দাঁড়িয়ে যদি আধ ঘণ্টা ধ'রে গল্প করি আমরা, তাহ'লে আর কোনোদিনই ওপরতলায় পৌঁছতে হবে না।'

'এক মিনিট দাঁড়াও। বলতে একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। তোমার জন্য একটা আশ্চর্য সুখবর আছে। নিকোলে নিকোলেভিচ ফিরে এসেছেন।'

'কে নিকোলে নিকোলেভিচ?'

'কোলিয়া-মামা।'

'টোনিয়া! সত্যি? হ'তেই পারে না। কী ক'রে তা সম্ভব?'

'সত্যি তা-ই। উনি সুইৎজারল্যাণ্ডে ছিলেন। লণ্ডন ঘুরে ফিনল্যাণ্ড হ'য়ে এসেছেন।'

'টোনিয়া! আমাকে খ্যাপাচ্ছো না তো? তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে ওঁর? কোথায় আছেন উনি? এখনই ওঁর দেখা পাওয়া যায় না, এই মুহূর্তে?'

'অতো অধৈর্য হোয়ো না। গ্রামের দিকে কাদের সঙ্গে যেন আছেন উনি। পরশু ফিরে আসবেন কথা দিয়ে গেছেন। উনি অনেক বদলে গেছেন কিন্তু। তুমি নিরাশ হবে। পথে পিটার্সবার্গে থেমেছিলেন, বলশেভিক হ'য়ে গেছেন। ওঁর সঙ্গে তর্ক করতে-করতে বাবার গলা রীতিমতো চিরে যায়। সত্যি, প্রত্যেক ধাপেই থেমে পড়ছি আমরা। এসো। তুমিও তাহ'লে

শুনেছো যে খারাপ সময় আসছে—কী বলে লোকেরা?—পরিশ্রম, বিপদ, অনিশ্চয়তা?

'আমি নিজে তা-ই মনে করি। কিন্তু তাতেই বা কী? আমরা একটা ব্যবস্থা ক'রেই নেবো, এখানেই তো সব-কিছুর শেষ হ'তে পারে না। অপেক্ষা করবো আমরা, দেখবো কী হয়—অন্য সকলেও তা-ই করবে।'

'জ্বালানি কাঠ, আলো—এ-সব কিছুই নাকি পাওয়া যাবে না। টাকা নাকি তুলে দেবে ওরা। কোনো কিছুই আমদানি হবে না। দ্যাখো, আমরা আবার দাঁড়িয়ে পড়েছি। চ'লে এসো। শোনো, সবাই বলে আর্বাটে নাকি আশ্চর্য সব লোহার স্টোভ পাওয়া যায়। ছোটো স্টোভ। একটা খবরের কাগজ পোড়ালে একবেলার রান্না হ'য়ে যায় নাকি। ঠিকানাটা আছে আমার কাছে। সব ফুরিয়ে যাবার আগে আমাদের একটা কিনে ফেলতে হবে।'

'ঠিক আছে। কিনবো। খুব ভালো ভেবেছো। কিন্তু ভাবো একবার, কোলিয়া-মামা! আমি ভাবতেই পারছি না।

'আমার কী মৎলব শুনবে? ওপরতলার একটা দিক আলাদা ক'রে নেবো আমরা, ধরো দুটো কি তিনটে পাশাপাশি ঘর, সেগুলো আমরা রাখবো আমাদের জন্য, বাবার, সাশার আর নিউশার জন্য, বাকি অংশটা সব ছেড়ে দেবো। একটা পার্টিশন দিয়ে আলাদা দরজা ক'রে নেবো, ফ্ল্যাটের মতো আরকি। জানলা দিয়ে একটা পাইপের ব্যবস্থা ক'রে ঐ লোহার স্টোভটা রাখবো মাঝখানের ঘরে, কাপড় কাচা, রান্না, অতিথি আপ্যায়ন—সব ঐ এক ঘরে হবে। এইভাবে জ্বালানি বাঁচিয়ে ঈশ্বরের দয়ায় শীতকালটা হয়তো কাটিয়ে দিতে পারবো।

'নিশ্চয়ই পারবো। কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এটা খুব চমৎকার ভেবেছো। —আর-একটা কথা শুনবে? আমরা গৃহপ্রবেশের উৎসব করবো। হাঁসটা রাঁধবো, কোলিয়া-মামাকে নিমন্ত্রণ করা হবে।'

'আঃ, চমৎকার হবে। গর্ডনকে বলবো কিছু অ্যালকহল নিয়ে আসতে। কোনো-একটা ল্যাবরেটারি থেকে জোগাড় করতে পারবে সে। দ্যাখো, এই ঘরটার কথাই ভাবছিলাম আমি। ঠিক আছে? স্যুটকেসটা নামিয়ে রাখো, তারপর নিচে গিয়ে তোমার ঝুড়ি নিয়ে এসো। গৃহপ্রবেশে ডুভোরভ

আর শুরা শ্লেজিঙ্গেরকেও বলা যায়। তোমার মত আছে তো? বাথরুম কোথায় তা তো ভুলে যাওনি? গিয়ে একটু বীজাণুনাশক কিছু ঢেলে এসো গায়ে। তুমি যতোক্ষণে ও-সব সারবে, আমি ততোক্ষণে সাশাকে নিয়ে আসছি আর নিউশাকে নিচে পাঠাচ্ছি, আমরা তৈরি হ'য়ে তোমাকে ডাকবো।'

৩

মস্কোতে ইউরির কাছে প্রধানতম অভিনব বস্তু হ'লো তার ক্ষুদ্র শিশুপুত্র। তার জন্মের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ইউরির ডাক পড়েছিলো, কাজেই সে প্রায় চেনেই না তাকে।

টোনিয়া তখনও হাসপাতালে—একদিন ইউরি তাকে দেখতে গেছে, তখনই ইউনিফর্ম গায়ে চড়েছে তার, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মস্কো ছাড়তে হবে। বাচ্চাদের খাওয়ার সময় হ'য়ে গিয়েছিলো ব'লে তাকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হ'লো না।

বাইরের ঘরে ব'সে ছিলো সে। প্রসূতিবিভাগের পেছনের গলির প্রান্তে নার্সারি থেকে দশ-বারোটি শিশুর তীক্ষ্ণ চীৎকার একসঙ্গে ভেসে এলো। সদ্যোজাত শিশুদের যাতে ঠাণ্ডা না লাগে সেজন্য করিডোর থেকে বেরিয়ে এসে কয়েকটি নার্স দ্রুত এগিয়ে গেলো, পুঁটলির মতো ক'রে দুই বগলে দু-জনকে নিয়ে তাদের নিয়ে চললো যার-যার মার কাছে।

'ওয়া অঁা, ওয়া অঁা,' নির্লিপ্ত অনুভূতিহীনভাবে কেঁদে চললো বাচ্চারা, যেন এটা তাদের প্রাত্যহিক কর্তব্য। কেবল একটা গলা অন্য সকলের স্বরকে ছাপিয়ে উঠেছিলো। সেই গলা থেকেও এই একই চীৎকার বেরুচ্ছে, 'ওয়া অঁা, ওয়া অঁা,' অন্যদের চাইতে সে-গলাতে এমনকি বেশি যন্ত্রণার চিহ্নও নেই, কিন্তু অন্যদের চাইতে এই শিশুর গলার স্বর আরো গভীর, কর্তব্য হিসেবে নয়, ইচ্ছে ক'রে, হিম শত্রুতা নিয়ে সে কাঁদছে।

ইউরি ইতিমধ্যেই ঠিক করেছিলো যে শ্বশুরের সম্মানে তার ছেলের নাম রাখবে আলেকজাণ্ডার—ছোটো ক'রে ডাকা যাবে সাশা ব'লে। কী কারণে যেন সে ভাবলে ঐ বিশেষ গলাটি তারই ছেলের; তখনই সেই স্বরের ওপর

চরিত্রের ছাপ পড়েছে, তার মধ্যে যেন নিহিত আছে বিশেষ একজন মানুষের ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্ব ও নিয়তি; নিজস্ব শব্দের রং ধরেছে সেই স্বরে, শিশুর 'আলেকজান্ডার' নামের আমেজ—ইউরির তা-ই মনে হ'লো।

ভুল করেনি সে। পরে দেখা গেলো সত্যিই সেই গলা সাশার। ছেলের বিষয়ে এই তথ্যটি সে প্রথম জেনেছিলো।

তারপর ছেলেকে দেখলো যুদ্ধক্ষেত্রে থাকতে টোনিয়া যে-ছবি পাঠিয়েছিলো তাতে, মোটাসোটা, হাসিখুশি, মদনের ধনুকের মতো বাঁকা ঠোঁট, বাঁকা পা দুটি কম্বলের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে আছে, এমন ভঙ্গিতে মুঠি তুলে আছে যেন চাষিদের কোনো নাচ নাচছে সে। তখন এক বছর বয়স ছিলো তার, সবে হাঁটতে শিখেছে; এখন দু-বছর হয়েছে, শুরু করেছে কথা বলতে।

স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে জানলার ধারের তাসখেলার টেবিলের ওপর রেখে সে খুলতে শুরু করলে। আগে এই ঘর কিসের জন্য ব্যবহার করা হ'তো কে জানে। এখন ঘরটা অচেনা লাগছিলো তার। টোনিয়া নিশ্চয়ই আসবাব বদলেছে, কিংবা দেয়ালের কাগজ, নয়তো অন্য কোনোভাবে সাজিয়েছে ঘরটা।

দাড়ি কামাবার বাক্সটা বের করলে সে। জানলার ঠিক উল্টো দিকে গির্জেতে ঘণ্টা বাঁধার থামের ফাঁকে থমকে আছে পূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদ। স্যুটকেসের ওপরের তাকে যে-সব কাপড়চোপড় আর বই ছিলো চাঁদের আলো যখন তার ওপর এসে প'ড়ে ঘরের আলো বদলে দিলো, তখন ইউরি বুঝতে পারলো এখন সে কোথায়।

আগে এ-ঘরে বাড়তি জিনিসপত্র রাখা হ'তো। গাদা করা হ'তো ভাঙা চেয়ার টেবিল, এখানেই আনা রাখতেন তাঁর সংসারের হিসেবের কাগজপত্র, আর গ্রীষ্মকালে শীতবস্ত্রে-ঠাসা ট্রাঙ্ক। তিনি যতোদিন বেঁচেছিলেন ততোদিন মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত আজে-বাজে জিনিস বোঝাই থাকতো, বাচ্চারা এ-ঘরে ঢুকতে পেতো না। শুধু ক্রিসমাস বা ঈস্টারের সময়কার উৎসবে বাড়িতে যখন বাচ্চাদের বিরাট ভিড় হ'তো আর পুরো ওপরতলাটা ছেড়ে দেওয়া হ'তো তাদের, তখন খোলা হ'তো এই ঘর—তারা নানারকম সেজে, শোলা দিয়ে মুখে কালো রং ক'রে, টেবিলের তলায় লুকিয়ে ডাকাত-ডাকাত খেলতো।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ইউরি সে-সব কথা ভাবলো, তারপর পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলো হলঘর থেকে তার ঝুড়িটা নিয়ে আসতে।

রান্নাঘরে স্টোভের সামনে উব-হাঁটু হ'য়ে ব'সে নিউশা একটা খবরের কাগজের ওপর হাঁসের পালক ছাড়াচ্ছে। ট্রাঙ্ক নিয়ে যাবার জন্য ইউরি ঘরে ঢুকতেই লাল হ'য়ে লজ্জিত সুন্দর ভঙ্গিতে এপ্রন থেকে পালক ঝাড়তে-ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালো সে, ইউরিকে অভিবাদন ক'রে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইউরি বললে সে একাই পারবে, তারপর উঠে গেলো ওপরে। কয়েকটা ঘর ছাড়িয়ে একটু দূরের একটা ঘর থেকে তার স্ত্রী ডাকলে :

'এবার চ'লে এসো, ইউরা।'

সে সাশাকে দেখতে গেলো।

নার্সারি হয়েছে টোনিয়ার পুরোনো স্কুল-ঘরে। খাটের বাচ্চাটি ফোটোগ্রাফের বাচ্চাটির মতো অতো সুন্দর নয়, কিন্তু ইউরির মা, স্বর্গত মারিয়া নিকোলায়েভনা জ়িভাগোর জীবন্ত প্রতিমূর্তি সে, ইউরির কাছে তার মায়ের যতো ছবি আছে তাদের সকলের চাইতে তার ছেলের মুখের সঙ্গে তার মার মুখের মিল বেশি।

'এই যে বাবা, এই যে তোমার বাবা, লক্ষ্মীছেলের মতো হাত নাড়ো তো ;' টোনিয়া বলছিলো। খাটের একটা পাশ সে নিচু ক'রে দিলে যাতে ছেলেকে চুমু খেতে ইউরির অসুবিধে না হয়।

ছোট্ট সাশা অমসৃণ গালের এই আগন্তুকটিকে—যাকে দেখে শুধু ভয়ই নয়, বিতৃষ্ণাও বোধ করছিলো সে—কাছে এসে তার ওপর ঝুঁকে পড়তে দিলো, তারপর সারা শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে, মার জামার সামনেটা এক হাতে আঁকড়ে ধ'রে, সক্রোধে অন্য হাতটি তুলে তার মুখে চড় বসিয়ে দিলে। নিজের সাহসে নিজেই ভয় পেয়ে গেলো সে, টোনিয়ার কোলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ব্যাকুলভাবে কেঁদে উঠলো।

'দুষ্টু, দুষ্টু!' টোনিয়া বকলো তাকে। 'এ-রকম করতে হয় না, সাশেঙ্কা। বাবা কী ভাববেন? ভাববেন সাশা একটা দুষ্টু ছেলে। দেখি তো তুমি কেমন চুমু খেতে পারো, বাবাকে চুমু খেয়ে দাও তো। কেঁদো না, বোকা ছেলে, কিছু হয়নি!'

'ওকে ছেড়ে দাও, টোনিয়া,' ইউরি বললে। 'ওকে ঘাঁটিয়ো না, আর তুমি অতো বিচলিত হচ্ছো কেন? আমি জানি আজে-বাজে সব কথা ভাবছো তুমি—ভাবছো এর কোনো মানে আছে, খারাপ লক্ষণ এটা—কিন্তু ও-সব বাজে কথা। এটা তো নিতান্ত স্বাভাবিক। সাশা তো কখনো দ্যাখেনি আমাকে। কাল ও ভালো ক'রে আমাকে দেখবে, তখন ভাব হবে আমাদের, তারপর দেখো কী চমৎকার জমিয়ে তুলবো ওর সঙ্গে।'

তবু, কেমন এক বিষণ্ণতা, কেমন এক অশুভ লক্ষণের অনুভূতি নিয়ে ইউরি ঘর থেকে বেরোলো।

৪

এর পরের কয়েকদিনে ইউরি বুঝতে পারলে কতো একা সে। দোষ কারুর নয়, সে ভাবলে। যা চেয়েছিলো তা-ই তো সে পেয়েছে।

কেমন অদ্ভুত বিমর্ষ আর বিবর্ণ হ'য়ে গেছে তার বন্ধুবান্ধবেরা। তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই নিজের দৃষ্টিভঙ্গি আর নিজের জগৎ যে অপরিবর্তিত রেখেছে। তার স্মৃতিতে আরো অনেক স্পষ্ট ছিলো তারা। অতীতে সে নিশ্চয়ই তাদের গুণাবলী অতিরঞ্জিত ক'রে দেখেছে।

সহজ ছিলো ও-ভাবে দেখা যতোদিন পর্যন্ত লোকে দরিদ্রকে শোষণ ক'রে নিজেদের দোষ ত্রুটি আর বাতিককে প্রশ্রয় দিতে পেরেছে। যখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ উপভোগ করেছে অকর্মণ্যতা আর আলস্যের অধিকার, আর অধিকাংশ মানুষ কষ্ট পেয়েছে, তখন সত্যিকার চরিত্র ও মৌলিকতার এক ভুয়ো আদর্শ সৃষ্টি হ'তে পারতো।

কিন্তু নিম্নশ্রেণীরা যেই জেগে উঠলো, আর ধনীরা বঞ্চিত হ'লো তাদের সুখ-সুবিধে থেকে, অমনি কী দ্রুত গতিতেই না মিশিয়ে গেলো সেই সব মানুষেরা। কী নিষ্ক্রিয়ভাবে, কী-রকম সানন্দে, স্বাধীন চিন্তার অভ্যাসকে তারা বর্জন করলো—অবশ্য সেই অভ্যাস কখনোই হয়তো সত্যি-সত্যি ছিলো না তাদের।

মাত্র যে-ক'টি লোকের সঙ্গে ইউরি স্বচ্ছন্দ হ'তে পারলো তারা হ'লো

টোনিয়া, টোনিয়ার বাবা, আর তাঁর দু-তিন জন সহকর্মী, যাঁরা সহজ, সাধারণ কাজকর্ম করেন, বাড়াবাড়ি না-ক'রে, বড়ো-বড়ো কথা না-ব'লে বিনীত ও ভদ্র ব্যবহার করেন তাদের সঙ্গে।

ইউরি ফিরে আসার কয়েকদিন পরে, যেমন ঠিক করেছিলো তারা, হাঁস আর ভদকার সেই পার্টি দেওয়া হ'লো। ততোদিনে, পার্টিতে যারা-যারা এলেন তাদের সকলের সঙ্গেই দেখা হ'য়ে গেছে তার, তাই ভোজটা ঠিক পুনর্মিলনের হ'লো না।

এই দুর্ভিক্ষের সময় মস্ত বড়ো হাঁসটি এক অশ্রুতপূর্ব বিলাসিতা, কিন্তু সঙ্গে খাবার জন্য কোনো রুটি না-থাকায় তার রাজকীয়তা যেন অর্থহীন, এমনকি অপ্রীতিকর ব'লে মনে হ'লো।

কাচের ছিপিওলা ওষুধের বোতলে অ্যালকহল এনেছিলো গর্ডন—কালো বাজারে খুব চালু জিনিস সেটি। বোতলটাকে আঁকড়ে রইলো টোনিয়া, অল্প-অল্প অ্যালকহলের সঙ্গে ইচ্ছেমতো কম বেশি জল মেশালো। মিশোলটা হয় খুব জোলো, নয় খুব বেশি কড়া হ'য়ে যাচ্ছিলো, আর কোনো অজানা কারণে, সমানে কড়া হ'লে যা হ'তো তার চাইতে ঢের বেশি উত্তেজক ব'লে মনে হ'লো পানীয়টাকে—সেটাও বিরক্তিকর।

কিন্তু সবচেয়ে যেটা খারাপ সেটা হ'লো এই যে বাইরের অবস্থার সঙ্গে তাদের উৎসবের সুরে কোনো মিল ছিলো না। রাস্তার ওপারের কোনো বাড়িতে কেউ এই সময় এ-ধরনের পানাহার করছে তা কল্পনা করাও অসম্ভব। বাইরে, জানলার ওপিঠে প'ড়ে আছে বোবা, অন্ধকার, ক্ষুধার্ত মস্কো; দোকান-পাট সব বন্ধ, আর তার মধ্যে পাখির মাংস আর ভদকা! —লোকে সে-কথা এমনকি ভাবতেও ভুলে গেছে।

তাই মনে হ'লো অন্য সকলের মতো বেঁচে থাকাই বেঁচে থাকার সত্যিকার উপায়, নিজেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে মিশিয়ে দাও অন্য সকলের জীবনে, তোমার যে-সুখে সবাই অংশ নিতে পারে না সে-সুখ সুখ নয়, আর তাই হাঁস আর ভদকা, যদি তা শহরের একমাত্র হাঁস আর ভদকা হয়, তবে তারা এমনকি হাঁস আর ভদকাও থাকে না আর।

অতিথিদের কাছেও কোনো সান্ত্বনা মিললো না। বেশ লাগলো গর্ডনকে,

যখন সে ভারি-ভারি বিষয় নিয়ে চিন্তা করতো, আর চিন্তাগুলিকে প্রকাশ করতো বাধো-বাধো বিমর্ষ ভাষায়; তখন সে ছিলো ইউরির প্রাণের বন্ধু, আর স্কুলেও সবাই তাকে ভালবাসতো।

কিন্তু এখন গর্ডন তার নিজের সেই মানসচিত্রকে আর পছন্দ করছে না। চেষ্টা করছে সেটাকে সংশোধন করবার, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হচ্ছে না। ফুর্তিবাজ হওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে সে, একটার পর একটা তথাকথিত মজার গল্প ব'লে চললো, আর কেবলই বলতে লাগলো 'কী মজা!' 'কী হাসির ব্যাপার!' আগে এ-সব ভাষা তার শব্দ-চয়নের অন্তর্ভূত ছিলো না, কেননা গর্ডন কখনো জীবনটাকে একটা আমোদের ব্যাপার ব'লে দেখেনি।

যতক্ষণ তারা ডুডোরভের জন্য অপেক্ষা করছিলো, ততক্ষণে গর্ডন ডুডোরভের বিয়ের বিষয়ে চলতি গুজবটা আওড়ালে। ইউরি তখনো সেটা শোনেনি।

জানা গেলো, ডুডোরভ এক বছর বিবাহিত জীবন যাপন করার পর স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে। গল্পটার সুদূরপরাহত রসিকতা হ'লো এই যে ভুলক্রমে ডুডোরভের যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ডাক পড়েছিলো তখনই সব-কিছুর শুরু। সে যখন আর্মিতে যোগ দিয়েছে আর এদিকে কর্তারা খোঁজ খবর নিচ্ছেন তার বিষয়ে, তখন অন্যমনস্কতার জন্য, আর ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের সেলাম ঠুকতে ভুলে যাওয়ার জন্য অন্তহীন ঝামেলায় পড়তে হয়েছে তাকে।

ছাড়া পাবার পর মাসকয়েক সে সর্বত্র শুধু এপোলেৎ দেখতে পেতো আর হাত ঝাঁকাতো, অসম্ভব বিক্ষিপ্ত হ'য়ে গেলো তার মন, প্রায় স্নায়ুরোগে ধরলো তাকে। শোনা যায়, ঠিক সেইরকম সময় ভল্‌গা-তীরবর্তী এক স্টেশনে দুটি মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়, দুই বোন তারা, সে যে-স্টিমারে যাবে তারাও সেটার জন্যই অপেক্ষা করছিলো, চারপাশে ঘূর্ণ্যমান ইউনিফর্ম দেখে-দেখে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলো সে, তার ওপর সৈনিক জীবনের খোয়ারি চলছিলো; তারই ফলে ডুডোরভ দু'জনের মধ্যে ছোটোটির প্রেমে প'ড়ে গেলো এবং অবিলম্বে বিবাহের প্রস্তাব করলো। 'মজার ব্যাপার, নয় কি?' গর্ডন বললে, কিন্তু দরজার বাইরে নায়কের গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো ব'লে গল্পের শেষটা ছাঁটতে হ'লো তাকে। ডুডোরভ ভেতরে এলো।

সেও বদলেছে—কিন্তু উল্টো দিক থেকে। বহুরূপীর মতো অস্থির আর খেয়ালি ছিলো সে ; এখন সে রূপান্তরিত হয়েছে একাগ্রচিত্ত পণ্ডিতে।

বালক বয়সে, এক রাজনৈতিক বন্দীর পলায়নে সাহায্য করার অভিযোগে সে যখন স্কুল থেকে বিতাড়িত হ'লো, তখন এক আর্ট-স্কুল থেকে আরেক আর্ট-স্কুলে ঘুরে বেড়িয়েছিলো সে ; শেষ পর্যন্ত প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতিই তার বিষয় হ'লো। তার বন্ধুদের পরে, যুদ্ধের মধ্যে ডিগ্রি নিলে সে, তারপর রুশ ইতিহাস ও বিশ্ব ইতিহাসের লেকচারারের পদ পেলো। সে এখন দুটি বই লিখতে ব্যস্ত—একটি 'ভীষণ ইভান'[১]-এর ভূস্বত্বনীতি বিষয়ে, আর একটি সাঁ-জ়ুস্ত[২] সম্বন্ধে।

সবরকম বিষয় নিয়েই অমায়িকভাবে আলোচনা করলে সে, তার শান্ত, একটু নাকি-গলার আওয়াজে একবারও ওঠানামা হ'লো না, যেন বক্তৃতা করছে এমনিভাবে তার চোখের স্বপ্নালু দৃষ্টি কোনো স্থির বিন্দুতে তাকিয়ে রইলো সারাক্ষণ।

সন্ধ্যার শেষের দিকে, পার্টি যখন খুব জমে উঠেছে, সবাই চ্যাঁচাচ্ছে আর তর্ক করছে, তখন সবেগে ঘরে ঢুকলেন শুরা শ্লেজ়িঙ্গের ; চিরাচরিতভাবে সকলকে খ্যাপাতে শুরু ক'রে গোলমাল ও উত্তেজনার মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দিলেন তিনি। ডুডোরভ, যে ইউরির ছেলেবেলার বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও কখনো তাকে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করেনি, সে 'আপনি' ব্যবহার ক'রেই ইউরিকে অনেকবার জিজ্ঞেস করলে, 'যুদ্ধ ও শান্তি' ও 'আমার মেরুদণ্ড এক বাঁশি' মায়াকভস্কির[৩] এই কবিতা দুটি সে পড়েছে কিনা।

১। Ivan the Terrible (১৫৩০-৮৪) : মস্কোর গ্রাণ্ড ডিউক, প্রথম জার পদবীধারী রুশ সম্রাট। এঁর স্বভাবে ছিলো নিদারুণ নিষ্ঠুরতা ও মনস্তাপময় ধর্মবোধের মিশ্রণ ; রুশ ইতিহাসে ইনি 'ভীষণ' নামে প্রখ্যাত। —অনুবাদকের টীকা

২। Saint-Just-Louis de (১৭৬৭-৯৪) : ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম নেতা ; রবস্পীয়রের সঙ্গে গিলোটিনে নিহত হন।—অনুবাদকের টীকা

৩। Vladimir Mayakovsky (১৮৯৩-১৯৩০) : বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় ইনি ও এসেনিন (Essenin) ছিলেন প্রধান কবি ; দু'জনেই আত্মহত্যা করেন। পাস্টেরনাক-এর 'Safe Conduct'-এ মায়াকভস্কির আত্মহত্যার মর্মস্পর্শী বিবরণ আছে।—অনুবাদকের টীকা।

এই সব গোলমালে ইউরির জবাব শুনতে না-পেয়ে একটু পরে সে আবার প্রশ্ন করলে: '"আমার মেরুদণ্ড এক বাঁশি" আর "মানুষ," এই কবিতা দুটি পড়েছেন?'

'আমি তো একবার বললাম, আপনি শোনেন না কিছু। চিরকালই মায়াকভস্কি আমার ভালো লাগে। উনি হলেন ডস্টয়েভস্কির উত্তরাধিকারী। কিংবা মায়াকভস্কি যেন ডস্টয়েভস্কিরই কোনো চরিত্র, যে কবিতা লেখে—তাঁর তরুণ বিদ্রোহীদের মধ্যে কেউ, তাঁর "কাঁচা যুবক" বা ইপলিট বা রাস্কলনিকভ।[১] কী সর্বগ্রাসী কবিত্বশক্তি। আর কী অমোঘভাবে চিরকালের মতো তাঁর বাণী তিনি ঘোষণা করেন! আর সব-কিছুর ওপরে, কী অসম সাহসে তাঁর কথা তিনি ছুঁড়ে দেন সমাজের মুখের ওপর—সমাজ ছাড়িয়ে, আর-একটু দূরে কোনো মহাশূন্যে গিয়ে তারা পড়ে।'

কিন্তু সে-সন্ধ্যার সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ অবশ্য কোলিয়া-মামা। টোনিয়া ভুল করেছিলো, উনি শহরের বাইরে ছিলেন না, ভাগ্নের সঙ্গে একই দিনে ফিরে এসেছিলেন। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে, প্রাথমিক 'ওঃ—আঃ'র পাট চুকেছে, তাঁর সঙ্গে সে প্রাণের সুখে কথা বলেছে, হেসেছে।

প্রথম দেখা হ'লো একঘেয়ে, ধূসর এক রাত্রে; জলের ধুলোর মতো ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছিলো। ইউরি তাঁর হোটেলে দেখা করতে গিয়েছিলো। তখন থেকেই হোটেলওলারা পৌর-কর্তৃপক্ষের সুপারিশ ভিন্ন কাউকে থাকতে দিচ্ছে না, কিন্তু নিকোলে নিকোলেভিচকে সবাই চেনে, পুরোনো সংযোগ এখনো তাঁর কিছু-কিছু বজায় আছে।

হোটেলটা দেখে মনে হয় এমন এক পাগলা-গারদ, যা রোগীদেরই তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—এমন শূন্য, বিশৃঙ্খল, আর এমনভাবে আকস্মিকের হাতে সমর্পিত।

ঝাঁট না-দেওয়া ঘরের মস্তো বড়ো জানলা দিয়ে দেখা যায় পরিত্যক্ত,

---

১ 'কাঁচা যুবক': 'A Raw Youth' উপন্যাসের প্রতি উল্লেখ; ইপলিট: 'The Idiot'-এর এক যক্ষ্মারোগাক্রান্ত চরিত্র; রাস্কলনিকভ: 'Crime and Punishment'-এর নায়ক। তিনটি চরিত্রই তরুণবয়স্ক ও দ্রোহপ্রবণ।—অনুবাদকের টীকা।

ভয়াবহ, বিশাল পার্ক তাকিয়ে আছে, হোটেলের সামনেকার সাধারণ এক পার্ক যেন নয় ওটা, যেন রাত্রে স্বপ্নের ঘোরে তার দেখা মেলে।

এই পুনর্মিলন ইউরির জীবনের এক দারুণ, অবিস্মরণীয় ঘটনা। তার শৈশবের দেবতাকে দেখছিলো সে,—সেই শিক্ষক, যিনি বালক-ইউরির মনের ওপর প্রভুত্ব করেছেন।

পাকা চুলে মানিয়েছে কোলিয়া-মামাকে, তাঁর ঢিলেঢোলা বিদেশী পোষাক চমৎকার গায়ে বসেছে ; বয়সের পক্ষে তিনি খুবই তরুণ এবং সুপুরুষ আছেন।

কিন্তু ঘটনাচক্রের বিশালত্ব যে তাঁর ওপর ছায়া ফেলেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই ; তার পাশে তাঁকে অনেক ছোটো ব'লে মনে হয় কিন্তু একবারের জন্যও এইভাবে তাঁকে মাপবার কথা ইউরির মনে হয়নি।

রাজনীতির কথা বলার সময় কোলিয়া-মামার শান্ত, হালকা, নিরপেক্ষ ভঙ্গিতে ইউরি বিস্মিত হ'লো। এই সময়ে যে-কোনো রুশের চাইতে তিনি বেশি আত্মস্থ আছেন। বোঝা গেলো নতুন আগন্তুক তিনি, সেটা কেমন যেন পুরাকালীন, আর একটু অস্বস্তিকরও।

কিন্তু তাদের পুনর্মিলনের প্রথম কয়েক ঘণ্টার উত্তেজনার মুহূর্তে ও-সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ ছিলো না। রাজনীতি থেকে খুবই ভিন্ন ধরনের কোনো-এক বস্তুর টানে তারা হাসলো আর কাঁদলো, পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরলো, দম বন্ধ ক'রে কথা ব'লে চললো, উত্তেজনায় নিশ্বাস আটকে এলো তাদের।

তারা যে পরস্পরের এতো কাছাকাছি আসতে পেরেছে তার প্রধান কারণ তাদের দু'জনেরই মন সৃষ্টিশীল শিল্পীর। যদিও তারা আত্মীয়, যদিও আবার অতীত জেগে উঠলো তাদের মাঝখানে, স্মৃতিরা ভেসে এলো, পরস্পরের জীবনের নতুন ঘটনা আর পরিবেশের কথা বললো তারা, তবু যে-মুহূর্তে সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়ের অবতারণা হ'লো, সেই বিষয়, যা শুধু তারাই জানে যাদের সৃষ্টির ক্ষমতা আছে, সে-মুহূর্তে মিলিয়ে গেলো সব পার্থক্য, আর সংযোগ—আর তারা মামা-ভাগ্নে নয়, বয়স্ক ও তরুণ দুই মানুষ নয়—তাদের মধ্যে এখন দুই শক্তির, দুই আদিম মূলনীতির আত্মীয়তা।

দশ বছরের মধ্যে নিকোলে নিকোলেভিচ লেখার সমস্যা এবং লেখকের

কর্তব্যের অর্থ নিয়ে এতো যুক্তিযুক্তভাবে কথা বলেননি, এমন আর কারো সঙ্গে কথা বলেননি যার সঙ্গে তাঁর ধ্যানধারণার এতো বেশি সাদৃশ্য। আর ইউরিও এমন উপলব্ধি, এমন উদ্দীপনা আর উৎসাহের সন্নিধানে আসেনি।

পরস্পরের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিকে তাদের উচিত ব'লে মনে হ'লো আর তাতেই তারা জানলো পরস্পরকে কত গভীরভাবে বোঝে তারা—এবং এ-কথা জেনে এতো বিচলিত ও উৎফুল্ল বোধ করলো যে তারা চ্যাঁচামেচি ক'রে ছুটোছুটি করলো ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত, চুল টানলো মাথার, গভীর নিঃশব্দতায় জানলার ধারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে টোকা মারলো কাচের ওপর।

এই হ'লো তাদের প্রথম দেখা; কিন্তু তারপর থেকে অন্যান্য লোকজনের মাঝখানে দেখা হয়েছে তাদের, আর অন্যদের মাঝখানে কোলিয়া-মামাকে চেনা যায় না।

তিনি যে মস্কোতে অতিথি সে-বিষয়ে পুরোমাত্রায় সচেতন ছিলেন তিনি, এবং সেটা বেশ উপভোগও করছিলেন, যদিও তাঁর দেশ ব'লে তিনি পিটার্স-বার্গকেই মানেন, না কি অন্য কোনো শহরকে, তা ঠিক বোঝা গেলো না। ড্রয়িংরুম-রাজনৈতিক হিসেবে সম্মানিত হ'তে তার বেশ ভালোই লাগছিলো, হয়তো ভাবছিলেন ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী প্যারিসে মাদাম রলাঁর সালঁর মতো রাজনৈতিক আড্ডা এখন মস্কোতেও থাকা উচিত।

মস্কোর পেছনের অংশের শান্ত রাস্তার ওপরে তাঁর বান্ধবীদের অতিথি-বৎসল বাড়িতে গিয়ে তাদের এবং তাদের স্বামীদের তিনি খ্যাপাতেন তাদের সীমাবদ্ধ, প্রাদেশিক ও অপরিণত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। খবর-কাগজগুলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে ব'লে এখন তিনি তেমনি গর্বিত, যেমন এককালে তাঁর গর্ব ছিলো গ্রীক পুরাণ ও বাইবেল বিষয়ে জ্ঞান আছে ব'লে।

শোনা গেলো, সুইৎজারল্যাণ্ডে তিনি ফেলে এসেছেন এক নিষ্পত্তিহীন প্রণয়লীলা, অনেক অসমাপ্ত কাজ, আর একটি অসমাপ্ত পুস্তক, এখানে এসেছেন একবার এই ঘূর্ণাবর্তে ডুব দেবার জন্য—যদি নিরাপদে নিরুদ্বেগে বেরিয়ে যেতে পারেন তাহ'লে তাঁর ইচ্ছে হ'লো সোজা পথে তাঁর প্রিয় আল্পসের দিকে পাড়ি জমানো।

মতামত বলশেভিক-ঘেঁষা, প্রায়ই দু'জন বামপন্থী সমাজবিপ্লবীর নাম করেন, যাঁদের মতামত তাঁরই মতো, মিরশকা পমর আর সিলভিয়া কোটেরি, এই ছদ্মনামে যাঁরা নানা পত্রিকায় লিখে থাকেন।

'আপনি যা হয়েছেন আজকাল—সত্যিই ভয়ানক, নিকোলে নিকোলেভিচ!' ইউরির শ্বশুর অসন্তোষ প্রকাশ করলেন, 'ঐ আপনার মিরোশকার দল; একেবারে মলকুণ্ড যাকে বলে। আর আছে ঐ লিডিয়া পকরি।'

'কোটেরি', নিকোলে নিকোলেভিচ শুধরে দিলেন, 'আর সিলভিয়া।'

'পকরি হোক আর পপূরি হোক, ও একই ব্যাপার। গোলাপকে যে-নামে ডাকো সে গোলাপই থাকবে।'

'তবু, নামটা হ'লো কোটেরি,' নিকোলে নিকোলেভিচ ধৈর্যসহকারে ব'লে দিলেন। এই ধরনের কথপোকথন চলতো তাঁদের মধ্যে:

'আমাদের তর্কটা কী নিয়ে? এ তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এ-কথা প্রমাণ করতে হচ্ছে ব'লে লজ্জায় লাল হ'য়ে যাচ্ছেন আপনি। সব ব্যাপারের এটাই হ'লো প্রথম কথা।— যুগ-যুগ ধ'রে লোকে অসম্ভব এক জীবনযাপন করেছে। যে-কোনো ইতিহাসের বই দেখুন। নাম যা-ই হোক—সামন্তপ্রথা, ক্রীতদাস-প্রথা, ধনতন্ত্র, বাণিজ্য—সব কিছুরই অবস্থা ছিলো অস্বাভাবিক ও অন্যায়। বহুদিন ধ'রেই এ-কথা জেনেছে সকলে, পৃথিবী নিজেকে প্রস্তুত করেছে সেই আলোড়নের জন্য যা মানুষের জীবনে আলো আনবে, প্রত্যেকটি বস্তুকে বসাবে তার উচিত জায়গায়।

'আপনি তো খুব ভালো ক'রেই জানেন যে পুরোনো গড়ন আঁকড়ে থেকে আর কোনো লাভ নেই, মূল ভিত্তি সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে।— তার ফলে পুরো মহলটাই হয়তো ভেঙে পড়তে পারে।— কিন্তু তাতে কী? সেটা ভয়াবহ ব'লেই যে সেটা ঘটবে না তা তো হ'তে পারে না। এ হ'লো সময়ের প্রশ্ন। অস্বীকার করবেন কী ক'রে?'

'সেটা কথা নয়, এ-বিষয়ে আমি কিছু বলছিলাম না।' আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন না, উত্তেজিত তর্ক শুরু হ'য়ে যায় এর পর।

'আপনার পপূরি আর মিরশকার মতো লোকেদের বিবেক ব'লে কিছু

নেই। তারা বলে এক কথা, করে আরেক কাজ। যা-ই হোক, আপনার যুক্তিটা কোথায়? এর মধ্যে তো কার্য-কারণ সম্বন্ধ কিছু নেই। না, এক মিনিট দাঁড়ান, আমি একটা জিনিস দেখাবো আপনাকে,' ব'লে তিনি একটা খবরে-কাগজ খুঁজতে শুরু করেন, তাতে নাকি একটা লেখা বেরিয়েছিলো, যার বক্তব্যগুলি পরস্পরবিরোধী—লেখার টেবিলের দেরাজে বাড়ি মেরে, কলরব সৃষ্টি ক'রে, নিজের বাগ্মিতাকে চেতিয়ে তোলেন তিনি।

আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ চাইতেন যে তাঁর কথা বলার সময় কিছু-একটা বাধা পড়ুক, তাহ'লে তাঁর আমতা-আমতা ক'রে কথা বলবার একটা কৈফিয়ৎ হয়। এই কথা বলার বাতিক তাঁকে তখনই পেয়ে বসে যখন তিনি হারানো কিছু খুঁজছেন—হয়তো অল্প-আলোর ক্লোকরুমে তাঁর আরেক পাটি বরফের জুতো—কি হাতের ওপর তোয়ালে ফেলে বাথরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, কি খেতে ব'সে একটা ভারি ডিশ অন্যদের দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন, কি মদ ঢেলে দিচ্ছেন বন্ধুদের গ্লাশে।

তাঁর কথা শুনতে ভালোবাসে ইউরি। গ্রোমেকোরদের এই পরিচিত, পুরোনো মস্কোর টানা সুর আর নরম, ঘর্ঘরে র-এর উচ্চারণ ভালো লাগে তার।

আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচের প্রজাপতি-টাই যে-ভাবে তাঁর গলার বাইরে ঝুলে থাকে, তাঁর নিচের ঠোঁটের ওপর, ছাঁটা গোঁফ নিয়ে ওপরের ঠোঁটটিও বেরিয়ে থাকে ঠিক সেইভাবে। এই দুটি বস্তুতে যেন কী এক মিল আছে, আর সেজন্যই কেন জানি তাঁর চেহারায় এক হৃদয়স্পর্শী, শিশুসুলভ, বিশ্বাসপরায়ণ সারল্য আছে।

উৎসবের রাত্রে শুরা শ্লেজিঙ্গের খুব দেরি ক'রে এসেছিলেন; এক সভা থেকে সোজা এসেছেন, পরনে স্যুট এবং পুরুষের টুপি। লম্বা-লম্বা পা ফেলে ঘরে ঢুকলেন তিনি, এবং আসামাত্র অভিযোগ ও দোষারোপ করতে শুরু করলেন।

'কেমন আছো তুমি, টোনিয়া? কেমন আছো, আলেকজাণ্ডার? না ব'লে পারছি না এই ব্যাপারটা বড়ো বিশ্রী। সারা মস্কো জানে যে সে ফিরেছে, সবাই কথা বলছে এ নিয়ে, আর তুমি কিনা আমাকে জানাওনি এতোদিন!

বেশ, বেশ, আমি যথেষ্ট যোগ্য নই বোধহয়। যা-ই হোক, কোথায় সে, আমাদের ইউরা কোথায়? তার কাছে যেতে দাও আমাকে।—এই যে, আছো কেমন? আমি পড়েছি, চমৎকার, এক বর্ণও বুঝতে পারিনি, কিন্তু সমস্তটায় প্রতিভার স্বাক্ষর অত্যন্ত স্পষ্ট।—কেমন আছেন, নিকোলে নিকোলেভিচ?—এক্ষুনি আসছি তোমার কাছে, বাবা ইউরা, তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।—কী খবর, বাচ্চারা? আরে গোগোচকা, প্যাঁকপ্যাঁক-হাঁস—তুমিও এখানে? (কথাটা বলা হ'লো গ্রোমেকোদের এক দূর আত্মীয়কে, যে প্রত্যেক নতুন খ্যাতিমানের প্রতি ভক্তিতে বিহ্বল, যে বোকার মতো হাসে ব'লে প্যাঁকপ্যাঁক-হাঁস নাম পেয়েছে, আবার দেহের উচ্চতা ও কৃশতার জন্য যাকে ফিতে-কৃমি ব'লেও ডাকে কেউ-কেউ)। 'খুব খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে—না? এইবার ধরবো তোমাকে। বুঝলে, তোমরা কী হারাচ্ছো তা তোমরা জানো না। তোমরা কিছু জানো না, কিছু ছাখোনি। শুধু যদি জানতে কী ঘ'টে যাচ্ছে, কী হচ্ছে এই পৃথিবীতে! যাও, একটা সত্যিকার জনসভা দেখে এসো, বইয়ের নয় বাস্তবের শ্রমিক, আর সৈন্যদের সভা। "জয়ী না-হওয়া পর্যন্ত মহানভাবে আমরা যুদ্ধ করবো," এ-কথা তাদের কাছে একবার ব'লেই ছাখো না! তোমারই মহান সমাপ্তি ঘটিয়ে দেবে ওরা! এইমাত্র এক নাবিকের বক্তৃতা শুনছিলাম—ইউরা, তুমি বাছা একেবারে পাগল হ'য়ে যেতে। কী আবেগ! কী একাগ্রতা!'

শুরা সমানে বাধা পাচ্ছিলেন। সবাই চ্যাঁচাচ্ছে। ইউরির কাছে চ'লে গেলেন তিনি, তার হাত জড়িয়ে ধ'রে, মুখের খুব কাছে মুখ এনে চোঙের মধ্য দিয়ে কথা বলার মতো কানে-তালা-ধরানো স্বরে বললেন, 'আমার সঙ্গে চ'লে এসো, ইউরা লক্ষ্মীটি, আমি তোমাকে দেখাবো প্রকৃত জনগণকে। আন্থিউসের মতো তুমিও ধরিত্রীকে অনুভব করবে, এ যে তোমাকে করতেই হবে। ও-ভাবে তাকিয়ে আছো কেন আমার দিকে? আমি হচ্ছি বুড়ো যুদ্ধের ঘোড়া—জানতে না তুমি? বেস্টুজ়েভ-এর[১] পুরোনো ছাত্রী আমি। জেলে গিয়েছি, ব্যারিকেডে দাঙ্গা করেছি।—কী, ভাবছো কী? কিন্তু সত্যি, জনসাধারণকে আমরা একেবারেই চিনি না। আমি এইমাত্র সেখান থেকেই

১। বেস্টুজ়েভ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রী ছিলেন বামপন্থী।

আসছি, ঠিক কথাই ভেবেছি আমি। ওদের জন্য একটা লাইব্রেরি ক'রে দিচ্ছি।'

পান করছিলেন তিনি এবং স্পষ্টতই একটু নেশা হচ্ছিলো তাঁর। কিন্তু এদিকে ইউরির মাথাও ঘুরতে শুরু করেছে। সে এতোক্ষণ লক্ষ্যই করেনি কী ক'রে সে ও গুরা গ্লেজিঙ্গের, দু'জনে ঘরের দুই প্রান্তে চ'লে এলো; টেবিলের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে সে, আর আপাতদৃষ্টিতে নিজের কাছে সম্পূর্ণ আশাতীতভাবে সে বক্তৃতা শুরু ক'রে দিয়েছে। সকলকে চুপ করাতে বেশ সময় লাগলো তাঁর।

'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমার ইচ্ছে…মিশা! গোগোচকা! টোনিয়া, কী করি বলো তো, এরা তো শুনবে না। ভদ্রমহিলা ও ভদ্র-মহোদয়গণ, দু'একটা কথা আমাকে বলতে দিন আপনারা। অশ্রুতপূর্ব, অবিশ্বাস্য এক ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমরা। তার তলায় অবলুপ্ত হবার আগে শুনুন আমি কী চাই। সেই ঘটনা যখন ঘটবে, ভগবান করুন তখন যেন পরস্পরকে না হারাই আমরা, আত্মাকে না হারাই। গোগোচকা, হাততালিটা বরং পরেই দিয়ো, আমি এখনো শেষ করিনি। ওখান থেকে চ'লে এসো, এসে মন দিয়ে শোনো।

'যুদ্ধের এই তিন বছরে লোকের মনে এই প্রতীতি জন্মেছে যে আজ হোক বা কাল হোক যাঁরা যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এবং যাঁরা তা নন—তাদের মধ্যে সব বিভেদ লুপ্ত হবে। উত্তাল হ'য়ে উঠবে রক্তের সমুদ্র, যুদ্ধের বাইরে যারা ছিলো তাদেরও রক্তে না-ডুবিয়ে ছাড়বে না। এই বন্যাই হ'লো বিপ্লব।

'সেটা যখন ঘটবে তখন যুদ্ধে গিয়ে আমাদের যেমন মনে হয়েছিলো তেমনি আপনাদেরও মনে হবে, জীবন থেমে গেছে, ব্যক্তিগত ব'লে আর কিছু নেই, হত্যা আর মৃত্যু ছাড়া এ-জগতে আর কিছুই ঘটছে না। এই সময় নিয়ে যখন ইতিহাস আর স্মৃতিকথা লেখা হবে তখন যদি বেঁচে থাকি আমরা, তাহ'লে সেই স্মৃতিকথা প'ড়ে জানতে পারবো এক শতাব্দী ধ'রে মানুষ যে-অভিজ্ঞতা লাভ করে সেই অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি এই পাঁচ-দশ বছরে। জানি না, জনগণ নিজে থেকে জোয়ারের মতো জেগে উঠে

স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে চলবে, না কি সব-কিছু শুধু ক'রে দেয়া হবে তাদের নামে। এমন বিপুল এই ঘটনা যে তার কোনো পরিচয়পত্র চাওয়া যায় না, নিজের অস্তিত্বের কোনো নাটকীয় প্রমাণ দেবার দরকার নেই এর, এমনিই একে মেনে নেবো আমরা। দানবীয় ঘটনার কারণ খুঁজতে যাওয়াটা হীনতা ও ক্ষুদ্রতা। আর সত্যি-সত্যি, কারণ বলতে তো কিছু নেই। শুধুমাত্র পারিবারিক ঝগড়ারই শুরু থাকে—পরস্পরের চুল ছিঁড়ে, বাসন ভেঙে, তারপর লোকেরা ভাবতে চেষ্টা করে শুরুটা কে করেছিলো। প্রকৃতই যা মহৎ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মতো তারও কোনো আরম্ভ নেই। তার আবির্ভাব অকস্মাৎ হয়, যেন চিরকালই সে আছে, কিংবা যেন আকাশ থেকে পড়লো।

'আমার আরো মনে হয় যে রাশিয়ার ভাগ্যলিপি হ'লো পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সোশ্যালিস্ট দেশ হওয়া। সেটা যখন হবে, দীর্ঘকাল স্তম্ভিত হ'য়ে থাকবো আমরা, সংবিৎ ফেরার পরও অর্ধচেতন হ'য়ে থাকবো, অর্ধেক স্মৃতি বিনষ্ট হ'য়ে যাবে। ভুলে যাবো ঘটনার পারম্পর্য, যা ব্যাখ্যাতীত তার কারণ খুঁজতে যাবো না। নতুন ব্যবস্থাগুলি আমাদের চারপাশে ঘিরে থাকবে, দিগন্ত-পারের বন আর মাথার ওপরে মেঘের মতোই পরিচিত হবে তারা। তা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।'

আরো কিছু বললে সে, ততোক্ষণে সে সম্পূর্ণভাবে শান্ত হ'য়ে এসেছে, তবু ব'সে পড়ার পরও তাকে কে কী বলছে তা ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছিলো না, যা ইচ্ছে তাই জবাব দিচ্ছিলো। জানতো সকলেই প্রীতি জানাচ্ছে তাকে, কিন্তু যন্ত্রণাময় অস্বস্তির বোঝা চেপে বসেছিলো তার ওপর। বললে :

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আপনাদের এই অনুভূতিকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমি তার যোগ্য নই। অমন না-ভেবেচিন্তে ভালোবাসবেন না। আমার মনে হচ্ছে আপনারা অনেক, অনেক প্রীতি সঞ্চয় ক'রে চলেছেন, পাছে ভবিষ্যতে এর চেয়েও আরো বেশি ভালোবাসতে হয়।'

এটাকে একটা সচেতন পরিহাস মনে ক'রে সবাই খুব হাসলো আর হাততালি দিলো, আর ইউরি, ভালোর জন্য তার তৃষ্ণা, আর তার সুখী হবার ক্ষমতা যতোই বড়ো হোক না কেন, দুর্ভাগ্যের পূর্বসূচনার আশঙ্কা,

আর ভবিষ্যতের ওপর কোনো হাত না থাকার জন্য অসহায়তাবোধ তার এতো তীব্র হ'য়ে উঠেছিলো যে কী বলছে সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিলো না তার।

অতিথিরা বিদায় নিচ্ছিলেন। মলিন, ক্লান্ত মুখ তাঁদের। কেউ মুখ খুলে আর কেউ বা মুখ বুজে, তাঁরা যখন হাই তুলছিলেন তখন তাঁদের ঘোড়ার মতো দেখাচ্ছিলো।

বিদায় নিতে-নিতে পর্দা সরিয়ে জানলাগুলি খুলে দিলেন তাঁরা। নোংরা, মেটে-সবুজ মেঘে-ভরা ভেজা আকাশে হলুদ ভোরের আলো ফুটে আছে। 'মনে হচ্ছে আমরা যতোক্ষণ কথা বলেছি ততোক্ষণে ঝড় হ'য়ে গেছে,' একজন বললেন।—'পথে বৃষ্টি পেয়েছিলাম আমি, কোনোমতে এসে পৌঁচেছি,' সমর্থন করলেন গুরা।

পরিত্যক্ত পথ তখনো অন্ধকার, পালা ক'রে শোনা যাচ্ছে গাছ থেকে ঝ'রে পড়া জলের ফোঁটার শব্দ আর বৃষ্টিতে ভেজা চড়ুইয়ের ক্রমাগত ডাক।

সারা আকাশটাকে চিরে যেন লাঙল চালিয়ে দেয়া হ'লো, এমনি ভাবে মেঘ ডেকে উঠলো। তারপর নিস্তব্ধতা। তারপর দেরি ক'রে-ক'রে চারবার সজোর গর্জন, যেন হেমন্তের নতুন-খোঁড়া খেত থেকে পচা আলু ছুঁড়ে দিচ্ছে কেউ।

ধূলিমলিন, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘরের এক অংশ ফাঁকা ক'রে দিলো এই গর্জন। হঠাৎ, বৈদ্যুতিক শক্তির মতো, পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো জীবনের উপাদানগুলি: হাওয়া আর জল, আনন্দের প্রয়োজন, মাটি, আকাশ।

অতিথিরা যাঁরা বিদায় নিচ্ছেলেন তাঁদের গলার আওয়াজে ভ'রে উঠলো গলিটা। বাড়ির ভেতরে থাকতেই কী একটা তর্ক বেধেছিলো তাঁদের মধ্যে, রাস্তাতেও ঠিক সেই একভাবেই এখনো তর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। ক্রমে দূর থেকে নরম হ'য়ে ভেসে আসতে লাগলো তাঁদের গলা, তারপর এক সময় মিলিয়ে গেলো।

'কী দেরি হ'য়ে গেলো,' ইউরি বললে। 'চলো শুতে যাই। এ-জগতে তোমাকে আর বাবাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসি না।'

অগস্ট চ'লে গেছে, সেপ্টেম্বরও শেষ হ'য়ে এলো। শীত এলো ব'লে; আর মানুষের জগতেও বাতাস ভারি হ'য়ে আছে এমন-কিছুতে, যা প্রকৃতির এই মৃত্যুর মতোই কঠিন। সকলের মুখে শুধু তারই কথা।

জোগাড় করতে হবে খাবার, আর জ্বালানি কাঠ, কিন্তু জড়বাদের সেই বিজয়ের দিনে জড় এক নির্বস্তুক ধারণায় পরিণত হ'য়ে গেছে; কেউ আর 'খাবার' বা 'জ্বালানি' বলে না—বলে 'পুষ্টি' বলে 'ইন্ধন-সংগ্রহ'।

যে-অজানা, পরিচিত সমস্ত বস্তু ভাসিয়ে নিয়ে চলার পথে সকল জায়গা জনশূন্য ক'রে ফেলেছে, তা যদিও শহরেরই সন্তান ও সৃষ্টি, তবু তার সামনে শহরবাসীরা আজ শিশুর মতো অসহায়।

খোঁড়াতে-খোঁড়াতে, ঘষ্টাতে-ঘষ্টাতে মানুষের দৈনন্দিন জীবন যুদ্ধ করতে-করতে এগিয়ে চলেছে অজানা গন্তব্যের দিকে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এখনো কথা বলে লোকেরা, নিজেদের ঠকায়। কিন্তু ইউরি বুঝতে পেরেছিলো, জেনেছিলো, সব শেষ হ'তে চলেছে, সে আর তার মতো লোকেদের ধ্বংসের আজ্ঞা ঘোষিত হ'য়ে গেছে। সামনে কঠোর পরীক্ষা, হয়তো মৃত্যু। তাদের সময় শেষ হ'য়ে এসেছে, দিনগুলি তার চোখের ওপর দিয়ে ছুটে চ'লে যাচ্ছে।

দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি, তার কাজ, তার চিন্তা, এরাই বাঁচিয়ে রেখেছে তার বিচারবুদ্ধিকে। তার স্ত্রী, তার সন্তান, উপার্জনের প্রয়োজন, তার অভ্যাসের বিনম্র নিত্যনৈমিত্তিকতা—এতেই তার মুক্তি নিহিত।

সে উপলব্ধি করলে ভবিষ্যতের দানবীয় যন্ত্রের কাছে সে এক বামন মাত্র। সেই ভবিষ্যৎকে সে ভয়ও পায়, ভালোও বাসে, গোপনে সেই ভবিষ্যতের জন্য সে গর্বিত, আর, যেন শেষবারের মতো, বিদায় জানাতে গিয়ে সে আগ্রহভরে লক্ষ্য করে গাছ আর মেঘ আর রাস্তার মানুষগুলিকে,—দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রামে নিযুক্ত এই রুশীয় মহানগরকে। যাতে অবস্থার উন্নতি হয় সেজন্য সে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত, কিন্তু কিছু করার ক্ষমতা তার নেই।

আর্বাটে, রুশ চিকিৎসক-সমাজের দাওয়াইখানার কাছে, যখন সে ওল্ড

কোচইয়ার্ড স্ট্রীট পার হয়, ঠিক তখনই ঐ আকাশ আর রাস্তার লোকেরা তাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে।

হাসপাতালের কাজে আবার যোগ দিয়েছে সে। হাসপাতালটার নাম এখনো হোলি ক্রস-ই আছে, যদিও ওই নামধারী গোষ্ঠীটার আর চিহ্ন নেই—এ পর্যন্ত এর চাইতে উপযোগী কোনো নামের কথা কেউ ভেবে উঠতে পারেনি।

কর্মীরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছেন। মধ্যপন্থীরা আছেন; তাঁদের স্থূলত্ব ইউরির বিরক্তি উদ্রেক করে, আর তাঁরা ইউরিকে বিপজ্জনক বলে মনে করেন। আর আছেন তাঁরা, যাঁরা রাজনীতিতে অনেকদূর এগিয়েছেন, তাকে যথেষ্ট লাল ব'লে মনে করেন না তাঁরা; ইউরি অতএব কাউকেই খুশি করতে পারে না।

সাধারণ কাজের ওপরে, পরিচালক তার ঘাড়ে স্ট্যাটিস্টিক্স-এর ভার চাপিয়েছেন। অন্তহীন প্রশ্নমালা তার হাতে আসে, অসংখ্য ফর্ম লিখে ফেলতে হয়। মৃত্যুর হার, অসুস্থতার হার, কর্মীদের উপার্জন, তাদের রাজনৈতিক চিন্তার মান, নির্বাচনে তাদের অংশ, জ্বালানির, খাদ্যের, ওষুধের চিরন্তন অভাব, সব-কিছুর নিখুঁত হিসেব জানাতে হবে।

স্টাফরুমে জানলার ধারে তার পুরোনো টেবিলে ব'সে কাজ করে ইউরি; সব রকম আকারের আর আকৃতির ফর্ম আর চার্টে তার টেবিল স্তূপীকৃত হ'য়ে থাকে। একপাশে সেগুলো সরিয়ে রেখেছে সে; মাঝে-মাঝে কয়েক মুহূর্তের জন্য সে ছুটি নেয়, ডাক্তারি নোট নেবার জন্যই শুধু নয়, 'বামন ও মানব' নাম দিয়ে সে সময়কার বিবৃতিময় যে-বইটি সে রচনা করছে তার জন্যও। বইটিতে গদ্য রচনা, কবিতা ও আরো নানা রকম লেখা থাকবে, সব লেখাতেই তার এই অনুভূতি ধরা পড়বে যে অর্ধেক পৃথিবী আজ নিজেকে ভুলে গিয়ে ঈশ্বর জানেন কোন ভূমিকায় অভিনয় করছে।

তার ঘরটি উজ্জ্বল; তার শাদা চুনকাম-করা দেয়ালের ওপর ক্রীম রঙের রোদ্দুর মনে করিয়ে দেয় 'স্বর্গারোহণ'-পরবের পরবর্তী হেমন্তের সোনালি দিনগুলিকে, যখন ভোরবেলা শিশির পড়া শুরু হয়, আর পাৎলা-হ'য়ে-আসা বনের উজ্জ্বল পাতার ফাঁকে-ফাঁকে লাফায় তিতির আর হরবোলা। অমন

দিনে চরম দূরত্বে উঠে যায় আকাশ, আকাশ আর মাটির মাঝখানকার স্বচ্ছ বাতাসের মধ্যে উত্তরের তুহিন ঘন-নীল দীপ্তি লুকিয়ে-লুকিয়ে ঢুকে পড়ে। এই পৃথিবীর সব-কিছু আরো স্পষ্ট দেখা যায়, আরো স্পষ্ট শোনা যায়। যে-কোনো শব্দ জমে যায় বরফের মতো, ধ্বনি তুলে-তুলে বিপুল সুদূরে মিলিয়ে যায়। যেন আগামী অনেকগুলি বছর ভ'রে জীবনের বিস্তারকে প্রকাশ করবে, এমনিভাবে প্রকৃতি নিজেকে মেলে ধরে। অসহনীয় হ'তো এই স্বচ্ছতা, যদি-না তা এতো ক্ষণস্থায়ী হ'তো, যদি না আসতো ত্বরান্বিত সন্ধ্যার ঠিক আগে হেমন্তের হ্রস্ব দিনের অবসনকালে।

সেই আলো এসে পড়েছে এখন স্টাফরুমে, প্রথম হেমন্তের সূর্যাস্তের আলো, কোনো পাকা ফলের মতো সরস, স্বচ্ছ ও সজল।

ইউরি টেবিলে ব'সে লিখছিলো, চিন্তা করার জন্য আর কালিতে কলম ডোবাবার জন্য থামছিলো মাঝে-মাঝে, এদিকে নিঃশব্দ পাখিরা স্টাফ-রুমের উঁচু জানলার পাশ দিয়ে উড়ে চ'লে যাচ্ছে—তাদের ছায়া পড়ছে কাগজের ওপর দিয়ে চলমান ইউরির হাতের ওপরে, পড়ছে ঘরের দেয়ালে, আর ফর্মে-বোঝাই টেবিলটার ওপর—আর অমনি ক'রে নিঃশব্দে মিলিয়ে যাচ্ছে।

কেমিস্ট্রির ডেমন্সট্রেটর ঘরে এলেন। মোটা মানুষ, কিন্তু ওজনে এত কমে গেছেন যে ভাঁজে-ভাঁজে ঢিলে চামড়া ঝুলে আছে তাঁর। 'মেপ্‌ল্‌-পাতা সবই প্রায় ঝ'রে গেলো,' ভদ্রলোক বললেন। 'ঝড়-জল কীভাবে সহ্য করে অথচ এক সকালের হিমে সব শেষ।'

ইউরি চোখ তুলে তাকালো। যে-রহস্যময় পাখিরা জানলা দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো তারা আসলে মেপ্‌ল্‌-পাতা। গাছ থেকে উড়ে এসে উঁচু দিয়েই উড়ে যাচ্ছে তারা, তারপর বাঁকা কমলারঙের তারার চেহারা নিয়ে ঝ'রে পড়ছে দূরে ঘাসের ওপর।

'জানলায় পুডিং লাগানো হয়েছে?'

'এখনো হয়নি।' ইউরি লিখে চললো।

'লাগাবার সময় হয়েছে বোধ হয়?'

লেখায় ডুবে ছিলো ইউরি, কোনো জবাব দিলো না।

'ঈশ্‌, টারাসিউক চ'লে গেলো,' রাসায়নিকটি ব'লে চললেন। 'সোনার

টুকরো ছেলে, এই টারাসিউক। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সব করতে পারে। যা কিছু চাও সব জোগাড় ক'রে আনবে সে। আর এখন জানলার কাচগুলো আমাদের নিজেদের ঠিক ক'রে নিতে হবে।

'পুডিং নেই।'

'তা বানিয়ে নেওয়া যায়। আমি ব'লে দেবো কী-কী মাল-মশলা লাগবে।' রেড়ির তেলে আর খড়ি মিশিয়ে কী ক'রে কাচ আটকাবার পুডিং করতে হয়, তার ব্যাখ্যা করতে লাগলেন তিনি। 'আচ্ছা, আসি এবার। আপনি এখন কাজ করছেন মনে হচ্ছে।'

অন্য জানলার কাছে গিয়ে তাঁর বোতলের আর নমুনার সারির ওপর ঝুঁকে পড়লেন তিনি। 'চোখের মাথাটি খাবেন আপনি,' একটু পরে বললেন। 'অন্ধকার হ'য়ে আসছে। আলো তো আর দেবে না এরা। চলুন, বাড়ি যাওয়া যাক।'

'আর মিনিট কুড়ি আমি কাজ করবো।'

'ওর স্ত্রী এখানে ঝিয়ের কাজ করতো।'

'কার স্ত্রী?'

'টারাসিউকের।'

'জানি।'

'টারাসিউক যে কোথায় তা কেউ জানে না। সারা দেশময় ডাকাতি ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গত গ্রীষ্মে দুবার এসেছিলো বৌয়ের কাছে, এখন আবার গেছে। নতুন জীবন তৈরি করছে সে। ও হ'লো ঐসব সৈন্য-বলশেভিকদেরই একজন, রাস্তায়, ট্রেনে সর্বত্রই তো তাদের দেখা যায়। ওদের বিষয়ে একটা কথা শুনবেন?—ধরুন, টারাসিউক। যে কোনো ব্যাপারে ওর বুদ্ধি খেলে। যাই করুক না কেন ভালো ক'রে করে। যুদ্ধেও তাই হ'লো ওর—যেভাবে অন্য কোনো কাজ হ'লে শিখতো ঠিক সেভাবেই যুদ্ধ করতে শিখলে। পয়লা নম্বরের লক্ষ্যভেদকারী হ'লো ও। উত্তেজনায় চমৎকার ওর প্রতিক্রিয়া, চোখের আর হাতের সুন্দর সংযোগ। পুরস্কৃত করা হ'লো তাকে, সাহস বা বুদ্ধির জন্য নয়, সবসময় লক্ষ্যভেদ করতে পারার জন্য। যেটাই করতে যায় সেটাতেই নেশা ধ'রে যায় ওর, যুদ্ধটাকেও সেইভাবে নিলো। বন্দুক যে

মানুষকে কী করতে পারে সেটা বুঝতে পারলে সে,—শক্তি দেয়, সম্মান আনে। নিজে ক্ষমতাশালী হ'তে চাইলে সে। যার হাতে বন্দুক আছে, সে তো অন্যসব মানুষের মতো নয়। আগেকার দিনে এ-সব লোক ডাকাত হ'তো। টারাসিউকের কাছ থেকে বন্দুকটা নেবার চেষ্টা ক'রে দেখুন এখন। তারপর এলো সেই বুলি, "মনিবের বিরুদ্ধে বন্দুক তোলো," টারাসিউক তাই তুললে। আসল গল্পটা এই। এই হ'লো মার্ক্সবাদ।'

'এটা সবচেয়ে খাঁটি—একেবারে সোজাসুজি জীবন থেকে তুলে আনা। আপনি জানতেন না?'

রাসায়নিক তাঁর টেস্টটিউবের চোঙের কাছে ফিরে গেলেন।

'স্টোভের বিশেষজ্ঞটিকে কেমন লাগলো আপনার?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'ওঁকে পাঠিয়ে দেবার জন্য আপনার কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। চমৎকার মানুষ। হেগেল আর ক্রোচেকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা কথা বললাম।'

'তা তো বটেই! হাইডেলবার্গে দর্শনের ডিগ্রী নিয়েছিলেন উনি। স্টোভের কথা বলুন।

'সেটা ততো ভালো নয়।'

'এখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে?'

"ধোঁয়া থামে কখন?'

'নিশ্চয়ই চিমনি ভুল বসানো হয়েছে। শুধু যদি টারাসিউক থাকতো! কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক হ'য়ে যাবে। মস্কো তো একদিনে তৈরি হয়নি। স্টোভকে কাজে লাগানো তো আর পিয়ানো বাজানো নয়, ওতে নৈপুণ্যের দরকার করে। জ্বালানি কাঠ আছে?'

'কোথায় পাবো?'

'গির্জের দরোয়ানকে পাঠিয়ে দেবো। ও হ'লো এক জ্বালানি-চোর। বেড়া তুলে টুকরো-টুকরো ক'রে জ্বালানি তৈরি করে। তবে তার সঙ্গে আপনাকে দর-কষাকষি করতে হবে।—না থাক, বরং ইঁদুর-ধরাটা ভালো।'

ক্লোক-রুমে গিয়ে ওভারকোট প'রে তারা বেরিয়ে পড়লো।

'ইঁদুর-ধরা কেন? আমাদের বাড়িতে তো ইঁদুর নেই।'

'আরে তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এর। আমি কাঠের কথা বলছি। ইঁদুর-ধরা বুড়ি কাঠের খুব বড়ো ব্যবসা ফেঁদেছে। একেবারে রীতিমতো বাণিজ্য করছে সে—জ্বালানির জন্য পুরো বাড়ি কিনে নেয়। আ কপাল, অন্ধকার হ'য়ে এলো, সাবধানে পা ফেলবেন। আগে হ'লে এ-পাড়ার যে-কোনো দিকে আপনাকে চোখ বুঁজে নিয়ে যেতে পারতাম, সব চেনা ছিলো, কাছেই জন্মেছিলাম কিনা। কিন্তু বেড়া ভাঙা শুরু হওয়ার পর থেকে এমন কি দিনের বেলাতেও পথ খুঁজে পাই না। অচেনা শহরে আছি ব'লে মনে হয়। আবার দেখুন, অদ্ভুত সব জায়গার খুব নামডাক হচ্ছে। লক্ষ্য করেছেন আপনি? "লিটল এম্পায়ার" ধরনের ছোটো-ছোটো বাড়ি—বাগানে সবুজ গোল টেবিল আর চেয়ারগুলো প'চে-প'চে যাচ্ছে—সেই বাড়িগুলোর অস্তিত্ব এতদিন কে জানতো বলুন! সেদিন ও-রকম একটা জায়গার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তিন রাস্তার মোড়ে ছোট্ট ফাঁকা জায়গা—দেখি কী, লাঠি ঠুকঠুকিয়ে এক বৃদ্ধা মহিলা চলেছেন—অন্তত একশো বছর বয়স হবে তাঁর। "নমস্কার, ঠাকুমা," বললাম আমি, "মাছ ধরার জন্য পোকা খুঁজছেন নাকি?" আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম কথাটা, কিন্তু উনি বেশ গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন আমার কথার। "না, খোকা না," বললেন উনি, "ব্যাঙের ছাতা খুঁজছি।" আর জানেন, সত্যি কথা, শহরটা যেন জঙ্গলে পরিণত হচ্ছে। পচা পাতা আর ব্যাঙের ছাতার গন্ধ ছড়িয়ে আছে শহরে।'

"বোধহয় বুঝতে পেরেছি কোন জায়গাটার কথা বলছেন—'রুপোলি পথ'[১] আর 'নিঃশব্দ পথের'[২] মধ্যে নয় কি? ওই জায়গাটায় অদ্ভুত-অদ্ভুত সব ঘটনার মুখোমুখি হই আমি—হয় এমন কারো সঙ্গে দেখা হয় যাকে কুড়ি বছর দেখিনি, কিংবা কিছু একটা খুঁজে পাই। জায়গাটা নাকি ভয়ের—তা হওয়া আশ্চর্য নয়, পেছন দিকটায় তো রীতিমতো এক খরগোসের খাঁচা, ঘোরানো প্যাঁচানো রাস্তার পর রাস্তা স্ক্লেনস্কির কাছে দাগি চোরেদের

১। রুপোলি পথ: সেরেব্রিয়ান্নায়া।

২। নিঃশব্দ পথ: মোল্‌চান্নায়া।

আস্তানার দিকে চ'লে গেছে। আপনি কোথায় আছেন তো বোঝার আগেই দেখবেন আপনাকে উলঙ্গ ক'রে রেখে তারা পালিয়েছে।'

'আর ওখানে রাস্তার বাতিগুলো দেখেছেন—কিছুই আলো হয় না বলতে গেলে। ওদের যে কুস্তিগির বলা হয় সেটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। দেখবেন ধাক্কা খাবেন না যেন।'

৬

'রূপোলি পথে'র ধারের চৌমাথায় সত্যই অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটেছে ইউরির জীবনে।

অক্টোবর-দাঙ্গার আগে, এক ঠাণ্ডা অন্ধকার রাত্রে সে দেখেছিলো পথের ওপর অচেতন হ'য়ে একটি লোক প'ড়ে আছে। ফুটপাথের সিমেণ্টের ধারে, হাত-পা ছড়িয়ে ল্যাম্পপোস্টের তলায় মাথা রেখে শুয়ে ছিলো সে। ইউরি তাকে জাগাবার চেষ্টা করতে, কাৎরে উঠে বিড়বিড় ক'রে তার মনিব্যাগ বিষয়ে কী যেন বললে লোকটি। তাকে মেরে-ধ'রে সর্বস্ব লুট ক'রে নিয়েছে। মাথায় মেরেছে, কিন্তু ইউরি দেখলে কোনো হাড় ভাঙেনি।

আর্বাটে ওষুধের দোকানে গিয়ে হাসপাতালে টেলিফোন করলো ইউরি, জরুরি কাজে ব্যবহৃত গাড়ি আনিয়ে এমার্জেন্সি-ওয়ার্ডে নিয়ে গেলো লোকটিকে।

দেখা গেলো আহত ব্যক্তিটি একজন নামজাদা রাজনৈতিক নেতা। ইউরি তাঁর চিকিৎসা করলে, এর পরে অনেক বছর পর্যন্ত তার রক্ষকের কাজ করেছেন ইনি, যে-সময়ে সন্দেহে বাতাস সর্বত্র ভারি, সে-সময়ে কয়েকবার ভুল বোঝাবুঝির হাত থেকে ইনি তাকে বাঁচিয়েছেন।

৭

টোনিয়ার সংকল্প কাজে খাটানো হ'লো: সবচেয়ে ওপর তলার তিনখানা ঘরে শীতের বাসা বাঁধলো তারা।

ঠাণ্ডা, ঝোড়ো হাওয়ায় ভরা, ভারি বরফের মেঘে অন্ধকার এক রবিবার। ইউরির সেদিন ছুটি ছিলো।

সকালে আগুন ধরানো হয়েছিলো, এখন স্টোভ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। স্যাঁৎসেঁতে কাঠ নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে নিউশা। স্টোভের ব্যাপার টোনিয়া কিছুই বোঝে না, সে যা-কিছু নির্দেশ দেয় তারই ফল হয় উল্টো। ইউরি স্টোভ ব্যাপারটা বোঝে, কিন্তু সে নাক গলানোমাত্র, তার স্ত্রী তাকে কাঁধে ধ'রে আস্তে বাইরে ঠেলে পাঠিয়ে দেয়: 'তুমি আর ঝামেলা করতে এসো না তো। আগুনে তেল ঢালবার কোনো দরকার নেই।'

'তেল ঢাললে ভালোই হ'তো, কিন্তু মুস্কিলটা এই যে তেলও নেই আগুনও নেই।'

'ছাখো, রসিকতা কোরো না। এটা মোটেও রসিকতার সময় নয়।'

স্টোভের গোলমালে সকলের সব পরিকল্পনাই ভণ্ডুল হয়ে গেলো। সকলেই আশা করেছিলো অন্ধকার হবার আগে যে যার কাজ সেরে ফেলবে, বিকেলটা ফাঁকা রাখবে, কিন্তু এখন রাত্রের খাওয়া হ্তেই দেরি হয়ে যাবে, টোনিয়ার মাথা ঘষা হবে না, আরো অনেক কাজ বাতিল করতে হবে।

আগুন থেকে ক্রমশই আরো বেশি ক'রে ধোঁয়া বেরুতে লাগলো। বাতাসের বেগ যেই বাড়লো, অমনি চিমনি দিয়ে ঘরে ঢুকলো ধোঁয়া, মায়া-কাননে কালো দৈত্যের মতো ঝুল-পড়া মেঘ ঝুলে রইলো ঘরের মধ্যে।

শেষ পর্যন্ত সবাইকে ঘর থেকে বার ক'রে অন্য দুই ঘরে পাঠিয়ে দিলে ইউরি; জানলা খুলে দিলে, অর্ধেক কাঠ বের ক'রে নিয়ে বাতিটা সাজিয়ে রাখলে, টুকরো কাঠ আর বার্চগাছের ডাল ছড়িয়ে দিলে তাদের মাঝখানে।

দমকা হাওয়া ঢুকলো ঘরে, পর্দা উড়ে গেলো, কাগজ উড়ে গেলো টেবিলের ওপর থেকে, গলির একটা দরজা বাড়ি খেলো দড়াম ক'রে, আর বাকি ধোঁয়াটা নিয়ে বাতাস যেন লুকোচুরি শুরু করলো।

চিড়চিড় শব্দে আগুন ধ'রে উঠলো কাঠে। স্টোভে আগুনের শিখা গর্জন ক'রে উঠলো, বেরিয়ে এলো তপ্ত লাল ধাতুর গায়ে যক্ষ্মারোগীর মুখের লালচে ছিটের মতো। পরিষ্কার হ'য়ে গেলো বাতাস।

ঘরটা এবার হালকা লাগছে। জানলার কাচ ঘেমে উঠছে; সেই রাসায়নিকের নির্দেশ অনুসারে পুডিং বানিয়ে জানলা আটকে দিয়েছিলো ইউরি, একটা উষ্ণ আর তৈলাক্ত গন্ধ বেরুচ্ছে তা থেকে। ফার-গাছের

বাকল পোড়ার কড়া গন্ধ, আর আস্পেনের সাবান-জলের মতো টাটকা গন্ধ ভেসে আসছে, স্টোভে যে-সব কাঠ শুকোচ্ছে তাদের গা থেকে।

হাওয়ার মতোই ঝোড়ো বেগে নিকোলে নিকোলেভিচ ঘরে ঢুকলেন।

'দাঙ্গা হচ্ছে রাস্তায়। অস্থায়ী সরকারের পক্ষ নিয়ে লড়াই করছে ক্যাডেটরা, আর গ্যারিসনের সেপাইরা বলশেভিকদের পক্ষ নিয়েছে। চারদিকেই লড়াই, এই বিদ্রোহের কোথায় আরম্ভ তার হিসেব মেলে না। এখানে আসার পথে মুস্কিলে প'ড়ে গিয়েছিলাম,—একবার বড়ো দমিট্রোভকার মোড়ে আর একবার নিকিট্স্কি দরওয়াজায়। এখন ও-সব দিকে এগোবারই উপায় নেই, ঘুরে যেতে হবে তোমাকে। চ'লে এসো ইউরি, কোটটা চাপিয়ে নাও, বেরিয়ে পড়ো। কী হচ্ছে চোখে দেখবে না! এই তো ইতিহাস! জীবনে একবারের বেশি এমন ঘটনা ঘটে না।'

কিন্তু কথা ব'লেই ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে দিলেন তিনি। ডিনার খাওয়া হ'লো, বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হ'য়ে যখন তিনি ইউরিকে বাইরে বের করার জন্য টানাটানি করেছেন তখন ঠিক তাঁরই মতো ভঙ্গিতে, সেই এক খবর নিয়ে গর্ডনের প্রবেশ।

ব্যাপার অবশ্য অনেকদূর গড়িয়েছে। গর্ডন বললে গুলিবর্ষণ বেড়েই চলেছে, যে-সব গুলি লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না সেগুলি এসে পথচারীদের গায়ে লাগছে। তার ধারণা, সব যানবাহন বন্ধ হ'য়ে গেছে। দৈব আনুকূল্যে একটা গলিতে ঢুকে যেতে পেরেছিলো সে, কিন্তু সে-পথও এখন বন্ধ!

নিকোলে নিকোলেভিচ গর্ডনের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না; বাইরে বেরিয়ে গেলেন তিনি, কিন্তু ফিরে এলেন এক মিনিট পরেই। বললেন দেয়ালের কোনা থেকে ইট আর প্ল্যাস্টার খসিয়ে বন্দুকের গুলি অনবরত ছুটছে। বাইরে জনপ্রাণী নেই। যানবাহন বন্ধ হ'য়ে গেছে।

সেই সপ্তাহে ছোট্ট সাশার ঠাণ্ডা লাগলো।

'একশোবার বলেছি ও যেন স্টোভের কাছে না খেলে,' ইউরি বকাবকি করলে। 'অত্যন্ত গরমে যেতে দেওয়া অত্যন্ত ঠাণ্ডায় যেতে দেওয়ার চাইতে অনেক বেশি খারাপ।'

গলা ব্যথা হ'য়ে জ্বর হ'লো সাশার। অসুখ জিনিসটাকে নিদারুণ ভয়

পায় সাশা, ইউরি তার গলা দেখতে চাইলে বাবাকে ঠেলে দিলো সে, দাঁতে দাঁত আটকে এমন চ্যাঁচাতে লাগলো যে দম বন্ধ হবার জোগাড়। বোঝানো হ'লো, ভয় দেখানো হ'লো, কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হ'লো না। এক অসতর্ক মুহূর্তে হাই তুলতেই ইউরি তার অসাবধানতার সুযোগ নিলে; মুখের ভেতর চামচে ঢুকিয়ে তার লাল ল্যারিনক্স আর ফোলা টনসিলটা না দেখতে পাওয়া পর্যন্ত জিভটা চেপে রাখলো ইউরি, দেখলো শাদা-শাদা দাগ হয়েছে ওখানে। চিন্তিত বোধ করলো সে।

এই একই উপায়ে একটু কফের নমুনা তুলে নিলো কোনোমতে, বাড়িতেই মাইক্রোস্কোপ ছিলো তার, পরীক্ষা ক'রে দেখলো। ভাগ্য ভালো, ডিপথেরিয়া নয়।

কিন্তু তিন দিনের দিন রাত্রে প্রচণ্ড কাশি হ'লো সাশার। জ্বর খুব বেড়ে গেলো, কষ্টে নিশ্বাস পড়ছে। তার যন্ত্রণা লাঘব করার কোনো উপায় নেই ইউরির, তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখাটাও অসহ্য। টোনিয়া ভাবলে তার ছেলে মারা যাচ্ছে। দু-জনে পালা ক'রে তাকে কোলে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরলো তারা, তাতে বোধহয় একটু আরাম হ'লো তার।

ওর জন্য দরকার দুধ, আর সোডার জল। কিন্তু দাঙ্গা এখন চরমে উঠেছে। কামান আর বন্দুকের গুলি একবারের জন্যও থামে না। নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রেও ইউরি যদি দাঙ্গার এলাকা পার হ'য়ে যায় তবুও তার ওদিকে রাস্তায় সে কাউকে পাবে না। কিছু-একটা নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত শহরটা মরে থাকবে।

শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা যে কী দাঁড়াবে তা অবশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। চারদিক থেকেই এই গুজব কানে আসছে যে শ্রমিকরাই জিতছে। ক্যাডেটদের দল যুঝে চলেছে অবশ্য, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে, তাদের পরিচালকের সঙ্গে তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রে দেওয়া হ'য়েছে।

সিভ্‌ৎসেভ অঞ্চলটায় সেপাইরা পাহারা দিচ্ছে, শহরের ঠিক মধ্যস্থলের দিকে এগুচ্ছে তারা। একটা গলিতে গর্ত খুঁড়ে জর্মান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আগত সৈন্যরা আর কমবয়সী শ্রমিক ছেলেরা ব'সে থাকে; সেই রাস্তায় যারা থাকে তাদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বেশ আলাপ হ'য়ে গেছে তাদের, দরজার

বাইরে এসে যারা দাঁড়ায় তাদের সঙ্গে রসিকতাও করে। শহরের এই অংশে একটু চলাফেরা শুরু হয়েছে।

গর্ডন আর নিকোলে নিকোলেভিচ জ্বিভাগোদের বাড়িতে আটকে গিয়েছিলেন, তিনদিন পর ছাড়া পেলেন তাঁরা। সাশার অসুখের সময় তাঁরা কাছে ছিলেন ব'লে ইউরির ভালোই লেগেছিলো, আর তাঁরা যে বাড়ির সাধারণ বিশৃঙ্খলা আরো বাড়িয়ে দিলেন, সেজন্য টোনিয়া তাঁদের ওপর রাগ রাখলো না। কিন্তু তাদের ভদ্রতার প্রতিদান দিতে বাধ্য বোধ ক'রে তাঁরা অন্তহীনভাবে বকবক ক'রেছেন তাদের সঙ্গে; ইউরি শ্রান্ত হ'য়ে উঠেছিলো, ওঁরা যাওয়াতে সুখীই হ'লো সে।

৮

খবর পাওয়া গেলো তাদের অতিথিরা নিরাপদে বাড়ি পৌঁচেছেন, কিন্তু শহরে শান্তি নেমেছে এমন কথা এখনো বলা যায় না। এখনো দাঙ্গা চলছে কয়েক জায়গায়, কয়েকটা তল্লাটে যাতায়াত এখনো বন্ধ। হাসপাতালে যেতে পারে না ইউরি। তার কাজ, রিসার্চের নোট আর পাণ্ডুলিপি স্টাফ-রুমের টেবিলের দেরাজে রেখে এসেছে—সেগুলোর অভাব বোধ করে সে।

যে যার ছোট্ট পাড়াটুকুর মধ্যে সকালের দিকে বেরোতে পারে লোকেরা, একটু পথ হেঁটে যায় রুটি কিনতে, কিংবা কোনো ভাগ্যবান ব্যক্তি, যে এক বোতল দুধের মালিক, তাকে ঘিরে ভিড় করে, জিজ্ঞেস করে দুধটা সে কোথায় পেলো।

থেকে-থেকে সারা শহরে আবার নতুন ক'রে গোলাগুলি বর্ষণ শুরু হ'য়ে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছিলো দুই পক্ষে সন্ধির কথাবার্তা চলছে, সেই আলাপের গতিক বুঝে গোলা-বারুদ ছোঁড়া ক'মে আসছে বা বেড়ে যাচ্ছে।

তখন পুরোনো পাঁজি অনুসারে অক্টোবরের শেষ; এক সন্ধ্যায় বিশেষ দরকার ছাড়াই ইউরি তার এক সহকর্মীর বাড়ি গেলো। পথঘাট প্রায় জনশূন্য; রাস্তায় বলতে গেলে কারো সঙ্গেই দেখা হ'লো না। তাড়াতাড়ি

হাঁটতে লাগলো সে। সবে বরফ পড়তে শুরু করেছে, পাৎলা গুঁড়ো-গুঁড়ো বরফ দমকা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

এতো অলিগলি পার হ'তে হ'লো যে সেগুলোকে যেন গুনে আর শেষ করা যায় না, ভারি হ'য়ে নামলো বরফ, বাতাস হ'য়ে উঠলো ব্লিজার্ড—সেই রকম তুষার-ঝড়, যা মাঠের ওপর দিয়ে শিস দিয়ে ছুটতে-ছুটতে বরফের কম্বল বিছিয়ে দেয়, কিন্তু শহরে যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে অন্ধের মতো পথ হাৎড়ে বেড়ায়।

নৈতিক ও নৈসর্গিক জগতে সাদৃশ্য ধরা পড়লো, সুদূর ও নিকটবর্তী এই দুই গোলযোগে, পৃথিবীর বুকে আর আকাশে। মাঝে-মাঝে কোথাও কোথাও দল-ভাঙা প্রতিরোধ-ঘাঁটি থেকে গুলির ঝাঁক উড়ে আসছে। নিভে-আসা আগুনের ফুলকি উঠে যাচ্ছে ওপরে, বিলীন হয়ে যাচ্ছে দিগন্তে। আর বরফও উড়ছে আর ফুলকি ছড়াচ্ছে বাতাসে, ইউরির পায়ের তলায় ভেজা পাথর থেকে বরফের ধোঁয়া উঠছে।

এক খবর-কাগজওলা সদ্যছাপা কাগজের মোটা তাড়া বগলে নিয়ে ছুটতে-ছুটতে চেঁচাচ্ছে: 'নতুন খবর, নতুন খবর!' এক রাস্তার মোড়ে ইউরিকে ধরলে সে।

'রেজকিটা রাখো,' ইউরি বললে। ছেলেটি তাড়ার মধ্যে থেকে একটা ভেজা কাগজ বের ক'রে তার হাতের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বরফের ঝড়ে উধাও হ'য়ে গেলো।

হেডলাইনগুলি পড়ার জন্য রাস্তার আলোর তলায় দাঁড়ালো ইউরি। বিশেষ সংখ্যা এটা, দেরিতে বেরিয়েছে, ছাপা হয়েছে কাগজের শুধু এক পিঠে। পিটার্সবার্গের সরকারি ঘোষণা ছাপা হয়েছে এই কাগজে: জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে সোভিয়েট-সংঘ রচিত হয়েছে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব স্থাপিত হ'লো রাশিয়ায়। আর আছে নব্য সরকারের প্রথম কয়েকটি আদেশ, তা ছাড়া টেলিগ্রাফে ও টেলিফোনে পাওয়া কিছু খুচরো খবর।

ব্লিজার্ডের চাবুক এসে পড়লো ইউরির চোখে, ধূসর বরফ মৃদু শব্দে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ছাপার অক্ষর ঢেকে দিলো। কিন্তু যে-জন্য ইউরির পড়তে অসুবিধে হচ্ছিলো তা বরফ নয়, সেই মুহূর্তটির মহিমা অনুভব করে কেঁপে

উঠছিলো সে, আপ্লুত হ'য়ে পড়ছিলো এ-কথা ভেবে যে অনাগত শতাব্দীগুলির কাছে এই মুহূর্তটি কী-রকম অর্থপূর্ণ।

তবু কাগজটা যখন পড়তেই হবে, আরেকটু উজ্জ্বল ঢাকা কোনো জায়গার সন্ধানে সে চারপাশে তাকালো। দেখলো, আবার সে এসে দাঁড়িয়েছে 'রুপোলি' ও 'নিঃশব্দ' পথের সেই মায়াবী মোড়ে, এক লম্বা পাঁচতলা বাড়ির সামনে; বাড়িটির প্রবেশ-পথ কাচের, ভেতরে প্রশস্ত হল্‌ঘরে চমৎকার আলো জ্বলছে।

ভেতরে ঢুকলো সে, সীলিঙের আলোর তলায় দাঁড়িয়ে কাগজ পড়তে লাগলো।

ওপরে পায়ের শব্দ শোনা গেলো। ধীরে-ধীরে কে যেন সিঁড়ির অর্ধেক পর্যন্ত এলো, যেন ইতস্তত করছে এমনভাবে দাঁড়ালো, তারপর ঘুরে আবার ছুটে চ'লে গেলো দোতলার সিঁড়ির চাতালে। কোথায় যেন দরজা খুলে গেলো, দু'জনের গলা ভেসে এলো, তাদের প্রতিধ্বনি এতো অন্যরকম যে তা থেকে স্ত্রী কি পুরুষের গলা বোঝা অসম্ভব। তারপর দরজাটা সশব্দে বন্ধ হ'য়ে গেলো, সেই একই পায়ের শব্দ নেমে আসতে লাগলো নিচে, এবার আগের চাইতে দৃঢ়ভাবে।

কাগজে ডুবে ছিলো ইউরি, চোখ তুলে তাকাবার ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু আগন্তুক এমন অকস্মাৎ সিঁড়ির তলায় থেমে পড়লো যে মাথা তুলতে বাধ্য হ'লো সে।

তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বছর আঠারোর একটি ছেলে, মাথায় হরিণের চামড়ার টুপি, আর গায়ে হরিণের চামড়ার কোট—তার বাইরের দিকটা পশমি—সাইবেরিয়ায় লোকেরা যেমন পরে ঠিক তেমনি। শ্যামল তার গায়ের রং, কিরগিজ্‌ ছাঁদের সরু চোখ দুটি। মুখের মধ্যে কী যেন আছে যাতে তাকে অভিজাত ব'লে মনে হয়, তার একাকীত্বের ছোঁয়া, স্তব্ধতার সূক্ষ্মতায় সুদূর ব'লে মনে হয় তাকে; এই ধরনটা অনেক সময় পাওয়া যায় তাদের মধ্যে, যাদের বংশে জটিলতা ও মিশ্রণ বেশি।

মনে হ'লো, ছেলেটি ইউরিকে অন্য কেউ ব'লে ভুল করেছে। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হ'য়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে ইউরির দিকে তাকালো সে, যেন সে তাকে

চেনে, কিন্তু কথা বলবে কিনা ঠিক করতে পারছে না। এই ভুল বোঝার পালা শেষ ক'রে দেবার জন্য, ঠাণ্ডা, উৎসাহহীন দৃষ্টিতে ইউরি তার দিকে তাকালো।

অপ্রস্তুত হ'য়ে ঘুরে দাঁড়ালো ছেলেটি, ঢোকবার গলির কাছে এগিয়ে গেলো। সেখানে থেমে পড়লো সে, পেছনে কাচের দরজাটা বাড়ি মেরে বন্ধ ক'রে বেরিয়ে যাবার আগে আরো একবার পেছন ফিরে তাকালো।

সে চ'লে যাবার কয়েক মিনিট পরে ইউরিও বেরিয়ে পড়লো। নতুন খবরে ভরপুর হ'য়ে আছে তার মন ; শুধু যে ছেলেটিকেই সে ভুলে গেলো তা নয়, যে-সহকর্মীর বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়েছিলো তাকেও ভুলে গিয়ে সোজা বাড়ির দিকে চললো। কিন্তু পথে আরেক ব্যাপারে তার মন বিক্ষিপ্ত হ'লো ; সেটা প্রাত্যহিক জীবনের অনেক খুঁটিনাটির মধ্যে একটা, সেই সময়ে যার মূল্য অপরিসীম।

বাড়ির কাছেই অন্ধকারে এক কাঠের স্তূপের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে। সেই রাস্তায় কী-একটা সরকারি দপ্তর আছে যেন, শহরতলির ভাঙা বাড়ির মতো দেখতে ঐ কাঠের স্তূপ নিশ্চয়ই জ্বালানি কাঠ হিসেবে আনা হয়েছে। উঠোনে সবটুকুর জায়গা হয়নি, তাই বাড়তি অংশটা ফুটপাথের ধারে রাখা আছে। বন্দুক ঘাড়ে এক সান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে এই কাঠের পাহাড়টিকে ; উঠোনে পাইচারি করতে-করতে সে বার-বার ফটকের বাইরে তাকাচ্ছে।

ইউরি দ্বিতীয়বার চিন্তা করলো না ; পাহারাদার যেই পেছন ফিরলো, আর বাতাস শূন্যে তুললো বরফের মেঘ, অমনি সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে অন্ধকার দিকটায় গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলো সে ; রাস্তার বাতির আলো এড়িয়ে সযত্নে একেবারে তলা থেকে একটা তক্তা বেছে টেনে নিলো। সেটাকে পিঠে তুলতে বেশ কষ্ট হ'লো তার, কিন্তু পরমুহূর্তেই ভারটাকে আর ভার ব'লে মনে হ'লো না (কেননা নিজের বোঝা ভার নয়) ; দেয়ালের ছায়া ধ'রে-ধ'রে গুঁড়ি মেরে এগোলো সে, তক্তাটা নিরাপদে বাড়ি নিয়ে এলো।

একেবারে ঠিক সময়ে কাঠ মিলেছে ; তাদের জ্বালানি শেষ হ'য়ে

গিয়েছিলো। টুকরো-টুকরো ক'রে কেটে কাঠের টুকরোগুলো জমা করা হ'লো, ইউরি স্টোভ ধরিয়ে চুপচাপ বসলো তার সামনে। আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ আরাম-কেদারা টেনে নিয়ে আগুন পোহাতে লাগলেন।

কোটের পাশ-পকেট থেকে কাগজটা বের ক'রে ইউরি তাঁর সামনে মেলে ধরলে :

'এটা দেখেছেন? একটি কাণ্ড বটে। দেখুন একবার।'

উবু হ'য়ে ব'সে কাঠে খোঁচা দিতে-দিতে সে নিজের মনে কথা ব'লে চললো।

'কী আশ্চর্য অস্ত্রোপচার! ছুরির এক ঘায়ে সব পুরোনো পচা ঘা কেটে দেওয়া হ'লো। অতি সহজে, কোনো ঝামেলা না-ক'রে যুগ-যুগ ধ'রে যে-অবিচারের অসুরটা পেন্নাম পেয়ে-পেয়ে মোটা হচ্ছিলো—এক কথায় ঘোষিত হ'য়ে গেলো তার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা।

'এই নির্ভীকতা, কোনো-কিছুকে একেবারে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই শক্তি—এতে আছে জাতীয় চরিত্রের পরিচয়। পুশকিনের জ্বলন্ত স্পষ্টবাদিতার, টলস্টয়ের তথ্যের প্রতি নির্ভীক আসক্তির ছোঁয়া পাই এখানে।'

'কী বললে, পুশকিন? এক সেকেণ্ড দাঁড়াও। শেষ করতে দাও আমাকে। একসঙ্গে পড়া এবং শোনা দুটো কাজ আমি করতে পারি না।' আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ ভাবলেন ইউরি তাঁকে লক্ষ্য ক'রে কথা বলছে।

'প্রতিভার প্রকৃত স্বাক্ষর তো এখানেই।—মনে করুন আপনি কাউকে বললেন নতুন এক জগৎ সৃষ্টি করতে, আরম্ভ করতে নতুন এক যুগ—তাহ'লে তারা প্রথমে আপনাকে বলবে অল্প একটু জায়গা পরিষ্কার ক'রে দিতে। নতুন শতক গ'ড়ে তোলার কাজ শুরু করার আগে তারা অপেক্ষা করবে পুরোনো শতকের ধ্বংস হওয়া অবধি, জমা-খরচের হিসেব চাইবে তারা, চাইবে একটি পরিচ্ছন্ন যোগফল, খাতার একটি নতুন, পরিষ্কার পাতা।

'কিন্তু এখানে, ও-সব ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।—"এই রইলো। হয় নাও, নয় তো ছেড়ে দাও।" এই অভিনব ব্যাপার, ইতিহাসের এই বিস্ময়কর ঘটনা, এই আবির্ভাব—দৈনন্দিন জীবনের ঠিক মধ্যিখানে এর

বিস্ফোরণ হ'লো, এর পরে কী হবে তা একবারের জন্যও কেউ চিন্তা করলে না। এর আরম্ভ আদিতে নয়, হঠাৎ মাঝখান থেকে এর আরম্ভ—নিয়মমাফিক কোনো দেরি নেই এতে, সপ্তাহের প্রথমতম কাজের দিনটিকে হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ে, একেবারে দৈনন্দিন ব্যস্ততার মধ্যে। এই হ'লো সত্যিকার প্রতিভা। এমন অস্থানে, এমন অসময়ে এসে পড়তে পারে শুধু তা-ই, যা সত্যিকার মহৎ।

৯

শীত এলো—ঠিক সেই রকম শীত, যে-রকম আগেই ভাবা গিয়েছিলো।

এর পরের দুই বছরের শীতের মতো অতোটা ভীষণ না-হ'লেও এই শীতও তেমনি অন্ধকার, তেমনি ক্ষুধিত ও ঠাণ্ডা; এই শীত ভ'রেও দেখতে হ'লো পরিচিত সব-কিছুর ধ্বংস, জীবনের সব ভিত্তির পরিবর্তন, আর মুঠোর ফাঁক দিয়ে গ'লে চ'লে যাচ্ছে যে-জীবন, তাকে আঁকড়ে রাখার অমানুষিক প্রয়াস।

এমনি এসেছিলো তিনটি শীত ঋতু, একের পর এক, এমনি ভীষণ হ'য়ে তিন-তিন বার; এখন ভাবলে যা মনে হয় ১৯১৭-১৯১৮র শীতকালের কথা, আসলে হয়তো তা ঘটেছিলো আরো পরে। এই তিন শীতের পারম্পর্য আজ মিলে-মিশে এক হ'য়ে গেছে, তাদের আলাদা ক'রে আর ভাবা যায় না।

পুরোনো জীবন আর নতুন নিয়মগুলি এখনো পরস্পরের সঙ্গে এক হ'য়ে যেতে পারেনি। এর এক বছর বাদে যখন গৃহযুদ্ধ বাধলো তখনকার মতো তীব্র বিরোধ না-থাকলেও, পরস্পরের মধ্যে কোনো বিশেষ সংযোগও দেখা দিলো না। একটা ধাঁধাঁর দুই অংশ যেন তারা, পাশাপাশি রাখা আছে, খাপে-খাপে ব'সে গেলেও যেতে পারে।

সর্বত্র নতুন নির্বাচন হচ্ছে: বসবাসের ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পৌর ব্যবস্থা—সব-কিছুর জন্য। প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমিসার নিয়োগ করা হয়েছে; তাদের পরনে কালো চামড়ার জ্যাকেট, হাতে অসীম ক্ষমতা, লোহার মতো সুদৃঢ় মনের জোর, ভয়প্রদর্শনের বিভিন্ন উপায়ে ও রিভলভারে তারা সশস্ত্র, খুব কম দাড়ি কামায় তারা, তার চেয়েও কম ঘুমোয়।

ঐ চোরা বুর্জোয়া-গুষ্টিকে খুব চেনে তারা, বেশির ভাগ সরকারি ঋণপত্র তো ওদের দখলে; ওদের সঙ্গে ব্যবহারে একটুও করুণা দেখায় না তারা, হাসে শয়তানি ধরনে—যেন একদল ছিঁচকে চোরকে হাতে-নাতে ধ'রে ফেলেছে, তাদের ভাবখানা এইরকম।

এই বুর্জোয়ারাই এখন প্ল্যান-মাফিক নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলছে সব: কোম্পানির পর কোম্পানি, ব্যবসার পর ব্যবসা বলশেভিক হ'য়ে যাচ্ছে।

হোলি-ক্রস হাসপাতালের এখন নাম হয়েছে দ্বিতীয় নববিধান। অনেক বদলে গেছে সেটি; অনেকের চাকরি গেছে, আর কাজটা যথেষ্ট অর্থকরী নয় ব'লে অন্যেরা পদত্যাগ করেছেন। তাঁরা হলেন সব কেতাদুরস্ত ডাক্তার, লম্বা-চওড়া ফী হাঁকেন, কথা বলেন বেশি, সমাজের আদুরে খোকা সব। তাঁরা কাজ ছেড়েছেন স্বার্থের খাতিরে, কিন্তু ব'লে বেড়ান তাঁরা নাগরিক হিসেবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, আর যারা তা করেনি তাদের অবজ্ঞার চোখে ছাখেন। ইউরি চাকরি ছাড়েনি, থেকে গিয়েছে।

সন্ধেবেলা তার সঙ্গে টোনিয়ার এই ধরনের কথাবার্তা হ'তো:

'বুধবারের ব্যাপারটা ভুলো না কিন্তু, মেডিকেল ইউনিয়নের নিচের তলায় দু'বস্তা জমানো আলু ওরা আমাদের জন্য রেখে দেবে। কখন বেরুতে পারবো তোমাকে আগেই জানিয়ে দেবো আমি, একসঙ্গে বেরিয়ে স্লেজ নিতে হবে আমাদের।'

'ঠিক আছে, এখনো অনেক সময় আছে হাতে। শুতে যাও না এখন, অনেক রাত হলো। একটু বিশ্রাম করো তো! তুমি একাই সব কাজ করতে চাও নাকি?'

'এদিকে মড়ক লেগেছে। অত্যন্ত শ্রান্ত হ'লে অসুখ ঠেকাবার শক্তি ক'মে যায়। তোমার আর বাবার কী ভীষণ চেহারা হয়েছে। কিছু-একটা করতেই হবে আমাদের। কী করা যায় তা যদি জানতাম! নিজেদের যথেষ্ট যত্ন নিই না আমরা। টোনিয়া, শোনো—ঘুমোলে নাকি?'

'না।'

'নিজেকে নিয়ে ভাবনা নেই আমার, আমি ন'বার ম'রে গিয়ে বেঁচে উঠতে পারি—কিন্তু কোনো রকমে আমি যদি অসুস্থ হ'য়ে পড়ি তাহ'লে তুমি

মাথা ঠিক রেখো—রাখবে তো ?—আমাকে কিছুতেই কিন্তু বাড়িতে রেখো না। তক্ষুনি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো।'

'অমন কথা বোলো না, লক্ষ্মী তো। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো তোমাকে যেন ভালো রাখেন। যা-ই হোক, বিপদ যদি আসেই আমরা উৎরে যেতে পারবো।'

'মনে রেখো, কেউ আর সৎ নেই আজকাল, বন্ধু ব'লে কিছু আর নেই। আর তার চেয়েও কম আছে কাজের লোক। কিছু যদি হয়, পিচুজ্‌কিন ছাড়া কাউকে বিশ্বাস কোরো না। অবশ্য এখনো যদি সে থেকে থাকে সেখানে। ঘুমোলে ?'

'না।'

'মাইনে কম ব'লে সব চ'লে গেলো, আর এখন শোনা যাচ্ছে তারা নাকি তাদের নীতি আর নাগরিকের দায়িত্ব রক্ষা করেছে। রাস্তায় দেখা হ'লে হাতও ঝাঁকায় না ভালো ক'রে, ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করে: "ও, আপনি বুঝি এখনো ওদের ওখানে কাজ করছেন ?"—"হ্যাঁ, করছি," আমি জবাব দিয়েছি, "শুনে হয়তো অসুখী হবেন না যে আমাদের দুঃখকষ্ট নিয়ে আমি গর্বিত, আর সে-সব কষ্ট আমাদের ওপর চাপিয়ে যারা আমাদের সম্মান জানিয়েছে তাদের আমি শ্রদ্ধা করি।"

১০

বেশির ভাগ লোকের খাদ্য হ'লো সেদ্ধ জোয়ার, হেরিংমাছের মাথা দিয়ে রাঁধা স্যুপ, আর হেরিংমাছের বাকি অংশ দিয়ে একটা দ্বিতীয় পদ ; ময়দা অথবা রাগি সেদ্ধ ক'রে মণ্ডও হয়। এর পরে অনেকদিন ধ'রে এই মণ্ডই লোকের প্রধান খাদ্য হয়ে ছিলো।

এক অধ্যাপিকা, টোনিয়ার বন্ধু, তাকে তাদের ওলন্দাজি স্টোভে রুটি তৈরি করতে শিখিয়ে দিলেন। মতলবটা হ'লো কিছু রুটি বিক্রি ক'রে, বড়ো স্টোভটা ব্যবহার করার খরচ তুলে আনা ; কুকারটা থেকে এখনো খুব ধোঁয়া বেরুচ্ছে আর তাপ তো হয়ই না বলতে গেলে।

টোনিয়ার রুটি ভালোই হ'লো, কিন্তু ব্যবসাবুদ্ধি কোনো কাজে লাগলো

না। সেই বিশ্রী কুকারটাই আবার ব্যবহার করতে হ'লো তাঁদের। বড্ড খারাপ অবস্থায় পড়েছে তারা।

একদিন সকালে ইউরি কাজে যাবার পর টোনিয়া তার নোংরা গরম কোটটি গায়ে চাপালো—এতো খারাপ হ'য়ে গেছে তার শরীর যে গরমের দিনেও এই কোটের তলায় সে কাঁপে—তারপর বেরুলো 'শিকারে'। আর মাত্র দু'খানা জ্বালানি কাঠ বাকি আছে।

আশে-পাশের গলিতে-গলিতে ঘুরতে লাগলো সে; মস্কোর বাইরে গ্রাম থেকে চাষিরা মাঝে-মাঝে এসে সেখানে তরকারি আর আলু বিক্রি করে, দেখা যায়। বড়ো রাস্তায় তাদের পুলিশে ধরবে।

যা চাইছিলো তা একটু পরেই জুটে গেলো। চাষিদের মতো জামা-পরা এক বিপুলকায় যুবক তার পেছন-পেছন একটা স্লেজ টেনে নিয়ে এলো, সেটা দেখতে খেলনার মতো হালকা; অতি সাবধানে ওদের বাড়ির উঠোনে ঢুকলো সে।

স্লেজের মধ্যে থলিতে ঢাকা আছে, উনিশ শতকের ফোটোগ্রাফে বাগান-বাড়িতে যেমন থাম থাকে, তেমনি মোটা-মোটা বার্চ কাঠের বোঝা। এর দাম জানে টোনিয়া: নামেই বার্চ, কাঠটা যথাসম্ভব খারাপ; আর এতো সদ্যকাটা যে জ্বালানি হিসেবে মোটেও উপযোগী হবে না। কিন্তু গত্যন্তর যখন নেই, তখন তর্ক ক'রে লাভ কী?

যুবকটি পাঁজাকোলা ক'রে পাঁচ-ছয় বার কাঠের বোঝা টেনে নিয়ে ওপরের ঘরে পৌঁছে দিলে; তার বদলে সে নিলো টোনিয়ার আয়নার দরজাওলা ছোটো আলমারি। নিচে নিয়ে গিয়ে স্লেজের মধ্যে বোঝাই ক'রে স্ত্রীর জন্য উপহার নিয়ে চললো। ভবিষ্যতে আলু জোগান দেবার ইঙ্গিত দিয়ে সে পিয়ানোটার দাম জিজ্ঞেস করলে।

বাড়ি ফিরে ইউরি টোনিয়ার কাঠ কেনার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করলে না। আলমারিটা কাটলে এর চাইতে বুদ্ধিমানের কাজ হ'তো, কিন্তু সেটা তারা প্রাণ ধ'রে কিছুতেই করতে পারতো না।

'টেবিলের ওপর তোমার একটা চিঠি আছে, ছাখোনি?' টোনিয়া জিজ্ঞেস করলো।

'হাসপাতাল থেকে যেটা এসেছে? হ্যাঁ, আমি আগেই খবর পেয়েছি। রোগীর বাড়ি থেকে ডাক এসেছে। আমি নিশ্চয়ই যাবো। একটু বিশ্রাম ক'রেই যাচ্ছি। কিন্তু বেশ দূর জায়গাটা। জয়স্তম্ভের কাছে কোথায় যেন। ঠিকানাটা আছে আমার কাছে।'

'কত ফী দিতে চেয়েছে, দেখেছো? সেটা বরং দেখে নাও। এক বোতল জর্মান কন্যাক অথবা এক জোড়া মোজা। কী রকম লোক ওরা, ভাবো তো একবার। আজকাল আমরা কী ভাবে দিন কাটাচ্ছি সে-বিষয়ে কোনো জ্ঞানই নেই মনে হচ্ছে। নতুন বড়োলোক বোধ হয়?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কোনো জোগানদারের বাড়ি।'

নানাবিধ জিনিসপত্র সরবরাহ করার জন্য যে সব উৎসাহী ব্যবসায়ী সরকারি কনট্রাক্ট পেয়েছিলো তাদের বলা হ'তো জোগানদার অথবা দালাল। নতুন সরকার ব্যক্তিগত ব্যবসার উচ্ছেদ করেছে, কিন্তু আর্থিক সংকটের সময় কিছু-কিছু সুবিধেও দেওয়া হচ্ছিলো।

আগেকার দিনের বিত্তবান লোক নয় এরা, কোনো পুরোনো ফার্মের বরখাস্ত-হওয়া কর্তা নয়—সে-সব লোক অবশ্য এই আঘাত সামলে উঠতে পারেননি। এরা হ'লো এক নতুন জাতের ব্যবসাদার যাদের কোথাও কোনো শিকড় নেই, যুদ্ধ আর বিপ্লব যাদের সবচেয়ে নিচের শ্রেণী থেকে ওপরে টেনে তুলেছে।

দুধ দিয়ে শাদা-করা গরম জল আর স্যাকারিন পান ক'রে ইউরি তার রোগী দেখতে চ'লে গেলো।

দেয়াল থেকে দেয়াল পর্যন্ত গভীর বরফে রাস্তা ঢেকে আছে, কোথাও-কোথাও তা একতলার জানলার সমান উঁচু। এর ওপর দিয়ে ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়াচ্ছে নিঃশব্দ আধ-মরা ছায়ারা—অল্প কিছু খাবার হাতে চলেছে কেউ, কেউবা সেটা স্লেজে টেনে নিচ্ছে। এ ছাড়া বলতে গেলে অন্য যান-বাহন নেই।

পুরোনো দোকানের সাইনবোর্ডগুলি এখানে-সেখানে এখনো ঝুলে আছে। তলায় যে-সব ছোটো ছোটো সমবায় সমিতির দোকান খোলা হয়েছে তার সঙ্গে তাদের কোনো যোগ নেই। এই দোকানগুলি শূন্য, তালাবন্ধ, জানলা বন্ধ, অথবা তক্তা দিয়ে মুড়ে দেওয়া।

শূন্য ও তালাবন্ধ হওয়ার কারণ শুধু মালের অভাব নয়; জীবনের সব ক্ষেত্রে, ব্যবসাতেও, নতুন ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত কাগজ-কলমের ব্যাপার হ'য়েই আছে, তক্তামারা দোকানের মতো এমন একটা তুচ্ছ ব্যাপারের সঙ্গে এখনো তার যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি।

১১

ব্রেস্ট স্ট্রীটের শেষে, ৎভের দরওয়াজার কাছে বাড়িটা খুঁজে পেলো ইউরি।

বাড়িটা পুরোনো ইটের তৈরি একটা ব্যারাক, মাঝখানে উঠোন, উঠোনের দেয়াল বেয়ে উঠে গেছে ঢাকা কাঠের সিঁড়ি।

ভাড়াটেদের সাধারণ সভা ছিলো সেদিন; আগে থেকে দিন ঠিক ছিলো, স্থানীয় সোভিয়েট থেকে একজন মহিলা প্রতিনিধি এসেছেন, এমন সময় বন্দুকের লাইসেন্স পরীক্ষা ও লাইসেন্স-ছুট অস্ত্রশস্ত্রের খোঁজে এক মিলিটারির কমিশন হানা দিলো সেখানে। ভাড়াটেরা ঘরে ফিরে অপেক্ষা করতে বাধ্য হ'লো, কেননা কার কখন ডাক পড়ে বলা যায় না, কিন্তু কমিশনের স্থানীয় নেতা সোভিয়েটের প্রতিনিধিকে চ'লে যেতে বারণ করলেন, তাদের খোঁজাখুঁজি বেশি সময় নেবে না, পরে সভা হ'তে পারবে।

ইউরি যখন পৌছলো তখন তাদের কাজ প্রায় হ'য়ে এসেছে, কিন্তু সে যে ফ্ল্যাটে যাচ্ছে সেটা তখনো সার্চ করা হয়নি। সিঁড়ির চাতালে এক রাইফেলধারী সৈন্য তাকে আটকেছিলো, কিন্তু কমিশনের নেতা তাদের বাকবিতণ্ডা শুনে হুকুম দিলেন ডাক্তার তাঁর রোগী পরীক্ষা না-করা পর্যন্ত ওখানে সার্চ করা স্থগিত রাখা হবে।

দরজা খুলে দিলে গৃহস্বামী, অতি ভদ্র একটি যুবক, ম্লান জলপাই-রঙের চামড়া, আর বিষণ্ণ চোখ। স্ত্রীর অসুখ, এই সার্চের ব্যাপার, আর চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং তার প্রতিনিধির প্রতি তার সুগভীর শ্রদ্ধা, এমনি বহুবিধ ব্যাপারে উত্তেজিত আছে সে।

ডাক্তারের সময় ও অসুবিধে বাঁচানোর জন্য সে ছোটো ক'রে অসুখটা বোঝাতে গেলো, কিন্তু অতো তাড়াহুড়োর জন্যই সে কথা বললো অসংলগ্নভাবে, আর অনেকক্ষণ ধ'রে।

ডাক্তার যা দেখলেন তা হ'লো এক বিলাসী ফ্ল্যাট আর শস্তা বেজ্‌মেন্টের[1] মিশ্রণ ; আসবাবপত্র বেশির ভাগই তাড়াহুড়ো ক'রে কেনা হয়েছে, পাছে পরে টাকার দাম দ্রুত নেমে যায়, সেই ভয়ে এইভাবে টাকা খাটানো হয়েছে ; আসবাবের মধ্যে আছে কিছু-কিছু অসম্পূর্ণ সেট আর যে-সব জিনিস জোড়ে ব্যবহার করতে হয় তার একটি-একটি নমুনা।

যুবকটির ধারণা তার স্ত্রীর অসুখটা স্নায়বিক কোনো উত্তেজনার ফলে ঘটেছে। অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা টেনে এনে সে বললে যে সম্প্রতি বিচিত্র আওয়াজের এক অদ্ভুত ঘড়ি কিনেছে সে। তার কলকব্জা যে-ভাবে বিগড়েছে তাতে মেরামত হবার আশা নেই, ঘড়ি তৈরি শিল্পের একটি (ডাক্তারকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে সে ঘড়িটা দেখিয়ে দিলে) উজ্জ্বল নমুনা হিসেবে জলের দরে ঐ ঘড়িটা তারা কিনেছিলো। হঠাৎ, বছরের পর বছর যে-ঘড়িতে দম দেওয়া হয়নি, সে ঘড়ি নিজে থেকে চলতে শুরু করলো, জটিল সুরের ঘণ্টা বাজিয়ে থেমে গেলো। অসম্ভব ভয় পেয়ে গেলো তার স্ত্রী। যুবকটি বললে, তার স্ত্রীর একেবারে দৃঢ় বিশ্বাস হ'লো যে তার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, আর এখন তো ঐ প'ড়ে আছে বিকারের ঘোরে ; তাকে চিনতে পারছে না, খাচ্ছে না, জলটুকু পর্যন্ত খাচ্ছে না।

'ও, আপনি তাহ'লে এটাকে স্নায়বিক উত্তেজনার ফল ব'লে মনে করেছেন,' ইউরি সন্দেহের সুরে বললে। 'আমি কি ওঁকে দেখতে পারি একবার?'

এবার যে-ঘরটায় তারা গেলো সে ঘরের ছাদ থেকে চীনেমাটির বাতি ঝুলছে, প্রশস্ত জোড়াখাট পাতা, দুই পাশে মেহগনির টেবিল। থুতনি পর্যন্ত পালকের লেপ টেনে খাটের এক প্রান্তে শুয়ে আছে কালো চোখের ছোটোখাটো একটি স্ত্রীলোক। তাদের দেখে বিছানার তলা থেকে একটি হাত বের ক'রে হাত নেড়ে তাদের চ'লে যেতে বললে, তার ড্রেসিং গাউনের ঢিলে হাতা খ'সে প'ড়ে গেলো বগলের কাছে। তারপর যেন ঘরে সে একা, এমনিভাবে নিচু গলায় করুণ সুরে গান গাইতে লাগলো, তাতে এতো বিচলিত

১। Basement : য়োরোপে ও উত্তর আমেরিকায় অনেক বাড়িতেই মাটির তলায় ঘর থাকে, সেগুলি শস্তায় ভাড়া পাওয়া যায়। —অনুবাদকের টীকা।

হ'য়ে পড়লো যে কাঁদতে শুরু করে দিলে। বাচ্চার মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে 'বাড়ি যাবার' জন্ম মিনতি করতে লাগলো। ইউরি তার বিছানার কাছে এসে দাঁড়াতেই তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুলো, কিছুতেই তাকে ছুঁতে দেবে না।

'আমার এঁকে পরীক্ষা করা উচিত,' ইউরি বললে, 'অবশ্য বিশেষ কিছু এসে যায় না তাতে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে টাইফাস হয়েছে—খুব বেশি এগিয়ে গেছে অসুখটা; বেচারি, খুব যন্ত্রণা পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। আমি বলি কী, হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন। বাড়িতে যে আপনি ওঁর যখন যা দরকার তা-ই ব্যবস্থা করবেন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সবচেয়ে বেশি দরকার হ'লো প্রথম কয়েক সপ্তাহ সমানে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকা। কোনোরকম একটা গাড়ির ব্যবস্থা কি করতে পারেন—গাড়ি, নিদেন ঠেলাগাড়ি হ'লেও হবে। খুব ভালো ক'রে ঢেকে-ঢুকে নিয়ে যেতে হবে। আমি হাসপাতালে ভর্তি করার জন্ম চিঠি দিয়ে দিচ্ছি।'

'চেষ্টা করছি, কিন্তু একটু শুনুন। যা বলছেন সে কি সত্যি? কী ভয়ানক কাণ্ড!'

'আমার তো তা-ই মনে হচ্ছে।'

'দেখুন, আমি জানি ওকে যেতে দিলে আর ফিরে পাবো না—আপনি কি এখানেই ওর দেখাশুনো করতে পারেন না? যতোবার আপনার পক্ষে আসা সম্ভব হয় তা-ই আসবেন—আপনি যা চান সানন্দে আমি তা-ই দেবো আপনাকে।'

'দুঃখিত, আমি তো বললাম আপনাকে, ওঁর যা দরকার তা হ'লো সারাক্ষণ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকা। যা বলছি তাই করুন। ওঁর ভালোর জন্ম বলছি আমি।—এবার আপনি গাড়ি জোগাড় করার জন্ম মরীয়া হ'য়ে চেষ্টা ক'রে দেখুন, আমি ততোক্ষণে চিঠিটা লিখে ফেলি। লেখার জন্ম বরং আপনাদের কমিটি রুমে যাচ্ছি। বাড়ির নাম-ঠিকানার ছাপ দিতে হবে চিঠিতে, তাছাড়াও আরো দু' একটা নিয়ম কানুন আছে।'

১২

শাল আর পশমের কোট জড়িয়ে ভাড়াটেরা একে-একে ফিরে আসছে বাড়ির নিচের তাপহীন জায়গাটায়, যেটা আগে ছিলো ডিমের গুদোম আর এখন হাউস-কমিটি তাদের দপ্তর হিসেবে ব্যবহার করছে।

একটি সেক্রেটারিয়েট-টেবিল আছে ঘরের এক দিকে, আর গোটা কয়েক চেয়ার। চেয়ার কম থাকায়, ডিমের পুরোনো ফাঁকা কাঠের খাঁচাগুলো উল্টে এক পাশে সারি ক'রে বেঞ্চির মতো সাজানো আছে। দূরে, ঘরের অন্য কোণে এই রকম কাঠের খাঁচার স্তূপ ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। এক দিকে খড়কুটো জমা করা, ভাঙা ডিম থেকে চুঁইয়ে-পড়া ডিমের কুসুমে শক্ত হ'য়ে এঁটে জ'মে আছে। সেই স্তূপের মধ্যে কিচকিচ ক'রে ইঁদুর খেলে বেড়ায়, কখনো-কখনো দল বেঁধে নেমে আসে পাথরের মেঝের মধ্যিখানে, আবার ছিটকে চ'লে যায়।

যতোবার ও-রকম হচ্ছিলো, ততোবার একটি মোটা ভাড়াটে স্ত্রীলোক আর্তনাদ ক'রে উঠে দাঁড়াচ্ছিলো কোনো-একটা খাঁচার ওপর; সন্তর্পণে জামাটা তুলে ধ'রে, তার ফ্যাশানদুরস্ত জুতোর হিল ঠুকে, ইচ্ছে ক'রে কর্কশ নেশাখোরের মতো গলায় সে চীৎকার করছিলো :

'ওলিয়া, ওলিয়া, এ যে ইঁদুরে ছেয়ে আছে দেখছি। যা ভাগ, নোংরা জানোয়ার কাঁহাকার। আই-আই-আই! ছাখো একবার, ভূতগুলো সব বোঝে, ছাখো না কেনো ভূতগুলো কেমন বিকট ক'রে দাঁতে দাঁত ঘষছে। আই-আই-আই! এ যে ওঠার চেষ্টা করে, আমার জামার তলায় ঢুকে যাবে যে, বড়ো ভয় করছে আমার। একটু মুখ ফেরান তো, মশাইরা। মাপ করবেন—দুঃখিত, ভুলে গিয়াছিলাম, আপনারা আজকাল কমরেড নাগরিক, ভদ্রলোক আর নন।

তার লম্বা আস্তাখান জামাটা খুলে গিয়ে ঝুলে পড়েছে তার থুতনি, বুক, পেটের ওপর—তিন-ভাঁজ করা থুতনিটি কাঁপছে তার, রেশমে মোড়া বুক আর পেট জমকালো। খুদে ব্যবসাদার আর কেরানিদের মহলে এককালে সে ছিলো রূপসী, কিন্তু এখন তার ফোলা চোখের পাতার মাঝখানে শুয়োরের মতো ছোটো-ছোটো দুটি চোখ সরু চিলতের মতো দেখায়। এক প্রতিদ্বন্দী

একবার তাকে অ্যাসিড ছুঁড়ে মেরেছিলো কিন্তু লাগাতে পারেনি, শুধু দু-এক ফোঁটা ছিটকে এসে তার গালে আর ঠোঁটের কোণে লাঙল চালিয়ে দিয়ে গেছে, তাও এতো হালকা যে তাকে মানিয়ে গেছে বললে ভুল হয় না।

'চ্যাচানি থামাও তো, খ্রাপুগিনা। কাজ করবো কী ক'রে?' ব'লে উঠলেন স্থানীয় সোভিয়েটের মহিলা প্রতিনিধি, তাঁকে সভাপতি করা হয়েছে, টেবিলের ধারে ব'সে আছেন তিনি।

এই বাড়িটা আর ভাড়াটেদের অনেকেই তাঁর আজন্মের চেনা। সভার আগে ফতিমা খুড়ির সঙ্গে বেসরকারিভাবে কথা বললেন তিনি; স্বামী-সন্তান নিয়ে কেয়ার-টেকার ফতিমা এককালে এই বাড়ির নোংরা বেজ়মেণ্টেই এক কোনায় বাস করতো, কিন্তু এখন তার কাছে তার মেয়ে ছাড়া কেউ নেই, দোতলায় ভালো দুটো ঘর তাকে দেয়া হয়েছে।

'কী, ফতিমা, গতিক কেমন বুঝছো?'

ফতিমা অভিযোগ করলে যে এতো বড়ো বাড়ি আর এতো ভাড়াটের দেখাশুনো একেবারে একা ক'রে উঠতে পারে না সে, কোনো সাহায্যই সে পায় না কারো কাছে,—কেননা যদিও প্রতিটি পরিবারের পালা ক'রে সিঁড়ি ও দরজার সামনের অংশটুকু পরিষ্কার করার কথা, কেউই তা করে না।

'ভেবো না ফতিমা, ওদের মজা দেখিয়ে দেবো। কিন্তু এটা কী রকম হাউস-কমিটি বলো তো? নিষ্কর্মার ঢেঁকি সব! চোর-জোচ্চোরদের ঢোকানো হয় বাড়িতে। খারাপ লোকেরা নাম না-লিখিয়ে লুকিয়ে থাকে। এটাকে তুলে দিয়ে নতুন কাউন্সিল নির্বাচন করতে হবে। তোমাকে বাড়ির ম্যানেজার ক'রে দেবো, কিন্তু কোনো-কিছু নিয়েই অস্থির হ'তে পারবে না, ব লে দিচ্ছি।'

ফতিমা মিনতি করলো তাকে ছেড়ে দেবার জন্য, কিন্তু প্রতিনিধি তার কথায় কান দিলেন না।

ঘরের চারপাশে তাকিয়ে, যথেষ্ট লোক আছে স্থির ক'রে, তিনি সবাইকে চুপ করতে বললেন, ছোটো প্রারম্ভিক বক্তৃতা দিয়ে সভার কাজ শুরু করলেন। হাউস-কমিটির মধ্যে শৈথিল্যের নিন্দে করলেন তিনি, প্রস্তাব করলেন নতুন কাউন্সিলে নির্বাচনপ্রার্থীদের নাম দেওয়া হোক, তারপর অন্যান্য বিষয়ে বললেন।

শেষ করলেন এই ব'লে :

'কমরেডগণ, এই তো অবস্থা। খোলাখুলি বলতে গেলে, বাড়িটা বিরাট, হস্টেল হবার উপযোগী। কনফারেন্সগুলোতে যোগ দেবার জন্য যাঁরা শহরে আসেন, তাঁদের কোথায় রাখবো ভেবে পাই না আমরা। তাই স্থির করা হয়েছে এই বাড়িটাকে স্থানীয় সোভিয়েটের হস্টেল ক'রে দেওয়া হবে, বাইরে থেকে যে সব প্রতিনিধি আসেন, তাঁরা থাকবেন এখানে। আপনারা সকলেই জানেন নির্বাসনের আগে পর্যন্ত কমরেড টিভেরজিন এখানে ছিলেন, তাঁর সম্মানার্থে এর নাম হবে টিভেরজিন হস্টেল। কোনো আপত্তি নেই তো? কবে নেওয়া হবে? তার তাড়া নেই, পুরো এক বছর আপনাদের হাতে আছে। কর্মীরা সকলেই আবার বাড়ি পাবে, অন্যেরা নিজের চেষ্টায় জায়গা খুঁজে নেবে—এক বছরের নোটিস দেওয়া হ'লো।'

'আমরা সবাই কর্মী! আমরা প্রত্যেকে! আমরা সবাই!' চারদিক থেকে চেঁচিয়ে উঠলো লোকেরা। একজন হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো : 'এ হ'লো গ্রেট-রাশিয়ান[১] গোঁয়াতুর্মি! সব জাতি এখন সমকক্ষ! আপনি কী বলতে চাচ্ছেন তা বুঝিনি ভাববেন না!'

'সবাই একসঙ্গে কথা বলবেন না! কার জবাব আগে দেবো? নাগরিক ভালডিরকিন, এর সঙ্গে জাতির কী সম্পর্ক? খ্রাপুগিনাব কথা ভাবুন, ওর ব্যাপারে জাতীয়তার কোনো প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু ওকে আমরা নিশ্চয়ই উচ্ছেদ করছি।'

'তাই নাকি? উচ্ছেদ করার চেষ্টা ক'রেই ছাখো না, মজা টের পাবে। দুমড়োনো সোফা! কুঁচকোনো বিছানার চাদর কোথাকার!' রাগের ঝোঁকে চীৎকার ক'রে প্রতিনিধিকে যতো সব বোকা-বোকা গাল পাড়তে লাগলো খ্রাপুগিনা।

'শয়তানি!' ফতিমা-খুড়ি বিরক্ত হ'লো। 'লজ্জাও নেই?'

'তুমি নাক গলাতে এসো না তো, থামো, আমার ব্যাপার আমিই ভালো বুঝবো।' প্রতিনিধি বললেন, 'চুপ করো, খ্রাপুগিনা, তোমার কথা

১। Great Russia ; রাশিয়ার আদি, য়োরোপীয় অংশ, যার মধ্যে মস্কো ও পিটার্সবার্গ (বর্তমানে লেনিনগ্রাড) অবস্থিত, ও যার অধিবাসীদের মাতৃভাষা রুশ।—অনুবাদকের টীকা।

কিছুই আমার জানতে বাকি নেই, চুপ করো বলছি, নয়তো তোমাকে এক্ষুনি ধরিয়ে দেবো—তোমার ভদকা বানানো আর চোরের আড্ডা বসানোর ব্যাপার ওরা হাতে-নাতে ধ'রে ফেলার আগেই আমি ধরিয়ে দেবো তোমাকে।'

ইউরি যখন ঢুকলো গোলমাল তখন চরমে উঠেছে। যে-লোকটি প্রথম তার কথায় কান দিলো তাকে সে জিজ্ঞেস করলো হাউস-কমিটির কারো সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব কিনা ; লোকটি মুখের সামনে হাতটা চোঙের মতো ক'রে ধ'রে গোলমালের ওপরে গলা তুলে চীৎকার করলে

'গা-লি-উ-লি-না ! তোমাকে ডাকছে।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না ইউরি। রোগা, বয়স্ক, একটু কুঁজো একটি স্ত্রীলোক—ফতিমা খুড়ি—এগিয়ে এলো তার দিকে ; শুধু তার মুখ দেখেই ইউরি বলতে পারতো সে গালিউলিনের মা। তক্ষুনি অবশ্য নিজের পরিচয় দিলো না সে, বললে

'আপনার ভাড়াটেদের মধ্যে একজনের টাইফাস হয়েছে' (নামটাও বললে সে)। 'রোগটা যাতে না ছড়ায় তার জন্য বিস্তর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আর এক কথা, রোগীকে হাসপাতালে নিতে হবে। আমি একটা ভর্তি করার জন্য চিঠি লিখবো ; হাউস-কমিটির ছাপা চাই তাতে। কী ক'রে এবং কোথায় সেটা হ'তে পারে !'

ফতিমা ভাবলো ইউরি জিজ্ঞেস করছে, 'রোগীকে হাসপাতালে নেবো কী করে ?' তাই জবাব দিলে . 'স্থানীয় সোভিয়েট থেকে কমরেড ডেমিনার জন্য একটা গাড়ি আসছে, মানে ঐ প্রতিনিধির জন্য। খুব ভালো লোক উনি, কমরেড ডেমিনা আরকি, আমি ওঁকে বলবো, উনি নিশ্চয়ই আপনার রোগীকে গাড়িটা দেবেন। ভাববেন না, কমরেড ডাক্তার, ঠিক পৌঁছে দেবো আমরা।'

'তা ভালো কথা। কিন্তু, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম কী, চিঠিটা কোথায় ব'সে লিখবো। কিন্তু যদি গাড়িও থাকে···আমি কি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি, আপনি কি লেফটেনাণ্ট গালিউলিনের মা ? আমরা ফ্রণ্টে একই রেজিমেণ্টে ছিলাম।'

ভয়ানকভাবে চমকে উঠে গালিউলিনা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। ইউরির হাত চেপে ধরলো সে: 'বাইরে চলো। উঠোনে গিয়ে কথা বলবো আমরা।'

দরজার বাইরে এসেই দ্রুতবেগে সে বললে: 'আস্তে কথা বলো, ঈশ্বরের দোহাই। আমার সর্বনাশ কোরো না। ইউসুপকা ভুল পথে গেছে। নিজেই ভেবে ছাখো—সে কী ছিলো? শিক্ষানবিশ, কর্মী। তার বোঝা উচিত ছিলো—সাধারণ লোকেরা যে আজকাল অনেক ভালো আছে অন্ধেও তা দেখতে পায়, সে-কথার কেউ প্রতিবাদ করতে পারবে না। তুমি নিজে কী ভাবো তা আমি জানি না, তোমার পক্ষে সেটা ঠিক হ'তে পারে, কিন্তু ইউসুপকার পক্ষে সেটা পাপ। ভগবান তাকে ক্ষমা করুন। তার বাবা ছিলেন সাধারণ সৈন্য, মারা গিয়েছিলেন তিনি; তার মুখ নাকি উড়ে গিয়েছিলো গুলি লেগে, আর হাত—আর পা—'

তার গলা কেঁপে উঠলো; শান্ত হবার জন্য একটু থেমে, সে ব'লে চললো:

'এসো। আমি তোমাকে গাড়ি ডেকে দিচ্ছি। জানি, তুমি কে। কয়েকদিনের জন্য সে এসেছিলো এখানে। আমাকে বলেছে। বলেছিলো তুমি নাকি লারা গুইশারকে চেনো। খুব ভালো মেয়ে ছিলো সে, মনে আছে আমার, আমাদের দেখতে আসতো। এখন কেমন হয়েছে জানি না—তোমাদের ভদ্রলোকদের কথা কে বলতে পারে? ভদ্রলোকেরা সব দল বেঁধে থাকবে, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু ইউসুপকার পক্ষে সেটা পাপ। এসো, গাড়িটাকে চেয়ে নেওয়া যাক। কমরেড ডেমিনা যে গাড়িটা তোমাকে দেবেনই সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। কমরেড ডেমিনা কে জানো? ও হ'লো ওলিয়া ডেমিনা, লারার মার কাছে দরজির কাজ করতো, সেও এই এখান থেকেই বেরিয়েছে। এই—এই বাড়ি থেকে। চ'লে এসো।'

১৩

বেশ অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। তাদের ঘিরে আছে অন্ধকার। শুধু ডেমিনার পকেট-টর্চের ছোট্ট গোল আলো ছুটে-ছুটে যাচ্ছে বরফের এক-একটা ঝাপট থেকে আর-একটাতে, মাত্রই চার-পাঁচ হাত দূরে, তাতে পথে আলো না-ফেলে বরং গুলিয়ে দিচ্ছে বেশি। তাদের চারপাশে অন্ধকার, আর তারা

পেছনে ফেলে এসেছে সেই বাড়ি, যে-বাড়িতে অতো লোক লারাকে চেনে, যেখানে ছেলেবেলায় অতোবার সে এসেছে, আর যেখানে, সবাই বললে, তার স্বামী আন্টিপভ মানুষ হয়েছে।

'টর্চ ছাড়া ঠিক পথ চিনতে পারবেন তো, কমরেড ডাক্তার?' ডেমিনা বেশ পিঠ-চাপড়ে কথা বলছিলো—'যদি না পারেন, আমারটা ধার দিতে পারি। ছেলেবেলায় সত্যি আমি ওর প্রেমে প'ড়ে গিয়েছিলাম—লারার কথা বলছি। জানেন, ওদের একটা দরজির দোকান ছিলো, সেখানে আমি শিক্ষানবীশের কাজ করতাম। এ-বছর দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে। ফেরার পথে মস্কোতে থেমেছিলো। আমি বললাম: "কোথায় যাচ্ছো, বোকারাম? এখানে থাকো। এসো আমাদের সঙ্গে থাকবে। তোমাকে কাজ খুঁজে দেবো আমরা।" কিন্তু কোনো লাভ হ'লো না, ও থাকবে না। যাকগে, তার ব্যাপার সে জানে। পাশাকে বিয়ে করলো বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে নয়; তখন থেকেই এ-রকম নির্বোধ ও। চ'লে গেলো।'

'ওঁকে কেমন লাগে আপনার—কী মনে হয়?'

'সাবধান—পেছল কিন্তু। কতোবার যে ময়লা জল দরজার বাইরে ফেলতে বারণ করেছি তার ঠিক নেই—এর চেয়ে দেয়ালের সঙ্গে কথা বলা ভালো।—ওকে কী মনে হয়? কী ভাবি? কী আবার ভাববো—কিছু ভাববার সময় কোথায় আমার?—এই যে, এখানে আমি থাকি।—একটা কথা ওকে বলিনি—ওর ভাই, যুদ্ধে গিয়েছিলো সে, তাকে বোধ হয় ওরা গুলি ক'রে মেরেছে। আর তার মা, এক সময় আমার মালিক ছিলেন যখন, তখন তাঁর যাতে কোনো বিপদ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবো আমি। আচ্ছা, এবার ভেতরে যেতে হবে আমাকে—আসি।'

তারা বিদায় নিলো। ডেমিনার ছোট্ট টর্চের আলো সরু পাথরের প্রবেশ-পথের ওপর লাফিয়ে প'ড়ে, দাগ-ধরা দেয়াল আর নোংরা সিঁড়িতে আলো ছড়িয়ে এগিয়ে চললো, আর ইউরিকে ঘিরে ধরলো অন্ধকার। ডানদিকে হ'লো 'কাননবিজয়' স্ট্রীট[১], বাঁ দিকে 'গাড়ি-বাগান' স্ট্রীট[২]। কালো, বরফে ঢাকা

---

১ Sadovaya Triumfalnaya

২ Sadovaya Karetnaya

দূরত্বে মিশে গিয়ে তারা আর রাস্তা নেই, পাথরের বাড়ির জঙ্গল থেকে কেটে-নেওয়া চিলতে যেন তারা, সাইবেরিয়া অথবা উরালের ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেমন পথ কাটা হয়, তেমনি।

বাড়িতে আলো জ্বলছে, ভেতরটা উষ্ণ।

'এতো দেরি হ'লো কেন?' টোনিয়া বললে। 'তুমি যখন বাইরে ছিলে তখন এক অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে', ইউরি কোনো জবাব দেবার সময় পাবার আগেই সে আবার শুরু করলো। 'সত্যি, একেবারে আশ্চর্য।—তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে গতকাল বাবা অ্যালার্ম ঘড়িটা ভেঙে ফেলেছেন—খুব বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলেন তিনি, বাড়িতে ঐ একটা ঘড়িই চলে। সারাবার চেষ্টা করলেন, যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে চললেন, কিন্তু কোনো ফল হ'লো না। ঐ যে ওখানে এক ঘড়িওলা আছে না, সে এক অদ্ভুত দর হাঁকলো—তিন পাউণ্ড রুটি। কী করবো ভেবে পেলাম না, বাবা তো একেবারে মন-মরা হ'য়ে আছেন। আর ঘণ্টাখানেক আগে—বিশ্বাস করবে না—হঠাৎ কী জোর বেজে উঠলো—এমন কানে-তালা-ধরানো শব্দ যে ভয়ে হতভম্ব হ'য়ে গেলাম আমরা। ঐ এ্যালার্ম ঘড়ি! এমন কথা কল্পনাও করতে পারো? আবার চলতে শুরু করেছে, একেবারে নিজে-নিজে।'

'আমার টাইফাসের ঘণ্টা বাজলো,' ইউরি হাসলো। তার টাইফাস রোগী আর সেই সুরেলা ঘড়ির কথা বললে সে।

১৪

কিন্তু ইউরির টাইফাস হ'লো অনেক পরে। ততোদিনে জ়িভাগোরা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আর কিছু তাদের অবশিষ্ট নেই, উপোস করছে তারা। যে-পার্টিসদস্যকে একবার ইউরি বাঁচিয়েছিলো, যিনি ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে সে দেখা করতে গেলো। এ-ভদ্রলোক যা পারলেন করলেন, কিন্তু গৃহযুদ্ধ শুরু হচ্ছে তখন, মস্কোতে প্রায় থাকেনই না বলতে গেলে; তাছাড়া, মানুষ সে-সময়ে যে-কষ্ট সহ্য করছে সেটাকে স্বাভাবিক ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন তিনি, আর যদিও তা প্রকাশ করতেন না তিনি নিজেও অনাহারে ছিলেন।

ব্রেস্ট স্ট্রীটের দম্পতির কাছে চেষ্টা করলো ইউরি—তার সেই প্রাক্তন টাইফাস রোগী ও তার 'জোগানদার' স্বামী—কিন্তু মাঝখানকার মাসগুলির মধ্যে সে কোথায় উধাও হ'লো, তার স্ত্রীরও পাত্তা মিললো না। ইউরি যখন গিয়েছিলো, গালিউলিনা বেরিয়ে গিয়েছিলো তখন, ভাড়াটেরাও অধিকাংশই নতুন, আর ডেমিনা যুদ্ধক্ষেত্রে।

একদিন তাকে জানানো হ'লো নির্ধারিত দামে সে কিছু জ্বালানি কাঠ পাবে। সেগুলো আনার জন্য ভিণ্ডাভা স্টেশনে গেলো। বুর্জোয়া স্ট্রীটে[১]র অন্তহীন পথ ধ'রে, তার আশাতীত সম্পদ যে-গাড়িতে ক'রে নিয়ে আসছিলো তার কোচোয়ানের ওপর দৃষ্টি রাখতে-রাখতে সে যখন হাঁটছিলো, লক্ষ্য করলো রাস্তাটা একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে ; দেখলো এ-পাশ থেকে ও-পাশে হেলে প'ড়ে যাচ্ছে সে, তার পা আর তাকে টানতে চাইছে না। 'এইবার,' সে ভাবলে, 'আমার হ'য়ে গেলো। টাইফাস!' সে প'ড়ে যাবার পর কোচোয়ান তাকে তুলে কাঠের স্তূপের ওপর শুইয়ে দিলে। কী ক'রে বাড়ি পৌঁছেছিলো ইউরি জানে না।

১৫

প্রায় পনেরো দিন ধ'রে থেকে-থেকে বিকারের ঘোরে কাটালো সে। স্বপ্ন দেখলো তার লেখার টেবিলের ওপর টোনিয়া দুটো রাস্তা সাজিয়ে রেখেছে, গাড়ি-বাগান স্ট্রীট বাঁ দিকে, আর ডানদিকে কানন-বিজয় স্ট্রীট, তারপর টেবিল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়েছে ; তার উষ্ণ কমলা-রঙের আলো রাস্তা উজ্জ্বল করেছে, এখন সে লিখতে পারে, তাই লিখছে।

অনেকদিন আগেই যা তার লেখা উচিত ছিলো, যা সে চিরকাল লিখতে চেয়েছে কিন্তু কখনো পারেনি, তাই লিখছিলো সে। সেটা লেখা এখন সহজ হ'য়ে গেছে তার কাছে, সাগ্রহে লিখছে, ঠিক যা বলতে চায় তা-ই লিখছে। শুধু মাঝে-মাঝে একটি ছেলে তার বাধা সৃষ্টি করছিলো, সরু কিরঘিজ় চোখ তার, বোতাম-খোলা হরিণের চামড়ার কোটের ফার-এর দিক বাইরে দিয়ে পরা—যেমন পরে উরালে কি সাইবেরিয়ায়।

১ Meshchanskaya

সে নিশ্চিত জানে এই ছেলেটিই হ'লো তার মৃত্যুর দূত, অথবা সোজা কথায় বলতে গেলে, এই তার মৃত্যু। কিন্তু সে যদি তাকে কবিতা লিখতে সাহায্য করে তাহ'লে কী ক'রে সে তার মৃত্যু হ'তে পারে? মৃত্যু কী ক'রে কাজে লাগবে, মৃত্যুর পক্ষে সাহায্য করা কী ক'রে সম্ভব?

তার কবিতার বিষয় সমাধিও নয় পুনরুত্থানও নয়, ও-দুয়ের মাঝের দিনগুলো; কবিতার নাম 'বিক্ষোভ।'

সব সময় তার সেই তিন দিনের কথা বর্ণনা করতে ইচ্ছে করে, যে-তিনদিন ধ'রে কালো, ক্রুদ্ধ, কৃমি-কীটে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী প্রেমের মৃত্যুহীন অবতারকে যন্ত্রণা দিয়েছে, যেমনভাবে ঢেউ উঁচুতে উঠে সমুদ্রের তীরে লাফিয়ে প'ড়ে তাকে ঢেকে ডুবিয়ে দেয়, তেমনি ভাবে ঢেলা ছুঁড়েছে তার গায়ে।—কেমন ক'রে তিনদিন ধ'রে পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে ব'য়ে গেছে কালো ঝড়, কখনো এগিয়ে এসেছে, আবার হ'ঠে গেছে মাঝে-মাঝে।

দুটো লাইন ফিরে-ফিরে আসছিলো তার মাথার মধ্যে .

'তোমার সান্নিধ্যে আমরা আনন্দিত।'

আর

'জাগরণের লগ্ন আসন্ন।'

তার কাছে, তাকে স্পর্শ ক'রে ছিলো নরক, পূতি, অবক্ষয় ও মৃত্যু; অথচ তার একই রকম কাছাকাছি আছে বসন্ত ঋতু আর মেরী মাদলীন, আর জীবন।—এখন জাগরণের লগ্ন আসন্ন। জেগে ওঠার, উঠে পড়ার সময়। উত্থানের, পুনরুত্থানের সময়।

১৬

ইউরির অবস্থা ভালোর দিকে ফিরলো। প্রথমে নির্বোধের মতো সব-কিছুই ধরাধার্য ব'লে মেনে নিচ্ছিলো সে। কিছু মনে ছিলো না, একটা জিনিসের সঙ্গে অন্য আর-একটার যোগসূত্র দেখতে পেতো না সে, অবাক হ'তো না কিছুতেই। তার স্ত্রী তাকে খেতে দিচ্ছিলো শাদা রুটি, মাখন, আর চিনি মেশানো চা, কফি দিচ্ছিলো। এ-সব জিনিসের অস্তিত্বই যে ছিলো না সেটা

ভুলে গিয়ে কবিতার মতো, কিংবা রূপকথার মতো, এদের আস্বাদ সে উপভোগ করতো, রোগমুক্তির পর এই পথ্য ঠিক এবং যথাযথ ব'লে মেনে নিয়েছিলো সে। শিগগিরই অবশ্য ভাবনা ফিরে এলো তার, অবাক হ'লো।

'এ-সব কী ক'রে পেলে?' টোনিয়াকে সে জিজ্ঞেস করলো।

'তোমার গ্রানিয়া এ-সব জোগাড় ক'রে দিয়েছে।'

'কে গ্রানিয়া?'

'গ্রানিয়া জ়িভাগো।'

'গ্রানিয়া জ়িভাগো?'

'আরে হ্যাঁ, তোমার ভাই ইয়েভগ্রাফ, টম্স্ক থেকে এসেছে। তোমার সৎ-ভাই। তোমার অসুখের সময় রোজ এসেছে।'

'তার গায়ে কি হরিণের চামড়ার কোট ছিলো?'

'ঠিক। তাকে দেখেছো তা হ'লে। এতদিন ধ'রে তো প্রায় অচৈতন্যই ছিলে। ও বলছিলো কোন বাড়িতে না কোথায় সিঁড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে ওর, কিন্তু তুমি নাকি ওকে অসম্ভব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। তোমাকে পুজো করে প্রায়, তোমার সব লেখা ও পড়ে। কতো জিনিসই না এনে দিয়েছে আমাদের। চাল, কিসমিস, চিনি! এখন ফিরে গেছে ও। ওর ইচ্ছে আমরাও ওখানে যাই। অদ্ভুত চরিত্র ছেলেটির, একটু রহস্যময়। সরকারের সঙ্গে কোনোরকম একটা যোগ আছে ব'লে মনে হয়। ও বলে—বলে, দু-এক বছরের জন্য শহর ছেড়ে আমাদের "জমিতে ফেরা" উচিত। ক্রুগারদের জায়গাটার কথা ভাবলাম আমি। ওর কী মনে হয়, জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও বললে খুব ভালো কথা। সেখানে সব্জি-খেত করতে পারি আমরা, চারদিকেই তো বন। একেবারে কোনো লড়াই না-ক'রে ভেড়ার মতো মরার কোনো অর্থ হয় না।'

সে-বছর এপ্রিল মাসে জ়িভাগো তার পুরো সংসার নিয়ে রওনা হ'লো প্রাক্তালীন ভারিকিনো জমিদারির দিকে, উরালের সুদূর কোণে, ইউরিয়াটিন শহরের কাছে।

পরিচ্ছেদ ৭

যাত্রা

মার্চের শেষ। অন্যান্য বছরের মতো এবারও মাসের শেষ কটা দিন প্রথম গরম পড়লো, কিন্তু তারপরে—এই নকল বসন্ত কেটে যাবার পরেই—আগের চেয়ে আরো বেশি ঠাণ্ডা ক'রে এলো।

যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলো জিভাগোরা। বাড়িটায় চড়ুইয়ের মতো ঝাঁক বেঁধে লোক এসে ঢুকেছে; এই তাড়াহুড়োর কারণ লুকোবার জন্য তারা ভাড়াটেদের বললে যে ঈস্টারের জন্য বাড়িটা পরিষ্কার করা হবে, তাই তারা চ'লে যাচ্ছে।

যাওয়াতে ইউরির মত ছিলো না। এতদিন সে ভেবেছে যে চ'লে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না, তাই অস্ফুট আপত্তিমাত্র জানিয়েছে, কিন্তু এখন অবশ্য সেই সময় এসেছে যখন সে সত্যি যা ভাবছে তা তাকে বলতেই হবে।

টোনিয়া, টোনিয়ার বাবা, আর তাকে নিয়ে এ-বিষয়ে একটা পারিবারিক বৈঠক বসেছিলো; কথাটা সেখানেই পাড়লো সে। 'তোমরা কি ভাবছো আমার ভুল হচ্ছে?' শেষটায় সে জিজ্ঞেস করলো তাদের, 'তোমরা কি যাবেই ঠিক করেছো?'

'যতদিন না জমিজমার নতুন বাঁটোয়ারা হচ্ছে আর মস্কোর বাইরে শাক-সব্জি ফলাবার জন্য এক টুকরো জমি পাচ্ছি আমরা, অন্তত সেই কয়েকটা

বছর যে-ভাবেই হোক আমাদের কাটিয়ে দিতে হবে—এ-কথা তো তুমিই বললে। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত আমাদের বেঁচে থাকতে হবে তো। সেটা কী ভাবে হবে? এই আসল কথাটাই তুমি আমাদের কাছে এড়িয়ে গেছো।'

টোনিয়ার বাবা তার এই কথার সমর্থন ক'রে বললেন, 'এটা পাগলামি ছাড়া আর-কিছুই না।'

'বেশ,' ইউরি হাল ছেড়ে দিলো। 'কিন্তু যে-জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে পীড়া দিচ্ছে, তা হ'লো অনিশ্চয়তার ভাবটা। অন্ধের মতো চলেছি আমরা, শূন্যে ঝাঁপ দিচ্ছি; যেখানে যাচ্ছি তার কথা কিছুই জানি না। আমাদের চেনা যে-তিনজন ভারিকিনোতে থাকতেন, তার মধ্যে মা আর দিদিমা তো মারাই গেছেন, আর দাদু যদি এখনো বেঁচে থাকেন তো তাঁকে নিশ্চয়ই বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে।

'তোমরা তো জানো, যুদ্ধের শেষ বছরে ব্যাবসাসংক্রান্ত কাজে তিনি বেশ ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন—কারখানা আর জঙ্গল সব বিক্রি ক'রে দিয়েছেন, আর নয়তো অন্য কারো নামে দলিল বানিয়ে রেখেছেন। কোনো মানুষ, না কোনো ব্যাঙ্কের নামে বেনামি আছে, তা আমার জানা নেই। সত্যি বলতে, আমরা তো কিছুই জানি না। জমিদারি এখন কার নামে? জমিদারির মালিক কে—সে-প্রশ্ন করছি না আমি, তাতে আমার কিছুই এসে যায় না, কিন্তু এর জন্য দায়ী কে—সমস্ত দায়িত্বটা এখন কার ঘাড়ে? তাছাড়া জমিদারির কাজকর্মই বা কে চালাচ্ছে এখন? এখনো কাঠ কাটা হয়? কারখানায় নিয়মিত কাজ চলছে তো? আর সবচেয়ে বড়ো কথা হ'লো, দেশের ঐ অংশের হর্তাকর্তা এখন কে? কিংবা বলা যাক, আমরা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছবো, তখন সেখানকার মালিক কে হবে?

'তোমরা ভাবছো বুড়ো ম্যানেজার মিকুলিৎসিন আমাদের দেখাশুনো করবে। তারই ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে আছো তোমরা। কিন্তু সে কি এখনো আছে সেখানে? সে এখনো বেঁচে আছে কিনা, তাই বা কে জানে? তা ছাড়া, তার নাম ছাড়া, তার সম্বন্ধে কী জানো তোমরা? আর সেই নামটাও আমরা মনে রেখেছি এই কারণে যে তা উচ্চারণ করতে দাদুকে খুব বেগ পেতে হ'তো।

'যাকগে। আমি কেবল একের পর এক অসুবিধেগুলোর কথাই মনে করিয়ে দিতে চাই না। তোমরাও মন স্থির ক'রে ফেলেছো, আর আমিও রাজি হয়েছি। এখন এই প্রস্তাবটাকে বাতিল ক'রে ফেলার কোনোই মানে হয় না। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হ'লে আজকাল কী করতে হয়, এখন সেই কথাটাই আমাদের জানা দরকার।'

২

কী করতে হয়, জানবার জন্য ইউরা ইয়ারোস্লাভস্কি স্টেশনে গেলো।

হলঘরগুলির মধ্য দিয়ে গলি চ'লে গেছে, দু-দিকে কাঠের হাত-রেলিং; যাত্রীরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বা আস্তে-আস্তে স'রে যাচ্ছে, ইউরি তাকিয়ে তাদের শেষ দেখতে পেলে না। নিচে, পাথরের মেঝেয়, একগাদা লোক শুয়ে আছে; সৈন্যরা যে-ছাইরঙের কোট পরে, তাই তাদের পরনে, ক্রমাগত শোনা যাচ্ছে তাদের কাশির শব্দ, কেউ-কেউ আবার সেখানেই থুতু ফেলছে, গড়াচ্ছে এদিক-ওদিক, আর কথা বলতে গিয়ে আশাতীতভাবে চ্যাঁচাচ্ছে; কড়িকাঠে লেগে তার প্রতিধ্বনি কত জোরে আসবে, তা বোধহয় তারা নিজেরাও ঠিক বুঝতে পারছিলো না।

তাদের বেশির ভাগই টাইফাস-রোগী; হাসপাতালগুলিতে অত্যন্ত ভিড় ব'লে সংকট কেটে যাবার পরদিনই তাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছিলো। ডাক্তার হিসেবে ইউরি নিজেও মাঝে-মাঝে এ-রকম করতে বাধ্য হয়েছে; কিন্তু দুর্ভাগাদের সংখ্যা যে এত বেশি, কিংবা তারা যে শেষটায় রেল-স্টেশনে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, সে-বিষয়ে তার কোনোই ধারণা ছিলো না।

'প্রথম সুযোগ আপনিই পাবেন,' শাদা এপ্রন-পরা পোর্টার তাকে বললো। 'কিন্তু ট্রেন আছে কিনা জানবার জন্য রোজ আপনাকে এখানে এসে খোঁজ নিয়ে যেতে হবে। ট্রেন আজকাল সোনার মতোই দুর্লভ হ'য়ে উঠেছে, রীতিমতো ভাগ্য লাগে ট্রেনের দেখা পেতে হ'লে। আর বলাই বাহুল্য,' (সে বুড়ো আঙুল দিয়ে অন্য দুটি আঙুল ঘষতে লাগলো) 'অল্প কিছু ময়দা কিংবা অন্য কিছু—আপনি তো জানেন তেল না-পেলে গাড়ির চাকা গড়িয়ে যেতে

পারে না—তাছাড়া,' (এবারে সে তার গলার কণ্ঠা স্পর্শ করলে) 'সঙ্গে একটু ভদকা না থাকলে বেশি দূর আপনাকে এগোতে হবে না।'

৩

প্রায় সেই সময়ে আলেকজান্দার আলেকজান্দ্রোভিচকে কয়েকবার ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো 'উচ্চতর অর্থনৈতিক পরিষদে'র উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবার জন্য ; আর ইউরির ডাক পড়েছিলো কোনো এক সরকারি চাকুরের চিকিৎসা করার জন্য—গুরুতর পীড়িত হ'য়ে পড়েছিলেন তিনি। দু-জনেই পারিশ্রমিক হিসেবে পেয়েছিলো তখনকার কারেন্সিতে যা সবচেয়ে মূল্যবান : অর্থাৎ, কতগুলো সই-করা চিরকুট, যা দেখিয়ে নতুন-খোলা সংরক্ষিত দোকানে জিনিস পাওয়া যাবে।

সন্ত সিমনের মঠের পাশে সৈন্য-বিভাগের পুরোনো যে গুদোমঘর ছিলো, তা-ই হ'লো দোকান। মঠ আর ব্যারাকের সামনের মাঠ পেরিয়ে গেলেন ডাক্তার এবং অধ্যাপক ; নিচু একটা পাথরের দরজার ভেতর দিয়ে সরাসরি গিয়ে হাজির হলেন একটি খিলানওলা মণিকোঠায়। ঢালু ভাবে নিচের দিকে গড়িয়ে গেছে মণিকোঠা, অন্য প্রান্ত ক্রমশ চওড়া হ'য়ে গেছে, আর সেখানে আড়াআড়িভাবে দুই দেয়াল স্পর্শ ক'রে আছে একটি কাউণ্টার। কাউণ্টারের পেছনে একজন কর্মচারী দাঁড়িয়ে ; শান্ত সুস্থিরভাবে মাপজোক ক'রে সে জিনিসপত্র হাতে তুলে দিচ্ছে, আর মোটা একটা পেন্সিল দিয়ে তার তালিকা থেকে এক-একটা জিনিসের নাম কেটে ফেলছে, আবার মাঝে-মাঝে ভাঁড়ারের পেছন থেকে জিনিসপত্র এনে তার তহবিল ভ'রে তুলছে।

ক্রেতার সংখ্যা অল্প ছিলো ব'লে শিগগিরই তাদের পালা এলো। সই-করা চিরকুটের দিকে তাকিয়ে মালবাবু জিজ্ঞেস করলে, 'কিসে ক'রে নেবেন ?' ডাক্তারের সঙ্গে-সঙ্গে অধ্যাপক মশায়ও ছোটো-বড়ো কয়েকটা বালিশের ওয়াড় বের ক'রে দিলেন, আর সেগুলো যখন ময়দা, গম, চিনি, মাকারোনি, চর্বি, সাবান, দেশলাই আর কয়েকটা কাগজের প্যাকেট দিয়ে ভর্তি ক'রে দেওয়া হ'তে লাগলো, বিস্ময়ে তাঁদের চোখ বড়ো-বড়ো হ'য়ে গেলো। পরে সেই কাগজের প্যাকেটগুলো খুলে দেখা গিয়েছিলো ভেতরে ককেশীয় পনির রয়েছে।

মালবাবুর বদান্যতায় দুজনে একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়লো। খামকা যাতে তার সময় নষ্ট না-হয়, সেইজন্য তাড়াতাড়ি বাণ্ডিলগুলো বড়ো থলিটায় ঠেসে রেখে কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে নিলো।

দুজনে মণিকোঠা থেকে বেরিয়ে এলো ঠিক যেন নেশাখোরের মতো।—কেবলমাত্র খাবারের ভাবনাতেই না, তারাও যে পৃথিবীর কাজে লেগেছে, তাদের বেঁচে থাকা যে অর্থহীন নয়, এবং বাড়ি ফিরলে টোনিয়া তাদের ওপর যে-প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা বর্ষণ করবে, তারা যে সত্যিই তার যোগ্য—এই কথা ভেবেই দু-জনে কী রকম যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে রইলো।

৪

মস্কোতে ফিরে আসবার পর যাতে এই ফ্ল্যাটেই এসে ওঠা যায়, সে-জন্য নাম লিখিয়ে রাখতে হবে; তাছাড়া ভ্রমণের জন্য দলিলপত্রেরও ব্যবস্থা করতে হয়। এই সব কাজে বাড়ির পুরুষ দু-জন দিনের পর দিন সরকারি আপিশগুলোর মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে রইলো, এদিকে টোনিয়া গোছাতে বসলো বাড়ির সব জিনিসপত্র।

সরকারিভাবে জিভাগোদের দখলে এখন যে-তিনটে ঘর, সেগুলোর মধ্যে চলাফেরা করতে-করতে টোনিয়া সবচেয়ে ছোট্ট জিনিসটাও বিশবার ক'রে হাতে নিয়ে বিবেচনা ক'রে ভাখে। নিয়ে যাবে ব'লে যে-সব জিনিস স্তূপ ক'রে রাখা হয়েছে, এটাকেও সেখানে রাখবে কিনা—এই কথাই ভাবে কেবল। তাদের মালপত্রের সামান্য অংশই কেবল নিজেদের ব্যবহারের জন্য; বাকি সমস্ত কিছুই রাস্তায়, ও গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত টাকাকড়ির কাজ চালাবে।

খোলা জানলা দিয়ে বসন্তের হাওয়া আসে; নতুন-কাটা শাদা রুটির ঈষৎ স্বাদ তাতে মাখানো যেন। নিচে, উঠোনে, ছোটোরা খেলাধুলো করে, তার চ্যাচামেচি ভেসে আসে, আর শোনা যায় মুর্গির ডাক। ঘরটায় যত হাওয়া আসতে থাকে, ততই খোলা তোরঙ্গগুলোর ভেতরে বাণ্ডিল-করা শীতের পোষাকগুলো থেকে নেপথলিনের গন্ধ তীব্র হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে।

সঙ্গে কী নিয়ে যাওয়া হবে, আর কী-কী ফেলে রেখে যাবে—অনেক ভেবে-চিন্তে সে-বিষয়ে একটা বিস্তারিত নিয়ম ঠিক করা হ'লো। আগেই যারা চ'লে গিয়েছিলো তারা স্বজন-বন্ধুদের সুবিধা-অসুবিধার কথা যা লিখেছিলো তা-ই এই নীতির ভিত্তি। কয়েকটা খুব সহজ আর জরুরি কথা মনে রেখে এই নীতি তৈরি হয়েছিলো, আর টোনিয়ার সমস্ত ক্রিয়া-কলাপই তার দ্বারা পরিচালিত। যেন বাইরে থেকে ছোটোদের চ্যাচামেচি আর চড়ুইয়ের কিচিরমিচিরের সঙ্গে কারো গোপন গলার স্বর জানলা দিয়ে এসে ফিশফিশিয়ে তাকে নির্দেশ দিচ্ছে।

'পোষাক বানাবার জন্য কাপড় নেবার আগে এটা মনে রেখো,' গলার স্বর বললে, 'পথে মালপত্র খুলে তন্নতন্ন ক'রে ছাখে, কাজেই এটা বিপজ্জনক ; তবে তৈরি পোষাকের মতো দেখালে অন্য কথা। সব জিনিসপত্র কাপড়চোপড়ের বেলায় তাই। বেশি পুরোনো না-হ'লে কোট নেয়াই ভালো। কোনো তোরঙ্গ বা ঝুড়ি নেয়া চলবে না (কেননা পথে কোনো কুলি পাওয়া যাবে না) ; অদরকারি কোনো কিছু যাতে চ'লে না-আসে, সেটা ভালো ক'রে দেখে নিতে হবে। কোনো মেয়ে বা ছোটো ছেলেও যাতে ব'য়ে নিয়ে যেতে পারে সেজন্য সব-কিছু ছোটো-ছোটো বাণ্ডিল ক'রে বেঁধে নেয়া দরকার। নুন আর তামাক খুব দরকারি জিনিস ব'লে জানা গেছে, কিন্তু সে-সব সঙ্গে নেয়ার মানেই হ'লো ঝুঁকি নেয়া। টাকাকড়ি সব যেন কেরেন্কা[১] হয়। দলিলপত্র নিরাপদে নিয়ে যাওয়াই হ'লো সবচেয়ে কঠিন কাজ।' ইত্যাদি-ইত্যাদি আরো অনেক কিছু।

৫

যাবার আগের দিনে তুষার-ঝড় হয়েছিলো। ঘুরপাক খেয়ে রাশি-রাশি বরফ পড়েছিলো, দেখাচ্ছিলো উড়ে-চলা ধূসর মেঘের মতো ; একবার উড়ছে, আবার শাদা ঘূর্ণি হাওয়ার মতো নেমে আসছে মাটিতে, প্রবল বেগে ব'য়ে যাচ্ছে রাস্তার দূর অন্ধকারে, আর সব-কিছু শাদায় শাদা হ'য়ে গেছে।

১ কেরেন্স্কি সরকার প্রবর্তিত কাগজের টাকা।

মালপত্র বাঁধাছাঁদা শেষ। যে-সব জিনিস নিয়ে যাওয়া হ'লো না, সেগুলোসুদ্ধ আস্ত ফ্ল্যাটটা এক বয়স্ক দম্পতির হাতে তুলে দেয়া হ'লো।—তারাই দেখাশুনো করবে। বুড়ো স্বামীটি এর আগে দোকানে কাজ করতো, সম্পর্কে তারা মস্কোর ইয়েগোরোভনার আত্মীয়। আলু আর জ্বালানির বদলে কী-ভাবে পোষাক আর আসবাবপত্র সওদা করতে হয়, সে-বিষয়ে এই ইয়েগোরোভনাই টোনিয়াকে গত বছর সাহায্য করেছিলো।

(মার্কেলকে বিশ্বাস করা যায় না। জঙ্গি ফাঁড়িতে দাঁড়িয়েও সেটাকে রাজনৈতিক ক্লাব হিসেবে বেছে নিয়েছিলো—সে অবশ্য এমন কথা বলেনি যে তার প্রাক্তন প্রভুরা তার রক্ত শুষে নিয়েছে। কিন্তু একটা মস্ত অভিযোগ সে এনেছে তাদের বিরুদ্ধে : এই এতগুলি বছর ধ'রে তাকে নাকি কিছুই জানতে দেয়া হয়নি, আমরা যে বানর থেকে জন্মেছি—এই তথ্য নাকি তার প্রভুরা ইচ্ছে ক'রে তার কাছে গোপন রেখেছিলো।)

শেষবারের মতো ভালো ক'রে ঘরদোরগুলো দেখে আসার সময় দম্পতিকে সঙ্গে নিলো টোনিয়া। দেখলে, চাবিগুলো ঠিকমতো লাগে কিনা তালায়, দেরাজগুলো খুলে দেখে আবার বন্ধ ক'রে রাখলো, বাসনপত্র রাখার আলমারিটা খুলে দেখলো, ভাবতে চেষ্টা করলো শেষ মুহূর্তে আর কী-কী নির্দেশ দেয়া যায়।

চেয়ার-টেবিলগুলো ঠেলে দেয়ালের গায়ে জড়ো ক'রে রাখা হয়েছে, পর্দা নামানো, কোণে বাণ্ডিলগুলো স্তূপ করা। ঘরগুলি খালি, একেবারে শূন্য, শীতকালের স্বাচ্ছন্দ্য আর একটুও নেই, সবই অন্তর্ধান করেছে। খোলা জানলা দিয়ে বাইরের ঝড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে সকলের মনেই এক সময় অতীতের দুঃখ-বেদনা ভিড় ক'রে এলো। মায়ের মৃত্যুর কথা মনে-মনে ভাবলো ইউরি ; টোনিয়া আর আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ ভাবলেন আনার মৃত্যু আর অন্ত্যেষ্টির কথা। কেন যেন তাদের মনে হ'লো এই বাড়িতে এই তাদের শেষ রাত্রি, আর তারা এখানে ফিরে আসবে না। এটা মনে হবার কোনোই কারণ ছিলো না, কিন্তু তবু এই কথাই মনে হ'লো প্রত্যেকের। পরস্পরকে এই ভাবনায় ভারাক্রান্ত করতে চাচ্ছিলো না ব'লে এই অমঙ্গলের আশঙ্কার কথা মুখ ফুটে অবশ্য কেউই বললো না, কিন্তু

এই ভাবনায় সকলেই তারা বিষণ্ণ হ'য়ে থাকলো। এই বাড়িতে যে-জীবন তারা কাটিয়েছে তার কথা মনে হ'তেই অনেক কষ্টে তারা চোখের জল চাপলো।

টোনিয়া কিন্তু এত সব সত্ত্বেও মনোভাব গোপন রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে তত্ত্বাবধায়কের স্ত্রীর সঙ্গে এক অন্তহীন আলাপ চালিয়ে গেলো। বাড়ির দেখাশোনার ভার নিয়ে এই দম্পতি তাদের প্রতি যে-অনুগ্রহ দেখাচ্ছে সেটাকে মনে-মনে অনেকখানি ফাঁপিয়ে তুললো টোনিয়া; যাতে তাকে কিছুতেই অকৃতজ্ঞ না-দেখায় সেইজন্য ভয়ানক উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠলো, বারে-বারে ক্ষমাপ্রার্থনা করলো সে তাদের কাছে, বারে-বারে পাশের ঘরে গিয়ে স্ত্রীলোকটির জন্য নানারকম উপহার নিয়ে এলো—ব্লাউজ, রেশমি ছিটের কাপড় আর সুতির বড়ো-বড়ো টুকরো। পাৎলা চৌখুপি-করা রঙিন ছিট কিংবা ফুটকি-বসানো রঙিন কাপড়ের থানগুলি ঘরের আবছায়ায় কালো দেখাচ্ছিলো; আর বিদায় নেবার আগের দিনের সন্ধেবেলায় শূন্য খোলা জানলা দিয়ে রাস্তা যখন ঘরের মধ্যে উঁকি দিলো, তখন তাকেও অন্ধকার দেখালো কাঠকুটোর চৌখুপি আর বিন্দুর মতো বরফের ফুটকিতে।

৬

সকাল হ'তেই তারা বাড়ি ছেড়ে গেলো। অন্য ভাড়াটেদের তখন ঘুমিয়ে থাকার কথা; কিন্তু ভাড়াটের মধ্যে একজন ছিলো, যে সামাজিক ঘটনায় জটলা পাকাতে ভীষণ ভালবাসতো; সেই জ়েভোরোটিনাই চ্যাঁচামেচি ক'রে সবাইকে জাগিয়ে দিলো: 'কমরেডগণ! সব্বাই এসো তোমরা, শিগগির। প্রাক্তন[১] গ্রোমেকোদের বিদায় জানাতে হবে না?'

সবাই দলে-দলে পেছনের দেউড়িতে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো (সামনের দরজা আজকাল তক্তা এঁটে বন্ধ ক'রে রাখা হয়), এমনভাবে অর্ধ-বৃত্ত রচনা ক'রে দাঁড়ালো যে মনে হ'লো তাদের এক্ষুনি ফোটো তোলা হবে।

১ ফরাসী ci-devant (পূর্ববর্তী) শব্দের রূপ প্রকরণ।

ঠাণ্ডায় কাঁপতে-কাঁপতে তারা হাই তুলতে লাগলো, কাঁধে-ফেলে-রাখা ছেঁড়াখোঁড়া পুরোনো কোট টেনে নিয়ে গায়ে জড়ালো; তাড়াতাড়িতে খালি পায়ে মস্ত মাপের ফেল্ট-এর জুতো চাপিয়েছে, তাই প'রে এক-একজন থপথপিয়ে বেরোতে লাগলো ঘর থেকে।

এই নিষিদ্ধ দিনের মধ্যেও মার্কেল কোনো-এক গোপন উপায়ে কোত্থেকে একরাশ চোলাই-করা বাজে জাতের ক্ষতিকর মদ জোগাড় করেছিলো; তাই গিলে-গিলে তার অবস্থা তখন রীতিমতো মত্ত; দেউড়ির পুরোনো রেলিঙে হেলান দিয়ে মড়ার মতো নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে; তার ভারে রেলিঙটা নানারকম বিশ্রী আওয়াজ করতে থাকলো, যেন এক্ষুনি ভেঙে পড়বে। সেই অবস্থাতেই সে মালপত্র ব'য়ে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসতে চাচ্ছিলো। ইউরিরা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় সে ভীষণ চ'টে উঠলো। শেষটায় কোনোরকমে তার হাত এড়িয়ে তারা বেরিয়ে এলো পাশের গলিতে।

তখনো চারদিক রীতিমতো অন্ধকার। একটুও হাওয়া নেই, রাত্রের চেয়েও ঘন হ'য়ে বরফ পড়ছে। বড়ো-বড়ো রোঁয়া-তোলা পালকের মতো পাৎলা বরফের চাঁই অলস ভঙ্গিতে নেমে আসছে আকাশ থেকে, আর ঝুলে থাকছে অনেকক্ষণ—কোথায় যে আস্তানা নেবে তা যেন কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না।

আর্বাটে যখন এলো, তখন অল্প আলো ফুটেছে। মঞ্চের ওপর যেমনভাবে যবনিকা নেমে আসে, তেমনিভাবে মস্ত রাস্তার মতো চওড়া একটি তুষার-পর্দা আস্তে-আস্তে নেমে আসছে এখানে, পথিকদের পা ছুঁয়ে ঝালর দোলাচ্ছে তার; এত আস্তে তারা নামছে যে এগোচ্ছে ব'লেই মনে হচ্ছে না, বরং মনে হচ্ছে তারা যেন পেণ্ডুলামের মতো দুলে-দুলে সময় মাপছে।

ভ্রমণকারীরা ছাড়া রাস্তায় আর-কোনো জনপ্রাণী ছিলো না। কিন্তু একটুক্ষণের মধ্যেই বরফের মতো শাদা ঘোড়ায় টানা একটি গাড়ি পেছন থেকে এসে তাদের ধ'রে ফেললো; কোচোয়ানকে দেখাচ্ছিলো ঠিক ভিজে ময়দার তালের মতো। অতিকায় এক টাকার অঙ্ক পাবে জেনে (তখনকার

দিনে তার দাম এক কোপেকেরও কম) সে তাদের মালপত্রসমেত স্টেশনে পৌঁছে দিলে। কেবল ইউরি হেঁটে যেতে চেয়েছিলো ব'লে গাড়ির পেছন-পেছন হেঁটে আসার অনুমতি পেলো।

৭

সে গিয়ে দেখলো টোনিয়া তার বাবাকে নিয়ে অন্তহীন লাইনগুলোর একটাতে দাঁড়িয়ে আছে। নিউশা আর সাশা বাইরে হাঁটতে-হাঁটতে মাঝে-মাঝে তাকিয়ে দেখছিলো বয়স্কদের সঙ্গে যোগ দেবার সময় হয়েছে কিনা। তাদের গা থেকে তীব্র কেরোসিনের গন্ধ বেরোচ্ছিলো : উকুনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ঘাড়ে কব্জিতে হাঁটুতে পুরু ক'রে কেরোসিনের প্রলেপ লাগিয়েছিলো তারা।

লাইনগুলো প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। আসলে কিন্তু লাইন থেকেও আরো আধ মাইল হেঁটে গিয়ে যাত্রীদের ট্রেনে উঠতে হবে। যথেষ্ট সংখ্যক ঝাড়ুদারের অভাবে স্টেশন নোংরা হ'য়ে আছে। প্ল্যাটফর্মের সামনের রাস্তাগুলি জঞ্জাল আর বরফের জন্য তো ব্যবহারই করা যায় না। ট্রেনগুলি আজকাল দূরে থামে।

ইউরিকে দেখে টোনিয়া হাত নাড়লো ; একটু কাছে এগিয়ে এলে সে চেঁচিয়ে ব'লে দিলে কোন জায়গায় গিয়ে ভ্রমণের ছাড়পত্রগুলি শীলমোহর করিয়ে আনতে হয়।

'দেখি, কী লিখে দিলো ?' ফিরে এসে সে জিজ্ঞেস করলো। হাত-রেলিঙের ওপর দিয়ে একরাশ কাগজপত্র বাড়িয়ে দিলো ইউরি।

'এটাতে বিশেষ একটা বগির কথা লেখা আছে,' টোনিয়ার পেছনে যে-লোকটা লাইনে দাঁড়িয়েছিলো, সে তার কাঁধের ওপর দিয়ে পড়তে-পড়তে বললো।

টোনিয়ার সামনের লোকটি ব্যাপারটা আরো বিশদ ক'রে দিলে। এই লোকটি হচ্ছে সেই ধরনের, যারা সব রকম সম্ভাব্য পরিস্থিতিতেই আইন-কানুন সম্পর্কে সবজান্তা সাজে, নির্বিকারভাবে সে-সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে এবং নির্বিচারে সেগুলি মেনেও নেয়।

'এই যে ছাপটা দেখছেন,' সে ব্যাখ্যা করলো, 'এর জোরে আপনি ক্লাশ-ভাগ-করা যাত্রীবাহী বগিগাড়িতে বসতে পাবেন, অবশ্য গাড়িতে যদি কোনো যাত্রীবাহী বগি থাকে।'

সমস্ত দলের লোকেরা একসঙ্গে কথায় যোগ দিলো।

'যাত্রীবাহী গাড়ি! তাই নাকি! আজকালকার দিনে গাড়ির পেছনে ঝুলে-ঝুলে যেতে পারলেও ভাগ্য ব'লে জানবেন।'

আইনবাগীশ বললেন, 'এদের কথায় কান দেবেন না। ব্যাপারটা খুবই সোজা, চট ক'রে আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সমস্ত স্পেশাল গাড়িই আজকাল তুলে দেওয়া হয়েছে: একই ধরনের ট্রেন চলাফেরা করে আজকাল, সেখানে সকলের জন্যেই সমান ব্যবস্থা; ফৌজের লোক, কয়েদি, গোরু-ভেড়া-মানুষ—সকলের জন্যই এক এবং একমাত্র গাড়ির ব্যবস্থা আজকাল। কেন এঁকে ভুল বোঝাচ্ছেন?' এবার সে ভিড়ের দিকে ফিরলো। 'কথা বলতে পয়সা খরচ হয় না, কাজেই যা খুশি তাই বলতে পারেন। কিন্তু যা বলবেন, দয়া ক'রে স্পষ্ট ক'রে বলবেন, যাতে ইনি বুঝতে পারেন।'

'কী বোঝানোটাই না বোঝালেন, মশাই।' চেঁচিয়ে আইনবাগীশকে থামিয়ে দেওয়া হ'লো। 'স্পেশাল বগির জন্য শীলমোহর করা কাগজ তাঁর কাছে আছে, এ-কথাটা যেই উচ্চারণ করলেন তক্ষুনি তো যথেষ্ট ব'লে ফেললেন। কাউকে কিছু বোঝাবার আগে তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখবেন, মশাই, যার মুখের চেহারা এ-রকম, সে কী ক'রে স্পেশাল গাড়িতে যাবে? আলাদা গাড়িটা শুধু নাবিকদেরই জন্য, তাদের দিয়েই গাড়িটা ভর্তি হ'য়ে যায়। নাবিকদের অভিজ্ঞ চোখ, তাছাড়া তাদের সঙ্গে বন্দুক থাকে। এঁর দিকে তাকালে তারা কী দেখবে? দেখবে একজন সম্পত্তিওলা লোক। কেবল তাই না, তার চেয়েও খারাপ—একজন ডাক্তার, আগেকার দিনে যাদের ভদ্রলোক বলতো। সে বন্দুক তুলে ধরবে, তারপর বিদায়।'

জনতার মনোযোগটা অন্য বিষয়ে চ'লে না-গেলে ডাক্তারের ব্যাপারটা আরো কতোক্ষণ তাদের সহানুভূতি জাগাতো বলা মুশকিল।

কিছুক্ষণ ধ'রেই কৌতূহলী লোকজনেরা বড়ো-বড়ো কাচের জানলা দিয়ে

রেল-লাইনের দিকে তাকাচ্ছিলো, যার কয়েকশো গজ ছিলো ছাদ দিয়ে ঢেকে রাখা। ছাদ যেখানে শেষ হয়েছে শুধু সেখান থেকেই বরফ পড়ার দৃশ্য দেখা যায়। এতদূর থেকে দেখা যাচ্ছিলো যে মনে হচ্ছিলো যেন স্থির : মাছের জন্য জলে রুটির গুঁড়ো ছুঁড়ে ফেললে যেমন খুব আস্তে তা ডুবতে থাকে, তেমনি আস্তে বরফ পড়ছিলো মাটিতে।

কতোগুলো অচেনা মূর্তি একা অথবা দল বেঁধে প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে সেখানটায় চলাফেরা করছিলো। প্রথমে মনে হয়েছিলো তারা বুঝি রেলের লোক, নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত আছে ; কিন্তু এখন দেখা গেলো রীতিমতো একটা জনতা ছুটে এলো, আর এই ছোটো-ছোটো দলগুলি যেদিকে দৌড়োচ্ছে, সেদিকে এবার ছোট্ট এক ধোঁয়ার রাশি দেখা গেলো।

'দরজা খুলে দে, জোচ্চোরের দল !' লাইনের মধ্য থেকে প্রচণ্ড সোরগোল উঠলো। ভিড় ন'ড়ে উঠলো, উত্তেজিত হ'য়ে আছড়ে পড়লো দরজায় ; যারা পেছনে ছিলো, তারা সামনের লোককে টেনে নিয়ে চললো।

'দ্যাখো, কী কাণ্ড চলছে। এখানে কিনা আমাদের বন্ধ ক'রে রেখেছে, অথচ বাইরে থেকে কতগুলি বেজন্মা ভেতরে ঢোকবার একটা রাস্তা বের ক'রে লাফিয়ে এসে লাইনে দাঁড়াচ্ছে। এই শয়তান, খোল, দরজা খোল নইলে ভেঙে একেবারে চুরমার ক'রে ফেলবো। এসো স্যাঙাৎরা, একটা ধাক্কা দেওয়া যাক।'

সবজান্তা আইনবাগীশ মন্তব্য করলেন, 'এদের হিংসে করবার কিছু নেই। মজুর খাটানোর জন্য এদের সবাইকে পেট্রোগ্রাড থেকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে আসা হয়েছে। উত্তর দিকের আস্তানা থেকে এদের ভোলোগডা পাঠানোর কথা, কিন্তু তাদের চালান করা হয়েছে পূর্ব-সীমান্তে। স্বেচ্ছায় দেশভ্রমণে বেরোয়নি এরা, এদের সঙ্গে কড়া পাহারা আছে। শিগগিরই এদের মাটি কেটে ট্রেঞ্চ বানাতে হবে।'

৮

তিন দিন ধ'রে তাদের ট্রেন চলেছে, কিন্তু এখনো মস্কো থেকে খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি। আবহাওয়া তেমনি ঠাণ্ডা। জানলার ধারে পথঘাট, বনপ্রান্তর, গ্রামের বাড়িঘরের ছাদ—সব বরফে ঢাকা।

ঝিভাগোরা যে সবচেয়ে ওপরের বাঙ্কের এক কোণে জায়গা পেয়েছে—এটা রীতিমতো ভাগ্যের ব্যাপার; সীলিঙের তলায় ঝাপসা জানলার ঠিক মুখোমুখি জমিয়ে বসেছে তারা।

টোনিয়া আগে কখনো মালগাড়িতে চলাফেরা করেনি। এইসব গাড়ির বগিগুলি জমি থেকে বেশ খানিকটে উঁচুতে থাকে, আর দরজাগুলি সব ভারি, গড়ানো। প্রথমবার যখন ওঠে, ইউরি টোনিয়াকে দু'হাতে ধ'রে তুলেছিলো; কিন্তু পরে ওঠা-নামার কায়দাগুলি তারা নিজেরাই শিখে নিয়েছে।

চাকাওলা আস্তাবলের চেয়ে গাড়িটাকে টোনিয়ার কোনো অংশে ভালো ব'লে মনে হয়নি। প্রথম ঝাঁকুনিতেই সে ভেবেছিলো বুঝি কামরাটার জোড়া খুলে যাবে। কিন্তু তিনদিন ধ'রে সমানে সামনে পেছনে ডাইনে-বাঁয়ে ঝাঁকুনি খেলো তারা, যখন যে-রকমভাবে ট্রেন চলে, গতি বাড়ায় কি দিক বদলায় তখনই ঝাঁকুনি লাগে প্রচণ্ড। তিনটে আস্ত দিন ধ'রে দ্রুত ধাতব ঘর্ঘর আওয়াজ ক'রে চাকাগুলি গড়িয়ে গেলো, অনেকটা যেন কলে-চালানো পুতুলের হাতের ঢাক, তবু তারা এখনো বহাল-তবিয়তেই আছে। আসলে টোনিয়ার আশঙ্কার কোনো ভিত্তিই ছিলো না।

ট্রেনে সব মিলিয়ে তেইশটা বগি (ঝিভাগোরা ছিলো চোদ্দ নম্বর বগিতে)। গ্রামের স্টেশনগুলিতে যখন ট্রেন থামছিলো, গাড়ির একটা অংশই কেবল দাঁড়াচ্ছিলো ছোট্ট প্ল্যাটফর্মে, কখনো সেটা সামনের অংশ, কখনো বা মধ্যভাগটাই শুধু, কখনো আবার পেছন দিকটা।

নাবিকেরা সব সামনের দিকে, সাধারণ যাত্রীরা মাঝখানে, আর পেছনের আটটা বগিতে সেই লোকগুলি, যাদের জোর ক'রে মজুর খাটতে ধ'রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সংখ্যায় তারা পাঁচশো, সব রকম বয়সের সব অবস্থার সব পেশারই লোক আছে তাদের মধ্যে।

দৃশ্যটা দেখবার মতো : পিটার্সবার্গের ধনী, চৌকশ উকিল আর শেয়ার-বাজারের দালালের পাশেই ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান, মেঝের ঝাড়ুদার বাথরুমের জমাদার, কম্বলমোড়া অম্বিসার তাতার সদাগর, গারদ থেকে পালিয়ে-আসা পাগল, দোকানি, সন্ন্যাসী—সবাই শোষক শ্রেণীর সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে আছে।

গনগনে লাল লোহার চুল্লির চারপাশে কোট খুলে রেখে ঘিরে বসেছে উকিল আর শেয়ার-বাজারের দালালরা ; পরস্পরের সঙ্গে অবিরাম অকারণ গল্প ক'রে যাচ্ছে তারা, ঠাট্টা করছে, হাসছে। বহু শাঁসালো আত্মীয়স্বজন আছে ব'লে তাদের কোনো উৎকণ্ঠাই নেই। প্রতিপত্তিশীল যে-আত্মীয়রা বাড়িতে আছে, তারাই তাদের জন্য তার টানবে ; আর অবস্থা যদি একান্তই খারাপ হ'য়ে ওঠে তো এত টাকা তাদের আছে যে অনায়াসেই তারা নিজেদের মুক্তি কিনে নিতে পারবে।

অন্যেরা—পরনে তাদের বুটজুতো আর জোব্বা, কারো-কারো আবার খালি পা, গায়ের লম্বা জামা কি ঢিলে পাৎলুনের নানা জায়গায় ছেঁড়া, কারো-কারো জামায় তালি লাগানো, কারো-কারো আবার একমুখ দাড়ি গজিয়েছে—বাতাসহীন মালগাড়ির আধো-খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ধ'রে আছে পাশে, নয়তো দরজার ওপর যে-তক্তাটা বসিয়ে পেরেক ঠুকে আটকানো হয়েছে, সেটাই ধ'রে আছে কোনোরকমে, চাষিদের দিকে যখন তাকাচ্ছে করুণ হ'য়ে আসছে তাদের চাউনি, বিষণ্ণ মুখে চুপচাপ তাকিয়ে আছে পথের পাশের গ্রামের দিকে, একটা কথাও বলছে না কারো সঙ্গে। প্রতিষ্ঠাপন্ন কোনো বন্ধু নেই ব'লে আশা করবারও কিছু নেই তাদের।

মজুর খাটতে জোর ক'রে ধ'রে-আনা এই লোকগুলোর সংখ্যা এত বেশি যে তাদের জন্য আলাদা-ক'রে-রাখা কামরাগুলোয় কুলোয়নি, সেজন্য তাদের অনেককেই সাধারণ যাত্রীদের কামরায় রাখা হয়েছিলো, এমনকি চোদ্দ নম্বরও বাদ পড়েনি।

৯

যখনই ট্রেন থামে, টোনিয়া সাবধানে উঠে বসে, যাতে সীলিঙে মাথা ঠুকে না যায়, আর নিচে তাকিয়ে দরজার ফাটল দিয়ে গ্যাখে বাইরে বেরোবার পক্ষে এটা উপযুক্ত জায়গা কিনা। তার বাইরে বেরোনো নির্ভর করে প্রধানত তিনটে জিনিসের ওপর—স্টেশনের আকার, ট্রেন কতোক্ষণ থামবে, এবং বিনিময়ে লাভের সম্ভাবনা কতটুকু।

এবারেও তাই হ'লো। তার একটু তন্দ্রামতো এসেছিলো, ট্রেনের গতি ক'মে যেতেই জেগে উঠলো। লাইন বদলের ঘটাং-ঘটাং আওয়াজ, পয়েন্ট আর সুইচের সংখ্যা, প্রবল ঝাঁকুনি আর প্রচণ্ড আওয়াজ—সব মিলিয়ে মনে হ'লো স্টেশনটা বেশ বড়ো।

চোখ রগড়ে মাথার চুল ঠিক ক'রে নিলো প্রথমে, তারপর একটা পুঁটলি ওলোটপালোট ক'রে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে তলা থেকে একটা তোয়ালে টেনে বার করলো ; তোয়ালেটায় চিকনের কাজে আঁকা আছে মুর্গির ছানা, ঘোড়ার মাথা আর গাড়ির চাকা।

ইউরিও জেগে উঠেছিলো। টোনিয়াকে বাঙ্ক থেকে নামতে সাহায্য করলে সে। সিগন্যাল-ঘর আর ল্যাম্পপোস্টগুলো দরজার পাশ দিয়ে পেছনে চ'লে গেলো, অনেক গাছপালা পেরিয়ে এলো ট্রেন, যে-গাছগুলি অতিথি-পরায়ণের মতো তোয়ালে-ভর্তি বরফ বাড়িয়ে দিয়েছে ট্রেনের[১] দিকে। ট্রেন থামার অনেক আগেই নাবিকেরা একে-একে পদচিহ্নহীন বরফের ওপর লাফিয়ে নামলো, স্টেশনের কোনা দিয়ে ঘুরে দৌড়ে গেলো তারা, যেখানে চাষি-বউয়েরা বেআইনিভাবে খাবার-দাবার বেচবার জন্য ব'সে আছে।

নাবিকদের পরনে কালো উর্দি, পায়ের কাছে পাৎলুনের ডগা ঢিলে হ'য়ে এসেছে। এগোবার সময় তাদের চুড়োহীন টুপির ফিতেগুলি চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। তাদের পোষাক-আশাক আর এগোবার ভঙ্গির মধ্যে কেমন একটা বেহিসেবি আবহাওয়া ছিলো : যারা স্কী খেলে, তারা যখন ছুটে আসে, তখন যে-ভাবে লোকে তাদের পথ ছেড়ে দেয়, তারাও ঠিক সেইভাবে দৌড়ে এলো ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে।

১। প্রথা অনুযায়ী ছোটো তোয়ালের ওপর রুটি আর নুন দিয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা করা হয়।

স্টেশনের দেয়ালের আড়ালে মোড়ের কাছে এক সারিতে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলো পাশের গ্রামের গিন্নিরা আর বৌ-ঝিরা। উত্তেজিত হ'য়ে এমনভাবে তারা একে অন্যের পিছে লুকোবার চেষ্টা করছিলো যে মনে হচ্ছিলো তারা যেন গণকের কাছে হাত দেখাতে এসেছে। আসলে তারা এসেছিলো নানারকম খাবার বেচতে: শসা, বাড়িতে বানানো পনির, বারকোশভর্তি সেদ্ধ গো-মাংস, যাতে উষ্ণ আর সুস্বাদু থাকে সেইজন্য তোয়ালে দিয়ে তালগোল পাকিয়ে-রাখা প্যানকেক। ভেড়ার লোমের জামার ভেতরে শাল জড়িয়ে সারা শরীর আগাগোড়া মুড়ে রেখেছিলো তারা, কিন্তু তবু নাবিকদের ঠাট্টা-ইয়ার্কিতে সবাই লজ্জায় টকটকে লাল হ'য়ে উঠলো। কিন্তু তাদের ভয়ও ছিল দারুণ। কেননা ফটকাবাজার আর নিষিদ্ধ 'খোলা বাজার' ঠেকাবার জন্য দলগুলো সাধারণত নাবিকদের দিয়েই তৈরি হ'তো।

অবশ্য এই বিব্রত অবস্থা থেকে একটু পরেই তারা রেহাই পেলো। ট্রেন থামতেই সাধারণ যাত্রীরা এসে যেই ভিড়ে যোগ দিলো, অমনি বেচাকেনার কাজ সতেজ হ'য়ে উঠলো।

কী সব জিনিস তারা বেচতে এনেছে, তাই দেখতে-দেখতে টোনিয়া লাইন ধ'রে এগিয়ে গেলো; তোয়ালেটা তার কাঁধে ফেলা, দেখে মনে হবে সে বুঝি স্টেশনের পেছনদিকে বরফের মধ্যে হাত মুখ ধুতে যাচ্ছে। কয়েকটি চাষি-বউ চেঁচিয়ে ডাকলো, 'শুনুন! তোয়ালেটার বদলে আপনি কী চান?' টোনিয়া কিন্তু ফিরেও তাকালো না, তার স্বামীর সঙ্গে আরো এগিয়ে চললো।

লাইনের একেবারে শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলো লাল-কাজ-করা কালো শাল গায়ে একটি স্ত্রীলোক, চিকনের কাজ-করা তোয়ালেটা দেখেই তার বড়ো-বড়ো চোখ জলজল ক'রে উঠলো। সাবধানে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে সে সরাসরি টোনিয়ার পাশে এসে দাঁড়ালো, তারপর তার মালপত্রের ওপরকার ঢাকনা খুলে আগ্রহের সঙ্গে ফিশফিশ ক'রে বললো, 'একবার তাকিয়ে দেখুন এটার দিকে। আমি বাজি রাখতে পারি এমন জিনিস আপনি বহুকালের মধ্যে ছাখেননি। কেমন লাগছে? এ নিয়ে বোশ

ভাবতে গেলে শেষে পস্তাতে হবে, দেরি করলে আর পাবেন না। এর অর্ধেকটার বদলে তোয়ালেটা দেবেন আপনি ?'

শেষ কথাটা টোনিয়া শুনতে পায়নি। 'তুমি কী বলতে চাচ্ছো, স্পষ্ট ক'রে বলো।'

একটা খরগোশের অর্ধেক অংশের কথা বলছিলো স্ত্রীলোকটি—মাথা থেকে ল্যাজ পর্যন্ত তার ঝলসে ভাজা, দু'টুকরো করা। তুলে ধরলো সেটাকে। 'আপনার তোয়ালের বদলে এর অর্ধেকটা আমি দিতে পারি—এই কথাই আমি বলতে চাচ্ছি। তাকিয়ে আছেন কেন ? এটা কুকুরের মাংস নয়। আমার স্বামী শিকার করেন। এটা সত্যি খরগোশই।'

হাত বদল করলে জিনিস দুটো। দু'জনেই ভাবলো বেশ জেতা গেছে ব্যবসায়। টোনিয়া মনে মনে একটু লজ্জিত হ'য়ে পড়লো—চাষি-বউকে ঠকিয়েছে ব'লেই মনে হ'লো তার। ওদিকে চাষি-বউটি নিজের ভাগে যা পড়লো তাতেই খুশি হ'য়ে তার এক বন্ধুকে ডাক দিলে; সেই বন্ধুটিও তার পণ্য বেচে দিয়েছিলো; দু'জনে একসঙ্গে বাড়ির দিকে রওনা হ'লো—অনেক দূরে তাদের গ্রাম, অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হয়; বরফ-পড়া রাস্তা ধ'রে দু'জনে আস্তে-আস্তে দূরে মিলিয়ে গেলো।

ঠিক এমন সময় ভিড়ের মধ্যে ভীষণ এক সোরগোল উঠলো। এক বুড়ি গলা ফাটিয়ে চ্যাচাচ্ছে: 'আরে! আরে! যাচ্ছো কোথায় ? আমার টাকা কই ? বেহায়া চোর কোথাকার, কখন তুই আমাকে দাম দিলি ? ছাখো একবার শ্রীমানকে, পেট-মোটা শুয়োর। ডাকলে কিনা পেছন ফিরেও তাকায় না। আরে মশাই—লোকটাকে থামাও। আমার টাকা মেরেছে। থামাও না।—ব্যাটা চোর। ঐ যে যাচ্ছে, ঐ লোকটা, ধরো, ধরো ওকে!'

'কোন লোকটা ?'

'ঐ লোকটা—ঐ যে পরিষ্কার ক'রে কামানো, দাঁতগুলি বেরিয়ে আছে।'

'যে-লোকটার আস্তিনে একটা গর্ত, তার কথা বলছো ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধরো ওটাকে, ব্যাটা তাত্তার!'

'যার কনুইয়ের কাছটায় তালি-মারা ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!—হা ঈশ্বর! আমার সর্বস্ব চুরি ক'রে নিলে!'

'এখানে এত চ্যাঁচামেচি কিসের?'

'ঐ যে লোকটা যাচ্ছে, ও এসে কিছু দুধ মাংস কিনেছিলো; তারপর পেট পুরে খেয়ে দাম না-দিয়ে চ'লে গেছে ব'লে বুড়ি চ্যাঁচাচ্ছে।'

'এ-সব হ'তে দেয়া তো ঠিক না! কেন তাকে ধ'রে আনছে না সবাই?'

'ওকে ধ'রে আনবে? সারা গায়ে তার কটা কার্তুজ বেল্ট আছে, দেখেছো? বেশি কথা বললে ও-ই এসে ধরবে তোমাকে!'

১০

যাদের জোর ক'রে মজুর খাটতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, তাদের কয়েকজন ছিলো চোদ্দ নম্বর বগিতে। সঙ্গে পাহারাদার ছিলো ভোরোনিউক। তিনজন কেবল অন্যদের চেয়ে আলাদা জায়গায় দাঁড়িয়েছিলো, একজন হ'লো প্রোখোর প্রিটুলিয়েভ, পিটার্সবার্গের একটা সরকারি মদের দোকানে সে ছিলো খাজাঞ্চি, সবাই তা'কে 'জাঞ্চি' ব'লেই ডাকতো। আরেকজন হ'লো ভাসিয়া ব্রিকিন, এক লৌহ-ব্যবসায়ীর কাছে শিক্ষানবিশি করতো, বছর ষোলো বয়স; তৃতীয়জন কস্টয়এড আমুরস্কি, শ্রমিক-সমবায় দলের একজন বিপ্লবী, মাথার চুল ধবধবে শাদা, পুরোনো শাসনব্যবস্থার কালে দণ্ডিত অপরাধীদের জন্য নির্দিষ্ট সবগুলি উপনিবেশ ঘুরে এসেছে, এবং নতুন আমলের নতুন উপনিবেশগুলি আবিষ্কার ক'রে চলেছে।

প্রথম যখন তাদের ধ'রে নিয়ে আসা হয়, কেউ কাউকেই চিনতো না, এখন ক্রমশই আলাপ করতে-করতে পরস্পরের পরিচিত হ'য়ে উঠছে। 'জাঞ্চি' আর ভাসিয়া যে ভিয়াটকা প্রদেশের একই গ্রামের লোক, অল্পক্ষণের মধ্যেই তা বেরিয়ে পড়লো; আরো জানা গেলো, ট্রেন নাকি ঐ জেলার মধ্য দিয়ে যাবে।

প্রিটুলিয়েভের দেশ মালমিশে। মাথার চুল ঘন, মুখে ব্রণের দাগ, বেঁটে, মোটাসোটা, এক কথায় বিকট দেখতে। বগলের তলায় ঘামে কালো-হ'য়ে-থাকা তার ছাই রঙের জামাটি থলথলে স্ত্রীলোকের বডিসের মতো তার

শরীর জড়িয়ে আছে। পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাকতে পারে সে, হাতের আঁব আঁচড়ায় নখ দিয়ে যতোক্ষণ না রক্ত বেরিয়ে পেকে ওঠে।

কয়েকমাস আগে একদিন বিকেলবেলায় সে যখন নেভস্কি দিয়ে হাঁটছিলো, তখন লিটেইনি স্ট্রীটের এক সেনাবাহিনীর পাল্লায় প'ড়ে যায়। নিজের কাগজপত্র বের ক'রে দেখাতে বাধ্য হয় সে; দেখা যায় তার র‍্যাশন-বই চতুর্থ শ্রেণীর, আর চতুর্থ শ্রেণীর র‍্যাশন-বই তাদেরই দেওয়া হয় যারা শ্রমিক নয়, তা দিয়ে কোনো-কিছুই কেনা যায় না। ফলে তাকে আটকে রাখা হয়; আরো অনেককেই একই কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো; কড়া পাহারায় ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের। তার এবং তার পূর্ববর্তী দল আর্কেঞ্জেল সীমান্তে গিয়ে পরিখা খুঁড়বে—প্রথমে তাই ঠিক হয়েছিলো। কিন্তু মাঝপথে তাদের ফিরিয়ে মস্কোর মধ্য দিয়ে পুব দিকে পাঠানো হচ্ছে।

প্রিটুলিয়েভের স্ত্রী ছিলো লুগায়, সেখানে সে যুদ্ধের আগে কাজ করতো। লোকের মুখে তার দুর্দশার কথা শুনে তার স্ত্রী তাড়াতাড়ি তার খোঁজে বেরোয়, যদি ছাড়িয়ে আনা যায় এই উদ্দেশে ভোলোগডার দিকে আর্কেঞ্জেল জংশনে চলে যায়। প্রিটুলিয়েভদের ইউনিট কিন্তু সেখানে যায়নি; বাড়ি ব'সে থাকলেই সবচেয়ে ভালো করতো সে। আজকাল এমন হয়েছে যে কে কোথায় আছে সেটাই অনেক সময় সঠিক বুঝে ওঠা যায় না।

যুদ্ধের গোড়ার দিকে প্রিটুলিয়েভকে পিটার্সবার্গে বদলি করা হয়; সেখানে সে পেলাগিয়া টিয়াগুনোভা নামে এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাস করতো। যেদিন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তারা দু'জনে একসঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলো, একটু আগেই পরস্পরকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে মেয়েটি বাড়ি ফেরে আর সে যায় অন্যত্র কাজে। লিটেইনি স্ট্রীট থেকে তাকিয়ে সে তখনো পেলাগিয়ার পেছন দিকটা দেখতে পাচ্ছিলো—আস্তে-আস্তে সে ভিড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

মোটাসোটা মধ্যবিত্ত স্ত্রীলোক; বনেদি স্বভাবের, সুন্দর হাত, ঘন চুল—মাঝে-মাঝে খোঁপা বাঁধে, কখনো বেণী দুলোয়, কখনো বা এমনি কাঁধে ছড়িয়ে রাখে, আর নিশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে তা কেঁপে-কেঁপে ওঠে।

পেলাগিয়া এই গাড়ির মধ্যেই আছে এখন: নিজে থেকেই সে ঠিক করেছে যে প্রিটুলিয়েভকে যেখানেই নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, সেও সঙ্গে যাবে।

বোঝা মুশকিল প্রিটুলিয়েভের মতো ভোঁতা, বিশ্রী চেহারার লোক কী ক'রে স্ত্রীলোকদের আকৃষ্ট করতো—কিন্তু মেয়েরা যে তার সঙ্গে লেপটে থাকতো তাতে সন্দেহ নেই। সামনেরই আরেকটা কামরায় তার আরেকজন মেয়ে-বন্ধু আছে; নাম ওগ্রিস্কোভা, অস্থিসার শাদা ভ্রু-ওলা এক তরুণী; নানারকম ফন্দিফিকির ক'রে সে ট্রেনে এসে উঠেছে। 'ঢলানি', 'বিকটী' প্রভৃতি নানা অপ্রীতিকর সম্বোধনে প্রায়ই তাকে ভূষিত ক'রে থাকে টিয়াগুনোভা।

প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লে দু'জনেই দু'জনের ওপর খড়্গহস্ত, সাবধানে একে অন্যকে এড়িয়ে চলে। ওগ্রিস্কোভা এতোক্ষণের মধ্যে একবারও কিন্তু চোদ্দ নম্বর কামরায় পদার্পণ করেনি; তার প্রণয়ের পাত্রটির সঙ্গে কী ক'রে সে যে দেখাশোনা করতো সেটা একটা রহস্য। এমনও হ'তে পারে যে সমস্ত যাত্রীরা যখন নেমে গিয়ে এঞ্জিনে কয়লা ভরার কাজে ব্যস্ত হ'য়ে আছে, তখন সে দূর থেকেই তাকে দেখে খুশি হচ্ছিলো।

১১

ভাসিয়ার ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে অন্যরকম। তার বাবা যুদ্ধে মারা গেছেন; মা তাকে পিটার্সবার্গে তার মামার কাছে পাঠিয়েছিলেন কাজকর্ম শেখবার জন্য।

আপ্রাক্সিন মার্কেটে তার মামার এক দোকান ছিলো। গত শীতের সময় একদিন কিছু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্থানীয় সোভিয়েট থেকে তাঁকে তলব করা হ'লো। দরজা ভুল ক'রে মামাটি শ্রমিক-সংগঠনের নির্বাচনী পরিষদের আপিশে ঢুকে পড়েছিলেন। জোর করে যাদের মজুর খাটাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো তাদের ভিড়ে ভর্তি ঘরটা। একটু পরেই সৈন্যেরা এসে ঢুকলো; সবাইকে তারা সোজা সেমিয়নভস্কি ব্যারাকে রাত্রিবাসের জন্য নিয়ে গেলো, পরদিন সকালবেলায় ব্যারাক থেকে সোজা রেলস্টেশনে।

একসঙ্গে এতোজন লোকের গ্রেপ্তারের খবরটা চাপা থাকেনি; বন্দীদের পরিজনেরা বিদায় জানাতে স্টেশনে এসে ভিড় করলে। তাদের মধ্যে ছিলো ভাসিয়া আর তার মামী। এখন চোদ্দ নম্বর কামরায় যে-পাহারাদারটি আছে, সেই ভোরোনিউক সেখানেও পাহারা দিচ্ছিলো। ভাসিয়ার মামা স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবার জন্য তাঁকে বেরোতে দেবার অনুমতি চাইলেন। কোনো জামিন না-পেয়ে পাহারাদার যখন তাঁকে ছাড়তে চাইলো না, তখন ভাসিয়াকে জামিন রেখে তার মামাকে বেরোতে দেয়া হ'লো। মামা-মামীর সঙ্গে সেই তার শেষ দেখা।

প্রথমটায় কোনো সন্দেহই করেনি ভাসিয়া। চালাকিটা ধরা পড়তেই কান্নায় সে ভেঙে পড়লো; ভোরোনিউকের পায়ে আছড়ে পড়লো, তার হাতে চুমো খেলো, ছেড়ে দেবার জন্য বার-বার অনুনয়-বিনয় করলো, কিন্তু কোনোই ফল হ'লো না। ভোরোনিউক মানুষ হিসেবে কঠিন প্রকৃতির নয়, কিন্তু এই গোলযোগের দিনে নিয়মানুবর্তিতা বিষয়ে কঠোর না-হ'লে চলে না। যে-ক'জন লোকের ভার তার ওপর আছে, তাদের জন্য তাকে প্রাণ দিয়ে জবাবদিহি করতে হবে; আর, এই সংখ্যা রোজ নাম ডেকে মিলিয়ে নেয়া হয়। ভাসিয়া কী ক'রে এই শ্রমিক-সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত হ'য়ে পড়লো, সংক্ষেপে এই হ'লো তার ইতিহাস।

পাহারাদাররা সবাই সমবায়পন্থী কস্টয়এডকে একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখতো। যে-সরকারের অধীনেই তারা কাজ করুক না কেন, কস্টয়এড অনায়াসেই খাতির জমিয়ে নিতো তাদের সঙ্গে। একাধিকবার কনভয়ের কর্তাকে ডেকে ভাসিয়ার এই অসহ্য পরিস্থিতির কথা সে বুঝিয়ে বলেছে। এটা যে একটা ভীষণরকম ভুল-বোঝাবুঝির ব্যাপার—এ-কথা কনভয়ের কর্তাও স্বীকার করেছেন; কিন্তু যতোক্ষণ না গন্তব্যস্থলে পৌচচ্ছেন, ততোক্ষণ তিনি নাকি নিরুপায়; আইনগত কতগুলি বাধার জন্য কিছুই নাকি তাঁর করবার নেই। তবে পরে যথাসাধ্য করবেন ব'লে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সুন্দর চেহারার ছেলে ভাসিয়া, সুঠাম শরীর; তাকে দেখতে অনেকটা রাজা-বাদশাদের ছোকরা চাকরের মতো অথবা ছবিতে দেখা দেবদূতের

মতো। অত্যন্ত সরল সে; এতোটা সরল ও নির্দোষ ছেলে সাধারণত চোখে পড়ে না। বড়োদের পায়ের কাছে মেঝের ওপর ব'সে থাকে সে; হাঁটুতে হাত রেখে হাঁ ক'রে বড়োদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের জীবনের ঘটনাবলীর গল্প শোনা—এই হ'লো তার সবচেয়ে প্রিয় কাজ। কী-ধরনের কথাবার্তা চলছে কামরায়, তা জানতে হ'লে তার মুখের দিকে তাকালেই চলে; চেঁচিয়ে হেসে ওঠা কি শব্দ ক'রে কাঁদাটাকে সে সাবধানে সংযত ক'রে রাখে, আর তার ফলে যে-ভাবে তার মুখের পেশী ন'ড়ে ওঠে, তাই থেকেই অনায়াসে বোঝা যায় কথাটা হাসির, না দুঃখের।

১২

সমবায়পন্থী কস্টয়এডকে জ়িভাগোরা ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো। তাদের সেই কোনায় ব'সে সে জোরে শব্দ ক'রে-ক'রে খরগোশের ঠ্যাং চুষতে লাগলো। সর্দি-কাশির ভয় তার সাংঘাতিক, তাই বার কয়েক সে তার বসার জায়গা বদল ক'রে মনের মতো এই জায়গায় এসে বসলো। 'এই জায়গাটা বরং ভালো,' সে বললে। হাড় চিবোনো শেষ ক'রে, চুষে-চুষে আঙুলগুলি সে পরিষ্কার ক'রে নিলো, তারপর রুমাল দিয়ে হাত মুছে নিমন্ত্রণকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললে, 'আপনাদের জানলাটা ঠিকমতো বন্ধ হয় না, পুটি দিয়ে এটাকে আটকে রাখা উচিত। তারপর, যে-কথা বলছিলাম। বলা বাহুল্য, খরগোশের রোস্ট একটা মহা উপাদেয় বস্তু, কিন্তু সেই থেকে আমরা যদি এমন কোনো সিদ্ধান্ত করি যে চাষিরা আস্তে-আস্তে মস্ত বড়োলোক হ'য়ে উঠছে, তাহ'লে হঠোক্তি করা হবে; এমন কথা বলার জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমি অনেক কমিয়ে বললাম।'

'দেখুন এসে,' ইউরি বললে। 'যে-সব স্টেশনে ট্রেন থামছে একবার তাকিয়ে দেখুন। বাঁশের বেড়া, গাছপালা সবই অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে, এখনো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি। তারপর ঐ হাটবাজারগুলি, ঐ সব স্ত্রীলোকেরা, যাদের দেখা যাচ্ছে, সেই সব? জিনিসটা ভাবতেই কি

চমৎকার লাগছে না আপনার? অন্তত এখনো কোথাও-কোথাও জীবনের ধারা সমানভাবেই ব'য়ে চলেছে, মানুষেরা তা নিয়ে বেশ খুশিও আছে, সকলেই দীনদুঃখী নয়। এটাই কি সমস্ত-কিছুর একটা সংগত ব্যাখ্যা নয়?'

'আপনি য়া বলছেন তাহ'লে তো কথাই ছিলো না। কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই তা নয়। এ-কথা আপনি ভাবলেনই বা কেমন ক'রে? কী চলেছে, সেটা একবার গ্রামের ভেতরে গিয়ে তাকিয়ে দেখুন, রেল-লাইন থেকে পঞ্চাশ বা একশো মাইল দূরে। চাষিরা তো বিদ্রোহ করেছে, একের পর এক অফুরন্ত হামলা করছে তারা। আপনি বলবেন যে কোনোরকম বিচার না ক'রে লড়াই ক'রে চলেছে লাল শাদা দুয়েরই সঙ্গে, হয়তো বলবেন যে যার হাতেই ক্ষমতা থাক না, তাকেই ওরা সরাতে চায়; কী তারা চায় তা জানেনা ব'লেই যাদের হাতে শাসনভার থাকে তাদের সঙ্গেই ওদের বিরোধ। আমি কিন্তু এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত হ'তে পারছি না। তারা কী চায়, চাষিরা আপনার-আমার চেয়ে অনেক ভালো ক'রেই জানে, কিন্তু তারা একেবারে অন্য কিছু চাচ্ছে।

'বিপ্লব এসে যখন তাদের জাগিয়ে দিলে, তারা মনে-মনে ঠিক ক'রে নিলো এই তাদের স্বপ্নের পূর্ণতা, তার সেই প্রাচীন স্বপ্ন—নিজের জমিতে নিজের হাতে কাজ করার অধিকার, কোনো রাজা থাকবে না, একেবারে সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা; কারো ধার ধারতে হবে না—এমন একটা অবস্থা। কিন্তু তার বদলে কী দেখলো তারা? জার-সাম্রাজ্যের পুরোনো অত্যাচার সরিয়ে তারা ডেকে এনেছে আরো কঠিন এক বিপ্লবী মহারাষ্ট্রকে। গ্রামগুলি যে এখন সব সময়েই ক্ষুব্ধ হ'য়ে আছে, কিছুতেই যে স্বস্তি পাচ্ছে না, এই ব্যাপারটাতে অবাক হবার কিছু আছে কি? তার পরেও কিনা আপনি রায় দিয়ে দিলেন যে তারা সবাই সুখী! উহুঁ, এখনো অনেক ব্যাপার আছে যার কিছুই আপনি জানেন না মশাই, সন্দেহ হয় যে আপনি তা জানতেও চান না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, না-হয় আমি সব কিছু জানি না। কিন্তু সব কিছুই আমাকে জানতে হবে কেন, আর কেনই বা সব-কিছু নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমাকে অসুখ বাধাতে হবে? ইতিহাস আমার পরামর্শ চায়নি, যাই ঘটুক

না কেন তাই আমাকে মেনে নিতে হবে, তাই এ-সব তথ্যকে আমি লক্ষ্য না করলে ক্ষতি কী? আপনি বললেন, এটাকে বাস্তবতা বলে না। কিন্তু রাশিয়াতে আজকে বাস্তবতা কোথায়? আমার বিশ্বাস সে ভয়েই ম'রে গিয়েছে। এ-কথা সত্যি যে আমি মনে করি চাষিরা সুখী আর গ্রামেরও উন্নতি হচ্ছে—তা যদি আমি বিশ্বাস করতে না পারি তো কী করবো, বলুন? কাকেই বা বিশ্বাস করবো, বাঁচবোই বা কী নিয়ে? আমার স্ত্রী-পুত্র আছে, বাঁচতে আমাকে হবেই।'

হতাশার ভঙ্গি করলো সে; শ্বশুরের ওপর তর্কের ভার ছেড়ে দিয়ে একপাশে স'রে গিয়ে বাঙ্কের ওপর থেকে মাথা ঝুঁকে দেখতে লাগলো, নিচে কী হচ্ছে না হচ্ছে।

'জাঙ্কি' প্রিটুলিয়েভ আর তার বন্ধু পেলাগিয়া—দুজনেই ভাসিয়া আর পাহারাদার ভরোনিউকের সঙ্গে গভীর আলোচনায় মত্ত হ'য়ে আছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেন পৌছবে ভাসিয়া আর প্রিটুলিয়েভের গ্রামে। স্টেশন থেকে গ্রামে যেতে হ'লে কোন পথে যেতে হয় প্রিটুলিয়েভ সে কথাই মনে-মনে ভাবছিলো। ঘোড়ায় গেলে যে-পথ ধরতে হয়, পায়ে-হাঁটা পথ কিন্তু সেটা নয়। আর সেই সব চেনাশোনা মায়াময় গ্রামগুলির নাম শুনতে-শুনতে জলজলে চোখে অস্ফুট স্বরে ভাসিয়া সেগুলির পুনরাবৃত্তি করছিলো, যেন সে-সব কোনো জাদুমন্ত্র।

"শুকনো খালে" নামতে হয়—উত্তেজনায় তার গলা বুজে এলো। 'তারপরে বুয়িস্কির দিকে যাবেন।'

'ঠিক বলেছো। সেখান থেকে বুয়িস্কি রোড ধরলে—'

'আমিও তাই বলি—বুয়িস্কি, বুয়িস্কি গ্রাম—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি চিনি সেটা, ওখানেই আমরা মোড় ঘুরি, বারে-বারে কেবল ডান দিকে মোড় ঘুরতে হয়। তাহ'লেই আমাদের গ্রাম ভেরেটেন্নিকিতে পৌছবেন আপনি। আপনাদের গ্রামের রাস্তা নিশ্চয়ই বাঁ দিকে, নদী থেকে দূরে, তাই না? পেলগা নদী চেনেন তো? হ্যাঁ, চেনেন বইকি। সেটাই আমাদের নদী। কেবলই নদী ধ'রে এগোতে থাকুন, একেবারে নাক বরাবর, শেষে ডানদিকে খাড়া পাহাড় দেখতে পাবেন, ঐ পেল্গা নদীর ওপর ঝুলে আছে যেন, ঐখানেই আমাদের গ্রাম:

ভেরেটেন্নিকি! পাহাড়টার গায়েই গ্রামটা, সোজা ওপরের দিকে উঠে গেছে। এত খাড়া যে মাথা ঘুরবে আপনার, সত্যি বলছি, রীতিমতো মাথা ঘুরে যায়। নিচের দিকে এক পাথুরে খাদ আছে, ওখানকার পাথর দিয়ে জাঁতা বানানো হয়। ঐ ভেরেটেন্নিকিতেই মা আছেন, আর আমার দুই বোন। আলিয়া-দিদি। আরিয়া-দিদি।··· মা অনেকটা আপনার মতো দেখতে, আর পলিয়া মাসি, অল্প বয়স, আর ফর্শা। ভোরোনিউক খুড়ো, দয়া করো, যীশুর দোহাই, ভোরোনিউক খুড়ো, দয়া করো, ভিক্ষে চাচ্ছি, ভগবানের দোহাই······ভোরোনিউক খুড়ো!'

'কী? কেবল খুড়ো, খুড়ো, খুড়ো! আমাকে তোমার খুড়িমা পাওনি। কী করতে বলো আমাকে! আমি কি পাগল? তোমাকে যদি যেতে দিই তো আমাকেও সেই সঙ্গে খতম হ'য়ে যেতে হবে, আমেন। সোজা দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে দেবে।'

ভাসিয়ার লাল চুলে আলতোভাবে টোকা দিতে-দিতে পেলাগিয়া টিয়াগুনোভা আনমনা হ'য়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকলো। মাঝে-মাঝে তার দিকে তাকিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে অস্ফুটে হাসতে থাকলো, যেন সে তাকে বলতে চাচ্ছে: 'বোকামি কোরো না। এমনিভাবে সকলের সামনে ভোরোনিউকের সঙ্গে কথা ব'লে কোনো লাভ আছে! ভেবো না একটু ধৈর্য ধরো সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

১৩

মধ্য-রাশিয়া ফেলে ট্রেন যতই পুবমুখো এগোতে থাকলো, ততই অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে লাগলো। ট্রেন যেখান দিয়ে যাচ্ছে, উত্তেজনা আর বিশৃঙ্খলা সেখানটায় বেশ দানা বেঁধে উঠেছে; প্রত্যেকটা জেলার ভার সশস্ত্র বাহিনীর হাতে, গ্রামের হামলাগুলি দমিয়ে ফেলা হয়েছে সম্প্রতি।

হয়তো একেবারে ফাঁকা মাঠের মধ্যেই ট্রেন থেমে গেলো, আর নিরাপত্তা বাহিনীর টহলদারেরা যাত্রীদের সব কাগজ আর মালপত্র পরীক্ষা ক'রে দেখতে শুরু ক'রে দিলে।

একবার তারা রাত্রে থামলো, কিন্তু কেউ এলো না বা কাউকেই জাগানো হ'লো না।

কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে কিনা ভেবে ইউরি দেখবার জন্ম কামরা থেকে নেমে এলো।

চারদিকে অন্ধকার। ফারগাছে ভর্তি ফাঁকা জায়গা প'ড়ে আছে রেল-লাইনের দুপাশে; কেন যে ট্রেন থেমেছে, তার কোনো কারণ বের করা গেলো না। যাত্রীদের অনেকে বেরিয়ে এসেছিলো। পা ঠুকে বরফ ঝাড়তে-ঝাড়তে তাদের কেউ-কেউ ইউরিকে সংবাদ দিলে যে মুশকিল কিছুই নয়, কিন্তু ড্রাইভার আর এগোতে চাচ্ছে না, বলছে যে এই ফাঁকা জায়গাটা নাকি বিপজ্জনক এলাকা, আগে নাকি ট্রলি পাঠিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে আসা উচিত। যাত্রীদের মধ্য থেকে অনেকে তাকে বুঝিয়ে বলতে গেছে, দরকার হ'লে ঘুষ দিতেও রাজি, আর নাবিকেরাও এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে, সুতরাং ট্রেন যে একটু পরেই ছাড়বে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

ট্রেনের এঞ্জিনের চারপাশে যে তুষার জ'মে গিয়েছিলো, একটু পরে-পরেই তা আলোকিত হ'য়ে উঠছিলো, যেন এঞ্জিনের ফুলকিতে বা জ্বলন্ত কয়লায় কোনো অগ্নি-উৎসব শুরু হয়ে গেছে। এই আলোয় দেখা গেলো, কয়েকটা আবছা মূর্তি এঞ্জিনের সামনে ছুটোছুটি করছে।

সবচেয়ে আগে যে ছিলো—খুব সম্ভবত সেই ড্রাইভার—পাদানির শেষ প্রান্তে পৌছেই দুই বগির মাঝখানে লাফিয়ে প'ড়ে হাওয়া হ'য়ে গেলো, যেন মাটি তাকে গিলে ফেলেছে। নাবিকদের মধ্যে যারা তার পেছনে ধাওয়া করেছিলো তারাও ঠিক তাই করলে: তারাও লাফ দিলে একের পর এক, তারপর অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

এই সব দেখে যাত্রীদের কয়েকজনের কৌতূহল জেগে উঠলো—এমন কি ইউরির পর্যন্ত। কী ব্যাপার, তারা সবাই মিলে দেখতে গেলো।

বগিগুলো পেরিয়ে খোলা রেল-লাইনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখলো সবাই। রাস্তার পাশে বরফের ওপরে গিয়ে পড়েছিলো ড্রাইভার, দেখা গেলো ওপরের অর্ধেক কেবল বরফের বাইরে আছে, বাকি সমস্তই

বরফের ভেতরে। তার অনুসরণকারীরা সবাই একটা অর্ধবৃত্ত রচনা ক'রে তার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেমনভাবে শিকারীরা তাদের শিকারকে ঘিরে দাঁড়ায়। তাদেরও কোমর পর্যন্ত বরফের ভেতর ঢুকে গিয়েছে।

'ধন্যবাদ, কমরেডগণ! খাসা ঝোড়ো পাখি[1] হয়েছো তোমরা,' ড্রাইভার গলা ফাটিয়ে চ্যাচাচ্ছিলো। 'কী চমৎকার দৃশ্য! নাবিকেরা কিনা বন্দুক উঁচিয়ে একজন সহকর্মীর পেছনে ধাওয়া করেছে! কেন? না, আমি শুধু বলেছিলাম যে ট্রেন থামাতেই হবে।—আপনারাই আমার সাক্ষী,'—যাত্রীদের সম্বোধন করলে সে, 'জায়গাটা কী-রকম, সে তো আপনারাই দেখতে পাচ্ছেন। যে-কেউ এখানে লাইন থেকে বল্টু খুলে নিয়ে যাবার জন্য ঘুরে বেড়াতে পারে। জাহান্নমে যা, যত রাজ্যের বেজন্মা। তোদের চোদ্দগুষ্টিকে থোড়াই কেয়ার করি! তোদের জন্যেই কিনা এই সব করছি আমি, যাতে কারো বিপদ-আপদ না হয়, আর এত সব ঝক্কি পোয়াবার জন্য এই কিনা আমার পুরস্কার! চ'লে আয়, গুলি করবি! এই আমি দাঁড়িয়ে আছি—যাত্রীগণ, আপনারাই আমার সাক্ষী, দেখুন সবাই, মোটেই পালাচ্ছি না আমি।'

ভিড়ের মধ্য থেকে বিমূঢ় গলা শোনা গেলো। 'আরে মশাই, ঠাণ্ডা হোন, এত গরম কেন ওরা তো আর মারতে আসছে না আপনাকে···কেউ দেবেও না মারতে······শুধু ভয় দেখাচ্ছে ওরা···।' অন্যেরা আবার উশকে দিতে শুরু করলে: 'ঠিক হ্যায় গাভরিলকা, এই তো চাই। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও, দেখি ব্যাটারা কী করে!'

নাবিকদের মধ্য থেকে প্রথম যে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো, সে হ'লো এক লালচুলো দানব, মাথাটা তার এত বড়ো যে মুখটা ভোঁতা দেখায়। যাত্রীদের দিকে ফিরে ঠাণ্ডা, স্থির, গাঢ় গলায় ইউক্রেনীয় টানে সে যখন কথা বলতে শুরু করলে, তার সমস্ত ভঙ্গিটাই সেই দৃশ্যের সঙ্গে বেমানান ঠেকলো।

১। ঝোড়ো পাখি বা 'স্টর্মি পেট্রেল': বিপ্লব শুরু করেছিলো বাল্টিক সাগরের এক নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহ ঘোষণায়। এখানে তার প্রতি আর ঐ নামের ম্যাক্সিম গর্কী-রচিত গল্পের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে;

'মাপ করবেন, এত থার্মিডর[১] কিসের এখানে? দেখবেন মশাইরা, ঠাণ্ডায় আবার সর্দি বাধিয়ে বসবেন না। হাওয়াও দিচ্ছে। যে যার জায়গায় গিয়ে ব'সে আরাম করুন না কেন।'

আস্তে-আস্তে ভিড় ভেঙে গেলো। ড্রাইভার তখনও উত্তেজিত হ'য়ে ছিলো; দানবটি তার দিকে এগিয়ে এসে বলল:

'কমরেড ড্রাইভার, তোমার হিস্টিরিয়া ঢের সহ্য করেছি। এবার বেরিয়ে এসো বরফ থেকে। এবার গাড়ি পুরো দমে চালাতে হবে, আর যেন দেরি না হয়।'

১৪

রেল-লাইনের ওপর গুঁড়ো-গুঁড়ো মতো বরফ ছড়িয়ে দিয়েছে হাওয়া। কেউ সেগুলো পরিষ্কার করেনি ব'লে ট্রেন চলছিলো শামুকের মতো আস্তে-আস্তে, যাতে গাড়ি উল্টে না যায়। পরদিন একটা নিষ্প্রাণ, পুড়ে-যাওয়া ধ্বংসস্তূপের কাছে এসে গাড়ি থামলো। লোয়ার কেলমেসে স্টেশনের এই শুধু অবশিষ্ট আছে; সামনের দিকের কালো-হ'য়ে-যাওয়া দিকটায় ঝাপসা-ভাবে কেবল নামটা পড়া যাচ্ছে।

স্টেশন পেরিয়ে যে-গ্রাম, সেটা বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে প'ড়ে আছে। গ্রামটাও নষ্ট হয়েছে আগুনে। শেষ বাড়িটা পুড়ে গেছে, তার পাশের বাড়িটা বাঁকাচোরা ঝুলে-পড়া শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কোনো-কোনো খুঁটি মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেছে। ভাঙা স্লেজগাড়ি, বাঁশের বেড়া, জং-ধ'রে-যাওয়া ধাতুর টুকরো আর বিচূর্ণ আসবাবে সমস্ত রাস্তা এলোমেলো হ'য়ে আছে; ঝুল আর ভুসোয় বরফ নিয়েছে নোংরা চেহারা, আধো-জ্বলা কাঠের টুকরো ছড়ানো বরফের ফাঁক দিয়ে মাটির কালো-কালো দাগ দেখা যাচ্ছে:

১। Thermidor: ফরাসী বিপ্লবের পরে যে-নতুন পঞ্জিকা প্রবর্তন করা হয় তার একাদশ মাসের নাম Thermidor (নিদাঘ)=জুলাই-আগস্ট। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই থার্মিডর বা ২৭শে জুলাই তারিখের বিপ্লবের ফলে রবস্পীয়র ও চরমপন্থীদের পতন ঘটে। রাজনীতি-সচেতন নাবিকটি এর রুশ প্রতিশব্দ 'আন্দোলন' অর্থে ব্যবহার করছে। —অনুবাদকের টীকা

বোধহয় আগুন নেভাবার জন্ত জল ঢালা হয়েছিলো, এ-সব হ'লো তারই চিহ্ন।

জায়গাটাকে যে-রকম মৃত দেখাচ্ছিলো, আসলে কিন্তু ততটা ম'রে যায়নি। তখনও কিছু-কিছু লোক থেকে গিয়েছিলো এদিক-ওদিক। ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে স্টেশন-মাস্টার বেরিয়ে আসতেই গার্ড ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে সহানুভূতি জানালেন। 'মনে হচ্ছে গ্রামে আগুন লেগেছিলো, আর স্টেশনটাও সেই সঙ্গে শেষ হ'য়ে গেছে?'

স্বাগত জানালেন স্টেশন-মাস্টার, 'আসতে আজ্ঞা হোক।—হ্যাঁ, আগুন লেগেছিলো বটে, কিন্তু সেটাই সবচেয়ে মারাত্মক নয়।'

'মানে? ঠিক বুঝতে পারছি না কী বলতে চাচ্ছেন।'

'না-বোঝার চেষ্টা করাই ভালো।'

'আপনি নিশ্চয়ই স্ট্রেলনিকভের কথা বলছেন না!'

'তার কথাই তো বলছি।'

'কেন? কী করেছিলেন আপনারা?'

'আমরা কিছুই করিনি। যা করবার করেছিলো সব আশেপাশের লোকজন, কিন্তু আমরা সুকৃতির জন্য শাস্তি পেলাম। ঐ যে গ্রাম দেখতে পাচ্ছেন ওদিকে—ওটা হ'লো উস্ট-নেমডিনস্ক জেলার লোয়ার কেলমেস—ওদের জন্যই এই সব ঝামেলা!'

'কী এমন অপরাধ করেছিলো ওরা?'

'মারাত্মক সপ্তপাপের কোনোটাই প্রায় বাকি ছিলো না। গরিব চাষিদের সমিতি বন্ধ ক'রে দিয়েছিলো, এই হ'লো এক নম্বর; লাল ফৌজকে ঘোড়া সরবরাহ করতে নারাজ হয়েছিলো, এই হ'লো দুই (তারা আবার তাতার ঘোড়সোয়ার সব—এটা মনে রাখবেন), সৈন্য-সমাবেশের হুকুম মানেনি—তাতে অন্ততপক্ষে তিনটে অপরাধ তো হ'লো।'

'হুঁ, এই ব্যাপার! বুঝতে পারছি সব। কাজে-কাজেই বারুদ ফাটলো তাই না?'

'স্বভাবতই।'

'সাঁজোয়া গাড়ি এসে আক্রমণ করেছিলো?'

'নিশ্চয়ই।'

'খুব দুঃখের কথা। যাক, এ আমাদের মাথা ঘামাবার ব্যাপার নয়।'

'যাই হোক, এখন সব চুকে গিয়েছে। কিন্তু আপনার জন্য যে-খবর রয়েছে, সেটাও বিশেষ সুবিধের নয়। মনে হচ্ছে আপনাদের এখানে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন। আমি ফ্রণ্টে সৈন্য নিয়ে যাচ্ছি।'

'মোটেই ঠাট্টা না। সাতদিন ধ'রে অনবরত ব্লিজার্ড হয়েছে এখানে—বিরাট সব বরফের চাঁই প'ড়ে আছে লাইনের ওপর, অথচ সাফ করবার কেউ নেই। অর্ধেক গ্রামই ফাঁকা প'ড়ে আছে—সব পালিয়েছে। বাকি সবাইকে আমি কাজে লাগিয়ে দেবো—কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়।'

'ধুত্তোর আপদ! আমি করি কী এখন?'

'সময় মতো সব সাফ করিয়ে দিচ্ছি।'

'বরফ কত গভীর বলুন তো?'

'মন্দ না, তবে সব জায়গায় সমান নয়। সবচেয়ে খারাপ হ'লো মাঝখানটায়। দু'মাইল লম্বা একটা খাল আছে ওখানে, সেখানেই সবচেয়ে ঝামেলায় পড়তে হবে। আরো দূরে, জঙ্গলের ধারে সবচেয়ে বেশি বরফ জ'মে আছে লাইনে। এখানে তো ফাঁকা গ্রাম, কাজেই হাওয়া কিছুটা উড়িয়ে নিয়েছে।'

'জাহান্নমের গুষ্টি! কী জগাখিচুড়ি পাকালো এখন! সব যাত্রীদের দিয়ে পরিষ্কার করাবো।'

'আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম।'

'নাবিকদের ধারে-কাছেও মাড়াবো না। কিন্তু এক আস্ত মজুরবাহিনী চলেছে এই ট্রেনে—জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের; তাছাড়া আবার স্বাধীন যাত্রীও আছে সব মিলিয়ে শো-সাতেক।'

'এতে খুব হ'য়ে যাবে। শাবলগুলি এসে পৌঁছলেই কাজ শুরু ক'রে দেবো। এখানে আবার খুব বেশি শাবল নেই, কাজেই আশেপাশের গ্রামে আনতে পাঠিয়েছি। সেগুলি এসে পৌঁছলো ব'লে।'

'হা পোড়াকপাল! আমরা পেরে উঠবো মনে হয় আপনার?'

'নিশ্চয়ই পারবো। লোকে বলে শুধু সংখ্যার জোরেই বড়ো-বড়ো

শহর দখল করা যায়—আর এ তো সামান্য রেল-লাইন। আপনি একটুও ভাববেন না।'

১৫

তিন দিন ধ'রে চললো লাইন পরিষ্কার করার কাজ। ঝিভাগোদের সকলেই এমন কি নিউশা পর্যন্ত তাতে অংশ নিলে। রওনা হবার পর এই তিন দিনই তাদের সবচেয়ে ভালো কাটলো।

সমস্ত এলাকাটাই কেমন নির্জন, গোপন আর অবরুদ্ধ। কী যেন আছে এখানে, যাতে মনে প'ড়ে যায় পুগাচেভের বিদ্রোহ[১]—পুশকিন যেমন ক'রে দেখেছিলেন—আর আক্সাকভের[২] লেখা বর্বর এশিয়ার বর্ণনা। সেই রহস্যময় আবহাওয়াকে আরো নিবিড় ক'রে তুলেছিলো ধ্বংসস্তূপগুলো আর প'ড়ে-থাকা গ্রামবাসীদের সতর্কতা গুপ্তচরের ভয়ে ট্রেনের যাত্রীদের এড়িয়ে চলছে তারা, নিজেদের মধ্যেও কথাবার্তা বলছে না।

মজুরদের দলে-দলে ভাগ ক'রে দেয়া হয়েছিলো। স্বাধীন যাত্রীদের কাছ থেকে ধ'রে আনা মজুরদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিলো আলাদা ক'রে। সমস্ত জায়গাটা নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে ঘেরাও ক'রে রাখা হয়েছে।

রেল-লাইনের এক-এক অংশের ভার পড়লো এক-এক দলের হাতে। সবাইকে যার-যার অংশে পাঠিয়ে দিয়ে একসঙ্গে কাজ শুরু ক'রে দেয়া হ'লো। এক-একটা অংশের মাঝখানে টিলার মতো উঁচু তুষারের ঢিবি

[১] Pugachev, Yemelyan Ivanvich (১৭৪৪—৭৫): ইনি একজন ডন কসাক, সৈনিক জীবন ত্যাগ ক'রে এক কৃষক-বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন (১৭৭৩—৭৫)। পালিয়ে-যাওয়া সার্ফ আর তাতার ডাকাতের দল সংগ্রহ করে তিনি ভলগা-তীরবর্তী বহু দুর্গ ও কাজান নগর দখল করেন। অবশেষে তার অনুচরদের মধ্যেই একজন তাঁকে ধরিয়ে দেয়, সরকার তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করেন। পুশকিনের লেখা 'পুগাচেভ-বিপ্লবের ইতিহাস' ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত হয়।—অনুবাদকের টীকা।

[২] Aksakov, Sergey Timofeyevich (১৭৯১—১৮৫৯): মধ্য-উনিশ শতকের অন্যতম গদ্য লেখক, গোগোলের বন্ধু। আক্সাকভের দুই পুত্র, Ivan Sergeyevich ও Konstatin, স্লাভোফিল-দলভুক্ত শক্তিশালী লেখক ছিলেন। অনুবাদকের টীকা।

দলগুলিকে একে অন্যের কাছ থেকে আড়াল ক'রে রেখেছিলো, একেবারে শেষ মুহূর্তে ছাড়া সেগুলোতে হাত দেওয়াই হয়নি।

কেবল ঘুমোবার সময় ছাড়া সারা দিনই সেই খোলা জায়গায় কাটাতে হ'লো মজুরদের। হিমশীতল হ'লেও পরিষ্কার ছিলো দিনগুলি, তাছাড়া কাজের মেয়াদও লম্বা নয়, কেননা যথেষ্ট শাবল সংগ্রহ করা যায়নি। নিছক মজা হ'য়ে উঠলো ব্যাপারটা।

ইউরির দল যে-অংশে পড়েছিলো, সেখান থেকে দৃশ্য বড়ো সুন্দর। পুবদিকের গ্রামটা ক্রমশ ঢালু হ'য়ে উপত্যকার দিকে নেমে গেছে, তার পরেই ঢেউয়ের মতো ধাপে-ধাপে উঠে গেছে দিগন্ত পর্যন্ত।

পাহাড়ের চূড়োয় হাওয়ার ঝাপটের মধ্যে একটা বাড়ি দাঁড়িয়ে; আশে-পাশের গাছগুলো গ্রীষ্মকালে তাকে নিশ্চয়ই ছায়া দিয়েছিলো, কিন্তু এখন তাদের গায়ে লেসের মতো বরফ এমনভাবে তাদের জড়িয়ে আছে যে তাদের পক্ষে কোনো আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

যা-কিছু বন্ধুর ছিলো সব বরফ মসৃণ ক'রে ঢেকে রেখেছে। কিন্তু তবু সেই ঘুরে-ঘুরে নেমে-আসা ধারাটিকে একটু-একটু দেখা যাচ্ছিলো, বসন্তকালে যার জলস্রোত রেলের ব্রিজের তলা দিয়ে সোজা ছুটে যায় আর এখন যার সমস্ত জঙ্গমতাকে স্থাণু ক'রে রেখেছে বরফ, ঠিক যেন কোনো শিশু তার ছোট্টো খাটে শুয়ে আছে, পালকের লেপের তলায় মাথা গুঁজে।

পাহাড়ের ওপরের ঐ বাড়িটায় কেউ থাকে কিনা, ইউরি সেই কথাই ভাবছিলো। না কি খালি প'ড়ে আছে বাড়িটা, ক্রমশ ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছে? হয়তো কোনো ভূমি-সমিতির ভাগে পড়েছে এখন। যারা এককালে ঐ বাড়িতে থাকতো, তাদের সকলের কী দশা হয়েছে? তারা কি বিদেশে পালিয়ে গেছে? না কি চাষিদের হাতেই মারা গেছে? না কি তারা জনপ্রিয় ছিলো ব'লে কোনো প্রয়োগশিল্পের বিশেষজ্ঞ হিসেবে সেই জেলাতেই থেকে যাবার অনুমতি পেয়েছে? আর যদি থেকেই গিয়ে থাকে তো স্ট্রেলনিকভ কি তাদের রেয়াৎ করেছে, না কি কুলাকদের দশা হয়েছে তাদের?

বাড়িটা তার কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত ক'রে তেমনি বিষণ্ণ ও স্তব্ধ হ'য়ে

দাঁড়িয়ে থাকলো। আজকাল কোনো প্রশ্ন করাটা বেয়াদবি, এবং করলে কেউ উত্তর দেবারও প্রয়োজন বোধ করে না।

চোখ-ধাঁধানো শুভ্রতার ওপর সূর্য ঝলমলে আভা ছড়িয়ে দিয়েছে পরিষ্কার বরফের টুকরো কেটে-কেটে তুলতে লাগলো ইউরি; মনে হ'লো শুকনো হীরের আগুন লেগেছে। ছেলেবেলার দিনগুলি মনে প'ড়ে গেলো তার। সে যেন তার বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে, মোটা সুতোর টুপি মাথায়, কালো ভেড়ার চামড়া হুক দিয়ে আটকানো, হুকের ঘরগুলো কোঁকড়ানো লোমের মধ্যে সেলাই করা, ঠিক এমনিভাবে জলজলে বরফ কেটে-কেটে তৈরি করছে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ, উঁচু পিরামিড, বড়ো মাপের কেল্লা, গুহা-নগর কিংবা ক্রীমের মিষ্টি। সেই ফেলে-আসা সুদূর দিনগুলি, জীবনের কী আশ্চর্য স্বাদই না ছিলো তখন, নয়ন আর জঠর তৃপ্ত হবার মতো ছিলো সব-কিছু।

কিন্তু এখন, এ-রকম অবস্থাতেও, খোলা হাওয়ায় তিন দিন ধ'রে কাজ করতে-করতে মজুররা সবাই ভরা পেটের সন্তোষ অনুভব করলে। তাতে অবশ্য অবাক হবারও কিছু নেই। রাত্রিবেলায় প্রত্যেককে পুরু, উষ্ণ, টাটকা বড়ো-বড়ো রুটি দেওয়া হ'তে লাগলো (কোত্থেকেই বা এ-সব আসছে, কার হুকুমে —এ-সব প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে না); বেশ মুড়মুড়ে মুচমুচে রুটি, ওপরের অংশটা চকচকে, পাশের শক্ত অংশে চিড় খেয়ে গেছে, তলার দিকটায় কাঠকয়লায় ঝলসানোর চিহ্ন সুস্পষ্ট।

১৬

ছুটির দিনে পাহাড়ে চড়তে গিয়ে লোকে যেমনভাবে পাহাড়ি আশ্রয়কে ভালোবেসে ফেলে, তেমনি সেই ধ্বংস-হ'য়ে-যাওয়া স্টেশনটাকে সবাই ভালোবেসে ফেললো। জায়গাটার আকার, আয়তন, ধ্বংসের ছোটোখাটো চিহ্ন—সব ইউরির স্মৃতিতে থেকে গেলো।

রোজ সন্ধেবেলায় তারা ফিরে আসে সেখানে—সূর্য যখন পুরোনো অভ্যেসের প্রতি আনুগত্যবশত টেলিগ্রাফ-আপিশের জানলার পেছনে বার্চ-গাছের আড়ালে ডুবে যায়। এমনি ক'রে সূর্য ওখানে ডুবে গেছে চিরকাল।

বাইরের দেয়ালের এক অংশ ধ্ব'সে প'ড়ে গিয়েছিলো, ঘরের মধ্যে এলোমেলো তার ভগ্নাবশেষ জড়ো হ'য়ে আছে। জানলাটা কিন্তু এখনো আছে, উল্টো দিকের কোনাটা অক্ষত, এমনকি কফি-রঙের দেয়াল-কাগজ পর্যন্ত ঠিক জায়গায় থেকে গেছে। চুল্লি, তার গোল বিবর, আর তামার ডালা, এমনকি কালো ফ্রেমেআঁটা আপিশের আসবাবপত্রের ফর্দটাও ধ্বংসের কবলে পড়েনি। দুর্বিপাকের আগেকার দিনগুলোর মতোই অস্তগামী সূর্য ধীরে-ধীরে গড়িয়ে যায় চুল্লির ওপর, উষ্ণ বাদামি একটা আভা ছড়িয়ে দেয় কাগজের গায়ে, আর একটা হুকের ওপর বার্চগাছের ছায়া ঝুলে থাকে, যেন কোনো রমণীর গলবন্ধ।

ওয়েটিংরুম ছিলো দালানের পেছনে ; সেটা ধ্বংস হ'য়ে গেছে, কিন্তু তার তালা-লাগানো দরজায় এখনো একটা বিজ্ঞপ্তি লটকে আছে, হয় ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবের গোড়ার দিকে আটকানো হয়েছিলো, নয়তো সম্প্রতি লটকে দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটা এই রকম :

'যে-সব যাত্রীর ওষুধ কিংবা ব্যাণ্ডেজ দরকার, তাঁরা আপাতত যেন উদ্বিগ্ন না হন, এই অনুরোধ করা হচ্ছে। কতগুলি অনিবার্য কারণে এই দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লো এবং এই বিজ্ঞপ্তির মধ্যে তা যাত্রীদের গোচরে আনা হচ্ছে।'

স্বাক্ষর : ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক
উস্ট-নামভিন্স্ক জেলা,—অমুক তমুক।

যখন রেল-লাইনের ওপরকার বিভিন্ন অংশের তুষারস্তূপ পরিষ্কার হ'য়ে গেলো, দেখা গেলো রেল-লাইন তীক্ষ্ণ সরল রেখায় তীরের মতো সমতলভূমির ওপর দিয়ে সুদূরে চ'লে গেছে। রেল-লাইনের দু-ধারে পর্বতপ্রমাণ স্তূপ-করা তুষার জ্বলজ্বল করছে : যেন জঙ্গলের কালো দেয়ালের গায়ে কেউ শুভ্রতাকে জড়ো ক'রে দিলো।

রাস্তার ওপর একটু পরে-পরেই দল বেঁধে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে, হাতে শাবল। এই প্রথম পরস্পরকে দেখে সবাই অবাক হ'য়ে গেলো : এতো লোক কাজে লেগেছিলো!

১৭

তখন বেলাশেষ, একটু পরেই অন্ধকার ক'রে আসবে। তবু আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেন ছাড়বে ব'লে মনে হ'লো। আর-একবার পরিষ্কার-করা রেল-লাইন দেখবার জন্য ইউরি আর টোনিয়া বেরিয়ে গেলো। কিন্তু তখন রেল-লাইনে আর কেউই নেই। দূরে, দিগন্তের দিকে তাকালো দুজনে, তারপর দু-একটা কথা ব'লেই ফিরে এলো।

গাড়িতে ফেরবার পথে তারা দুটি স্ত্রীলোকের ভীষণ ঝগড়ার আওয়াজ শুনতে পেলো। দুজনেই তাদের চেনা, ওগরিস্কোভা আর টিয়াগুনোভা। একদিকেই চলেছে দুজনে, কিন্তু ট্রেনের দুপাশে, শেষহীন বগির এক দিকে ওগরিস্কোভা, অন্যদিকে টিয়াগুনোভা—মাঝখানের বগির জন্য কেউই কাউকে দেখতে পারছে না। ইউরি আর টোনিয়ার ঠিক পাশাপাশি কখনোই এলো না তারা, হয় তাদের একটু আগে চ'লে গেলো পাশ কাটিয়ে, নয়তো একটু পেছিয়ে এলো।

এতো উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছিলো তারা যে একটু পরেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো, তাদের সব শক্তি সব যেন ফুরিয়ে গেছে। যেভাবে তাদের গলা সপ্তমে চড়েছিলো, এবং এখন যেমন ফিশফিশানি শুরু হয়েছে, তাই থেকেই এটা বোঝা গেলো, হয় তাদের পা আর চলছে না, নয়তো তারা ট'লে-ট'লে এগোচ্ছে কি বরফের ওপর থুবড়ে প'ড়ে যাচ্ছে। মনে হ'লো, টিয়াগুনোভা ওগরিস্কোভার পেছনে ধাওয়া করেছে, আর যখনই তাকে ধরতে পারছে, তখনি প্রচণ্ডভাবে ঘুষি মারছে তাকে। যতোরকম গালমন্দ আছে সমস্তই ব্যবহার করলো সে, আর তার ভদ্র, সুরেলা গলা সেই কটূক্তিগুলোর নির্লজ্জতাকে একেবারে অসীমে পৌঁছে দিলো; এত কর্কশ শোনালো সে-সব যে, কোনো পুরুষের কটূক্তি এতটা খারাপ লাগতো না।

'নোংরা মেয়েমানুষ কাঁহাকার! নর্দমার ষাঁড়!' টিয়াগুনোভা চীৎকার ক'রে উঠলো। 'তোর ছটফটানির জ্বালায় এক পা নড়তে পারি না আমি। কেন, আমার বুড়ো হাবড়াটাকে নিয়ে কি তোর সাধ মিটলো না যে তারপরেও আবার একটা কোলের বাচ্চাকে চোখ মারলি?'

'ভাসিয়াও কি তোর বিয়ে-করা ভাতার যে এ-কথা বলছিস! বাঃ, চমৎকার!'

'ওরে আঁস্তাকুড়ের খানকি, দিচ্ছি, দিচ্ছি তোকে বিয়ে-করা ভাতার! ফের যদি ঐ নোংরা মুখ খুলেছিস তো তোকে কোতল করবো, এই ব'লে রাখলাম।'

'বেশ, বাবা, বেশ, এত ঘুষোঘুষি কেন? কী তুই চাস, সেটাই পষ্ট ক'রে বল!'

'মর, মর তুই—জাঁহাবাজ মাগি, নষ্টামির ডিপো, বেহায়া কুত্তি তুই, ফুশলানি, বেড়ালনি!'

'আমি তা-ই, তাই না? ঠিক আমি একটা বেড়ালনি, নয়তো কুত্তি—তোর মতো মহীয়সীর সঙ্গে তুলনা করলে তাই তো দাঁড়ায়! জন্মেছিস আঁস্তাকুড়ে, বিয়ে করেছিস নর্দমায়—ইঁদুরের বাচ্চা, আর তোর ছানাপোনা সব সজারু।...বাঁচাও। বাঁচাও! খুন করলে, খুন করলে আমাকে! আমার মা-বাবা নেই, আমাকে একলা পেয়ে মেরে ফেললে আমাকে—কে আছো, বাঁচাও।'

'তাড়াতাড়ি চলো,' টোনিয়া জোরে পা চালালো। 'আমি আর শুনতে পারছি না এ-সব, একেবারে গা-ঘিনঘিন ক'রে উঠছে। শেষটায় ওরা ভীষণ কিছু বাধিয়ে বসবে দেখছি।'

১৮

মুহূর্তের মধ্যে আবহাওয়া আর দৃশ্য বদলে গেলো। সমতলভূমি শেষ হ'য়ে গেছে, এবার ঘুরে-ঘুরে পার্বত্য প্রদেশের ওপর দিয়ে রেল-লাইন এগিয়ে চললো। অবিশ্রাম উত্তুরে বাতাস থেমে গেলো, দক্ষিণ থেকে উষ্ণ হাওয়া আসতে শুরু করলে, যেন কোন চুল্লির ঘুলঘুলি থেকে তাপ বেরোচ্ছে।

পাহাড়ের ঢালু গা থেকে হঠাৎ যেন বনের গাছপালা ছিটকে বেরিয়েছে, যখন রেল-লাইন তাদের অতিক্রম ক'রে গেলো, ট্রেনটিকে সোজা উঠতে হ'লো

ওপরে, তারপর যেই বনের মাঝখানে পৌঁছলো, অমনি আবার নিচের দিকে গড়িয়ে নামা শুরু হ'লো। বনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় ধোঁয়া ছেড়ে, নানা রকম ধাতব চীৎকার ক'রে আস্তে-আস্তে যেতে থাকলো ট্রেন, যেন কিছুতেই বগিগুলোকে টেনে নিয়ে যেতে পারছে না, যেন এটা বনের কোনো থুথ্‌ড়ে বুড়ো পাহারাদার আস্তে-আস্তে হেঁটে যাচ্ছে যাত্রীদের পথ দেখিয়ে, আর যাত্রীরা যেন চলতে-চলতে দু-পাশে মাথা বাড়িয়ে দ্রষ্টব্য সব-কিছু দেখে নিচ্ছে।

কিন্তু তখন পর্যন্ত দেখার মতো কিছুই সেখানে ছিলো না। বনের গাছপালা তখনও তাদের শীতকালের গভীর ঘুমে-ভরা শান্তিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। কেবল মাঝে-মাঝে হঠাৎ হয়তো ন'ড়ে উঠলো কোনো ডাল, ঝেড়ে ফেলে দিলে তার ঘাড় থেকে বরফের বোঝা, যেন কেউ গলাবন্ধ খুলছে সন্তর্পণে।

বড্ড ঘুম পেয়েছিলো ইউরির। ক'টা দিন সে কেবল বাঙ্কে শুয়ে-শুয়ে ঘুমোলো, নয়তো জেগেই শুয়ে থাকলো, ভাবলো মনে-মনে কিংবা কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলো সব-কিছু। কিন্তু শোনার মতো কিছুই ছিলো না তখনও।

১৯

ইউরি যতোক্ষণ ভরপুর ঘুমোচ্ছে, ততোক্ষণে রাশিয়ার সর্বত্র ঝ'রে পড়া বিপুল পরিমাণ তুষারপুঞ্জকে উষ্ণ ক'রে গলিয়ে দিচ্ছে বসন্ত ঋতু: যেদিন তারা মস্কো ছেড়েছিলো, সেদিন থেকে শুরু ক'রে ক্রমাগত যে তুষারপাত ঘটেছে, যা তারা পথে দেখতে-দেখতে এসেছে, সব গ'লে যেতে লাগলো; গ'লে গেলো সেই সব বরফও, যা তারা তিনদিন ধ'রে রেল-লাইন থেকে সরিয়েছে: পুরু, ঘন স্তরবিন্যাস ক'রে যতো বরফ পড়েছিলো—পার্বত্য অঞ্চল থেকে শুরু ক'রে সমতল এলাকা যেদিকেই চোখ যাক কেবল বরফ, আর বরফ—সব গলতে শুরু করলো এবার।

প্রথমে বরফ গলতে থাকলো গোপনে, সন্তর্পণে, ভেতর দিক থেকে। কিন্তু যখন সেই গ'লে-যাওয়ার বিরাট কাজ অর্ধেক হ'য়ে গেলো, তখন আর তা লুকিয়ে রাখা গেলো না। ক্রমশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগলো সেই অলৌকিক রূপান্তর। ভেতর থেকে কলস্বরে জলস্রোত বেরিয়ে এলো। দুর্ভেদ্য গভীরতা থেকে আড়মোড়া ভেঙে জাগলো অরণ্য, আর অরণ্যের সব-কিছু।

জলধারার চলাফেরার মতো জায়গার কোনো অভাব ছিলো না। নিজেকে সে ছুঁড়ে মারলো পাহাড়ের চুড়ো থেকে, কানায়-কানায় ভ'রে গেলো সব পুকুর, তারপর ছড়িয়ে পড়লো। গ'র্জে উঠলো বনের মধ্যে, ধোঁয়া তুলে প্রবল বেগে ছুটে চললো। বনের ভেতর থেকে এলোমেলো ধারায় ছুটে এলো জল, যদি কোথাও জমাট তুষার তার গতিরোধ ক'রে বসে তো তার মধ্যেই ডুবে যেতে থাকে; কখনো ছুটে আসে শোঁ-শোঁ ক'রে, কখনো বা তোলপাড় তুলে ঘুরে গিয়ে পড়ে নিচে, পিচকিরি থেকে ছিটকে বেরোনো ধারার মতো। মাটি একেবারে ভিজে গেছে। স্যাঁৎসেঁতে ধোঁয়াটে উচ্চতায় মাথা-তোলা প্রাচীন পাইন-গাছগুলো প্রায় যেন মেঘের গা থেকে আর্দ্রতাকে পান করে নিলে, আর শাদা-শাদা ফেনা লেগে থাকলো তাদের শেকড়ে, শুকিয়ে গেলো তারপর, যেন কোনো গোঁফের গায়ে বিয়ারের ফেনা লেগে আছে।

আকাশ যেন বসন্তকে আকণ্ঠ পান ক'রে নিয়ে ধোঁয়ায় অস্থির হ'য়ে রইলো; মেঘের পর মেঘ জমলো ঘন হ'য়ে। বনের গা ঘেঁষে নিচু দিয়ে মেঘ ভেসে চললো; বৃষ্টি লাফিয়ে নামলো সেই ভাসমান পাল-তোলা মেঘ থেকে, উষ্ণ বৃষ্টি, সোঁদা বৃষ্টি, যেন তাতে মাটি আর ঘামের গন্ধ মাখানো আছে, আর এই বৃষ্টিই মাটির ওপর থেকে বরফের শেষ দুর্ভেদ্য বর্মের মতো স্তরকে ধুইয়ে দিয়ে গেলো।

আড়মোড়া ভেঙে ঘুম থেকে উঠলো ইউরি, তারপর কনুইয়ে ভর দিয়ে কান পেতে বাইরে তাকালো।

২০

খনি-অঞ্চল যতো কাছে এসে পড়ছে, ততোই বাড়ছে বসতির সংখ্যা। একটু পরে-পরেই থামতে হচ্ছে, গাড়ি একটানা বেশিক্ষণ চলে না। ছোটো-ছোটো স্টেশনগুলিতে বহু লোকজন ওঠানামা করতে শুরু ক'রে দিলে। ভালো একটা জায়গা দেখে শুয়ে-পড়ার বদলে, যারা অল্প পথ যাবে, তারা যে-কোনোখানেই ব'সে পড়লো, দরজার কাছে বা বগির মধ্যিখানে, আর ব'সে প'ড়েই নিচু গলায় স্থানীয় নানা বিষয় নিয়ে আলাপ শুরু ক'রে দিলে, অন্য কেউ যার একটা বর্ণও বুঝতে পারেনা।

এই সব স্থানীয় লোকজনদের কথাবার্তা তিনদিন ধ'রে শুনে-শুনে ইউরি যে-তথ্য সংগ্রহ করলো তা এই: এখানে শাদারাই যুদ্ধে জয়লাভ করছে, এবং হয় ইউরিয়াটিন দখল ক'রে ফেলেছে, নয়তো করবার মুখে। যদি সে নামটা ভুল শুনে না থাকে বা তার বন্ধুর নামে আর-কেউ থেকে না-থাকে, তা'হলে—ইউরি জানতে পারলো—শাদাদের দলের নেতৃত্ব নিয়েছে সেই গালিউলিন, যাকে সে শেষ দেখেছিলো মেলিউজেইয়েভোতে।

এই অসমর্থিত জনরবে তার পরিবারের লোকেরা যাতে শঙ্কিত হ'য়ে না ওঠে, সেজন্য আপাতত সে খবরটা গোপন রাখলো।

২১

রাত্রি গভীর হবার আগেই ইউরির ঘুম ভেঙে গেলো। অস্পষ্ট এক সুখের আবেশে জেগে উঠলো সে। ট্রেন নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে। শাদা রাত্রির চকচকে অস্পষ্টতায় সারা স্টেশন স্নান করেছে যেন। এই উজ্জ্বল অন্ধকারের মধ্যে সূক্ষ্ম ও প্রবল কিছু-একটা ছিলো যা এক বিশাল, উন্মুক্ত ভূদৃশ্যের ইঙ্গিত দেয়, যেন কোনো পাহাড়ের চূড়ায় এই স্টেশনটি দাঁড়িয়ে আছে।

প্ল্যাটফর্ম ধ'রে লোকজনেরা গাড়ি পাশ দিয়ে চলেছে, নরম গলায় কথা বলছে তারা, ছায়ার মতো নিঃশব্দ তাদের চলাফেরা। যুদ্ধের আগে ঘুমন্ত যাত্রীদের কথা মনে রেখে লোকেরা এমনিভাবে চলাফেরা করতো; এখানে সেই ভাবের প্রকাশ দেখে ইউরি বিচলিত হ'লো।

আসলে কিন্তু সে ভুল বুঝেছিলো। চ্যাচামেচি, হৈ-চৈ তেমনি চলেছে; অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে যেমন, এখানেও তেমনি চীৎকৃত কণ্ঠস্বর আর জুতোর প্রবল শব্দ। কিন্তু কাছেই একটা জলপ্রপাত ছিলো, যার সতেজ স্বাধীনতা রাত্রির পরিধিকে যেন বাড়িয়ে দিয়েছে; আসলে এর শব্দই ইউরিকে ঘুমের মধ্যে সুখে ভ'রে দিয়েছিলো। জল পড়ার বিরতিহীন ঝর্ঝর অন্য সব শব্দকে ডুবিয়ে দিয়েছে, এই অলীক নীরবতা সেইজন্যেই।

ঝর্ণাটির অস্তিত্বের কথা ইউরি অবশ্য জানেই না, তবু তাই জুড়িয়ে দিলো তার মন, আর তারপর আবার সে একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লো।

তার বাঙ্কের ঠিক তলায় দুটি লোক কথা বলছে।

'তা, এখনো কি ওরা কানমলা খায়নি, নাকি গোলমাল করছে এখনো?'

'দোকানিদের কথা জিজ্ঞেস করছেন আপনি?'

'হ্যা, গমের কারবারিদের কথা জিজ্ঞেস করছি।'

'হাতে ক'রে খাইয়ে দাও! যেই উদাহরণ হিসেবে কয়েকজনকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া হ'লো, অমনি সবাই মাখনের মতো নরম হ'য়ে গেছে। জেলায় তো ফাইন বসানো হয়েছে।'

'কত ক'রে?'

'চল্লিশ হাজার পুড[১]।'

'এ যে আজব গল্প!'

'আপনাকে মিথ্যে ব'লে আমার লাভ কী?'

'চল্লিশ হাজার পচা কুমড়ো!'

'চল্লিশ হাজার পুড শস্য।'

'বাঃ, বেশ চৌকশ ব্যাপার!'

'সবচেয়ে ভালো জাতের চল্লিশ হাজার পুড শস্য।'

'তা, তাতে হয়েছে কী? এখানকার মাটি খুব ভালো। সোনা ফলে এখানে। শস্যের ব্যাবসার একেবারে সেরা জায়গা। এখান থেকে, রিন্‌ভা হ'য়ে ইউরিয়াটিন পর্যন্ত, গ্রামের পর গ্রাম, জেটির পর জেটি, সব তো কেবল পাইকেরি ব্যাবসাদার।'

১ পুড=৩৬ পাউণ্ড। ১৫৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য—অনুবাদকের টীকা

'চ্যাচাবেন না। সবাইকে জাগিয়ে তুলবেন দেখছি।'

'বেশ।' হাই তুললো সে।

'ঘুমোলে কেমন হয়? ট্রেন চলতে শুরু করেছে মনে হচ্ছে।'

ট্রেন অবশ্য যেখানেই ছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলো। কিন্তু পেছন থেকে দ্রুত আরেকটা ট্রেনের চলার শব্দ এগিয়ে এলো, একটু পরেই কানে-তালা-দেয়া গর্জন শোনা গেলো, যেই পাশপাশি এসে দাঁড়ালো, অমনি জলপ্রপাতের শব্দ চাপা প'ড়ে গেলো, তার পরেই একটা পুরোনো ধরনের এক্সপ্রেস গাড়ি সমান্তর রেললাইন দিয়ে গর্জন করতে-করতে চ'লে গেলো: প্রচণ্ড আওয়াজ হ'লো, সিটি দিলো, পেছনের বাতিটা চোখ মারলো যেন, তারপরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো দূরে।

'বিশ্রী ব্যাপার! কে জানে কখন এই গাড়ি ছাড়বে।'

'আর ছাড়বে! ঢের দেরি ছাড়ায়।'

'একটা বিশেষ সাঁজোয়া গাড়ি, নির্ঘাৎ স্ট্রেলনিকভ।'

'ও-ই হবে নির্ঘাৎ।'

'প্রতিবিপ্লবীদের সামনে এলেই ও একেবারে বুনো জানোয়ার হ'য়ে পড়ে।'

'গালেইয়েভকে ধরতে যাচ্ছে।'

'সে আবার কে?'

'হেটমান গালেইয়েভ। লোকে বলে সে নাকি ইউরিয়াটিনের বাইরে একদল চেক সৈন্য নিয়ে আস্তানা গেড়েছে, কতগুলি বন্দর কেড়ে নিয়েছে সে, ব্যাটা পচা শালগম; এখনো যুঝে চলেছে। এই হ'লো হেটমান গালেইয়েভ।'

'কখনো নাম শুনিনি তো!'

'প্রিন্স গালিলেইয়েভও হ'তে পারে। নামটা ঠিক আমার মনে নেই।'

'প্রিন্স-ফ্রিন্স এখন আর কেউ নেই। ও নির্ঘাৎ আলি কুরবান। নিশ্চয়ই নামটা গুলিয়ে গেছে।'

'তা কুরবানও হ'তে পারে।'

'কুরবান হওয়াই সম্ভব।'

২২

সকালের দিকে ইউরি আবার জেগে গেলো। আবার মধুর একটা স্বপ্ন দেখেছে সে, তার আনন্দ আর মুক্তির রেশ র'য়ে গেছে তার ভেতর।

ট্রেনটা আবার স্থির দাঁড়িয়ে আছে; হয়তো আগের স্টেশনটাতেই, কিন্তু তা নাও হ'তে পারে। আবার জলপ্রপাতের শব্দ শোনা গেলো, হয়তো আলাদা কোনো জলপ্রপাত, কিন্তু আগেরটাই বোধ হয়।

প্রায় তক্ষুনি সে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার আগে অস্পষ্টভাবে কাদের ছুটোছুটির শব্দ শুনলো, বেশ উত্তেজিত শব্দ। কনভয়ের কর্তার সঙ্গে মস্ত ঝগড়া বাধিয়ে বসেছে কস্টয়এড, দুজনেই প্রচণ্ড চ্যাঁচাচ্ছে, গালাগাল দিচ্ছে। বাতাস আগের চেয়েও মনোরম। নতুন কোনো-কিছুর গন্ধ আছে যেন তাতে, এমন-কিছু যা আগে ছিলো না, সে গন্ধ এমন-কিছুর, যা অতিকায়, বসন্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত, শাদা, কালচে, নির্বস্তুক, নির্ভার, ছড়িয়ে-পড়া, যেন মে মাসের চঞ্চল তুষাররাশি, যখন ভিজে গ'লে-যাওয়া তুষার-কণা মাটিতে পড়বার সময় তাকে শাদা না-ক'রে কালো ক'রে তোলে।—'স্বচ্ছ, কালচে-শাদা, মধুগন্ধী, চেরি-পাখি', ইউরি ঘুমের মধ্যে আন্দাজ করলে।

২৩

পরদিন সকালে টোনিয়া বললে

'সত্যি, ইউরা, তুমি অসাধারণ, স্ববিরোধের স্তূপ একটা। কখনো একটা মাছি তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, সকালের আগে কিছুতেই আর ঘুম আসে না, আর এখানে তুমি কিনা এই তুমুল ঝগড়ার মধ্যে প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমোলে, আমি কিছুতেই তোমার ঘুম ভাঙাতে পারলুম না! একবার ভেবে ভাখো দিকি, প্রিটুলিয়েভ আর ভাসিয়া পালিয়েছে! টিয়াগুনোভা আর ওগরিস্‌কোভাও তা-ই। এমন একটা ব্যাপার ভাবতে পারতে তুমি! দাঁড়াও, এই শেষ নয়। ভোরোনিউকও পালিয়েছে সেই সঙ্গে। ও-যে পালিয়েছে তাতে আর কোনো ভুল নেই, এই আমি ব'লে দিলাম। এখন

শোনো।—কী ক'রে তারা পালালো, এক সঙ্গে, না আলাদা-আলাদা, কার পরে কে পালালো—এই সব এখনো বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য এটা বুঝি যে ভোরোনিউক—যখন সে দেখলে অন্যেরা পালিয়েছে তখন সে নিজের চামড়া বাঁচাবার চেষ্টা করতে বাধ্য। কিন্তু অন্যেরা? তারা কি স্বেচ্ছায় এইভাবে হাওয়া হ'য়ে গেলো, নাকি অন্য কারো হাত আছে এর ভেতর, কে জানে? যেমন, যদি ঐ মেয়ে দুটিকে সন্দেহ করতে হয়, টিয়াগুনোভা কি ওগরিস্কোভাকে খুন করেছে, না ওগরিস্কোভা টিয়াগুনোভাকে? কেউ জানে না। মজুর-সমবায়ের কমাণ্ডার তো পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে ট্রেনে। "কিছুতেই ট্রেন ছাড়তে পারবে না। আইনের নামে হুকুম দিচ্ছি আমি, যতোক্ষণ না বন্দীদের ধরতে পারা যাচ্ছে ততোক্ষণ এক পাও নড়তে পারবে না।" এদিকে ট্রেনের কর্তা আবার চ্যাচাচ্ছেন: "আমি ফ্রন্টে সৈন্য নিয়ে যাচ্ছি, আপনার ঐ সব নোংরা সঙ্গোপাঙ্গোর জন্য আমি কিছুতেই সময় নষ্ট করতে পারবো না। এমন কথা তো স্বপ্নেও ভাবতে পারবো না।" কাজেই শেষটায় দুজনে মিলে কস্টয়এডের কাছে গেলেন। "আপনি নিজে একজন সিণ্ডিকালিস্ট, শিক্ষিত লোক, অথচ আপনারই পাশে ব'সে একজন সাধারণ সৈন্য—যার পা থেকে মাথা পর্যন্ত অশিক্ষায় ছাওয়া—এ-রকম মারাত্মক অসংযম ঘটিয়ে বসলো! অথচ আপনি নিজেকে পপুলিস্ট[১] বলেন!" কস্টয়এড ছেড়ে কথা কওয়ার লোক নয়, বেশ দু-কথা শুনিয়ে দিয়েছে। "বেশ আব্দার তো," ও ব'লে দিয়েছে, "বন্দীকে কিনা তার পাহারাদারের খবরদারি করতে হবে! বাঃ, চমৎকার! শুনুন মশাই, যেদিন ওসব হবে, মুর্গিরা সেদিন কাকের মতো কা-কা করবে।" আমি তো যত জোরে পারি তোমায় ধাক্কাচ্ছিলাম: "ইউরা! ওঠো! কে যেন পালিয়ে গেছে!" কিন্তু কে কার কথা শোনে! যদি তোমার কানের পাশ দিয়ে বন্দুকের গুলি চ'লে যেতো তো তাও বোধ করি তুমি শুনতে পেতে না।··· পরে সব বিশদভাবে বলবো!··· আরে, ভাখো-ভাখো! বাবা, ইউরা, ভাখো, কী সুন্দর!'

---

১ পপুলিস্ট: পপুলিস্টরা হ'লো বামপন্থী আদর্শবাদী, যারা 'জনসাধারণের মধ্যে কাজ করবার' জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ ক'রে দিতো।

জানলার একটা পাল্লা কে খুলে নিয়েছে ; সেখান দিয়ে দেখা বসন্ত-বন্যায় গ্রামের আগাগোড়া ছেয়ে গিয়েছে। কোথায় কোন নদী তার তীর ছাপিয়ে একেবারে রেল-লাইন পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে, মনে হচ্ছে ট্রেন যেন তার ওপর দিয়েই আস্তে-আস্তে ভেসে চলেছে।

জলের সমতলের এখানে-ওখানে এক অদ্ভুত ধাতব নীল আভা ; এ ছাড়া বাকি সমস্ত অংশের ওপর ভোরবেলার উষ্ণ মসৃণ রোদ ছড়িয়ে আছে, চকচকে আলোর আভা, যেমন মসৃণ তেমনি তেলতেলে, যেন কোনো খানসামা মাংসের পিঠের ওপর পালক দিয়ে গলানো মাখন মাখিয়ে দিয়েছে।

এই তীরহীন বন্যায় যেন শাদা মেঘের মিনার ডুবে আছে, মাঠে, ডোবা, ঝোপঝাড়ের সঙ্গে-সঙ্গে তাদেরও খিলান যেন ডুবে গিয়েছে জলের তলায়।

আর সেই বন্যার মাঝখানে কোথায় যেন সরু এক টুকরো জমি তার গাছপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জলে ছায়া প'ড়ে দ্বিগুণ দেখাচ্ছে গাছের সংখ্যা, পৃথিবী আর আকাশ এর মাঝখানে কে যেন তাদের বন্দী ক'রে রেখেছে।

'ঐ দ্যাখো একদল হাঁস,' আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ বললেন।

'কোনখানে ?'

'দ্বীপের কাছে, ডান দিকটায়। যাঃ, সব উড়ে গেলো। আমরা ওদের ভয় পাইয়ে দিয়েছি।'

'ঐ তো, এবার আমি দেখতে পেয়েছি,' ইউরি বললে। 'পরে এক সময় আপনার সঙ্গে আলাপ করতে হবে, আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ। এখন না, পরে কখনো··তবে, ঐ সব জোর ক'রে ধ'রে-আনা মজুররা এবং মেয়ে দুটি যে শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে, সেজন্য আমি বেশ খুশি হয়েছি। খুন-টুন কিছু হয়নি, এ আমি ঠিক জানি। তারা কেবল ছুটেছে—ঠিক জলের মতো।'

২৪

শাদা উত্তুরে রাত্রি শেষ হ'য়ে যাচ্ছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব-কিছু, ঐ যে পাহাড়, ঐ তো অরণ্যদেশ, আর গিরিসংকট ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যেন

কিছুতেই নিজেদের বিশ্বাস করতে পারছে না, যেন কেবলমাত্র রূপকথাতেই তাদের অস্তিত্ব আছে, বাস্তবে নয়।

নোতুন পাতার শ্যামলতা আসছে বনের ডালপালায়, কোনো-কোনো স্থানে আবার চেরিফুলের পুষ্পিত লাবণ্য। যেখানে সরু এক শৈলস্তবক ছোটো খাড়া পাহাড়ে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেই ঝোলানো খাড়া পাহাড়ের তলায় বন।

ঝোপঝাড়ের পেছনে যেখানে গিরিসংকট, জলপ্রপাতটি সেখানে—খুব বেশি দূরে না, তবু ঝোপঝাড়ের জন্য অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। পালিয়ে-যাওয়া সেই বাধ্যতামূলক মজুরটি, তার নাম ভাসিয়া ব্রিকিন, ওদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সুখে আর ভয়ে একেবারে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো।

আশেপাশে দ্বিতীয় আর-কিছুই নেই যার সঙ্গে এই জলপ্রপাতের তুলনা হ'তে পারে। আর দ্বিতীয়রহিত ব'লেই তার মধ্য থেকে এক অদ্ভুত ভয়ংকরতা লক্ষ্য করা গেলো; সেই জন্যেই বোধহয় জীবন আর সচেতনতায় এটা সজীব প্রাণীতে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে, যেন এটাই হ'লো এই অঞ্চলের ড্র্যাগন কিংবা পাখা-মেলা সাপ, যারা এই অঞ্চলে প্রভুত্ব আদায় ক'রে আসছে, এবং গ্রামে-গ্রামে শিকার ক'রে বেড়িয়েছে।

অর্ধেক নেমেই ধারালো একটা পাথরের ওপর আছড়ে প'ড়ে দু-ভাগে ভাগ হ'য়ে গেছে এই জলপ্রপাতটি। ওপরের ভাগটা যেন একেবারে নিশ্চল, কিন্তু নিচের দুটি স্তম্ভই অল্পস্বল্প দুলছে আশেপাশে, যেন জলপ্রপাতটি অনবরত পিছলে যাচ্ছে নিজের জায়গা থেকে, ফিরে আসছে আবার আগের জায়গায়, কাঁপছে কেবল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ফিরে পাচ্ছে তার স্থৈর্য।

ভাসিয়া তার ভেড়ার চামড়া ঝোপের ধারে মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর শুয়েছিলো। আলো যখন আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, ভারি পাখাওলা বড়ো এক পাখি উড়ে এলো পাহাড় থেকে, বন ঘিরে মসৃণ বৃত্তের আকারে উড়লো একটুক্ষণ, তারপরে যেখানে শুয়েছিলো তার কাছেই একটা পাইনগাছে গিয়ে বসলো। মুগ্ধ হ'য়ে সে তাকালো তার ঘননীল গলা আর ধূসর-নীল বুকের দিকে, ফিশফিশ ক'রে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলো তার ইউরাল নাম 'রণজ়া। তারপর উঠে ব'সে ভেড়ার চামড়াটা কুড়িয়ে নিয়ে কাঁধের ওপর ফেলে দিয়ে ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে গেলো তার সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলতে।

'এসো, পলিয়া মাসি। মাগো, কী ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছো তুমি! তোমার দাঁত ঠোকাঠুকির শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি আমি! বাবে, কিসের দিকে তাকিয়ে দেখছো তুমি, এতো ভয় পেয়েছো কেন? যেতেই হবে আমাদের, কোনো-একটা গ্রামে গিয়ে পৌছতে হবে, এই ব'লে রাখছি। নিজেই ভেবে ছাখো তুমি। গ্রামের লোকেরা আমাদের লুকিয়ে রাখবে, তাদের নিজেদের লোকের কোনো বিপদ হোক, এটা নিশ্চয়ই তারা চাইবে না। দু-দিন ধ'রে কিছুই খাইনি আমরা, এখানেই তো মরতে হবে শেষটায়। ভোরোনিউক খুড়ো নিশ্চয়ই ভীষণ শোরগোল তুলেছে এতোক্ষণে, সবাই নিশ্চয়ই এখন আমাদের খোঁজ করছে। আমাদের যেতেই হবে, মাসি। সোজা ভাষায়, ছুটতে হবে প্রাণপণে। তোমাকে নিয়ে যে কী করবো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, মাসি। গোটা দু-দুটো দিন একটা কথাও বলো নি। বড্ড বেশি ভাবো তুমি, সত্যি, এতো কী ভাবো? এতো অসুখী হবার কী আছে? তুমি তো আর ইচ্ছে ক'রে কেটি মাসিকে ট্রেন থেকে ফেলে দাও নি। কেটি ওগ্‌রিস্কোভাকে ধাক্কা দাওনি তুমি, তুমি কেবল তার পোষাকের এক অংশ হাতে ধরেছিলে, তাও দৈবাৎ—আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ঘাসের ওপর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে—স্পষ্ট দেখেছি আমি—ছুটতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলো। সে আর প্রিটুলিয়েভ খুড়ো নিশ্চয়ই আমাদের ধ'রে ফেলবে। আবার আমরা সবাই একজায়গায় থাকবো। আসল কথাটা হ'লো, এতো মুষড়ে প'ড়ো না, তাহ'লেই দেখবে আবার কথা বলতে পারবে।'

টিয়াগুনোভা উঠে দাঁড়ালো। ভাসিয়ার হাত ধ'রে নরম স্বরে বললো, 'চলো, এগোই।'

২৫

খাড়া পাহাড় বেয়ে বগিগুলি যখন উঠছিলো, কাঠগুলি তখন কঁ্যাচকঁ্যাচ শুরু ক'রে দিলে। টিলার নিচেই ছিলো এক ঘন ঝোপ, তার আগা অবশ্য রেল-লাইন পর্যন্ত পুরোপুরি পৌছোয় নি। তারো নিচে মাঠ। বন্যার জল এইমাত্র স'রে গিয়েছে, কেবল প'ড়ে আছে বালি আর কাঠের টুকরো,

অপরিচ্ছন্ন হ'য়ে আছে সব। পাহাড়ের কোনো উঁচু অংশে বোধহয় এই কাঠগুলি জড়ো করা ছিলো, সেখান থেকে জলে ভেসে এসেছে।

পাহাড়ের তলার সেই কচি ঝোপ তখনো যেন শীতের মতো রিক্ত হ'য়ে আছে। মোমবাতির চর্বির মতো কুঁড়িগুলো ছড়িয়ে আছে, আর তাদের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিলো, যা বাকি সব-কিছুর সঙ্গে ঠিক-খাপ খাচ্ছিলো না, যেন তা অতিরিক্ত এবং অপরিচ্ছন্ন; হয়তো ময়লা কিংবা কোনো প্রদাহ তাদের ঐভাবে ফাঁপিয়েছে; আর এই অপরিচ্ছন্নতা, আতিশয্য আর ময়লা হ'লো জীবনের চিহ্ন, যা ইতিমধ্যেই এগিয়ে এসে গাছপালায় সবুজ পাতার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

এখানে-সেখানে শহিদের মতো সোজা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বার্চগাছ, তার যুগল ভাঁজ-খোলা পাতার দাঁত আর তীক্ষ্ণ তীর ছিন্নভিন্ন করেছে তাকে, আর কেবল তার দিকে তাকিয়েই তার গন্ধ পাবে যে-কেউ: গালা তৈরির জন্য যে চকচকে রঞ্জন ব্যবহার করা হয়, ঠিক তার গন্ধই ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বন্যায় ভেসে-যাওয়া কাঠগুলো যেখানটায় জড়ো করা যেতে পারতো, ট্রেন অল্পক্ষণ পরেই সেখানে এসে দাঁড়ালো। রেল-লাইন যেখানে মোড় বেঁকেছে, সেখান থেকে বনের একটা কাটা অংশ চোখে পড়ে; কাঠকুটো আর গাছপালার ছাল-চামড়া সব সেখানটায় স্তূপ করা, তা ছাড়া মাঝখানে সব বড়ো মাপের কাঠ জড়ো ক'রে রাখা। এঞ্জিন ব্রেক কষতেই ট্রেন কেঁপে উঠে পাহাড়ের বাঁকের কাছে থেমে গেলো; পাহাড় সেখানটায় গোল হ'য়ে একটু ঝুঁকে আছে।

এঞ্জিন থেকে বেরিয়ে এলো, ছোটো-ছোটো তীক্ষ্ণ আওয়াজ; জ্বালানি নেবার জন্যেই যে ট্রেন থেমেছে, এ-তথ্যটা যাত্রীদের জানাবার জন্য এত সব সংকেতের কিন্তু দরকার ছিলো না।

দরজাগুলি খুলে যেতেই পিলপিল ক'রে বেরিয়ে এলো লোকেরা—প্রায় একটা ছোটো শহরের জনসংখ্যা; কেবলমাত্র নাবিকরাই তাদের কামরায় থেকে গেলো, বেসামরিক সকল কর্তব্য থেকে তাদের রেহাই দেওয়া হয়েছিলো।

কয়লা-ঘর ভরাবার মতো যথেষ্ট জ্বালানি সেই ফাঁকা জায়গায় ছিলো

না। বড়ো-বড়ো কাঠগুলির কয়েকটাকে ঠিক মাপসই ক'রে কেটে নেবার প্রয়োজন হ'লো। এঞ্জিন-ঘরের লোকদের অন্যান্য যন্ত্রপাতির মধ্যে করাতও ছিলো; স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি দু'জনকে করাত দেওয়া হ'লো একটি ক'রে, যাদের মধ্যে ইউরি আর তার শ্বশুরমশায়ও ছিলেন।

কামরার দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দাঁত বের ক'রে হাসছিলো নাবিকেরা। রংরুটদের মধ্যে এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি পাকিয়েছে: একদিকে আছে মধ্যবয়সী মজুর, যারা চটপট জরুরি ট্রেনিং নিয়ে বেরিয়ে এসেছে, অন্য দিকে আছে নৌ-বাহিনীর কলেজ থেকে সদ্য পাশ-করা তরুণেরা, যাদের দেখে মনে হচ্ছিলো কেউ যেন ভুল ক রে তাদের ভারিক্কিচালের বাবামশায়দের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। যাতে ভাবনার হাত থেকে রেহাই পায়, সেইজন্য বুড়ো নাবিকদের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি ক'রে চলছিলো তারা। সবাই ভালো ক'রে জানে তাদের দুঃখের দিন আসন্ন।

ঠাট্টা আর অট্টহাসি কর্মীদলকেও অনুসরণ করলে।

'ও দাদু! কাজে আমি মোটেই গাফিলি করছি না, আসলে আমার বয়স এখনো কচি আছে, আমার নানি আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চাচ্ছে না।' 'মার্থা! দেখো, তোমার ঘাগরায় যেন আবার করাত চালিয়ো না, শেষটায় ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসবে!' 'এই ছুঁড়ি, বনে যাসনে, বরং আয়, আমার বৌ হবি।'

২৬

ফাঁকা জায়গায় কতগুলি গাছ ডালপালাসুদ্ধ প'ড়ে ছিলো; তারই একটার কাছে গিয়ে ইউরি আর আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ করাত চালাতে শুরু ক'রে দিলেন।

তখন বসন্ত; ছ-মাস আগে বরফে চাপা পড়ার সময় যেমনটি ছিলো, তেমনি চেহারা নিয়ে তার তলা থেকে বেরিয়ে আসছে পৃথিবী। সোঁদা গন্ধ বনের মধ্যে, তাছাড়া গত বছরের পাতা জ'মে স্তূপ হ'য়ে আছে, ঠিক যেন একটা ঝাঁট-না-দেওয়া ঘর যেখানে লোকেরা বহু বছরের জ'মে থাকা চিঠি, রসিদপত্র আর নানারকম বিল ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

'এতো তাড়াহুড়ো করবেন না, ক্লান্ত হ'য়ে পড়বেন,' ইউরি আস্তে কিন্তু শক্ত হাতে করাত চালাতে-চালাতে বললো। 'এখন একটু জিরিয়ে নিলে কেমন হয়?'

করাত চালানোর কর্কশ আওয়াজে বন ভ'রে উঠলো। দূরে, অনেক দূরে, কোনখানে এক নাইটিঙ্গেল গলা সাধছে; অনেকক্ষণ বিরতি দিয়ে-দিয়ে, থ্রাশ উঠছে শিস দিয়ে, যেন কেউ বাঁশিতে ফুঁ দিলো; এমন কি এঞ্জিনের বাষ্প পর্যন্ত তেমনি কেঁপে-কেঁপে আকাশে ফেনিয়ে উঠছে, কোনো নার্সারি-ঘরের স্টোভে যেমন ক'রে দুধ টগবগিয়ে ওঠে।

'তখন তুমি কী বলতে যাচ্ছিলে আমাকে?' আলেকজান্দার আলেকজান্দ্রোভিচ জিজ্ঞেস করলেন। 'মনে নেই? সেই যখন দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, 'যখন হাঁসেরা উড়ে গিয়েছিলো আর তুমি বললে পরে এক সময় আমাকে বলবে!'

'ও, হ্যাঁ···কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না সংক্ষেপে কী ক'রে ব্যাপারটা বলি। আমরা যেন কেবল তলিয়েই যাচ্ছি, আমি ভাবছিলাম। পুরো এলাকাটা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তালগোল পাকিয়ে আছে। সেখানে গিয়ে যে কী দেখবো তা আমরা কেউই জানি না। হয়তো এখনই আমাদের সব-কিছু খোলাখুলি ব'লে ফেলা উচিত, কারণ যদি কোনোরকম···। আমাদের মতামত বিষয়ে কিছুই বলতে চাচ্ছি না আমি—বসন্তকালে কোনো বনে দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিটে সে-কথা ব'লে ফেলা যায় না। তাছাড়া বড্ড বেশি জানি আমরা একে অন্যকে। আপনি, আমি, টোনিয়া এবং আমাদেরই মতো আরো অনেকে—এ-রকম সময়ে আমরাই আমাদের নিজেদের পৃথিবী গ'ড়ে তুলি, তফাৎ শুধু সে-বিষয়ে আমাদের সে-সম্পর্কে সচেতনতার মাত্রায়। আমি বলতে চাচ্ছি যে হয়তো এখনই, আগে থেকেই, আমাদের ঠিক ক'রে ফেলা উচিত কীভাবে আমরা চলাফেরা করবো, যাতে পরে পরস্পরকে লজ্জায় ফেলতে না-হয় বা কুণ্ঠিত হ'তে না হয়।'

'তুমি কী বলতে চাচ্ছো, আমি ধরতে পেরেছি। যে-ভাবে তুমি কথাটা বললে তা আমার ভালো লেগেছে। সেই শীতের রাত্রিটা তোমার মনে আছে, যখন বরফের ঝড়ের মধ্যে তুমি কাগজ এনে আমাকে প্রথম সরকারি

নির্দেশগুলো দেখিয়েছিলে? তোমার মনে আছে কী অবিশ্বাস্যরকম ঋজু ও অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছিলো তাতে? সেই একাগ্রতাই আমাদের মুগ্ধ করেছিলো সেদিন। কিন্তু এ-সব জিনিসের আদি শুদ্ধতা থাকে শুধু সেই সব মনের মধ্যে, যেখানে তাদের প্রথম জন্ম হয়েছিলো, আর থাকে শুধু তাদের প্রথম প্রকাশের তারিখটিতেই। কিন্তু ঠিক পরের দিনই রাজনীতির কূটতর্ক তাদের উল্‌টিয়ে ফেলে দেয়। তোমাকে আর কী বলতে পারি আমি? আমাদের ওপর খড়্গহস্ত, এর দর্শন আমার বিরোধী, এই সব পরিবর্তনে আমার সম্মতি আছে কিনা, সে-কথাও আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। কিন্তু আমাকে তারা বিশ্বাস করেছে, এবং আমার নিজেরই কতগুলো কাজ—যদি তা আমি স্বেচ্ছায় নাও নিয়ে থাকি—আমাকে কতগুলি বাধ্যবাধকতার মধ্যে এনে ফেলেছে।

'টোনিয়া কেবলই জিজ্ঞেস করছে আমরা সময়মতো পৌঁছবো কিনা যাতে শাকসব্জি লাগাতে পারি। আমি তা জানি না। ইউরালের মাটি আমি জানি না, আবহাওয়াও জানি না; তাছাড়া এখানকার গ্রীষ্মকালও এত ছোটো যে আমি তো ভেবেই পাই না কী ক'রে সময়মতো সব কিছু পেকে উঠতে পারে।

'কিন্তু আসলে তো আর শাকসব্জি লাগাবার জন্য এতো দূর পথ যাচ্ছি না আমরা। না, বরং সোজাসুজি সমস্যাগুলির মুখোমুখি হওয়া ভালো। আমাদের উদ্দেশ্য একেবারে অন্য রকম। আমরা যাচ্ছি হালফ্যাশন অনুসারে বাঁচার চেষ্টা করতে, বুড়ো ক্রুয়েগেরের সম্পত্তি, তার কারখানা, যন্ত্রপাতি সব-কিছুর অপব্যয়ের অংশীদার হ'তে চলেছি আমরা। তার সম্পত্তির পুনরুদ্ধার আমাদের লক্ষ্য নয়, কিন্তু, অন্য সকলের মতোই, ঠিক তেমনি অবিশ্বাস্য বিশৃঙ্খলভাবে, ঐ সম্পত্তি উড়িয়ে দেবো আমরা, সাহায্য করবো সেই সমবেত অপব্যয়ে, যাতে হাজার-হাজার টাকার বিনিময়ে দু-চার পয়সায় দিন গুজরান হয়। উপহার পেলেও আগেকার শর্তে এ-সম্পত্তি ফিরিয়ে নেবো তা নয়, এমনও নয় আমার সমান ওজনের সোনা পেলেও নেবো না। তা হবে উলঙ্গ হ'য়ে পালানো কি বর্ণমালা ভুলে যাবার চেষ্টা করার মতো নির্বুদ্ধিতা। না, সম্পত্তিরক্ষার যুগ রাশিয়া থেকে উধাও হ'য়ে

গেছে, আর তাছাড়া, আমরা গ্রোমেকোরা সম্পত্তি বাড়াবার আগ্রহ এক পুরুষ আগেই হারিয়ে ফেলেছি।'

২৭

গাড়ির ভেতর এত গুমোট আর ঠাশাঠাশি যে ঘুমোনো চলে না। ইউরির বালিস ঘামে ভিজে গেলো। যাতে অন্যদের ঘুম না ভাঙে, সেইজন্য সাবধানে সে তার বাঙ্ক থেকে নেমে এসে কামরার দরজা টেনে খুললে।

চটচটে ভিজে তাপ এসে আঘাত করলো তার মুখে, যেন সে ভাঁড়ারে চলতে-চলতে মাকড়শার জালে আটকে গেছে। 'কুয়াশা,' মনে মনে ভাবলো সে, 'কাল তাহ'লে আগুনের মতো গরম পড়বে। সেইজন্যেই এখন একটুও হাওয়া নেই, এমন দম-আটকানো গুমোট হ'য়ে আছে।

স্টেশনটা বেশ বড়ো, বোধহয় কোনো জংশন। কুয়াশা, স্তব্ধতা— তার ওপর একটা শূন্যতার ভাব, কেমন অবহেলার অনুভূতি যেন ট্রেনটা পথ হারিয়েছে, সবাই ভুলে গেছে ট্রেনটাকে। নিশ্চয়ই ট্রেনটা স্টেশন-ইয়ার্ডের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, এতো পেছনে যে অপর প্রান্তে যেখানে লাইনগুলোর কাটাকুটি শেষ হয়েছে, সেখানে পৃথিবী হঠাৎ হাঁ ক'রে আস্ত স্টেশনটাকেই গিলে ফ্যালে, তাহ'লেও ট্রেনের কোনো যাত্রী কিছুই জানতে পাবে না।

দূর থেকে ভেসে-আসা ক্ষীণ দুটি শব্দ শোনা গেলো।

পেছনে, যেখান থেকে আওয়াজ এলো, সেখানে ছলছল ছন্দে শব্দ হচ্ছে, যেন কেউ কাপড় নিংড়োচ্ছে অনেকক্ষণ ধ'রে, বা কোনো ভারি ভিজে নিশেনকে খুঁটির গায়ে আছড়ে মারছে হাওয়া।

সামনে থেকে একটানা একটা গমগমে আওয়াজ আসছে দেখে ইউরি, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিলো ব'লে, কান খাড়া করলে। শান্ত হ'য়ে সেই প্রতিধ্বনিময়, নিচু, চাপা আওয়াজ শুনে গোলন্দাজ-বাহিনী ব'লেই সিদ্ধান্ত করলে।

'যা ভেবেছি, একেবারে ফ্রন্টে এসে পড়েছি আমরা,' গাড়ি থেকে নামতে-নামতে আপন মনেই সে ঘাড় নাড়লো। তারপর কয়েক পা এগিয়ে গেলো

সামনের দিকে। ছুটি বগির পরেই ট্রেন শেষ হ'য়ে গেছে; বাকি বগিগুলোকে খুলে নিয়ে এঞ্জিন চ'লে গেছে।

'তাই ওরা এতো হৈ চৈ করছিলো কাল। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলো এখানে আসা মাত্রই সোজা ফ্রণ্টে নিয়ে যাওয়া হবে তাদের।'

সামনের বগির দিকে এগিয়ে গেলো সে, উদ্দেশ্য, রেললাইন পেরিয়ে গিয়ে স্টেশনটাকে ভালো ক'রে দেখবে, কিন্তু রাইফেল হাতে এক সান্ত্রী তার গতিরোধ ক'রে দাঁড়ালো।

'এদিকে কোথায় যাচ্ছো? পাশ আছে?' নরম গলায় সে জিজ্ঞেস করলে।

'এটা কোন স্টেশন?'

'স্টেশন যাই হোক, তুমি কে?'

'আমি মস্কোর একজন ডাক্তাব। সপরিবারে এই ট্রেনের যাত্রী। এই আমার সব কাগজপত্র।'

'ও-সব কাগজ ইয়েতে ঢুকিয়ে রাখো। আমি এতই বোকা যে অন্ধকারে ওগুলো পডবার চেষ্টা করবো? কুয়াশা—দেখতে পাচ্ছো না? তুমি কী-রকম ডাক্তার, সেটা বোঝবার জন্য কাগজ-ফাগজ লাগে না। কত ডাক্তারকে দেখলুম আমাদের তাক ক'রে ঐ বারো-ইঞ্চি বন্দুকগুলো ছুঁড়তে। ইচ্ছে করলেই তোমার মাথা ভেঙে ফেলতে পারি, কিন্তু তার বিশেষ তাড়া নেই। বরং আস্ত থাকতে-থাকতে গাড়িতে ফিরে যাও, সেটাই ভালো হবে।'

'আমাকে নিশ্চয়ই আর কোনো লোক ব'লে ভুল করেছে,' ইউরি ভাবলো। তবে তর্ক ক'রে যে কোনো লাভ নেই, এটা তো স্পষ্ট। বরং একটা-কিছু ঘ'টে যাবার আগেই তার পরামর্শ শোনা ভালো। ইউরি ফিরে চললো।

তার পেছনে গোলাবারুদের আওয়াজ থেমে গেলো। পেছন হ'লো পুবদিকে, যেখানে রাশি-রাশি কুয়াশার ভেতর সূর্য উঠেছে, ম্লানভাবে উঁকি দিচ্ছে ভেসে-চলা ছায়ার মধ্য দিয়ে, ঠিক যেন স্নানের জায়গায় বাষ্পে ঢাকা-পড়া কোনো উলঙ্গ মানুষ[১]।

১ উষ্ণ প্রস্রবণে (spa) আরোগ্যকামীর স্নানের কথা বলা হচ্ছে।—অনুবাদকের টীকা

ট্রেনের পুরো দৈর্ঘ্য হেঁটে এলো ইউরি, শেষ বগিটাকে পেরিয়ে গেলো। নরম বালির মধ্যে ক্রমশই তার পা ব'সে যাচ্ছে।

জলের সেই একটানা ছলছলানি ক্রমশ কাছে এগিয়ে এলো। জমি ঢালু হ'য়ে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে। সামনের অস্পষ্ট ছায়াগুলি কিসের হ'তে পারে, থেমে দাঁড়িয়ে সেটা সে বুঝে নেবার চেষ্টা করলে। কুয়াশার জন্য সেই ছায়াগুলোকে অস্বাভাবিকরকম বড়ো দেখাচ্ছিলো। আর-এক পা এগোবার পরেই তীরে-আনা নৌকোগুলির গলুই অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো। চওড়া একটা নদী তার সামনে, ছোটো-ছোটো অলস ঢেউ ছলছল ক'রে আছড়ে পড়ছে তীরের জেলে-নৌকো আর তক্তার ওপর।

নদীর ধার থেকে একটি ছায়ামূর্তি উঠে এলো।

'এ-ভাবে ঘোরাঘুরি করার অনুমতি কে দিয়েছে তোমাকে?' আরেকটি রাইফেলধারী সান্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করলো।

ইউরি ঠিক ক'রে রেখেছিলো আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে না, তবু তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'এটা কোন নদী?'

উত্তরে বাঁশিতে ফুঁ দেবার উদ্যোগ করলো সান্ত্রীটি, কিন্তু প্রথম সান্ত্রীর জন্য সেই খাটুনিটা তার বেঁচে গেলো। বাঁশি বাজিয়ে তাকেই সে ডাকতে চাচ্ছিলো, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেলো প্রথম সান্ত্রীটি এতোক্ষণ নিঃশব্দে ইউরিকে অনুসরণ করছিলো, এবার সরাসরি তার সহকর্মীর সঙ্গে যোগ দিলে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলো দু'জনে।

'তাতে আর কোনো সন্দেহই নেই। দেখেই ব'লে দেওয়া যায় কোন ডালের পাখি। "এটা কোন স্টেশন?" "নদীর নাম কী?" চোখে ধুলো দেবার মতলব! তুমি কী বলো? সোজা জেটিতে নিয়ে যাবো, না প্রথমে ট্রেনে?'

'আমি বলি কী, ট্রেনেই নিয়ে যাওয়া যাক। কর্তা কী বলেন, দেখা যাক। তোমার কাগজপত্র?' ইউরির দিকে গর্জন ক'রে উঠলো লোকটা। কাগজের তাড়াটা একেবারে থাবা দিয়ে ছিনিয়ে নিলো সে, তারপর অন্য কাকে ডেকে বললো, 'চোখে রেখো লোকটাকে,' ব'লে প্রথম সান্ত্রীর সঙ্গে স্টেশনমুখো পা চালালো।

স্পষ্টই বোঝা গেলো, তৃতীয় লোকটা—যাকে ইউরি এতোক্ষণ খেয়াল করেনি—সে একজন জেলে। এতোক্ষণ সে বালির ওপর শুয়েছিলো, এবার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ ক'রে আড়মোড়া ভাঙলো, তারপর উঠে ব'সে ইউরির অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করতে শুরু ক'রে দিলো।

'তোমাকে যে কত্তার কাছে নিয়ে যাচ্ছে, এটাই তোমার ঢের বরাৎ। এ বরং তোমার মোক্ষলাভ হ'লো। কিন্তু এদের দোষ দেওয়া যায় না। এরা তাদের কাজ করছে মাত্র। জনগণ আজকাল ওপরে উঠে এসেছে, জানো তো। হয়তো শেষ পর্যন্ত এতেই ভালো হবে, কিন্তু এখন সপক্ষে বলার কিছুই নেই। একটা ভুল করেছে এরা। বিশেষ একটি লোকের জন্যে এরা হন্নে হ'য়ে আছে, কেবলই তাকে খুঁজছে। তোমাকে তারা সেই লোক ব'লে ভেবেছে। তারা ভেবেছে, এই সেই লোক, এই লোকটাই শ্রমিক-রাষ্ট্রের শত্রু, এবার আমরা তাকে বাগে পেয়েছি। একটা ভুল আরকি। যদি কিছু ঘটে তো শুধু কত্তার সঙ্গে দেখা করবার জেদ কোরো। ওরা দু'জনে যেন নিজেদের মর্জিমতোই তোমার গতি না করে। সবচেয়ে মুস্কিল এই যে লোকগুলো রাজনীতি-সচেতন; ভয়ের কথা সেটা—তা ঈশ্বর যদি দয়া করেন। তোমাকে ছেড়ে দেবার কথা ভাববেই না তারা। কাজেই তারা যদি বলে, "চলো," কক্ষনো তাদের সঙ্গে যেয়ো না। বোলো যে তুমি কত্তার সঙ্গে দেখা করতে চাও।'

জেলেটির কাছ থেকে ইউরি জানতে পারলো যে এইটেই হ'লো সেই বিখ্যাত জলপথ, রিনভা আর নদীর ধারের স্টেশন থেকে যেখানে যাওয়া যায় সেটা রাজ্ভিলইয়ে, ইউরিয়াটিনের শিল্পপ্রধান শহরতলি। আরো জানতে পারলে যে ইউরিয়াটিন—যা আরো কয়েক মাইল উজানে অবস্থিত ব'লে মনে হচ্ছে—সেটা এখন আবার শাদাদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এবং এই রাজ্ভিলইয়েতে নাকি নানারকম গোলযোগ হ'য়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তাও এখন মোটামুটি আয়ত্তে আনা হয়েছে, আর চারদিককার এই বিপুল নিস্তব্ধতার কারণ হ'লো এই যে স্টেশন এলাকা থেকে সাধারণ নাগরিকদের সরিয়ে ফেলে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবশেষে সে এও জানতে পারলো যে স্টেশনের কতগুলো ট্রেনের বগিকে সৈন্যবাহিনীর প্রধান

আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে আর তাদের মধ্যে একটা বিশেষ ট্রেন হলো আর্মি-কমিসার স্ট্রেলনিকভের, সান্ত্রী দু'জন গেছে তারই কাছে খবর দিতে।

সান্ত্রীরা যেদিকে প্রস্থান করেছিলো, সেদিক থেকে তৃতীয় আর-একজন সান্ত্রী এসে এবার হাজির হ'লো। সে যে আগের দু'জনের একজনও নয় এটা কেবল বোঝা গেলো তখন, যখন সে চলার সময় তার রাইফেলটাকে মাটিতে হিঁচড়ে নিয়ে আসতে লাগলো, কিংবা যখন তার ওপর ভর দিয়ে চলতে শুরু করলো, যেন সে মাতাল হ'য়ে রাইফেলে ভর দিয়েই পথ ক'রে চলছে। এই সান্ত্রীটি এবার ইউরিকে নিয়ে গেলো কমিসারের কাছে।

২৮

জোড়া বগির একটার মধ্য থেকে হাসি আর চলাফেরার শব্দ আসছিলো। সান্ত্রীকে সংকেতবাক্য ব'লে সেই কামরাতেই ইউরিকে নিয়ে গেলো তার পাহারাদার, আর যেই তারা ঢুকলো, অমনি সব সাড়াশব্দ থেমে গেলো।

সরু একটা পথ দিয়ে মাঝখানের একটা বড়ো কামরায় ইউরিকে নিয়ে এলো সান্ত্রীটি। পরিচ্ছন্ন ও আরামপ্রদ সেই ঘরটার ভেতর ফিটফাট পোষাক-পরা লোকেরা নিঃশব্দে কাজ ক'রে যাচ্ছিলো। স্ট্রেলনিকভের শিক্ষা ও রুচি সম্বন্ধে ইউরি একটি অন্য রকম ধারণা ক'রেছিলো, যে-স্ট্রেলনিকভ পার্টির সদস্য না হ'য়েও সৈন্যবিভাগের একজন বড়ো কর্তা, একই সঙ্গে সেই অঞ্চলের গর্ব ও বিভীষিকা।

কিন্তু তার ক্রিয়াকর্মের আসল কেন্দ্র যে অন্যত্র. হেড-কোয়াটারের কর্মচারীদের কাছাকাছি এবং সশস্ত্র আক্রমণের মধ্যে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। এটা নিশ্চয়ই তার ব্যক্তিগত ঘর, নিজস্ব দপ্তর ও ঘুমোবার জায়গা।

তাই এখানে এমন নিস্তব্ধতা, অনেকটা যেন জলীয় চিকিৎসার হাসপাতালে শোলার মেঝেতে নরম চটি-পরা পরিচারকদের মতো নিঃশব্দ।

আপিশটা আসলে পুরোনো একটা ডাইনিং-কার, মেঝেয় গালচে পাতা, কয়েকটা ডেস্কও আছে।

'এক মিনিট,' বললে এক ছোকরা অফিসার, ঠিক দরজার ধারেই বসেছে সে। অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে সে পাহারাদারকে বিদায় দিলে; মেঝেতে আঁটা ধাতুর পাতের ওপর রাইফেলের কুঁদোকে হিঁচড়ে নিয়ে চললো লোকটা। তারপরে কারো পক্ষেই ইউরির অস্তিত্ব ভুলে যাবার কোনো বাধা থাকলো না, তার দিকে আর ফিরেও তাকালে না কেউ।

দরজার কাছে যেখানে সে দাঁড়িয়েছিলো, সেখান থেকে ইউরি দেখতে পাচ্ছিলো যে ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তের একটি ডেস্কে তার পাসপোর্ট ইত্যাদি প'ড়ে আছে। যে-ভদ্রলোক ডেস্কটাকে দখল ক'রে বসেছিলেন, অন্য চাইতেই বয়সে বড়ো দেখালে তাঁকে, তাঁর ভাবভঙ্গির মধ্যে এমন সকলের একটা-কিছু ছিলো যার জন্য তাঁকে সেকেলে একজন কর্নেল ব'লে মনে হচ্ছিলো। সেনাবাহিনীর একজন পরিসংখ্যানবিদ তিনি। বিড়বিড় ক'রে আপন মনে কথা বলতে-বলতে নানারকম আকর-গ্রন্থ ঘাঁটছিলেন তিনি, নানা এলাকার মানচিত্র দেখছিলেন ভালো করে, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে, মিলিয়ে রাখছিলেন, আর মাঝে-মাঝে কাটাকুটি ক'রে কী সমস্ত আঠা দিয়ে লাগিয়ে নিচ্ছিলেন। ঘরের প্রত্যেকটা জানলার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, 'গরম পড়বে নির্ঘাৎ,' যেন এই সমস্ত কাগজপত্র ঘাঁটবার পর তিনি বাধ্য হয়েছেন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে।

ছিঁড়ে-যাওয়া তার জোড়া দেবার জন্য সেনাবাহিনীর একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি মেঝেয় হামাগুড়ি দিচ্ছিলো। সে যখন দরজার ধারে ডেস্কটার কাছে এসেছে, তাকে জায়গা দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালো ছোকরা অফিসারটি। পাশের টেবিলে আর্মির চামড়ার কোট গায়ে এক মেয়ে-টাইপিস্ট টাইপ-রাইটার নিয়ে লড়াই করছে; যন্ত্রটি বিশ্রীরকম বিগড়ে গেছে। ছোকরা অফিসারটি টাইপিস্ট মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, ঝুঁকে প'ড়ে দেখতে লাগলো দুর্ঘটনার কারণ কী হ'তে পারে। এদিকে ইলেকট্রিক-মিস্ত্রিটি মেয়েটির ডেস্কের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে নিচে থেকে পরীক্ষা করতে লাগলো। সেকেলে কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন, চারজনেই ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন টাইপরাইটার নিয়ে।

এ-সব দেখে ইউরি একটু স্বস্তি পেলো। তার কপালে কী আছে, তা

তার চেয়ে তারাই ভালো জানে; তারা যদি মনে করতো যে লোকটা মরতে বসেছে, তাহ'লে তার সামনেই এ-রকম তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে তারা মাথা ঘামাতো না, বা তাকে এতটা অবহেলা করতো না।

'কিন্তু তবু, কে জানে?' মনে-মনে ভাবলো সে, 'এতোটা অবহেলা করছে কেন আমাকে, যেন আমার অস্তিত্বই নেই? রোজই তো বন্দুক চলছে আর মানুষ মরছে, আর এরা কিনা ঠাণ্ডা গলায় গরম পড়ার কথা বলছে —যুদ্ধের নয়, আবহাওয়ার গরম। হয়তো এর এতো বেশি দেখেছে যে একবিন্দু অনুভূতি আর অবশিষ্ট নেই।'

কোনো এক-দিকে তাকাতে হবে ব'লেই ঘরের উল্টো দিকের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো ইউরি।

২৯

রেল-লাইনের এক প্রান্ত, টিলার ওপরকার স্টেশন, আর রাজ্‌ভিলইয়ের শহরতলি তার চোখে পড়লো।

প্ল্যাটফর্ম থেকে স্টেশন-ঘর পর্যন্ত তিন ধাপ রং-না-করা কাঠের সিঁড়ি আছে।

লাইনের এক প্রান্তে পুরোনো এঞ্জিনের কবরখানা। কয়লাঘর নেই, চোঙের চেহারা হাঁটু-ঢাকা জুতোর চুড়ো বা মদের গেলাশের মতো, এমন কতগুলো এঞ্জিন গায়ে-গা ঠেকিয়ে পুরোনো লোহালক্কড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

নিচের এই এঞ্জিনের কবরখানা আর ওপরে ঐ মানুষদের গোরস্থান, রেল-লাইনের বাঁকাচোরা দুমড়ে-যাওয়া লোহা, জংধরা লোহার ছাত, শহরতলির দোকানপাটের বিবর্ণ সাইনবোর্ড—সব মিলিয়ে ছবিটা হ'লো জীর্ণতার, অবহেলার, যার ওপরে ভোরবেলার তাপে শাদা আকাশ ঝলসে যাচ্ছে।

মস্কোতে ব'সে ইউরি ভুলেই গিয়েছিলো অন্যান্য শহরে এখনো কত দোকানে সাইনবোর্ড ঝুলছে, আর সামনের দেয়ালের কতখানি অংশ তাতে

ঢাকা পড়ে। এখন যে সাইনবোর্ড সে দেখতে পাচ্ছে, তার কয়েকটা এতো বড়ো যে সে ওখানে দাঁড়িয়েই পরিষ্কার পড়তে পারছে। জীর্ণ একতলা বাড়িগুলোর গড়ানো জানলার নিচে এতোদূর ঝুলে পড়েছে ওগুলো যে বাড়িগুলো প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে, বাবার উঁচু টুপির তলায় গ্রামের ছেলেদের মুখের মতো।

পশ্চিম দিকের কুয়াশা স'রে গেছে ইতিমধ্যে ; পুব দিকে যেটুকু ছিলো তাও এবার নাট্যমঞ্চের যবনিকার মতো আড়মোড়া ভেঙে হেলে-দুলে স'রে গেলো।

আর ওদিকে, রাজ্ভিলইয়ের টিলার ওপর আরো দু-এক মাইল দূরে, কোনো প্রাদেশিক রাজধানীর মতো একটা বড়ো শহর ঝাপসা দেখা গেলো, রোদে যার রং জলজলে আর দূরত্ব যার রেখাকে সরল ক'রে এনেছে। চুড়োর গায়ে লেপ্টে বসেছে যেন শহরটা, তার সারি-সারি বাড়ি আর রাস্তা নিয়ে, মাঝখান থেকে মাথা তুলেছে বড়ো একটা গির্জের গম্বুজ, শস্তা রঙিন ছবিতে মাউণ্ট আথস কি মরুভূমির কোনো মঠের মতো।

ইউরি উত্তেজিত হ'য়ে ভাবতে শুরু করলো, 'ইউরিয়াটিন, যার কথা প্রায়ই আনা আর নাস' আন্টিপভার কাছে শুনেছি। কী আশ্চর্য! একে যে এমনিভাবে দেখতে হবে কে ভাবতে পেরেছিলো!'

ঠিক সেই মুহূর্তে সেনাবিভাগের মনোযোগ টাইপরাইটার থেকে স'রে গিয়ে অন্য একটা জানলায় গিয়ে পড়লো। দেখে ইউরিও ফিরে তাকালো।

কড়া পাহারায় একদল বন্দীকে স্টেশনের সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদের মধ্যে স্কুলের পোষাক-পরা একটি বালকও আছে, রক্ত ঝরছে তার মাথা থেকে। প্রাথমিক চিকিৎসা লাভের সুযোগ অবশ্য ঘটেছে তার, কিন্তু ব্যাণ্ডেজের ভেতর থেকে রক্তের একটি ধারা চুঁইয়ে পড়ছে ব'লে সে বারে-বারে তার কালো ঘামে-ভরা মুখে হাত বুলিয়ে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। শোভাযাত্রার শেষভাগে লাল ফৌজের দুটি লোকের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সে যে শুধু তার অটল ভঙ্গি, সুন্দর চেহারা, আর এতো অল্প বয়সেই বিপ্লবে নামার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা নয়, তার এবং তার দুই সঙ্গীর অঙ্গভঙ্গিগুলো অদ্ভুতরকম অসংগত হচ্ছিলো ব'লেই চোখে পড়ছিলো সে। তাদের যা করা উচিত, ঠিক তার উল্টোটা করছিলো তারা।

ছেলেটির মাথায় এখনো স্কুলের টুপি রয়েছে। তার ব্যাণ্ডেজ-করা মাথা থেকে এটা বারে বারে খ'সে পড়ছিলো, কিন্তু সেটাকে খুলে হাতে না-নিয়ে সে তার মাথার ক্ষত আর ব্যাণ্ডেজটাকে উত্ত্যক্ত ক'রে টুপিটা ঠিকভাবে বসিয়ে নিচ্ছিলো, আর এই কাজে তার দুই সঙ্গী তৎপর হয়ে সাহায্য করছিলো তাকে।

কাণ্ডজ্ঞান-বহির্ভূত এই অসংগত আচরণের একটা প্রতীকী অর্থ যেন দেখতে পেলো ইউরি। তার ইচ্ছে করলো ছুটে গিয়ে ছেলেটিকে সেই কথাগুলো বলে যা তার ভেতরে টগবগ করছিলো তখন। মুক্তি যে আদব-কায়দা ও উর্দির আনুগত্যের মধ্যে নিহিত নেই, বরং ও-সব ছুঁড়ে ফেলে দিলেই যে মুক্তি আসতে পারে, এ-কথা তার ইচ্ছে করলো চেঁচিয়ে বলে সবাইকে—ছেলেটিকে আর রেলগাড়ির ভেতরকার লোকজনদের।

সে ঘুরে দাঁড়ালো ; দ্রুত ও লম্বা পা ফেলে ঘরের মধ্যিখানে এসে দাঁড়ালো স্ট্রেলনিকভ।

ডাক্তার হিসেবে হাজার-হাজার লোকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। অথচ এটা কী ক'রে সম্ভব যে এর আগে সে একদিনও এ-রকম সোচ্চার ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি আসেনি? কেন এর আগে তারা মুখোমুখি হয়নি পরস্পরের? কী ক'রে এটা ঘটলো যে, আগে কখনো তাদের পথে-ঘাটে দেখা হয়নি?

ঠিক কোনো কারণ না থাকলেও এটা তক্ষুনি স্পষ্ট বোঝা গেলো যে, এই লোকটি ইচ্ছাশক্তির এক পূর্ণ বিকাশ। তার ব্যক্তিত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার সব-কিছুই এটা চট ক'রে বুঝিয়ে দেয় যে সে হচ্ছে তার ধরনের মধ্যে আদর্শ: তার সুবিন্যস্ত সুন্দর মাথা, আগ্রহী পদক্ষেপ, লম্বা পা, হাঁটু-ঢাকা জুতো- যা কাদা-মাখা হ'তে পারতো, কিন্তু এখন পরিষ্কার দেখাচ্ছে—ধূসর সার্জের উর্দি—বহু আগে ইস্ত্রি-করা হ'লেও যাকে দেখাচ্ছে সেরা জাতের লিনেনের মতো এবং সদ্য-পাট-করা—সব কিছু মিলিয়ে সে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের এক নিদর্শন।

এই রকম হ'লো তার ব্যক্তিত্বের দীপ্তি, যা তাকে দিয়েছে নির্বিকার স্বাচ্ছন্দ্য, এবং পৃথিবীর যে-কোনো সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে সহজ হবার ক্ষমতা।

নিঃসন্দেহে স্মরণীয় ক্ষমতার অধিকারী সে, ইউরি মনে-মনে ভাবলো, কিন্তু তাকে মৌলিকতার ক্ষমতা বলা চলে না। তার প্রত্যেকটি ভঙ্গির মধ্য থেকে প্রতিভা ফুটে বেরোচ্ছে, কিন্তু তা আসলে হয়তো অনুকরণের মেধা।

তখনকার দিনে সকলে ইতিহাসের কোনো নায়কের প্রকরণে, কিংবা ফ্রণ্টে, রাস্তায়-ঘাটে গেরিলা যুদ্ধে খ্যাত হ'য়ে যাঁরা লোকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছেন, শ্রদ্ধাভাজন কোনো ব্যক্তি অথবা কৃতী কোনো কমরেডের মতো, বা নিছকই একে অন্যকে অনুকরণ ক'রে, নিজেকে অন্য-কারো আদর্শে গ'ড়ে তুলতো।

ইউরির উপস্থিতিতে বিস্মিত বা উত্ত্যক্ত বোধ করলেও স্ট্রেলনিকভ তা নম্রভাবে গোপন ক'রে রাখলো। তাকে কর্মচারীদেরই একজন ব'লে ধ'রে নিয়ে সে সকলকে উদ্দেশ ক'রে কথা বলতে শুরু ক'রে দিলো।

'অভিনন্দন! আমরা তাদের হটিয়ে দিয়েছি। যুদ্ধের গুরুত্ব ক'মে গিয়ে একে ছেলে-খেলার মতো মনে হচ্ছে, কেননা আমাদের মতো তারাও তো রুশ—কেবল নানারকম মূর্খতায় ঠাসা। ওরা কিছুতেই ছাড়বে না, তাই মেরে-ধ'রে আমাদেরই তাড়াতে হচ্ছে। ওদের যিনি কমাণ্ডার, তিনি আমার একজন বন্ধু। আমার চেয়েও প্রলেটারিয়েন ঘরে তাঁর জন্ম। একই বাড়িতে বড়ো হয়েছি আমরা। আমার জন্যে অনেক করেছেন তিনি, আমি গভীরভাবে ঋণী তাঁর কাছে। আর এখন কিনা আমি এই ব্যাপার নিয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাস করছি যে তাদের আমি নদী পেরিয়ে আরো দূরে তাড়িয়ে নিয়ে গেছি।—গুরিয়ান, তাড়াতাড়ি তার সারিয়ে ফ্যালো, আমাদের টেলিফোনের প্রয়োজন আছে, শুধু লোক পাঠিয়ে বা টেলিগ্রাফ ক'রেই আমরা কুলিয়ে নিতে পারবো না।—ইশ, কী ভয়ানক গরম পড়েছে, না! অবশ্য তাহ'লেও ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিয়েছি আমি! ও, হ্যাঁ!...' ইউরির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো সে, যেন এক্ষুনি তার মনে পড়লো যে এই লোকটির সঙ্গে জড়িয়ে আরো একটি অকাজ প'ড়ে আছে।

'এই লোকটি?' তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে স্ট্রেলনিকভ ভাবলো: 'কী বাজে! মোটেই তার মতো দেখতে নয়। গর্দভ কোথাকার!' হেসে

উঠলো সে, ইউরিকে বললো, 'কমরেড, ক্ষমা করবেন। গাধাগুলো আপনাকে আরেকজন ব'লে ভেবেছিলো, তাই এই ভুল। আপনি যেতে পারেন। এই কমরেডের কাগজপত্রগুলি কোথায়?—হ্যাঁ, এই যে আপনার কাগজ। একবার চোখ বুলোতে পারি কি?…জ়িভাগো…জ়িভাগো…ডাক্তার জ়িভাগো… মস্কো।…যাই হোক, এক মিনিটের জন্য আমার ঘরে আসবেন? এটা হ'লো সেক্রেটারিয়েট, পাশের কামরাটা আমার। হ্যাঁ, এই পথে; বেশি দেরি হবে না এক্ষুনি ছেড়ে দেবো আপনাকে।'

৩০

স্ট্রেলনিকভ আসলে কে?

সে যে এতো উঁচু পদ লাভ ক'রে বসেছে, এটা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য, কারণ সে পার্টির সভ্য নয়, এবং যদিও মস্কোতে তার জন্ম হয়েছিলো, কেউই তাকে চিনতো না: বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে মাষ্টারি নিয়ে সে সোজা চ'লে গিয়েছিলো মফস্বল শহরে, যুদ্ধের সময় ধরা পড়েছিলো, আর নিখোঁজ হবার দরুন সবাই ভেবেছিলো সে নিহত হয়েছে। অল্প দিন হ'লো সে জর্মানির জেলখানা থেকে ফিরেছে। তাকে লোকসমক্ষে আনলো টিভেরজিন, সেই তার হ'য়ে জামিন দাঁড়ালো, কেননা এই অগ্রসর রাজনীতি-চেতনাসম্পন্ন রেলকর্মচারীর ঘরেই ছেলেবেলায় সে থেকেছিলো। নিয়োগকর্তাদের সে রীতিমতো মুগ্ধ ক'রে ফেললো: সেই আমলের বাগাড়ম্বর ও রাজনৈতিক চরমপন্থার সঙ্গে তার লাগাম-ছেঁড়া বিপ্লবী উচ্ছ্বাস খাপ খেয়ে গিয়েছিলো, আর তার আন্তরিকতা ও প্রবল গোঁড়ামি, যা কোনো ধার-করা বা উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা ব্যাপার নয়, তা ছিলো তার নিজস্ব, তা সে সচেতনভাবে নিজের মধ্যে গ'ড়ে তুলেছিলো, তা বিকাশ লাভ করেছিলো তার জীবনের নানা ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়ে।

কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস যে অপাত্রে ন্যস্ত হয়নি, তা সে অচিরেই প্রমাণ ক'রে দিলে।

গত কয়েক মাসের মধ্যে সে যে-সব লড়াই করেছে, তার মধ্যে

পড়ে লোয়ার-কেল্‌মেসের অগ্নিকাণ্ড (যেখানে বরফের জন্ত ইউরির ট্রেন আটকা পড়েছিলো), শস্তের ওপর কর দেবে না ব'লে যে-সব গুবাসোভো চাষি সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিলো তাদের, এবং যে-চোদ্দ নম্বর পদাতিক বাহিনী রসদের কনভয় লুঠ করেছিলো তাদের অবদমন। টুর্কাটুয়ি শহরে 'রাজ্বিন'[১] সৈন্তরা বিদ্রোহ ক'রে শাদাদের দলে যোগ দিয়েছিলো, এবং চিরকিন-উসের বিদ্রোহের দরুন একজন অনুগত কমাণ্ডার নিহত হয়েছিলেন ; এই সব বিদ্রোহ দমন করার ব্যাপারেও হাত ছিলো তার।

সর্বত্রই সে একেবারে আচমকা গিয়ে ছোঁ মেরেছিলো, আর সব অনুসন্ধান, বিচার, শাস্তির সিদ্ধান্ত ও তার প্রয়োগ, সব খুব দ্রুত, নির্বিকার এবং আশ্চর্য সুদৃঢ়ভাবে সম্পন্ন করেছিলো।

যে-সব এলাকায় দলত্যাগের হিড়িক পড়েছিলো, তাদের সে চটপট আয়ত্তে এনে রংরুট বাহিনীকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলেছে, যার ফলে লাল ফৌজে নাম লেখাবার আপিশগুলিতে ভয়ানক কাজের চাপ পড়েছে।

অবশেষে, যখন উত্তর থেকে শাদাদের চাপ ক্রমশ বেড়ে চলেছে, এবং পরিস্থিতি মারাত্মক হ'য়ে উঠেছে, তখন স্ত্রেলনিকভের হাতে নতুন দায়িত্ব অর্পণ করা হ'লো ; সেনাবাহিনীর পরিচালনা থেকে শুরু ক'রে সমরনীতির পরিকল্পনা এবং তা কাজে খাটানো পর্যন্ত সব কাজের ভার তার একলার ওপর এসে পড়লো। এবং তার তৎপরতা ফলপ্রসূ হলো অচিরেই।

স্ত্রেলনিকভ ('গোলন্দাজ') জানে যে জনরব তার নতুন নাম দিয়েছে রাজস্ত্রেলনিকভ, যার মানে হ'লো 'জল্লাদ'। শান্তভাবে এই নাম সে গ্রহণ করেছে ; কোনো কিছুতেই সে বিচলিত হয় না।

তার বাবা ছিলেন মজুর ; ১৯০৫ সালের বিপ্লবে অংশ গ্রহণ ক'রে জেলে গিয়েছিলেন। সেই সময় সে নিজে বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপে যোগ দেয়নি ; প্রথমে তো, তার বয়স অল্প ছিলো ব'লে আর পরে এই কারণে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে গরিব ঘরের ছেলেরা ধনীর দুলালদের চেয়ে শ্রমসাপেক্ষ উচ্চশিক্ষাকে বেশি মূল্য দিতো এবং বেশি খাটতো। অন্ত ছাত্রদের উত্তেজনা

---

১ স্টেনকা রাজিন ছিলেন সতেরো শতকের এক গণ-অভ্যুত্থানের অধিনায়ক।

তাকে একটুও বিচলিত করতে পারেনি। বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করবার পর সে প্রথম কলাবিদ্যায় ডিগ্রি নিলে, তারপর বিজ্ঞান ও গণিতে শিক্ষিত ক'রে তুললো নিজেকে।

সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি পেয়ে সে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নাম লিখিয়ে একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে চ'লে যায়, এবং বন্দী হয়; পরে যখন রাশিয়ার বিপ্লবের কথা শুনলো, ১৯১৭ সালে দেশে পালিয়ে এলো। স্বচ্ছ এবং সুশৃঙ্খল-ভাবে বিচার করবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিলো তার, আর ছিলো সুবিচারবোধ ও উন্নত নৈতিক চরিত্র। উৎসাহী স্বভাব তার, তীক্ষ্ণ তার সম্মানবোধ।

কিন্তু বিজ্ঞান-সাধনায় নতুন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে স্বজ্ঞা দিয়ে অনির্ণেয়কে জানবার চেষ্টা তার ব্যর্থ হ'তো; ফাঁকা ভবিষ্যদৃষ্টির শূন্য সুষমাকে যা চুরমার করে দেয়, সেই সব অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের কথা ভাববার ক্ষমতা তার নেই।

অন্যের ভালো করবার জন্য তার মনোগত আদর্শ ছাড়াও প্রয়োজন ছিলো এমন এক নীতিগর্হিত হৃদয়ের, যা বিশেষের প্রতি আকর্ষণবশত সাধারণকে দেখতে পায় না, ক্ষুদ্র কাজের মহত্ত্ব যার বৈশিষ্ট্য।

ছেলেবেলা থেকেই মহত্তম অভীপ্সায় তার হৃদয় ভ'রে গিয়েছিলো, পৃথিবীকে এক বিশাল কর্মক্ষেত্র ব'লে ভেবেছিলো সে, যেখানে প্রত্যেকেই নিখুঁতভাবে নিয়ম মেনে সম্পূর্ণতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে চলেছে। যখন সে দেখতে পেলো তার এই ধারণা সত্য নয়, তখন সে, একবারও ভাবলে না যে পৃথিবী সম্পর্কে তার ধারণাটা হয়তো অতিরিক্ত সরলীকৃত। বরং তার অসন্তোষকে সে লালন করলে ভেতরে-ভেতরে। এবং জীবন আর জীবনের বিকৃতিসাধক অশুভ শক্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে বিচারকের ভূমিকায় বসতে চাইলো, চাইলো জীবনের রক্ষক ও জীবনবৈরীর শাস্তিদাতা হ'য়ে উঠতে।

হতাশায় সব যখন তিক্ত হ'য়ে উঠছে, তখন বিপ্লব এসে তার হাতে হাতিয়ার তুলে দিলে।

৩১

'জ়িভাগো,' নিজের কামরায় গিয়ে বসবার পর স্ট্রেলনিকভ আবার নামটা উচ্চারণ করলে, 'জ়িভাগো……ব্যাবসা করেন বোধহয়। নয়তো ভদ্রলোকদের একজন……ও, হ্যাঁ, এই তো লেখা আছে, মস্কোর ডাক্তার…ভারিকিনোতে যাচ্ছেন। এটা কিন্তু আশ্চর্য। মস্কো ছেড়ে হঠাৎ এ-রকম অজ পাড়াগাঁয় যাচ্ছেন?'

'ঠিক সেইজন্যেই। একটু শান্তি, বিশ্রাম আর অজ্ঞাতবাসের জন্য।

'বাঃ, বেশ রোমান্টিক তো! ভারিকিনো? এখানকার প্রায় সব জায়গাই আমি চিনি। ওটা হ'লো ক্রোগারের জমিদারি। তার সঙ্গে আপনার কোনো আত্মীয়তা নেই তো? আপনি তার উত্তরাধিকারী নন?'

'ঠাট্টা করছেন কেন? "উত্তরাধিকারী" হওয়ার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। যদিও এটা ঠিক যে আমার স্ত্রী…'

'কাজেই, দেখলেন তো। কিন্তু আপনি যদি শাদাদের জন্য ব্যাকুলতা বোধ করেন, তাহ'লে আপনাকে কিন্তু হতাশ হ'তে হবে। গোটা জেলাটাই ঝেঁটিয়ে সাফ ক'রে ফেলেছি আমরা।'

'আপনি কি এখনো ঠাট্টা করছেন আমাকে নিয়ে?'

'আর তারপর, আপনি একজন ডাক্তার। সেনাবাহিনীর চিকিৎসা বিভাগের অফিসার। আর আমরা এখন লড়াই চালাচ্ছি। ঐ লড়াইটাই আমার আসল কাজ। আর আপনি একজন দলত্যাগী। সবুজরাও[১] বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে।—আপনার দলত্যাগ করার কারণ?'

'দু'বার আহত হয়েছিলাম, তাই অকেজো ব'লে বের ক'রে দেওয়া হয়েছে।'

'এর পরেই নিশ্চয়ই আপনি শিক্ষা বা স্বাস্থ্য দপ্তরের শীলমোহর মারা একটি কাগজ বার ক'রে দেবেন, যাতে লেখা আছে আপনি একজন সোভিয়েট নাগরিক, কিংবা একজন "সহানুভূতিশীল" অথবা সম্পূর্ণ অনুগত। আপকালিপ্‌সের সময় মশাই এটা, শেষ বিচার[২] আসন্ন। আগুন-জলা

১ এই শব্দটা ব্যবহার করা হ'তো সেই সব নৈরাজ্যবাদীদের সম্বন্ধে যারা লাল শাদা উভয়দের সঙ্গেই যুদ্ধ করতো। এদের মধ্যে চাষিদের সংখ্যাই ছিলো সবচেয়ে বেশি।

২ খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের apocalypse ও last judgement-এর ধারণা স্ট্রেলনিকভ এখানে বিপ্লব বিষয়ে ব্যবহার করছে। —অনুবাদকের টীকা

তলোয়ার হাতে দেবদূত নেমে আসবে, উঠে আসবে পাতাল থেকে পশুরা—তাদের দিন এটা—সহানুভূতিশীল বা অনুগত ডাক্তারদের নয়। তবু, যেহেতু আমি একবার বলেছি যে আপনি স্বাধীন, তাই আমার কথার খেলাপ করবো না, কিন্তু মনে রাখবেন এই আপনার প্রথম এবং শেষ সুযোগ। আবার আমাদের দেখা হবে ব'লে আমার মনে হচ্ছে, আর তখন কথাবার্তার ধরন হবে একেবারে অন্যরকম। সাবধান থাকবেন।'

এই যুদ্ধঘোষণায় বা ভয়প্রদর্শনে ইউরি দ'মে গেলো না। বললে, 'আমার বিষয়ে আপনি কী ভাবছেন, তা আমি জানি। আপনার দিক থেকে আপনার বিচার নির্ভুল। কিন্তু যে-বিষয়ে আপনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাচ্ছেন, ঠিক তা-ই নিয়ে সারাজীবন ধ'রে আমি আমার কাল্পনিক অভিযোক্তার সঙ্গে তর্ক ক'রে যাচ্ছি ; এতোদিনেও যদি কোনো সিদ্ধান্তে না-পৌঁছতে পারতাম, তবে ব্যাপারটা অদ্ভুত হতো। কিন্তু মাত্র কয়েকটা কথায় তা আমি বোঝাতো পারবো না। কাজেই যদি আমি সত্যিই বন্দী না-হ'য়ে থাকি তো আমাকে যাবার অনুমতি দিন, আমার যুক্তিগুলো না-জেনেই যেতে দিন আমাকে। আর যদি বন্দী হ'য়ে থাকি তাহ'লে আমাকে নিয়ে কী করবেন সেটা আপনাকেই স্থির করতে হবে। কেননা আপনাকে দেবার মতো কোনো কৈফিয়ৎই আমার নেই।'

টেলিফোন বেজে-ওঠায় তাদের কথায় বাধা পড়লো। লাইন মেরামত করা হ'য়ে গেছে। স্ট্রেলনিকভ রিসিভার তুলে নিলে।

'ধন্যবাদ, গুরিয়ান। কমরেড জ়িভাগোকে তাঁর ট্রেনে পৌঁছে দেবার জন্য একজন লোক পাঠিয়ে দাও। আর কোনো দুর্ঘটনা আমি চাই না। এবার রাজ্‌ভিলইয়ে চেকা পরিবহণ আপিশে লাইনটা দাও।'

জ়িভাগো চ'লে গেলে স্ট্রেলনিকভ রেল-স্টেশনে টেলিফোন করলো।

'একটা স্কুলের ছেলেকে দেখলাম তাদের মধ্যে, ঐ যে ছেলেটা কেবল তার মাথায় টুপি ঠিক করছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। এটা রীতিমতো লজ্জার ব্যাপার।—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই ঠিক।—যদি দরকার হয় তো ডাক্তার দেখিয়ে নাও।—নিশ্চয়ই। তোমার চোখের মণির মতো দেখবে ওকে—আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকলে। হ্যাঁ, দরকার হ'লে তুমি

র‍্যাশনও দিয়ো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার কাজের কথা শোনো।… আমার কথা শেষ হয়নি, লাইন কেটে দিয়ো না। কী জ্বালা! আরেকজন কে জানি লাইনে আছে। গুরিয়ান! গুরিয়ান! ওরা লাইন কেটে দিয়েছে।'

তার কথা শেষ করার চেষ্টা সে খানিকক্ষণের জন্য স্থগিত রাখলো। 'হয়তো আমার প্রেপারেটরি স্কুলের কোনো ছাত্র,' সে মনে-মনে ভাবলো, 'এখন বড়ো হ'য়ে আমাদের সঙ্গেই লড়াই করছে।' এই ছেলেটি তার ছাত্র হ'তে পারে কিনা তা বোঝার জন্য, কতো বছর হ'লো পড়ানো ছেড়ে দিয়েছে তার হিসেব করলো। তারপর জানলা দিয়ে তাকালো বাইরে, দিগন্তের দিকে যেখানে আকাশ নেমে এসেছে, সেদিকে তাকিয়ে খুঁজতে থাকলো ইউরিয়াটিনের সেই এলাকাটা, যেখানে একদা সে সস্ত্রীক বাস করেছিলো। যদি তার স্ত্রী ও কন্যা এখনো সেখানে থেকে থাকে? সে কি যেতে পারে না তাদের কাছে? এই মুহূর্তে গেলেও তো হয়। হয়, কিন্তু কী ক'রে যায়? তারা যে অন্য এক জীবনের অংশ। প্রথমে এই জীবন সে শেষ ক'রে নিক, এই নতুন জীবন, তারপর সে ফিরে যাবে সেই পুরোনো জীবনে, যেটাতে বাধা পড়েছে হঠাৎ। কোনো একদিন তা-ই করবে সে। কোনো-একদিন, কিন্তু কবে? কোন দিন?

দ্বিতীয় খণ্ড

পরিচ্ছেদ ৮

আগমন

যে-ট্রেনটা জিভাগোদের নিয়ে এসেছিলো সেটা তখনো স্টেশনের সাইডিং-এ দাঁড়িয়ে আছে, অন্য অনেক ট্রেনের পেছনে ঢাকা প'ড়ে গেছে সেটি। কিন্তু সেদিন সকালে, এই প্রথমবার, তাদের মনে হ'লো যে মস্কোর সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হ'য়ে শেষ হ'য়ে গেছে।

এখন থেকে তারা এমন একটা অঞ্চলে এসে পড়লো, যা একেবারে আলাদা ; নতুন এই জগৎ, ভিন্ন ধরনে প্রাদেশিক, তার ভারাকর্ষণ-কেন্দ্র তারই নিজের।

সঙ্গে-সঙ্গে স্পষ্ট বোঝা গেলো যে লোকেরা এখানে মস্কো বা পিটার্সবার্গের চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করে। যদিও স্টেশন-এলাকার চারদিক ঘিরে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং সরকারিভাবে জনসাধারণের সেখানে প্রবেশও নিষিদ্ধ, তবু লোকাল-ট্রেনের যাত্রীরা কোনো দুজ্ঞেয় উপায়ে 'পরিস্রুত' (আজকাল 'পরিস্রুত' বলা হয় না ?) হ'য়ে সেখানে ঢুকে পড়েছে, ইতিমধ্যেই সবগুলি কামরায় ঠাসাঠাসি ক'রে উঠে পড়েছে তারা, দরজার সামনেও বিষম ভিড়, অনেকে আবার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ-কেউ বা হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটোছুটি করছে।

সকলেই সকলকে চেনে, কেউ বাদ নেই। দেখা হ'তেই একে অন্যকে নাম ধ'রে ডাকলো বা হাত নাড়লো, আর পাশ কাটিয়ে যেতে-যেতে সকলেই

'যুদ্ধের শেষে তিনটি মেডেল নিয়ে রীতিমতো বীরের মতো লিবেরিয়ুস ফিরে এলো, আর না-বললেও চলে, যুদ্ধক্ষেত্রে থেকেই বিলকুল বলশেভিক হ'য়ে ফিরলো। আপনি "আরণ্যক ভ্রাতৃত্বের" কথা শুনেছেন কখনো?'

'কই? না তো।'

'তাহ'লে আপনাকে গল্প বলার কোনো মানেই হয় না, অর্ধেক ব্যাপারই বুঝতে পারবেন না আপনি। আর জানলা দিয়ে ঐভাবে বাইরের ঐ রাস্তার দিকে আপনার তাকিয়ে থাকারও কোনো মানে হয় না। ঐ যে রাস্তা দেখছেন—ওগুলোর আজকাল প্রধান বৈশিষ্ট্য কী বলুন তো? পার্টিজান—দলের লোক। আর দলের লোক কারা? গৃহযুদ্ধের সময় তারাই হ'লো বিপ্লবী পল্টনের মেরুদণ্ড। দুটি জিনিস একসঙ্গে মিলে এই শক্তির অভ্যুদয় ঘটিয়েছে: একদিকে রাজনৈতিক সংগঠন, যারা বিপ্লবের নেতৃত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে, অন্যদিকে সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈন্য, যারা যুদ্ধে হেরে যাবার পর পুরোনো কর্তৃপক্ষের আদর্শ মানতে রাজি নয়। এই দুটো কারণেই এই দলের উদ্ভব। তাদের বেশির ভাগই হচ্ছে মাঝারি চাষি[1], তবে সব রকম লোকেরাই আছে এর মধ্যে—গরিব চাষি, আলখাল্লা-ছাড়ানো পুরুৎ, বাপেদের দিকেই বন্দুক তুলেছে এমন সব কুলাকপুত্র। আনার্কিস্ট আদর্শবাদীরাও আছে, আছে এমন লোক পাসপোর্ট নেই ব'লে যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে; নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলো ব'লে তাড়িয়ে-দেওয়া স্কুলের ছেলেরাও কম নেই। স্বদেশে পুনর্বাসন আর স্বাধীনতা পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে জর্মানি আর অস্ট্রিয়ান যুদ্ধের বন্দীরাও এসে যোগ দিয়েছে এদের সঙ্গে। জনসাধারণের এই বিপুল সৈন্যদলের একটি অংশের নাম হ'লো আরণ্যক ভ্রাতৃত্ব, আর এই ভ্রাতৃত্বের অধিনায়ক হলেন কমরেড ফরেস্টার, আর কমরেড ফরেস্টার হলেন লিব্বি, লিবেরিয়ুস আভেরসিএভিচ, আভেরসিয়াস মিকুলিৎসিনের ছেলে।'

'সত্যি বলছেন?'

১। লেনিনের তত্ত্ব অনুসারে চাষিরা তিন দলের—ধনী চাষি (কুলাক), সাধারণ আয়ের চাষি (মাঝারি) আর গরিব চাষি, যাদের কোনো জমিজমা নেই।

'নিশ্চয়ই। ঠিক তা-ই।—কিন্তু এবার আভেরসিয়াসের কথায় ফেরা যাক। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে আবার বিয়ে করেছে। তবে দ্বিতীয় স্ত্রী, হেলেন, একেবারে শাদাশিধে সরল মানুষ—তার স্বভাবও তা-ই, ইচ্ছেটাও ঐরকম। স্কুল থেকেই সোজা গির্জেয় চ'লে গিয়েছিলো বিয়ে করতে, এখনো রীতিমতো যুবতী, কিন্তু ভান করে যেন বয়স আরো কম। খামকা কথা বলে, কেবলই কিচিরমিচির ক'রে চলেছে, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। দেখামাত্র আপনার একটা পরীক্ষা নেবে সে "সুভরভ কবে জন্মেছিলেন? ত্রিভুজের দুই বাহু কখন তৃতীয় বাহুর সমান হয়?" যদি আপনাকে ঘায়েল করতে পারলো তো তার খুশি আর ছাখে কে। কিন্তু সবুর করুন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিজের চোখে সব দেখতে পাবেন।

'বুড়োর নিজের আবার কিছু-কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। সে নাবিক হ'তে চেয়েছিলো ব'লে সামুদ্রিক যন্ত্রবিদ্যা শিখতে শুরু করেছিলো। পরিষ্কার দাড়ি-গোঁফ কমানো, মুখে পাইপটি লেগেই আছে, আস্তে-আস্তে, বেশ সহৃদয়-ভাবে দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথা বলে, পাইপ-খোরদের যেমন হয় তেমনি তার নিচের চোয়ালটি উঁচোনো, চোখ দুটি ঠাণ্ডা, ছাইরঙের।—ও, বলতে প্রায় ভুলে যাচ্ছিলাম—সে আবার একজন সমাজতন্ত্রী বিপ্লববাদী, আঞ্চলিক প্রতিনিধি হিসেবে সংবিধানসভার[১] সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলো।'

'এটা তো খুব জরুরি খবর! তাহ'লে বাপে-ব্যাটায় একেবারে আদায়-কাঁচকলায়। রাজনীতির ব্যাপারে উল্টোউল্টি।'

'তত্ত্বের দিক দিয়ে বিরোধী বইকি, কিন্তু কাজের বেলায় অরণ্য আর ভারিকিনোর মধ্যে কোনোই বিরোধ নেই। কিন্তু সে-কথা থাক, আগে আমাদের গল্পটাই শেষ করি। টুন্টসেভ-ভগ্নীদের বাকি তিনজন—মিকুলিৎসিনের প্রথম বিবাহের শ্যালিকারা—এখনো ইউরিয়াটিনেই বাস করছে, কেউই বিয়ে করেনি, এখনো তারা কুমারীই আছে, কিন্তু দিনকাল বদলে গেছে এখন, এই মেয়েরাও বদলেছে।

১ ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবের পরে অস্থায়ী সরকারের অধীনে সংবিধানসভা (Constituent Assembly) গঠিত হয়েছিলো: বলশেভিকরা যখন তাতে সংখ্যাধিক্য পেলো না, তখন তারা তা ভেঙে দিলে।

'যুদ্ধের শেষে তিনটি মেডেল নিয়ে রীতিমতো বীরের মতো লিবেরিয়ুস ফিরে এলো, আর না-বললেও চলে, যুদ্ধক্ষেত্রে থেকেই বিলকুল বলশেভিক হ'য়ে ফিরলো। আপনি "আরণ্যক ভ্রাতৃত্বের" কথা শুনেছেন কখনো?'

'কই? না তো।'

'তাহ'লে আপনাকে গল্প বলার কোনো মানেই হয় না, অর্ধেক ব্যাপারই বুঝতে পারবেন না আপনি। আর জানলা দিয়ে ঐভাবে বাইরের ঐ রাস্তার দিকে আপনার তাকিয়ে থাকারও কোনো মানে হয় না। ঐ যে রাস্তা দেখছেন—ওগুলোর আজকাল প্রধান বৈশিষ্ট্য কী বলুন তো? পার্টিজান—দলের লোক। আর দলের লোক কারা? গৃহযুদ্ধের সময় তারাই হ'লো বিপ্লবী পল্টনের মেরুদণ্ড। দুটি জিনিস একসঙ্গে মিলে এই শক্তির অভ্যুদয় ঘটিয়েছে: একদিকে রাজনৈতিক সংগঠন, যারা বিপ্লবের নেতৃত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে, অন্যদিকে সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈন্য, যারা যুদ্ধে হেরে যাবার পর পুরোনো কর্তৃপক্ষের আদর্শ মানতে রাজি নয়। এই দুটো কারণেই এই দলের উদ্ভব। তাদের বেশির ভাগই হচ্ছে মাঝারি চাষি[১], তবে সব রকম লোকেরাই আছে এর মধ্যে—গরিব চাষি, আলখাল্লা-ছাড়ানো পুরুৎ, বাপেদের দিকেই বন্দুক তুলেছে এমন সব কুলাকপুত্র। আনার্কিস্ট আদর্শবাদীরাও আছে, আছে এমন লোক পাসপোর্ট নেই ব'লে যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে; নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলো ব'লে তাড়িয়ে-দেওয়া স্কুলের ছেলেরাও কম নেই। স্বদেশে পুনর্বাসন আর স্বাধীনতা পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে জর্মানি আর অস্ট্রিয়ান যুদ্ধের বন্দীরাও এসে যোগ দিয়েছে এদের সঙ্গে। জনসাধারণের এই বিপুল সৈন্যদলের একটি অংশের নাম হ'লো আরণ্যক ভ্রাতৃত্ব, আর এই ভ্রাতৃত্বের অধিনায়ক হলেন কমরেড ফরেস্টার, আর কমরেড ফরেস্টার হলেন লিব্বি, লিবেরিয়ুস আভেরসিএভিচ, আভেরসিয়াস মিকুলিৎসিনের ছেলে।'

'সত্যি বলছেন?'

১। লেনিনের তত্ত্ব অনুসারে চাষিরা তিন দলের—ধনী চাষি (কুলাক), সাধারণ আয়ের চাষি (মাঝারি) আর গরিব চাষি, যাদের কোনো জমিজমা নেই।

'নিশ্চয়ই। ঠিক তা-ই।—কিন্তু এবার আন্তেরসিয়ালের কথায় ফেরা যাক। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে আবার বিয়ে করেছে। তবে দ্বিতীয় স্ত্রী, হেলেন, একেবারে শাদাশিধে সরল মানুষ—তার স্বভাবও তা-ই, ইচ্ছেটাও ঐরকম। স্কুল থেকেই সোজা গির্জেয় চ'লে গিয়েছিলো বিয়ে করতে, এখনো রীতিমতো যুবতী, কিন্তু ভান করে যেন বয়স আরো কম। খামকা কথা বলে, কেবলই কিচিরমিচির ক'রে চলেছে, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। দেখামাত্র আপনার একটা পরীক্ষা নেবে সে: "সুভরভ কবে জন্মেছিলেন? ত্রিভুজের দুই বাহু কখন তৃতীয় বাহুর সমান হয়?" যদি আপনাকে ঘায়েল করতে পারলো তো তার খুশি আর ভাখে কে। কিন্তু সবুর করুন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিজের চোখে সব দেখতে পাবেন।

'বুড়োর নিজের আবার কিছু-কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। সে নাবিক হ'তে চেয়েছিলো ব'লে সামুদ্রিক যন্ত্রবিদ্যা শিখতে শুরু করেছিলো। পরিষ্কার দাড়ি-গোঁফ কমানো, মুখে পাইপটি লেগেই আছে, আস্তে-আস্তে, বেশ সহৃদয়ভাবে দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথা বলে, পাইপ-খোরদের যেমন হয় তেমনি তার নিচের চোয়ালটি উঁচোনো, চোখ দুটি ঠাণ্ডা, ছাইরঙের।—ও, বলতে প্রায় ভুলে যাচ্ছিলাম—সে আবার একজন সমাজতন্ত্রী বিপ্লববাদী, আঞ্চলিক প্রতিনিধি হিসেবে সংবিধানসভার[১] সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলো।'

'এটা তো খুব জরুরি খবর! তাহ'লে বাপে-ব্যাটায় একেবারে আদায়-কাঁচকলায়। রাজনীতির ব্যাপারে উল্টোউল্টি।'

'তত্ত্বের দিক দিয়ে বিরোধী বইকি, কিন্তু কাজের বেলায় অরণ্য আর ভারিকিনোর মধ্যে কোনোই বিরোধ নেই। কিন্তু সে-কথা থাক, আগে আমাদের গল্পটাই শেষ করি। টুণ্টসেভ-ভগ্নীদের বাকি তিনজন—মিকুলিৎসিনের প্রথম বিবাহের শ্যালিকারা—এখনো ইউরিয়াটিনেই বাস করছে, কেউই বিয়ে করেনি, এখনো তারা কুমারীই আছে; কিন্তু দিনকাল বদলে গেছে এখন, এই মেয়েরাও বদলেছে।

১ ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবের পরে অস্থায়ী সরকারের অধীনে সংবিধানসভা (Constituent Assembly) গঠিত হয়েছিলো: বলশেভিকরা যখন তাতে সংখ্যাধিক্য পেলো না, তখন তারা তা ভেঙে দিলে।

কানের কাছে মুখ এনে, ভাঙা গলায় চীৎকার ক'রে বলা কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে।

'ঐ-যে আগুন-লাগা বাড়িটা, ওটা হচ্ছে "দানব" সিনেমা। এখন ওট ক্যাডেটদের হাতে, অথচ আগে কিন্তু তারা আত্মসমর্পণ করেছিলো। আসলে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এমন কথা এখনো বলা যায় না। ঘণ্টা-ঘরের ওপরকার ঐ কালো ফুটকিগুলো লক্ষ্য করেছেন? ওরা আমাদেরই লোক, চেকদের[১] দিকে গুলি চালাচ্ছে।'

'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আপনিই বা এতোদূর থেকে দেখতে পাচ্ছেন কী ক'রে?'

'ঐ যে-দিকটা জ্বলছে, ওটা হ'লো খোখরিকি, ওখানে সব কারিগরেরা থাকে। যে-অংশে দোকানপাট আছে, সেই খলোডেয়েভো আরো দূরে। আমাদের গাড়ির আড্ডাটা ওখানে ব'লেই আমাকে এতো খবর রাখতে হয়। ভালোর মধ্যে এই যে, আগুন কেবল শহরতলিতেই লেগেছে, শহরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে ব'লে মনে হয় না।'

'কী বললেন?'

'বললাম যে শহরের মাঝখানটা এখনো অক্ষত আছে—গির্জে, লাইব্রেরি —ও-সব অংশে এখনো আগুন লাগেনি।…আমাদের নাম, মানে এই সামডেভইয়াটভ হ'লো আসলে সান ডোনাটো—আমরা অমনি ক'রে রুশ ক'রে নিয়েছি। লোকে বলে, আমরা নাকি ডেমিডভদের[২] বংশধর।'

'এখনো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।'

'বলছিলাম যে সামডেভইয়াটভ হ'লো সান ডোনাটোরই আরেক সংস্করণ। শুনেছি, আমরা নাকি ডেমিডভ পরিবারের একটি শাখা, ঐ প্রিন্স ডেমিডভ সান ডোনাটো আরকি। কিন্তু এটাকে হয়তো নেহাৎই পারিবারিক উপকথা

---

১ বহু চেক সৈন্য, ১৯১৮ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত, পূর্ব-রাশিয়া এবং সাইবেরিয়ার ঘটনাবলীতে অংশগ্রহণ করেছিলো।

২ পিটার দি গ্রেটের অনুগ্রহ লাভ ক'রে একজন ডেমিডভ ইউরাল এলাকায় প্রথম খনি খোলেন। উনিশ শতকে তাঁর বংশধরেরাই ভাটিকান থেকে প্রিন্স সান ডোনাটো উপাধি লাভ করেছিলেন।

বলা যেতে পারে। এই জায়গাটাকে বলে স্পির্কা-র পাহাড়গুলি, অনেক বাগানবাড়ি আছে এখানে, তাছাড়া বেড়াতে যাওয়া যায় এমন জায়গাও প্রচুর আছে ; সেইজন্যেই লোকে প্রায়ই এখানে খেলাধুলো হৈ-হল্লা করতে আসে। নামটা বেশ মজার, না ?'

শাখা-রেলপথ দিয়ে কাটাকুটি-করা একটি উপত্যকা প'ড়ে আছে সামনে। সার বেঁধে টেলিগ্রাফের খুঁটি চ'লে গেছে দিগন্তের দিকে—তারা যেন মস্ত মোটা বুটজুতো-পায়ে রূপকথার দানব, আর এক রাস্তা গেছে ঘুরে-ঘুরে, দূর থেকে দেখায় ফিতের মতো, যেন রেল-লাইনের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, যেন তারা দু'জনেই অবতীর্ণ হয়েছে সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতায়। দিগন্তরেখার কাছে গিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে সেই পথ, তারপর চওড়া কোনো অর্ধবৃত্তের আকারে ফিরে এসেছে মোড় বেঁকে, এবং আবার মিলিয়ে গেছে দূরে।

'এটাই আমাদের বিখ্যাত হাই-ওয়ে। সাইবেরিয়ার ওপর দিয়ে সোজা চ'লে গেছে। আগেকার দিনের কয়েদিরা এই রাস্তাকে নিয়ে গান বেঁধেছিলো। এখন এটা পার্টির লোকেদের সবচেয়ে বড়ো ঘাঁটি।...আপনার ভালোই লাগবে এখানে, বুঝেছেন ? এখানকার সব-কিছুই খারাপ নয়, ভালো দিকও আছে। কয়েকদিনেই বেশ অভ্যেস হ'য়ে যাবে জায়গাটা, তারপর চ'লে যাবার সময় দেখবেন খুব খারাপ লাগছে। শহরটির আবার কতোগুলি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন আমাদের জলের পাম্প। দেখবেন, চৌরাস্তার মোড়ে মেয়েরা সারি-সারি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সারাটা শীতকাল ধ'রে মনে হয় এটা যেন তাদের খোলা-হাওয়ার আড্ডাখানা।'

'আমরা শহরে থাকবো না। ভারিকিনোতে যাচ্ছি আমরা।'

'জানি। আপনার স্ত্রী আমাকে বলেছেন সে-কথা। কিন্তু তাহ'লেও তো ব্যাবসাসূত্রে মাঝে-মাঝে আপনাকে শহরে আসতে হবে। আপনার স্ত্রীকে দেখেই আমি আন্দাজ ক'রে নিয়েছিলাম : বুড়ো ক্রুগারের জীবন্ত প্রতিমূর্তি যেন—হুবহু একরকম দেখতে, সেই চোখ, সেই নাক, সেই কপাল—হুবহু তাঁর দাদুর মতো। এখানে কিন্তু সকলেই তাঁকে মনে ক'রে রেখেছে।'

লাল, গোল তেলের ট্যাঙ্ক ভেসে উঠলো এবার দিগন্তের কাছে। মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে কাঠের তক্তায় আঁটা বড়ো-বড়ো বিজ্ঞাপন।

একটা বিজ্ঞাপনের ওপর ইউরির চোখ পড়লো, সেটা দু-জায়গায় ঝোলানো আছে; তাতে লেখা: 'মরো অ্যাণ্ড ভেটচিনকিন। ঢেঁকি-কল। বীজ-বপন যন্ত্র'।

'মরো অ্যাণ্ড ভেটচিনকিন' খুব ভালো প্রতিষ্ঠান। তাদের কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতিগুলো খুব উঁচু দরের।'

'কিছু শুনতে পাচ্ছি না। কী বললেন, আবার বলুন।'

'বললাম যে, ওটা একটা ভালো প্রতিষ্ঠান। শুনতে পাচ্ছেন?—একটা ভালো প্রতিষ্ঠান। তারা কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি বানায়। লিমিটেড কোম্পানি ওটা। আমার বাবারও শেয়ার ছিলো।'

'এই না বললেন তাঁর ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা ছিলো?'

'তা ছিলো বইকি, কিন্তু তাতে শেয়ার কেনার বাধা কোথায়? কোথায় টাকা খাটালে লাভ হ'তে পারে, সে-সব ব্যাপারে খুবই বিচক্ষণ ছিলেন তিনি। অনেক ব্যাবসাতেই টাকা ঢেলেছেন। ঐ "দানব" সিনেমাতেও তাঁর টাকা খাটছে।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে সেজন্য আপনি গর্ববোধ করছেন।'

'বাবার বিচক্ষণতায়? নিশ্চয়ই, এটা তো গর্বেরই ব্যাপার।'

'কিন্তু আপনার মার্ক্সবাদ?'

'হা ঈশ্বর! মার্ক্সবাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? মার্ক্সবাদী ব'লেই কি আগাপাশতলা নির্বোধ হ'য়ে যেতে হবে? মার্ক্সবাদ হলো বিজ্ঞান। এ হ'লো বস্তুতান্ত্রিক মতবাদ, ইতিহাস-দর্শনের তত্ত্ববিশেষ।'

'মার্ক্সবাদ বিজ্ঞান? কোনো সদ্যপরিচিত লোকের সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করতে যাওয়া অবশ্য বিপজ্জনক, কিন্তু তবু আমার মতে, মার্ক্সবাদ এখন পর্যন্ত তেমনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি যাতে তা বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিত হ'তে পারে। এর চেয়ে ঢের বেশি ভারসাম্য আছে বিজ্ঞানে। আপনারা বলেন মার্ক্সবাদ নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু আমি এমন কোনো তত্ত্বের কথা জানি না যা মার্ক্সবাদের চেয়েও বেশি আত্মকেন্দ্রিক, বেশি তথ্যবর্জিত। সাধারণত এটাই দেখা যায় যে লোকে তাদের তত্ত্বকে কাজে খাটিয়ে পরীক্ষা ক'রে ছাখে তা খোপে টেঁকে কিনা, তারা অভিজ্ঞতা থেকে

শিখতে চায়; কিন্তু যারা কেবলমাত্র ক্ষমতালোভী, তারা নিজেদের মতবাদের অকাট্যতা নামক উপকথার প্রতিষ্ঠায় এতোটা ব্যস্ত থাকে যে, সত্যকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে যতোটা সম্ভব দূরে চ'লে যায়। আমার কাছে রাজনীতির কোনোই মূল্য নেই। যারা সত্যের প্রতি উদাসীন, আমি তাদের পছন্দ করি না।'

ইউরির কথাগুলিকে সামডেভইয়াটভ ভাবলে এক বেয়াড়াগোছের রসিক লোকের বাহাদুরি নেবার চেষ্টা, তাই তার কথা শুনে সে শুধু হাসলো একটু।

তখনও কিন্তু ট্রেনের এই লাইন-বদল আর এগোনো-পেছোনো শেষ হয়নি। যতোবার গাড়ি শেষ সিগন্যালের কাছে গেলো, কোমরবন্ধে দুধের পাত্র-বাঁধা একটি স্ত্রীলোক—রেলপথের সেই ছুঁচোলো মুখটায় সে তখন তার ডিউটিতে ছিলো—তার পশম বোনার কাজ ফেলে রেখে, ঝুঁকে প'ড়ে, সিগন্যালের হাতলে চাপ দিয়ে ট্রেনটাকে প্রত্যেকবার পেছনমুখো শহরের দিকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলে। গাড়ি যেই আস্তে-আস্তে পেছনে যেতে শুরু করে, অমনি সেও উঠে ব'সে গাড়ির দিকে তার ঘুষি বাগিয়ে নাড়তে শুরু ক'রে দেয়।

ব্যাপারটাকে সামডেভইয়াটভ ব্যক্তিগতভাবে নিলে। 'স্ত্রীলোকটি কেন এ-রকম করছে?' সে অবাক হ'য়ে ভাবলে, 'মুখটা তো বেশ চেনা ঠেকছে। গ্লাশা টুণ্টসেভা নাকি? উঁহু, গ্লাশা ব'লে তো মনে হচ্ছে না। এর বয়স আরো বেশি, রীতিমতো বুড়িই বলা যায়। কিন্তু যে-ই হোক না, আমার বিরুদ্ধে কী বলার আছে তার? জননী রাশিয়া এখন বিপ্লবে উত্তেজিত ব'লেই হোক, বা নবযুগের প্রসব-বেদনায় যন্ত্রণাকাতর ব'লেই হোক, এটা সত্যি যে রেলপথগুলো এখন এক জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ব'সে আছে; তার ফলে এই বুড়ির বরাতে নিশ্চয়ই ছুটি জুটছে কম—কাজেই তার ধারণা যতো গণ্ডগোলের জন্য দায়ী আমি, তাই আমাকে লক্ষ্য ক'রেই ঘুষি দেখাচ্ছে। যাক গে, সব গোল্লায় যাক! আমার যেন আর-কিছু ভাববার নেই।'

শেষটায়, অনেকক্ষণ পরে, স্ত্রীলোকটি তার নিশেন নাড়তে-নাড়তে এঞ্জিন-চালককে চীৎকার ক'রে কী যেন ব'লে দিলে; এবার আর ট্রেনটিকে সিগন্যাল পেরিয়ে খোলা রাস্তায় যেতে সে কোনো বাধা দিলে না। কিন্তু

চোদ্দ নম্বর কামরা যখন তার আস্তানার পাশ দিয়ে গেলো, তখন মেঝেয় ব'সে-থাকা বাচাল দু'জনকে লক্ষ্য ক'রে জিভ দেখিয়ে ভেংচি কাটলো সে। তাদের দেখেই সে তিরিক্ষি হ'য়ে গিয়েছিলো। আবার সামডেভইয়াটভকে রীতিমতো চিন্তিত দেখা গেলো।

৫

গোল-গোল তেলের ট্যাঙ্ক, টেলিগ্রাফের খুঁটি আর বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং নিয়ে জলন্ত শহরগুলি দূরে মিলিয়ে গেলো, দেখা দিলো বন আর নিচু-নিচু পাহাড়ের দৃশ্য, আর ফাঁকে-ফাঁকে বড়ো রাস্তার ঝিলিক। তখন সামডেভইয়াটভ বললে :

'চলুন, আমাদের জায়গায় গিয়ে বসি। আমাকে তো একটু পরেই নেমে যেতে হবে, আর তার এক স্টেশন পরেই আপনাদেরটা। লক্ষ্য রাখবেন, যাতে ভুল ক'রে না বসেন।'

'এদিকটা আপনার খুব চেনা মনে হচ্ছে?'

'নিশ্চয়ই, একেবারে আমার খিড়কির উঠোনের মতো। আশে-পাশের একশো মাইলের মধ্যে সব আমার চেনা। আমি ওকালতি করি তো, তাই জেনে নিতে হয়েছে। বিশ বছর ধ'রে প্র্যাকটিস করছি। প্রায়ই ব্যাবসাসূত্রে বেরোতে হয়।'

'এখনও?'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু এখন যে-অবস্থা, তাতে ব্যাবসা চলে কী ক'রে?'

'এন্তার চলে। পুরোনো মামলা, ব্যাবসাদারি, চুক্তিভঙ্গ। কাজ নেই মানে? কাজে ডুবে আছি, মাথার চুল খাড়া হ'য়ে যাবার জোগাড়।'

'কিন্তু এ-সব কি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়নি?'

'বন্ধ যা হয়েছে, সে তো নামে মাত্র। কিন্তু আসলে এমন সব দাবি করা হচ্ছে যার একটার সঙ্গে আর-একটার কিছুই মেলে না। একদিকে জাতীয়করণের ধাক্কা, অন্যদিকে নগর-সোভিয়েটের জন্য তেল জোগানো

চাই, তার ওপর প্রাদেশিক অর্থদপ্তরের জবরদস্তি আদায় রয়েছে। আর প্রত্যেকেই চায় বেঁচে থাকতে। তত্ত্ব আর ব্যবহারের মধ্যে যখন অনেকটা তফাৎ থাকে, তখনকার সন্ধিক্ষণে এ-সব অদ্ভুত অব্যবস্থা ঘটবেই। ফলে এই সময়ে লোকে চায় আমার মতো মানুষকে, যে শুধু বিচক্ষণই নয়, অনেক ফাঁক-ফিকিরও জানে। ভাগ্যবান সে, যে বড্ড বেশি দেখতে পায় না। বাবা বলতেন যে মাঝে মাঝে নাকের ওপর এক-আধটা ঘুষি পড়লে কারো কোনো ক্ষতি হয় না। এই এলাকার প্রায় অর্ধেক লোকই জীবিকার জন্ম আমার ওপর নির্ভর ক'রে আছে। এর মধ্যে আবার একদিন কাঠের জোগাড়ে ভারিকিনো যেতে হবে আমাকে। তাই ব'লে অবশ্য আজ-কালের মধ্যেই না। ঘোড়া ছাড়া যাওয়াই যায় না সেখানে—এদিকে আমার ঘোড়াটা খোঁড়া হ'য়ে প'ড়ে আছে। তা যদি না হ'তো তাহ'লে কি আমাকে এই চেরা-কাঠের স্তূপের ওপর ব'সে ধাক্কা খেতে-খেতে যেতে দেখতেন? কেমন গুঁড়ি মেরে-মেরে যাচ্ছে দেখুন—জানোয়ার কাঁহাকার! একে আবার রেলগাড়ি বলে! ভারিকিনোতে আমি আপনাদের কাজে লাগতে পারি। আপনাদের ঐ মিকুলিৎসিনদের আগাপাশতলার খবর আমার জানা আছে।'

'আমারা কেন ওখানে যাচ্ছি, গিয়ে কী করবো সে সব আপনি শুনেছেন?'

'একটু-আধটু আঁচ করতে পারছি। মাতা প্রকৃতির সেই শাশ্বত আহ্বান: জমিতে ফেরো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা-নির্বাহের স্বপ্ন আরকি।'

'তাতে দোষের কী আছে? আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা আপনার পছন্দ নয়।'

'ছেলেমানুষি। একটা রাখালিয়া ভাব আছে অবশ্য। কিন্তু তা হ'লেই বা ক্ষতি কী?—আমার শুভেচ্ছা জানবেন। তবে কিনা আমার এতে বিশ্বাস নেই। রামরাজ্য। শিল্পকলা, কারিগরি। এই তো?'

'আপনার কী মনে হয়? মিকুলিৎসিনের কাছ থেকে কী-রকম অভ্যর্থনা পাবো আমরা?'

'চৌকাঠ পর্যন্ত পেরোতে দেবে না, ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করবে। অবশ্য এজন্ম ওকে দোষও দেওয়া যায় না। যা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আছে! কারখানা

বন্ধ, মজুররা বেকার, জীবিকার কোনো উপায়ই নেই, এমনকি খাবার নেই পর্যন্ত—আর এমন সময় আপনাদের শুভাগমন! যদি আপনাদের খুনও করে, আমি অন্তত ওকে মোটেই দোষ দেবো না।'

'এই দেখুন। আপনি একজন বলশেভিক, অথচ আপনিও স্বীকার করলেন যে যা চলছে তাকে জীবন বলা চলে না—তা হ'লো উন্মত্ততা, এক বিকট দুঃস্বপ্ন।'

'স্বীকার তো সব সময়েই করছি। কিন্তু এটা যে ঘটতোই, এটা যে ঐতিহাসিক কারণে অনিবার্য ছিলো, তা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? একে মেনে নিতেই হবে আমাদের।'

'অনিবার্যতাটা আপনি কোথায় দেখলেন?'

'আপনি কি শিশু, না কি নেহাৎই ভান করছেন? কথা শুনে তো মনে হয় যেন চাঁদ থেকে সদ্য খ'সে পড়লেন। যতো রাজ্যের পেটুক আর পরগাছা ক্ষুধিত মজুরদের পিঠে চেপে ব'সে তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তবু আপনি ভাবছেন চিরকাল এমনি চ'লে যেতো? কতো ভাবে যে অত্যাচার আর শোষণ চলছিলো, সেটা ভেবেছেন একবার? জনসাধারণের এই রাগ, সুবিচারের জন্য তাদের এই আকাঙ্ক্ষা, এই সত্যান্বেষণ—এ-সবের যাথার্থ্য আপনি বুঝতে পারছেন না? না কি আপনি ভাবছেন এ-রকম মৌলিক পরিবর্তন কোনো ডুমা-র[১] মধ্য দিয়ে, লোকসভার পদ্ধতিতে সম্ভব হ'তে পারতো? ভাবছেন কি, ডিক্টেটরশিপ না-হ'লেও চলতে পারে আমাদের?'

'আমরা দু'জনেই দু'জনকে ভুল বুঝছি, আর সেই জন্যেই একশো বছর ধ'রে তর্ক করলেও আমাদের মতের মিল হবে না। আমারও বিপ্লবী মনোভাব খুবই ছিলো, কিন্তু এখন দেখছি হিংসার দ্বারা কিছুই পাওয়া যায় না। ভালো হ'তে হবে—তবেই লোকেদের ভালোর দিকে টানা যায়। কিন্তু এ-কথা থাক। তা মিকুলিৎসিনরা—আপনি যা বললেন তা-ই যদি আশা করতে হয় আমাদের তাহ'লে আমরা যাচ্ছি কেন সেখানে? বরং ফিরে যাওয়া যাক।'

---

১ ১৮৫ পৃষ্ঠার ১ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।—অনুবাদক

'পাগল হয়েছেন! এটা তো ঠিক যে জগতে ওরাই একমাত্র লোক নয়। আর তারপর, মিকুলিৎসিন বড্ড বেশি ভালোমানুষ, ভালোমানুষিটাই ওর পাপ। খুব হৈ-চৈ করবে, বাধা দেবে, কিছুতেই রাজি হবে না, তারপর এমন গ'লে যাবে যে গায়ের শার্টটি সুদ্ধু খুলে দেবে আপনাকে, শেষ রুটির টুকরো ভাগ ক'রে খাবে আপনার সঙ্গে। আমার এই হাতটাকে যেমন চিনি আমি, তেমনি কি ওকে চিনি না!' এই ব'লে ইউরিকে সামডেভইয়াটভ মিকুলিৎসিনের সব কথা খুলে বললে।

৬

পঁচিশ বছর আগে মিকুলিৎসিন পিটার্সবার্গ থেকে এখানে এসেছিলো। টেকনিকাল স্কুলের ছাত্র ছিলো সে, কী এক গণ্ডগোলের মধ্যে প'ড়ে গিয়ে পুলিশের পাহারায় এখানে অন্তরীন হ'লো। ক্রেগারদের কারখানায় ম্যানেজারের চাকরি পেলো, তারপর বিয়ে করলো। তখন টুণ্টসেভারা চার বোন ছিলো এখানে—চেখভের নাটকের চেয়ে একজন বেশি[১]; আগ্রিপ্পিনা, আভডটিয়া, গ্লাফিরা (গ্লাশা) আর সেরাফিমা (সিমা)। ছোকরারা সবাই ছুটেছিলো তাদের পেছনে। মিকুলিৎসিন বিয়ে করলো সবচেয়ে বড়ো বোনটিকে।

'কিছুদিন পরেই এক ছেলে হ'লো তাদের। স্বাধীনতা ভালোবাসে ব'লে নির্বোধ বাবা তার নাম দিলে লিবেরিয়ুস—লিব্বি ব'লে ডাকে সবাই—ডানপিটে ছেলে, কিন্তু অসাধারণ কতোগুলো গুণ ছিলো তার। যুদ্ধ যখন বাধলো তখন তার বয়স মাত্র পনেরো। সার্টিফিকেটে তারিখ জাল ক'রে, স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সোজা যুদ্ধক্ষেত্রে চ'লে গেলো সে। তার মা আবার ভারি দুর্বল মানুষ, এই আঘাত সহ্য হ'লো না তাঁর। সেই যে বিছানা নিলো, আর উঠতে পারলো না। মারা গেলো দু'বছর আগে, ঠিক বিপ্লবের পূর্বক্ষণটিতে।

---

১ আণ্টন চেখভের একটি বিখ্যাত নাটকের নাম 'তিন বোন'।—অনুবাদকের টীকা

'যুদ্ধের শেষে তিনটি মেডেল নিয়ে রীতিমতো বীরের মতো লিবেরিয়ুস ফিরে এলো, আর না-বললেও চলে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই বিলকুল বলশেভিক হ'য়ে ফিরলো। আপনি "আরণ্যক ভ্রাতৃত্বের" কথা শুনেছেন কখনো?'

'কই? না তো।'

'তাহ'লে আপনাকে গল্প বলার কোনো মানেই হয় না, অর্ধেক ব্যাপারই বুঝতে পারবেন না আপনি। আর জানলা দিয়ে ঐভাবে বাইরের ঐ রাস্তার দিকে আপনার তাকিয়ে থাকারও কোনো মানে হয় না। ঐ যে রাস্তা দেখছেন—ওগুলোর আজকাল প্রধান বৈশিষ্ট্য কী বলুন তো? পার্টিজান—দলের লোক। আর দলের লোক কারা? গৃহযুদ্ধের সময় তারাই হ'লো বিপ্লবী পল্টনের মেরুদণ্ড। দুটি জিনিস একসঙ্গে মিলে এই শক্তির অভ্যুদয় ঘটিয়েছে: একদিকে রাজনৈতিক সংগঠন, যারা বিপ্লবের নেতৃত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে, অন্যদিকে সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈন্য, যারা যুদ্ধে হেরে যাবার পর পুরোনো কর্তৃপক্ষের আদর্শ মানতে রাজি নয়। এই দুটো কারণেই এই দলের উদ্ভব। তাদের বেশির ভাগই হচ্ছে মাঝারি চাষি[১], তবে সব রকম লোকেরাই আছে এর মধ্যে—গরিব চাষি, আলখাল্লা-ছাড়ানো পুরুৎ, বাপেদের দিকেই বন্দুক তুলেছে এমন সব কুলাকপুত্র। আনার্কিস্ট আদর্শবাদীরাও আছে, আছে এমন লোক পাসপোর্ট নেই ব'লে যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে; নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলো ব'লে তাড়িয়ে-দেওয়া স্কুলের ছেলেরাও কম নেই। স্বদেশে পুনর্বাসন আর স্বাধীনতা পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে জর্মানি আর অস্ট্রিয়ান যুদ্ধের বন্দীরাও এসে যোগ দিয়েছে এদের সঙ্গে। জনসাধারণের এই বিপুল সৈন্যদলের একটি অংশের নাম হ'লো আরণ্যক ভ্রাতৃত্ব, আর এই ভ্রাতৃত্বের অধিনায়ক হলেন কমরেড ফরেস্টার, আর কমরেড ফরেস্টার হলেন লিব্বি, লিবেরিয়ুস আভেরসিএভিচ, আভেরসিয়াস মিকুলিৎসিনের ছেলে।'

'সত্যি বলছেন?'

১। লেনিনের তত্ত্ব অনুসারে চাষিরা তিন দলের—ধনী চাষি (কুলাক), সাধারণ আয়ের চাষি (মাঝারি) আর গরিব চাষি, যাদের কোনো জমিজমা নেই।

'নিশ্চয়ই। ঠিক তা-ই।—কিন্তু এবার আভেরসিয়ানের কথায় ফেরা যাক। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে আবার বিয়ে করেছে। তবে দ্বিতীয় স্ত্রী, হেলেন, একেবারে শাদাশিধে সরল মানুষ—তার স্বভাবও তা-ই, ইচ্ছেটাও ঐরকম। স্কুল থেকেই সোজা গির্জের চ'লে গিয়েছিলো বিয়ে করতে, এখনো রীতিমতো যুবতী, কিন্তু ভান করে যেন বয়স আরো কম। খামকা কথা বলে, কেবলই কিচিরমিচির ক'রে চলেছে, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। দেখামাত্র আপনার একটা পরীক্ষা নেবে সে: "সুভরভ কবে জন্মেছিলেন? ত্রিভুজের দুই বাহু কখন তৃতীয় বাহুর সমান হয়?" যদি আপনাকে ঘায়েল করতে পারলো তো তার খুশি আর ছাখে কে। কিন্তু সবুর করুন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিজের চোখে সব দেখতে পাবেন।

'বুড়োর নিজের আবার কিছু-কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। সে নাবিক হ'তে চেয়েছিলো ব'লে সামুদ্রিক যন্ত্রবিদ্যা শিখতে শুরু করেছিলো। পরিষ্কার দাড়ি-গোঁফ কমানো, মুখে পাইপটি লেগেই আছে, আস্তে-আস্তে, বেশ সহৃদয়-ভাবে দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথা বলে, পাইপ-খোরদের যেমন হয় তেমনি তার নিচের চোয়ালটি উঁচোনো, চোখ দুটি ঠাণ্ডা, ছাইরঙের।—ও, বলতে প্রায় ভুলে যাচ্ছিলাম—সে আবার একজন সমাজতন্ত্রী বিপ্লববাদী, আঞ্চলিক প্রতিনিধি হিসেবে সংবিধানসভার[১] সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলো।'

'এটা তো খুব জরুরি খবর! তাহ'লে বাপে-ব্যাটায় একেবারে আদায়-কাঁচকলায়। রাজনীতির ব্যাপারে উল্টোউল্টি।'

'তত্ত্বের দিক দিয়ে বিরোধী বইকি, কিন্তু কাজের বেলায় অরণ্য আর ভারিকিনোর মধ্যে কোনোই বিরোধ নেই। কিন্তু সে-কথা থাক, আগে আমাদের গল্পটাই শেষ করি। টুন্টসেভ-ভগ্নীদের বাকি তিনজন—মিকুলিৎসিনের প্রথম বিবাহের শ্যালিকারা—এখনো ইউরিয়াটিনেই বাস করছে, কেউই বিয়ে করেনি, এখনো তারা কুমারীই আছে; কিন্তু দিনকাল বদলে গেছে এখন, এই মেয়েরাও বদলেছে।

১ ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবের পরে অস্থায়ী সরকারের অধীনে সংবিধানসভা (Constituent Assembly) গঠিত হয়েছিলো: বলশেভিকরা যখন তাতে সংখ্যাধিক্য পেলো না, তখন তারা তা ভেঙে দিলে।

'সবচেয়ে বড়োটি, অর্থাৎ আভডোটিয়া, পাব্লিক লাইব্রেরির একজন সহকারী। রূপসী, শ্যামবর্ণা, অসম্ভব লাজুক, একটু কিছুতেই টুকটুকে লাল হ'য়ে ওঠে। লাইব্রেরিতে যা দুর্দশা ওর!—মারাত্মকরকম চুপচাপ জায়গাটা, এদিকে বেচারির আবার বারোমাস সর্দি—হাঁচি শুরু হ'লে এমন হয় যেন মাটির তলায় লুকোতে পারলে বাঁচে।—সব স্নায়ুর ব্যাপার আরকি।

'তার পরের জন—গ্লাশা—সে হ'লো পরিবারের সম্পদ। দারুণ উৎসাহ, আশ্চর্য কাজের মেয়ে, যে-কোনো কাজ করতে রাজি আছে। কমরেড ফরেস্টার, অর্থাৎ লিবি নাকি তার মাসির ধাত পেয়েছে। গ্লাশা আজ হয়তো দরজির কাজ করছে, আবার পরের দিনই মোজার কারখানায় কাজ নিলো, তারপর আরেকদিন হয়তো দেখা গেলো সে নাপতেনি হয়েছে। রেল-লাইনের মোড়ে সেই মেয়েটাকে দেখেছিলেন, যে আমাদের দেখে ঘুষি বাগাচ্ছিলো?—আরে মশাই আমি তো ভেবেছিলাম গ্লাশাই হয়তো রেলে চাকরি নিয়েছে এখন। তবে গ্লাশা ব'লে মনে হয় না, কারণ ঐ মেয়েটিকে বড্ড বুড়ো দেখাচ্ছিলো।

'আর তারপর সকলের ছোটোটি, সিমা। সে হ'লো ওদের অভিশাপ। কতো যে গণ্ডগোল হয় তার জন্য, তার কোনো সীমা নেই। এমনিতে কিন্তু শিক্ষিত, বিস্তর পড়েছে, কবিতা আর দর্শনের দিকে ঝোঁক ছিলো। কিন্তু বিপ্লবের পর থেকে—উন্নতি, বক্তৃতা আর হৈ-চৈ মিছিলের ফলেই হয়তো—কেমন একটু মাথা-খারাপ-মতো হয়েছে তার, এখন তার বাতিক হয়েছে ধর্ম। বোনেরা কাজে বেরোবার সময় তাকে তালা বন্ধ ক'রে যায়, কিন্তু সে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে জানলা দিয়ে, রাস্তায় গিয়ে ভিড় জমিয়ে "দ্বিতীয় আগমন" আর "সৃষ্টির অবসান" বিষয়ে বক্তৃতা শুরু ক'রে দেয়।—না, এবার আমার বকবকানি থামানো উচিত, প্রায় এসে পড়েছি বলতে গেলে। এই স্টেশনেই আমি নামবো, আপনার স্টেশন হ'লো এর ঠিক পরেরটা। এখন থেকেই বরং তৈরি হ'য়ে নিন।'

সে চ'লে যেতেই টোনিয়া ইউরিকে বললে, 'জানি না তোমার কী মনে হচ্ছে, কিন্তু আমার মনে হয় ঈশ্বরই যেন লোকটিকে পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে। মনে হচ্ছে আমাদের জীবনে সে কোনো অংশ নেবে, কোনো সাহায্য করবে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি চিন্তিত হচ্ছি কেবল এই ভেবে যে সবাই তোমাকে ক্রোগারের নাৎনি ব'লে চিনতে পারছে, আর ক্রোগার এতো পরিচিত ছিলেন এই এলাকায় যে তাও আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। আমি ভারিকিনোর কথা বলতেই স্ত্রেলনিকভও বিশ্রীভাবে জিজ্ঞেস ক'রে বসেছিলো যে আমরা ক্রোগারের উত্তরাধিকারী কিনা।

'যাতে লোকের চোখে পড়তে না হয়, সেইজন্য আমরা মস্কো ছেড়েছি। এখন দেখছি এখানে আমরা আরো বেশি লোকের চোখে পড়বো। এমন নয় যে এ-বিষয়ে কিছু করা যাবে ; তাছাড়া যা হ'য়ে গেছে তা নিয়ে বিলাপ করার মানে হয় না। কিন্তু বেশি জাঁকজমক না-দেখালেই আমরা ভালো করবো, চলন-বলনে যাতে দেমাকের ভাব না থাকে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। সব মিলিয়ে কেন যেন একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা মনে জাগছে···কিন্তু আমাদের নামবার সময় বোধ হয় হ'য়ে এলো। তোমার বাবাকে জাগানো যাক, তৈরি হ'তে হবে।'

৭

যাতে ট্রেনে কিছুই প'ড়ে না থাকে, সেজন্য টোরফিআনাইয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে টোনিয়া সঙ্গের মানুষ আর লটবহর গুনে দেখছিলো বারে-বারে। বহু লোকের পায়ে-মাড়ানো স্টেশনের বালি স্থির হ'য়েই ছিলো তার পায়ের তলায়, কিন্তু তবু স্টেশনটা যাতে কিছুতেই ফস্কে না যায় সেজন্য উদ্বেগে তার মন ভ'রে ছিলো। যদিও ট্রেন তার চোখের সামনে তখন নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে, তবুও সে যেন চাকার গমগমে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলো। এই জন্যই সে কোনো-কিছুই ভালোভাবে দেখতে, শুনতে বা বুঝতে পারছিলো না।

যে-সব যাত্রী আরো দূরে যাবে, তারা গাড়ি থেকে চেঁচিয়ে বিদায়-সম্ভাষণ জানাচ্ছিলো তাকে, হাত নাড়ছিলো বারে-বারে, কিন্তু সে একটু লক্ষ্য পর্যন্ত করলে না তাদের। ট্রেন যখন ছেড়ে দিলো তখনও সে বুঝতে পারেনি যে ট্রেন চ'লে গেছে—এটা সে বুঝলো তখন, যখন সে আবিষ্কার করলো যে সে শূন্য রেল-লাইনের পাশের সবুজ মাঠ আর শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

স্টেশনটি পাথরে তৈরি, প্রবেশ-পথের দু'পাশে কতোগুলো বেঞ্চি প'ড়ে আছে। টোরকিআনাইয়ায় শুধু জ্বিভাগোরাই নেমেছিলো। মাটিতে লটবহর রেখে একটা বেঞ্চিতে ব'সে পড়লো তারা।

স্টেশনের নীরবতা, শূন্যতা ও পরিচ্ছন্নতা তাদের অবাক ক'রে দিলে। ভিড়, ছুটোছুটি, গালি-গালাজ, এ-সব যে কিছুই নেই এটা ভারি আশ্চর্য লাগলো তাদের। এই সুদূর নির্জন প্রদেশকে এখনো ইতিহাস গ্রেপ্তার করতে পারেনি, আর সেইজন্যই রাজধানীর মতো বন্য ও বর্বর হ'য়ে উঠতে আরো সময় লাগবে জীবনের।

একঝাঁক বার্চগাছের মধ্যে স্টেশনটি লুকোনো। (ট্রেন যখন এখানে এসে দাঁড়িয়েছিলো, তখন কামরার ভেতর সন্ধেবেলার মতো অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছিলো।) এবার সেই প্রায়-নিশ্চল গাছেদের ছায়া আলগোছে তাদের মুখ, চোখ, হাতের ওপর কাঁপতে থাকলো; ছায়া ঘনিয়ে এলো স্টেশনের দেয়াল, ছাত আর মাটির ওপর, ছায়া ঘনিয়ে এলো প্ল্যাটফর্মের পরিচ্ছন্ন, সোঁদা-হলদে বালুর ওপর, তারপর তেমনি শিরশির ক'রে কাঁপতে শুরু ক'রে দিলে। গাছপালার ঘনতায় বেশ ঠাণ্ডা ক'বে এলো, আর তেমনি ঠাণ্ডা স্বর শোনা গেলো পাখির গানের। সততার মতো সরল আর নিরলংকার সেই স্বর বনের এক প্রান্ত যেন চিরে দিলে, তারপর হাওয়া তাদের ব'য়ে নিয়ে গেলো আরো দূরে। রেল-লাইন আর গ্রামের পথ দু'জায়গায় ভেদ করেছে সেই বার্চগাছের বনকে; তার ঝুঁকে-পড়া দোলায়িত ডালপালার ঢিলে, লম্বা ছায়া দু'জায়গাতেই ঘন হ'য়ে জ'মে আছে।

হঠাৎ, একসঙ্গে, দেখবার আর শোনবার ক্ষমতা ফিরে এলো টোনিয়ার। সুরময় পাখির গলা, বনভূমির বিশুদ্ধ নির্জনতা, আর স্তব্ধতার প্রশান্ত স্রোত —সব একসঙ্গে আঘাত দিলে তার সংবিতে। বলবে ব'লে কতোগুলি কথা সে ঠিক ক'রে রেখেছিলো: 'আমরা যে শেষ পর্যন্ত এখানে নিরাপদে পৌছতে পারবো, এ-কথা আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি, ডার্লিং। তোমার ঐ স্ট্রেলনিকভ সামনাসামনি ভদ্র ব্যবহার ক'রেছে বটে, কিন্তু ইচ্ছে করলেই টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়ে দিতে পারতো, ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে-সঙ্গেই যেন আমাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ওদের ভালোমানুষিকে মোটেই বিশ্বাস করা

যায় না, সব ওদের ভান।' কিন্তু চোখের সামনে এই মায়াবী দৃশ্য দেখে একেবারে বিপরীত কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। 'বাঃ, কী সুন্দর,' কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো সে। আর-কিছুই সে বলতে পারলো না। চোখে তার জল এসে গেলো।

তার কান্নার আওয়াজ পেয়ে স্টেশন-মাষ্টারের উর্দি-পরা ছোটোখাটো একজন বুড়োমানুষ থপথপ ক'রে এগিয়ে এলেন। লাল চুড়ো-বসানা টুপির ডগা ছুঁয়ে নরম গলায় বললেন :

'স্টেশনের দেরাজ থেকে কোনো ওষুধ এনে দিতে হবে কি মহিলাটিকে ?'

'না, না, ও কিছু না। ধন্যবাদ আপনাকে। এক্ষুনি সামলে নেবেন উনি।' আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ বললেন।

'রাস্তার উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার জন্য এমন হয়—অনেক হয় এ-রকম। তার ওপর এই আফ্রিকার গরম, যা এ-দেশে প্রায় নেই। অবশ্য সবচেয়ে মারাত্মক হ'লো ইউরিয়াটিনের ঘটনাগুলি।'

'আসবার সময় আমরা ট্রেন থেকে আগুন দেখেছি।'

'যদি আমার ভুল না হয়, আপনারা তো রাশিয়া[১] থেকে আসছেন, তাই না ?'

'একেবারে তার কেন্দ্র থেকে।'

'মস্কো থেকে! তাই ওঁর স্নায়ু এমন বিপর্যস্ত হয়েছে। এতে আর অবাক হবার কী আছে। লোকে বলে সেখানে নাকি একটা পাথরও আস্ত নেই।'

'এতোটা খারাপ অবস্থা নয় কিন্তু। লোকে একটু বাড়িয়েই বলে। তবে কিছুটা বিপদ যে গেছে, তা মিথ্যে নয়। এ আমার মেয়ে, ইনি তার স্বামী, আর এটি তাদের ছেলে। আর ঐ তার আয়া, নিউশা।'

'নমস্কার। নমস্কার। খুব সুখী হলাম। আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম আমি। আনফিম ইয়েফিমোভিচ সামডেভইয়াটভ সাক্‌মা থেকে আমাকে ফোন করেছিলেন। বলেছিলেন, মস্কো থেকে ডাক্তার জ়িভাগো আসছেন সপরিবারে, আমি যেন যথাসাধ্য সাহায্য করি তাঁদের। তা, আপনি তো ডাক্তার জ়িভাগো ?'

১ য়োরোপীয় রাশিয়ার কথা বলা হচ্ছে (সাইবেরিয়া নয়)।

'না, ডাক্তার জ়িভাগো হলেন আমার জামাই, ঐ যে উনি। আমি ডাক্তার নই, কৃষিতত্ত্বের অধ্যাপক ; আমার নাম গ্রোমেকো।'

'কসুর মাপ করবেন। আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে খুব ভালো লাগলো।'

'সামডেভইয়াটভকে তাহ'লে চেনেন আপনি ?

'আশ্চর্য কর্মী পুরুষ, আনফিম ইয়েফিমোভিচকে কে না চেনে ! আমাদের আশা-ভরসা বলতে যা-কিছু, সব হলেন উনি—আমাদের একমাত্র অবলম্বন। উনি যদি না থাকতেন, তাহ'লে অনেক আগেই মরতে হ'তো আমাদের। যথাসাধ্য সাহায্য করবেন তাঁদের, ফোনে বললেন আমাকে। আমি বললাম, ভালো কথা, তা-ই হবে। সাহায্য করবো ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলাম। তা আপনাদের ঘোড়া লাগবে কি, বা অন্য কিছু ? কোথায় যেতে চান আপনারা ?'

'ভারিকিনো। সেটা কি অনেক দূর এখান থেকে ?'

'ভারিকিনো ! সেই জন্যেই আমি কেবল ভাবছিলাম আপনার মেয়েকে যেন চেনা-চেনা লাগছে ! তাহ'লে আপনারা ভারিকিনো যেতে চান ? এখন সব বুঝতে পারছি ! আমি আর ইভান এর্নেস্টোভিচ ক্রেগারের, এই দু'জন মিলে এই রাস্তা বানিয়েছিলাম। এক্ষুনি ঘোড়ার ব্যবস্থা করছি। একটা লোক ডেকে দিচ্ছি গাড়ি পাওয়া যায় কিনা খোঁজ নিতে। —ডোনাট ! ডোনাট ! এ-সব মালপত্র এখনকার মতো ওয়েটিংরুমে নিয়ে যাও। ঘোড়া পাওয়া যাবে তো ? দৌড়ে যাও চা-ঘরে ; ছাখো, কী করা যায়। সকালবেলায় ব্যাকাস ঘোরাঘুরি করছিলো এদিকে। এখনো আছে কিনা, ছাখো। বলো, যে ভারিকিনোয় যাবার চারজন যাত্রী আছে। নতুন এসেছে, সঙ্গে মালপত্র নেই বেশি—এ-কথাও বোলো। আর একটু তাড়াতাড়ি কোরো।…এবার যদি মহিলাটিকে এই বৃদ্ধ কোনো উপদেশ দেয় তো কিছু মনে করবেন না। ইভান এর্নেস্টোভিচ ক্রেগারের সঙ্গে আপনার কী সম্বন্ধ, সে-কথা আমি ইচ্ছে ক'রেই জিজ্ঞেস করিনি। এ-বিষয়ে খুব সাবধানে কথা বলবেন। যা দিনকাল—খুব একটা দিলখোলা হওয়া সম্ভব নয় আপনার পক্ষে।

ব্যাকাসের নাম শুনে যাত্রীরা বিস্মিত হ'য়ে একে-অন্তের মুখের দিকে তাকালে। নিজেকে যে এক দুর্জয় লোহমানবে পরিণত করেছে, সেই অতিকায় কামার সম্পর্কে আনা যে-সব গল্প বলেছিলেন, সব তাদের মনে পড়লো; সেই সঙ্গে তাঁর বলা আরো বহু স্থানীয় উপকথাও একে-একে মনে পড়লো তাদের।

৮

যে-শাদা ঘোড়াটা এলো, সে আবার সম্ভ বাচ্চা দিয়েছে, আর তার কোচোয়ান—ঝলঝলে কানওলা বুড়োমানুষ—চুলগুলি তার কায়দা ক'রে ফোলানো—সেও দেখতে ঠিক একটা শাদা প্যাঁচার মতো। কী-এক কারণে তার সব-কিছু শাদা দেখাচ্ছে: বটগাছের ছাল দিয়ে তৈরি নতুন জুতো-জোড়া এখনো কালো হ'য়ে যায়নি, আর তার লিনেনের শার্ট আর প্যান্ট পুরোনো হ'তে হ'তে একেবারে ঝাপসা হ'য়ে গেছে।

ঘোড়ার সেই বাচ্চাটি—কোঁকড়ানো তার কেশর আর দেখতে রাত্রির মতো কালো—সে যেন ঠিক এক রং-করা পুতুল;

নরম হাড়ওলা পা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে সে তার মার পেছনে ছুটে এলো।

খাদ-ভর্তি এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে যখন ঝাঁকুনি খেতে-খেতে গাড়ি চললো, যাত্রীরা সবাই গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে থাকলো। শান্তি নেমেছে তাদের হৃদয়ে। স্বপ্ন তাদের সত্যি হ'তে চলেছে এবার, পথ প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। স্তব্ধ, স্বচ্ছ দিনের শেষ ক্ষণটুকু অনেকক্ষণ ধ'রে দরাজ তার উদার দীপ্তি ছড়িয়ে দিলে।

পথ তাদের কখনো নিয়ে গেলো বনের ছায়ায়, কখনো খোলা মাঠে। বনের ভেতর দিয়ে যাবার সময় যতোবার গাড়ির চাকার সঙ্গে গাছের শেকড়ের ধাক্কা লাগলো, ততোবার তারা একে অন্তের গায়ের ওপর স্তূপাকারে প'ড়ে গেলো, তারপর আবার উঠে বসলো ভুরু কুঁচকে, কাঁধ বাঁকিয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে বসলো একসঙ্গে। কিন্তু খোলা মাঠের ওপরে যখন দিগন্ত তার হৃদয়ের পূর্ণতা থেকে তাদের অভিবাদন করলে, তখন তারা ভালো হ'য়ে বসলো, আরাম ক'রে, মাথা উঁচু ক'রে।

পাহাড়ি দেশ। আর পাহাড়দের, সব সময়েই দেখা যায়, আত্মপ্রকাশের

ভঙ্গি একেবারে নিজস্ব। গর্বিত ছায়ামূর্তির মতো, বিশাল অন্ধকার শরীর নিয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে তারা দূরে, দিগন্তের কাছে, নিঃশব্দ নজর রাখে যাত্রীদের চলাফেরার ওপর। কিন্তু স্নিগ্ধ গোলাপি আলো মাঠের ওপর দিয়ে তাদের অনুসরণ ক'রে যেতে-যেতে সান্ত্বনা দিলো তাদের, আশা জাগিয়ে রাখলো।

সব-কিছুই সুখে ভ'রে দিলো তাদের, অবাক ক'রে দিলো—সবচেয়ে বেশি পাগলাটে বুড়ো কোচোয়ানের অবিরাম বকুনি ; সেকেলে প্রবাদ, তাতারদের কথার ধরন, ভাষার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য—এই সব-কিছুর সঙ্গে তার নিজেরও কিছু-কিছু সৃষ্টি যুক্ত হয়েছিলো, যার ফলে তার ভাষা কেবল নতুনই লাগছিলো না, অদ্ভুত ব'লেও বোধ হচ্ছিলো।

যখনই বাচ্চাটি পেছিয়ে পড়ে, ঘোড়াটি থেমে অপেক্ষা করে তার জন্যে। একটুক্ষণের মধ্যেই বাচ্চাটি তার নরম ঢেউ-খেলানো লাফ দিয়ে মা-কে ধ'রে ফ্যালে ; তারপর, কাছাকাছি-বসানো তার লম্বা পা ফেলে বেখাপ্পাভাবে হাঁটতে-হাঁটতে গাড়ি পর্যন্ত এসে, তার লম্বা গলা বাড়িয়ে, ছোট্ট মাথাটা গাড়ির জোয়ালের তলায় বাড়িয়ে দেয় তার মায়ের স্তন্যপান করবে ব'লে।

'এটা কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না,' ইউরিকে চেঁচিয়ে বললো টোনিয়া ; চ্যাঁচালেও, প্রত্যেকটি শব্দ সে আলাদা ক'রে উচ্চারণ করলে, কেননা গাড়ির ঝাঁকুনিতে এমনিতেই দাঁতে-দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগছে, তার ওপর হঠাৎ যদি একটু ধাক্কা খেয়ে বসে তো জিভে কামড় প'ড়ে যেতে পারে। 'মা আমাদের যে ব্যাকাসের কথা বলতেন, সে কি এই বুড়ো? ঐ গল্পটা মনে আছে তোমার? সেই যে, সেই কামারের গল্প, একবার লড়াই করতে গিয়ে যার নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে গিয়েছিলো ব'লে সে নিজেই লোহা দিয়ে সব বানিয়ে নিয়েছিলো নতুন ক'রে?—লৌহ-জঠর ব্যাকাস। ওটা যে নিছকই গল্প তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু এই সত্যিকার লোকটাকে নিয়েই কি এ-সব গল্প বানানো হয়েছিলো?'

'না, না, তা নয়। প্রথমত, তোমার কথামতোই, এটা নিছকই একটা গল্প, একটা উপকথা মাত্র, তার ওপর মা আমাদের বলেছিলেন যে তাঁর ছেলেবেলায় যখন এই উপকথা শোনেন, তখনই সেই উপকথার বয়েস

একশো বছর হ'য়ে গিয়েছিলো, কিন্তু এতো জোরে কথা বোলো না, তুমি নিশ্চয়ই বুড়োর মনে কষ্ট দিতে চাও না?'

'ও-বুড়ো কিছুই শুনতে পাবে না, একেবারে বদ্ধ কালা। আর তাছাড়া যদিই বা শোনে, কিছুই বুঝতে পারবে না—বুড়োর মাথার ঠিক নেই।'

'ওহে, ফিয়োডর নেফিয়োডিচ!' ঘোড়াকে লক্ষ্য ক'রে চ্যাঁচালো বুড়ো, যদিও সে ও তার যাত্রীরা এটা ভালো ক'রেই জানে যে এটি মাদি ঘোড়া, তবু বোধহয় পুরুষের নাম এবং পদবী সমেত তাকে সম্বোধন করার কোনো কারণ ছিলো। 'ঈশ, কী মারাত্মক গরম! গোল্লায় যাক সব! ঠিক যেন পারস্যের চুল্লিতে ঢুকে-পড়া আব্রাহামের ছেলেমেয়ের অবস্থা! জোরে চল, ব্যাটা আধপেটা শয়তান! ওরে মাজেপা![1], তোকেই বলছি—শুনছিস?'

মাঝে-মাঝে আবার, একটুও ভূমিকা না-ক'রে, পুরোনো ছড়া আওড়াতে শুরু করে বুড়ো; শুনেই বোঝা গেলো আগেকার দিনে ক্রেগারদের কারখানাতেই এ-সব তৈরি হয়েছিলো।

'বিদায়, কারখানার আঙিনা আর ফটক,
বিদায়, কাঁচা লোহা, ইস্পাত,
কর্তার রুটি বাসি ঠেকছে আমার,
ঘেন্না ধ'রে গেছে জলে।
তীর পেরিয়ে সাঁতার কাটছে রাজহাঁস,
কাঁচা লোহা নেই তার, আছে পা।
না, আমি মদ খেয়ে টলছি না,
ভানিয়া চ'লে গেছে সেপাই হবে ব'লে।
মাশা, কাঁদিসনে, আমি তো হাবা নই,
হাবা নই, সংও নই আমি,
এই চললুম শহরে
সেন্টেটিউরিখাতে কাজ করতে।'

'ওরে শয়তানের ঘোড়া! ছাখো, ছাখো একবার পচা মড়াটাকে। চাবুক দিলাম ওকে, আর ও কিনা উল্টে কথা বলতে আসে! শোনো,

১ পিটার দি গ্রেটের সময়ে মাজেপা ছিলেন ইউক্রেনের কসাকদের অধিনায়ক।

ফেডিয়া নেফেডিয়া, একবার পষ্ট ক'রে বলো দিকিনি, তুমি যাবে কি যাবে না!
—ঐ জঙ্গল? ওটাকে বলে 'টায়িগা',[১] ওটার কোনো শেষ নেই। আর এর ভেতরে যতো চাষি রয়েছে তাদেরও কোনো সীমাসংখ্যা নেই, "আরণ্যক ভ্রাতৃত্ব" রয়েছে এর মধ্যে। আঃ, ফেডিয়া নেফেডিয়া, আবার তুই থেমেছিস, হতচ্ছাড়া কোথাকার!'

বলতে-বলতে হঠাৎ সে ফিরে তাকালো টোনিয়ার দিকে, সোজা চোখের ওপর চোখ রাখলো।

'ও ঠাকরুন, শুনছেন, আপনার কি বুদ্ধিসুদ্ধি আছে কিছু? ভেবেছিলেন আপনি কে, তা বুঝতে পারবো না। আপনি যে খুব সোজা মনের মানুষ তা তো দেখতেই পাচ্ছি! চিনতে পারবো না? না-পারলে মরণ হোক আমার। স্পষ্ট চিনতে পেরেছি! প্রথমটায় তো নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিলো না—একেবারে গ্রিগভের জ্যান্ত ছবি (ক্রোগার নামটিকে বুড়ো বলে গ্রিগভ)। 'আপনি তার নাৎনি তো, না অন্য কিছু? আমি না-পারলে একজন গ্রিগভকে আর কে চিনতে পারবে! তার কাজ ক'রেই আমার সারা জীবন কেটেছে—তার সব কথাই জানি আমি। তার জন্য সব ধরনের কাজই আমি করেছি—কাঠুরে হ'য়ে খনিতে কাজ করেছি, মাটির ওপরে কপিকলে, এমনকি আস্তাবলেও কাজ করতে হয়েছে আমাকে।—চল, চল, শরীরটাকে একটু নড়াবার চেষ্টা কর! এই ত্যাখো, আবার থামলো, যেন পা ব'লে কিছু নেই ওর! হা চীনদেশের দেবদূত! কেন, আমি যে তোকে কথা বলছি, তা কানে যাচ্ছে না বুঝি?

'হ্যাঁ, এইমাত্র আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন যে আমি সেই একই কামার ব্যাকাস কিনা! আপনি একেবারেই সোজা মনের মানুষ—ডাগর চোখ আছে, কিন্তু মগজ নেই একটুও। আপনার ঐ ব্যাকাস—লোকে তাকে ডাকতো পোস্টানগভ ব'লে, লৌহ-জঠর পোস্টানগভ—প্রায় দু-কুড়ি বছর আগে তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার নাম হ'লো মেখনানি। আমাদের ডাকনাম এক, কিন্তু পদবী ভিন্ন।

একটু-একটু ক'রে বুড়ো তাদের মিকুলিৎসিনের খবর দিলে, তারা অবশ্য

১। সাইবেরিয়ার অকর্ষিত অরণ্য।

আগেই সে-সব সামভেভইয়াটভের কাছ থেকে শুনেছিলো। মিকুলিৎসিনের দ্বিতীয় স্ত্রীকে সে বললে 'তার দুই নম্বর', কিন্তু প্রথম জনের কথা উঠতে বললে, 'লক্ষ্মী', 'স্বর্গের দেবদূত।' দলের নেতা লিবেরিয়ুসের কথা বলতে গিয়ে সে যখন শুনলো যে তার খ্যাতি এখনো মস্কোতে পৌঁছয়নি, এবং যখন জানলো যে সেখানকার কেউ আরণ্যক ভ্রাতৃত্বের কথা জানে না, তখন সে কিছুতেই বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারলো না সে-কথা:

'তারা শোনেনি? কমরেড ফরেস্টারের কথা শোনেনি! চীনদেশের দেবদূত! তাহ'লে তাদের কান আছে কী করতে?'

সন্ধে এগিয়ে আসছে। তাদের ছায়া ক্রমশ বড়ো থেকে আরো বড়ো হ'য়ে উঠে, তাদের আগে-আগে ছুটে চললো। তাদের গাড়ি চলছিলো সমতলের ওপর দিয়ে, একটি গাছপালাও নেই সেদিকে। মাঝে-মাঝে এদিকে-ওদিকে কেবল কতোগুলো একলা ঝোপ চোখে পড়ছে, কোনোটা লম্বা লতানো টেপারির ঝোপ, কোথাও বা ওষধি আর কাঁটাগাছের জটিলতা ভেদ ক'রে গোছা-গোছা ফল ফুটে আছে। সূর্যাস্তের আলো প'ড়ে একেবারে মাটির সমতল থেকে আলো হ'য়ে উঠেছে ঝোপগুলো, আর যেন ভুতুড়ে উচ্চতায় উঠে দাঁড়িয়েছে তারা—ঘোড়ায় চড়া সান্ত্রী যেন ফাঁক-ফাঁক হ'য়ে দাঁড়িয়ে নিশ্চলভাবে এই সমতলভূমি পাহারা দিচ্ছে।

উপত্যকা নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে অনেক দূরে, দিগন্তে। শেষ হয়েছে উঁচু একসার পাহাড়ের তলায়। পাহাড়ের তলায় কোনো জলস্রোত কিংবা খাদ আছে ব'লে অনুমান করা যায়; পথের ওপর পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালের মতো, যেন সেখানকার আকাশ দুর্গপ্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা, আর এই পথ গিয়ে শেষ হবে কোনো তোরণের কাছে।

পাহাড়ের চুড়োয় লম্বা, নিচু শাদা একটি বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

'পাহাড়ের ওপরকার ঐ জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন?' ব্যাকাস বললে, 'আপনাদের মিকুলিৎসিন থাকে সেখানে। আর তার নিচে একটা খাদ আছে, তাকে বলে শুটমা।'

পাহাড় থেকে শোনা গেলো দুটো রাইফেলের আওয়াজ, একটানা ঢাক-পেটার আওয়াজের মতো তার প্রতিধ্বনি গড়িয়ে চললো।

'এটা আবার কী? দাদু, পার্টিজ়ানেরা আমাদের লক্ষ্য ক'রে গুলি চালাচ্ছে না তো?'

'না, না! পার্টিজ়ান হবে কেন? মিকুলিৎসিন গুলি ছুঁড়ে শুটমার নেকড়েদের ভয় দেখাচ্ছে।'

৯

মিকুলিৎসিনের সঙ্গে তাদের প্রথম দেখা হ'লো ম্যানেজারের বাড়ির উঠোনে। বেদনাদায়ক এই দৃশ্যটি শুরু হ'লো নীরবতায়, আর তার শেষ হ'লো গণ্ডগোলে ভরা এমন এক বিশৃঙ্খলায় যার কোনো অর্থ হয় না।

বনের ভেতর থেকে সান্ধ্যভ্রমণ সেরে উঠোন পেরিয়ে বাড়ির দিকে আসছিলো হেলেন, মিকুলিৎসিনের স্ত্রী। তার সোনালি চুলের মতো সোনালি রঙের সূর্যাস্তের রশ্মি বনের ভেতরে গাছের শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ছে। তার পরনে পাৎলা গ্রীষ্মের পোষাক। হেঁটে-হেঁটে লাল হ'য়ে গেছে তার মুখ, রুমাল দিয়ে বারে-বারে মুখ মুছে চলেছে। তার খড়ের টুপি ঘাড়ে ঝুলছে, খোলা গলার ওপর দিয়ে ফিতেটা আছে ছড়িয়ে।

খাদের দিক থেকে তার দিকে এগিয়ে আসছিলো তার স্বামী; বন্দুক হাতে এইমাত্র খাদ থেকে উঠে এসেছে সে; বন্দুকের ভেতরে কিছু-একটা দোষ ধরা পড়েছে সম্প্রতি, তাই সেটা পরিষ্কার করার কথা ভাবছে এখন।

হঠাৎ, এই শান্ত দৃশ্যের মাঝখানে, ব্যাকাস সপ্রতিভভাবে তাঁর গাড়ি নিয়ে নুড়ি-পাথরের ওপর দিয়ে সবাইকে চমকিয়ে হড়বড় ক'রে চ'লে এলো।

যাত্রীরা নেমে পড়লো। আলেকজ়াণ্ডার আলেকজ়াণ্ড্রোভিচ টুপি খুলে, টুপি প'রে নিয়ে, অনেক ভনিতা ক'রে বোঝাতে শুরু ক'রে দিলেন ব্যাপারটা।

বাড়ির যারা মালিক তারা বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেলো। বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত সত্যিই তাদের মুখে কথা ফুটলো না, এদিকে দুর্ভাগা অতিথিদের বিমূঢ়তারও কোনো সীমা নেই—লজ্জায় ম'রে যচ্ছে তারা। হাজার কথাতেও ব্যাপারটা এর চাইতে পরিষ্কার হ'তে পারতো না—যারা সরাসরি এর মধ্যে জড়িত শুধু তাদের কাছেই নয়, সাশা, নিউশা, ব্যাকাস

এদেরও কাছে। সেই মাদি ঘোড়া, তার বাচ্চা, সূর্যাস্তের সোনালি রশ্মি, আর হেলেনের মুখ আর ঘাড় ঘিরে যে-পোকাগুলো গুনগুন করছিলো—এমনকি তাদের কাছেও সেই কষ্টকর বিড়ম্বনা গিয়ে পৌঁছলো।

অবশেষে মিকুলিৎসিনই কথা বললে। 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—কিছুই না, কিছুতেই বুঝতে পারবো না কিছু! কী ভেবেছেন আপনারা এটাকে?—দক্ষিণ, যেখানে শাদারা আছে,[১] যেখানে রুটির কোনো অভাব নেই? আমাদেরই বেছে নিলেন কেন আপনারা? এতো জায়গা থাকতে কী জন্যে আপনারা এখানে এলেন, কেন এলেন?'

'আমি শুধু অবাক হ'য়ে ভাবছি যে, আভেরসিয়াস স্টেপানোভিচের ঘাড়ে কী বিষম দায়িত্ব তুলে দিচ্ছেন, এ-কথা কি আপনারা একবারও ভাবেননি?'

'আমাকে বলতে দাও, হেলেন।—আমার স্ত্রী ঠিক কথা বলেছেন। আমাদের ঘাড়ে কী বোঝা চাপাতে যাচ্ছেন, সে-কথা কি একবারও ভেবেছিলেন আপনারা?'

'কিন্তু, হা ঈশ্বর! আমাদের ভুল বুঝেছো তোমরা। কী বলছি আমরা? তোমাদের মনের শান্তি নষ্ট ক'রে উড়ে-এসে-জুড়ে-বসার কোনো প্রশ্ন নয় এটা। আমরা অত্যন্ত ছোটোখাটো একটা জিনিস চাচ্ছি। কোনো পুরোনো, খালি, ভাঙাচোরা একটা কুঁড়েঘর শুধু চাচ্ছি আমরা, আর সামান্য এক টুকরো পোড়ো জমি, যা কেউ চায় না ব'লে এমনি প'ড়ে আছে; এটুকুও চাচ্ছি শুধু আমাদের খাবার ফলাবার জন্য। আর—কেউ যখন দেখবে না আমাদের, এমনি সময়ে একগাড়ি বোঝাই কাঠ নিয়ে আসতে চাচ্ছি জঙ্গল থেকে। এটা কি সত্যিই বেশি কিছু চাওয়া হ'লো? একে কি চাপিয়ে দেওয়া বলে?'

'না, কিন্তু পৃথিবীতে কি জায়গার অভাব? আমাদের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? এতো বড়ো সম্মান অন্য কাউকে না দিয়ে আমাদেরই বা বেছে নেওয়া হ'লো কেন?'

১। White Russianদের কথা বলা হচ্ছে।—অনুবাদকের টীকা

'তার কারণ আমরা তোমার কথা অনেক শুনেছি, আমাদের আশা ছিলো যে তুমিও আমাদের কথা শুনেছো। কাজেই একেবারে অচেনা লোকেদের মধ্যে গিয়ে পড়ছি না – এই ভরসাতেই এসেছি এখানে।'

'ওঃ। তাহ'লে এর কারণ হলেন ক্র্যেগার! যেহেতু তাঁর সঙ্গে আপনাদের আত্মীয়তা আছে! এ-রকম সময়ে এমন একটা কথা আপনারা তুলতেই বা পারলেন কী ক'রে?

মিকুলিৎসিনের মুখের ছাঁদ ভালো। মাথা ঝেঁকে চুল পেছনে সরিয়ে দেয় সে, মাটির ওপর বেশ শক্ত ক'রে পা রেখে-রেখে লম্বা চালে হাঁটে; গরমের সময় গায়ে থাকে রেশমি কোমরবন্ধওলা রাশিয়ান শার্ট। আগেকার দিনে যারা ভল্গায় বোম্বেটেগিরি করতো, অনেকটা সেই রকম দেখতে সে। সম্প্রতি এই ধরনের লোকেরা চিরন্তন শিক্ষার্থীর নমুনা হ'য়ে উঠেছে, প্রথমে তারা থাকে স্বপ্নদর্শী, পরে হয় স্কুলমাস্টার।

মিকুলিৎসিন তার যৌবন স্বাধীনতা আন্দোলনকে উৎসর্গ করেছিলো, বিপ্লবের জন্য কাজ করতো সে; তার একমাত্র ভয় ছিলো এই যে বিপ্লব যখন শুরু হবে, তখন সে হয়তো বেঁচে থাকবে না, বা সেই বিপ্লব হবে বড্ড নরম, হয়তো তার চরম স্বপ্নের মাপসইমতো রক্তাক্ত হবে না। এখন এলো সেই বিপ্লব, তার সবচেয়ে দুঃসাহসী আশাকে তা ছাড়িয়ে গেলো; কিন্তু জন্ম থেকে সর্বহারাদের বিশ্বস্ত মল্ল মিকুলিৎসিন, যে কিনা প্রথম দলের সঙ্গে কর্মী-পরিষদ গ'ড়ে তুলেছিলো, আর কারখানার কর্তৃত্ব সাধারণের হাতে তুলে দেবার জন্য আন্দোলন করেছিলো, সেই মিকুলিৎসিন কিনা দূরে প'ড়ে থাকলো হেলাফেলায়! কোথায় সে সমস্ত ঘটনাবলীর কেন্দ্রে থাকবে, না সে কিনা প'ড়ে আছে এক সুদূর পাড়াগাঁয়ে, যেখান থেকে মজুররা সবাই পালিয়েছে, আর ঐ মজুরদের মধ্যে আবার কয়েকজন মেনশেভিকও[১] ছিলো! আর এ-সবের ওপরে কিনা আজকের এই বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড! ব্যাপারটা কী? ক্র্যেগার-পরিবারের এই অনিমন্ত্রিত পরিশিষ্টকে তার মনে

১ Menshevik: বলশেভিকদের মতোই রাশিয়ার একটি সমাজতন্ত্রী দল; বলশেভিকদের সঙ্গে তাদের তফাৎ কেবল উগ্রতায়, যার চরম সীমায় বলশেভিবাদ প্রতিষ্ঠিত।

—অনুবাদকের টীকা।

হ'লো ভাগ্যের চরম পরিহাস, যেন বেশ ভেবে-চিন্তে তাকে নাজেহাল করা হচ্ছে। তার দুঃখের পেয়ালা ছাপিয়ে গেলো এবার।

'এর মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। এটা একেবারেই ধারণার বাইরে। বুঝতে পারছেন, কী মারাত্মক বিপদের মধ্যে ফেলবেন আমাকে? আমি বোধহয় পাগল হ'য়ে গেছি। কিছুই বুঝতে পারছি না, কিছুই না; কিছু বুঝতে পারবো ব'লেও মনে হয় না।'

'কোন আগ্নেয়গিরির ওপর আমরা ব'সে আছি, সেটা বুঝতে পারছেন আপনারা?'

'হেলেন, তুমি থামো একটু। আমার স্ত্রী ঠিকই বলেছেন। এমনিতেই অবস্থা সঙিন, তার ওপর আবার আপনারা এসে জুটলেন। কুকুরের মতো দিন কাটাচ্ছি আমরা, একেবারে যেন পাগলা-গারদে আছি। আমি তো ব'সে আছি দু'মুখো আগুনের মধ্যে : একদল আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলছে যেহেতু আমার ছেলে একজন লাল, বলশেভিক, জনগণের প্রিয় নেতা, আর-একদল জানতে চাচ্ছে কেন আমি সংবিধানসভার সভা নির্বাচিত হয়েছিলাম। কেউ আমার ওপর খুশি নয়, কারো কাছে গিয়ে দাঁড়াবার জায়গা নেই আমার। আর এখন কিনা আপনারা! বেশ চমৎকার ব্যাপার। এখন কিনা আপনাদের জন্য আমাকে বন্দুকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে!

'আঃ—কী বলছো! সত্যি! বড্ড বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে! একটু মাথা ঠাণ্ডা করো না।'

একটু পরে সে অল্প নরম হ'য়ে বললে, 'উঠোনের মধ্যে এমনভাবে চ্যাচামেচি ক'রে কোনো লাভ নেই। বরং ভেতরে যাওয়া যাক। এর কোনো সুফল আমি অবশ্য দেখতে পাচ্ছি না, তবে সবই তো আয়নায় ঝাপসা ক'রে দেখছি। যাই হোক, আমরা তুর্কি সেপাইও নই, বিধর্মীও নই, আপনাদের বনে পাঠিয়ে ভালুক দিয়ে খাওয়াবো না। হেলেন, আমি বলি কী, পড়ার ঘরের পাশের ঘরটায় আপাতত এঁদের থাকবার জায়গা ক'রে দেওয়া যাক। পরে দেখবো এঁদের কোথায় তোলা যায়; বাগানের মধ্যে একটা বাসাও ঠিক ক'রে দেওয়া যেতে পারে। আসুন, ভেতরে আসুন। ব্যাকাস, এঁদের মালপত্র নিয়ে এসো, একটু সাহায্য করো অতিথিদের।'

কথামতো কাজ করতে-করতে ব্যাকাস বিড়বিড় ক'রে বললে : 'হা মাতা মেরী ! এঁদের লটবহর দেখছি তীর্থযাত্রীদের মতো। ছোটো-ছোটো পুঁটলি ছাড়া কিছু নেই—একটা তোরঙ্গ পর্যন্ত না।'

১০

সন্ধের দিকে ঠাণ্ডা পড়লো। তারা হাত-মুখ ধুয়ে নিয়েছিলো, মেয়েরা রাত্রের জন্য ঘরটা গুছিয়ে ফেলেছে। সাশার অচেতন আশা ছিলো যে তার আধো-আধো কথা শুনে সবাই উচ্ছ্বসিত হবে, আর তাই, যেন অনুরোধ-রক্ষার্থে, অনর্গল ব'কে যাচ্ছিলো—কিন্তু এই একবার তাকে ফেল হ'তে হ'লো, কেউ তাকে লক্ষ্যই করলে না। তাই তার মেজাজটিও বিগড়ে আছে। সে নিরাশ হয়েছিলো কালো রঙের বাচ্চা ঘোড়াটিকে ঘরে আনা হয়নি ব'লে, তার ওপর মা যখন তাকে ধমক দিয়ে চুপ করতে বললেন সে ফুলে-ফুলে কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে। সে জানে তার মা-বাবা তাকে দোকান থেকে কিনে এনেছেন, এবার তার ভয় হ'লো যদি তাকে দোকানে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার এই ভয়টা একেবারে খাঁটি, সে চাইলো অন্যদের কাছে এই ভয়ের কথা বলতে, কিন্তু সবাই এটাকে বাজে বলে উড়িয়ে দিলে—কেউ এতে মুগ্ধ হ'লো না। অচেনা জায়গায় স্বভাবতই খারাপ লাগছিলো তার, তার ওপর বয়স্করা সবাই যেন বড্ড তাড়াহুড়ো করছে, নিঃশব্দে যে যার কাজে মগ্ন হ'য়ে আছে। সাশা রীতিমতো অপমানিত বোধ করলে ; নানিরা যাকে বলে 'দাঁতখিচুনি', তাই ফলাতে শুরু ক'রে দিলো। তাকে খাইয়ে দিতে হ'লো, তারপর অনেক টানা-হেঁচড়ার পর শোয়ানো গেলো বিছানায়। অবশেষে সে যখন ঘুমিয়ে পড়লো, মিকুলিৎসিনদের দাসী উস্তিনিয়া এসে নিউশাকে তার ঘরে নিয়ে গেলো খাবার জন্য, আর খেতে-খেতে তাকে বাড়ির সব গোপন খবর দিতে শুরু করলে। টোনিয়া আর অন্যদের মিকুলিৎসিন সান্ধ্য চায়ে নিমন্ত্রণ করেছিলো।

প্রথমে ইউরি তার শ্বশুরের সঙ্গে বারান্দার খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এলো।

'ঈশ। . কতো তারা উঠেছে!' আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ বললেন।

ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিক। মাত্র কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়েও পরস্পরকে

দেখতে পাওয়া যাচ্ছিলো না। পেছনের একটি জানলা থেকে আলোর রেখা এসে খাদের দিকে চ'লে গেছে; ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে হাওয়ায় অস্পষ্ট সব ছায়া দেখা গেলো ঢালুর কাছে—ঝোপঝাড় গাছপালা ও অন্য জিনিসের ঝাপসা অবয়ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সেখানকার অন্ধকারে। কিন্তু ইউরি আর আলেকজান্দার এই আলোর বাইরে ছিলেন, তাই তাতে আরো নিবিড় হ'য়ে উঠলো চারপাশের অন্ধকার।

'ইউরা, কাল আমাদের প্রথম কাজ হ'লো সেই কটেজটি দেখে আসা, যেখানে আমাদের তোলবার কথা ভাবছে সে। যদি সেটা কোনোরকমে বাসযোগ্য হয় তো সঙ্গে-সঙ্গে তার মেরামতে লেগে যাবো। তারপর, যতোদিনে সেটা বাসযোগ্য হ'য়ে উঠবে, ততোদিনে বরফ গলতে শুরু করবে, তখন একটুও সময় নষ্ট না-ক'রে আমরা জমি খোঁড়ার কাজে লেগে যেতে পারবো। আমাদের কিছু আলুর বীজ দেবে ব'লেই তো বললো, তা ই না?'

'তা-ই তো বললো। অন্য আরো বীজ দেবে ব'লেও কথা দিয়েছে। নিজের কানে এ-কথা বলতে শুনেছি। আর কটেজ? সেটা তো আমরা পার্কের ওপর দিয়ে আসবার সময়েই দেখেছি। কোনটা, বুঝতে পেরেছেন? পেছনদিকের ঐ কাঠের বাড়িটা, কাঁটাবনের জন্য প্রায়ই চোখে পড়ে না। আমি আপনাকে দেখিয়েছিলাম, মনে আছে? চাষের পক্ষে ভালো হবে ব'লে মনে হয়েছিলো আমার। তখন ভেবেছিলাম এককালে সেখানে ফুলের বাগান ছিলো, অন্তত দূর থেকে তা-ই মনে হয়েছিলো। অবশ্য আমার ভুল হ'তেও পারে। ফুলগাছের জন্য জমিতে নিশ্চয়ই অনেক সার দিতে হয়েছিলো; মনে হচ্ছে জমির অবস্থা এখনো ভালো।'

'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কাল গিয়ে একবার দেখে আসা যাবে। এখন বোধহয় আগাছার জঙ্গল হ'য়ে আছে, আর জমিও পাথরের মতো শক্ত। বাড়ির আশে-পাশে কোথাও একটা সব্জিবাগান নিশ্চয়ই ছিলো। এখন হয়তো কাজে আসে না। কাল সেটা খুঁজে বের করতে হবে। হয়তো সকালের দিকে এখনও বরফ জ'মে থাকে মাটিতে। রাত্রে তো নির্ঘাৎ বরফ পড়বে। সে যাই হোক—এখানে যে পৌঁছতে পেরেছি এই ঢের, এইজন্যেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। জায়গাটা বেশ ভালো। আমার বেশ লাগছে।'

'এরা লোকও ভালো, বিশেষ ক'রে মিকুলিৎসিন। তার বৌকে একটু গ্যাকা মনে হ'লো। তার নিজের মধ্যে কিছু-একটা আছে, যা সে পছন্দ করে না। সেজন্যই এতো বেশি কথা বলে, আর আসলে যতোটা বোকা তার চেয়েও ঢের বেশি বোকা বানিয়ে তোলে নিজেকে। বড্ড ব্যস্ত হ'য়ে থাকে যাতে তার চেহারা কেউ লক্ষ্য না করে—পাছে খারাপ কোনো ধারণা হয়। আর ঐ তার টুপি খুলতে ভুলে যাওয়া, আর গলায় সেটাকে ঝুলিয়ে রাখা—এটা কিন্তু অন্যমনস্কতা নয়, সে জানে যে ও-ভাবে তাকে ভালো দেখায়।

'এবার আমাদের ভেতরে যাওয়া উচিত কিন্তু, নয়তো ওরা অভদ্র ভাববে।'

খাবার ঘরে টোনিয়া গৃহস্বামীদের সঙ্গে ঝোলানো আলোর তলায় গোল টেবিলে ব'সে চা খাচ্ছিলো। মিকুলিৎসিনের অন্ধকার পড়ার ঘর পেরিয়ে তারা খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

পাহাড়ী পথের দিকে একটা বিশাল জানলা ঘরের, প্রায় দেয়ালের মতো চওড়া। আগে, যখন আলো ছিলো, ইউরি সেখান থেকে খাদ আর তার ওপাশের সমতলের দৃশ্য দেখেছিলো, ব্যাকাসের সঙ্গে যে-সমতল তারা পেরিয়ে এসেছে। জানলার কাছে নক্সা-আঁকার একটা টেবিল, সেটাও দেয়ালের সমান চওড়া। লম্বা হ'য়ে একটা বন্দুক প'ড়ে আছে তার ওপর, তবু দু'পাশে প্রচুর ফাঁকা প'ড়ে আছে, তাইতে বোঝা যায় টেবিলটি কতো বড়ো।

ঘরটি পার হ'য়ে যেতে-যেতে ইউরি ভাবলে জানলাটার কথা, জানলার পাশে টেবিলটি কতো বড়ো, আর কী খোলামেলা সাজানো এই বাড়ি—ভেবে আর-একবার ঈর্ষা হ'লো তার। খাবার ঘরে ঢুকে প্রথমেই সে এই কথা বললে :

'কী সুন্দর বাড়ি আপনাদের। কী চমৎকার ঐ পড়ার ঘরটা, ব'সে কাজ করার পক্ষে নিখুঁত, একেবারে সর্বাঙ্গসুন্দর।'

'গ্লাশে দেবো, না পেয়ালায়? কী পছন্দ করেন, কড়া? না পাৎলা?'

'ইউরা, দ্যাখো! একটা স্টেরিওস্কোপ। আভেরসিয়াস স্টেপানোভিচের ছেলে ছেলেবেলায় বানিয়েছিলো এটা।'

'এখনো ও বড়ো হয়নি, মাথাও ঠাণ্ডা হয়নি—যতোই না সোভিয়েটের জন্য জেলার পর জেলা জিতে নিক কমুখ্-এর কাছ থেকে।'

'কমুখ্ কাকে বলে?'

'কমুখ্ হ'লো সাইবেরীয় সরকারের সেনা-বাহিনী। সংবিধানসভার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য লড়াই করছে তারা।'

'সারাদিন শুধু তোমার ছেলের প্রশংসাই শুনলাম। নিশ্চয়ই তার জন্য তোমাদের গর্বের সীমা নেই।'

'স্টেরিওস্কোপের জন্য উরালের ঐ ছবিগুলিও তার তোলা—নিজের বানানো ক্যামেরা দিয়ে তুলেছিলো।'

'কী ভালো বিস্কুট! স্যাকারিন দিয়ে তৈরি?'

'সে কী! এই জঙ্গলে স্যাকারিন কোথায়? এ একেবারে নির্ভেজাল চিনি দিয়ে বানানো। আপনার চায়ে চিনি দিতে দেখলেন না আমাকে?'

'ঠিক তো! ফোটোগুলো দেখছিলাম ব'লে লক্ষ্য করিনি। আর মনে হচ্ছে যেন চা-টাও খাঁটি চা!'

'নিশ্চয়ই! জুঁইফুলের গন্ধ-মেশানো চা।'

'কী আশ্চর্য! পেলেন কোথায়?'

'এক উড়ন্ত গালিচা আছে আমাদের। আমাদের এক বন্ধু—নতুন ধরনের জননেতা, ভীষণ বামপন্থী। প্রাদেশিক অর্থনৈতিক পরিষদের সরকারি প্রতিনিধি। সে আমাদের কাঠ নিয়ে যায় শহরে, আর বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে ময়দা আর মাখন এনে দেয় আমাদের। সিভি, চিনিটা এদিকে দাও তো,' (হেলেন আদর ক'রে এই নামে ডাকে আভেরসিয়াসকে)। 'আচ্ছা কেউ বলতে পারেন গ্রিবয়েডভ কোন সালে মারা যান?'

'বোধহয় ১৭৯৫ সালে তাঁর জন্ম হয়েছিলো। কিন্তু কবে নিহত হন, সেই তারিখটা ঠিক মনে পড়ছে না।'

'আর চা দেবো?'

'না, ধন্যবাদ।'

'আচ্ছা, আপনি বলুন তো। নিমওয়েগেনের সন্ধি কবে স্বাক্ষরিত হয়, আর কোন-কোন দেশ তাতে স্বাক্ষর করে?'

'এখন এঁদের বিরক্ত কোরো না, লক্ষ্মী তো। এখনো রাস্তার ধকল এঁরা কাটিয়ে উঠতে পারেননি।'

'আমি যেটা জানতে চাচ্ছি, এবার সেটা বলি। কতো ধরনের লেন্স আছে বলুন তো, আর প্রতিচ্ছায়াগুলি কখনই বা সত্যিকার হয়, কখন স্বাভাবিক থাকে, আর কখনই বা উল্টে যায় ?'

'পদার্থবিদ্যার এতো খবর কোত্থেকে পেলেন আপনি ?'

'ইউরিয়াটিনে আমাদের খুব ভালো একজন বিজ্ঞান-শিক্ষক ছিলেন। শুধু আমাদের না, ছেলেদের স্কুলেও পড়াতেন তিনি। এতো ভালো যে কী বলবো আপনাকে—একেবারে আশ্চর্য! যখন তিনি বুঝিয়ে বলতেন, সব জলের মতো সহজ হ'য়ে যেতো। তাঁর নাম ছিলো আন্টিপভ। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন শিক্ষয়িত্রী, মেয়েরা সবাই তাঁর নামে পাগল—সবাই প্রেমে প'ড়ে গিয়েছিলো তাঁর। স্বেচ্ছাসেবক হ'য়ে যুদ্ধে গিয়েছিলেন আন্টিপভ—সেখানেই মারা যান। কেউ-কেউ অবশ্য বলে, আমাদের পক্ষে যিনি অভিশাপের মতো, সেই কমিসার স্ট্রেলনিকভই আসলে আন্টিপভ—ম'রে গিয়ে ফের বেঁচে উঠেছেন। অবশ্য এটা গুজবমাত্র; বোকাদের গুজব। এ-রকম কি হ'তে পারে কখনো? তা—কে জানে—হয়তো সবই সম্ভব। আরেকটু চা?'

পরিচ্ছেদ ৯

ভারিকিনো

শীতের সময়, হাতে অনেক সময় পেয়ে, ইউরি একটি দিনপঞ্জী লিখতে শুরু ক'রে দিলো। টিয়ুৎচেভ-এর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে সে সূচনা করলে :

'কী এক গ্রীষ্ম! কী এক গ্রীষ্ম!
ঠিক যেন জাদুমন্ত্রে পাওয়া।
আমরা চাইনি একে, এর যোগ্য নই আমরা,
তবু কেমন ক'রে পেলাম, তা-ই প্রশ্ন।'

'গত গ্রীষ্মের দিনগুলোয় প্রায়ই আমার এই রকম বোধ হ'তো। কী আনন্দ—নিজের আর পরিজনের জন্য সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাজ ক'রে। তাদের মাথার ওপর ছাদ তৈরি ক'রে দেওয়া, তাদের আহারের জন্য লাঙল চালানো, নিজের একটি আলাদা পৃথিবী গ'ড়ে তোলা—ঠিক যেন রবিনসন ক্রুসো বিশ্বস্রষ্টার অনুকরণ করছে; আর এর ভেতর দিয়ে আসে জীবন, বারে-বারে আসে, আর নিজেকেই মনে হয় নিজের জন্মদাত্রী ব'লে।

'যখন কঠিন শারীরিক কাজের মধ্যে হাত দুটো ব্যস্ত থাকে, যখন মনের প্ররোচনায় এমন একটি কাজে নিরত হ'য়ে আছি যা কেবল কায়িক শ্রমের মধ্য দিয়েই সফল হ'য়ে ওঠে আর এনে দেয় আনন্দ আর কৃতকার্যতার পুরস্কার, যখন ছ-ঘণ্টা ধ'রে ক্রমাগত মাটি কোপাচ্ছি কি হাতুড়ি চালাচ্ছি, আর আকাশের প্রাণদ নিশ্বাসে শরীর ঝলসে যাচ্ছে, তখন কতো যে নতুন

চিন্তা মাথায় ঘোরাফেরা করে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। আর এই ক্ষণিক ভাবনা, স্বজ্ঞার উন্মাদনা, উপমার গুঞ্জন লিখে না-রাখার ফলে একটু পরেই তা যে হারিয়ে যায়, এটাকে কোনো লোকসান না-ব'লে লাভ বলাই ভালো। শহরের যে-সন্ন্যাসী তার স্নায়ু ও কল্পনাকে কড়া কালো কফি আর তামাকের চাবুক মেরে চেতিয়ে তোলার চেষ্টা করে, সে পৃথিবীর সবচেয়ে কড়া ভেষজের সন্ধান জানে না, যেটা হ'লো স্বাস্থ্য আর সত্যিকার অনটন।

'এর চেয়ে বেশি আর-কিছু আমি বলবো না, কেননা টলস্টয়ী সরলতার মতবাদ এবং "মাটির কাছে ফিরে যাও" এমন কোনো নীতিপ্রচারের কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই; ভূমিসমস্যার কোনো স্বকল্পিত সমাধান বা এ-সম্পর্কে সমাজতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধন—এ-সব বিষয়েও চিন্তা করছি না আমি। আমি কেবল একটি তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছি; আমাদের নিজেদের কথা মনে রেখে কোনো রীতিপদ্ধতি বানিয়ে তোলাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের ব্যাপারটা বড্ড বেশি আকস্মিক, তাছাড়া আমাদের অর্থনীতিও বড়ো বেশিরকম মিশ্রিত; বস্তুত আমরা মোটেও স্বাবলম্বী নই; আলু আর শাকসব্জি—যা আমরা নিজেরা ফলাই, তা শুধু আমাদের চাহিদার একটা ছোট্ট অংশমাত্র; বাকি সব-কিছু অন্য কোনোখান থেকে আনতে হয়।

'যে-ভাবে আমরা জমি ব্যবহার করছি, তা বেআইনি। আইন আমরা নিজেরাই তৈরি ক'রে নিয়েছি, কী করছি না-করছি সমস্তই রাষ্ট্রের কাছ থেকে গোপন রাখছি। যে-কাঠ আমরা কেটে আনি, তা চুরি করা; সে-চুরি রাষ্ট্রের ভাণ্ডার থেকে করা হচ্ছে বা এটা ক্রুগেরদেরই সম্পত্তির অংশ—এ-সব কোনো ওজুহাতই নয়। মিকুলিৎসিন আমাদের বাঁচিয়েছে, সে সব-কিছু গোপন ক'রে রাখে (তাকেও তো আমাদেরই উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়), আর শহর থেকে এ-জায়গাটা অনেক দূর ব'লে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমরা কী করি না করি, তা এখনো তারা জানতে পারেনি।

'আমি যে একজন ডাক্তার, এই তথ্যটা আমি সন্তর্পণে চেপে রেখেছি, কেননা আমার স্বাধীনতা এতোটুকুও ক্ষুণ্ণ করার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু সর্বদাই আশে-পাশে এমন একজন ক'রে ভালোমানুষ থাকেন, যিনি কী ক'রে

যেন জেনে ফেলেন যে ভারিকিনোতে একজন ডাক্তার থাকেন। কাজেই আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য লোকেরা কষ্ট ক'রে কুড়ি মাইল পথ হেঁটে আসে, দর্শনী হিসেবে সঙ্গে আনে একটি মুরগি কি গোটাকয়েক ডিম, নয়তো নিদেনপক্ষে একটু মাখন। আর শেষটায় আমাকে বাধ্য হ'য়েই ও-সব নিতে হয়, কারণ বিনি পয়সায় পাওয়া ওষুধে কোনো কাজ হয় না বলেই লোকের বিশ্বাস। সুতরাং আমার প্র্যাকটিস থেকে অল্প-স্বল্প রোজগারও হয়; কিন্তু মিকুলিৎসিনের আর আমার, দু'জনেরই প্রধান অবলম্বন হ'লো সামডেভইয়াটভ।

'অদ্ভুত তার চরিত্র, জটিল। লোকটা যে কী, এখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। বিপ্লবের ঐকান্তিক সমর্থক সে, আর তাই ইউরিয়াটিন সোভিয়েটের সম্পূর্ণ আস্থার সে যোগ্য। সোভিয়েট তাকে যে-ক্ষমতা দিয়েছে তার সাহায্যে সে আমাকে বা মিকুলিৎসিনকে একবারও জিজ্ঞেস না-ক'রে ভারিকিনোর সমস্ত কাঠ নিয়ে যেতে পারে। আমরা যে এ-বিষয়ে কিছুই করতে পারবো না, এটা সে ভালো ক'রেই জানে। আবার, অপর পক্ষে, সে যদি সরকারি টাকা লুঠ করতে চায় তো অনায়াসেই দু-পকেট ভর্তি করতে পারে, তাতেও কেউ টুঁ শব্দটি করবে না। এমন আর কোনো লোক নেই যাকে এ-জন্য ঘুষ দিতে হবে বা যে বখরা বসাতে পারে, কাজেই কেন যে সে আমাদের—মিকুলিৎসিন ও স্টেশন-মাস্টার থেকে শুরু ক'রে জেলার সকলের—সুখ-সুবিধের প্রতি এতোটা নজর রাখে ও সতর্ক থাকে, তা বুঝে ওঠা শক্ত। প্রতি মুহূর্তেই এ-জায়গা থেকে ও-জায়গায় ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে সে, আর এই ছুটোছুটি শুধু আমাদেরই জন্য কোনো-কিছু জোগাড় করবার উদ্দেশ্যে। ডস্টয়েভস্কির 'ভূতে-পাওয়া'[১] উপন্যাসের সঙ্গে তার যেমন অনায়াস পরিচয় আছে, ঠিক তেমনি আছে 'কমিউনিস্ট ইস্তাহারের' সঙ্গে; দুটো বই নিয়েই সে সমান দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করতে পারে। আমার মনে হয় সে যদি এমন উদার অশান্ত-ভাবে তার জীবনটাকে জটিল ক'রে না-তুলতো তাহ'লে বৈচিত্র্যহীনতার দুর্বিষহতার দরুন মৃত্যু ঘটতো তার।'

১। The Possessed।—অনুবাদকের টীকা।

২

অল্প কিছুদিন পরে ইউরি লিখলো :

'পুরোনো বাড়ির পেছন দিকের কাঠের তৈরি সংযোজিত অংশের দুটি ঘরে আমাদের বাসা। আনা ইভানোভনার ছেলেবেলায় ক্রেগার এটাকে বাড়ির বিশেষ-বিশেষ কর্মচারীর জন্য ব্যবহার করতেন—তখন এখানে থাকতো মেয়ে-দরজি, ঘরকন্নার পরিচালিকা, আর অবসর-পাওয়া একজন নার্স।

'আমরা এসে দেখেছিলাম জীর্ণ বাড়িটা প্রায় ধ্বংস হ'তে চলেছে, কিন্তু আমরা বেশ তাড়াতাড়িই বাড়িটা সারিয়ে নিলাম। যারা এ-সব বিষয়ের খবরাখবর রাখে তাদের সাহায্যে চুল্লিটা আবার তৈরি ক'রে নিলাম, ঐ একই চুল্লিতে দু-ঘরের কাজ চলে। চিমনিগুলোকে এমনভাবে নতুন ক'রে বসানো হ'লো যাতে আগের চেয়ে বেশি তাপ পাওয়া যায়।

'জমির এই অংশে পুরোনো বাগান অদৃশ্য হ'য়ে গেছে—নতুন আগাছা নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে তাকে। কিন্তু এবার শীত এসে যখন সব শেষ ক'রে দিলে, জীবন্ত আর মৃতকে লুকিয়ে রাখতে পারলে না, তখন তুষারের রেখার ধারে-ধারে অতীতকে আরো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

'ভাগ্য ভালো ছিলো আমাদের। হেমন্ত এলো শুকনো আর উষ্ণ। তার ফলে বর্ষাবাদলের ঠাণ্ডা আবহাওয়া এসে পড়ার আগেই আলু খুঁড়ে তোলার সময় পাওয়া গেলো। মিকুলিৎসিনকে ফিরিয়ে-দেওয়া বস্তাগুলো হিসেবে না-ধ'রেও আমরা কুড়ি বস্তা আলু পেয়েছিলাম। ভাঁড়ারের[১] সবচেয়ে বড়ো পিপেয় সেগুলি বোঝাই ক'রে রেখে তার ওপর খড় আর পুরোনো কম্বল বিছিয়ে ঢেকে রাখলাম। দুটো পিপেয় রাখা হ'লো নুন-মাখানো শসা; আর টোনিয়া জর্মান কায়দায় বাঁধাকপি জারিয়েছিলো, তাও রাখা হ'লো দুই পিপে ভর্তি ক'রে। কয়েকজোড়া তাজা বাঁধাকপি কড়িকাঠ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'লো। শুকনো বালিতে পুঁতে রাখা হ'লো গাজর, মুলো, বীট, শালগমও তাই, আর মটরশুঁটি আর শিম দিয়ে চিলেকোঠা ভর্তি ক'রে রাখলাম। এদিকে যাতে বসন্ত পর্যন্ত চ'লে যায়, সেই অনুপাতে প্রচুর পরিমাণে জ্বালানি কাঠ জমিয়ে রাখা হ'লো বাইরের চালায়।

১। Cellar : মাটির তলার ঘর, ভাঁড়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।—অনুবাদকের টীকা।

'ভাঁড়ারের শুকনো উষ্ণ নিশ্বাস ভালোবাসি, ভালোবাসি মাটির আর শেকড়ের গন্ধ, আপনি ঝাঁপি তোলামাত্র বরফের যে-গন্ধ আঘাত করে আপনাকে—শীতের ভোরবেলার আগেকার সেই মুহূর্তে, একটি দুর্বল কম্পমান আলো হাতে নিয়ে আপনি দাঁড়িয়ে।

'আপনি বেরিয়ে এলেন, তখনো অন্ধকার। কঁকিয়ে উঠলো দরজা, কি হয়তো হাঁচি এলো আপনার, নয়তো পায়ের তলায় মচমচ করে উঠলো বরফ, দূরে বাঁধাকপির খেতে চমকে উঠলো খরগোসের দল, লাফিয়ে ছুটে পালালো তক্ষুনি, বরফের ওপর র'য়ে গেলো শুধু কতোগুলো কাটাকুটির দাগ, তাদের চ'লে যাবার চিহ্ন। দূরে কুকুরেরা চ্যাঁচামেচি শুরু ক'রে দিয়েছে, অনেক দেরি না-ক'রে তারা থামবে না। মোরগেরা তাদের ডাক বন্ধ করেছে, আর-কিছু বোধহয় তাদের বলার নেই। তারপর ভোর।

'খরগোসদের মতোই বনবেড়ালের[১] পায়ের ছাপে অন্তহীন তুষার-প্রান্তর নক্সার মতো হ'য়ে আছে; পুঁতির মালার মতো ছড়িয়ে আছে অনেক আঁকাবাঁকা রেখা। বেড়ালের মতোই চলার ধরন বনবেড়ালের—একটির পর আর-একটি থাবা বাড়িয়ে দেয়। লোকে বলে, এক রাত্রে তারা অনেক মাইল চ'লে যায়।

'তাদের জন্য ফাঁদ পেতে রাখা হয়। কিন্তু এই সব সাবধানী বনবেড়ালের বদলে ধরা পড়ে বেচারা খরগোসেরা; বরফ প'ড়ে এমনিতেই অর্ধেক কবর হ'য়ে গেছে তাদের; ফাঁদ থেকে যখন তাদের বের ক'রে নেয়া হয়, তখন তারা জ'মে কাঠ হ'য়ে গেছে।

'প্রথমটায়, বসন্ত আর গ্রীষ্মের দিনগুলোতে, আমাদের ভারি কষ্টে কেটেছিলো। যুদ্ধ ক'রে-ক'রে কোনোরকমে শুধু টিঁকে থাকা। কিন্তু এখন, শীতের এই সন্ধেগুলোতে আমরা একটু এলিয়ে পড়তে পারি আরামে। সামদেভইয়াটভকে ধন্যবাদ, সে-ই আমাদের প্যারাফিন জোগাড় ক'রে দিয়েছিলো। তাই তো বাতির চারপাশে বসতে পারছি আমরা। মেয়েরা কেউ শেলাই করে বা পশম বোনে, আর আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ

১ Lynx: মার্জারজাতীয় ক্ষুদ্র মাংসাশী চতুষ্পদ. য়োরোপ ও আমেরিকায় পাওয়া যায়, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তির জন্য বিখ্যাত।—অনুবাদকের টীকা।

কি আমি কিছু প'ড়ে শোনাই। চুল্লি বেশ গরম থাকে, আর আমার ওপরই ভার থাকে আগুন খোঁচাবার কি কাঠ দেবার, আর আমিই তৈরি থাকি সময়মতো লোহার পাত বন্ধ ক'রে দেবার জন্য, যাতে একটুও তাপ নষ্ট না হয়। যদি কখনো কোনো পোড়া কাঠের জন্য তাপ পেতে অসুবিধে হয়, আমি সেই ধোঁয়া-ওঠা কাঠ হাতে নিয়ে ছুটে বেরোই, তারপর যতো দূরে সম্ভব বরফের ওপর ছুঁড়ে ফেলি। মশালের মতো উড়ে যায় কাঠটা, চারদিকে ফুলকি ছড়িয়ে পড়তে থাকে, পার্কের শাদা-শাদা চৌকো ফালিগুলো আলো হ'য়ে ওঠে, তারপর শিস দেবার মতো আওয়াজ ক'রে সেটা বরফের ঝাপটার মধ্যে মিলিয়ে যায়।

'"সংগ্রাম ও শান্তি", "ইউজেনে ওনেগিন" ও পুশকিনের অন্যান্য কবিতা বারে-বারে পড়লাম আমরা। স্তাঁদালের "লাল-কালো", ডিকেন্সের "দুই নগরীর উপাখ্যান" আর ক্লাইস্টের ছোটোগল্পের রুশ তর্জমাও একাধিকবার পড়া হ'লো।'

৩

বসন্ত যখন আসন্ন, ইউরি লিখলো :

'মনে হচ্ছে টোনিয়া অন্তঃসত্ত্বা। এ-কথা তাকে বলেছি আমি, কিন্তু সে কিছুতেই বিশ্বাস করে না, অথচ এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই নেই। প্রাথমিক লক্ষণগুলিতে কিছুই ভুল হবার নেই; পরবর্তী নিশ্চিত লক্ষণগুলির জন্য অপেক্ষা করা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।

'এ-রকম সময়ে মেয়েদের মুখের চেহারা বদলে যায়। এমন নয় যে দেখতে সে নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়, কিন্তু তখন তার চেহারার ওপর তার নিজের আর কর্তৃত্ব থাকে না। যে-ভবিষ্যৎকে সে বহন করছে, তা তাকে দখল ক'রে নিয়েছে, সে শুধুমাত্র সে আর নয়। নিজের চেহারার ওপর এই কর্তৃত্ব হারানোর ফলে তাকে শারীরিকভাবে কেমন বিমূঢ় দেখায়; তার মুখ ম্লান হ'য়ে আসে, কর্কশ হ'য়ে যায় দেহের মসৃণতা, তখন চোখ জ্বলতে থাকে অন্য এক ভাবে, যে-ভাবে সে চায় তা আর নয়; মনে হয় যেন এ-সব ব্যাপারের সঙ্গে আর তাল রাখতে না-পেরে সে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

'টোনিয়া আর আমার মধ্যে কখনো বিচ্ছেদ আসেনি, আর এই কর্মবহুল বছরে আমরা পরস্পরের আরো কাছে চ'লে এসেছি। আমি লক্ষ্য করেছি সে কী-রকম চটপটে, শক্তসমর্থ আর ক্লান্তিহীন; কেমন বুদ্ধি ক'রে সব কাজ গুছিয়ে করে, যাতে দুটো কাজের মধ্যিখানে সবচেয়ে কম সময় নষ্ট হয়।

'বরাবর আমার মনে হয়েছে যে সব গর্ভসঞ্চারই নিষ্কলুষ, আর ঈশ্বর-জননী-সংক্রান্ত এই মতবাদে নিখিলমাতৃত্বের ধারণাটিকে ব্যক্ত করা হয়েছে।

'সন্তানের জন্ম দেবার সময় সব নারীকে একই নিঃসঙ্গতা ঘিরে থাকে, যেন সবাই তাকে ত্যাগ করেছে, যেন সে একেবারে একলা। সেই চরম মুহূর্তে পুরুষের ভূমিকা এমন অবান্তর হ'য়ে যায় যেন এই ব্যাপারের সঙ্গে তার কখনোই কোনো সম্পর্ক ছিলো না, যেন সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই অকারণ ও অযাচিত।

'নারী, একা নারী, সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে। তারাই তাকে নিয়ে যায় ওপরতলায়, জীবনের কোনো-এক উঁচুতলায় দোলাবার মতো কোনো শান্ত, নিরাপদ স্থানে। একা, স্তব্ধতা ও নম্রতার মধ্যে, তারাই লালন করে শিশুকে।

' "তাঁর পুত্র ও তাঁর ঈশ্বরের কাছে ঐকান্তিক প্রার্থনা" করতে বলা হয়েছিলো ঈশ্বরজননীকে, এই স্তবগান বসানো হয়েছিলো তাঁর মুখে: "আমার আত্মা প্রভুকে বৃহৎ করেছে, আমার প্রাণ পুলকিত হয়েছে ঈশ্বরের মধ্যে, যিনি আমার মুক্তিদাতা। কেননা তিনি সম্মান দিয়েছেন তাঁর দাসীর দীনতাকে: তাই শোনো, এখন থেকে বংশপরম্পরায় মানুষ আমাকে পুণ্যময়ী বলবে।" তাঁর নবজাত শিশুর জন্যই এ-কথা বলেছেন তিনি, তিনি তাঁকে বৃহৎ করবেন ("কেননা, সেই তিনি যিনি সর্বশক্তিমান, তিনিই আমাকে মহৎ করেছেন"); সেই শিশুই তাঁর গৌরব। যে-কোনো নারী বলতে পারে এ-কথা। কেননা, তাদের প্রত্যেকের কাছে ঈশ্বর তাদের শিশুর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছেন। মহাপুরুষদের মাতারা নিশ্চয়ই এটি বিশেষভাবে অনুভব করেছেন। কিন্তু, সেই সূচনার সময়, সব নারীই তো মহাপুরুষের জননী—পরে যে জীবন তাদের হতাশ করে, সেটা তো তাদের দোষ নয়।'

৪

' "ইউজেনে ওনেগিন" আর কবিতাগুলি আমরা অফুরন্তভাবে বারবার পড়ছি। কাল সামডেভইয়াটভ এসেছিলো, অনেক উপহারও এনেছিলো সঙ্গে—ভালো-ভালো খাবার, আর বাতির জন্য তেল। আর্ট বিষয়ে অন্তহীন আলোচনা হ'লো।

'আমার বরাবরই মনে হয়েছে যে আর্ট এমন কোনো পদার্থ নয়, যার পরিধির মধ্যে অসংখ্য ধারণা আর বহু বিচিত্র প্রকাশের অবকাশ আছে। বরং আর্ট ঠিক তার বিপরীত ব'লেই আমার মনে হয়: তা হ'লো এমন কোনো বস্তু যা নিবিড়ভাবে ঘনীভূত এবং কঠিনভাবে সীমায়িত। তাকে বলতে পারি একটি মূলনীতি, যা প্রত্যেক শিল্পকর্মে প্রবেশ করে, একটি ক্ষমতা, যা কাজ করে তার মধ্যে, একটি সত্য, যা তা থেকে বেরিয়ে আসে। একে বলা যায় না রূপকল্প, বরং এটাই হচ্ছে আধেয়বস্তুর সংগোপন রহস্য। আমার কাছে এ-সবই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। এ আমি হাড়ে-হাড়ে অনুভব করি, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা বা বুঝিয়ে বলা ভারি শক্ত।

'কোনো শিল্পকর্ম নানা দিক থেকে আমাদের কাছে আবেদন জানাতে পারে—থীম, বিষয়বস্তু, ঘটনাবলীর জটিলতা, চরিত্রায়ণ। কিন্তু সবার আগে যা আমাদের মনে দোলা দেয় তা হ'লো শিল্পের অস্তিত্ব। "দুষ্ক্রিয়া ও শাস্তি"[১] পড়তে গিয়ে রাস্কলনিকভের দুষ্ক্রিয়ার চেয়ে বরং শিল্পের উপস্থিতির দরুনই আমরা অনেক বেশি বিচলিত হ'য়ে পড়ি।

'শিল্পে কোনো বহুত্ব নেই। আদিবাসীর শিল্প, মিশরের শিল্প, গ্রীসের কি আমাদের নিজেদের—সব,আমার মনে হয়, আসলে একই, এক এবং অদ্বিতীয়, হাজার-হাজার বছর ধরে যা অবিকল থেকে যায়, এ হ'লো সেই। একে একটা ধারণা বলতে পারেন আপনি, কিংবা বলতে পারেন জীবন সম্বন্ধে কোনো বিবৃতি, এমন সর্বব্যাপী যে টুকরো-টুকরো কথায় একে বিভক্ত করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। কোনো সৃষ্টিকর্মের মধ্যে যদি অন্য বহু উপাদানের সঙ্গে এর একটি কণামাত্র থাকে তো দেখা যাবে সেই এক কণা শিল্প এই অন্য সব উপকরণকে ছাপিয়ে তার সারাৎসার হ'য়ে উঠেছে, হ'য়ে উঠেছে তার আত্মা আর মর্মস্থল।'

১ ডস্টয়েভস্কির 'Crime and Punishment'। —অনুবাদকের টীকা

৫

'ঈষৎ সর্দি, কাশি, হয়তো বা একটু জ্বর-জ্বর ভাব। নিশ্বাসের কষ্ট গেছে সারাদিন, বাগ্‌যন্ত্রের ঈষৎ সংকোচন, গলাটা আটকে আছে যেন। লক্ষণ ভালো নয়। নিশ্চয়ই আমার হৃৎপিণ্ডই এর কারণ। মায়ের দিকের বংশগতির প্রথম সতর্কবাণী—আজীবন মার হার্টের অসুখ ছিলো। সত্যিই কি তাই? এতো শিগগির? যদি তাই হয়, তবে তো আর দীর্ঘজীবনের ওপর ভরসা রাখা চলবে না।

'ঘরের ভেতর একটা আবছা পোড়া গন্ধ। ইস্ত্রি করার গন্ধ। টোনিয়া ইস্ত্রি করছে; একটুক্ষণ যেতে-না-যেতেই চুল্লি থেকে একটি জ্বলন্ত কয়লা এনে সে রাখছে ইস্ত্রির ভেতর, আর ইস্ত্রির ডালাটা এক পাটি দাঁতের মতো চট ক'রে কামড়ে ধরছে তাকে। দেখে আমার কী যেন মনে পড়তে চাচ্ছে, অথচ কিছুতেই মনে ক'রে উঠতে পারছি না। স্বাস্থ্য খারাপ হ'য়ে যাওয়ায় স্মৃতি-শক্তিও নষ্ট হ'তে চ'লেছে।

'সামডেভইয়াটভের উপহার-দেওয়া সাবানের আমরা সদ্‌গতি করলাম পুরো দু-দিন কাপড় কাচার ব্যবস্থা ক'রে। সাশা এই উপলক্ষ্যে ইচ্ছেমতো দুরন্তপনা ক'রে বেড়ালো। আমি এখন লিখছি, আর সে টেবিলের তলার তক্তার ওপর চেপে ব'সে সামডেভইয়াটভের ভঙ্গির নকল করছে। সামডেভইয়াটভ যখনই আসে তাকে একবার ক'রে স্লেজ চড়িয়ে আনে; এখন ঐভাবে ব'সে সে আমাকে স্লেজ-চড়াবার ভান করছে।

'একটু ভালো বোধ করলেই জেলা লাইব্রেরিতে গিয়ে এই অঞ্চলের জাতিতত্ত্ব প'ড়ে আসবো। সবাই বলে লাইব্রেরিটা খুব ভালো, বিস্তর ভালো বই দান পেয়েছে। লিখতে ইচ্ছে করছে খুব। কিন্তু খুব তাড়াহুড়ো করতে হবে আমাকে, কেননা আমাদের বর্তমান অবস্থা অনুধাবন করতে-না-করতেই বসন্ত এসে পড়বে, আর তখন পড়া বা লেখার জন্য সময় পাবো না।

'বিশ্রী মাথা-ধরা—দিনে-দিনে আরো খারাপ হচ্ছে। ভালো ঘুম হয় না। সেই ধরনের ঘোলাটে স্বপ্ন দেখলাম, জেগে উঠে যার একবিন্দুও মনে থাকে না। শুধু যে-অংশটা ঘুম ভাঙিয়ে দিলে, সেটুকুই মনে থেকে গেলো। এক নারীর কণ্ঠস্বর ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলাম, এতো স্পষ্ট যেন চারদিকে প্রতিধ্বনি

তুলছে। আমি মনে ক'রে রাখলাম সেই স্বর, মনের ভেতর একটানা গুনগুন করতে থাকলো, আর আমি মনে-মনে আমাদের যত মহিলাবন্ধু আছেন, তাদের তালিকা ঝালিয়ে নিতে লাগলাম—মনে করতে চেষ্টা করলাম এমন গভীর, ভেজা, ভারি, নরম গলায় কথা বলতো কে। কিন্তু না, এই কণ্ঠস্বর তাদের কারো নয়। মনে হ'লো হয়তো টোনিয়ার, কিন্তু তার কথা শুনে-শুনে এতো অভ্যস্ত হ'য়ে গেছি যে এখন হয়তো তার গলার স্বর আর আমার কানে পৌঁছয় না। সে যে আমার স্ত্রী, এ-কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করলাম। চেষ্টা করলাম তার থেকে যথেষ্ট পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হ'তে, যাতে বুঝতে পারি এটা তার গলাব স্বর কিনা। কিন্তু এটা তার কণ্ঠস্বরও নয়। রহস্যই থেকে গেলো।

'স্বপ্নের কথা যখন উঠলোই, তখন বলি। সাধারণত এটা ধ'রে নেওয়া হয় যে লোকে তারই স্বপ্ন দেখে দিনে যা তার মনের ওপর বিশেষ গভীর দাগ কেটে যায়; আমার কিন্তু ঠিক এর উল্টোটাই মনে হয়।

'প্রায়ই আমরা স্বপ্নে তা-ই দেখি, যা ঘটবার সময় আমরা কোনো মনোযোগ দিই নি—হয়তো সেই অস্পষ্ট ভাবনাই ঘুরে এলো স্বপ্নের ভেতর, যা শেষ পর্যন্ত ভেবে নেবার গরজ ছিলো না, হয়তো বেজে উঠলো সেই সব কথা, যা আবেগহীনভাবে বলা হয়েছিলো, যা কেউ লক্ষ্য করেনি তখন: এই সবই ফিরে আসে রাত্রে, স্বপ্নের ভেতরকার রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র হ'য়ে ওঠে তারা তখন, যেন জাগ্রত মুহূর্তে তাদের অবহেলা করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় ক'রে নেয় জোর ক'রে।'

৬

'স্বচ্ছ তুষারপাতের রাত। সব-কিছু অসাধারণ দীপ্ত ও সুসংবদ্ধ। মাটি, আকাশ, চাঁদ, তারা—তুষারবৃষ্টিতে সব যেন নিবিড় হ'য়ে একসূত্রে বাঁধা পড়েছে। রাস্তার ওপর গাছের ছায়া পড়েছে, এতো স্পষ্ট যে মনে হয় যেন পাথর কেটে বানানো। আপনার কেবলই মনে হবে আপনি যেন কালো-কালো অনেক ছায়াকে রাস্তা পেরোতে দেখলেন, কখনো এখানে, কখনো

ওখানে। গাছের ডালপালায় নীল লণ্ঠনের মতো বড়ো-বড়ো তারা ঝুলে আছে। গ্রীষ্মকালের প্রান্তর-ভূমি যেভাবে ডেইজি ফুলে ছেয়ে থাকে, সারা আকাশে তেমনি ছড়িয়ে আছে ছোটো-ছোটো তারা।

'পুশকিন সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে চলেছি আমরা। সেদিন রাত্রে তাঁর সেই কবিতাগুলি নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, যেগুলি তিনি স্কুলে পড়ার সময় লিখেছিলেন। ছন্দ-নির্বাচনের ওপর কতো কিছু নির্ভর করে!

'যতোদিন তিনি দীর্ঘ চরণ লিখেছিলেন ততোদিন তাঁর উচ্চাশার সীমা ছিলো আর্জামাস-এর[১] বন্ধুদের চমক লাগিয়ে দেওয়া। পুরাণ, বাগাড়ম্বর, সাংসারিক সুবুদ্ধি, ভোগবৃত্তি, সারল্যবর্জন—সবই অভিনয় অবশ্য, কেননা বয়স্কদের ভারিক্কি চাল বজায় রাখতে হবে, আর কাকার[২] চোখে ধুলো দেওয়াও চাই।

'কিন্তু যে-মুহূর্তে তিনি ওশন[৩] ও পার্নির[৪] অনুকরণ করা ছেড়ে দিলেন, যে-মুহূর্তে তিনি "ৎসারস্কোয়ে সেলোর স্মৃতিকথা"র বদলে লিখলেন "একটি ছোটো শহর" বা "আমার বোনের প্রতি—একটি চিঠি" বা "আমার দোয়াতের প্রতি" (এটি পরে কিশিনেভ-এ লেখা হয়েছিলো) অথবা "ইউডিন-কে", তখনই পুশকিনের সম্পূর্ণতাকে আমরা পেয়ে গেলাম।'

---

১ Arzamas: উনিশ শতকের প্রথম ভাগে তরুণ রুশ কবিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী, পুশকিন ছাত্রাবস্থাতেই এর সদস্য হয়েছিলেন।—অনুবাদকের টীকা।

২ ভাসিলি লৃভভিচ পুশকিন (১৭৬৭—১৮৩০): কবি পুশকিনের পিতৃব্য। ইনি ছিলেন একজন গৌণ কবি, আর আর্জামাসের সভ্য।—অনুবাদকের টীকা।

৩ Ossian: গেলিক উপকথায় প্রখ্যাত প্রাচীন কবি। জেমস ম্যাকফারসন নামক এক স্কটিশ কবি ১৭৬০, '৬১, ও '৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় তিনখানা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন, সেগুলি ওশন-এর মূল রচনা থেকে অনুবাদ ব'লে বিজ্ঞাপিত হয়। কিন্তু ম্যাকফারসনের মৃত্যুর পরে জানা যায় সেগুলি তাঁরই মৌলিক রচনা। য়োরোপীয় রোমান্টিকতায় এর প্রভাব উল্লেখযোগ্য।—অনুবাদকের টীকা।

৪ Parny, E'variste-De'sire'de (১৭৫৩—১৮১৪): প্রাক্-রোমান্টিক ফরাসী কবি, রিইউনিয়ন দ্বীপে জন্মেছিলেন। এঁর রচনায় লামারতিনের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।—অনুবাদকের টীকা।

'যেন মুহূর্তের মধ্যে খোলা জানলা দিয়ে রাস্তা থেকে ঘরে এসে ঢুকলো হাওয়া, আলো, জীবনের কলরোল, বস্তুর পর্যাপ্ত সত্তাসার। বাস্তব, বাইরের জগতের জিনিসগুলো, নিত্য ব্যবহৃত জিনিস, তাদের নাম, সাধারণ বিশেষ্য-পদ—সব যেন ফেটে পড়লো তাঁর কবিতার মধ্যে, অধিকার ক'রে নিলো, দূর হ'লো শব্দব্যবহারের অস্পষ্টতা, নিয়ে এলো বস্তু—আরো বেশি বস্তু, সারি-সারি মিল বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলো পৃষ্ঠার ওপর।

'যা পরে এতো বিখ্যাত হয়েছিলো, সেই আট মাত্রার ছন্দ যেন রাশিয়ার জীবন মেপে নেবার কোনো মাপকাঠির মতো, যেন মাতৃভূমির সমগ্র অস্তিত্বের তিনি মাপজোক নিচ্ছেন—যেমন ক'রে আমরা পায়ের ছাপ বা হাতের মাপ নিয়ে থাকি—যাতে জুতো বা দস্তানাটি ঠিক মানানসই হয়।'

'পরে, অনেকটা একই ভাবে, কথ্য রাশিয়ানের স্পন্দন, সাধারণ ঘরোয়া ভাষার ধ্বনিসম্পদ—সব প্রতিধ্বনিত হয়েছিলো নেক্রাসভের তিন মাত্রা ও ডাক্টিলিক ছন্দে।'

৭

'ডাক্তার বা কৃষক হিসেবে কাজের লোক হ'য়ে উঠতে চাই আমি; কিন্তু সেই সঙ্গে এমন কাজে আত্মনিয়োগ করতে চাই যা স্থায়ী এবং মৌলিক ব'লে পরিগণিত হবে; চাই কোনো বৈজ্ঞানিক বই লিখতে, নয়তো কোনো শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতে।

'প্রত্যেক মানুষই এক-একজন ফাউস্ট হয়ে জন্মায়: পৃথিবীর সব-কিছু আলিঙ্গন করতে চায় সে, চায় তার অভিজ্ঞতায় সব-কিছু ধরা পড়ুক, জগতের সব-কিছু তার মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হোক। ফাউস্ট যে একজন বৈজ্ঞানিক হ'য়ে উঠেছিলো, এজন্য তার পূর্ববর্তী ও সমকালীনদের ভ্রান্তিকে ধন্যবাদ। বৈজ্ঞানিক প্রগতি নামক জিনিসটা বিকর্ষণের নীতি মেনে চলে—সমসাময়িক-কালের বিভ্রান্তি ও অসত্য তত্ত্বের প্রতিক্রিয়ার ফলেই অগ্রগতি সম্ভব হ'তে পারে। ফাউস্ট যে শিল্পী হ'য়ে উঠেছিলো, তার কারণ তার পূর্বসূরিদের আদর্শ, আকৃষ্ট হ'লেই শিল্পের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া যায়। পূর্বসূরিদের মধ্যে

যাঁদের সে সবচেয়ে প্রশংসা করে তাঁদের অনুসরণ করবার আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগবশতই শিল্পের অগ্রগতি সম্ভব হ'য়ে থাকে।

'কেন আমি ডাক্তার কিংবা লেখক হিসেবে কাজে লাগতে পারছি না? কী সেটা, যা আমাকে কিছু হ'য়ে উঠতে বাধা দিচ্ছে? কষ্টে আছি, জীবনে স্থিতি নেই, কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছি—এগুলিকে এর যথার্থ কারণ ব'লে আমার মনে হয় না। আসল কথা—আমাদের কালে অলংকৃত ভাষার বা বাঁধা-বুলির মোহে প'ড়ে গেছি আমরা—এই সব "আগামীর উষা" "নতুন পৃথিবীর নির্মাণ" "মানবজাতির মশালবাহীর দল"—প্রথম শুনলে মনে হয়, "কল্পনার কী ঐশ্বর্য!" কিন্তু আসলে শব্দগুলি যে এতো জাঁকালো তার কারণই এই যে এদের পেছনে কল্পনা ব'লে কিছু নেই, চিন্তাটাই দ্বিতীয় শ্রেণীর।

'যাকে আমার অলৌকিক বলি, তা প্রতিভার স্পর্শ-পাওয়া সাধারণ ছাড়া আর-কিছুই নয়। পুশকিনই এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। শাদাশিধে খাটুনি, কর্তব্য ও দৈনন্দিন জীবনের স্তবগান—এই তো তাঁর রচনা। "বুর্জোয়া" ও "মধ্যবিত্ত"[১] এই শব্দ দুটি আজকাল গালাগাল হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু পুশকিন তাঁর "বংশলিপি" কবিতায় এই সমালোচনার আভাস আগেই দিয়ে গিয়েছিলেন। "বুর্জোয়া—এক বুর্জোয়া—এই হলাম আমি," আর "ওনেগিনের যাত্রা"য় আবার বলেছিলেন:

"এখন আমার স্বপ্ন হলেন গৃহিণী,
শান্ত জীবন উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা,
মস্ত গামলাভরা বাঁধাকপির সুরুয়া।"

'সমগ্র রুশ সাহিত্যের মধ্যে যেটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে, তা হ'লো পুশকিন আর চেখভের শিশুর মতো রুশীয় মানস। মানবজাতির চরম উদ্দেশ্য বা নিজেদের মোক্ষের উপায়, এ-সব গালভরা বিষয় সম্পর্কে তাঁদের যে সলজ্জ ঔদাস্য আছে, এটাই সবচেয়ে ভালো লাগে আমার। এমন নয় যে

---

১ Obyvatel; Meshchanin: এই দুটি শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ অন্য ভাষায় নেই। ওবিভাটেল শব্দের আক্ষরিক অর্থ অকেজো বা নিষ্প্রোয়জনীয় লোক; যেখানে সে থাকে সেখানকার কোনো ব্যাপারেই সে দায়িত্ব নেয় না। মেশ্চানিন কথাটা 'পাতি বুর্জোয়া'র কাছাকাছি। রুশ সাহিত্যের বিখ্যাত 'superfluous man' এই ওবিভাটেলেরই প্রতিমূর্তি।

তাঁরা এ-সব বিষয়ে কিছুই ভাবেননি, বা এ সব বিষয়ে কিছুই তাঁদের বলার ছিলো না, কিন্তু তবু তাঁরা সব সময়েই ভেতরে-ভেতরে অনুভব করেছেন যে এ-সব বিষয় ঠিক তাঁদের জন্য নয়। অপর পক্ষে গোগোল, টলস্টয় ও ডস্টয়েভস্কি যে-কালে জীবনের অর্থ খোঁজবার চেষ্টা করছেন, ভাবছেন এ-বিষয়ে, প্রস্তুত হচ্ছেন মৃত্যুর জন্য, ঠিক সেই সময়েই এঁরা দু'জন আকৃষ্ট হয়েছেন তৎকালীন জীবনধারায়, একেবারে শেষ দিন পর্যন্ত লেখক হিসেবে সেই ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন ক'রে গেছেন, যা তাঁরা নিজেদের কাঁধে নিজেরা তুলে নিয়েছিলেন ; আর এই দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করতে গিয়েই তাঁরা জীবন কাটিয়েছেন সংগোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে ; তাঁদের জীবন ও তাঁদের রচনা—দুটোকেই তাঁরা ভেবেছেন তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার ব'লে, একেবারেই নিজস্ব ব'লে ভেবেছেন, যেন তাতে অন্য কারো কিছুই এসে যায় না। আর তারপর থেকে তাঁদের এই ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলিই সকলের অভিনিবেশের ব্যাপার হয়ে উঠেছে, নিজের ভেতরে সুপক্ক হ'য়ে উঠেছে তাঁদের রচনা, যেমন ক'রে পেকে ওঠে গাছ থেকে পেড়ে-আনা কাঁচা আপেল, অনুভূতি ও মাধুর্যে ক্রমশ পূর্ণ ও পরিণত।'

৮

'বসন্তের প্রথম আভাস : বরফ গলা। ঘুমেল হাওয়ায় শ্রোভ-পরবের[১] মাখন-মাখানো প্যানকেক আর ভদকার গন্ধ। তেলতেলে ঘুমেল সূর্য বনের ওপর মিটমিটে চোখে তাকায়, ঘুমেল পাইনের ছুঁচোলো ডগাগুলো চোখের পলকের মতো পিটপিট ক'রে নড়ে, তেলতেলে ডোবা চকচক করে দুপুরবেলায়। আর পল্লী-প্রান্তর হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙে, পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে আবার।

'বসন্ত, ওনেগিনের অনুপস্থিতিতে তার পরিত্যক্ত বাড়ি, আর পাহাড়ের তলায় ঝর্নার ধারে লেন্স্কির কবর—"ইউজেনে ওনেগিনে"র সপ্তম সর্গে এই সবের বর্ণনা আছে।

"নাইটিঙ্গেল, বসন্তের প্রেমিক,
সারা রাত ধ'রে গান গায়। ফোটে বুনো গোলাপ।"

১ ৯৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।—অনুবাদক।

"প্রেমিক" কেন? কেন আবার, স্বাভাবিক ব'লে, মানিয়ে গেছে ব'লে। "প্রেমিক"ই ঠিক। তাছাড়া মিলের জন্যেও দরকার ছিলো। নাকি তিনি আসলে তখন লোকগাথার দস্যু-নাইটিঙ্গেলের কথা ভাবছিলেন? "ওডিমানটিয়ি-র পুত্র, দস্যু নাইটিঙ্গেল।"

"তার নাইটিঙ্গেল-শিস শুনে,
তার বুনো আরণ্যক আহ্বানে,
থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে ঘাস,
আর ফুলেরা ঝরিয়ে দেয় পাপড়ি।
কালো বন আভূমি প্রণত হয়,
আর সব ভালো মানুষ ম'রে প'ড়ে যায়।"

'আমরা ভারিকিনো এসেছিলাম প্রথম বসন্তে। দেখতে-দেখতে সবুজ হ'য়ে উঠেছিলো গাছেরা—বিশেষ ক'রে মিকুলিৎসিনের বাসার তলায় শুটমার খাদে—অল্ডার, হেজেল, বুনো চেরি—সব সবুজ। আর তার একটু পরেই শুরু হ'য়ে গেলো নাইটিঙ্গেলের গান।

'আর-একবার অন্য সব পাখিদের গানের সঙ্গে তাদের তফাৎ অনুভব ক'রে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। বিরাট এই ব্যবধান, নাইটিঙ্গেলের অদ্বিতীয় সম্পদের সঙ্গে অন্যদের গানের কোনো সেতুই প্রকৃতি রচনা করেননি। কী বৈচিত্র্য আর শক্তি আর অনুরণন! টুর্গেনিভ কোথায় যেন এর উল্লেখ করেছেন—এই গান, তাকে তিনি বলেছেন অরণ্যদানবের বাঁশির স্বর। আবার দুটি স্বর অন্য অন্যগুলি থেকে স্বতন্ত্র। একটি বিলাসী, পর্যাপ্ত, এবং লোলুপভাবে পুনরাবৃত্ত: "টিঅখ, টিঅখ, টিঅখ" একটানা সুরের মতো বাজতে থাকে। এই স্বর শুনে শিশির-ঢাকা ঝোপঝাড় পুলকে যেন শিউরে ওঠে। অন্য স্বর গম্ভীর, একটানা আবেদন অথবা সতর্কবাণী উচ্চারণ করছে যেন, "জাগো! জাগো![১]

১ ওখনীস! ওখনীস!

৯

'বসন্ত। বাসন্তী বীজ বোনার সময় হ'য়ে এলো। লেখার সময় একটুও নেই, এমন কি দিনপঞ্জী লেখার পর্যন্ত না। যতোদিন লিখেছি, বেশ ছিলো। আগামী শীত পর্যন্ত এটা মুলতুবি রইলো।

'সেদিন—আর সেটা ছিলো সত্যিই শ্রোভ-পরবের দিন, বসন্তকালীন বন্যা ভরপুর চলছে তখন, জল কাদা বরফগলার মধ্য দিয়ে স্লেজ চালিয়ে রুগ্ন এক চাষি এসে হাজির। আমি বললাম যে আমি আজকাল রোগী দেখা ছেড়ে দিয়েছি; তাছাড়া এখানে দরকারমতো ওষুধপত্র বা যন্ত্রপাতিও পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাতে কোনো ফল হ'লো না, সে একই কথা ব'লে চললো।—"বাঁচান আমাকে, বাঁচান। আমার চামড়া খারাপ। আমার এই রোগা শরীরটাকে একটু দয়া করুন।" কী আর করি, হৃদয়টা তো আর পাথর নয়। জামা খুলতে বললাম তাকে, দেখলাম তার লুপাস[1] হয়েছে। জানলার তাকের ওপর এক বোতল কার্বলিক ছিলো (ওটা আবার কোত্থেকে এলো—এমন প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না; ওটা বা ঐ জাতীয়, এমন আরো দু-একটা জিনিস আছে, যা না-হ'লে আমার চলেই না, সেই সবই সামদেভইয়াটভের কৃপায় পেয়েছি), তাকে পরীক্ষা করতে-করতে একবার সেই বোতলটার দিকে তাকালাম। ঠিক তখনই আমার চোখে পড়লো, বাড়ির উঠোনে আরেকটা স্লেজ এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে ভাবলাম বুঝি আরেকজন রোগী এলো। কিন্তু দেখা গেলো, আমার ভাই ইয়েভগ্রাফ, সোজা যেন আকাশ থেকে পড়লো। বাসার সবাই ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়লো তাকে নিয়ে—টোনিয়া, সাশা, আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ; পরে আমিও এসে যোগ দিলাম তাদের সঙ্গে। প্রথমেই তো এক পশলা প্রশ্ন বর্ষণ করা হ'লে তার ওপর। কোত্থেকে এলো সে? এলোই বা কী ক'রে? যথারীতি সব প্রশ্নই কৌশলে এড়িয়ে গেলো সে। একটু হাসলো, কাঁধ ঝাঁকালো, আর কথা বললো হেঁয়ালি ক'রে।

'দিন পনেরো থেকে গেলো সে, প্রায়ই ইউরিয়াটিনে যাওয়া-আসা করলো, তারপর এমনভাবে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো যেন পৃথিবী তাকে গিলে

১ লুপাস হ'লো এক ধরনের চর্মরোগ।—অনুবাদকের টীকা।

ফেলেছে। সে যে-কদিন এখানে থেকে গেলো, তারই মধ্যে আমি বুঝতে পারলাম যে সামডেভইয়াটভের চাইতেও অনেক বেশি প্রতিপত্তি তার, আর তার ক্রিয়াকলাপ, তার যোগাযোগ, সবই আরো বেশি রহস্যময়। সে কে? কী করে সে? কেন সে এত ক্ষমতাশালী? আমাদের সংসার যাতে স্বচ্ছন্দে চলে তার ব্যবস্থা করবে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলো; তাতে টোনিয়াও সাশার দেখাশোনা করার সময় পাবে, আমিও ডাক্তারি করা আর লেখার সময় পাবো। কী ক'রে সে এই ব্যবস্থা করবে—এ কথা আমরা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।—উত্তরে সে শুধু একটু হেসেছিলো। কিন্তু তার প্রতিশ্রুতি যে মিথ্যে নয়, অল্পদিনের মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া গেলো। আমাদের অবস্থার মধ্যে কিছু-কিছু পরিবর্তনের চিহ্ন দেখতে পেলাম।

'এটা কিন্তু সত্যিই আশ্চর্য। ও হ'লো আমার সৎভাই, একই নাম বহন করছি আমরা, অথচ আমি কিনা ওর বিষয়ে বলতে গেলে কিছুই প্রায় জানি না।

'দ্বিতীয় বারের মতো সে আচমকা আমার জীবনে এসে আবির্ভূত হ'লো, আমার শুভ সত্তা যেন সে, আমার ত্রাণকর্তা, আমার সমস্যার সমাধান ক'রে দিয়ে গেলো। অন্যান্য আনুষঙ্গিক চরিত্র বাদে, হয়তো প্রত্যেকের জীবনেই এ-রকম থাকে—থাকতেই হয়—যারা [illegible] যুক্ত তাদের বাইরেও এক গোপন, অজানা শক্তি, প্রায় প্রতীকী কোনো সত্তা, বিনা আহ্বানেই যে চ'লে আসে উদ্ধার করতে, আর আমার জীবনে বোধ হয় আমার ভাই ইয়েভগ্রাফ সেই গোপন উৎসের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে চলেছে।

ঠিক এখানটায় এসে ইউরির দিনলিপি বন্ধ হ'য়ে গেছে আর কোনোদিন সে এতে হাত দেয়নি।

১০

ইউরিয়াটিন পাব্লিক লাইব্রেরির রীডিংরুমে ব'সে-ব'সে বইগুলো উল্টে-পাল্টে দেখছিলো ইউরি। অনেকগুলি জানলা রীডিংরুমে, প্রায় শো-খানেক লোক বসতে পারে। লম্বা-লম্বা টেবিলের সারি চ'লে গেছে জানলার ধার পর্যন্ত। লাইব্রেরি বন্ধ হয় সন্ধেবেলায়; বসন্তকালে শহরে আলোর কোনো ব্যবস্থা

নেই। কিন্তু ইউরির তাতে কোনো অসুবিধেই হয় না, কেননা, কোনো কারণেই, সে ডিনারের সময় পেরিয়ে শহরে থাকে না। মিকুলিৎসিনের ধার-দেওয়া ঘোড়াটা সে সামডেভইয়াটভের সরাইখানায় রেখে আসে, তারপর সকালে পড়াশুনো ক'রে বিকেলবেলায় ভারিকিনোর উদ্দেশে ঘোড়ায় চেপে রওনা হ'য়ে পড়ে।

লাইব্রেরিতে পড়াশুনো শুরু করার আগে ইউরি কচিৎ ইউরিয়াটিনে আসতো। সেখানে তার করবারও কিছু ছিলো না, তার ওপর শহরটা তার অচেনা। স্থানীয় অধিবাসীরা যখন আস্তে-আস্তে রীডিং-রুম ভরিয়ে তোলে—কেউ-কেউ তারই পাশে বসে, আবার কেউ বা ঘরের অন্য প্রান্তে—তখন তার মনে হয় সে যেন চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে শহরটাকে জেনে ফেলছে, যেন শুধু লোকজনেরাই এই রীডিংরুমে আসছে না, তাদের সঙ্গে-সঙ্গে ঘর-বাড়ি রাস্তাঘাটও এখানে এসে পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করছে।

আসল ইউরিয়াটিনকে, যে-ইউরিয়াটিন বাস্তব, কল্পনার সামগ্রী নয়—জানলা দিয়ে দেখা যায়। ঠিক মাঝখানকার, ঘরের সবচেয়ে বড়ো জানলাটা, তার সামনেই ফোটানো জলের একটা ট্যাঙ্ক। পাঠকেরা যখন একটু বিশ্রাম নিতে চায়, তখন কেউ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় সিগারেট খেতে, নয়তো ট্যাঙ্কের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ায়, জল খেয়ে পেয়ালার বাকি জলটুকু বেসিনে ঢেলে দেয়, জানলার কাছে ভিড় ক'রে দাঁড়ায়, সপ্রশংস চোখে শহরের দৃশ্য ভাখে।

দু'জাতের পাঠক আছে; বেশির ভাগই হ'লো স্থানীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের, অন্যেরা আর-একটু নিম্নশ্রেণীর।

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বেশির ভাগই স্ত্রীলোক; কাপড়-চোপড় ভালো না, চোখে অবহেলিত অন্ত্যজের ভঙ্গি, আর লম্বা রোগা মুখের ভাবটি ফোলা-ফোলা, যার কারণ হয় ক্ষুধা, নয়তো পাণ্ডুরোগ কি শোথ। পড়াশুনো নিয়েই চিরকাল কাটিয়েছে তারা, লাইব্রেরির কর্মচারীদেরও ব্যক্তিগতভাবে চেনে, তাই লাইব্রেরিতে তারা বাড়ির মতোই স্বচ্ছন্দ।

সাধারণ লোকেরা দেখতে ভালো, স্বাস্থ্যবান; সবচেয়ে ভালো পোষাক প'রে পরিচ্ছন্ন হ'য়ে আসে তারা; একটু লাজুক সংকোচ মিশে থাকে

চলনে-বলনে, এমন একটা ভঙ্গি থাকে যে মনে হয় তারা গির্জেয় ঢুকছে। অন্যদের চেয়ে তারা গোলমাল করে বেশি, নিয়মকানুন জানে না ব'লে নয়, বরং কারণটা ঠিক এর উল্টো ; কোনো শব্দ করা ঠিক হবে না এই উৎকণ্ঠায় সর্বক্ষণ শঙ্কিত হ'য়ে থাকে ব'লেই তারা তাদের প্রাণবন্ত পদক্ষেপ ও কণ্ঠস্বর চাপা দিতে পারে না।

জানলাগুলির ঠিক উল্টো দিকে যে-খুপরিটা আছে, লাইব্রেরিয়ান ও তার দু'জন সহকারী সেখানে একটা পাটাতনের ওপর বসে ; তাদের এই বসবার জায়গাটিকে সারা ঘর থেকে আলাদা ক'রে রাখা হয়েছে একটি কাউণ্টার দিয়ে। সহকারীদের মধ্যে একজন হ'লো একটি খিটখিটে ধরনের স্ত্রীলোক, গায়ে পশমি শাল, প্রতি মুহূর্তেই সে কেবল তার প্যাঁশ-নে চোখে দিচ্ছে আর খুলে নিচ্ছে, আপাতদৃষ্টিতে তার এই সক্রিয়তার কারণ ব'লে যেটা মনে হয় তাকে প্রয়োজন না-ব'লে মেজাজ বলাই ভালো। অন্য সহকারীটির পরনে কালো রঙের রেশমি জামা ; তার বোধ হয় ফুশফুশের অসুখ আছে, কেননা তাকে সব সময়েই রুমালের ভেতর দিয়ে কথা বলতে দেখা যায়, এক মুহূর্তের জন্যও ঐ রুমালটিকে সে মুখ আর নাকের ওপর থেকে সরায় না।

লাইব্রেরির কর্মচারীদের মুখ বুদ্ধিজীবীদের মতোই লম্বাটে গোছের, আর অমনি থলথলে ফোলা-ফোলা ; তাদের গায়ের চামড়াও তেমনি শিথিল, কেমন একটা মেটে-ধূসর এবং সবুজের ছাপ আছে, যেন নোনা শসা বা ছাতা-পড়ার রং। পালা ক'রে প্রত্যেকেই তারা ফিশফিশ ক'রে নতুন পাঠকদের নিয়ম-কানুন ব'লে দেয়, নিঃশব্দে বইয়ের স্লিপ বাছাই করে, বই নিয়ে আসে ও ফিরিয়ে নিয়ে যায়, আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে অবসর সময়ে কোনো রিপোর্ট বা সেই জাতীয় কোনো-কিছু লেখে।

জানলার বাইরে যখন সত্যিকার শহরের দৃশ্য দেখলো ইউরি, আর ঘরের ভেতর যখন সে কাল্পনিক শহরকে অনুভব করলে, যে-শহরের অধিবাসীদের প্রায় সকলের মুখ চোখ এমন ফোলা-ফোলা যে মনে হয় যেন প্রত্যেকেরই গলগণ্ড আছে, এবং যারা কোনো কারণে তাকে ইউরিয়াটিন স্টেশনের সিগন্যাল-ঘরের সেই অশিষ্ট স্ত্রীলোকটির মুখ মনে করিয়ে দেয়, তখন, ভাবনার কোনো-এক অকারণ অনুষঙ্গে ইউরির মনে প'ড়ে গেলো

সেই প্রথম সকালবেলাটি, যেদিন সে এসে পৌঁছলো এই শহরে, মনে পড়লো শহরের দূরাগত পরিদৃশ্য, গাড়ির মেঝেতে তার পাশে ব'সে-থাকা সামডেভ্‌-ইয়াটভকে, এবং তার মন্তব্য ও ব্যাখ্যাগুলি। শহরের অনেক দূরে থাকতেই যে-ব্যাখ্যাগুলি তাকে দেওয়া হয়েছিলো, তার সঙ্গে এই অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের কোনো সম্বন্ধ আবিষ্কার করার চেষ্টা করলো সে, মনে-মনে ভাবলো যে এখন তো সে এই শহরের মধ্যেই, তাই তখন এই মিলিয়ে দেখার চেষ্টা নেহাৎ নিরর্থক নয়, কিন্তু সামডেভইযাটভ তাকে যা বলেছিলো তার বিশেষ-কিছু মনে করতে পারলো না।

১১

ইউরি বসেছিলো ঘরের এক প্রান্তে, দরজা থেকে সবচেয়ে দূরে, তার সামনে প'ড়ে আছে স্থানীয় জেলা-পরিষদের পরিসংখ্যান-সম্পর্কিত কতিপয় বিবরণ, আর এ-অঞ্চলের জাতিতত্ত্ব সম্পর্কিত কতোগুলো তথ্যনির্ভর বই। পুগাচেভ[১]-বিদ্রোহের ইতিহাস-সম্পর্কিত দুটো বইয়ের জন্যও সে চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু রেশমি জামা-পরা লাইব্রেরিয়ান তাকে ফিশফিশে গলায় জানিয়েছে যে কোনো পাঠক একসঙ্গে এতগুলো বই নিতে পারে না, যদি অন্য কোনো বইয়ে তার আগ্রহ থাকে তাহ'লে এ-সব পত্রিকা ও উল্লেখগ্রন্থ তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। .

অতএব ও-সব বাছাই-না-করা বইয়ের স্তূপেই আগের চেয়ে আরো উদ্যম ও বেগ নিয়ে আত্মনিয়োগ করলে সে, যে-সব বই তার সত্যি কাজে লাগবে সেগুলি সে একপাশে সরিয়ে রাখতে লাগলো, যাতে বাকিগুলি ফিরিয়ে দিয়ে যেগুলি সে পড়তে চায়, সেই ইতিহাসের বইগুলো আনতে পারে। ঐ সারগ্রন্থগুলির ভেতর দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে পরিচ্ছেদগুলির নাম দেখে নিচ্ছিলো সে, এতো তন্ময় হ'য়ে সে তার কাজ ক'রে চললো যে একবারের জন্যও আশে-পাশে তাকালো না। তাকে অন্যমনস্ক করতে পারলো না পাঠকদের ভিড়, তার পাশের পাঠকদের সে আগেই ভালো ক'রে দেখে নিয়েছে। তার বাঁ ও ডানদিকের পাঠকদের সে মনে-মনে চিহ্নিত ক'রে

১ ৩০৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখুন। —অনুবাদক

নিয়েছে, চোখ না-তুলেই সে বুঝতে পারছে যে এখনো পাশে ব'সে আছে তারা, জানলার বাইরে যে-সব বাড়ি আর গির্জে দেখা যাচ্ছে, তারা যেমন তাদের জায়গা থেকে নড়বে না, তেমনি তার দু'পাশের পাঠকরাও যে রীডিং-রুম থেকে তার আগে বেরোবে না, এটাও সে ভালো ক'রেই জানে।

ইতিমধ্যে সূর্য কিন্তু তার স্থান পরিবর্তন করলো, পুব কোণ থেকে শুরু ক'রে ঘরের সব দিকেই ঘুরে এলো, রোদের রেখা এখন দক্ষিণ দিকের জানলায় ঝলসে উঠছে, দেয়ালের পাশের পাঠকদের চোখে সোজা ছুঁড়ে মারছে তার তীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতা।

বারোমেসে সর্দিওলা লাইব্রেরিয়ান তার পাটাতন থেকে নেমে জানলা-গুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। আলোকে নরম ক'রে আনার জন্য কুঁচকোনো শাদা পর্দার ব্যবস্থা করা ছিলো, একটি বাদে বাকি সবগুলি পর্দাই টেনে দিলে সে। শেষ জানলাটা ছায়ায় ছিলো তখনো, তার কাছে এসে খড়খড়ি খোলার জন্য ঝোলানো দড়ি ধ'রে টান্ দিলে, কিন্তু সেই মুহূর্তেই প্রচণ্ডভাবে হাঁচি শুরু হ'য়ে গেলো তার।

সে যে মিকুলিৎসিনের অন্যতমা শ্যালিকা, সামডেভইয়াটভ যাদের কথা বলেছিলো সেই টুন্টসেভ বোনদের একজন, এটা ইউরি আন্দাজ করলে যখন সে দশ-বারোবার হেঁচে নিয়েছে। সে মাথা তুলে তার দিকে তাকালো, যে-কাজটা প্রায় সব পাঠকই আগে ক'রে নিয়েছিলো।

ঘরের ভেতর একটি পরিবর্তন সে লক্ষ্য করলে এবার। ঘরের ঠিক অন্য কোণে, দেয়ালের কাছে, নতুন একজন পাঠিকা বসেছেন। আণ্টিপভাকে তক্ষুনি চিনতে পারলো ইউরি। ইউরির দিকে পেছন ফিরে ব'সে আছে সে, নিচু গলায় কথা বলছে সর্দি-লাগা লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে, আর সেও তার টেবিলে ঝুঁকে প'ড়ে ফিশফিশিয়ে জবাব দিচ্ছে। মনে হ'লো এই কথাবার্তার ফল লাইব্রেরিয়ানের দিক থেকে ভালো হ'লো, কেননা সত্যিই দেখা গেলো যে সে যেন চোখের পলকে ভালো হ'য়ে উঠলো, শুধু যে তার ঠাণ্ডা, সর্দি এই সবই অন্তর্হিত হ'লো তা নয়, তার সেই উৎকণ্ঠিত ভিতু ভাবটাও কেটে গেলো। লারার দিকে একবার উষ্ণ ও কৃতজ্ঞ চোখে তাকালো সে, তারপর যে-রুমালটায় সব সময় মুখ ঢেকে রাখে সেটা তুলে নিয়ে পকেটে ভ'রে

রাখলো। এবার যখন সে কাউন্টারের পেছনে তার আসনে গিয়ে বসলো তখন তার সুখী চোখে-মুখে হাসি আর আত্মবিশ্বাসের চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

ঘটনাটি তুচ্ছ হ'লেও মর্মস্পর্শী, ঘরের নানা অংশের অনেকেই এটা লক্ষ্য করলে; লারার দিকে সমর্থনের ভঙ্গিতে তাকিয়ে তারাও নিঃশব্দে হাসলো একটু। এই সব ছোটোখাটো লক্ষণেই ইউরি বুঝতে পারলো যে আন্টিপভাকে শহরের প্রায় সকলেই চেনে, শুধু তাই নয়, পছন্দও করে।

১২

ইউরি প্রথমে ভাবলো তক্ষুনি গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু কেমন একটা লজ্জা এসে বাধা দিলে—হয়তো সরলতার অভাব—যা তার স্বভাবের বিরোধী, কিন্তু যা অতীতে লারার সঙ্গে যোগাযোগের সময় সে অনুভব করেছে। থাক, লারাকে বিরক্ত ক'রে কাজ নেই, নিজেও পড়া ছেড়ে উঠবে না। লারার দিকে তাকিয়ে থাকার লোভ এড়াবার জন্য তার চেয়ার সে এমনভাবে এক পাশে সরিয়ে নিলে যে তার পেছনটা পড়লো টেবিলের দিকে; বইয়ের দিকে মন দেবার চেষ্টা করলো সে, আর তাই একটা বই নিলে হাতে, আর-একটা রাখলো হাঁটুর ওপর।

কিন্তু যে-বিষয়ে পড়ছে তা থেকে হাজার মাইল দূরে প'ড়ে থাকলো তার মন। হঠাৎ সে বুঝতে পারলো ভারিকিনোয় এক শীতের রাত্রে স্বপ্নে যে-গলার স্বর শুনেছিলো, সে আর কারো নয়, লারার। এই আবিষ্কার তাকে এতো অবাক ক'রে দিলে যে সে ঝাঁকুনি দিয়ে চেয়ার ঠেলে দিলে, আশে-পাশের লোকেরা চমকে উঠলো, কিন্তু ইউরি সেদিকে কোনো খেয়াল না-ক'রে একদৃষ্টে লারার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

লারার আধখানা মুখ চোখে পড়লো তার, তাও প্রায় পেছন থেকে। ফিতে-লাগানো পাৎলা একটা ডোরা-কাটা ব্লাউজ তার পরনে। বইয়ের মধ্যে তলিয়ে গেছে সে, ঠিক একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো নিবিষ্ট হ'য়ে আছে বইয়ে; এমনভাবে ব'সে আছে যে তার মাথা ডান কাঁধের দিকে ঝুঁকে পড়েছে একটু। মাঝে-মাঝে চিন্তা করবার জন্ম পড়া বন্ধ ক'রে কড়িকাঠ

কিংবা সামনের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে আবার হাতে গাল ঠেকিয়ে নোট-বইয়ে লিখছে—তার পেন্সিল যেন উড়ে চলেছে কাগজের ওপর।

অনেকদিন আগে মেলউজ্রেইয়েভোতে ইউরি যা লক্ষ্য করেছিলো, আবার এখানে তা লক্ষ্য করলো সে। 'একটা জিনিস ভারি আশ্চর্য,' সে মনে-মনে ভাবলো, 'ছলাকলা ও মোটেই জানে না। অন্যকে খুশি করতে বা নিজেকে সুন্দর দেখাতে চায় না। মেয়েদের জীবনের সেই দিকটাকে সে ঘৃণা করে, যেন নিজের রূপের জন্য নিজেকে শাস্তি দিচ্ছে সে। কিন্তু নিজের প্রতি তার এই যে গর্বিত বিরুদ্ধতা, এটাই তার সব চেয়ে বড়ো আকর্ষণ।'

'তার সব কাজই কী নিপুণ! পড়াশুনো করা মানুষের সবচেয়ে উঁচু দরের কাজ— এ-কথা ভেবে যে সে পড়াশুনো করে তা নয়, বরং ঠিক যেন তার উল্টো, তার পড়াশুনোর ভঙ্গিটা এ-রকম যেন এটা পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ, যে-কোনো প্রাণীই যেন পড়াশুনো করতে পারে। তার কাছে পড়াশুনোটা কুয়ো থেকে জল তুলে আনা, কিংবা আলুর খোসা ছাড়ানোর মতো ব্যাপার।'

এ-সব চিন্তায় শান্ত হ'লো তার মন। সত্যি বলতে ও-রকম শান্তি সে ক্বচিৎ পেয়েছে। এবার তার মনের লাফিয়ে-লাফিয়ে বিষয়ান্তরে যাওয়া বন্ধ হ'লো। একটু মৃদু না-হেসে পারলো না সে, লারার উপস্থিতি তাকে ঠিক সেই ভাবেই বদলে দিলে, যেমন দিয়েছে লাইব্রেরির অসুস্থ কর্মচারীটিকে।

চেয়ারটা ঠিকমতো বসেছে কি বসেনি, মন তার বিক্ষিপ্ত হচ্ছে কিনা, এ-সব বিষয়ে আর একটুও চিন্তা করলো না ইউরি। বরং লারার আসার আগের চেয়েও আরো বেশি মন দিয়ে সে ঘণ্টাখানেক পড়াশুনো করলে। সামনের ঐ স্তূপাকার বইগুলোর সব ক'টাই সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলো, যে-সব তার সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে, সেগুলো সরিয়ে রাখলো একপাশে, এমনকি একটা বই থেকে সম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে লেখা একটি প্রবন্ধ পর্যন্ত প'ড়ে নিলো। তারপর তার মনে হ'লো আজকের মতো যথেষ্ট কাজ করা হয়েছে। বইগুলো সব জড়ো ক'রে ডেস্কে ফিরিয়ে দিয়ে এলো। এখন তার বিবেক হালকা; কোনো গূঢ় উদ্দেশ্যের কথা আর ওঠে না; এবার,

সকালবেলার এই খাটুনির পর, পুরোনো এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার আর বাধা নেই, নিজেকে এটুকু সুখের স্বাদ সে সংগতভাবেই দিতে পারে। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের চারদিকে তাকালো সে, কিন্তু লারাকে আর দেখা গেলো না।

যে-কাউণ্টারে সে তার নিজের বইগুলো ফেরৎ দেবে ব'লে রেখেছে, সেই একই কাউণ্টারে তখনও লারার ফেরৎ-দেওয়া বইগুলো প'ড়ে আছে। মার্ক্সবাদের পাঠ্যপুস্তক সেগুলো—আবার মাস্টারিতে যোগ দেবার আগে লারা নিশ্চয়ই রাজনীতি প'ড়ে নিচ্ছে।

বইয়ের পাতার ফাঁক দিয়ে যে অর্ডার-স্লিপের প্রান্ত দেখা যাচ্ছিলো, তাতে লারার ঠিকানা লেখা ছিলো। ঠিকানাটা অদ্ভুত মনে হ'লো বটে, কিন্তু তবু ইউরি একটা কাগজে সেটা টুকে নিলে 'মার্চেণ্ট স্ট্রীট, স্তম্ভ-ভবনের[১] উল্টো দিকে।' এই অদ্ভুত ঠিকানার মানে সে আর-একজন পাঠককে জিজ্ঞেস ক'রে নিলে, মস্কোতে যেমন লোকজনেরা কোনো এলাকাকে সেই এলাকার গির্জের নামে ডেকে থাকে, তেমনি ইউরিয়াটিনের লোকজনেরাও স্তম্ভ-ভবনের কথা মনে রেখে কোনো বাড়ির ঠিকানা বলে।

এক অন্ধকার অট্টালিকাব নাম স্তম্ভ-ভবন, ইস্পাতের মতো ধূসর তার রং, সামনের দেয়াল শিল্প-দেবীদের মূর্তিতে অলংকৃত, মুখোস, বীণা আর করতাল নিয়ে তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। গত শতকে একজন বণিক তার নাট্যশালা হিসেবে বানিয়েছিলো এটা। তার উত্তরাধিকারীরা পরে এটা বেচে দিয়েছে বণিক-সংঘের কাছে, আর এই বণিক-সংঘের জন্যই এই রাস্তার নাম হয়েছে মার্চেণ্ট স্ট্রীট, আর লোকে এই সারা এলাকাটাকেই চেনে এই বাড়ির নামের সূত্রে। পার্টির নগর-পরিষদ এখন এই বাড়িটা ব্যবহার করে, আর বাড়ির সামনের দিকের দেয়ালের তলায়, আগে যেখানে ঝুলতো থিয়েটারের পোস্টার আর প্রোগ্রাম, সেখানে এখন সরকারি ঘোষণা ও বিবিধ বিজ্ঞপ্তি লাগিয়ে রাখা হয়।

---

১ স্তম্ভ-ভবন (House of Caryatids) : কারিয়াটিড শব্দটা গ্রীক ; স্থাপত্যে ভারবাহী স্তম্ভরূপে ব্যবহৃত নারীমূর্তিকে কারিয়াটিড বলে। এই ধরনের মূর্তির ব্যবহার প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যেও বিরল নয়। —অনুবাদকের টীকা

১৩

মে মাসের গোড়ার দিকের একটি ঠাণ্ডা বিকেল, জোর হাওয়া দিচ্ছে। ইউরি গিয়েছিলো লাইব্রেরিতে ; সেখান থেকে বেরিয়ে শহরের সব কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফেরার উদ্যোগ করছে, এমন সময় হঠাৎ সে অন্যরকম ভাবলে, চললো লারার সঙ্গে দেখা করতে।

পথে কয়েকবার থামতে হ'লো তাকে, হাওয়ার বেগ ধুলোবালির ঝড় তুলছে তার সামনে। রাস্তার একপাশে স'রে এসে, মাথা নিচু ক'রে চোখ কুঁচকে, ঝড় থামার অপেক্ষা করে, তারপর আবার চলতে শুরু করলে সে।

লারা থাকে মার্চেন্ট স্ট্রীটের কোনায় নীল-ধূসর অন্ধকার স্তম্ভ-ভবনের উল্টো দিকের বাড়িটায় ; এই বিখ্যাত বাড়িটাকে ইউরি এই প্রথম দেখলে। যেমন নাম, বাড়িটা যেন কাজেও তা-ই, ইউরির মনে তা অদ্ভুত একটা অস্বস্তিকর ছাপ ফেললো।

লম্বায় মানুষের দেড়গুণ হবে, এমনি সব পৌরাণিক নারীমূর্তি সব চেয়ে উঁচু তলার দেয়ালের গায়ে সারি-সারি দাঁড়িয়ে আছে। দুই দমক ধুলোর ঝড়ের মাঝখানে তার মনে হ'লো যেন বাড়ির সব মেয়েরা অলিন্দে এসে দাঁড়িয়ে রেলিং-বসানো পিল্পের মধ্য দিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে তাকে দেখছে।

লারার বাড়িতে ঢোকার পথ দুটো ; একটা দরজা মার্চেন্ট স্ট্রীটে, অন্যটা পেছন দিকের গলিতে। সামনের দিকে যে কোনো প্রবেশপথ আছে এটা জানতো না ব'লে পেছনের দরজা দিয়েই ইউরি ঢুকলো।

সে দরজা দিয়ে ঢুকতেই ঘূর্ণি হাওয়া পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ধুলো আর জঞ্জাল তুললো আকাশে, উঠোনের রাস্তাটা ঢেকে গেলো ধুলোর পর্দায়। এই কালো পর্দার মধ্য দিয়েই কয়েকটা মুরগি ডাকতে-ডাকতে বেরিয়ে এলো, একটা মোরগ তাদের পেছনে তাড়া ক'রে এসেছে—তারা এসেই ইউরির পায়ের তলা দিয়ে কোঁ কোঁ করতে করতে পালিয়ে গেলো।

ঘূর্ণি বাতাস থেমে যেতেই লারাকে দেখতে পেলো সে। কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে আছে লারা, দুই বালতি জল তুলে একটা বাঁকে ঝুলিয়ে বাঁ কাঁধে রেখেছে। চুলগুলি হেলাফেলায় একটা রুমাল দিয়ে বাঁধা, যাতে ধুলো না লাগে। পরনের ঢেউ-খেলানো ঘাগরাটা হাঁটুর কাছে নামিয়ে অন্য হাতে

ধ'রে আছে। বাড়ির দিকে রওনা হ'তেই আবার এলো ঘূর্ণি হাওয়া, শুধু যে তাকে থামিয়ে দিলে তাই নয়, হাওয়ার বেগ তার মাথায় বেঁধে-রাখা রুমালটা উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বেড়ার ধারে ফেলে দিলো, তখনও সেখানটায় মুরগিরা প্রবল গলায় চ্যাঁচাচ্ছে।

ইউরি দৌড়ে গেলো রুমালটার পেছনে, তারপর সেটাকে কুড়িয়ে এনে দিলে। নিদারুণভাবে অবাক হ'য়ে গেলেও স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলো লারা, এটাই তার ধরন, কখনো তার মনের ভাব সে প্রকাশ করতে চায় না, আর সেইজন্যেই কোনোরকম বিস্ময়সূচক নাটকীয় ভঙ্গি করলো না, শুধু একটা কথা বললো: 'জ়িভাগো!'

'লারিসা ফিয়োডোরোভনা!'

'আপনি এখানে!'

'বালতিগুলো নামিয়ে রাখুন। আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

'আধখানা কাজ ভালোবাসি না আমি, কিছু শুরু করলে তার শেষও করা চাই। যদি আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসে থাকেন তাহ'লে চলুন।

'আর কার সঙ্গে দেখা করতে আসবো?'

'তা কি আমি জানি?'

'সে যাই হোক, আমাকে ঐ বালতিগুলো নিতে দিন। আপনি কাজ করবেন আর আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখবো তা হ'তে পারে না।'

'একে আপনি কাজ বলেন? থাক, বালতিগুলো থাক। আপনি শুধু জল ছলকে সিঁড়ি ভেজাবেন। বরং বলুন কেন এসেছেন। আপনি এই জেলায় এসেছেন এক বছর হ'য়ে গেলো, অথচ এর আগে সময় পেলেন না দেখা করার!'

'কী ক'রে জানলেন?'

'গুজবের তো অভাব নেই। তাছাড়া আপনাকে আমি লাইব্রেরির রীডিংরুমে দেখেছি।'

'আমাকে ডাকেননি কেন?'

'আমাকে আপনি দেখতে পাননি, এমন কথা বলবেন না!'

একটু-একটু দুলতে-থাকা বালতির ভারে লারাকেও খানিকটা আন্দোলিত হ'তে হচ্ছিলো। নিচু খিলানওলা প্রবেশ-পথ দিয়ে ইউরির আগে-আগে

চললো সে। এখানে এসে সে নিচু হ'য়ে বালতি দুটো মাটিতে রাখলো, তারপর কাঁধ থেকে বাঁক নামিয়ে, সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে একটা ছোট্ট রুমাল দিয়ে হাত মুছতে-মুছতে বললো :

'চলুন, আপনাকে ভেতরের পথ দিয়ে সামনের হল-ঘরটায় নিয়ে যাই। ঐ ঘরটায় আলো বেশি আসে। এক মিনিট দাঁড়াতে হবে কিন্তু। বালতিগুলোকে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে গিয়ে সব ঠিকঠাক ক'রে আসতে হবে। বেশি দেরি হবে না আমার। আমাদের সিঁড়িগুলো কেমন ছিমছাম দেখুন—লোহার সিঁড়ি, আর এমনভাবে বানানো হয়েছে যাতে খোলা হাওয়া পাওয়া যায় সব সময়। বাড়িটা পুরোনো, তার ওপর গোলা-বারুদের সৌজন্যে একে কাঁপতেও হয়েছে মাঝে-মাঝে: কোথাও-কোথাও গাঁথুনি ঢিলে হ'য়ে এসেছে সেটা আপনি সহজেই লক্ষ্য করতে পারবেন। ইটের গাঁথুনির কাছে যে-ফাটলটা আছে, দেখছেন? ওখানটায় আমি আর কাটিয়া বাড়ি ছেড়ে বেরোবার সময় চাবি রেখে যাই। এই তথ্যটা মনে রাখবেন। একদিন হয়তো এমন সময়ে এসে পড়লেন যখন আমি বাড়ি নেই—তখন দরজা খুলে অনায়াসে বাড়ি দখল ক'রে ব'সে থাকতে পারবেন, যতোক্ষণ আমি ফিরে না আসি। দেখলেন তো, ঐখানে থাকে চাবিটা কিন্তু এখন আর চাবির দরকার নেই। পেছন দিয়ে ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজাটা খুলবো এখন। এই বাড়িটার একমাত্র বিরক্তিকর ব্যাপার হ'লো মস্ত বড়ো-বড়ো ইঁদুর। পালে-পালে ইঁদুর এসে বাড়ি দখল ক'রে ব'সে আছে—কিছুতেই শ্রীমানদের হাত থেকে নিস্তার নেই। দেয়ালগুলি কী রকম পুরোনো, দেখেছেন? দেয়াল জুড়ে ফাটল আর ফোকর। যতোগুলো ইঁদুরের গর্ত পেয়েছি সবগুলো বুজিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র লাভ হয়নি। হয়তো একদিন আপনি এসে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। মেঝে আর দেয়ালের জোড়ার জায়গাগুলিতে যতোগুলি ফোকর আছে সবগুলি বুজিয়ে দিতে হবে। তাহ'লেই বোধহয় ইঁদুরের উৎপাত কমবে, তাই না? আচ্ছা, আপনি এই চাতালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করুন, যা খুশি তাই ভাবতে পারেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। আমার বেশি দেরি হবে না—এক মিনিটের মধ্যেই আপনাকে ডাকবো ভেতরে।'

তার ডাকের অপেক্ষা করতে-করতে ইউরি ইট-বের-করা দেয়াল আর ঘোরানো লোহার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো। আপন মনেই বললো: 'রীডিং-রুমে ভেবেছিলাম সে তেমনিভাবে পড়াশুনোয় মগ্ন হয়ে আছে, যেমনভাবে কোনো কঠিন সত্যিকার শারীরিক কাজে সে আত্মনিয়োগ করবে। কিন্তু এখন দেখছি তার উল্টোটাও সত্য: এমন অনায়াস লঘুতার সঙ্গে সে কুয়ো থেকে জল তুলে আনলো যে মনে হ'লো এটা যেন বই-পড়ার মতোই কোনো ব্যাপার। যা-কিছু সে করে, তাতেই ঠিক একই ধরনের অনায়াস সুষমা দেখা যায়, যেন ছেলেবেলায় সে একসঙ্গেই জীবনের সব-কিছু শুরু করেছিলো, তারপর থেকে নিজে-নিজেই সব কাজে তার অধিকার জন্মেছে, এমন তার স্বাভাবিকতা যে মনে হয় যেন কার্য-কারণ সম্বন্ধের মতোই তা অনিবার্য। এ সবই বোঝা যায় তার পিঠের রেখায়, সে যখন নিচু হয়, আর তার হাসিতে, যখন তা তার ঠোঁট দুটিকে ফাঁক ক'রে দিয়ে থুতনিকে গোল ক'রে তোলে, আর তার কথায়, তার ভাবনায়।

'জ়িভাগো!' সিঁড়ির মাথা থেকে ডাক দিলে লারা। ইউরি ওপরে উঠে এলো।

১৪

'আমার হাত ধরুন দিকি, আর যা বলি, তাই করবেন কিন্তু। দুটো আসবাবে ঠাসা অন্ধকার ঘরের মধ্য দিয়ে যেতে হবে—হাত না-ধরলে কোনো কিছুতে ধাক্কা খেয়ে চোট লাগতে পারে।'

'এ যে দেখছি গোলকধাঁধা। এর মধ্য দিয়ে কোনোকালে রাস্তা খুঁজে পেতাম না। তা এটা এ-রকম হ'য়ে আছে কেন? ফ্ল্যাটটা কি আবার নতুন ক'রে সাজানো হবে নাকি?'

'না, না, সে-সব কিছু না। আসলে ফ্ল্যাটটার মালিক অন্য কেউ, সে যে কে, আমি তা জানিও না। আমার নিজের ফ্ল্যাট স্কুলবাড়িতে। স্থানীয় বসতি-বিভাগ যখন স্কুল নিয়ে নিলে, তখন আমাকে আর কাটিয়াকে এ-বাড়ির একটা অংশ দেওয়া হ'লো। পুরোনো ভাড়াটেরা তাদের সব আসবাবপত্র

ফেলে রেখে চ'লে গেছে! উঃ, কত আসবাব যে ছিলো তাদের! আমি অন্যের জিনিস ব্যবহার করতে চাই না, তাই এই ঘর দুটোয় সব আসবাব ভ'রে রেখেছি, আর জানলায় চুনকাম করেছি যাতে রোদ্দুর ঠেকানো যায়।—আমার হাত ছাড়বেন না, তাহ'লে কিন্তু হারিয়ে যাবেন। যাক, শেষ হ'য়ে এলো, এবার ডান দিকে যেতে হবে। বাঁচা গেলো—গোলকধাঁধা পেরিয়ে এসেছি—এই দরজা আমার। এক্ষুনি আলোয় এসে পড়বো। সিঁড়ির দিকে লক্ষ্য রাখবেন।'

লারার পেছন-পেছন ঘরে ঢুকলো ইউরি, দরজার মুখোমুখি জানলা দিয়ে এক দৃশ্য চোখে পড়লো তার। প্রথমেই দেখা যায় বাড়ির উঠোন, তারপর উঠোনের ও-পাশে সারি-সারি যে-সব বাড়ি আছে, তাদের নিচু ছাদ পেরিয়ে নদীর ধারের খোলা জায়গাটায় গিয়ে চোখ পড়ে; ঐ খোলা জায়গাটার মালিক হ'লো মিউনিসিপ্যালিটি। ছাগল-ভেড়া চ'রে বেড়ায় সেখানে, তাদের লোম যেন পেছনে-লম্বা কোটের মতো জমিটাকে ঝাঁট দিচ্ছে। সেখানেও সেই চেনা হোর্ডিং দেখা গেলো: 'মরো অ্যাণ্ড ভেটচিনকিন: ঢেঁকি-কল। বীজ-বপন যন্ত্র।'

এটা দেখেই ইউরির মনে প'ড়ে গেলো মস্কো থেকে যেদিন এখানে এসে পৌঁচেছিলো। তক্ষুনি সেই দিনের কথা লারাকে বলতে শুরু ক'রে দিলে। লোকে যে স্ট্রেলনিকভকে লারার স্বামী বলে, তা ভুলে গিয়ে ঐ সাক্ষাতেরও বিবরণ দিলে ইউরি। তার গল্পের এই অংশটা লারার মনে নাড়া দিলো।

'আপনি দেখেছেন ওকে! আশ্চর্য! এখন আর-কিছু বলবো না, কিন্তু সত্যি এটা ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। তার সঙ্গে যে আপনার যে দেখা হবে—এটা ভাগ্য যেন আগে থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিলো, কোনো একদিন এ-বিষয়ে সব কথা খুলে বলবো আপনাকে, শুনে অবাক হ'য়ে যাবেন। মনে হচ্ছে ওকে আপনার খারাপ লাগেনি, বরং বোধ হয় ভালোই লেগেছে, তাই না?'

'মোটের ওপর ভালোই লেগেছে বলা যায়। তার ওপর বিতৃষ্ণা জাগা উচিত ছিলো আমার। কেননা সে যেখানে-যেখানে মৃত্যু আর ধ্বংস ছড়িয়ে দিয়েছে, সে-সব এলাকা পেরিয়েই আসতে হয়েছে আমাদের। ভাড়াটে তুর্কি

দস্যু, বা কোনো পাগলা খুনে বিপ্লবী—এই রকম ভেবেছিলাম স্ট্রেলনিকভকে, কিন্তু দেখলাম সে তার কোনোটাই নয়। ভালোই—কেউ যখন আমাদের ধারণার সঙ্গে ঠিক মেলে না, তাতে বোঝা যায় সে ছকে-ফেলা মানুষ নয়। যদি তা হ'তো তাহ'লে সেখানেই তার মানবত্বের পরিসমাপ্তি ঘটতো। যাকে কোনো নিয়মের মধ্যে ফেলতে পারছি না তার অন্তত একটা অংশ সত্যিকার মানুষ—অর্থাৎ অমরত্বের একটি কণা আছে তার মধ্যে।'

'লোকে বলে ও নাকি পার্টির সভ্য নয়।'

'আমারও তা-ই মনে হয় কিন্তু। সেই থেকে প্রায়ই আমি ভেবেছি ওর আকর্ষণ-শক্তির উৎসটা কোথায়। ওর নিস্তার নেই, ও ধ্বংস হবে—সেইটেই কারণ। আখেরে দুঃখ পেতে হবে ওকে—করতে হবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত। যে-বিপ্লবী নিজের হাতে আইন তুলে নেয়, সে সত্যিই ভয়াবহ—দুষ্ক্রিয়দের মতো ভয়াবহ নয়, কিন্তু কিসের মতো জানেন? আয়ত্তের বাইরে চ'লে-যাওয়া যন্ত্রের মতো, কোনো চালকহীন রেলগাড়ির মতো। অন্য সকলের মতো স্ট্রেলনিকভও উন্মাদ। কিন্তু তাকে উন্মাদ করেছে জীবন ও যন্ত্রণা, পুঁথি-পড়া বিদ্যে নয়। আমি তার গোপন কথা জানি না, কিন্তু তার যে এক যন্ত্রণা আছে সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। বলশেভিকদের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিতান্তই আকস্মিক। যতোক্ষণ সে বলশেভিকদের পথে চলবে ততোক্ষণ তাকে কাজে লাগাবে তারা, কিন্তু তারপর আর সহ্য করবে না। যেই তার দরকার ফুরিয়ে যাবে তখনই তারা নির্দয়ভাবে মাড়িয়ে যাবে তাকে—যেমন আগেও অন্যান্য যুদ্ধবিশারদকে মাড়িয়ে গেছে।

'তাই মনে হয় আপনার?'

'নিশ্চয়ই!'

'কিন্তু নিস্তার পাবার কোনো উপায়ই কি ওর নেই? পালিয়ে যেতে পারে না?

'লারিসা ফিয়োডোরোভনা, আপনিই বলুন, পালিয়ে সে যাবে কোথায়? আগেকার দিনে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো, যখন ছিলো জারের আমল। কিন্তু আজকাল? একবার চেষ্টা ক'রেই দেখুন না।'

'আপনার কথা শুনে ওর জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে আমার। জানেন, আপনি

অনেক বদলে গেছেন। কত শান্তভাবে বিপ্লবের কথা বলতেন আগে, এমন কঠোর ছিলেন না।'

'লারিসা ফিয়োডোরোভনা, আসল কথাটা এই যে সব-কিছুরই একটা সীমা আছে। এতোদিনের মধ্যে কিছু-একটা স্পষ্ট সাফল্য দেখা দেওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, যাঁরা এই বিপ্লবের প্রেরণা জুগিয়েছেন, তাঁরা পরিবর্তন আর তোলপাড় আর অশান্তি ছাড়া আর কিছুই চান না; বলা যায় যে অশান্তিতেই তাঁদের স্বাভাবিক নিবাস। ছোটোখাটো কিছুতে তৃপ্তি নেই তাঁদের, সবই বিশ্বব্যাপী হওয়া চাই। এই যুগসন্ধির সময়—যখন নতুন পৃথিবী আস্তে আস্তে গ'ড়ে উঠছে—এই সন্ধিক্ষণই তাঁদের কাছে সর্বস্ব, এটাই তাঁদের শেষ লক্ষ্য। আর কিছু করার উপযুক্ত নন তাঁরা, এই একটা বিশেষ দিকেই তাঁদের শিক্ষিত করা হয়েছে, এটা ছাড়া আর-কিছুই তাঁর জানেন না। আর এই শেষহীন প্রস্তুতির অবিরাম ঘূর্ণি কেন, জানেন? তার কারণই এই যে তাঁদের সত্যিকার কোনো ক্ষমতা নেই, প্রতিভা নামক ব্যাপারটি তাঁদের নাগালের বাইরে। মানুষ জন্মায় বাঁচতে, বাঁচবার জন্য প্রস্তুত হ'তে নয়। জীবন—এই যে জীবন আমরা উপহার পেয়েছি—এটাই কি নয় সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার? এই জীবনের বদলে কেন ডেকে আনবো এ-সব ছেলেমানুষি নাটুকেপনা, বয়ঃসন্ধির অমূলকল্পনা, বাচ্চা ছেলের চ্যাঁচামেচি দুষ্টুমি? কিন্তু থাক এ-কথা। এবার আমার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার পালা। আমরা পৌঁচেছিলাম এখানকার গোলমালের দিনের সকালবেলায়। আপনি কি ছিলেন তার মধ্যে?'

'মনে হচ্ছে তো ছিলাম! চারদিকেই দাউ-দাউ ক'রে আগুন জ্বলছিলো, এ-বাড়িটা যে পুড়ে যায়নি তা-ই আশ্চর্য। তবে খুব নাড়া খেয়েছিলো, তা তো আপনাকে আগেই বলেছি। এখনও উঠোনে একটা না-ফাটা বোমা প'ড়ে আছে। ঠিক গেটের কাছটায়। লুটপাট, গোলা-বারুদ, সব রকম ভীষণ কাণ্ড হ'য়ে গেছে—সরকার-বদলের সময় সর্বত্রই যা হ'য়ে থাকে। কিন্তু ততোদিনে আমরা এ সব ব্যাপারে রীতিমতো অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, এমন নয় যে এ-সব প্রথম ঘটলো। শাদাদের সময় যা চলেছিলো তা তোমাকে ব'লে বোঝানো যাবে না।

খুন, জখম, রাহাজানি, ভয় দেখিয়ে জোর-জুলুম—তাণ্ডব বলতে যা বোঝা যায়, তাই। কিন্তু এখনো সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপারটাই তো বলিনি। আমাদের গালিউলিন। চেকদের সঙ্গে সেও এসে হাজির হয়েছিলো—আর কী হ'য়ে, জানেন? গবর্নর-জেনারেল না কী।'

'জানি। এ-কথা আমিও শুনেছি। আপনার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিলো?'

'প্রায়ই দেখা হ'তো। তাকে ধন্যবাদ—তার কৃপায় কত লোককে যে বাঁচিয়েছি আমি, আর কত লোককে যে এ-বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছি—তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। তা ছাড়া, সে সত্যিকার ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করতো, চলাফেরার ভঙ্গিতে রীতিমতো আভিজাত্য প্রকাশ পেতো। ঐ ঝাঁকের কইয়ের সঙ্গে তার মোটেও মিল ছিলো না—অন্যরা তো হঠাৎ গজিয়েছে, মাটি ফুঁড়ে উঠেই কেউ হয়েছে কসাক কাপ্তান, কেউ-বা পুলিশ-সার্জেন্ট, আরো কত কী! গালিউলিন যে তাদের সকলের চেয়ে আলাদা—এ-কথা বললে তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, ও-সব ক্ষুদে ব্যাঙাচিরাই মাতব্বরি করে, ভালো লোকেরা কিছুই করতে পারে না। গালিউলিন আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলো, সে-জন্য ঈশ্বর তাকে দয়া করবেন। জানেন তো, আমরা অনেকদিনের পুরোনো বন্ধু। আমি যখন খুব ছোটো, সে আমাদের বাড়ির পাশেই একটা শস্তাভাড়ার মস্ত বাসা-বাড়িতে থাকতো—অনেক ভাড়াটে ছিলো সে-বাড়িতে, আমি সব সময়েই সেখানে যাওয়া-আসা করতুম। ভাড়াটেদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলো রেলের লোক। অনেক দারিদ্র্য সেই ছেলেবেলাতেই দেখেছিলাম আমি। আর তাই বিপ্লবের প্রতি আমার মনোভাব একটু ভিন্ন। এটা আমার অনেক কাছের জিনিস, এর অনেক কিছুই আমি ভিতর থেকে বুঝতে পারি। কিন্তু গালিউলিনের কথা ভাবলে সত্যি অবাক হ'তে হয়, একবার ভাবুন এক দরোয়ানের ছেলে কিনা শাদাদের কর্নেল হ'য়ে বসেছে!—কিংবা বোধ হয় জেনারেলই হবে। আমাদের বাড়িতে সৈন্য হয় নি কেউ, তাই ও-সব পদ-বিভাগ আমার ঠিক জানা নেই। জানেনই তো পেশায় আমি হলাম ইতিহাসের মাস্টার।...সে যাই হোক, ব্যাপারটা হ'লো এই যে গালিউলিন আর আমি মিলে অনেককেই বাঁচাতে পেরেছিলাম। প্রায়ই গিয়ে তার

সঙ্গে দেখা করতুম আমি। আপনার কথাও বলাবলি করেছি আমরা। যখনই যাদের হাতে ক্ষমতা এসেছে আমি তাদেরই মধ্যে পেয়েছি বন্ধু, যোগাযোগের সূত্র—সেই সঙ্গে তাদের সবার কাছ থেকে অনেক দুঃখ ও নৈরাশ্য। শুধু শস্তা উপন্যাসেই দেখা যায় যে মানুষ দুই শিবিরে বিভক্ত হ'য়ে গেছে, একের সঙ্গে অন্যের কোনো যোগাযোগই নেই। কিন্তু বাস্তব জীবনে সব-কিছুই মিলে-মিশে থাকে। যদি জীবন ভ'রে একটি মাত্র ভূমিকা থাকতো আপনার, সমাজে একটিমাত্র স্থান, একটিমাত্র ধারণার প্রতিনিধি হ'তে হ'তো আপনাকে, তাহ'লে কি একেবারে শূন্যে পরিণত হতেন না আপনি? এই যে, তুই এলি?'

বছর আটেকের একটি বাচ্চা মেয়ে এসে ঘরে ঢুকলো। সুন্দরভাবে বিনুনি করা তার চুল। সরু চোখ দুটিতে দুষ্টুবুদ্ধি জ্বলজ্বল করছে, আর হাসলে চোখ কোণের দিকে উঠে যায়। সে জানতো যে তার মার সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন, দরজার বাইরেই সে ইউরির গলা শুনেছে, কিন্তু সে ভাবলে যে একটু অবাক হবার ভান করা উচিত তার। নমস্কার ক'রে, ইউরির দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকলো সে নির্ভয়ে, তার দৃষ্টি থেকেই সেই একলা মেয়েটি প্রকাশিত হ'য়ে পড়লো, যে এইটুকু বয়সেই ভাবতে শিখেছে।

'আমার মেয়ে, কাটিয়া। আশা করি আপনার সঙ্গে বন্ধুতা হবে ওর।'

'মেলিউজেইয়েভোতে ওর ছবি আমাকে দেখিয়েছিলেন। বেশ বড়ো হয়েছে তো। এতো বদলেছে যে চেনাই যায় না।'

'তুই না বেরিয়েছিলি, কাটিয়া। কখন ফিরলি?

'ফাটলটার মধ্য থেকে চাবি বের ক'রে নিয়েছিলাম। জানো, কী মস্ত একটা ইঁদুর ছিলো ওর ভেতর—এই য়্যাত্তো বড়ো। আমার লাফ যদি তখন দেখতে! ভয়ে প্রায় ম'রেই যাচ্ছিলাম।'

চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে মুখ গোল ক'রে এমন মজার ভঙ্গিতে সে তাকালো, যেন কোনো মাছকে জল থেকে ডাঙায় তুলে আনা হয়েছে।

'এবার যাও তুমি। ইউরি-কাকাকে আমি এখানে খেয়ে যেতে বলবো, উনুন থেকে কাশা[১] নামিয়ে তৈরি ক'রে ডাকবো তোমাকে।'

'অনেক ধন্যবাদ, থাকতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম। কিন্তু আমি

১ একধরনের সুপ, গম দিয়ে বানানো হয়।

শহরে আসা শুরু করার পর থেকে আমরা দু'টার সময় ডিনার খাই, সব সময়েই চেষ্টা করি যাতে দেরি না হয়। বাড়ি পৌছতে তিন ঘণ্টার ওপর লাগে—প্রায় চার ঘণ্টা। সেইজন্যেই এতো তাড়াতাড়ি এসেছি আমি। শিগগিরই উঠতে হবে আমাকে।'

'আর আধঘণ্টা আপনি থাকতে পারেন।'

'থাকতে আমার ভালোই লাগবে।'

১৫

'আপনি কিছু গোপন করেননি আমার কাছ থেকে, আমিও করবো না। যে-স্ট্রেলনিকভের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিলো সে আমার স্বামী—পাশা আন্টিপভ। এই পাশাকে খুঁজতেই আমি যুদ্ধক্ষেত্রে চ'লে গিয়েছিলাম, আর এরই মৃত্যুসংবাদ আমি খুব সংগত কারণেই বিশ্বাস করতে চাইনি।'

'আপনি যে স্ট্রেলনিকভকে আপনার স্বামী ব'লে ভাবছেন, এতে আমি অবাক হচ্ছি না। ও-রকম একটা কথা আমিও অবশ্য শুনেছিলাম আগে, কিন্তু আমার তাতে একটুও বিশ্বাস হয়নি। সেইজন্যেই এ-কথা আমার একটুও মনে ছিলো না, তাই এতো খোলাখুলিভাবে আপনাকে তার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা বলতে পেরেছি। এটা একটা নির্ভেজাল মিথ্যে কথা—একেবারে অর্থহীন। আমি তো দেখেছি তাকে। আপনার সঙ্গে তাকে জড়াবে কী ক'রে লোকে? তার সঙ্গে আপনার কী মিল আছে?'

'তবু—এই কথাই সত্যি। স্ট্রেলনিকভই হ'লো আমার স্বামী আন্টিপভ। সকলেরই এই ধারণা, আমিও তাদের সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত। কাটিয়াও এ-কথা জানে, বাবার জন্য তার গর্বের শেষ নেই। স্ট্রেলনিকভ হ'লো তার ছদ্মনাম—সব সক্রিয় বিপ্লবীর মতোই তাকেও একটা নাম বানিয়ে নিতে হয়েছে। বিশেষ কোনো কারণেই হয়তো সে তার নিজের নামে কাজ করতে কিংবা বাঁচতে চায় না।

'আর ইউরিয়াটিন দখল ক'রে আমাদের ওপর গোলা চালিয়েছে সে-ই। এটা সে স্পষ্ট জানতো যে আমরা এখানে আছি, কিন্তু যদি লোকে তার

আসল পরিচয় জেনে ফ্যালে, এই ভয়ে আমরা বেঁচে আছি কিনা, এটা পর্যন্ত একবার সে জানবার চেষ্টা করেনি। অবশ্য ঐ গুলি চালানোই তার কর্তব্য। যদি সে আমাকে জিজ্ঞেস করতো তো আমি ঠিক এই তাকে করতে বলতাম। তাহ'লেও···আপনি হয়তো বলবেন আমি যে নিরাপদ আছি এবং নগর-পরিষদ যে আমাকে একটা মোটামুটি ভদ্র জায়গায় থাকতে দিয়েছে, এ থেকেই প্রমাণ হয় যে সে গোপনে আমাদের দেখাশোনা করে। কিন্তু সে যে সত্যি-সত্যি এখানে এসেও আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবার লোভ সংবরণ ক'রে গেছে, এটা কল্পনাও করা যায় না! রোমক নাগরিকতার কোনো বিশেষ সদ্‌গুণ, আজকাল তো এইসব বানানো বুলি আউড়ে থাকে তারা,—কিন্তু এটা মনুষ্যত্ব নয়। ভাববেন না, আপনার মতের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছি। সত্যি বলতে, আপনার আমার চিন্তাধারায় কিছুই মিল নেই। তফাৎটা প্রান্তিক, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে; আমরা অনুভব করি একভাবে, বুঝিও একভাবে, কিন্তু বড়ো-বড়ো ব্যাপারে—যাকে বলে জীবনদর্শন—সেখানে দু'জনের পক্ষে দু'দিকে থাকাই ভালো। কিন্তু স্ট্রেলনিকভের কথায় ফিরে যাওয়া যাক।'

'এখন ও আছে সাইবেরিয়ায়। আপনি ঠিকই বলেছেন—লোকে ওর ওপর এমন সব অপরাধ চাপায়, যা শুনে রক্ত হিম হ'য়ে যায় আমার। আমাদের সবচেয়ে শিক্ষিত ও ভালো এক সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে এখন সাইবেরিয়ায় আছে সে—কার সঙ্গে লড়াই করছে, জানেন? বেচারা গালিউলিনের সঙ্গে, যে তার ছেলেবেলার বন্ধু, গত জর্মান যুদ্ধে ও যার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়েছিলো। ও কে, গালিউলিন তা জানে; আমি যে ওর স্ত্রী, এও তার অজানা নেই, কিন্তু সে যে এ-কথা জানে, সেটা কখনো আমাকে অনুভব করতে দেয়নি, সযত্নে সে এই ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছে, কিন্তু তার এই কৌশলকে আমি খুব-একটা মূল্য দিই না। আর শুনলে আপনি অবাক হবেন, স্ট্রেলনিকভের নাম শুনলেই সে একেবারে উন্মাদ হ'য়ে যায়।

'হ্যাঁ—ওখানেই সে আছে এখন—মানে সাইবেরিয়ায়। কিন্তু এখানে অনেক দিন কাটিয়ে গেছে, রেলগাড়ির একটা বগিতে থাকতো, যে-জায়গায় আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। মনে-মনে শেষ দিন পর্যন্ত এই আশা করে-

ছিলাম আমি—বলা যায় না, হয়তো দৈবাৎ ওর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবে। মাঝে-মাঝে সে আর্মির হেড-কোয়ার্টারে যেতো ; গণপরিষদের সৈন্যদের—হেডকোয়ার্টার যে বাড়িতে ছিলো, তাদেরটাও ছিলো সেখানেই। আর অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে তারই প্রবেশপথে গালিউলিনের সঙ্গে আমার দেখাশোনা হ'তো। প্রায়ই আমি যেতুম গালিউলিনের কাছে—কাউকে বাঁচাবার, কোনো ভীষণ কাণ্ড বন্ধ করার জন্য। যেমন ধরুন, মিলিটারি অ্যাকাডেমির সেই ব্যাপারটা ; সে-সময়ে এটা তুমুল আলোড়ন তুলেছিলো—যদি মাস্টারমশাইকে ক্যাডেটরা অপছন্দ করতো তো অন্ধকারে ঘাপটি মেরে ব'সে সোজা গুলি চালিয়ে দিয়ে পরে জানাতো সে একজন বলশেভিক, কিংবা সে বলশেভিকদের পছন্দ করে। আর তারপর সেই ব্যাপারটাই ধরুন, যখন তারা ইহুদিদের মারতে শুরু করলে। তা কথাটা হচ্ছে—সব সময় এটা মনে হয় আমার—আপনি যদি শহরে থাকেন, আর বুদ্ধির কেনোরকম চর্চা করেন, তাহ'লে আপনার অর্ধেক বন্ধুবান্ধব ইহুদি হ'তে বাধ্য। তবু, যখন ইহুদিদের ওপর পগরম চলে, জঘন্য ও ভীষণ কাণ্ড শুরু হ'য়ে যায়, তখন রাগ, লজ্জা, দুঃখ শুধু নয়—আরো কিছু অনুভব করি আমরা—নিজের মধ্যে দু' টুকরো হ'য়ে যাবার কষ্ট—যেন আমাদের সমবেদনা আসছে বুদ্ধি থেকে, হৃদয় থেকে নয়—তাই কপটতার স্বাদটুকু যেন ঠেকানো যায় না।

'যারা একদিন পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দিয়েছিলো, সব রকম অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে যাদের অনেকেই নিজেদের উৎসর্গ করেছে, তারাই যে নিজেদের কাছ থেকে মুক্তি অর্জন করতে পারে না, তারাই যে এ-ক্ষেত্রে এতো নির্মমভাবে অসহায়, এটা আমার কাছে রীতিমতো বিস্ময়কর ব'লে বোধ হয়। এমন এক সেকেলে ও আদিম প্রথার প্রতি আনুগত্যের সূত্রে তারা শৃঙ্খলিত হ'য়ে আছে যে কিছুতেই তারা নিজেদের ছাড়িয়ে ওপরে উঠতে পারে না, কিছুতেই পারে না সকলের মধ্যে নিজেদের মিশিয়ে দিতে, অথচ যাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠা তারা করেছে, তাদের যদি ভালো ক'রে জানতো তো তারা দেখতে পেতো নিজেদের সঙ্গে তাদের অনেক সাদৃশ্যই র'য়ে গেছে।

'সত্য, উৎপীড়নই তাদের ঠেলে নিয়ে যায় এই নিষ্ফল ও সর্বনেশে ভঙ্গির

দিকে, এই লজ্জিত আত্মঘাতী বিচ্ছেদের দিকে—যা থেকে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর-কিছুই বেরিয়ে আসে না। কিন্তু আমার মনে হয়, এর অন্য একটা কারণ হচ্ছে এক ধরনের মানসিক জরা, এক শতাব্দীসঞ্চিত অবসাদ যেন। অন্ধকারে ঠাট্টা ক'রে শিস দিচ্ছে যেন, ভীরু কল্পনা, দৃষ্টির এই আটপৌরে দারিদ্র্য—এ-সব আমার ভালো লাগে না। বুড়োরা যখন তাদের বার্ধক্য নিয়ে হা-হুতাশ করে, কিংবা অসুস্থ লোকেরা যখন তাদের রোগ নিয়ে বিষণ্ন বিলাপে মগ্ন হয়, তখন যেমন অস্বস্তি লাগে, তেমনি লাগে তাদের এই সব ভাবভঙ্গি দেখে। আপনার কি তা-ই মনে হয় না?'

'আমি এ নিয়ে এতোটা ভাবিনি। তবে আমার এক বন্ধু আছে—মিশা গর্ডন। সেও ঠিক আপনার মতোই কথা বলে।'

'সে যাই হোক, আমি সেখানে এইজন্য যেতুম, পাশাও তো সেখানে যাতায়াত করে, যদি দৈবাৎ আসা-যাওয়ার সময় দেখা হ'য়ে যায়। জারের আমলে দালানের এই অংশেই গবর্নর-জেনারেল বসতেন। এখন সেখানে দরজার ওপর একটি বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে: "অভিযোগ।" হয়তো আপনি সেটা দেখেছেন। দেখেছেন? শহরের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা সেটা। তার সামনের চৌকো উঠোনে বড়ো-বড়ো তক্তা পেতে রাখা হয়েছে, সেই উঠোন পেরিয়ে গেলেই শহরের বাগান, অগুন্তি মেপল, হথর্ন আর হনিসাক্‌ল্-এর গাছ সেখানে। দরজার বাইরে, রাস্তার ওপর সব সময়েই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোক-জনেরা। সেই লাইনে যোগ দিয়ে আমি অপেক্ষা করতুম। লাইন ডিঙোবার কোনো চেষ্টা করিনি আমি, আমি যে তার স্ত্রী, তা কখনোই প্রকাশ করিনি। কেননা, সব সত্ত্বেও, আমাদের নাম তো আলাদা। তাছাড়া হৃদয়-বৃত্তির কাছে আবেদন ক'রে কোনোই ফল হ'তো না সেখানে। তাদের ধরন-ধারন একেবারে আলাদা। আপনি কি জানেন যে তার বাবা পাভেল ফেরাপন্টোভিচ আন্টিপভ—তিনি একজন ভূতপূর্ব রাজবন্দী ও বৃদ্ধ শ্রমিক—কাছেই থাকেন এখানকার; রাজপথের ওপরেই একটা উপনিবেশ আছে, এখানে তাঁকে নির্বাসিত হ'য়ে থাকতে হয়েছিলো। তাছাড়া তার বন্ধু টিভেরজিনও আছে সেখানে। তারা দু'জনেই আঞ্চলিক বিপ্লবী পরিষদের সভ্য। এখন আপনাকে যদি বলি যে পাশা একবারও তার বাবাকে দেখতে

যায়নি, তার কাছেও নিজের পরিচয় খুলে বলেনি, তাহ'লে কি আপনি বিশ্বাস করবেন? আর তার বাবাও এটাকে মেনে নিয়েছেন, একটুও মন-খারাপ করেননি। যদি তাঁর ছেলে "ছদ্মবেশে" লুকিয়ে থাকতে চায়, তাহ'লে এটাই তো তার পক্ষে স্বাভাবিক, আর তাহ'লে তিনি যে তার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না, এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করা চলবেই না। এরা সব পাথরে বানানো মানুষ, এতো সব আদর্শ আর নিয়মকানুন আছে এদের যে কিছুতেই এদের মানুষ বলা চলে না।

'যদি প্রমাণ করতেও পারতুম যে আমি তার স্ত্রী, তাহ'লেও কোনো সুবিধে হ'তো না আমার। এ-রকম সময়ে, এই যুগসন্ধির সংকটমুহূর্তে, স্ত্রীকে দিয়ে কী হবে? কী এসে যায় স্ত্রীর অস্তিত্বে? দুনিয়ার মজদুর, নতুন পৃথিবী রচনা—এ-সব একটা কিছু তো বটে। কিন্তু স্ত্রী! কাকে বলে? নিছকই একটি দ্বিপদ জীব, উকুন বা যে-কোনো পোকারই সমতুল্য, তার চেয়ে এক কানাকড়িও তার দাম বেশি নয়!

'তার সহকারী মাঝে-মাঝে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করতো তার সঙ্গে কেন দেখা করতে চায় তারা—উত্তর শুনে তুষ্ট হ'লে মাঝে-মাঝে দু-একজনকে ঢুকতে দিতো ভেতরে। আমি কিন্তু কখনো আমার নাম বলিনি, আর যখন সে জিজ্ঞেস করতো কেন দেখা করতে চাচ্ছি, আমি সব সময়েই বলতুম, ব্যক্তিগত কারণে। অবশ্য এটা যে নিছকই সময় নষ্ট করা, তা আমি জানতাম। সহকারীটি উত্তর শুনে কাঁধ ঝাঁকাতো, সন্দেহের চোখে তাকাতো আমার দিকে। কিন্তু ওর সঙ্গে একবারও আমার দেখা হয়নি।

'আপনি হয়তো ভাবছেন সে আমাদের তোয়াক্কা রাখে না, বা মোটেও ভালোবাসে না আমাদের, বা হয়তো ভুলেই গেছে আমাদেব কথা। এটা কিন্তু ভুল। ওকে খুব ভালো ক'রেই জানি আমি। আমি জানি ও কী চায়; জানি, আমাদের ভালোবাসে ব'লেই ও-রকম করে ও। খালি হাতে আমাদের কাছে ফিরে আসবার কথা কল্পনাও করতে পারে না। বিজয়ী বীরের বেশে আসতে চায়, গৌরবে উজ্জ্বল হ'য়ে—সে চায় তার সেই গৌরব আমাদের পায়ের কাছে সমর্পণ করতে। আস্ত ছেলেমানুষ একটি।'

আবার কাটিয়া ঘরে এলো। তাকে অবাক ক'রে লারা তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে দোলাতে লাগলো, কাতুকুতু দিয়ে চেপে ধরলো বুকে।

•

১৬

ঘোড়ায় চ'ড়ে ইউরিয়াটিন থেকে ফিরছিলো ইউরি। অসংখ্যবার এই রাস্তা দিয়ে সে ফিরেছে। এতো অভ্যস্ত পথ যে এখন আর টেরই পায় না সেটা, বলতে গেলে চোখেও দেখতে পায় না।

একটু পরেই বনের ভেতরকার সেই চৌরাস্তায় এসে পড়বে যেখান থেকে একটা পথ সোজা চ'লে গেছে ভারিকিনোর দিকে, আর-একটা ঘুরে গেছে সাকমা নদীর তীরে এক জেলেদের গ্রামে। এখানেও একটা খুঁটির গায়ে কাঠের তক্তা বসিয়ে কৃষিকাজের যন্ত্রপাতির বিজ্ঞাপন এঁটে দেওয়া হ'য়েছে। সাধারণত যখন সে এই মোড়ে পৌছয়, তখন সন্ধের অস্পষ্টতা নেমে আসে, আজও তা-ই হবে।

যেদিন সে প্রতিদিনের মতোই শহরে এসে বিকেলবেলায় বাড়ি ফেরার বদলে লারার বাড়িতে রাত কাটিয়ে গিয়েছিলো, তার পরে দু-মাসেরও বেশি কেটে গেছে। পরদিন বাড়ি ফিরে গিয়ে সে বলেছিলো যে একটা বিশেষ কাজে আটকা প'ড়ে গিয়েছিলো শহরে, তাই সামডেভইয়াটভের সরাইতেই রাত কাটিয়েছে। বেশ কিছুদিন ধ'রে—লারাকে সে নাম ধ'রে ডাকে, 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করে, যদিও লারা তাকে এখনো ডাকে জিভাগো ব'লে। টোনিয়াকে ফাঁকি দিচ্ছে ইউরি, প্রতারণা করছে তার সঙ্গে, যে-কথাটা সে টোনিয়ার কাছ থেকে গোপন করেছে ক্রমশই সেটা গভীর ও অবৈধ হ'য়ে উঠছে, অথচ এ-রকম কিছু যে কোনোদিন ঘটতে পারে, এটা একেবারে অচিন্তনীয় ছিলো।

টোনিয়াকে পুজো করে ইউরি। টোনিয়ার মনের শান্তি পৃথিবীর যে-কোনো জিনিসের চেয়ে তার কাছে বেশি মূল্যবান। তার সম্মানরক্ষার জন্য সে সব-কিছুই করতে পারে, এই সম্মানের ব্যাপারে সে টোনিয়া বা তার বাবার চেয়ে বেশি স্পর্শকাতর। টোনিয়ার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য

যে-কোনো মানুষকে টুকরো ক'রে সে ছিঁড়ে ফেলতে পারে, আর এখন কিনা সে নিজেই তাকে অপমান করছে।

বাড়িতে তার নিজেকে মনে হয় অপরাধী। বাড়ির কেউ সত্য কথা জানে না, তাকে আগের মতোই ভালোবাসে সবাই, সেজন্য তার নৈতিক যন্ত্রণার অন্ত নেই। কোনো কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ নিজের অপরাধের কথা তার মনে প'ড়ে যায়, তখন আর কোনো কথাই শুনতে পায় না।

অনেক সময় খেতে ব'সে এ-কথা তার মনে পড়ে, অমনি খাবার আটকে যায় তার গলায়, চামচে নামিয়ে রেখে প্লেট ঠেলে সরিয়ে দেয় তখন। টোনিয়া অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী হ'লো তোমার? নিশ্চয়ই কোনো দুঃসংবাদ শুনে এসেছো শহর থেকে? গ্রেপ্তার করেছে কাউকে, না কি গুলি ক'রে মেরেছে? বলো। না, না, আমি ভয় পাবো না, কথাটা ব'লে ফেললেই ভালো লাগবে তোমার। বলো।'

সে যে আর-একজনকে ভালোবাসে, এইজন্য কি তাকে বলা যায় টোনিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতক? না, কোনো তুলনাই সে করেনি দু'জনের মধ্যে, কোনো নির্বাচনও না। 'মুক্ত প্রেম' নামক ব্যাপারটিতে তার বিশ্বাস নেই, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হবার 'অধিকার'কে সে অপছন্দ করে। এমন কথা বলতে বা চিন্তা করতে গেলেও তার মনে হয় সে নেমে যাবে। তার জীবনে এমন কোনো সময় আসেনি যখন সে 'উড়েছে', অথবা সে নিজেকে বিশেষ অধিকারসম্পন্ন অতিমানব ব'লেও ভাবে না। এখন সে বিবেক-দংশনে ক্ষতবিক্ষত।

'এর পর কী?' মাঝে-মাঝে নিজেকে সে জিজ্ঞেস করে। অত্যন্ত দীনভাবে সে আশা করে যে কোনো-এক আশাতীত, অসম্ভব ঘটনা তার সমস্যার সমাধান ক'রে দিয়ে যাবে।

কিন্তু এবার সব বদলে গেছে। যে-গ্রন্থির সে সৃষ্টি করেছিলো, এবার তাকে ছিন্ন করবে, এই রকম মনস্থির ক'রেই সে আজ বাড়ি ফিরছে। টোনিয়ার কাছে সব-কিছু খুলে বলবে, ক্ষমা চাইবে তার কাছে, আর সে লারার সঙ্গে দেখা করবে না।

এ-রকম অবস্থায় সব যেমন হওয়া উচিত, ঠিক তেমনটি কিন্তু হয়নি।

এখন সে মনে ক'রে দেখলো সে যে চিরকালের মতো লারার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে যাচ্ছে, এটা তাকে স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। আজ সকালে লারাকে তার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে, বলেছে, টোনিয়াকে সে সব খুলে বলতে চায়, এ-কথাও বলেছে, তাদের দেখাশোনা হওয়াটা আর বাঞ্ছনীয় নয়; কিন্তু এখন তার মনে হ'তে লাগলো যে সবই বড়ো বেশি নরম ক'রে জানিয়েছে, বড়ো বেশি কোমলতা ছিলো তার ভেতর, যার ফলে সমস্ত ব্যাপারটা যথেষ্টরকম স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে পারেনি।

ইউরি যে কতোদূর অসুখী হ'য়ে আছে লারা সেটা বুঝতে পেরেছে ব'লেই এমন কোনো বেদনাদায়ক দৃশ্যের অবতারণা করেনি, যাতে সে আরো বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়ে। যথাসম্ভব শান্তভাবে ইউরির সব কথা শোনবার চেষ্টা করেছে লারা। সামনের দিককার একটা খালি ঘরে ব'সে তারা কথা বলছিলো। গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিলো লারার, কিন্তু এই অশ্রুপাতের একতিল চেতনাও তার ছিলো না—যেন তার বাড়ির উল্টো দিকের সেই দেবীমূর্তিগুলির গাল বেয়ে বৃষ্টির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে, সমস্ত দৃশ্যটা তেমনি নিঃসাড় হ'য়ে গিয়েছিলো। নরম স্বরে একটি কথাই সে বারে-বারে বলেছিলো: 'আমার কথা ভেবো না, যা তুমি ভালো মনে করো, তা-ই করো। আমি শিগগিরই সামলে উঠতে পারবো।' এ-কথা সে প্রাণ দিয়েই বলেছিলো, কোনোরকম মেকি দাক্ষিণ্যের প্রশ্ন এখানে ওঠে না; সে যে কাঁদছে এটা সে জানতে পারেনি ব'লেই তখন চোখের জল মুছে ফেলার কোনো চেষ্টা করেনি।

লারা হয়তো তাকে ভুল বুঝেছে, বোধহয় তাকে কোনো ভুল ধারণার বশবর্তী ক'রে সে চ'লে এলো, এখনো হয়তো সব আশা সে বিসর্জন দেয়নি—এ-কথা ইউরি যেই ভাবলো, অমনি সে ঘোড়া ফিরিয়ে আবার শহরে যাবার উদ্যোগ করলো; এবার তাকে সেই কথাগুলি ব'লে দিতেই হবে যা সে বলতে পারেনি তখন, আর, এই বিদায়টা আরো সস্নেহভাবেই নেওয়া উচিত তার, আরো কোমলভাবে, লোকে যেমন ক'রে শেষ বিদায় নেয়, ঠিক তেমনি ক'রে তার বিদায় নেওয়া উচিত। কিন্তু নিজেকে সে সামলে নিলো কোনোরকমে, যেমন চলছিলো তেমনি চলতে লাগলো।

সূর্য ডুবে যেতেই অরণ্য ভ'রে গেলো ঠাণ্ডায় আর অন্ধকারে। ভিজে পাতার গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। অনেক পোকা ভাসছে হাওয়ায়, জলে ফাৎনার মতো স্থির, তীব্র বিষণ্ণ গলার একটানা গুনগুন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কোনোটা এসে মুখে বসলো, কোনোটা তার ঘাড়ে, ইউরি চাপড় মেরে-মেরে তাড়িয়ে দিতে লাগলো তাদের, আর তার চাপড়ের শব্দ তাল রাখতে লাগলো ঘোড়ার চলার সঙ্গে—দোলায়িত জিনের ক্ষীণ আওয়াজ, ভিজে কাদার ওপর ঘোড়ার খুরের ভারি ছপছপে শব্দ, আর ঘোড়ার পায়ের তলায় শুকনো কাঠকুটোর ফেটে যাওয়ার আওয়াজ—সব-কিছুর সঙ্গে এই পোকা তাড়ানোর চাপড়ের আওয়াজও মিশে গেলো। দূরে, সূর্য যেখানে এখনো ডুবতে চাচ্ছে না, সেখানে এইমাত্র এক নাইটিঙ্গেল গান ধরলো।

'জাগো, জাগো!' অনুনয় ক'রে বলতে লাগলো নাইটিঙ্গেল; ঠিক যেন ঈস্টার-রবিবারের আগে ডাক এলো দূর থেকে, 'জাগো, আমার আত্মা, সুপ্তি ভেদ করো।'

হঠাৎ অত্যন্ত সহজ ও সরল একটি কথা মনে প'ড়ে গেলো ইউরির। এতো তাড়াহুড়ো করার কী দরকার? নিজেকে সে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেটা তার ভাঙা উচিত নয়, কিন্তু এই স্বীকারোক্তি যে আজকেই করতে হবে এমন কথা কে বললো? এখনো সে কোনো কথাই বলেনি টোনিয়াকে, সে যদি আরেকবার শহরে গিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসার পর সব খুলে বলে, তাহ'লে এমন কী সর্বনাশ হবে? লারার সঙ্গে কথাটা ভালো ক'রে শেষ করবে সে, এমন স্নেহ, অনুভূতির এমন গভীরতা দিয়ে বলবে যে সব দুঃখের ক্ষতিপূরণ হ'য়ে যাবে। কী ভালো হবে, কী চমৎকার! আশ্চর্য, এই সহজ কথাটা কিনা তার আগে মনে পড়েনি।

লারার সঙ্গে আর-একবার দেখা করবার কথা ভাবতেই তার হৃৎপিণ্ড আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। সেই প্রত্যাশার মধ্যেই সঙ্গলাভের আনন্দ পেলো সে।

কাঠের বাড়ি আর বাঁধানো রাস্তাওলা সেই শহরতলি এটাই তো তার বাড়ির পথ। আর-একটু পরেই সে এই গলি পেরিয়ে সেই পাথুরে রাস্তায় এসে পড়বে। শহরগুলির ছোটো-ছোটো বাসাগুলো বইয়ের পাতার মতো

ভেসে উঠলো তার চোখে, সব একসঙ্গে, না, আঙুল দিয়ে পাতা উল্টিয়ে যখন এক-এক ক'রে ছাখে, তেমনভাবে নয়, বরং বইয়ের এক কোনায় ধ'রে সবগুলো পাতা একসঙ্গে খুলে দিলে যেমন হয়, তেমনিভাবে সব মুহূর্তের মধ্যে ঝলসে উঠলো তার চোখে। এতো দ্রুত যে দম আটকে এলো। আর সব-কিছু পেরিয়ে তার বাড়ি, রাস্তার ঐ শেষ প্রান্তে, ঐ তো তার বাড়ি, বৃষ্টিভেজা মেঘ যখন সন্ধের দিকে কেটে যেতে থাকে, তখন যে-শুভ্র শূন্যতা ধীরে-ধীরে বড়ো হ'য়ে ওঠে, ঠিক তারই তলায় সেই বাড়িটি যেন। ওখানে যাবার রাস্তার দু'পাশে যে-সব ছোটো-ছোটো বাড়ি আছে তাদের সে এত ভালোবাসে যে যদি পারতো তো আলতো হাতে তাদের তুলে নিয়ে চুমো খেতো সে। ছাতের ওপরকার ঐ একচোখো চিলেকোঠাগুলো—তাদেরই কি কম ভালোবাসে? আর ঐ আলোগুলি, যার সোনালি রেখা নালার জলে ঝিকমিকিয়ে ওঠে টুশটুশে জামফলের মতো! আর তার সেই বাড়ি, আকাশ-চেরা শাদা মেঘের তলায় তার সেই সুন্দর বাড়িটা। সেখানে গিয়ে সে আবার গ্রহণ করবে তাকে, দেবতার নিজের হাতে গ'ড়ে-তোলা শুভ্র একমুঠো সৌন্দর্যকে, যা তার আত্মার উদ্ধার। মুড়ি-দেওয়া কোনো এক ছায়ামূর্তি এসে দরজা খুলে দেবে তাকে, আর তার ঘনিষ্ঠতর প্রতিশ্রুতি—পৃথিবীর অন্য কারো যাতে অধিকার নেই, উত্তুরে শ্বেত আলোর মতোই যা শীতল ও সংযত—তাকে এসে স্পর্শ করবে, যেমনভাবে অন্ধকার বেলাভূমিতে ঢেউ এসে আছড়ে প'ড়ে ছুঁয়ে যায়।

ইউরি লাগাম ছেড়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়লো জিনের ওপর, তারপর ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধ'রে তার কোঁকড়ানো বালামচিতে মুখ ডুবিয়ে দিলো। আর এই আদরকে ঘোড়া ভাবলে তার শক্তির কাছে কাতর অনুনয় ব'লে, জোর কদমে ছুটে চলতে শুরু ক'রে দিলো অন্ধকার অরণ্যপথে।

তার হালকা খুর মাটিতে প্রায় না-ছুঁইয়েই ঘোড়াটি যখন ছুটতে শুরু করেছে, তখন ইউরির মনে হ'লো, তার হৃৎপিণ্ডের সানন্দ স্পন্দন ছাড়াও বহু লোকের চীৎকার যেন শোনা যাচ্ছে অন্ধকারের ভেতর। কিন্তু সে ভাবলে, এটা তার কল্পনা, নিছকই কল্পনা।

কাছে কোথাও কে যেন গুলি ছুঁড়লো, বন্দুকের আওয়াজ তাকে বধির

ক'রে দিলো, তক্ষুনি উঠে বসলো সে, দ্রুত হাতে ছিনিয়ে নিলো লাগাম, তারপর টান দিলো গায়ের জোরে। এ-রকম পূর্ণ বেগে চলবার সময় বাধা পেয়ে থমকে একপাশে দাঁড়িয়ে গেলো ঘোড়া, তারপর দু-পা পেছিয়ে ব'সে পড়লো মাটিতে।

সামনেই দুই রাস্তার মোড়। 'মরো অ্যাণ্ড ভেটচিনকিন : ঢেঁকি-কল। বীজ-বপন যন্ত্র'। এই বিজ্ঞপ্তির ওপর সূর্যাস্তের ঝাপসা লাল আলো এসে পড়েছে। আর ইউরির রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন ঘোড়সওয়ার—স্কুলের টুপি-মাথায় একটি ছেলে, দুটো কার্তুজের বেল্ট-আঁটা জোব্বা পরনে; আর একটি লোক অশ্ববাহিনীর অফিসার, তার মাথায় ফারের টুপি আর পরনে মিলিটারি ওভারকোট, আর তৃতীয় জনের পোষাক ভারি অদ্ভুত, যেন সে ফ্যান্সি-ড্রেস নাচে যোগ দিতে চলেছে, তার তুলো-ভরা মোটা পাৎলুনের সঙ্গে তার কপাল-ঢাকা চওড়া পুরুষের টুপি মোটেই খাপ খাচ্ছিলো না।

'নড়বেন না, কমরেড ডাক্তার।' অফিসারের পোষাক-পরা লোকটি বললে, তিনজনের মধ্যে বয়সে সে-ই সবচেয়ে বড়ো। 'আমাদের হুকুম মেনে চললে আপনার কোনো ভয় নেই। কিন্তু অবাধ্যতা করলে—বিনা অপরাধেই—আপনাকে গুলি ক'রে মারবো আমরা। আমাদের বাহিনীতে যে-ডাক্তার ছিলেন, তিনি নিহত হ'য়েছেন, অতএব চিকিৎসক হিসেবে আপনাকে আমরা জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি। নেমে এসে ঐ ঘোড়ার লাগাম এই যুবকটির হাতে দিয়ে দিন। আবার আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি : আপনি যদি পালাবার চেষ্টা করেন আমরাও এক মুহূর্ত দেরি করবো না।'

'আপনিই কি কমরেড ফরেস্টার? মিকুলিৎসিনের ছেলে লিবেরিয়ুস?'

'না, আমি তাঁর প্রধান যোগাযোগ-সচিব, কামেনডভর্স্কি।'

পরিচ্ছেদ ১০

রাজপথ

রাজপথ ধ'রে একের পর এক শহর, গ্রাম আর কসাক-উপনিবেশ চ'লে গেছে। বহুদিনের পুরোনো পথ এটা : সাইবেরিয়ার এই প্রাচীনতম রাজপথ দিয়ে আগেকার দিনে ডাক যেতো। ছুরি দিয়ে রুটিকে দু'টুকরো ক'রে কেটে ফেললে যেমন দেখায়, তেমনিভাবে নানা শহরকে দ্বিখণ্ড ক'রে, তাদের বড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে, এই পথ চ'লে গেছে। আর, গ্রামের ওপর দিয়ে যাবার সময় সে গেছে উচ্ছ্বসিতের মতো রুদ্ধশ্বাসে, একবারও পেছন ফিরে তাকায়নি, দু'পাশে ইতস্তত ছড়িয়ে দিয়েছে বহু উপনিবেশ, পেছনে ফেলে গেছে সরলরেখার মতো সার-বাঁধা কুঁড়েঘর, কোথাও হয়তো তারা আকার নিয়েছে বাঁকা রেখার, কোথাও আবার হঠাৎ মোড় নিয়ে সোজা হ'য়ে গেছে।

অনেকদিন আগে—তখনো খোডাটস্কোয়েতে রেল আসেনি—এই রাজপথ দিয়েই ট্রয়কায় ক'রে ডাক আনা-নেওয়া করা হ'তো। আর যেতো চা, রুটি, আর কাঁচা-লোহা নিয়ে সদাগরি বহর; কখনো আবার এই পথ দিয়ে, সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা ক'রে, সার-বাঁধা কয়েদিদের সাইবেরিয়ায় নিয়ে আসা হ'তো। তালে-তালে পা ফেলে চলতো তারা, ঝমঝম ক'রে বেজে উঠতো তাদের শেকল—তাদের বিনষ্ট, অসহায় আত্মা

যেন আকাশের বিদ্যুতের মতো ভয়ংকর—আর তাদের চারপাশে মর্মর তুলতো দুর্ভেদ্য অন্ধকার অরণ্য।

এই রাজপথের ধারে যারা বসবাস করে তারা সবাই যেন একই পরিবারের অধিবাসী। বন্ধুত্ব আর বিবাহের সূত্রে গ্রামের সঙ্গে গ্রামের আর শহরের সঙ্গে শহরের সেতুবন্ধ রচিত হয়েছে। রাস্তা ও রেল-লাইনের সংযোগস্থলে খোডাটস্কোয়ে। এখানে আছে এঞ্জিন মেরামত আর লাইনটাকে চালু রাখার প্রয়োজনীয় অন্যান্য কল-কারখানা। সেখানে বস্তিগুলিতে গাদাগাদি ক'রে থাকে গরিবের চেয়েও অধম লোকেরা - তারা অসুখে ভোগে আর মরে। যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী যে-সব রাজনৈতিক বন্দী নির্দিষ্টকাল সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছে, খোডাটস্কোয়েতে তাদের 'স্বাধীনভাবে' নির্বাসিত হিসেবে বসবাস ও দক্ষ কর্মী হিসেবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়।

বিপ্লবের গোড়ার দিকে এই রেলপথের ধারে ধারে যে-সব সোভিয়েট বসানো হয়েছিলো, বহুকাল আগেই সে-সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। মাঝখানে কিছুকাল সাইবেরিয়ার প্রাদেশিক সরকার শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এখন এই গোটা অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করেন শাদাদের সর্বোচ্চ অধিনায়ক অ্যাডমিরাল কোলচাক।

২

ভ্রমণের একটা পর্যায়ে এসে পথ কেবলই ওপরে উঠছে ঘুরে-ঘুরে। যতোই তারা ওপরে উঠছে, ততোই গোটা এলাকার দৃশ্য তাদের চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ করছে। এই ধীরে-ধীরে ওপরে ওঠা, যার ফলে দিগন্ত কেবলই বেড়ে যায়—মনে হয় তার যেন আর শেষ নেই। কিন্তু শেষটায় বিশ্রামের জন্য যাত্রীরা যেখানটায় ঘোড়া থামালো, সেটাই পাহাড়ের চুড়ো। এবারে পথ গেছে একটি সেতুর ওপর দিয়ে, যার তলায় ঘূর্ণি তুলে কেজমা নদী ছুটে চলেছে।

সেতু পেরিয়ে আবার এক মসৃণ খাড়াই। এখান থেকেই 'ক্রুশোন্নয়ন' নামে মঠের দেয়াল চোখে পড়ে। মঠের প্রাঙ্গণের চারদিক ঘিরে

উঁচু-নিচু খাড়াইয়ের দিকে পথ ঘুরে-ঘুরে এগিয়ে গেছে পুণ্য ক্রুশ[১] শহরের প্রান্তরেখার ভেতর দিয়ে।

শহরের মাঝখানে পৌঁছে আবার একবার মঠের প্রাঙ্গণকে স্পর্শ ক'রে গেছে পথ, কেননা মঠের সবুজ-রং-করা লোহার দরজাই শহরের প্রধান পার্কে যাবার রাস্তা। খিলেনওলা তোরণের গায়ে যে-বিগ্রহ আঁকা রয়েছে, তার তলায় সোনালি অক্ষরে লেখা অনুশাসন: 'হে তুমি, ভক্তির অজেয় জয়, হে সঞ্জীবনী ক্রুশ, আনন্দিত হও।'

লেণ্ট[২]-এর শেষের পুণ্যসপ্তাহ। শীত প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে। বরফ-গলার প্রথম চিহ্ন চোখে পড়ছে, কেননা রাস্তাঘাটগুলি কালো দেখাচ্ছে, কিন্তু বাড়ির ছাত বা উঁচু খিলেনগুলো এখনো অবশ্য লম্বা, শাদা, ঝুলে-থাকা বরফের টুপি প'রে আছে।

যে-সব ছোটো ছেলে ঘণ্টাবাজিয়েদের দেখবার জন্য গির্জের ঘণ্টাঘরে উঠেছিলো, তাদের চোখে নিচের বাড়িগুলো দেখালো এলোমেলো জড়িয়ে-থাকা অনেকগুলি শাদা বাক্সের মতো। ছোটো-ছোটো কালো মানুষ—প্রায় ফুটকির মতোই ছোট্ট—বাড়িগুলোর মধ্য দিয়ে চলাফেরা করছে, কেউ-কেউ এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে বাড়ির সামনে। আরো তিন শ্রেণীর 'নির্দিষ্ট বয়সের ছেলেদের' যুদ্ধে আহ্বান করা হয়েছে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেই হুকুম-নামা পড়ছে তারা; অ্যাডমিরাল কোলচাকের নির্দেশ অনুযায়ী এই বিজ্ঞপ্তিগুলো দেয়ালে-দেয়ালে এঁটে দেওয়া হয়েছে।

৩

রাত্রে অনেক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘ'টে গেলো। অসময়ে অস্বাভাবিক গরম ক'রে এলো, সেই সঙ্গে আবার শুরু হ'লো ইলশেগুঁড়ি—সেই বৃষ্টিধারা এতো পাৎলা আর মিহি যে মনে হয় মাটিতে পড়বার আগেই

---

১ পুণ্য ক্রুশ: ক্রেস্টোভোজড্‌ভিজেন্‌স্ক এর আক্ষরিক অর্থ ক্রুশোন্নয়ন-ধাম।

২ ১৮৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

কুয়াশা হ'য়ে মিলিয়ে যাবে। এটা কিন্তু চোখের ভুল। আসলে বৃষ্টির জলে স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে, উষ্ণ ও দ্রুত সেই স্রোত গড়িয়ে যাচ্ছে মাটির ওপর দিয়ে একেবারে কালো হ'য়ে গিয়ে চিকচিক করছে সেই মাটি—ঘামছে যেন—এবার এই জলধারা অবশিষ্ট বরফ ধুইয়ে দিয়ে মাটিকে পরিষ্কার ক'রে দেবে।

মুকুল-ধরা বেঁটে আপেলগাছগুলি হঠাৎ বাগানের বেড়ার ওপর দিয়ে তাদের ডালপালা বাড়িয়ে দিয়েছে। জলের ফোঁটা চুইয়ে পড়ছে তাদের শাখা-প্রশাখা থেকে, আর কাঠের ফুটপাতের ওপর জল পড়ার একটানা আওয়াজ সারা শহরে শোনা যায়।

ফোটোগ্রাফারের বাড়ির উঠোনে কুকুরছানা টোমিককে সারা রাত শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিলো, সারা রাত ধ'রে সে বিশ্রী গলায় শুধু চ্যাচামেচি করলো। এদিকে তার এই ঘেউঘেউ আওয়াজে বোধ হয় বিরক্ত হ'য়ে গালুজিনের বাগানের কাক তারস্বরে চেঁচিয়ে সমস্ত শহরটা মাৎ ক'রে দিলে।

পুণ্য ক্রুশ শহরের এক প্রান্তে লিয়ুবেজ্‌নভ নামক এক ব্যাবসাদারের কাছে তিন গাড়ি বোঝাই মাল এসেছিলো; লিয়ুবেজ্‌নভ কিন্তু কিছুতেই মাল খালাস ক'রে নিতে রাজি হ'লো না, বললো নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ভুল হয়েছে, কেননা এই সব মালের জন্য সে কখনোই অর্ডার দেয়নি। রাত অনেক হ'য়ে গিয়েছিলো ব'লে গাড়িওলারা তাকে অনেক অনুনয় ক'রে, অন্তত রাত্রির জন্য, মালটা জমা রাখতে বললো, কিন্তু লিয়ুবেজ্‌নভ তাদের বার-বার গালাগাল দিয়ে ভূত ঝাড়িয়ে দিলে, কিছুতেই দরজা খুলতে রাজি হ'লো না। তাদের এই ঝগড়ার আওয়াজও শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিলো।

গির্জের হিসেবে যখন তৃতীয় প্রহর আর ঘড়িতে যখন সকাল একটা, তখন মঠের ঘণ্টাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গভীর যার আওয়াজ, সেটা থেকে এক চাপা নিচু মধুর গুঞ্জন বেরিয়ে এলো, অথচ ঘণ্টাটা বিশেষ নড়ছিলো না। অন্ধকার ইলশেগুঁড়ির সঙ্গে এই আওয়াজও হাওয়ায় মিশে গেলো। ঘণ্টা থেকে বেরিয়ে এসে এই আওয়াজ প্রথমে হাওয়ায় ডুব দিলে, তারপর মিলিয়ে

গেলো, যেন বসন্তের বন্যা নদীর তীর থেকে একটি মাটির ঢেলাকে ছিঁড়ে নিলে, আর সেটা জলে ডুবে গিয়ে আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেলো।

রাতটা ছিলো 'মণ্ডি'[১] বৃহস্পতিবারের। বৃষ্টি পড়ছে সূক্ষ্ম জালির মতো; তারই পেছনে, মোমবাতির কম্পিত আলোয়, কোথাও উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে একটি মুখ, কোথাও বা আলো এসে পড়েছে কপালে, কারো বা নাকের ডগায়; দূরে ব'লে প্রায় বোঝাই যাচ্ছে না। উপবাস শেষ হ'লো, এবার গির্জের লোকেরা প্রভাতী প্রার্থনায় বসবে।

গির্জে থেকে যে-কাঠের ফুটপাত বেরিয়ে এসেছে, মিনিট পনেরো পরে সেখানে পায়ের শব্দ শোনা গেলো। মুদির বৌ গালুজিনা বাড়ি ফিরে আসছে, যদিও এইমাত্র উপাসনা শুরু হ'লো। বেতালাভাবে হেঁটে আসছে সে, কখনো প্রায় দৌড়চ্ছে যেন, আবার তারপরেই ধীর হ'য়ে এলো গতি, থামলো একটু; শাল জড়িয়ে নিয়েছে সে মাথায়, ফার-কোটের বোতামগুলো খোলা। গির্জের ভিড়ের মধ্যে দম আটকে গিয়েছিলো তার, অনেকটা মূর্ছার মতো, আর তাই সে বেরিয়ে এসেছে একটু খোলা হাওয়ার জন্য। কিন্তু এখন তার সংকোচ হ'লো, দুঃখও হ'লো খুব, শেষ পর্যন্ত থাকলেই হ'তো; আর তা ছাড়া এবার নিয়ে দ্বিতীয় বছর হ'লো, সে লেণ্ট-এর সময় উপোস করেনি। তার উদ্বেগের এটাই প্রধান কারণ নয়। সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার নির্দেশ দিয়ে আজ যে-বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে, সেই বয়সের আওতায় তার গো-বেচারা ছেলে টেরিয়শকাও পড়ে। মাথা থেকে এই চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলো সে; কিন্তু অন্ধকারের ভেতর সেই শাদা কাগজের বিজ্ঞপ্তিগুলো তাকে মনে করিয়ে দেবার জন্য প্রত্যেক মোড়ে ওৎ পেতে আছে।

মোড় বেঁকলেই তার বাড়ি। কিন্তু বাইরেই তার বেশি ভালো লাগলো; গুমোট-করা সেই ঘরগুলোতে ফিরে যাবার তেমন গরজ তার হ'লো না।

---

১ Maundy Thursday: এই দিনে একে অন্যের পা ধুয়ে দেয়। সন্ত য়োহান-এ আছে: 'প্রভু ও গুরু হ'য়েও আমি যখন তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, তখন তোমরা যেন কখনো পরস্পরের পা ধুয়ে দিতে ভুলে যেয়ো না।'—অনুবাদকের টীকা

তার ভাবনার ঝোড়ো বিষণ্ণতা তার বুকের ওপর চেপে আছে। যদি তাকে চেঁচিয়ে সব বলতে হয় এক-এক ক'রে, তাহ'লে সকাল হবার আগে কিছুতেই তার কথা ফুরোবে না, আর তা ছাড়া সব কথা খুলে বলবার মতো ভাষাও নেই। কিন্তু এখানে, এই রাস্তায়, তার সব সান্ত্বনাহীন ভাবনা একসঙ্গে ভিড় ক'রে এলো; মঠের ফটক থেকে পার্কের কোণ পর্যন্ত কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করতে-করতে সবগুলো ভাবনার সঙ্গেই যেন যুঝে উঠতে পারলো সে।

ঈস্টারের পরব শুরু হবার সময় হ'য়ে এলো, অথচ জনপ্রাণী নেই বাড়িতে; তাকে একা ফেলে সবাই চ'লে গেছে। একাই তো, একা ছাড়া আর কী? যে-মেয়েটিকে সে মানুষ করছে সেই কৃসিউশা তো ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। তাছাড়া সে কে যে তার কথা ধরতে হবে? কথায় বলে 'পরের মন, কালো বন'। হয়তো সে তার বন্ধু, হয়তো বা শত্রু কিংবা কোনো গোপন প্রতিদ্বন্দ্বী। তাকে এই হিসেবে জানি যে সে হ'লো তার স্বামীর প্রথম স্ত্রীর পূর্ব-বিবাহের সন্তান—তার স্বামী ভ্লাস বলেছে যে সে তাকে দত্তক নিয়েছে। কিন্তু সে তো তার আত্মজাও হতে পারে? বা হয়তো সে তার মেয়েই নয় মোটে, বরং অন্য কিছু? পুরুষমানুষের মন কি কেউ কখনো দেখতে পায়? অবশ্য কৃসিউশাকে তার প্রাপ্য দিতেই হয়, তাব মধ্যে দোষের কিছু নেই। বুদ্ধি আছে তার, চেহারা ভালো, আদব-কায়দা জানে—হাবা-গোবা টেরিয়শকা বা তার বাবা দু'জনের চেয়েই ঢের বেশি বুদ্ধি ধরে সে।

এই তো তার অবস্থা—পরিত্যক্ত, বিচ্ছিন্ন; এই পুণ্য সপ্তাহে তার সঙ্গী বলতে কেউ নেই। সবাই তারা ছড়িয়ে পড়েছে, যে যার নিজের কাজে বেরিয়ে গেছে প্রত্যেকেই।

কোথায় নিজের গোমুখ্যু ছেলেটার দেখাশুনো করবে, তার প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করবে, তা নয় তো দিব্যি মজা ক'রে ভ্লাস এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে রাজপথে, লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিচ্ছে নতুন রংরুটদের, চেতিয়ে তুলছে তাদের, ভীষণ সব হাতিয়ার ব্যবহার করতে উশকে তুলছে।

আর টেরিয়শকাও বড়ো পরবের ঠিক আগে বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে

গেছে। কুটেইনি গ্রামে তাদের আত্মীয় আছে, সেখানে গেছে, যাতে হৈ-হুল্লোড় ক'রে কোনো রকমে উদ্বেগ ভুলে থাকা যায়। হতভাগা ছেলেটাকে আবার স্কুল থেকেও তাড়িয়ে দিয়েছে। প্রায় প্রত্যেক ক্লাশেই তো ওকে এক বছর ক'রে বাড়তি আটকে রেখেছিলো তারা, আর এখন যেই সে আটের-ক্লাশে উঠলো তখনই কিনা তাড়িয়ে দিলো একেবারে।

ওঃ কী যে খারাপ লাগে এ-সব ভাবতে! হা ঈশ্বর! কেন সব-কিছুই এমন বেঠিক হ'য়ে যাচ্ছে? এতো হতাশ ক'রে দেয় ব্যাপারগুলো যে তার ইচ্ছে করে সব-কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দেয়, বেঁচে-থাকার আর-কোনো ইচ্ছেই নেই তার। এতো দুর্দশার কারণটা কী? বিপ্লব? না, না, যুদ্ধ—যুদ্ধটাই সর্বনেশে। রাশিয়ার সত্যিকার পুরুষ যারা, তাদের বধ করেছে এই যুদ্ধ, এখন কতগুলো অপদার্থ রাবিশের স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নেই।

বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, তখন সব-কিছুই অন্য রকম ছিলো। বাবা ছিলেন ঠিকেদার—ভদ্র, শিক্ষিত, মার্জিত। জমি থেকেই ভালোভাবে খাওয়া-পরা চ'লে গেছে। সে, তার দুই বোন—পোলিয়া আর ওলিয়া—যেমন তাদের নামে মিল, তেমনি চেহারা, অমন সুন্দরী দুটি মেয়ে সহজে চোখে পড়ে না। ওস্তাদ ছুতোরেরা বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসতো, প্রত্যেকেই কী সুন্দর দীর্ঘকায় পুরুষ। একবার সে আর তার বোনেরা—কী সব ভাবনাই যে তখন মাথায় আসতো!—ঠিক করেছিলো ছয় রঙের পশম দিয়ে গলাবন্ধ তৈরি করবে। আর, বিশ্বাস করো বা নাই করো, এতো ভালো তারা বুনতে পারতো যে তাদের বোনা গলাবন্ধ সারা এলাকায় রীতিমতো বিখ্যাত হ'য়ে উঠেছিলো। সেই তখন যেন সবই সুন্দর, সমৃদ্ধ, আর প্রায় সব-কিছুই কী যে ভালো লাগতো তার—গির্জেয় নানা উৎসব, নানা রকম নাচ, লোকজন, তাদের আদব-কায়দা—সবই যেন খুশিতে ভ'রে তুলতো তাকে—তাদের যে ঘর খুব নিচু, চাষি আর মজুর বংশে তার বাবা-মার জন্ম, তাতে কিছুই এসে যেতো না। আর রাশিয়াও তখন ছিলো বিবাহযোগ্যা তরুণীর মতো, তার পাণিপ্রার্থীরাও ছিলো সত্যিকার পুরুষ, তারা রুখে দাঁড়াতে পারতো তার জন্য, এখনকার এই ইতরগুলোর সঙ্গে

তাদের কোনো তুলনাই হয় না। কিছুতেই আর সেই জৌলুশ এখন নেই, সাধারণ বেসামরিক লোক ছাড়া আর কারো দেখা পাওয়াই দায়। রাতদিন কেবল উকিল আর ইহুদিদেরই খিটিমিটি কানে আসে। বেচারা ভ্লাস আর তার বন্ধুরা ভাবে যে কেবল স্বাস্থ্য পান ক'রে, বক্তৃতা দিয়ে আর শুভেচ্ছা জানিয়েই সেই সোনালি দিনগুলি তারা ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু বিগত প্রেমকে ফিরে পাবার এই কি উপায়? তার জন্যে তো পাহাড় নাড়াতে হয়!

৪

এর মধ্যে সে পার্ক পেরিয়ে বাজার পর্যন্ত ঘুরে এলো একাধিকবার। বাজার থেকে বাঁ দিকের রাস্তার মাঝামাঝি গেলেই তার বাড়ি, কিন্তু যতোবারই সে বাড়ির কাছে এলো, ভেতরে যাবার কোনো তাগিদই পেলো না সে, বরং ফিরে এসে মঠের লাগোয়া সরু গলিগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো।

বাজার যেখানটায় বসে, সে-জায়গাটা একটা বড়ো মাঠের মতো। আগেকার দিনে হাটবারে চাষিদের টানাগাড়িতে ভরা থাকতো সেটা। তার একপ্রান্তে সেণ্ট হেলেন স্ট্রীট[১] : অন্যদিকে, আধো-চাঁদের মতো বাঁকানো ভাবে, সার-বাঁধা ছোটো-ছোটো দালান দাঁড়িয়ে আছে, একতলা আর দোতলা শুধু,—গুদোম, আপিশ-ঘর কি দোকান হিসেবে ব্যবহার করা হয় এদের।

তার মনে পড়লো, আগে, যখন শান্তি ছিলো, শৃঙ্খলা ছিলো, ক্রুখিয়ানভ নামে খিটখিটে, বদমেজাজি একটা লোক, বুড়ো লম্বা ঝুল-কামিজ আর চশমা প'রে হাম্বড়া ভঙ্গিতে তার মস্ত চার ভাঁজওলা লোহার দরজার সামনে চেয়ারে ব'সে শস্তা কাগজ পড়তো। লোকটার ব্যাবসা ছিলো চামড়া, ওট, খড়, গাড়ির চাকা আর ঘোড়ার সাঁজোয়ার।

আর সেখানে ছোট্ট একটা ঝাপসা জানলায় কয়েক জোড়া ফিতেয় মোড়া

১ St. Helen's Street : ইয়েলেনিনস্কায়া।

বিয়ের দিনের মোমবাতি, আর কার্ডবোর্ডের বাক্সে ফুলের তোড়া দেখা যেতো, বছরের পর বছর ধ'রে তারা কেবল ধুলো জমিয়েছে গায়ে, আর তার পেছনে ছোট্ট ঘরটায়—যেখানে মস্ত গোলগাল মোমের তাল ছাড়া আর কোনো আসবাব বা মালপত্র থাকতো না—এক লক্ষপতি মোমবাতি-নির্মাতার হাজার-হাজার টাকার লেনদেন হ'তো। সেই মোমবাতি-নির্মাতা কোথায় থাকতো সেটা যেমন কেউ জানতো না, তেমনি যাদের সঙ্গে লেনদেন হ'তো, সেই লক্ষপতি ব্যবসায়ীর দালালদেরও চিনতো না কেউ।

ঐ দোকানের সারির ঠিক মাঝখানটায় গালুজিনের মস্ত মুদি-দোকান—তিনটে জানলা আছে দোকানঘরে। ঘরের ফাঁকা, ফাটল-ধরা মেঝেয় সকাল, দুপুর, রাত্রে স্তূপ হ'য়ে ব্যবহার-করা চা-পাতা জ'মে থাকতো ; গালুজিন আর তার সহকারীরা সবাই সারাদিন ধ'রে চা খেতো অনবরত। গালুজিনার তখন নতুন বিয়ে হয়েছে, বয়সও কম ছিলো, মাঝে-মাঝে ইচ্ছে ক'রেই গিয়ে বসতো ক্যাশবাক্সে। তার প্রিয় রং ছিলো বেগনি। গির্জেয় বিশেষ প্রার্থনা-সভায় পরিধেয় পোষাকের রংও ঠিক এই, কুঁড়ি-ধরা লাইলাকের মতো। তার সেরা মখমলের পোষাক আর স্ফটিক পানপাত্রগুলিও এই রঙের। এই রং তার সুখের চিহ্ন, তার স্মৃতির ভাবানুষঙ্গ। তার মনে হয় প্রাক্-বিপ্লবকালীন রাশিয়ার কৌমার্যেরও প্রতীক হ'লো এই লাইলাকের রং। ক্যাশবাক্সের পেছনে বসতে তার এইজন্য ভালো লাগতো যে দোকান-ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে থাকতো এক বেগনি প্রদোষ,—শ্বেতসার, চিনি আর কাচের বৈয়মের লাল-কালো নানা রকম মিষ্টির সুগন্ধ ঠিক মিলে-মিশে যেতো তার প্রিয় বেগনি রঙের সঙ্গে।

এখানে এই মোড়ে, কাঠগোলার উঠোনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে পুরোনো, ধূসর, কার্নিশওলা জরাজীর্ণ বাড়ি, যাকে চারপাশ থেকেই দেখায় একটা ধ্ব'সে-যাওয়া ঘোড়ার গাড়ির কোচবাক্সের মতো। দোতলা বাড়ি, দু'পাশে দুটো দরজা আছে। প্রত্যেকটি তলা দু'ভাগে বিভক্ত ; নিচের তলায় ডানদিকের অংশটায় হ'লো জ্যালকিণ্ডের ওষুধের দোকান, আর বাঁদিকটাতে অ্যাটর্নির আপিশ। ওষুধের দোকানের ওপরে মস্ত পরিবার নিয়ে থাকে বুড়ো শ্‌মুলেভিচ, মেয়েদের পোষাক সেলাই করে সে। শ্‌মুলেভিচদের

আস্তানার পর, অ্যাটর্নির আপিশের ওপরে থাকে নানা ধরনের ভাড়াটে, যাদের নাম ও পেশার সাইনবোর্ডে সামনের দরজাটা ভর্তি হ'য়ে আছে। এখানে ঘড়ি সারানো হয়, জুতো মেরামত করা হয়; কামিন্‌স্কির খোদাই-করার কারখানাও এখানে, আবার জুক আর ষ্টভাখ এখানে অংশীদার হিসেবে ফোটো তোলার দোকান চালায়।

দোতলাটা ভিড়ে ঠাশাঠাশি ব'লে ফোটোগ্রাফারের তরুণ সহকারীরা উঠোনের মস্ত কাঠের শেডে ডার্করুম বানিয়ে নিয়েছে। সহকারীদের একজন হ'লো ব্লাজ্বিন, ফোটো তোলা শিখছে সে, আর অন্যজন হ'লো মাগিডসন, সে ছবিগুলো রিটাচ করে। ডার্করুমের জানলা দিয়ে বাতির রাগি লাল চোখের যে-ঝাপসা চাউনি দেখা গেলো, তাতে মনে হ'লো এখনো তারা কাজ করছে সেখানে। এই জানলার তলাতেই শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে বাচ্চা কুকুরটাকে, যার নাম টোম্বিক, আর যার গলা-ফাটানো চীৎকার সেণ্ট হেলেন স্ট্রীটের পার্ক থেকেও শোনা যাচ্ছে।

'এই তো এরা আছে, ঠাশাঠাশি ক'রে; যেন গোটা সানহেড্রিনকে কেউ বাক্সে পুরে রেখেছে,' ছাইরঙা বাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে-যেতে গালুজ্বিনা ভাবলে। 'যতো নোংরা ভিখিরিদের ভিড়।' অথচ, তক্ষুনি তার মনে হ'লো তার স্বামী যে ইহুদিদের এতো ঘৃণা করে, সেটা মোটেই ভালো নয়। তারা যদি দেশের কর্তা হ'তো তাহ'লে না-হয় এক কথা ছিলো, কিন্তু রুশ দেশের ভাগ্যবিধাতা হবার মতো প্রতিপত্তি তাদের তো নেই। অবশ্য এটা ঠিক যে যদি কেউ গিয়ে বুড়ো শ্‌মুলেভিচকে দেশের এতো বিশৃঙ্খলা আর হাঙ্গামার কারণ জিজ্ঞেস করে তো সে তার কুৎসিত মুখটাকে দুমড়ে বাঁকিয়ে মুচড়ে ব'লে উঠবে, 'এ-সবই নির্ঘাৎ লিবোচ্‌কা'[১]র শয়তানি।'

এই সব অর্থহীন ভাবনায় শুধু সময় নষ্ট, ওঃ! কী এসে যায় তাদের অস্তিত্বে? তারাই কি রাশিয়ার দুর্ভাগ্য? গোলযোগের আসল কারণ হ'লো শহরগুলো। এমন নয় যে সারাটা দেশ কয়েকটা শহরের ওপর নির্ভর ক'রে আছে, কিন্তু শহরের লোকেরা লেখাপড়া জানে, আর তাই দেখে গ্রামের

১ ঈডিশ্ ভাষায় লিওকে লিবোচকা বলে; এখানে লিও ট্রটস্কির কথা বলা হচ্ছে, তিনি ইহুদি ছিলেন।

লোকেদের মুণ্ডু ঘুরে গেছে ; শহরের এই শিক্ষাকে হিংসে করে তারা, সব সময়েই চেষ্টা করে তাদের নকল ক'রে চলতে, কিন্তু কিছুতেই তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, আর তার ফলে লাভ হয়েছে এই যে এখন তারা না ওদের মতো, না নিজেদের মতো।

অথবা উল্টোটাও হ'তে পারে, হয়তো সব গোলমালের মূল কারণই অজ্ঞতা।—শিক্ষিত লোক দেয়ালের ভেতর দিয়েও দেখতে পায়, কী-কী ঘটতে পারে সবটা সে আগেই আঁচ ক'রে নিতে পারে, আর আমরা অজ্ঞেরা যেন এক অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে প'ড়ে আছি। যখন আমাদের মুণ্ড কাটা যায় তখন আমরা শুধু এটুকু বুঝি যে টুপিটা খোওয়া গেলো।—এমন নয় শিক্ষিত লোকেরাই আজকাল খুব সুখে আছে। ছাখো না, দুর্ভিক্ষ কী-ভাবে তাদের শহর থেকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে! একবার শুধু চেষ্টা ক'রে ছাখো ব্যাপারটা বুঝতে! স্বয়ং শয়তানও এর মাথামুণ্ডু বুঝে উঠতে পারবে না!

কিন্তু যাই হোক না কেন, এটা সত্যি যে কেবল গ্রামের লোকেরাই জানে কী ভাবে বাঁচতে হয়। তার আত্মীয়-স্বজনদের কথাই ভাবো না কেন—সেলিটভিনেরা, সেপ্লাবুরিনেরা, পামফিল পালিখ, মোডিথ-ভাইয়েরা। তারা নিজেদের হাত-পায়ের ওপর নির্ভর ক'রে আছে, নিজেদের বুদ্ধি সম্পর্কে আস্থা আছে, তারা নিজেরাই নিজেদের মালিক। রাজপথ ধ'রে যে-নতুন গোলাবাড়িগুলো উঠেছে, দেখতে কী সুন্দর লাগে। পনেরো ডেসিয়াটিন[১] জোড়া চাষের জমি, ঘোড়া, ভেড়া, শুয়োর, গোরু, আর গোলাভর্তি ফসল—তিন বছরের মতো কোনো ভাবনা নেই! তাছাড়া তাদের চাষের কলগুলি!—এমনকি ফসল কাটার কল পর্যন্ত আছে তাদের! কোলচাক খুব তেল দিচ্ছে তাদের, খালি তাদের নিজের দলে টানতে চাচ্ছে, কমিসাররাও তথৈবচ, তারাও চায় যে তারা আরণ্যক সেনাদলে যোগ দিক। তারা সবাই যুদ্ধ থেকে জর্জ ক্রস[২] নিয়ে ফিরেছে, তাই সবাই তাদের দলে টানতে চায়, সবাই চায়, ওদের তারা শিক্ষাগুরু হিসেবে নিযুক্ত করুক। কমিশন পাও বা না পাও, যদি তুমি নিজের কাজটি জানো তো তোমরা চাহিদা হবেই।

১ এক ডেসিয়াটিনা : ২·৭ একর।

২ জার-শাসিত রাশিয়াতে সন্ত জর্জের ক্রুশচিহ্ন ছিলো সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান।

কিন্তু এখন তার বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। এতো রাত্রে কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ভালো দেখায় না। যদি সে তার নিজের বাগানে ঘুরে বেড়াতো তো কিছু এসে যেতো না। কিন্তু বাগানটায় এতো কাদা, ঠিক যেন একটা জলা জায়গা। যাই হোক—মনে-মনে ভাবলো সে—এখন আগের চেয়ে একটু ভালোই লাগছে।

আপন ভাবনায় দিশেহারা হ'য়ে, সব চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলে পালুজিনা এবার বাড়ি ফিরলো। কিন্তু ভেতরে ঢোকার আগে খানিকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইলো দেউড়িতে; আরো কয়েকটা কথা তার মনে এলো আস্তে-আস্তে।

সেই সব লোকেদের কথা ভাবলো সে, যারা আজকাল কর্তাগিরি ফলাচ্ছে খোড়াটস্কোয়েতে; তারা কী-রকম লোক, তা সে অল্পবিস্তর জানে। রাজধানী থেকে বহুকাল আগে তারা রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিত হয়েছিলো; টিভেরজিন, আন্টিপভ, নৈরাজ্যবাদী 'কালো নিশেন'ওলা ভ্‌ডোভিচেঙ্কো, এখানকার তালানির্মাতা 'পাগলা কুকুর' গরশেনি—এদেরই মতো লোক তারা সবাই। ধূর্ত তারা, তাছাড়া তারা জানে তারা কী চায়, এককালে তারা খুব গোলমাল পাকিয়ে তুলেছিলো, এখনো নিশ্চয়ই মনে-মনে ফন্দি আঁটছে নতুন কিছু গণ্ডগোল বাধাবার জন্য। কোনো-কিছু না-ক'রে থাকতে পারে না এরা। সারা জীবন তারা যন্ত্র নিয়ে কাটিয়েছে আর এখন তারা নিজেরাই হ'য়ে উঠেছে যন্ত্রের মতো, তেমনি ঠাণ্ডা, আর তেমনি নির্দয়। পশমের জামা আর ফতুয়া প'রে তারা ঘুরে বেড়ায়, ধূমপানের সময় হাড়ের তৈরি সিগারেট-হোল্ডার ব্যবহার করে, আর অসুখ-বিসুখ যাতে না হয় এইজন্যে জল ফুটিয়ে নিয়ে খায়। ভ্‌লাস বেচারা খামকাই তার সময় নষ্ট করছে; এই লোকগুলো সব লণ্ডভণ্ড ক'রে যাবে, শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের মর্জি মেটাবেই।

তারপর সে ভাবলে তার নিজের কথা। সে জানে সে একজন শাদাশিধে স্ত্রীলোক, কিন্তু তার নিজের মন ব'লে একটা জিনিস আছে, বুদ্ধি আছে, আর বয়সের তুলনায় যুবতী আছে এখনো। সব মিলিয়ে দেখলে মানুষ হিসেবে সে মন্দ নয়। কিন্তু তার কোনো গুণই এই বিশ্রী সৃষ্টিছাড়া জায়গায় কাজে লাগে না—অন্য কোথাও যে লাগবে তাও নয়। সেই বোকা বুড়ি সেনটেটিউরিখার বিষয়ে যে-অশ্লীল গানটা আছে, সেটা তার মনে প'ড়ে

গেলো ; ইউরালের সর্বত্র গানটা খুব পরিচিত, কিন্তু প্রথম দুটো পংক্তিই শুধু মুখে আনা যায় :

> 'সেনটেটিউরিখা, সে তার গাড়ি বেচে দিলে
> আর কিনে নিলে এক বালালাইকা[1]...'

এর পরে নিছক অশ্লীলতা ছাড়া আর-কিছু নেই। তারা পুণ্য ক্রুশে এই গানটা গাইতো ; তার সন্দেহ হ'লো, বোধহয় তাকে লক্ষ্য ক'রেই।

শুকনো, তিক্ত একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়িতে ঢুকলো সে।

৫

সোজা সে চ'লে গেলো তার শোবার ঘরে, এমনকি কোট খুলে নেবার জন্য হলঘরেও থামলো না। ঘরটার মুখ বাগানের দিকে। ঘরের ভেতরকার আর বাগানের ছায়ামূর্তিগুলোকে রাত্রি প্রায় সেইরকমই দেখায়, যেন তারা একে অন্যের পুনরাবৃত্তি করছে। পর্দার শিথিল ঝুলে-পড়া ছায়াগুলোকে দেখায় যেন কালো, পাতা-ঝরা আবছা গাছগুলির শিথিল ঝুলে-পড়া ছায়ারই মতো। বাগানে, যেখানে শীত প্রায় শেষ হ'য়ে এলো, ভাবী বসন্তের গাঢ়-লাল দীপ্তি মাটি ফেটে বেরিয়ে এসে রাতের রেশমি অন্ধকারকে উষ্ণতা দিচ্ছে। আর এই দুই উপাদানের কোনো অনুরূপ সংমিশ্রণের ফলে, ধূলিধূসর পর্দা-ঝোলানো ঘরটার বাতাসহীন অন্ধকারও আগতপ্রায় উৎসবের গাঢ় বেগনি আভায় কোমল হ'য়ে এলো।

কুমারী-মাতার বিগ্রহটি রুপোর উঁচু পাত থেকে তাঁর শ্যামল কৃশ হাত সরিয়ে নিয়ে তুলে দিয়েছেন ওপরে, মনে হয় যেন তাঁর গ্রীক নামের প্রথম আর শেষ অক্ষরগুলি ধ'রে আছেন, Mη'τηρ θεοῦ[2]। বিগ্রহের বাতির রং ডালিমদানার মতো, সোনার তাকে দোয়াতের মতো কালো দেখাচ্ছে তাকে— তা ছড়িয়ে দিয়েছে তার তারাজ্বলা আলো, নকশা-আঁকা কাচের ভেতর ফুলঝুরির মতো ছড়িয়ে গিয়ে শোবার ঘরের গালচেতে প'ড়ে আছে।

---

১ Balalaika : রাশিয়ায় ব্যবহৃত এক ধরনের গীটার।—অনুবাদকের টীকা

২ 'ম্যাতার থেঊ'—ঈশ্বরজননী।—অনুবাদকের টীকা

কোট আর শাল খুলতে গিয়ে গালুজিনাকে একটু বেমোড়ে বেঁকতে হ'লো, আর সঙ্গে-সঙ্গে কাঁধের তলায় পিঠের একপাশে সেই পুরোনো ব্যথাটা চাড়া দিয়ে উঠলো। ভিতু গলায় চেঁচিয়ে উঠলো সে, তারপর বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলো: 'দুঃখীজনের রক্ষাকর্ত্রী, অসহায়ের সহায়, বিশ্বের আশ্রয়, পুণ্যময়ী ঈশ্বরজননী…' প্রার্থনার মাঝামাঝি জায়গায় এসে কান্নায় ভেঙে পড়লো সে।

ব্যথাটা ক'মে যাওয়ার পর সে কাপড ছাড়তে শুরু ক'রে দিলে, কিন্তু পেছনের হুকটা পিছলে গিয়ে জামার নরম কুচিগুলির মধ্যে মিশে গেলো। আবার নাগাল পেতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিলো তাকে।

কৃসিউশা বলে যে-মেয়েটি তাদের বাড়িতে থাকে, সে জেগে গিয়েছিলো, এবার ঘরে এসে এলো।

'অন্ধকারে কেন, মা? আলো আনবো?'

'থাক। যথেষ্ট আলো আছে।'

'দেখি, আমাকে দাও, আমি খুলে দিচ্ছি। ক্লান্ত হ'য়ে যাচ্ছো।'

'আঙুলগুলো সব অকেজো হ'য়ে গেছে যেন, আমার কান্না পাচ্ছে। আর ঐ দরজিটা—লোকটা এটুকু বোঝে না কোথায় আংটাগুলো লাগালে হাতের নাগালে আসে। ব্যাটা কালা বাদুড়! আমার ইচ্ছে করছিলো সবগুলো হুক খুলে তার কুচ্ছিৎ মুখটার ওপর ছুঁড়ে দিই।'

'মঠে কী সুন্দর গান গাইছিলো ওরা! চারদিক এতো চুপচাপ যে বাড়ি থেকেও শোনা গেলো।'

'গান ভালোই গাইছিলো, কিন্তু আমার শরীরটা ভালো ঠেকছে না। আবার সেই ব্যথাটা উঠেছে—এখানে, আর এখানটায়, সব জায়গায়…এমন একটা উৎপাত, কী যে করবো ভেবে পাই না!'

'সেবারে কিন্তু স্টিডবস্কির হোমিওপ্যাথি ওষুধে কাজ দিয়েছিলো।'

'লোকটা এমন সব কাজ করতে বলে, যা অসম্ভব। তোমার ঐ হোমিওপ্যাথটি একটি হাতুড়ে, মোটেই কাজের না। এই তো গেলো প্রথম কথা। আর [illegible]-ছাড়া সে এখান থেকে চ'লেও গেছে। চ'লে গেছে সে, তোমাকে ব'লে দিচ্ছি, শহর ছেড়ে চ'লে গিয়েছে। শুধু সে-ই না, আরো

অনেকেই; তারা সকলেই—ঠিক ছুটির আগে জোট বেধে ছুটে পালিয়েছে—যেন শিগগিরই কোনো ভূমিকম্প শুরু হবে, বা ঐ গোছের কিছু।'

'বেশ, তাহ'লে ঐ হাঙ্গেরিয়ান ডাক্তারকে ডাকলে কেমন হয়?—ঐ যে যুদ্ধের বন্দী লোকটা, তার চিকিৎসায় কিন্তু উপকার পেয়েছিলে।'

'সেও কোনো কম্মের নয়। আর তাছাড়া, বললামই তো, একটি জনপ্রাণী বাকি নেই। কেরেনি লাজোস অন্য হাঙ্গেরিয়ানদের সঙ্গে সীমান্ত-রেখার[১] ওপারে চ'লে গেছে। লাল ফৌজের কাজ করার জন্য জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গেছে ওকে।

'মা, এর অনেক কিছুই কিন্তু মনে-মনে বানাচ্ছো তুমি। বড্ড উত্তেজিত আছো। তোমার মতো অবস্থায় তুকতাকে খুব কাজ হয় কিন্তু; আর চাষিরা তো তা-ই ক'রে থাকে সচরাচর। তোমার মনে আছে সেই সেপাইয়ের বৌটির কথা, যে তোমার কানে-কানে কী যেন বলেছিলো, আর অমনি ব্যথা সেরে গিয়েছিলো? তার নামটা যেন কী?'

'ও, তাই বুঝি! আমাকে এক ডাহা উজবুক ঠাউরে বসেছো তুমি! এখন যদি তুমি আমার আড়ালে "সেনটেটিউরিখা" গাইতে শুরু ক'রে দাও, তাহ'লেও আমি অবাক হবো না।'

'মা, এমন কথা কী ক'রে তুমি মুখে আনলে! ও-কথা মনে আনাও পাপ। তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। বরং সেই স্ত্রীলোকটির নামটা কী, তা আমাকে মনে করিয়ে দিলে অনেক ভালো করবে। নামটা আমার জিভের ডগায় এসে আটকে আছে। যতোক্ষণ না নামটা মনে করতে পারছি, ততোক্ষণ আমি শান্তি পাবো না।'

'সে-বেটির যতো না শায়া-শেমিজ, নাম তার চেয়ে বেশি। কোন নামটার কথা ভাবছো তুমি? কুবারিখা, মেডভেডিখা আর জ্বালিভস্থিখা—এই সব নামে ওরা ডাকে তাকে। এ ছাড়া আরো যে কত আছে, তা আমি জানিও না। সেও এখন আর এখানে নেই। চ'লে গেছে কোথাও, উধাও হ'য়ে গেছে একেবারে।—কী সব বড়ি আর গুঁড়ো ওষুধ বানিয়েছিলো সে, যা গর্ভপাতে সাহায্য করতো, এইজন্য কেজুমা জেলে তাঁকে আটকে রাখা

১ শাদাদের অধিকৃত এলাকার বাইরে।

হয়েছিলো। বুঝতেই পারছো যে জেলখানা তার অসহ্য ঠেকলো, চম্পট দিলে সেখান থেকে, বোধ হয় পুবদেশের কোনোখানে আছে এখন। সবাই পালিয়েছে, এই তোমায় আমি ব'লে রাখলাম।—ভ্লাস, টেরিয়শকা আর তোমার পলিয়া মাসি—দয়ার শরীর পেলাগিয়া—সবাই, সবাই পালিয়েছে। আমরা দুই আকাট মুখ্যু ছাড়া—শহরে আর একজন ভালো মেয়েমানুষ নেই। না, না, আমি ঠাট্টা করছি না। তাছাড়া কোনো ধরনের ডাক্তারি সাহায্যও পাবার উপায় নেই। যদি ভালো-মন্দ কিছু ঘ'টে যায়, তাহ'লে কোথাও একজন ডাক্তার পাওয়া যাবে না, টাকা বলো দয়া বলো, কিছুর জন্যেই না। তারা বলছিলো ইউরিয়াটিনে নাকি একজন ডাক্তার আছেন, মস্কোর নামজাদা প্রোফেসর, সাইবেরিয়ার এক ব্যাবসাদারের ছেলে, সে-ভদ্রলোক আবার আত্মহত্যা করেন। কিন্তু ঠিক যখন আমি তাঁর কাছে খবর পাঠাবার কথা ভাবছিলাম, লাল ফৌজের লোকেরা নাকি রাস্তার বারো জায়গা দখল ক'রে ব'সে আছে।...যাও, এবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো, আমিও শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, ভালো কথা, ঐ যে তোমার বন্ধুটি, ঐ ছাত্র রাজ্‌িন, ও-ই তোমার মাথাটি খেয়েছে।—"না" ব'লে আর লাভ কী? এদিকে তো গাজরের মতো লাল হ'য়ে উঠেছো!—বেচারা, তাকে আমি কতগুলো ফোটো দিয়েছিলাম ডেভেলপ করার জন্য, এখন সারারাত ধ'রে সেগুলো নিয়ে তাকে ঘামতে হবে। ঐ বাড়িতে ওরা নিজেরা তো ঘুমোয়ই না, সেই সঙ্গে অন্য কাউকেও ঘুমোতে দেয় না। ওদের টোমিক সেই থেকে ঘেউ-ঘেউ করছে, সারা শহরে তার ডাক শুনতে পাওয়া যায়। আর এদিকে আপেল-গাছে ব'সে আমাদের ঐ হতচ্ছাড়া কাকটা ডেকে-ডেকে পাগল হ'য়ে গেলো। মনে হচ্ছে আরেকটা রাত না-ঘুমিয়ে কাটাতে হবে আমাকে।...আরে, হঠাৎ এতো গোমড়ামুখো হ'য়ে পড়লে কেন? এতো অভিমানী হোয়ো না। মেয়েরা যদি প্রেমেই না পড়লো তো ছাত্রেরা আছে কী জন্যে!'

৬

'কুত্তাটা চ্যাচাচ্ছে কেন? গিয়ে দেখে এসো তো কী ব্যাপার। খামখা নিশ্চয়ই এ-রকম চ্যাচাচ্ছে না? এক মিনিট চুপ করো, লিডচ্কা একটু চুপ করো না—আঃ! কী ব্যাপার চলেছে আমায় জানতে হবে, আর নয়তো কিছু বুঝে ওঠার আগেই হয়তো পুলিশ এসে পড়বে। উস্টিন, এখানে থাকো, আর তুমি, সিভোব্লুয়ি, তুমিও। তোমাদের ছাড়াই সব ঠিক ক'রে নিতে পারবো।'

লিডচকা কেন্দ্রীয় সমিতির প্রতিনিধি। দলের নেতা যে তাকে চুপ করতে বলেছে, এটা সে শোনেনি, তাই তার ক্লান্তিকর বকবকানি থামালো না:

'সাইবেরিয়ায় বুর্জোয়াদের সামরিক শাসন যে-ভাবে লুটপাট চালাচ্ছে, কেড়ে নিচ্ছে সব, জবরদস্তি করছে, আর যে-ভাবে অত্যাচার করছে আর গুলিগোলা চালাচ্ছে, তাতে এতোদিন যারা আত্মপ্রতারণা করেছিলো তাদেরও চোখ খুলে যাবে। শুধু যে মজুরদের বিরুদ্ধেই শত্রুতা করছে তা নয়, আসলে এটা তামাম মেহনতি চাষিসমাজের বিরুদ্ধেই শত্রুতাচরণ। সাইবেরিয়া আর ইউরালের মেহনতি চাষিদের এটা বুঝতেই হবে যে সৈন্যদের সঙ্গে আর শহরের প্রলেটারিয়াটের সঙ্গে, গরিব কিরগিজ আর বুরিয়াট চাষিদের সঙ্গে মিত্রতা করলেই '

তাকে যে থামতে বলা হচ্ছে, লিডচকা এটা এতোক্ষণে খেয়াল করলে। কথা থামিয়ে রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নিলে, তারপর বন্ধ করলো তার ফোলা-ফোলা ক্লান্ত চোখ।

'একটু জিরিয়ে নিন। জল খেয়ে নিন বরং,' তার কাছে যারা ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিলো, তাদের একজন বললে।

উদ্বিগ্ন নেতাটি এবার আস্থা ফিরে পাচ্ছিলেন:

'অনর্থক এতো হৈ-চৈ কী জন্যে? সব ঠিক আছে। জানলায় সংকেত-বাতি জ্বলছে, আর তাছাড়া, একটু শৌখিন ভাষায় বলা যায় যে, পাহারাওলা তার চোখ দুটিকে আঠা দিয়ে জুড়ে রেখেছে চারপাশে। আলোচনাটা কেন চলবে না, আমি বুঝতে পারছি না। চালিয়ে যান কমরেড লিডচকা।'

ফোটোগ্রাফারদের উঠোনে মস্ত শেডটায় যে-জ্বালানি কাঠ ছিলো সব একপাশে সরিয়ে রেখে শেডের ঠিক মাঝখানকার ফাঁকা জায়গাটায় বেআইনি সভা বসেছে। ছাত পর্যন্ত উঁচু ক'রে স্তূপাকারে কাঠ রাখা হয়েছে, যাতে প্রবেশপথের ডার্করুম থেকে কিছুই দেখা না যায়। তেমন জরুরি অবস্থায় পড়লে যাতে পালানো যায়, সেইজন্যে ঠেলা দরজা দিয়ে একটা সুড়ঙ্গপথে যাবার ব্যবস্থা আছে; সেটা গেছে মঠের পেছনে একটা নির্জন গলি পর্যন্ত।

বক্তার গায়ের রং জলপাইয়ের মতো, কানের পাশ থেকে দাড়ি নেমে এসেছে; টেকো মাথায় একটা কালো রঙের সুতির টুপি প'রে আছে সে। এক ধরনের স্নায়বিক স্বেদক্ষরণে ভোগে সে, সব সময় গলগল ক'রে ঘামছে কেবল। হাতের সিগারেটটা বারে-বারে নিভে যাচ্ছে, প্যারাফিনের বাতির গরম ধোঁয়ার মধ্যে সেটাকে লোভীর মতো ধ'রে বারে-বারে জ্বালিয়ে নিচ্ছে আবার। সামনে ছড়িয়ে-থাকা কাগজপত্রগুলির ওপর সে ঝুঁকে পড়লো, উদ্বিগ্নভাবে তাদের ওপর বুলিয়ে নিলে তার ক্ষীণদৃষ্টি চোখ, মনে হ'লো যেন তাদের গন্ধ শুঁকছে, তারপর আবার তার নিস্তরঙ্গ ক্লান্ত গলায় শুরু করলে:

'শুধুমাত্র সোভিয়েটগুলির মধ্য দিয়েই শহর ও গ্রামের গরিবদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন সম্ভব হ'তে পারে। যে-জন্যে সাইবেরিয়ার মজুররা বহুকাল আগেই লড়াই শুরু করেছে, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সাইবেরীয় চাষিদেরও এখন সেইজন্যেই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এখন তাদের লক্ষ্য এক—এখন তারা দু'জনেই চায় অ্যাডমিরাল আর হেটমানদের স্বৈরাচারের অবসান। সশস্ত্র বিপ্লবের সাহায্যে সেনাবাহিনী ও কৃষকসমাজের সোভিয়েটের সক্ষম প্রতিষ্ঠাই এখন তাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—বুর্জোয়াসমাজের এই সব অফিসার আর ভাড়াটে কসাকদের সঙ্গে লড়াই চালাতে গিয়ে বিদ্রোহীদের রীতিমতো মুখোমুখি যুদ্ধ চালাতে হবে, কেননা বুর্জোয়া সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের কোনো অভাব নেই। যুদ্ধ চলবে বহুদিন ধ'রে, সহজে মিটবে না।'

আবার কথা থামিয়ে মুখ মুছে চোখ বুজলো সে। প্রচলিত নিয়ম না-মেনে শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে কথা বলবার অনুমতি চাইলো।

পার্টিজান নেতাটি—সঠিক বলতে গেলে, ট্রান্স-ইউরালীয় দলশাখার কেড্রয়া গোষ্ঠীর কমাণ্ডার, বক্তার ঠিক নাকের তলায় এমন ঢিলেঢোলা ভঙ্গিতে ব'সে ছিলো যে দেখলে রাগ হয়। মাঝে-মাঝে বক্তাকে রূঢ়ভাবে থামিয়ে দিচ্ছিলো সে, তার ব্যবহারে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধার লক্ষণ নেই। বিশ্বাস করা শক্ত যে এতো অল্প-বয়সী একজন সৈন্য—প্রায় কিশোর বলা যায়, সে হ'লো কিনা আস্ত বাহিনীর নেতা আর সবাই তার কথা শোনে, মান্য করে। পল্টনের মস্ত কোটে হাত-পা ঢেকে সে ব'সে ছিলো; কোটের ওপরকার অংশটা তার চেয়ারের ওপর ফেলে রাখা; তার ফলে তার ফৌজি পোষাক দেখা যাচ্ছিলো —কাঁধের কাছে কালো দাগ, সেখান থেকে এপোলেৎ খুলে ফেলা হয়েছে।

তার দু'পাশে একজন ক'রে নিঃশব্দ দেহরক্ষী দাঁড়িয়ে আছে; তারাও তারই সমবয়সী, পরনে ধারে-ধারে কোঁকড়ানো শাদা মেষচর্মের জামা, এখন একটু ধূসর হ'য়ে গেছে। তাদের পাথরের মতো কঠিন ও সুশ্রী মুখে দলপতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য ছাড়া আর কোনো ভাব নেই; প্রাণপণ ক'রেও আদেশপালনের জন্য উন্মুখ হ'য়ে আছে। আলোচনায় কোনো অংশ নিলে না তারা; কোনো কথাতেই একটু বিচলিত হ'লো না, না বললে কোনো কথা, না একটু হাসলো।

তারা ছাড়া আরো বারো বা পনেরোজন লোক ছিলো ঘরে। কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে আছে, অন্যেরা মেঝেয় ব'সে; স্তূপ ক'রে রাখা জ্বালানি কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে তারা, কেউ বসেছে সামনে পা ছড়িয়ে, কেউ বা হাঁটুর ওপর থুৎনি চেপে আছে।

তিন-চারজন ছিলেন মাননীয় অতিথি, তাঁরা বসেছেন চেয়ারে। তাঁরা সবাই পুরোনো কর্মী, ১৯০৫ সালের বিপ্লবের হোমরা-চোমরা। তাঁদের মধ্যে একজন হ'লো টিভেরজিন, কেমন যেন বিষণ্ণ হ'য়ে আছে, মস্কো ছাড়ার পর অনেক বদলে গেছে সে, আর তার সঙ্গে আছে তার বন্ধু বুড়ো আন্টিপভ, টিভেরজিন যা বলে তাতেই সায় দেয় সে। বিপ্লব যাদের পায়ে তার দগ্ধ উপচার নৈবেদ্য দিয়েছে, সেই স্বল্পসংখ্যক দেবতাদের অন্যতম ব'লে তারা গম্ভীরভাবে নিঃশব্দে ব'সে আছে মূর্তির মতো। রাজনৈতিক অহমিকা তাদের সব সজীবতা ও মানবিক গুণ হরণ করেছে।

ঘরে এমন আরো অনেকে ছিলো যারা বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। তাদের মধ্যে একজন হ'লো রুশীয় নৈরাজ্যবাদের অন্যতম স্তম্ভ ভ্ডোভিচেস্কো, 'কালো পতাকা' ব'লে সে পরিচিত। এক মুহূর্তের জন্যও শান্ত থাকতে পারে না সে, একবার এসে বসছে মেঝেতে, পরক্ষণেই উঠে দাঁড়াচ্ছে, পাইচারি করছে আগু-পিছু, মাঝে-মাঝে শেডের মাঝখানটায় এসে থেমে দাঁড়াচ্ছে। দেখতে মোটাসোটা এক দৈত্যের মতো, যেমন মস্ত তার মাথা, তেমনি মুখটা, সিংহের কেশরের মতো চুল, তুর্কিযুদ্ধের সময় যদি নাও হয়, জাপানি যুদ্ধে সে একজন অফিসার ছিলো; ভাববিলাসী সে, মশগুল হ'য়ে থাকে তার অমূল কল্পনায়।

নিজে অসাধারণ ভালো আর অতিকায় ব'লে নিজের চেয়ে ছোটো মাপের কিছুই তার চোখে পড়ে না; সেইজন্যেই আশে-পাশে কী চলেছে তাতে তার বিশেষ মনোযোগ ছিলো না। ফলে প্রত্যেকটি কথার সে ভুল অর্থ করলে, তার বিরোধী দলের মতামতকে সে নিজের ব'লে ভেবে নিলে, এবং সব কথাতেই তার সম্মতি জানিয়ে দিলে।

তার পাশেই মেঝেতে বসেছিলো স্ভিরিড, ফাঁদ-ধরিয়ে। যদিও কখনো জমিতে লাঙল চালায়নি, তবু স্ভিরিডের সঙ্গে যে মাটির যোগাযোগ আছে, আর সেটা যে চাষিদেরই মতো, তা প্রকাশ পাচ্ছিলো তার বুক-খোলা ময়লা সুতির শার্ট থেকে; বুকের কাছটা ধ'রে রেখেছে সে, সেই সঙ্গে গলায় ঝোলানো ক্রুশটাও; মাঝে-মাঝে ক্রুশটা টানছে, কখনো সেটা দিয়ে আঁচড় কাটছে বুকে সে। জাতে সে আধা-বুরিয়াট[১], লেখাপড়া জানে না কিন্তু দিলখোলা; লম্বা চুলগুলি ঢেউ-খেলানো, পাৎলা গোঁফ, তার চেয়েও পাৎলা দাড়ি। মুখে তার সব সময়ই হাসির ভাঁজ, চেহারার মধ্যে মোঙ্গোলীয় ছাপের জন্যে তাকে বয়সের তুলনায় বুড়ো দেখায়।

কেন্দ্রীয় সমিতির নির্দেশ অনুসারে এক সামরিক দৌত্যকার্যে সাইবেরিয়া সফরে বেরিয়েছে বক্তাটি। মনে-মনে সে একবার ভেবে নিলে এখনো কত বড়ো দেশ তাকে ভ্রমণ করতে হবে। অধিকাংশ শ্রোতা বিষয়েই তার কোনো কৌতূহল নেই। কিন্তু একজন পুরোনো বিপ্লবী ব'লে আর ছেলেবেলা থেকেই

১ সাইবেরিয়ার তুর্কী উপজাতিদের অন্যতম।

গণ-দরদী ব'লে, সে তার মুখোমুখি-ব'সে-থাকা তরুণ দলপতির দিকে প্রায় সম্ভ্রমের চোখে তাকালো। তার বেয়াদবি শুধু মাপ করলো তাই নয়, তার মনে হ'লো এটাই যথার্থ বৈপ্লবিক মনোভাব। তার ঔদ্ধত্যে খুশিই হ'লো বরং, নির্লজ্জ প্রেমিকের স্থূল আচরণে মোহগ্রস্তা রমণী যে-রকম পুলকিত হয়।

দলপতিটি হ'লো মিকুলিৎসিনের ছেলে লিবেরিয়ুস। বক্তা আগে ছিলো সমবায়-শ্রমিক-সংস্থার একজন সভ্য, এককালে সমাজ-বিপ্লবী হিসেবে কাজ করেছিলো, নাম কস্টয়এড আমুর্স্কি। এখন সে তার মত বদলেছে, অতীতের ভুলগুলো স্বীকার ক'রে বিস্তারিত জবানবন্দীতে বিবৃতি দিয়েছে। তার ফলে শুধু কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেছে তাই নয়, অল্পদিন পরেই তার হাতে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হয়েছে।

যদিও সে আর যাই হোক সৈনিক নয়, তাহ'লেও তাকে এই পদে মনোনীত করা হ'লো। তার কিছুটা কারণ বোধ হয় বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে তার সুদীর্ঘ সম্বন্ধ ও জারের আমলের জেলখানায় তার কঠোর নিগ্রহভোগ। আর অন্য কারণ হয়তো এই যে সমবায়-সমিতির প্রাক্তন সভ্য হিসেবে সে নিশ্চয়ই সাইবেরিয়ার বিদ্রোহী অঞ্চলগুলির চাষিদের মেজাজ-মর্জি জানে। সে ও-সব বিষয়ে জানে ব'লে অন্যদের যে-ধারণা, এই কাজে সামরিক অভিজ্ঞতার চাইতে সেটাই বেশি জরুরি ব'লে ধরা হ'লো।

রাজনৈতিক বিশ্বাসের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে তার চেহারা ও স্বভাব এমনভাবে বদলে গিয়েছে যে দেখে চেনার উপায় নেই। আগে তার কখনো টাক বা দাড়ি ছিলো ব'লে কেউ মনে করতে পারে না—অবশ্য তখন এ-সমস্তই হয়তো ছদ্মবেশ ছিলো তার। পার্টির কড়া হুকুম ছিলো তার ওপর, সে যেন আত্মপরিচয় গোপন রাখে। তার গুপ্ত নাম হ'লো বেরেণ্ডে বা কমরেড লিডচ্কা।

ভ্ডোভিচেঙ্কো যখন আগে-ভাগেই ব'লে দিলে যে কেন্দ্রীয় সমিতির যে-সব নির্দেশ এইমাত্র পড়া হ'লো সে তার সঙ্গে একমত, তখন একটুক্ষণের জন্য সভায় একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'লো। উত্তেজনা থেমে গেলে, কস্টয়এড ফের বলতে শুরু করলো :

'কৃষকসমাজের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনকে যাতে যতোদূর সম্ভব ব্যবহার

করা যায়, সেইজন্তে অবিলম্বে দলের প্রাদেশিক সমিতির সীমার ভেতর যতো-গুলি সক্রিয় সমবায় রয়েছে, তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।'

গোপন সাক্ষাতের জায়গা কোথায়-কোথায় আছে, সংকেতবাক্য কী, যোগাযোগের উপায় ও নানারকম সাংকেতিক ভাষা—এই সমস্ত বিষয় সে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ব'লে দিলে।

'শাদারা কোথায় তাদের অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি জমা ক'রে রেখেছে, আর কোন-কোন জায়গায় তারা বিপুল অর্থ জমিয়ে রেখেছে, নিরাপত্তার জন্য কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে, এইসব খবর সমবায়-গুলিকে জানিয়ে দিতে হবে।

'দলের সব বিচ্ছিন্ন সেনাবাহিনীর সংগঠন, তাদের অধিনায়ক, যুদ্ধকালীন শৃঙ্খলা, বিভিন্ন চক্রান্ত, বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ, আঞ্চলিক অধিবাসীদের প্রতি করণীয় আচরণ, যুদ্ধকালীন বিপ্লবী বিচারসভা, শত্রুশিবিরে অন্তর্ঘাতী কার্যসৃষ্টির কৌশল, অর্থাৎ কী ভাবে সেতু উড়িয়ে দিতে হবে, রেল-লাইন উপড়ে তুলতে হবে, নৌ-বহর ধ্বংস করতে হবে, বিভিন্ন স্টেশন ও কারখানাকে সব যন্ত্রপাতি সমেত ধ্বংস ক'রে ফেলতে হবে, সব টেলিগ্রাফ-আপিশ, খনি ও রসদ-সরবরাহ বানচাল ক'রে দিতে হবে, এই সমস্ত বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব ভেবে রাখতে হবে।'

লিবেরিয়ুস আর সহ্য করতে পারলো না। এতোক্ষণ ধ'রে যা বলা হ'লো, সবই তার মনে হয়েছে একজন অপেশাদারের প্রলাপ মাত্র, আসল কাজের সঙ্গে এর কোনোই সম্বন্ধ নেই।

'চমৎকার বক্তৃতা,' বললে লিবেরিয়ুস। 'আমার মনে থাকবে। মনে হচ্ছে এ-সবই আমাদের বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হবে, যদি না আমরা লাল ফৌজের সাহায্য হারাতে চাই।

'নিশ্চয়ই, তা-ই করতে হবে।'

'মাসের পর মাস ধ'রে আমার বাহিনী শত্রুদের অনুসরণ করছে, লড়াই চালাচ্ছে, তাও একটা দুটো নয়—তিন-তিনটে বাহিনী—তাদের মধ্যে আবার গোলন্দাজ বাহিনীও আছে, ঘোড়সওয়ার দলও আছে। এখন তাদের নিয়ে

আমি কী করবো বলো তো? ওহে লিডচ্কা, তোমার এই ছেলেমানুষি বুলি নিয়ে আমি কী করবো, বলো তো?'

'কী চমৎকার! কী আশ্চর্য ক্ষমতা!' কস্টয়এভ ভাবলে।

লিবেরিয়ুসের রূঢ় স্বর টিভেরজিনের পছন্দ হয়নি, সে এবার আলোচনায় যোগ দিলে।

'মাপ করবেন, কমরেড স্পীকার, একটা জিনিস আমি ঠিক স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। নির্দেশগুলির একটা বোধহয় আমি ভুল লিখেছি। আমি কি প'ড়ে শোনাতে পারি—নিঃসন্দেহ হ'য়ে নেওয়াই ভালো। "বিপ্লবের সময়ে যাঁরা সামরিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সৈন্য হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই যাতে সমিতিতে যোগদান করেন, এটাই সবচেয়ে বাঞ্ছনীয়। এটা বাঞ্ছনীয় যে সমিতির সভ্যবৃন্দের মধ্যে যেন দু'একজন কমিশন-না-পাওয়া অফিসার থাকেন, আর একজন সামরিক টেকনিশিয়ান।" আমি কি শুদ্ধভাবে লিখে নিতে পেরেছি, কমরেড স্পীকার?'

'নিখুঁতভাবে। প্রত্যেকটা কথা ঠিক আছে।'

'তাহ'লে আমাকে একটা কথা বলার অনুমতি দিন। ঐ যে সামরিক টেকনিশিয়ানের কথা বললেন, এটা আমার কাছে অস্বস্তিকর ঠেকছে। আমরা যে-সব শ্রমিকেরা ১৯০৫ সালের বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলাম, আমরা সৈন্যদের সহজে বিশ্বাস করতে পারি না। সব সময়েই তাদের মধ্য থেকে প্রতিবিপ্লবী গজিয়ে ওঠে।'

'ঢের হয়েছে, এবার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক! একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক এবার। অনেক দেরি হ'য়ে গেছে, বাড়ি ফেরার সময় হ'লো।' এই ধরনের নানা রব উঠলো সভায়।

'সংখ্যাগরিষ্ঠদের সঙ্গে আমিও একমত,' গুরুগম্ভীর গলায় ভ্ডোভিচেঙ্কো ব'লে উঠলো। 'কাব্য ক'রে বলা যায়, চারাগাছ যেমন রোপিত হবার পর মাটির ভেতর শেকড় ছড়িয়ে দেয়, তেমনিভাবে সব বেসামরিক প্রতিষ্ঠানের গণতন্ত্র মেনে চলা উচিত, তারা যেন তলা থেকে গজিয়ে ওঠে। বেড়ার খুঁটির মতো তাদের হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে-ঠুকে পুঁতে দেওয়া যায় না। জ্যাকোবিন ডিক্টেটরশিপের দোষ ছিলো এটাই, আর

এই কারণেই থার্মিডরিয়ান[১]রা গোটা কনভেনশনকে পিষে ফেলতে পেরেছিলো।'

'এটা তো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট,' তার বন্ধু ও সহ-ভ্রাম্যমাণ স্ভিরিড তার কথায় সায় দিলে। 'একটা বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারে এটা। আমাদের এ-কথা আগে ভাবা উচিত ছিলো, কিন্তু এখন বড্ড দেরি হ'য়ে গেছে। এখন আমাদের কাজ শুধু লড়াই চালিয়ে যাওয়া—শুধু ঠেলে এগোনো। একবার শুরু করার পর এখন আমরা ফিরে দাঁড়াই কী ক'রে? বিছানা যখন পেতেই ফেলেছি, তখন তাতেই শুয়ে থাকতে হবে।'

'সিদ্ধান্ত! সিদ্ধান্ত।' চারদিক থেকে লোকজনেরা বলতে থাকলো। আরো খানিকক্ষণ কথাবার্তা চালিয়ে গেলো তারা, কিন্তু ক্রমশই এমন সব কথা উঠতে লাগলো যার কোনো মানেই হয় না। অবশেষে ভোরবেলায় সভা ভাঙলো। যথাবিহিত সতর্কতার সঙ্গে একে-একে তারা বাড়ি চ'লে গেলো।

৭

রাজপথের ধারে সেই জায়গাটা ছবির মতো সুন্দর দেখায়। যেখানে কুটেইনি পোসাড আর মালি ইয়েরমোলে এই গ্রাম দুটিকে দ্বিখণ্ড ক'রে তরতরে ছোটো নদী পাজ়িন্কা ব'য়ে চ'লে গেছে, সেখানে গ্রাম দুটির একটি নেমে এসেছে এক খাড়া টিলার গা বেয়ে, অন্যটি ঠিক তার তলাকার উপত্যকায় ছড়িয়ে আছে। কোলচাক জোর ক'রে যে-সব নতুন রংরুট জোগাড় করেছেন, কুটেইনিতে তাদের বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হচ্ছিলো। আর ইয়েরমোলে-তে কর্নেল স্ট্রেসের অধীনে এক চিকিৎসক-সমিতি ঈস্টারের ছুটির পর আবার নতুন ক'রে কাজ শুরু ক'রে দিয়েছে—কাকে-কাকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা যায়, তাই পরীক্ষা ক'রে দেখা তাদের কাজ। এই উপলক্ষ্যে গ্রামে একদল ঘোড়সওয়ার-বাহিনী আর কসাক সৈন্য ছাউনি ফেলেছে।

---

১ Thermidor: ৩০৬ পৃষ্ঠায় টীকা দেখুন। ৯ই থার্মিডরের বিপ্লবের ফলে রক্ষণশীলেরা শক্তি কেড়ে নেয়। ইতিহাসে এই ঘটনার নাম 'থার্মিডরীয় প্রতিক্রিয়া'। —অনুবাদকের টীকা।

এবারকার ঈস্টার-সপ্তাহ অসাধারণ দেরিতে পড়েছে ; আজ তার তৃতীয় দিন। এদিকে বসন্তও এবার যেন বড্ড তাড়াতাড়ি এসে পড়লো, গরম পড়েছে রীতিমতো, একটুও হাওয়া নেই। কুটেইনিতে খাদ্য আর পানীয় সাজানো অনেকগুলি টেবিল খোলা আকাশের তলায় ছড়িয়ে আছে রংরুটদের জন্য—রাজপথ থেকে একটু দূরে, যাতে যানবাহনের চলাচলে ব্যাঘাত না হয়। টেবিলগুলো একটার গায়ে একটা লাগানো, কিন্তু সরলরেখায় নয় ; শাদা কাপড়ে ঢাকা. ঢাকনার প্রান্ত এমনভাবে মাটি ছুঁয়েছে, যে দেখতে হয়েছে লম্বা শাদা আঁকাবাঁকা সসেজের মতো।

সংবর্ধনা-সভার আমোদ-প্রমোদের খরচ জোগাবার জন্য গ্রামবাসীরা তাদের সব সংগতি ব্যয় করেছে। প্রধান খাবার হ'লো ঈস্টার-পরবের অবশিষ্টাংশ, দুটো শুয়োরের ঠ্যাঙের নোনা পোড়া মাংস, আর কয়েকটা কুলিখ আর পাসখা[১]। টেবিল জুড়ে রয়েছে বাটি-ভর্তি জারানো ব্যাঙের ছাতা, শসা আর টক বাঁধাকপি, রেকাবিতে মোটা ক'রে কাটা বাড়িতে বানানো রুটির টুকরো, কোনো-কোনো পাত্রে আবার স্তূপ হ'য়ে আছে ঈস্টারের ডিম। বেশির ভাগ ডিমের রং হ'লো গোলাপি বা ফিকে নীল।

টেবিলের চারপাশ ঘিরে কচি ঘাসের ওপর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে ডিমের ভাঙা খোলা, শাদা রেখার মধ্যে গোলাপি আর ফিকে-নীল তাদের রং। যুবকদের শার্ট আর তরুণীদের জামার রংও গোলাপি আর ফিকে-নীল। আর নীল আকাশে আস্তে-আস্তে ভেসে যাচ্ছে গোলাপি রঙের কমনীয় মেঘ, মনে হচ্ছে আকাশও যেন চলছে তাদের সঙ্গে।

রেশমি কোমরবন্ধের সঙ্গে গোলাপি রঙের শার্ট প'রে আছে ভ্লাস গালুজিন ; রাজপথের ওপরকার ঢালু জায়গাটায় পাফনুটকিনের বাড়ি, ডাইনে-বাঁয়ে পায়ের পাতা ফেলে হড়বড় ক'রে বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো

১ কুলিখ হ'লো একরকম পিঠে, মস্ত বান্-এর মতো দেখতে ; পাসখা একরকম মিষ্টি, বাড়ির তৈরি পনির, চিনি, আর কিশমিশ দিয়ে বানানো, আকার অনেকটা পিরামিডের মতো, ডিমের শাদা অংশের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে তার ওপর অনেক কারিকুরি করা হয়। লেন্ট-এর উপবাস ভাঙার সূচনা হিসেবে ঈস্টারের রবিবারে প্রাতরাশের সময় এ-সব পরিবেশন করা হয়।

সে, তারপর দৌড়ে এলো টেবিলগুলোর কাছে, আর তক্ষুনি শুরু ক'রে দিলো তার বক্তৃতা :

'বৎসগণ, শ্যাম্পেন নেই, অগত্যা আমাদের নিজেদের বাড়িতে তৈরি ভদকা দিয়েই তোমাদের স্বাস্থ্যপান করছি। যে-সব তরুণ আজকের দিনে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিলে, কামনা করি তাদের জীবন সুখী হোক, দীর্ঘজীবী হোক তারা। আরো অনেক শুভেচ্ছা জানাবার আছে আমার। রংরুট ভদ্রমহোদয়গণ! আমি আপনাদের মনোযোগ প্রার্থনা করি। আজকে যে বিপদসংকুল পথে আপনারা পা বাড়িয়েছেন, তার মূল কথাটাই হ'লো এই যে মাতৃভূমির রক্ষার্থে আপনারা রুখে দাঁড়াচ্ছেন, যে-সব দস্যু ভ্রাতৃরক্তে সমগ্র দেশ ভাসিয়ে দিতে চাচ্ছে, আপনারা তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ হানতে চান। জনসাধারণ এতোকাল মনে-মনে এই আশাই পোষণ করেছে যে শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনার দ্বারাই আমরা বিপ্লবের জয়প্রতিষ্ঠা করতে পারবো, কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার দাস ঐ বলশেভিকেরা জনসাধারণের সর্বোচ্চ ভরসা সংবিধান-সভাকে বেয়োনেটের পাশবিক শক্তি প্রয়োগ ক'রে ভেঙে দিয়েছে, আর এখন অসহায় জনতার রক্তধারা ব'য়ে চলেছে নদীস্রোতের মতো। হে তরুণের দল, যাঁরা আজকের দিনে এগিয়ে যাচ্ছেন, আপনাদেরই ওপর নির্ভর করছে আমাদের উৎপীড়িত শক্তির আত্মমর্যাদা। লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে মুখ ঢেকে আছি আমরা, আমাদের বীর সেনাবাহিনীর কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নেই। কেননা শুধুমাত্র লাল ফৌজই নয়, এই সুযোগে জর্মানি ও অস্ট্রিয়াও তাদের নির্লজ্জ মস্তক উঁচু ক'রে উঠে দাঁড়িয়েছে। বৎসগণ, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন ··' তার কথা তখনো শেষ হয়নি, কিন্তু প্রবল উল্লাসধ্বনির মধ্যে তার গলা চাপা প'ড়ে গেলো। নির্জলা ভদকা-ভর্তি গেলাশ তুলে ঠোঁটের কাছে এনে সে চুমুক দিলে। কিন্তু স্বাদটা তার ভালো লাগলো না। তার চেয়ে মদ[১] তার বেশি ভালো লাগে, সেই সুগন্ধি স্বাদেই সে অভ্যস্ত। কিন্তু সে যে জনসাধারণের হিতার্থে আত্মত্যাগ করছে, এই চেতনায় আত্মতৃপ্তিতে ভ'রে গেলো তার মন।

'খুব ভালো বক্তৃতা দিতে পারেন উনি, তোমার বাবার কথা বলছি।

১ Wine জাতীয় মদ্যের কথা বলা হচ্ছে ; ভদকা Spirit জাতীয়।—অনুবাদকের টীকা

তার সঙ্গে মিলিউকভের তুলনাই হয় না। মাইরি বলছি!' টেবিলের মাতাল গলার অসংলগ্ন কথাবার্তার ভেতর থেকে গশকা রিয়াবিখ তার বন্ধু টেরিয়শকাকে জড়ানো গলায় বললে। টেরিয়শকার পুরো নাম হ'লো টেরেন্টি গালুজিন, রিয়াবিখ-এর পাশেই সে ব'সে ছিলো। 'কী চমৎকার মানুষ উনি! কিন্তু উনি যে এতো খাটছেন, সবটা যে খামকাই, স্বার্থহীনভাবে, তা কিন্তু আমার মনে হয় না। বোধহয় পুরস্কার হিসেবে তোমাকে সেনাবাহিনী থেকে ছাড়িয়ে নেবেন।'

'তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত, গশকা! এ-রকম একটা কথা তুমি ভাবতে পারলে কী ক'রে! সেনাবাহিনী থেকে আমাকে ছাড়িয়ে নেবেন, তাই না! দেখুন না একবার চেষ্টা ক'রে! যেদিন তুমি আসবে, আমিও সেদিন কাগজপত্র সব নিয়ে আসবো, এই তোমাকে ব'লে রাখলাম। একই ইউনিটে আমরা কাজ করবো।...বেজন্মাগুলো আমাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মাকে তো কুরে-কুরে খাচ্ছে এই ভাবনা। এখন আমি কোনো পরোয়ানা পাবো ব'লে মনে হয় না।...তবে, হ্যাঁ—বাবা সত্যিই বক্তৃতা দেবার কায়দাগুলো জানেন। সব সময়ই ঠিক জুৎসই কথাটা মুখে আসে তাঁর। আর সবচেয়ে অসাধারণ ব্যাপার হ'লো, এটা তাঁর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ক্ষমতা। কোনোদিন পড়াশুনো করেননি।'

'সাঙ্কা পাফনুটকিনের কথা শুনেছো?'

'শুনেছি। কিন্তু সত্যিই কি রোগটা ভীষণ ছোঁয়াচে?'

'দুরারোগ্য। ওকে একদম শেষ না-করা পর্যন্ত, এই রোগ ওকে কুরে-কুরে খাবে। ওর নিজেরই দোষ; আমরা ওকে যেতে বারণ করেছিলাম। কার সঙ্গে মেশো, সে-বিষয়ে তো তোমাকে খুব সাবধান থাকা চাই।

'গশকা, ওর এখন কী হবে?'

'বড়ো ভয়ানক ব্যাপার। ও গুলি ক'রে মারতে চেয়েছিলো নিজেকে। বিচারের জন্য ওকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, এখন ইয়েরমোলেতে চিকিৎসা হচ্ছে ওর। মনে হচ্ছে, ওকে নেবে তারা। ও বলেছিলো তার আগেই ও গিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেবে—"সমাজের পাপের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য"।'

'কিন্তু গশকা, এই যে ছোঁয়াচে রোগের কথা বললে, ওদের কাছে না-গেলেও তো অন্য রোগ হ'তে পারে।'

'তুমি কী বলতে চাচ্ছো আমি বুঝতে পেরেছি। দেখে মনে হয় তোমারও ঐ রোগ আছে। কিন্তু ওটা তো সাধারণ রোগ নয়, ওটা একটা গোপন পাপ।'

'ফের যদি এ-রকম কথা বলেছো তো আমি তোমার নাক ভোঁতা ক'রে দেবো, গশকা। বন্ধুর সঙ্গে কি এইভাবে কথা বলতে হয়? ঘিনঘিনে মিথ্যুক কাঁহাকার!'

'একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে নাও তো, আমি ঠাট্টা করছিলাম। তোমাকে যা বলতে চাচ্ছিলাম তা হ'লো এই। ঈস্টার-পরবের সময় পাজ্বিন্স্কে গিয়েছিলাম আমি, বাইরে থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন বক্তৃতা দিতে; নৈরাজ্যবাদী, লোকটি চমৎকার। ব্যক্তিত্বের মুক্তিলাভ বিষয়ে বক্তৃতা করলেন। আমার বেশ ভালো লাগলো, খুব খাঁটি কথা বললেন উনি। হ্যাঁ, নৈরাজ্যবাদীদের দলেই ভিড়ে যাবো আমি, যদি না গিয়েছি তো তোর মাকে—থুড়ি! ভদ্রলোক বললেন আমাদের নাকি একটি ভেতরকার শক্তি আছে, তাকে একদিন জাগতেই হবে। তাঁর মতে যৌন ব্যাপার, চরিত্র, এই সব জিনিস নাকি জান্তব বিদ্যুৎ-শক্তিরই প্রকাশ। কেমন লাগলো তোমার শুনে? লোকটা প্রতিভাবান। কিন্তু আমি দেখেছি রীতিমতো চুর হ'য়ে গেছি। চারপাশে কী চ্যাঁচাচ্ছে লোকগুলো, কানে তালা লাগার দশা। আর সহ্য করতে পারছি না, কাজেই এবার চুপ করো তো, টেরেন্টি, চুপ করো বলছি।'

'ঠিক আছে, কিন্তু আমাকে শুধু একটা কথা ব'লে দে গশকা। ঐ সব সোশ্যালিস্ট বুলিগুলো এখনো ভালো বুঝে উঠতে পারিনি, যেমন ধর "সাবোটাজ্বনিক"[১]। কথাটা বলতে কী বোঝায়?

'এ-সব বিষয়ে আমাকে একজন ওস্তাদই বলা যায়, কিন্তু টেরেন্টি, আমার

১ Saboteur, যে সাবোটাজ্ব করে, বা ভেতর থেকে কারখানা, যানবাহন ইত্যাদি ধ্বংস ক'রে দেয়; আন্তর্ঘাতক। অজ্ঞতাবশত, বা নেশার ঝোঁকে, বক্তা অন্য শব্দের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে। —অনুবাদকের টীকা

মাথায় মদ চ'ড়ে গেছে, কাজেই এখন আর ঘাঁটাস নে। যে একই দলে কাজ করে, তাকে বলে "সাবোটাজ়নিক।" "ভাটাগা" মানে তো দল, তাই না? কাজেই সাভাটাজ়নিক-এর মানে হ'লো একই ভাটাগার লোক। এবার বুঝেছো হাঁদারাম?'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম—কোনো-একটা খিস্তি হবে কথাটা…তা ঐ যে বৈদ্যুতিক শক্তির কথা বলছিলে, আমিও তার কথা শুনেছি। ভাবছিলাম পিটার্সবার্গ থেকে একটা ইলেকট্রিক ল্যাণ্ডট আনতে দেবো—মাল পৌঁছলেই টাকা দিতে হবে—বিজ্ঞাপনে দেখেছিলাম—তাতে বলেছিলো এটা ব্যবহার করলে "বীর্য বাড়ে"। কিন্তু ঠিক সেই সময় আর-একখানা বিপ্লব এসে হাজির, তাই অন্ত সব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে হ'লো…'

টেরেন্টি তার কথা শেষ করলো না। টেবিলের চারপাশের মাতাল গলার চ্যাচামেচি ছাপিয়ে ভীষণ জোরে একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ হ'লো কাছেই, একবার শব্দ ক'রেই থেমে গেলো প্রথমটা, তারপরে আবার আগের চেয়েও জোরে, আগের চেয়েও বিহ্বল-করা শব্দে ফেটে পড়লো। কেউ-কেউ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো, যারা সবচেয়ে কম টলছিলো এতোক্ষণ তারা রইলো দাঁড়িয়ে। অন্যেরা টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে, কিন্তু মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেলো টেবিলের তলায়, সেখানেই নাক ডাকাতে শুরু ক'রে দিলে। মেয়েরা ভীত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো। এক হুলুস্থুল ব্যাপার।

ভ্লাস দাঁড়িয়ে অপরাধীর সন্ধানে চারপাশে তাকালো। প্রথমটায় তার মনে হয়েছিলো বোমা ফাটার আওয়াজ গ্রাম থেকে এসেছে, এমনকি হয়তো টেবিলের কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে। তার ঘাড়ের শিরা ফুলে উঠলো, মুখ লাল হ'য়ে গেলো, রাগি গলায় চ্যাচাতে থাকলো সে: 'আমাদের মধ্যে জুডাস কোন জন? এই উপদ্রবটা ঘটালো কে? হাত-বোমা নিয়ে কে খেলা করছে? কেউটেটাকে ধরতে পারলে নিজের হাতে পিষে মারবো, সে যদি আমার ছেলেও হয়, তবু। নাগরিকগণ, এ-রকম বিশ্রী ঠাট্টা আমরা সইবো না। এক্ষুনি গ্রামের চারপাশ ঘিরে ফেলতে হবে। শয়তানটাকে খুঁজে বের করা চাই, তাকে পালাতে দেওয়া চলবে না।'

প্রথমে সবাই শুনছিলো তার কথা, কিন্তু যখন মালি ইয়েরমোলের ডিষ্ট্রিক্ট হল থেকে কালো রঙের ধোঁয়া স্তম্ভের মতো পেঁচিয়ে আকাশে উঠতে লাগলো ধীরে-ধীরে, তাদের সকলের মনোযোগ সেদিকে আবদ্ধ হ'লো। সবাই একসঙ্গে দৌড়ে গেলো খাদের দিকে, কী হচ্ছে না হচ্ছে দেখবার জন্য নদীর ওপর দিয়ে তাকালে উপত্যকার দিকে।

হল-ঘরে আগুন লেগেছে। নির্বাচন-সভার কতিপয় কর্মচারী ও কর্নেল স্ট্রেলের সঙ্গে কয়েকজন রংরুট দালান থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো—তাদের একজনের খালি পা, আর পরনে শুধু একটা পাৎলুন। অশ্বারোহী কসাক আর অন্যান্য সামরিক কর্মচারীরা জিনের ওপর থেকে ঝুঁকে প'ড়ে চাবুক নাচাচ্ছে, সাপের মতো এঁকে-বেঁকে ঘুরছে তাদের ঘোড়াগুলি, গ্রামের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত জোর কদমে ছুটছে তারা, কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কুটেইনির রাস্তা ধ'রে দৌড়ে যাচ্ছে অনেকে, বিপদ সংকেত ক'রে জোরে বেজে উঠেছে গির্জের ঘণ্টাগুলি।

দারুণ দ্রুতবেগে পরিস্থিতি ঘোরালো হ'য়ে উঠলো। সন্ধেবেলায় কর্নেল স্ট্রেসে তাঁর কসাক অনুচরদের নিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে কুটেইনিতে এলেন ; যাকে খুঁজছিলেন, সে যে ইয়ারমোলেতে নেই, এ-বিষয়ে তাঁর যেন কোনো সন্দেহ ছিলো না ; কুটেইনিতে এসেই প্রথমে সৈন্যদের নিয়ে গ্রামটা ঘিরে ফেললেন, তারপর প্রত্যেকটা কুটির আর বাড়ি তন্নতন্ন ক'রে খোঁজা হ'তে লাগলো।

রংরুটদের অর্ধেকই তখন বলতে গেলে ম'রে গেছে। সংবর্ধনা-সভাতেই থেকে গিয়েছিলো তারা, এখন সবাই নাক ডাকাচ্ছে—কেউ কুঁকড়ে শুয়ে আছে মাটিতে, কেউ বা টেবিলের ওপর এলিয়ে দিয়েছে মাথা। যখন জানা গেলো যে গ্রামের ভেতর সেনাবাহিনী ঢু'কে পড়েছে, তখন রীতিমতো অন্ধকার হ'য়ে গেছে।

কয়েকটি ছোকরা দ্রুত পা চালিয়ে ছুটলো, তাদের মধ্যে টেরেন্টি আর গশকাও আছে। প্রথমেই যে-গোলাবাড়িটা তারা সামনে পেলো, তার খিড়কির উঠোন দিয়ে পথ ক'রে নিলো তারা, তারপর এ ওর গায়ে ধাক্কাধাক্কি ক'রে দেয়ালের তলার দিকের ছোট্ট ফোকরটাতে হামাগুড়ি

দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলো। এমনিতেই অন্ধকার, তার ওপর যা হৈ-চৈ চারদিকে; গোলাবাড়িটা কার তা তারা প্রথমে খেয়াল করেনি। কিন্তু এখন মাছের আঁশটে আর প্যারাফিনের ভ্যাপসা গন্ধে তারা বুঝতে পারলো যে গ্রামের দোকানঘরের গুদোম হিসেবে যে-গোলাবাড়িটা ব্যবহার করা হয়, এটা সেটাই।

কেউ তারা কোনো দোষ করেনি, এ-ভাবে লুকিয়ে তারা বোকামি করলে; বেশির ভাগই ছুটে চ'লে এসেছে মুহূর্তের উত্তেজনায়, এতো ভদকা খেয়েছে যে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। আবার এমন কয়েকজন এদের সঙ্গে চ'লে এসেছে কর্তারা যাদের ভালো চোখে ভাখেন না—ধরা পড়লে ওদেরই জন্য দফা রফা হ'তে পারে। সেটা ভয়ের কথা। আসলে অবশ্য ঐ লোকগুলো গুণ্ডার চেয়ে খারাপ কিছু নয়, কিন্তু বলা কি যায়: আজকাল তো সব-কিছুই রাজনৈতিক দিক থেকে দেখা হচ্ছে। দেশের সোভিয়েট এলাকায় গুণ্ডামি হ'লো 'কালো প্রতিক্রিয়া'র লক্ষণ, আবার শাদাদের এলাকায় ওরই নাম বলশেভিজ্‌ম।

দেখা গেলো গোলাবাড়িতে শুধু তারাই আসেনি, অন্য অনেকে তাদের আগেই জুটেছে। উঠোন আর পাকা মেঝের মাঝখানের জায়গাটাতে দুই গ্রামের লোকেরাই ভিড় ক'রে আছে। কুটেইনি থেকে যারা এসেছে, তারা সবাই বদ্ধ মাতাল। কেউ-কেউ নাক ডাকাচ্ছে, কেউ বা ঘুমের মধ্যে কাৎরে উঠছে, কারো আবার দাঁতে-দাঁত লেগে গেছে। অন্য অনেকে রীতিমতো অসুস্থ হ'য়ে পড়ছে। আলকাৎরার মতো অন্ধকার, একটু হাওয়া নেই, তার ওপর অসহ্য দুর্গন্ধ। তাদের গুপ্তস্থান যাতে বেরিয়ে না পড়ে, সেইজন্যে যারা পরে এসেছে তারা আবার দেয়ালের ফাঁকটা আটকে দিয়েছে। খানিক পরে নাকডাকার আওয়াজ আর দাঁত-কপাটি থেমে গেলো, মাতালেরা শান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়লো এবার, সব নীরব হ'য়ে এলো। তারই মধ্যে নীরবতা ভাঙলো এক কোনায় এক ফিশফিশে তীব্র স্বরে—টেরেন্টি আর গশকা সেখানে ভয়ে জড়াজড়ি ক'রে কুঁকড়ে আছে, আর তাদের সঙ্গে আছে কসকা ব'লে বদমেজাজি ঝগড়াটে ছেলেটা, সে এসেছে ইয়েরমোলে থেকে।

'এতো জোরে না,' বলছিলো কসকা। 'উজবুক শয়তান কাঁহাকার, শেষটায় আমাদের ধরিয়ে দেবে দেখছি! স্ট্রেসের লোকজনেরা আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কানে যাচ্ছে না? রাস্তার একেবারে শেষ মাথায় গিয়েছিলো ওরা, এখন ফিরে আসছে। ঐ যে, এসে পড়লো। নিঃশ্বেস নিলে আমি গলা টিপে মারবো ব'লে রাখলাম।…যাক, বেঁচে গেলি, ওরা চ'লে গেছে।… এখানে আসতে কে তোদের মাথার দিব্যি দিয়েছিলো, শুনি? কেন তোরা লুকোতে চাচ্ছিস শুনি—উজবুক কাঁহাকার! তোদের তো আঙুল দিয়েও ছোঁবে না!'

'গশকা "লুকোও, লুকোও" ব'লে চ্যাচাচ্ছিলো, সেইজন্যেই আমি হামা-গুড়ি দিয়ে এখানে ঢুকেছি।'

'গশকার তবু লুকোবার একটা কারণ আছে। তার সারা বাড়ির লোক বিপদে পড়েছে, সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের। খোডাটস্কোয়ের রেল-স্টেশনে তাদের আত্মীয়রা কাজ করছে, সেটা একটা জরুরি কারণ। এতো উশখুশুনি কিসের—চুপ ক'রে বোস, উজবুক। লোকগুলো তো সব হেগে-মুতে বমি ক'রে একাকার কাণ্ড ক রে বসেছে—একটু নড়লেই সব নোংরা এসে আমাদের গায়ে লাগবে। ভোঁটকা গন্ধ নাকে আসছে না? জানো, কেন স্ট্রেসে গ্রামের মধ্যে ছুটোছুটি করছে? বাইরের লোক খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। পাজ়িনস্ক থেকে কারা যেন এসেছে, তাদের খুঁজছে?'

'ব্যাপারটা হ'লো কী ক'রে, কসকা? এই হৈ-চৈ শুরু হ'লো কী ভাবে?'

'সাঙ্কাই আরম্ভ ক'রেছে—সাঙ্কা পাফনুটকিন। আমরা সবাই রংরুট আপিশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, উলঙ্গ দাঁড়িয়ে আছি সবাই লাইন দিয়ে, ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছি। যখন সাঙ্কার পালা এলো, সে কিছুতেই পোষাক খুলবে না। আপিশে ঢোকার সময়েই একটু মাতাল ছিলো। কেরানিটি নরম গলায় তাকে জামা খুলতে বললো, এমনকি "আপনি" বললে তাকে। সাঙ্কা খেঁকিয়ে উঠলো—"কিছুতেই আমি জামা খুলবো না, আমার শরীরের গোপনস্থান সবাইকে আমি দেখাতে রাজি নই।" এমন ভঙ্গি করলো, যেন তার লজ্জার সীমা নেই। তারপরেই কেরানিটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, সোজা চোয়ালে এক ঘুষি বসিয়ে দিলে। আর তারপর—বললে বিশ্বাস

করবে কিনা জানি না—চোখের পাতা ফেলতে-না-ফেলতে সাস্কা হুয়ে প'ড়ে পা দিয়ে আপিশের টেবিল হাঁকড়ে উল্টে ফেলে দিলে। দড়াম ক'রে টেবিলটা আছড়ে পড়লো মেঝেতে, যা-কিছু তার ওপর ছিলো দোয়াতদান, সৈন্তদের লিষ্টি সব লণ্ডভণ্ড হ'য়ে গেলো! তখন স্ট্রৈসে চ্যাচাতে-চ্যাচাতে ছুটে এলো: "কোনো ষণ্ডাগুণ্ডাকে আমি সহ্য করবো না। ও-সব রক্তপাতহীন বিপ্লব চলবে না আমার সঙ্গে। সরকারি আপিশে অসম্মানকর ব্যবহার আর আইন ভাঙার মজা তোমাদের টের পাইয়ে দেবো। দলের চাঁই কোনটা?"

সাস্কা গলা ফাটিয়ে চ্যাচালো: "কমরেডগণ, তোমাদের কাপড়চোপড় তুলে নাও—আমাদের হয়ে গেছে!" ব'লে জানলার কাছে গিয়ে ঘুষি মারলে। আমি আমার জামা-কাপড় তুলে নিয়ে তার পেছন-পেছন ছুটলাম, দৌড়োতে দৌড়োতেই প'রে নিলাম গায়ে। হুড়মুড় ক'রে ও নেমে এলো রাস্তায়, হাওয়ার মতো ছুটলো। আমি ছুটে গেলাম তার পেছন-পেছন, আরো দু-একজনেও তাই করলে। প্রাণপণে ছুটলাম আমরা—ওরাও আমাদের পেছন-পেছন চ্যাচাতে-চ্যাচাতে ছুটে এলো। কিন্তু যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো এতো সব গোলমাল কিসের জন্য—তাহ'লে আমি বলবো যে এর কোনো মাথামুণ্ডু নেই।'

'কিন্তু বোমার ব্যাপারটা কী?'

'কী মানে?'

'মানে, বোমাটা ছুঁড়লো কে?—বোমাই তো, হাতবোমা বা ঐ জাতীয় কিছু-একটা হবে।'

'হা ঈশ্বর! তুমি নিশ্চয়ই বলতে চাচ্ছো না যে আমরা ঐ বোমা ছুঁড়েছি!'

'তাহ'লে কে ছুঁড়লো?'

'তা আমি কী ক'রে জানবো? নিশ্চয়ই অন্য কেউ ছুঁড়েছে। কেউ নিশ্চয়ই এ-সব হৈ-হৈ রৈ-রৈ দেখে মনে-মনে ভাবলে: "এই হৈ-চৈয়ের ফাঁকে আস্ত জায়গাটাকেই উড়িয়ে দেওয়া যাক—তারা হয়তো ভাববে অন্য কারো কাজ এটা।" এটা নিশ্চয়ই কোনো "রাজনৈতিক" লোকের কাজ, পাজিন্স্ক থেকে যে-সব "রাজনৈতিক" লোক এসেছে, নিশ্চয়ই তাদের কারো

কাণ্ড—ও-সব লোকে তো থৈ-থৈ করছে জায়গাটা।—শ্‌শ্‌শ্‌! চুপ, আর কথা না! কানে যাচ্ছে না? স্লেসের লোকেরা আবার ফিরে আসছে। এবার আমরা মারা পড়লাম। চুপ করো, বলছি!'

রাস্তা থেকে ক্রমশ গলার স্বর এগিয়ে এলো; জুতোর ভারি শব্দ, ঘোড়ার খুরের আওয়াজও শোনা গেলো।'

'তর্ক কোরো না। আমাকে বোকা ঠাউরেছো নাকি?' পিটার্সবার্গের কায়দায় নিখুঁতভাবে ধারালো, গম্ভীর গলায় কর্নেল বললেন। 'নিশ্চয়ই কেউ কথা বলছিলো ওখানে।'

ইয়েরমোলে গ্রামের মেয়র ওটভিয়াজ্বিস্টিন—এক বুড়ো জেলে সে—তবু তর্ক করলো:

'আপনি ভুল শুনেছেন, হুজুর। আর গ্রামের মধ্যে লোকেরা কি কথাও বলবে না? এটা তো আর কবরখানা নয়। হয়তো কথা বলছিলো কেউ, বাড়িটায় তো লোক অনেক। বাড়ি-ঘরগুলোয় তো লোকজন ঠাসা। আর মানুষ তো বোবা জানোয়ার নয়। আর নয়তো কারো ঘুমের মধ্যে শয়তান এসে ঝাঁকুনি দিচ্ছিলো।'

'চুপ! গেঁয়ো ভাঁড়ামি বন্ধ করো এবার! শয়তানই বটে! বারো হাত কাঁকরের তেরো হাত বীচি হ'য়ে উঠেছো তুমি, না? এমনি চালাক হ'তে-হ'তে বলশেভিজ্‌ম-এর বুলি আওড়াতে শুরু করবে—এই তো?'

'হা ভগবান! হুজুর, আপনি এ-কথা কী ক'রে বলতে পারলেন, কর্নেল সাহেব! গাঁয়ের লোকেরা এতোই অশিক্ষিত ও নির্বোধ যে প্রার্থনা-পুস্তকও পড়তে পারে না! বলশেভিক মতবাদ দিয়ে তারা করবে কী?'

'যতোদিন না হাতে-কলমে ধরা পড়ছে, ততোদিন তোমরা সবাই তো মুখে তাই বলো। দোকানটার আগাপাশতলা খুঁজে ছাখো, সব জিনিসপত্র ছত্রখান, আর কাউণ্টারের তলায় দেখতেও ভুলে যেয়ো না।'

'তাই হবে, হুজুর।'

'পাফনুটকিন, রিয়াবিখ আর নেখভালেনিখকে আমার চাই—তা সে জ্যান্তই হোক আর মড়াই হোক। যদি তাদের সমুদ্রের তলা থেকেও খুঁজে আনতে হয়, তবে তাই করবে। সেই সঙ্গে গালুজিনের-ছানাটাকেও চাই।

তার বাবা যতোই স্বদেশী বক্তৃতা দিক, তাতে আমি ভুলবো না। কথা ব'লে-ব'লে বাঁদরের ল্যাজ খসিয়ে দিক সে, কিন্তু না যেন ভাবে আমরা ততোক্ষণ নাক ডাকাচ্ছি। কোনো দোকানদার বক্তৃতা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার মানেই ঘোরালো কিছু আছে ভেতরে। স্বাভাবিক নয় ব্যাপারটা, তাই সন্দেহ হয়। আমরা খবর পেয়েছি যে গালুজ্জিনেরা রাজনৈতিক অপরাধীদের লুকিয়ে রাখে, তাছাড়া পুণ্য ক্রুশে তাদের বাড়িতে বেআইনি সভাও নাকি বসে। ওর ঐ ছোঁড়াটাকে চাই আমার। ওকে নিয়ে কী করবো তা আমি এখনো ঠিক করিনি। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে যদি কিছু শোনা যায় তাহ'লে আর দু-বার না-ভেবে সোজা ঝুলিয়ে দেবো ওকে—অন্যদেরও তাতে শিক্ষা হবে।'

অন্বেষণকারীরা দূরে চ'লে গেলো। যখন তারা বেশ কিছুটা দূরে চ'লে গেছে, কসকা ফিশফিশ ক'রে বললে, 'শুনলে তো?'

টেরেন্টি তখন ভয়ে আধমরা হ'য়ে গেছে। খুব নিচু গলায় জবাব দিলো, 'শুনলাম।' তার গলা অন্য রকম শোনালো।

'এখন তাহ'লে সাক্কা, গশকা, তোমার আর আমার জন্য শুধু একটা একটা জায়গাই আছে, সেটা ঐ অরণ্য। বলছি না যে চিরকালই আমাদের থাকতে হবে সেখানে—তবে যতোক্ষণ না ওদের মাথা ঠাণ্ডা হচ্ছে, ততোক্ষণ তো বটেই। তারপরে ভেবে দেখা যাবে, হয়তো আমরা ফিরে আসতেও পারবো।'

পরিচ্ছেদ ১১

আরণ্যক ভ্রাতৃত্ব

১

ইউরি বন্দী হবার পর প্রায় দু'বছর কেটে গেছে। তার স্বাধীনতার সীমা কিছু নির্দিষ্ট নেই। কোনো দেয়াল-ঘেরা জায়গায় তাকে বন্দী ক'রে রাখা হয়নি, কেউ তাকে পাহারা দেয় না, তার চলাফেরার ওপর নজর রাখার জন্যও কোনো লোক নেই। পার্টিজানবাহিনী তো কেবলই ন'ড়ে বেড়ায়; যখন যেখান দিয়ে যায় সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কোনো দূরত্বই তারা বজায় রাখে না; বরং তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজেদের যেন তাদের মধ্যে মিলিয়ে দেয়।

বাইরে থেকে তার এই বন্দীত্ব ও অধীনতাকে অনায়াসেই অলীক ব'লে মনে হ'তে পারে; দেখে মনে হয় আসলে সে যেন স্বাধীন মানুষ, শুধু কিছুতেই নিজের স্বাধীনতার সুযোগ নিতে পারছে না। জীবনে অনেকরকম বাধ্যবাধকতা থাকে যা স্পর্শাতীত, বাইরে থেকে দেখে যা ঠাহর করা যায় না; বরং মনে হয় এর বুঝি অস্তিত্বই নেই, এ যেন নিছক অমূলকল্পনা, নিতান্তই মিথ্যে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যতোই কাল্পনিক মনে হোক না, হাতে-পায়ে বেড়ি না-পরালেও কিংবা কেউ তাকে পাহারা না-দিলেও, ইউরিকে বাধ্য হয়েই এই পরাধীনতা মেনে নিতে হয়েছে।

তিনবার সে দল থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রতিবারই তারা ধ'রে ফেলেছে তাকে। কোনো শাস্তি তাকে ভোগ করতে হয়নি,

কিন্তু আসলে এটা যে-আগুন নিয়ে খেলা এ-কথা বুঝেই আর পালাবার চেষ্টা করেনি সে।

এদিকে আবার সে দলপতির নেকনজরে পড়েছে: লিবেরিয়ুস মিকুলিৎসিন তার সঙ্গ পছন্দ করে ব'লে নিজের তাঁবুতেই ঘুমোবার ব্যবস্থা করেছে তার। ইউরির মনে হয় এটা জবরদস্তি, ভারি বিরক্তিকর ঠেকে এই সঙ্গ।

২

এই সময়টুকুর মধ্যে সেনাবাহিনী কেবলই পুবদিকে স'রে-স'রে চলেছে। মাঝে-মাঝে এই স'রে আসাটা অগ্রগতির চেহারা নেয়, পশ্চিম সাইবেরিয়া থেকে কোলচাককে বিতাড়িত করার জন্য যে-সাধারণ অভিযান চলেছিলো, এটা তখন তারই অংশ হ'য়ে ওঠে; কিন্তু অন্য সময়ে আবার শাদারা যখন দু'পাশ থেকে আক্রমণ ক'রে লাল পল্টনকে ঘিরে ফেলার ভয় দেখায়, সেই একই পুবমুখী চলা তখন পরিণত হয় পলায়নে। ইউরি দীর্ঘকাল এই ব্যাপারটার কোনো মাথামুণ্ডু বুঝে উঠতে পারেনি।

যে-পথ দিয়ে তারা যাচ্ছিলো, সেটা কখনো রাজপথের সমান্তরভাবে এগিয়েছে, আবার কখনো বা তাকেই অনুসরণ করেছে। পথের দু' পাশে যে-সব গ্রাম আর ছোটো-ছোটো শহর ছিলো, তারা যুদ্ধের অবস্থা বুঝে 'শাদা' কিংবা 'লাল' ব'নে যেতো। কোনো বিশেষ মুহূর্তে তারা কোন দলের অধীনে আছে, এটা তাদের চেহারা দেখে বলা খুব শক্ত ছিলো।

চাষিদের ফৌজ যখন কোনো বসতির মধ্য দিয়ে যায়, তখন সেখানকার অন্য সব-কিছুই মনে হয় অকিঞ্চিৎকর। রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলো যেন কুঁকড়ে মাটিতে নেমে আসে, আর ঘোড়া, ঘোড়সওয়ার, কামান, কাদার মধ্যে ছিটিয়ে-চলা মস্ত-মস্ত মানুষের ঠেলাঠেলি—এই সব-কিছুই বাড়িগুলোর চেয়ে লম্বা হ'য়ে ওঠে।

একদিন তারা যখন পাজিন্স্ক ব'লে একটি ছোটো শহরে এসে তাঁবু ফেলেছে, ইউরিকে যেতে হ'লো এক ডাক্তারখানায়—সেখানে ইংলণ্ড থেকে আনানো ওষুধপত্র নিতে হবে; ওষুধগুলো আগে ছিলো শাদা অফিসারদের,

জেনারেল কাপ্‌পেল ছিলেন তাদের নেতা ; এখন কৃষকবাহিনী তা যুদ্ধজয়ের পুরস্কার হিসেবে কেড়ে নিয়েছে।

বিবর্ণ, বৃষ্টিমাখা এক বিকেলবেলা—মাত্র দুটি রঙের সমাবেশ ঘটেছে তাতে ; যেখানে আলো পড়েছে, শুধু সেই জায়গাটুকু শাদা, বাকি সমস্ত অংশ কালো। ইউরির মেজাজও ছিলো তেমনি বিবর্ণ—একেবারে কঠিনরকম সরল, রঙের কোনো শ্রুতি তাকে কোমল ক'রে দিচ্ছে না।

সেনাবাহিনীর যাওয়া-আসার ফলে রাস্তাটা একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে—কালো কাদার নদী ছাড়া আর-কিছুই একে বলা যায় না এখন। মাত্র কয়েকটা জায়গায় হেঁটে পেরোনো যায়, আর সে-সব জায়গায় পৌঁছতে হ'লে কয়েকশো গজ ধ'রে বাড়িগুলোর গায়ে গা লাগিয়ে চলতে হবে। ঠিক এমনি অবস্থাতেই পেলাগিয়া টিয়াগুনোভার সঙ্গে ইউরির দেখা হ'লো ; তিন বছর আগে মস্কো থেকে আসার সময় ট্রেনে তার সঙ্গী ছিলো সে।

পেলাগিয়াই তাকে প্রথম চিনতে পারলে। রাস্তার ওপার থেকে—খালের ওপার থেকে বললেই ঠিক হয়—ঐ যে স্ত্রীলোকটি তার দিকে তাকিয়ে আছে, তাকে চিনে উঠতে বেশ কয়েক মিনিট সময় লাগলো ইউরির। স্ত্রীলোকটির মুখের ভাব এই রকম যে ইউরি তাকে চিনতে পারলেই আলাপ করবে, আর তা না হ'লে পরিচয় দেবে না।

অবশেষে তাকে মনে পড়লো ইউরির, সেই সঙ্গে তার মনে ভিড় ক'রে এলো ঠাশাঠাশি করা ট্রেনের মালগাড়ির ছবি, জোর ক'রে ধ'রে-আনা মজুর আর তাদের পাহারাওলারা, আর সেই স্ত্রীলোকটি যার কাঁধের ওপর ছিলো ভাঁজ-করা চাদর—সঙ্গে-সঙ্গে নিজের স্ত্রী-পুত্রের চেহারাও ঝিলিক দিয়ে গেলো তার মনের মধ্যে। সেই ভ্রমণের খুঁটিনাটি ঘটনা তীক্ষ্ণ হ'য়ে ফিরে এলো তার স্মৃতিতে, এলো তার প্রিয়জনদের মুখ, যাদের অভাব আর যেন সে সইতে পারছে না।

মাথা নেড়ে সে পেলাগিয়াকে ইঙ্গিত করলে রাস্তা ধ'রে এগিয়ে যেতে—সেই যেখানে পা ফেলার জন্য পাথর পাতা আছে ; তারপর সেখানে হেঁটে গিয়ে, রাস্তা পেরিয়ে, তাকে সম্ভাষণ করলে।

গত দু'বছরের অনেক খবরই পেলাগিয়া বললো তাকে। সেই ভাসিয়া ব'লে ছেলেটা, সুন্দর সরল মুখ যার, যাকে অন্যায়ভাবে জোর ক'রে মজুরির

জন্য ধ'রে আনা হয়েছিলো, ইউরিদের কামরাতেই যে উঠেছিলো, তার কথা পেলাগিয়া তাকে মনে করিয়ে দিলে। ছেলেটার গ্রামে, ভেরেটেন্নিকিতে, তার মায়ের সঙ্গে কিছুকাল থেকেছিলো পেলাগিয়া, কিন্তু বেশিদিন থাকতে পারেনি, গাঁয়ের লোকেরা তাকে বাইরের লোক ব'লে ভাবতো। শেষটায় তার নামে মিথ্যে অভিযোগ আনলে তারা, সে নাকি ভাসিয়ার সঙ্গে প্রেম করছে, আর তার ফলে তাকে ঐ গ্রাম ছেড়ে চ'লে যেতে হ'লো, নয়তো তাকে হয়তো খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে মেরেই ফেলতো ওরা। তারপর সে গিয়ে আশ্রয় নেয় পুণ্য ক্রুশ শহরে, তার বিবাহিতা বোন অল্গা গালুজিনার কাছে। শেষে, পিটুলিয়েভকে নাকি আশেপাশে দেখা গেছে, এই গুজব শুনে সে পাজ়িন্‌স্ক-এ চ'লে এলো সে। গুজবটা যে মিথ্যে তা প্রমাণ হ'তে দেরি হ'লো না, খুদে শহরে একেবারে অসহায় হ'য়ে পড়লো সে, কিন্তু পরে একটা কাজ জুটে গেলো।

ইতিমধ্যে দুর্ভাগ্য তার বন্ধুদেরও ধ'রে ফেলেছে। খাবার সরবরাহ বন্ধ করেছে ব'লে ভেরেটেন্নিকি গ্রামের ওপর জুলুম ক'রে শোধ তুললে ওরা। শোনা গেলো ভাসিয়াদের বাড়ি পুড়ে গেছে, আর তার বাড়ির কে যেন মারাও গেছে তাতে। ওদিকে পুণ্য ক্রুশে পেলাগিয়ার ভগ্নীপতি ভ্লাস গালুজিনের কোনো খবর নেই—হয় তাকে জেলে পুরেছে, নয় মেরেছে গুলি ক'রে—কোনটা যে ঠিক, তা কেউ নিশ্চিত জানে না, আর তার বোনপোটিও অদৃশ্য হয়েছে। তার বোনের কিছুকাল আহার জোটেনি, এখন এক চাষি পরিবারে ঝিয়ের কাজ নিয়েছে, ওরা আবার তাদের আত্মীয় হয়।

ঘটনাচক্রে পেলাগিয়া বাসন ধোয়ার কাজ করছে—সেই ওষুধের দোকানেই, যেখানে ইউরিকে এক্ষুনি মাল বুঝে নিতে হবে। দোকানের সব কর্মচারী, পেলাগিয়া নিজেও, এর ফলে বেকার হ'য়ে পড়বে, কিন্তু এটা ঠেকাবার কোনো ক্ষমতাই ইউরির ছিলো না। সে যখন ওষুধপত্রের দায়িত্ব বুঝে নিলো পেলাগিয়া তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো।

ইউরির জন্য ঠেলাগাড়ি এসেছিলো দোকানের পেছনে। বস্তা-বস্তা মাল, কাঠের বাক্স, শিশি-বোতল, বেতের ঝুড়িতে প্যাক করা ওষুধপত্র—সব নিয়ে আসা হ'লো বাইরে।

লোকজনদের সঙ্গে-সঙ্গে, দোকানির রোগা, ঘেয়ো ঘোড়াটিও আস্তাবল থেকে কাতর চোখে এই মাল সরাবার দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইলো।

বৃষ্টিভেজা বেলা প'ড়ে এসেছে তখন, আকাশ একটু পরিষ্কার হয়েছে। মেঘের আড়াল থেকে অস্ত-সূর্য উঁকি দিলো, উঠোনের এদিকে-ওদিকে ছিটকে পড়লো তার গাঢ় ব্রোন্জ রঙের রশ্মি, ঘোড়ার তরল মলের ওপর দিয়ে পিছলে-পিছলে স'রে যেতে লাগলো। সেই তরল বিষ্ঠা এতো ভারি যে হাওয়া তাদের নড়াতে পারছে না। কিন্তু রাস্তায় বৃষ্টির জলে ঢেউ দিলো, জ্ব'লে উঠলো সিঁদুরের মতো।

সেনাবাহিনী রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করছে, কেউ হেঁটে, কেউ বা ঘোড়ায় চ'ড়ে। যে-সব ওষুধপত্র জোর ক'রে কেড়ে নেওয়া হ'লো তার মধ্যে পাওয়া গেলো এক বৈয়ম-ভর্তি কোকেন ; ঐ নেশায় পার্টিজান-সর্দার সম্প্রতি আসক্ত হ'য়ে পড়েছিলেন।

৩

শীতের সময় টাইফাস, গ্রীষ্মকালে আমাশা, তার ওপর আবার পুরোদমে লড়াই চলছে ব'লে আহতের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে ; কাজের চাপে ইউরি হাঁপ ছাড়তে পারে না।

মাঝে-মাঝে পেছোতে হয়, নানা রকম ক্ষতি মেনে নিতে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্টিজানদের সৈন্যসংখ্যা ফেঁপেই চলেছে ক্রমশ, যখনই যে-বসতির মধ্য দিয়ে যায়, তখনই নতুন অনেক বিদ্রোহী দলে যোগ দেয়, তার ওপর শত্রু-শিবির পরিত্যাগ ক'রে আসা সৈন্যেরা তো আছেই। এই বাহিনীর সঙ্গে ইউরি যে-আঠারো মাস কাটিয়েছে তার মধ্যেই তার আয়তন দশগুণ বেড়ে গিয়েছে, পুণ্য ক্রুশের সভায় লিবেরিয়ুস একবার জাঁক ক'রে যা বলেছিলো, সত্যিই এখন সৈন্যসংখ্যা সেখানেই পৌঁচেছে।

নতুন, কিন্তু অভিজ্ঞ, কয়েকজন আর্দালি নিযুক্ত হয়েছে ইউরির, তাছাড়া আছে দু'জন প্রধান সহকারী, দু'জনেই প্রাক্তন যুদ্ধবন্দী—একজনের নাম কেরেনি লায়োস, হাঙ্গেরীয় কম্যুনিস্ট সে, অষ্ট্রিয়ান সেনাবাহিনীতে ডাক্তার

ছিলো, আরেকজন জাতিতে ক্রোয়াট, আঞ্জেলার তার নাম, ডাক্তার হিসেবে কিছুটা হাতে-কলমে শিক্ষা করেছে। কেরেন্স্নি লায়োসের সঙ্গে ইউরি জর্মান ভাষায় কথা বলে; আঞ্জেলার কিছুটা রুশ বোঝে।

8

সেনাবাহিনীর কোনো ডাক্তার যোদ্ধপক্ষের সামরিক ক্রিয়াকলাপে অংশ নিতে পারবে না—এই হ'লো আন্তর্জাতিক রেডক্রসের নিয়ম। একবার কিন্তু ইউরি এই নিয়ম ভাঙতে বাধ্য হয়েছিলো। সে তখন যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলো, হঠাৎ আক্রমণ শুরু হ'য়ে যাওয়ায় তাকেও সৈন্যদের ভাগ্যের অংশ নিতে হয়।

সে ছিলো এক বনের ধারে ফ্রন্ট-লাইনে, শত্রুপক্ষের গুলিগোলা ঠিক সেখানে এসে পড়ছে। গুলি শুরু হ'তেই সে মাটিতে শুয়ে পড়লো, তার পাশে ছিলো বাহিনীর টেলিফোন-অপারেটর। তাদের পেছনে বন, সামনে মাঠ, আর এই খোলা, অরক্ষিত মাঠের ওপর দিয়েই শাদারা আক্রমণ চালাচ্ছে।

শাদারা এতো কাছে এসে পড়েছে যে ইউরি তাদের মুখ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলো। সবাই ছেলেমানুষ, রাজধানীর অসামরিক পরিবার থেকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সদ্য এসে যোগ দিয়েছে; বয়সে যারা কিছু বড়ো তারা এর আগে রিজার্ভফোর্সে ছিলো। যুদ্ধের ধরনটা ঠিক ক'রে দিচ্ছে ছোকরারাই—কেউ তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, কেউ বা স্কুলের সব চেয়ে উঁচু ক্লাশে পড়ছিলো।

ইউরির চেনা কেউই ছিলো না, তবু তাদের অনেককেই তার চেনা মনে হ'লো। কয়েকজনকে দেখে মনে প'ড়ে গেলো তার স্কুলের সহপাঠীদের কথা তাদেরই ছোটো ভাই নয় তো এরা?—অন্যদের তার মনে হ'লো যেন দেখেছে কোনো থিয়েটারে গিয়ে, বা বহুকাল আগে কোনোদিন কোনো রাস্তায়। তাদের মুখ-চোখের ভাষা তাকে আকর্ষণ করলো—আপন লোক ব'লে মনে হ'লো তাদের, স্বজন যেন, তারই মতো।

তারা ভাবছে যে তারা কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে, তাই তাদের এই আনন্দময় দুঃসাহস, যেমন তা নিষ্প্রয়োজন, তেমনি তা বিপদে ভরা।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে প'ড়ে এগিয়ে আসছিলো তারা, সেপাইরা যে-ভাবে কুচকাওয়াজের মাঠে তৎপরতা দেখায়, ঠিক তার চেয়েও সোজা একরোখা ভঙ্গি তাদের, মাথা তুলে হেঁটে আসছে, দৌড়োচ্ছে না, মাটিতেও শুয়ে পড়ছে না, অথচ মাঠটা অসমতল ছিলো ব'লে অনায়াসেই তারা সেখানে গা-ঢাকা দিতে পারতো। পার্টিজানদের গুলি তাদের একেবারে নিড়িয়ে দিচ্ছে।

খোলা, বিস্তৃত মাঠের মধ্যিখানে একটা মরা গাছ দাঁড়িয়ে ছিলো, বাজ-পড়া পোড়া গাছ, আগুনে ঝলসানো, আর নয়তো এখানে যুদ্ধ হয়েছিলো, তার গোলার আগুন কি বোমার টুকরো গাছটাকে দগ্ধ করেছে। এগিয়ে-আসা শাদাদের মধ্যে প্রত্যেকেই গাছটার দিকে তাকাচ্ছিলো, প্রত্যেকেরই লোভ হচ্ছিলো ওটার পেছনে দাঁড়িয়ে ঠিকমতো তাক করে, কিন্তু সেই লোভ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তারপরেই আবার সামনে এগিয়ে আসছিলো তারা।

পার্টিজানদের গোলাবারুদ খুব বেশি ছিলো না, তার ওপর এক আঞ্চলিক চুক্তি অনুসারে স্পষ্ট নির্দেশ ছিলো যে কখনো কোনো বৃহৎ বাহিনীকে যেন আক্রমণ করা না হয়, গুলিতেও যেন দূরের পাল্লা চেষ্টা না করে।

ইউরির হাতে রাইফেল ছিলো না ; ঘাসের ওপর শুয়ে-শুয়ে যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করছিলো সে। তার সব সহানুভূতি ছিলো সেই দুঃসাহসী ছেলেমানুষদের দিকে, বীরের মতো প্রাণ দিচ্ছিলো যারা। সর্বান্তঃকরণে তাদেরই জয় কামনা করছিলো ইউরি। এরা তো সেই সব পরিবার থেকেই এসেছে, যারা হয়তো মনের দিক থেকে তারই আত্মীয়—শিক্ষা, নীতিচেতনা, মূল্যবোধ—সব দিক দিয়েই তারা হয়তো তার নিকটতর।

মাঠের মধ্যে ছুটে গিয়ে তাদের হাতে আত্মসমর্পণ করলে কেমন হয়? একটা মুক্তির উপায় তো এটা। কিন্তু না—থাক, বড্ড বিপদ এতে।

দু'হাত মাথার ওপর দিয়ে তুলে সে যখন ছুটতে থাকবে, তখন হয়তো দু'দিক থেকেই গুলি এসে লাগবে তার গায়ে, বুকে-পিঠে গুলি খেয়ে প'ড়ে যাবে সে, পার্টিজানরা তাকে দেবে অবাধ্যতার শাস্তি, আর শাদারা ভুল বুঝে তাকে মারবে। এই ধরনের পরিস্থিতি তার জানা আছে, আগেও সে এ-রকম অবস্থায় পড়েছিলো, এই ভাবে পালিয়ে যাবার সম্ভাবনাই সে তন্নতন্ন ক'রে

তলিয়ে দেখে শেষটায় নিরর্থক ব'লে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। কাজেই তার এই দ্বিধাবিভক্ত মনোভাব নিয়ে খোলা মাঠের দিকে মুখ ক'রে সে ঘাসের ওপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে থাকলো, নিরস্ত্র অবস্থায় লক্ষ্য করতে লাগলো যুদ্ধের গতি কোনদিকে।

কিন্তু চারদিকে যখন মরণান্তিক যুদ্ধ চলছে তখন নিষ্ক্রিয়ভাবে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখা অসম্ভব, তা মানুষের সহ্যশক্তির বাইরে। যাদের হাতে সে বন্দী হ'য়ে আছে তাদের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্ন নয়, নিজের প্রাণ বাঁচানোর কথাও নয়; কথাটা হচ্ছে—এই ঘটনাগুলির বিধান সে মেনে নেবে কিনা, তার চোখের সামনে যা হ'য়ে যাচ্ছে তার রীতিনীতি এড়িয়ে চলতে কি পারে সে? না, বাইরে প'ড়ে থাকার নিয়ম নেই, সকলে যা করছে তোমাকেও তা-ই করতে হবে। গুলি করা হচ্ছে তাকে ও তার সহকর্মীদের লক্ষ্য ক'রে। তাকেও তাই গুলি করতে হবেই।

তাই তার পাশে টেলিফোন-অপারেটরটি যখন কাৎরে কেঁপে উঠে নিস্পন্দ হ'লো, ইউরি গুড়ি মেরে তার কাছে গিয়ে খুলে নিলো তার কার্তুজ-আঁটা কোমরবন্ধ আর রাইফেল, তারপর নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে গুলির পর গুলি চালাতে শুরু ক'রে দিলো।

কিন্তু ঐ ছোকরাদের দিকে তাক করতে করুণা তাকে বাধা দিলে। তাদের গুণে যে মুগ্ধ সে। অথচ ফাঁকা গুলি বড্ড বোকামি হবে; তাই সে পোড়া মরা গাছটাকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়তে লাগলো—বেছে-বেছে শুধু সে-সব মুহূর্তেই, যখন তার তাকের সামনে মানুষগুলিকে দেখা গেলো না। এই রকমই সে করেছে বার-বার, এবারেও তা-ই করলে।

ভালো ক'রে দেখে-শুনে, আস্তে-আস্তে লক্ষ্য স্থির ক'রে সে ধীরে চাপ দেয় বন্দুকের ঘোড়ায়, তাও পুরো চাপ দেয় না, যেন আসলে গুলির ছোঁড়ার ইচ্ছে নেই তার, যেন শেষটায় নিজে থেকেই আচমকা গুলি ছুটে যায়, আর এমনি ক'রেই তার পুরোনো অভ্যেস অনুযায়ী নির্ভুলভাবে মরা গাছের নিচের ডালপালাগুলো লক্ষ্য ক'রে গুলি চালাতে লাগলো সে, বন্দুকের গুলি দিয়েই ডালপালাগুলোকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে চারপাশে ছড়িয়ে দিতে লাগলো।

কিন্তু কী সর্বনাশ!—যতোই সে সাবধান হোক, কাউকে আঘাত করা

যতোই অনভিপ্রেত হোক তার, মাঝে-মাঝেই সংকটের মুহূর্তে তার বন্দুকের সামনে কোনো না-কোনো ছোকরা এসে দাঁড়িয়ে যায়। দু'জন আহত হ'লো তার গুলিতে, আর-একজন গাছটার সামনে এমনভাবে প'ড়ে গেলো যে মনে হ'লো আর বেঁচে নেই।

অবশেষে শাদাদের কমাণ্ডার বুঝলেন যে আক্রমণ নিষ্ফল। তখন পশ্চাদপসরণের হুকুম হ'লো।

পার্টিজ়ানরা সংখ্যায় অল্প। মূল বাহিনীর এক অংশ অন্য দিকে কুচকাওয়াজ ক'রে চ'লে যাচ্ছিলো, আর-এক অংশ কিছু দূরেই শত্রুপক্ষের এক বৃহৎ দলকে আক্রমণ ক'রে বসেছে। নিজেদের দুর্বলতা ফাঁশ ক'রে দিতে চায় না তারা, তাই শাদাদের পেছন-পেছন আর ধাওয়া করলো না।

বনের মধ্যে যেখানটায় ফাঁকা, সেখানে ইউরির সহকারী আঙেলার তার সঙ্গে যোগ দিলে, দু'জন আর্দালি স্ট্রেচার ব'য়ে নিয়ে এলো। আঙেলারকে আহতদের দেখাশোনা করতে ব'লে ইউরি ঝুঁকে পড়লো টেলিফোন-চালকের ওপর, ক্ষীণ আশা, হয়তো এখনো নিঃশ্বাস পড়ছে লোকটার, হয়তো এখনো তাকে বাঁচানো যাবে। কিন্তু জামা খুলে বুকে কান পেতে সে বুঝলো যে তার হৃৎপিণ্ড নিস্পন্দ।

মৃতদেহের গলায় রেশমি সুতো দিয়ে একটি কবচ বাঁধা ছিলো। ইউরি খুলে নিলো সেটা। জীর্ণ, ভাঁজে-ভাঁজে ছিঁড়ে-যাওয়া এক টুকরো কাগজ ছিলো কবচের মধ্যে, একটুখানি কাপড়ের সঙ্গে শেলাই-করা।

ভাঁজ খুললো ইউরি, তার আঙুলের চাপে কাগজটা প্রায় ছিঁড়ে গেলো; তাতে নবতিতম স্তোত্র[১] থেকে উদ্ধৃতি তোলা; কোনো-কোনো শব্দ মূল স্তোত্রে নেই—লোকের মুখে বহুবার আবৃত্ত হ'তে-হ'তে বদলে গেছে, সব জনপ্রিয় প্রার্থনারই এ-দশা হয়, ক্রমশ মূল থেকে স'রে আসতে থাকে। ধর্মীয় স্লাভ ভাষা রুশ অক্ষরে অনুলিখিত হয়েছে।

স্তোত্রের বাণী: 'বাঁচো, পরমের সহযোগিতায়'—তা পরিণত হয়েছে

---

১ বাইবেলের যেটা প্রামাণ্য ইংরেজি সংস্করণ, তাতে এই স্তোত্র হ'লো একনবতিতম, উপরোক্ত উদ্ধৃতি দুয়াই (Douai) সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে, সেটা রুশ সংস্করণের নিকটতর।

শিরোনামায়: 'জীবন সহযোগ'। 'এমন কিছু যেন না থাকে তোমার যাতে দিবালোকে ধাবমান বাণে ভীত হ'তে হয়'—এই শ্লোকের বদলে লেখা আছে উৎসাহের কথা, 'ধাবমান যুদ্ধের বাণে তোমার ভয় নেই।' স্তোত্র যেখানে বলছেন, 'আমার নাম তার অঙ্গীকৃত', সেখানে কাগজটিতে লেখা আছে, 'আমার নাম পরিণাম,' আর—'দুর্দশায় তার পার্শ্বে আমি আছি, তাকে এনে দিতে...' এর বদলে আছ—'অচিরে রাত্রির অন্তরে তার সঙ্গে।'

এই শ্লোকের অলৌকিক ক্ষমতা আছে ব'লে লোকের বিশ্বাস, এটা নাকি গুলির হাত থেকে বাঁচাতে পারে। শেষ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় সৈন্যরা রক্ষাকবচ হিসেবে এটা গলায় প'রে নিতো। কয়েক দশক পরে বন্দীরা এটা তাদের পোষাকে সেলাই ক'রে নিয়েছে, রাত্রে যখন তাদের জেরা করার জন্য ডেকে নিয়ে যাওয়া হ'তো তখন জেলে ব'সে তারা এই কথাগুলোই আউড়ে যেতো বার-বার।

টেলিফোন-চালককে ত্যাগ করে ইউরি চ'লে এলো খোলা মাঠে, শাদা রক্ষীদলের যে-ছোকরাটিকে সে বধ করেছে, তাকে দেখতে। ছেলেটির সুন্দর মুখে সরলতা আর ক্ষমাসুন্দর বেদনার আভাস। 'কেন একে মারলাম আমি?' ভাবলো ইউরি।

ছেলেটির কোটের বোতাম খুলে ফেললো সে। কার সতর্ক হাত যেন—বোধ হয় তার মার—কোটের লাইনিংএ টানা হাতে সুন্দরভাবে তার নাম আর পদবি সুতোয় তুলে দিয়েছে—সেরিওজা রাণ্ট্সেভিচ। সেরিওজার শার্টের বুক খুলতেই চেনে ঝোলানো একটা ক্রুশ বেরিয়ে এলো, সেই সঙ্গে পাওয়া গেলো একটি লকেট, আর ছোট্ট চ্যাপটা একটি সোনার বাক্স, অনেকটা নস্যিদানির মতো, এমনভাবে টোল-খাওয়া যেন কেউ পেরেক ঠুকেছে। ভেতর থেকে একটা কাগজ প'ড়ে গেলো। ইউরি ভাঁজ খুলে নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারলে না। সেই একই নবতিতম স্তোত্র, কিন্তু এবার তার পুরো এবং অবিকৃত শ্লাভ উক্তিই বজায় রাখা হয়েছে।

এমনি সময়ে সেরিওজা কঁকিয়ে ন'ড়ে উঠলো। সে বেঁচে আছে।

পরে জানা গিয়েছিলো যে ভেতরে সামান্য একটু আঘাত লাগায় সে

অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গিয়েছিলো। তার মায়ের কবচে লেগে গুলি ফিরে গিয়েছিলো, এটাই তাকে বাঁচিয়েছে।—কিন্তু এখন এই অচেতন লোকটিকে নিয়ে কী করা যায়?

সময় এমন, যখন বর্বরতা চরমে উঠেছে। বন্দীরা কেউই জীবন্ত অবস্থায় শিবিরে ফিরে আসে না, আহত শত্রুদের তখন-তখনই ছুরি মেরে শেষ ক'রে দেওয়া হয়।

অবশ্য অবস্থাটা এখন অস্থির—শত্রুপক্ষের লোক অনবরত পার্টিজান-দলে যোগ দিচ্ছে, আবার অনেকে চ'লে যাচ্ছে দলত্যাগ ক'রে, তাই যদি নীরন্ধ্র গোপনতা অবলম্বন করা যায়, তাহ'লে রাণ্ট্‌সেভিচকে হয়তো সম্প্রতি-যোগ-দেওয়া কোনো সৈন্য হিসেবে চালিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

আঞ্জেলারকে সব খুলে বললো ইউরি; তারপর তার সাহায্যে মৃত টেলিফোন-চালকের পোষাক খুলে এনে ছেলেটিকে পরিয়ে দিলে।

আঞ্জেলার আর সে—দু'জনে মিলে সেরিওজ়াকে শুশ্রূষা ক'রে বাঁচিয়ে তুললো। কোলচাকের বাহিনীতে ফিরে গিয়ে লালদের সঙ্গে লড়াই করতে চায় সে—এই তথ্য সেরিওজ়া যদিও তাদের কাছে গোপন রাখেনি, তবু সম্পূর্ণ সেরে উঠলে তাকে তারা ছেড়ে দিলে।

৫

হেমন্তকালে পার্টিজানেরা 'শেয়াল ঝোপে' আশ্রয় নিলো। জঙ্গলে ভরা পাহাড়, তার তিন দিক দিয়ে ছুটে চলেছে এক প্রখর জলস্রোত—ফেনা তুলে তীরের মধ্যে কামড় দিচ্ছে।

গত শীতকালটা শাদারা কাটিয়েছিলো এখানে। আশেপাশের গ্রামবাসীদের সাহায্যে তারা এখানে গর্ত খুঁড়েছিলো। তাদের অস্থায়ী কেল্লাগুলোকে ধ্বংস না-ক'রেই বসন্তকালে তারা চ'লে যায়। এখন তাদের তৈরি পরিখা আর যোগাযোগের খাত ব্যবহার করছে পার্টিজানেরা।

লিবেরিয়ুস মিকুলিৎসিনের সঙ্গে ইউরি একটা ট্রেঞ্চ ভাগাভাগি ক'রে নিয়েছিলো; গত দু'রাত ধ'রে লিবেরিয়ুস একটানা বকবক ক'রে তাকে এতো জ্বালিয়েছে যে সে ঘুমোতে পর্যন্ত পারেনি।

'আমি শুধু অবাক হ'য়ে ভাবি আমার সম্মানিত বাবামশাই, আমার মহামান্ত বাবামশাই এ-মুহূর্তে কী করছেন।'

'ঈশ্বর! এই কুৎসিত ভাঁড়ামো আর সহ্য হয় না!' মনে-মনে দীর্ঘশ্বাস ফেললো ইউরি। 'লোকটা ঠিক তার বাবার মতো—যেন তারই প্রতিমূর্তি।'

'আপনার সঙ্গে আগে যে-কথা হয়েছে তাতে বুঝেছি আপনি তাঁকে ভালো ক'রে চেনেন। তাঁর সম্বন্ধে আপনার যে-ধারণা, তা প্রতিকূল নয় ব'লেই মনে হয়। আচ্ছা বলুন তো, এ-বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?'

'লিবেরিয়ুস আভেরসিএভিচ, কাল আমাদের প্রাক্-নির্বাচনী সভা আছে। তারপরে আবার যে-সব আর্দালি ভদকা চোলাই করেছিলো তাদের বিচার শুরু হবে—লায়োসকে আর আমাকে তাদের জবানবন্দি খুঁটিয়ে দেখতে হবে—তাও এখনো বাকি রয়ে গেছে। আর পর-পর দু'রাত আমি একফোঁটা ঘুমোইনি। এই আলোচনা কি স্থগিত রাখা যায় না? আমি বড়ো ক্লান্ত।'

'তা হোক শুধু এ-কথাটা বলুন আমার বুড়ো বাবার বিষয়ে আপনার কী ধারণা।'

'প্রথমে যে-কথা বলবো তা এই: আপনার বাবা এখনো রীতিমতো তরুণ আছেন। জানি না কেন সব সময়েই তাঁর বিষয়ে এ-ভাবে কথা বলেন আপনি। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি খুলে বলছি আপনাকে। অনেকবার তো বলেছি যে আপনাদের এই সমাজতন্ত্রী মতবাদের বিভিন্ন মাত্রা আর ধরন বিষয়ে বিশেষ কিছু আমি জানি না। বলশেভিক আর অন্যান্য সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে কতটা তফাৎ তা বুঝতে পারি না আমি। রাশিয়ার বর্তমান বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের জন্য যারা দায়ী, আপনার বাবা তাদেরই একজন। বিপ্লব, বিদ্রোহ—এই সব ব্যাপার তাঁর বেশ আসে, রীতিমতো বিপ্লবী চরিত্র বলা যায়। আপনার মতো তিনিও রুশ জীবনের উত্তেজনার প্রতিনিধি।'

'এটা কি প্রশংসা, না নিন্দা?'

'আর-একবার আমি আপনাকে অনুনয় করছি, এই আলোচনা আপাতত মুলতুবি থাক—পরে সুবিধেমতো কথা বলা যাবে। তাছাড়া অন্য একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হচ্ছি: আপনি বড্ড বেশি কোকেন

খাচ্ছেন। আমার হাতে যে-জিনিস গচ্ছিত রয়েছে, আপনি তা নিঃশেষ ক'রে দিচ্ছেন সজ্ঞানে। জিনিসটা যে বিষ সে-কথা ছেড়েই দিন, আমি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য দায়ী তাও না-হয় ভুলে থাকা গেলো, কিন্তু আপনি তো ভালোই জানেন যে কোকেন অন্য অনেক কাজের জন্য প্রয়োজনীয়?'

'আপনি কাল রাত্রে শিক্ষাচক্রে যাননি। আপনার সমাজচেতনা নিঃসাড়—ঠিক কোনো নিরক্ষর চাষি-বৌ বা কোনো অচিকিৎস্য বুর্জোয়ার মতো। অথচ আপনি একজন ডাক্তার, বিস্তর পড়াশুনো করেছেন, তার ওপর নাকি লেখেনও শুনেছি। এর ব্যাখ্যা আপনার মুখে শুনতে চাই।'

'ব্যাখ্যা কিছু নেই। আমি বড্ড বোকা বোধহয়, অন্তত তা-ই মনে হয় আমার। আমার আর-কিছু হবে না। আমাকে আপনি করুণা করতে থাকে।'

'রাখুন আপনার ছদ্মবিনয়। যদি এই ঠাট্টার সুর ছেড়ে দিয়ে আপনি একবার কষ্ট ক'রে জেনে নিতেন আমাদের শিক্ষাচক্রে আমরা কী করছি, তাহ'লে হয়তো আপনার এই দেমাক আর টিকতো না।'

'হা ঈশ্বর। শুনুন, লিবেরিয়ুস আভেরসিএভিচ, আমি একটুও জাঁক করছি না। শিক্ষার জন্য আপনারা যা করছেন তার প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা আছে আমার। আপনার ক্লাশের নোটগুলি আমি প'ড়ে দেখেছি। আমি জানি সৈন্যদের নৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে আপনার কী ধারণা—চমৎকার সেগুলো। সহকর্মী, দুর্বল, অসহায়, স্ত্রীলোক, এবং আত্মসম্মান ও শুচিতার প্রতি সৈন্যদের মনোভাব কী হওয়া উচিত, সে-বিষয়ে আপনারা যা বলেন তা তো প্রায় দুখোবরদের[১] উপদেশের মতো। ও-ধরনের টলস্টয়বাদ আমার মুখস্থ আছে। বয়ঃসন্ধির সময় আমারও আকাঙ্ক্ষা ছিলো সেই উন্নত জীবনের জন্য। এ নিয়ে আমি বিদ্রূপ করবো তা কি সম্ভব?

'কিন্তু, প্রথম কথা, অক্টোবর-বিপ্লবের পর থেকে সামাজিক উন্নয়ন বলতে যা বোঝায়, তাতে আমি ঠিক উৎসাহ পাই না। দ্বিতীয় কথা, তাকে কাজে খাটানো দূরে থাক তা নিয়ে নেহাৎ কথা বলতে গিয়েই যে-পরিমাণ রক্তের

১ যে সব সম্প্রদায় টলস্টয়ী আদর্শকে কাজে খাটাতে চেষ্টা করে, তাদের বলা হয় Dukhobor।

নদী ব'য়ে গেছে, তা দেখে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে উদ্দেশ্য সাধু হ'লেই যে-কোনো উপায় সমর্থনযোগ্য। আর শেষ কথা যেটা—আসলে এটাই সবচেয়ে জরুরি—যখনই আমি শুনি লোকেরা জীবনকে ভেঙে-চুরে নতুন ছাঁচে গ'ড়ে তোলার কথা বলছে, তখনই আর ধৈর্য থাকে না আমার, আমি হতাশায় তলিয়ে যাই।

'ভেঙে-চুরে নতুন ছাঁচে জীবন গড়বে! যারা এমন কথা বলে, তারা জীবনের কিছুই বোঝেনি, কোনোদিন না—তারা হয়তো অনেক দেখেছে, অনেক কাজ করেছে, কিন্তু জীবনের স্পন্দন, তার নিঃশ্বাস তারা অনুভব করেনি কখনো। এমনভাবে তারা এর দিকে তাকায় যেন জীবন যেন একতাল কাঁচামাল, যাকে তারা গ'ড়ে-পিটে বানিয়ে তুলবে, যা তাদের চেষ্টার ফলে মহৎ হ'য়ে উঠবে। কিন্তু জীবন কোনো উপাদান নয়,—জীবন এমন কোনো বস্তু নয়, যাকে ইচ্ছেমতো বানিয়ে তোলা যায়। যদি জানতে চান তো বলি, জীবন হ'লো নিজেকে নতুন ক'রে তোলার মূলসূত্র, তা অনবরত নতুন ক'রে সৃষ্টি করছে নিজেকে, বদলে যাচ্ছে, রূপান্তরিত হচ্ছে, আপনার বা আমার তত্ত্বকথার তা নাগালের বাইরে—ও-সবের সঙ্গে তার ব্যবধান অপরিসীম।'

'তবু জানেন, যদি আমাদের সভা-সমিতিতে যোগ দেন আপনি, আমাদের এই সুন্দর, মহান, শক্তিশালী জনগণের সংস্পর্শে আসেন, তাহ'লে নিজেকে ও-রকম অক্ষম ব'লে আপনার মনে হবে না। তাহ'লে আর এই বিষাদ-রোগে ভুগবেন না আপনি। এই বিষাদের উৎস কী, তা আমি জানি। আপনি দেখছেন আমরা হেরে যাচ্ছি, সামনে তাকিয়ে আশার রেখাও দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু ভয় পেতে নেই মশাই—কক্ষনো ভয় পেতে নেই। এর চেয়ে ঢের বেশি মন-খারাপ-করা কথা বলতে পারি আমি—ব্যক্তিগতভাবে আমারই কথা, যা এখনো সকলকে বলা যায় না—কিন্তু তবু আমি মাথা-খারাপ ক'রে বিবেচনাশক্তি হারিয়ে বসিনি। আমরা যে হেরে যাচ্ছি সেটা বিশুদ্ধরকম অস্থায়ী ব্যাপার, শেষ পর্যন্ত কোলচাকের পরাজয় অবধারিত। আমার এই কথাগুলো ভালো ক'রে শুনে রাখুন। দেখবেন—শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতে যাবো। অতএব মনে একটু ফুর্তি আনুন!'

'অকথ্য!' ইউরি মনে-মনে বললো, 'কী ক'রে কোনো মানুষ এমন নির্বোধ হ'তে পারে, এমন ছেলেমানুষ! আমাদের মনের গতি যে একেবারে উল্টোউল্টি, এ-কথাটা এতো ক'রেও ওর মগজে ঢোকাতে পারলাম না, জোর ক'রে আমাকে ধরেছে লোকটা, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে আটকে রেখেছে, অথচ সে ভাবছে যে তার হার হ'লে আমার মন-খারাপ হয়, আর তার কোনো আশা দেখলে আমাকে উৎসাহিত হ'তে হবে। এ-রকম অন্ধ কী ক'রে হ'তে পারে মানুষ? তার তো দৃঢ় ধারণা যে অক্টোবর-বিপ্লবের জয়ের ওপরেই বিশ্বের ভাগ্য নির্ভর ক'রে আছে!'

ইউরি কোনো কথা না-ব'লে শুধু কাঁধ ঝাঁকালো; তাতেও বোঝা গেলো যে লিবেরিয়ুসের ছেলেমানুষি তাকে এতোদূর বিরক্ত করেছে যে তার পক্ষে আর ধৈর্যধারণ করা প্রায় অসম্ভব। এটা কিন্তু লিবেরিয়ুসের চোখ এড়ালো না।

'"তুমি রেগে যাচ্ছো জুপিটার, তাতেই বোঝা যাচ্ছে তুমি ভুল করেছিলে,"' লিবেরিয়ুস বচন আওড়ালো।

'ঈশ্বরের দোহাই, শেষবারের মতো এটা বুঝে নিন যে আপনাদের এ-সব বুলির কোনো মানেই হয় না আমার কাছে। এই "জুপিটার", আর "মাভৈ" আর "একবার "ক" বললে "খ" বলতেই হবে" আর "কাফ্রি ব্যাটাকে খাটিয়ে নিয়েছি, কাফ্রি এবার বিদায় নিক"—এই সব বাঁধা বুলি আপনাদের, স্থূল, রুচিহীন কথাবার্তা—এ-সবে কিছু এসে যায় না আমার। আমি "ক" বলবো কিন্তু "খ" মুখে আনবো না—যা-ই বলুন না আপনারা। আমি মানছি আপনারাই রাশিয়ার মুক্তিদাতা, তার জ্যোতি, আপনারা না-থাকলে রাশিয়া তলিয়ে যাবে দুর্দশায় আর অন্ধকারে—কিন্তু তবু আপনাদের জন্য আমার একফোঁটা মাথাব্যথা নাই, আমি আপনাদের পছন্দ করি না, আপনারা সবাই মিলে জাহান্নামে গেলে কিছুমাত্র আপত্তি নেই আমার।

'আপনাদের হ'য়ে যাঁরা মাথা ঘামান, তাঁরা সব প্রবচন কুড়িয়ে বেড়ান বটে, কিন্তু একটি প্রবাদ তাঁরা ভুলে গিয়েছেন—"ঘোড়াকে জলের ধারে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু জোর ক'রে জল খাওয়ানো যায় না।" এঁরা তাদেরই মুক্তি দিচ্ছেন, তাদেরই ওপর উপকার বর্ষণ করছেন—যাদের ও-সব

ভালো-ভালো জিনিসের জন্ম কিছুমাত্র ইচ্ছে নেই। আপনার এই ক্যাম্প আর আপনার এই সঙ্গ—এর চাইতে কোনো সুখের জায়গা আমি ভাবতে পারি না বোধ হয়? তা-ই হয়তো মনে হয় আপনার? বোধ করি আমাকে বন্দী ক'রে রেখেছেন ব'লে আপনাকে আমার ধন্য-ধন্য বলা উচিত! যা-কিছু আমি ভালোবাসি, যার জন্য সার্থক মনে হয় আমার জীবন—আমার স্ত্রী-পুত্র, বাড়িঘর, কাজকর্ম,—সব-কিছু থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন ব'লে আপনাকে বোধ হয় আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, তাই না?

'চারপাশে রব উঠেছে যে কোনো-এক অজ্ঞাত বাহিনী—রুশ নয় তারা—ভারিকিনো আক্রমণ ক'রে লুটপাট, খুন-জখম চালাচ্ছে। কামেনোডভস্কি এ-কথা অস্বীকার করেনি। লোকে বলে, আপনার ও আমার পরিবারবর্গ পালাতে পেরেছে। মনে হচ্ছে পুরাণকাহিনী থেকে উঠে এসেছে একদল যোদ্ধা—চেরা চোখ তাদের, তুলোর গদিওলা জামা গায়ে, মাথায় ফারের টুপি—তারা ভীষণ বরফের মধ্যে রিনভা পেরিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় সকলকে গুলি ক'রে মেরে যেমনভাবে এসেছিলো তেমনি রহস্যময়ভাবে অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে। আপনি কি এ-বিষয়ে জানেন কিছু? এই বিবরণ কি সত্যি?'

'বাজে, সব মিথ্যে কথা। বাজে গুজব।'

'সৈন্যদের নৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে বক্তৃতা করার সময় আপনি তো নিজেকে দয়ার শরীর ব'লে ঘোষণা করেন—সত্যি যদি তা-ই হন তো আমাকে ছেড়ে দিন। গিয়ে দেখি আমার স্ত্রী-পুত্রের অবস্থা কী।—তারা যে কোথায় আছে, তা পর্যন্ত জানি না। এখনো তারা বেঁচে আছে কিনা, তাই বা কে জানে। আর যদি তাতে রাজি না থাকেন, তাহ'লে ঈশ্বরের দোহাই একটু চুপ করুন, আমাকে একা থাকতে দিন। আর কোনো-কিছুতেই আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। যদি এর পরেও আপনি কথা বলতে থাকেন তো আমি কোনো জবাব দেবো না। কী ব্যাপার বলুন তো—আমার কি ঘুমোবারও অধিকার নেই?'

বাঙ্কের ওপর উপুড় হ'য়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো ইউরি; বসন্তের আগেই শাদাদের তারা চূড়ান্তভাবে হারিয়ে দেবে, সেই সোনালি ভবিষ্যতের কথা ব'লে লিবেরিয়ুস আবার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে নিজেকে সমর্থন করার চেষ্টা

করছে—ইউরি প্রাণপণে চেষ্টা করলো তার কথা যাতে কানে না আসে। গৃহযুদ্ধ শেষ হ'য়ে যাবে, শান্তি আসবে, আসবে স্বাধীনতা আর সমৃদ্ধি, আর তখন ইউরিকে এক মুহূর্তও আটকে রাখতে সাহস করবে না কোনো লোক। কিন্তু অন্তত ততোক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধ'রে থাকা উচিত তার। এটা তো ঠিক, যা-কিছু ত্যাগস্বীকার, যা-কিছু প্রতীক্ষা, সব তারাই করেছে, আর কয়েক মাস দেরি করলে এমন আর কী এসে যাবে, আর তাছাড়া এখন সে যাবেই বা কোথায়? তার ভালোর জন্যই তাকে এখান থেকে একলা কোথাও যেতে দেওয়া ঠিক নয়।

'ঠিক একটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো! চুলোয় যাক লোকটা!' তীব্র নিঃশব্দ রাগে ইউরি ভেতরে-ভেতরে ফুলতে লাগলো। 'থামতে পারে না! বছরের পর বছর একই জাবর কাটতে এর লজ্জা হয় না কেন? কী ক'রে এই নোংরা কোকেনখোরটা নিজের গলার আওয়াজ সহ্য করে? দিন নেই, রাত নেই—বকবক ক'রেই চলেছে। ঈশ্বর! বিশ্রী লোকটা, কী জঘন্য! তুমি সাক্ষী রইলে ঈশ্বর, একদিন নির্ঘাৎ ওকে খুন করবো আমি।

'টোনিয়া, অভাগী টোনিয়া, আমার সোনামণি! কোথায় তুমি, কোনখানে? বেঁচে আছো তুমি? হা ভগবান—তখন তার সন্তানসম্ভাবনা ছিলো! প্রসবের সময়টা কী-ভাবে কেটেছিলো? এবার কি ছেলে হয়েছে, না মেয়ে? তোমরা যারা আমার প্রিয়জন, তোমাদের কী হচ্ছে এখন? টোনিয়া, আমার চিরকালের তিরস্কার তুমি, সোনা আমার। লারা, লারা, তোমার নাম মুখে আনতে আমার সাহস হয় না, পাছে ফিনকি দিয়ে আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়। ভগবান, ভগবান! আর ঐ নিঃসাড় জঘন্য পশুটা এখনো একটানা কথা ব'লে যাচ্ছে। একদিন ও আমার সহ্যের সীমা পেরিয়ে যাবে, আর সেদিন আমি ওকে খুন করবো, আমি ওকে খুন করবো।'

ইণ্ডিয়ান সামার[১] শেষ হ'লো, স্বচ্ছ, সোনালি হেমন্ত সেদিন। 'শেয়াল ঝোপে'র পশ্চিম প্রান্তে শাদাদের তৈরি নিশেন-ঘরের[২] কাঠের চুড়োটা তখনো মাটির ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন কর্তব্য বিষয়ে তার হাঙ্গেরীয় সহকারী লায়োসের সঙ্গে আলোচনা করার জন্ম ইউরি এই জায়গাটা ঠিক ক'রে নিয়েছে। নির্দিষ্ট সময়েই পৌছলো সে। শাদারা এখানে মাটির বাঁধ বানিয়েছিলো; বন্ধুর জন্ম অপেক্ষা করতে-করতে ইউরি সেই ধ্বসে-পড়া বাঁধের ওপর দিয়ে পাইচারি করতে-করতে নিশেন-ঘরের চুড়োয় উঠে এলো। এককালে এখানে যে কামান বসানো হয়েছিলো, তার চিহ্নস্বরূপ কতগুলি শূন্য মঞ্চ প'ড়ে আছে, তাদের সামনে কাঠের দেয়ালে গোল-গোল গর্ত— তাতে কামানের নল বসানো হ'তো। সেই গর্তগুলি দিয়ে ইউরি দূরে নদীর ওপারে বনভূমির দিকে তাকিয়ে রইলো।

দেবদারু, সরল আর পাতা-ঝরা গাছগুলির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট রেখায় হেমন্ত আঁকা হ'য়ে রয়েছে। প্রায়-কালো, বিষণ্ন, ঘন নিবিড় সরলগাছের দেয়ালগুলির ফাঁকে-ফাঁকে পাতাভরা ঝোপঝাড় ঝলসে উঠছে, আগুনের মতো, মদের মতো তাদের রং—যেন বনের ঘনতার মধ্যে কেউ কিছু-কিছু কাঠ কেটে নিয়ে তৈরি করেছে এক মধ্যযুগীয় প্রাসাদ, স্বর্ণখচিত তার ছাদ, সচিত্র।

বনভূমির পথের ওপর চাকার দাগ-আঁকা মাটি, পরিখার ভেতরকার, ইউরির পায়ের তলাকার মাটি—জমা বরফে কঠিন হ'য়ে আছে সব। শুকনো উইলোপাতার ছোটো-ছোটো আঁটোসাঁটো স্তূপ জ'মে ছিলো, ধুলোর ঝড় তাদের ফালি-ফালি ক'রে উড়িয়ে ছিটিয়ে নিয়ে গেলো। ঐ কড়া ব্রাউন পাতার গন্ধ যেন হেমন্তের, আদার মতো ঝাঁঝালো সব মশলার গন্ধ; ইউরি তা ক্ষুধিতভাবে শুষে নিলো নিঃশ্বাসে। ঠাণ্ডা-করা আপেলের, শুকনো খড়কুটোর, স্যাঁৎসেঁতে মাটির মিষ্টি-মিষ্টি ঘ্রাণ, আর ঐ সেপ্টেম্বরের নীল কুয়াশা, যা সদ্য নিবে-যাওয়া আগুনের মতো ধুঁইয়ে উঠছে—এই সব-কিছু মিশে গেছে সেই গন্ধের মধ্যে।

---

১ ১৫৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২ blockhouse : বন্দুক ছোঁড়ার সুবিধের জন্য ফোকরওলা কাঠের বাড়ি।

—অনুবাদকের টীকা।

ইউরি টের পেলো না, লায়োস কখন তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'কেমন আছেন?' জর্মান ভাষায় লায়োস জিজ্ঞেস করলে। কাজের কথা শুরু হ'য়ে গেলো।

ইউরি বললো, 'তিনটে কথা আছে। যে-সব আর্দালি ভদকা চোলাই করেছিলো, তাদের কোর্ট-মার্শাল হবে, এই হলো এক নম্বর। তারপর, আবার নতুন ক'রে যাবতীয় ওষুধপত্রের হিসেব নিতে হবে, ফীল্ড অ্যাম্বুলেন্স গ'ড়ে তুলতে হবে; আর তৃতীয়ত, মানসিক ব্যাধি সম্পর্কে যুদ্ধক্ষেত্রে কতদূর চিকিৎসা করা যায় সে-বিষয়ে আমার প্রস্তাবটা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। জানি না আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা, কিন্তু আমার ধারণা আমরা পাগল হয়ে যাচ্ছি, আর আমাদের এই আধুনিক উন্মাদরোগ সংক্রামক।'

'কথাটা খুব ভালো বলেছেন। এ নিয়ে আপনার সঙ্গে এক্ষুনি কথা বলবো। কিন্তু তার আগে আমি আর-একটা কথা বলতে চাই। ক্যাম্পে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ভদকা যারা চোলাই করেছিলো, তাদের দিকেই সকলের সহানুভূতি। তাছাড়া শাদাদের এলাকা থেকে আত্মীয়স্বজন পালিয়ে যাচ্ছে ব'লে উদ্বিগ্ন হ'য়ে আছে সবাই। আপনি তো জানেন নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের নিয়ে একটি কনভয় আসছে, যতোক্ষণ না সেটা এসে পৌছয়, ততোক্ষণ পার্টিজানদের অনেকেই ক্যাম্প ছেড়ে যেতে রাজি হবে না।'

'তা জানি। তাদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

'আর এই সব ঘটছে কিনা ঠিক ইলেকশনের মুখে, যাতে অনেকগুলো স্বাধীন ইউনিট মিলে জয়েণ্ট-কমাণ্ড নির্বাচন করতে হবে, তার মধ্যে আমরাও আছি। কমরেড লিবেরিয়ুস ছাড়া সম্ভবপর প্রার্থী তো আর দেখছি না। কিন্তু ছেলে-ছোকরাদের কেউ-কেউ আবার ভ্ডোভিচেঙ্কোর নামে ধুয়ো তুলেছে। যে-দল তাকে সমর্থন করছে, তাদের মনোভাব আমাদের বিরোধী—ভদকা চোলাইয়ের ব্যাপারে যারা জড়িত, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এদের—কেউ দোকানদারের ছেলে, কেউ বা এসেছে কুলাক-পরিবার থেকে, কেউ আবার কোলচাকের বাহিনী ত্যাগ ক'রে এই দলে যোগ দিয়েছে। সব সোরগোলের পেছনে তাদেরই অবদান সব চেয়ে বেশি।'

'বিচারে কী হবে ব'লে আপনার মনে হয়?'

'আমার মনে হয় এদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে, কিন্তু পরে সেটা স্থগিত রাখা হবে।'

'এবার তাহ'লে কাজে কথায় আসা যাক। প্রথমেই ফীল্ড-অ্যাম্বুলেন্সের কথা।'

'আচ্ছা। কিন্তু আগে এ-কথা ব'লে নিই যে আপনি উন্মাদরোগ নিরসনের যে-প্রস্তাব তুলেছেন তাতে আমি একটুও অবাক হইনি। আমার নিজেরও ঐরকম বিশ্বাস। এমন এক ধরনের সংক্রামক মানসিক ব্যাধির মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়েছি, যা ঠিক এই যুগের বৈশিষ্ট্য—সরাসরি কতগুলি ঐতিহাসিক পরিস্থিতি থেকে এই ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে। ক্যাম্পে এই রোগের একটি নমুনা আছে—পাম্‌ফিল পালিখ, আগে জারের বাহিনীতে সাধারণ সৈন্য ছিলো; লোকটার বিপ্লবী চেতনা এক চরম তারে বাঁধা, সেই সঙ্গে আবার এক সহজাত শ্রেণীচেতনাও আছে। তার অসুখের কারণ হ'লো পরিবারের জন্য উদ্বেগ—সে যদি ম'রে যায়, তাহ'লে তাদের কা হবে? কিংবা যদি এমন হয় যে শাদারা তাদের ধ'রে নিয়ে গিয়ে তার ক্রিয়াকলাপের জন্য তাদের শাস্তি দেয়? খুব জটিল এই মনোভাব। আমার বিশ্বাস কনভয়ে যে-সব লোকজন আসছে, তার ভেতর তার পরিবারও আছে। রুশ ভাষাটাও তেমন ভালো জানি না যে তাকে ভালো ক'রে প্রশ্ন করতে পারি। আঞ্জেলার বা কামেনোডভর্স্কির কাছ থেকে আপনি জেনে নিতে পারেন। তাকে পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার।'

'পালিখকে আমি ভালোই চিনি। বাহিনীর মন্ত্রণাসভায় এককালে প্রায়ই পরস্পরের মুখোমুখি হতাম আমরা। নিচু কপালওলা, কালো, নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ।—তার ভেতরে এমন কী ভালো আপনি দেখলেন, আমি বুঝতে পারছি না। লোকটা সব সময়েই চরম উপায়ের পক্ষপাতী, কাউকে শাস্তি দিতে বা গুলি করতে তার উৎসাহের অন্ত নেই। আমার তো ওকে দেখলেই বিতৃষ্ণা জাগতো। তবু, পরীক্ষা ক'রে দেখবো'খন।

৭

পরিষ্কার রোদ্দুরের দিন। সারা সপ্তাহ ধ'রে শান্ত ও শুকনো আবহাওয়া চলছে।

গুমগুম আওয়াজ ভেসে আছে মস্ত ক্যাম্পটার ওপর—অনেকটা দূর-থেকে-শোনা সমুদ্রগর্জনের মতো—প্রায়ই থাকে এ-রকম। পায়ের শব্দ, গলার আওয়াজ, কাঠের গায়ে কুড়োলের বাড়ি, কামারশালায় নেহাইয়ের ওপর হাতুড়ি পড়ছে, কুকুরের ডাক, ঘোড়ার চিঁহিঁ শব্দ, মোরগের কোক্‌কোরোক্কা—সব মিশে আছে সেই শব্দে। রোদে-পোড়া শাদা দাঁত বের-করা হাসি-খুশি লোকেদের ভিড় বনের মধ্যে চলাফেরা করছে। ডাক্তারকে যারা চিনতো তারা তাকে দেখে মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করলে, অন্যেরা কোনো দৃক্‌পাত না-ক'রেই তার পাশ দিয়ে চ'লে গেলো।

যতোদিন না আত্মীয়স্বজনেরা এসে পৌঁছয়, ততোদিন কিছুতেই তারা ছাউনি তুলবে না ব'লে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছে; বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসছে পরিজনেরা, তাদের সঙ্গে দেখা না-ক'রে তারা যাবে না। কিন্তু এখন যে-কোনো মুহূর্তেই তারা এসে পৌঁছতে পারে, তাই যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হ'য়ে গেছে। জিনিসপত্র সব পরিষ্কার ক'রে মেরামত ক'রে রাখা হচ্ছে, বাসন-কোসনের বাক্স পেরেক ঠুকে ঠিকঠাক ক'রে নিচ্ছে ওরা, ক'টা গাড়ি আছে গুনে মিলিয়ে দেখা হ'লো।

বনের মাঝখানে মস্ত একটা ফাঁকা জায়গায় মাঝে-মাঝে সভা বসতো। জায়গাটা অনেকটা মাটির ঢিবি বা ছোটো টিলার মতো, পায়ের চাপে সব ঘাস ম'রে গেছে। এক জরুরি বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করার জন্য সেদিন একটা সাধারণ সভা ডাকা হয়েছে সেখানে।

বনের অনেক গাছ এখনো হলুদ হ'য়ে যায়নি, ভেতরের দিকে সতেজ ও সবুজ র'য়ে গেছে। বিকেলের সূর্য ডুবছে বনের মধ্যে, ফাঁকে-ফাঁকে ছড়িয়ে পড়েছে রশ্মি, পাতাগুলো কাচের মতো স্বচ্ছ হ'য়ে সবুজ আগুনে জলজল করছে।

প্রধান জনসংযোগ-অধিকর্তা কামেনোডভর্স্কি তাঁর তাঁবুর বাইরে খোলা জায়গায় একরাশ কাগজপত্রে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন; জেনারেল কাপ্‌পেলের

অনেক নথিপত্র তাঁর হাতে এসে পড়েছিলো, সেই সঙ্গে পার্টিজান-বাহিনীর অনেক দলিল জড়ো ক'রে তিনি জঞ্জাল সাফ করছেন। পেছনে অস্ত-সূর্যের আভার জন্ম গাছের পাতার মতো আগুনও স্বচ্ছ হ'য়ে উঠলো; আঁকাবাঁকা শিখাগুলোকে দেখাই যাচ্ছে না, শুধু কেঁপে-ওঠা তাপের ঢেউ বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এখানে কোনো-কিছু জ্বলছে।

মাঝে-মাঝে পাকা জামের গুচ্ছে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে বন—গোছা-গোছা নানারকম জাম—কোনোটা ইটের মতো লাল, কোনোটার রং শাদা থেকে বেগনি হ'য়ে যাচ্ছে। হাওয়ায় আস্তে-আস্তে ভেসে বেড়াচ্ছে বড়ো-বড়ো ফড়িং—কাচের মতো পাখায় মৃদু আওয়াজ তুলছে, ঐ আগুন আর পাতাগুলোর মতোই স্বচ্ছ তারা।

ছেলেবেলা থেকেই সূর্যাস্তের পটভূমিতে অরণ্য দেখতে ভালো লাগে ইউরির। এ-রকম সময়ে তার মনে হয় আলোর রশ্মি যেন তাকেও বিদ্ধ ক'রে দেবে। যেন সপ্রাণ আত্মার নৈবেদ্য ঝর্নার মতো বুক থেকে বেরিয়ে এলো, যেন তার অস্তিত্বকে বিদীর্ণ ক'রে কাঁধ ফুঁড়ে পাখার মতো বেরিয়ে আসবে। জীবনের যে-মৌলিক রূপ প্রত্যেক শিশুর মনে চিরকালের মতো গ'ড়ে ওঠে, যা তারপর চিরকাল ধ'রে তার অস্মিতার অন্তঃপ্রতিমা ব'লে প্রতিভাত হয়, এখন তার পূর্ণ প্রবল, আদি শক্তি ইউরির মনে জেগে উঠলো; এই প্রকৃতি, এই বন, এই বেলাশেষের উজ্জ্বলতা—যা-কিছু সে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছে, সব, সব এখন তেমনি আদিম প্রবলতায় এক তরুণীর প্রতিমায় রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো। 'লারা।' চোখ বুজে নিঃশব্দে বললে সে, যেন ঐ নাম সে উচ্চারণ করছে নিখিলজীবনকে, ঈশ্বরের সমস্ত পৃথিবীকে, আর তার সামনে ছড়িয়ে-পড়া এই সমগ্র রৌদ্রোজ্জ্বল ভূমিকে সম্বোধন ক'রে।

কিন্তু এখনো আছে দৈনন্দিন সচল বাস্তব: রাশিয়া এখন অক্টোবর-বিপ্লবের কবলে, আর পার্টিজানদের হাতে ইউরি আছে বন্দী হ'য়ে। অন্যমনস্কভাবে সে কামেনোডভস্কির আগুনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

'নথিপত্র পোড়াচ্ছেন? এখনো শেষ হয়নি?'

'এতো আছে যে অনেকদিন ধ'রে পোড়ালেও ফুরোবে না।'

ইউরি জুতোর ডগা দিয়ে একটা কাগজের স্তূপে নাড়া দিলো। শাদাদের

হেডকোয়ার্টারের চিঠিপত্র গুগুলো। হঠাৎ তার মনে হ'লো, এর মধ্যে রাণ্ট্সেভিচের কোনো উল্লেখ কি পাওয়া যায় না? কিন্তু যা চোখে দেখা গেলো, তা ক্লাস্তিকর সাংকেতিক ভাষার পুরোনো চিঠিপত্র ছাড়া আর-কিছু না। আরেকটা স্তূপ সে লাথি মেরে ছড়িয়ে দিলে। সেটাও তেমনি বাজে লেখায় ভর্তি—পার্টিজ়ানদের সভাগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুধু।

কামেনোডভস্কি তাঁর পকেট থেকে একটা কাগজ বের ক'রে ইউরির হাতে তুলে দিলেন :

'এই আপনার ডাক্তারি-বিভাগের রওনা হবার হুকুমনামা। পার্টিজ়ানদের পরিজনদের নিয়ে যে-কনভয়টা আসছে, সেটা পৌছতে আর দেরি নেই; ক্যাম্পের মধ্যে যে-মতবিরোধ চলছে আজকেই সন্ধেবেলায় তার নিষ্পত্তি হ'য়ে যাবে। কাজেই এখন যে-কোনো দিনে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের।'

ইউরি হুকুমনামার দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ গলায় ব'লে উঠলো :

'আহতদের সংখ্যা গতবারের চেয়ে অনেক বেড়েছে, অথচ আমাকে যানবাহন দিচ্ছেন অনেক কম। যারা পারবে তাদের হাঁটতেই হবে, কিন্তু তারা আর ক'জন। আর যাদের জন্য স্ট্রেচার দরকার, তাদের কী ব্যবস্থা হবে? তার ওপর ওষুধ-বিষুধ, বিছানাপত্র, যন্ত্রপাতি—সব-কিছু তো প'ড়েই রইলো।'

'এতেই চালিয়ে নিতে হবে—উপায় কী। যেমন কাপড় তেমন তো জামাটা হবে। এবার আর-এক কথা। আমাদের সকলের একটা অনুরোধ আপনার কাছে। একজন কমরেডকে আপনি পরীক্ষা ক'রে দেখবেন কি? লোকটাকে বার-বার পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, সে এই মতবাদের অনুগত, যোদ্ধা হিসেবেও উঁচুদরের। কিন্তু কিছু-একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে তার।'

'কে, পালিখ? লায়োস বলেছে আমাকে।'

'হ্যাঁ। যান না, গিয়ে দেখে আসুন। পরীক্ষা ক'রে দেখুন ভালো ক'রে?'

'মানসিক অসুস্থতা?'

'তাই তো মনে হয়। সে তো বলে প্রায়ই তার সর্বশরীরে কাঁটা দেয়। বোঝাই যাচ্ছে অলীক কল্পনা। অনিদ্রারোগ, মাথা ধরা—এই সব আরকি।'

'বেশ, এক্ষুনি কোনো কাজ নেই আমার, গিয়ে দেখে আসতে পারি। সভা আরম্ভ কখন ?'

'এখনই এসে পড়বে ওরা। কিন্তু তা নিয়ে মাথাব্যথা কিসের ? দেখবেন, আমিও যাবো না ওখানে। আমাদের ছাড়াই চালিয়ে নেবে ওরা।'

'তাহ'লে আমি গিয়ে পাম্‌ফিলকে দেখে আসি। অবশ্য এতো ঘুম পেয়েছে যে চোখের পাতা খুলে রাখতে পারছি না। লিবেরিয়ুস আভরসিএভিচের কাঁধে রোজ রাত্রে দর্শনের ভূত চাপে। বকবক ক'রে আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছে। পাম্‌ফিলকে কোথায় পাবো ?'

'জঞ্জাল ফেলার গর্তের পেছনে বার্চগাছের ঝাড় আছে, চেনেন ?'

'চিনি ব'লেই মনে হচ্ছে।'

'সেখানে খোলা জায়গায় কমাণ্ডারদের কতগুলো তাঁবু দেখতে পাবেন আপনি—তারই একটায় পাম্‌ফিলকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। তার আত্মীয়-স্বজনেরা কনভয়ে আছে—শিগগিরই এসে পড়বে। ওখানেই আপনি পাবেন ওকে – কোনো-একটা তাঁবুতে—দলের এক অংশের নেতা সে, তার বিপ্লবী সুকৃতির পুরস্কারস্বরূপ এই পদ তাকে দেওয়া হয়েছে।'

৮

পাম্‌ফিলকে দেখতে যাবার পথে ইউরি যেন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লো। গত কয়েকরাত একেবারেই ঘুমোতে পারেনি সে—এই ক্লান্তিকে তারই যোগফল বলা যায়। অবশ্য এখনই পারিখায় ফিরে শুয়ে পড়ার কোনো বাধা নেই তার, কিন্তু ভয় হ'লো পাছে লিবেরিয়ুস যে-কোনো মুহূর্তে এসে প'ড়ে তাকে উত্ত্যক্ত করে। একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালো সে—আশে-পাশের বন থেকে ঝরা পাতা সেখানে ছড়ানো। চৌখুপি-কাটা দাবার ছকের মতো ছড়িয়ে আছে সেগুলো, সূর্যাস্তের বাঁকা রশ্মিগুলোও তেমনিভাবে এই সোনালি কার্পেটের ওপর বিছিয়ে আছে। উজ্জ্বলতার এই কাটাকুটিতে যেন মাথা ঘুরে ওঠে, ঘুম পেয়ে যায়, যেমন হয় কানের কাছে একটানা একঘেয়ে কথায় বা খুদে অক্ষরের বই পড়লে।

রেশমি মর্মর-তোলা ঝরা পাতার ওপর ইউরি শুয়ে পড়লো, হাতের ওপর মাথা, আর গাছের তলায় জ'মে-থাকা শ্যাওলার বালিশে হাত রেখে শোয়া মাত্র ঝিমুনি এলো তার। আলো-ছায়ার যে ঝলকানি তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে এবার সেটা তার গায়ের ওপর জাফরি-ছবি এঁকে দিলো; শুয়ে আছে সে মাটিতে, গায়ে আলো-ছায়ার বরফি নিয়ে, যেন রোদের রেখা আর ঝরা পাতার সঙ্গে তার কোনো তফাৎ নেই, যেন মাথায় কোনো জাদুকরের টুপি প'রে সে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

কিন্তু একটু পরেই তার ঘুমোবার প্রয়োজন আর ইচ্ছেটাই তাকে জাগিয়ে দিলে। কোনো প্রত্যক্ষ কারণে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় শুধু একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে, মাত্রা পেরোলে সেই কারণই উল্টো ফল ঘটিয়ে বসে। ইউরির জাগ্রত চেতনা কোনো বিশ্রাম না-পেয়ে শূন্যতার মধ্যে সক্রিয় হ'য়ে উঠলো, ভাবনাগুলো যেন জ্বরের ঘোরে তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, বিগড়ে-যাওয়া এঞ্জিনের মতো ধুকধুক করছে তার মন। এই মানসিক বিশৃঙ্খলায় অস্থির হ'য়ে উঠলো সে, কিছুতেই আর শান্তি পাচ্ছে না। 'লিবেরিয়ুসটা একটা শুয়োর,' রাগ হ'লো তার কথাটা ভাবতে। যেন এমনিতেই মানুষকে পাগল ক'রে দেবার মতো যথেষ্ট ব্যাপার ঘটছে না এই পৃথিবীতে, একটি সুস্থ লোককে ধরা চাই ওর, রীতিমতো ভেবে-চিন্তে তাকে বন্দী ক'রে রেখে, তার বন্ধু সেজে, বকবকানির ঠেলায় অস্থির ক'রে তুলে, তাকে পাগল ক'রে দেওয়াও চাই। ওকে একদিন খুন করবো আমি।'

রঙিন কাপড়ের টুকরোর মতো একটি বাদামি ছিট-আঁকা প্রজাপতি পাখা নেড়ে আলোর দিক থেকে উড়ে এলো। ঘুমভরা চোখে দেখতে লাগলো ইউরি। নিজের গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে, প্রজাপতিটা বেছে নিলে পাইনের বাদামি ছিট-আঁকা বাকল, বসামাত্র একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো, আলো-ছায়ার খেলার মধ্যে মিলিয়ে গেলো, ইউরিরই মতো।

ইউরির মন অভ্যস্ত চিন্তার দিকে ফিরলো: তার অনেক ডাক্তারি গবেষণায় পরোক্ষভাবে ও-সবের সে উল্লেখ করেছে—অভিযোজনের উন্নত পদ্ধতির সঙ্গে উদ্দেশ্য ও ইচ্ছাশক্তির সম্বন্ধ; অনুকরণ, আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে বর্ণিলতা; যোগ্যতমের উদ্বর্তন, আর সত্যি কি পরিণতি ও চেতনার

জন্ম প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই ফল? আর অহং কাকে বলে? বিষয়ই বা কী? কী ক'রেই বা তাদের সনাক্ত করা যাবে? ডারুয়িন থেকে শেলিং পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালো তার ভাবনা, প্রজাপতি থেকে আধুনিক চিত্রকলা ও ইমপ্রেশনিস্ট ছবি পর্যন্ত। সৃষ্টি ও সৃষ্ট প্রাণীকুল, সৃষ্টিশীলতা, কৌশল, চাতুর্য—এই সব কথা ভাবতে-ভাবতে সে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

কিন্তু একটু পরেই জেগে উঠতে হ'লো। আবছা চাপা গলায় কারা যেন কথা বলছে, তাইতে তার ঘুম ভেঙেছে। যে-দু'একটা কথা তার কানে এলো, তা থেকে বুঝতে পারলে কেউ কোনো গোপন অবৈধ ষড়যন্ত্র করছে। তাকে কেউ দেখতে পায়নি, চক্রান্তকারীরা সন্দেহ করেনি তার উপস্থিতি। একটু ন'ড়ে উঠলেই তাকে প্রাণ দিতে হ'তে পারে। মড়ার মতো নিঃসাড়ে প'ড়ে থেকে ইউরি শুনতে লাগলো ওদের কথা।

কারো-কারো গলা তার চেনা। তারা আর-কেউ নয়, গশকা, সাঙ্কা, কস্‌কা আর তাদের সাকরেদ টেরেন্টি গালুজিন; পার্টিজানদের একেবারে তলানি এরা, কেউ-কেউ গলগ্রহ মাত্র; সবরকম বিশৃঙ্খলা আর গোলযোগের এরাই হ'লো মূল। এদের সঙ্গে আবার জাখারও জুটেছে, আরো ভয়াবহ ঐ লোকটা, বদমায়েসের ধাড়ি, ভদকার ব্যাপারে সে ধরা পড়েছিলো, কিন্তু দলের পাণ্ডাদের ধরিয়ে দিয়ে এখনকার মতো বেঁচে গেছে। কিন্তু ইউরি অবাক হ'লো সিভোব্লুয়িকে ওর মধ্যে দেখে; যাকে 'রৌপ্য দল' বলা হয়, তাদেরই অন্যতম পার্টিজান সে, খোদ কমাণ্ডারের দেহরক্ষী। স্টেঙ্কা রাজিন[১] আর পুগাচেভ[২]-এর ঐতিহ্য অনুসরণ ক'রে সে হ'লো কর্তার পেয়ারের লোক, তাই সবাই তার নাম দিয়েছে 'হেটমান-এর কান'[৩]। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে সেও এই চক্রান্তে আছে।

---

১ স্টেঙ্কা রাজিন: কসাকবংশীয় বিদ্রোহী দস্যু, সতেরো শতকে অনেকগুলো বিদ্রোহে জয়লাভ ক'রে অবশেষে স্বীয় অনুচরদের বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়ে। এর কীর্তি ও কুকীর্তি রুশীয় কিংবদন্তীর অংশ। ডস্টয়েভস্কির 'Notes from Underground'-এ এর উল্লেখ আছে। —অনুবাদকের টীকা

২ পুগাচেভ: ৩০৯ পৃষ্ঠার টীকা দেখুন।

৩ হেটম্যানের কান: দলপতির গুপ্তচর।

শত্রুপক্ষের যে-অংশ এগিয়ে এসেছে, তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বোঝাপড়া চলছে, এদের বিশ্বাসহন্তাদের সঙ্গে শত্রুপক্ষের লোকেরা এতো আস্তে কথা বলছিলো যে কিছুই শোনা যাচ্ছিলো না। তারা যে-কথা বলছিলো ইউরি তা তখনই শুধু বুঝতে পারছে যখন মাঝে-মাঝে তারা চুপ ক'রে যাচ্ছিলো।

মাতাল জাখারটাই কথা বলছিলো বেশি, তার সর্দি-বসা ভাঙা গলায় কুকথাও কম আওড়াচ্ছিলো না। তাকেই দলেব পাণ্ডা ব'লে মনে হ'লো।

'এই, এবার শোনো তোমরা। আসল কথা হচ্ছে, ব্যাপারটাকে চেপে রাখা চাই। যদি কেউ টুঁ শব্দটি করেছো—দেখেছো এই ছুরি?—নাড়িভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবো একেবারে, বুঝেছো তো? আমরা যে আটকা প'ড়ে আছি, তা তোমরাও জানো আমিও জানি। আর কোনো রাস্তা খোলা নেই আমাদের। যে-ক'রেই হোক, রেয়াৎ পেতে হবে এবার। এমন একটা ফন্দি খাটাতে হবে যেমনটি আগে কেউ কখনো ছাখেনি। তাকে তারা জ্যান্ত ধরতে চাচ্ছে। তাদেব কর্তা গুলেভয় নাকি আসছেন।' (অন্যেরা তাকে সংশোধন ক'রে দিলো, 'গালিউলিন',—কিন্তু নামটা সে ধরতে পারলো না, 'জেনারেল গালেইলেভ' ব'লেই চালিয়ে দিলো।) 'এই আমাদের সুযোগ। এ-রকম আর দ্বিতীয়বার আসবে না। এই তো তাদের লোকজনেরা। এঁরাই সব খুলে বলবেন তোমাদেব। তাকে জ্যান্ত ধ'রে আনতে হবে—এই তো কথাটা? এখন বলুন আপনারা, বুঝিয়ে বলুন।'

এবার প্রতিনিধি-দলের কথা শুরু হলো। ইউরি কিছুই শুনতে পেলো না, কিন্তু নীরবতার পরিমাণ থেকে বুঝতে পারলো যে তারা খুঁটিনাটি সমেত প্রস্তাব পেশ করছে। আবার বললো জাখার

'শুনলে, স্যাঙাৎরা? দেখছো তো, ক্যায়সা একটি চীজ ইনি। ওর জন্যে আমাদের কী দায় পড়েছে বলো! আস্ত মানুষও নয় লোকটা—নিরেট বোকা, নয় তো সন্নেসি-টন্নেসি কিছু। দাঁত বের ক'রে হাসিস্‌নে টেরেন্টি। তোকে দেখিয়ে দেবো দাঁত বের করা কাকে বলে, গেঁজেল কাঁহাকার। তোকে নিয়ে কথা হচ্ছে না তো! তোকে বলছি শোন—লোকটা নিশ্চয়ই সন্নেসি, তাছাড়া আর কী হবে! সুযোগ পেলে সব্বাইকে সাধু বানিয়ে

ছাড়বে রে, একেবারে খাসি ক'রে দেবে। কী বলে সে? খিস্তি কোরো না, নেশা কোরো না, আর মেয়েমানুষ—আরে থুঃ! অমন ক'রে কী বাঁচা যায় বল তোরা! শোনো স্তাঙাৎরা, আজ রাত্তিরে ওকে ধ'রে আমরা খালের ধারে নিয়ে যাবো। আমি ঠিক নিয়ে আসবো—ভেবো না। আসামাত্র সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বো ওর ওপর। কাজটা শক্ত হবে না—এতে আর আছে কী বলো! মুশকিলটা এই যে ওরা তাকে জ্যান্ত ধরতে চায়। বলছে বেঁধে নিয়ে এসো। তা ঠিক আছে—আমি ভার নিচ্ছি, এই ফন্দিটা যদি ভেস্তে যায় আমি নিজেই দেখে নেবো তাকে—নিজের হাতে শেষ ক'রে দেবো। হাত লাগাবার জন্য ওদের কয়েকটা লোকও পাঠিয়ে দেবে বলছে।'

ফন্দিটা সে বোঝাতে থাকলো অন্যদের কাছে। কিন্তু আস্তে-আস্তে পুরো দলটি অন্যদিকে চ'লে গেলো—ইউরি তাদের কথা আর শুনতে পেলো না।

'লিবেরিয়ুসকে শাদাদের হাতে ধরিয়ে দেবার মৎলব আঁটছে ওরা, আর নয়তো তাকে মেরে ফেলবে শুয়োরগুলো।' এমন ঘেন্না হ'লো ইউরির, এমন জঘন্য লাগলো যে ভুলেই গেলো তার নির্যাতক লিবেরিয়ুসের মৃত্যু কতবার সে নিজেই কামনা করেছে। কিন্তু এখন এটা ঠেকানো যায় কী ক'রে? কামেনোডভর্স্কির কাছে ফিরে গিয়ে, কোনো নাম না-ক'রে এই ষড়যন্ত্রের কথা খুলে বলবে, আর লিবেরিয়ুসকেও সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার।

কিন্তু ইউরি ফিরে গিয়ে কামেনোডভর্স্কিকে দেখতে পেলো না, কাগজ পোড়াবার জায়গায় তার বদলে তার এক সহকারী ব'সে-ব'সে, আগুন যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখছে।

দুষ্ক্রিয়াটা ঘটতে পারেনি, আগেই ভেস্তে গিয়েছিলো। কে জানে কেমন ক'রে জানাজানি হ'য়ে গেলো ষড়যন্ত্রটা, আর ফাঁস হওয়ামাত্র অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হ'লো। সরকারি পক্ষের গুপ্তচরের কাজ করলে—আর-কেউ না, সিভোব্লুয়ি। ইউরির বিতৃষ্ণা সীমা ছড়িয়ে গেলো।

৯

কৃষক পরিবারেরা ক্যাম্প থেকে আর একদিনের পথ দূরে আছে ব'লে জানা গেলো। বাহিনীর সবাই তাদের স্বাগত জানাবার জন্য তৈরি হ'য়ে নিলে, তারা এসে পড়লেই রওনা হ'য়ে পড়বে তারা, তার জন্যও গোছগাছ চললো। পাম্‌ফিল পালিখকে দেখতে গেলো ইউরি।

তাঁবুর সামনেই কুড়োল হাতে পাওয়া গেলো তাকে। কচি বার্চগাছের মস্ত এক স্তূপ তার সামনে, গাছগুলি সে কেটে এনেছে কিন্তু এখনো ফালি করেনি। কতগুলো গাছ আবার যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো, সেখানেই পড়েছে; ওজনের চাপে ঘুরে পড়েছে তারা, চোখা টুকরোগুলো ভিজে মাটিতে গেঁথে গিয়েছে। অন্য গাছগুলিকে সে অল্প দূর থেকে টেনে নিয়ে এসে স্তূপের ওপর রেখে দিচ্ছে। গাছগুলি ঠিক মাটিতেও প'ড়ে নেই, বা কোনো জায়গায় জড়ো করাও নেই; নরম ডালে ভর দিয়ে তারা শুয়ে আছে, স্প্রিঙের মতো ন'ড়ে উঠছে সব ডাল, আর থেকে-থেকে শিউরে উঠছে তাদের শরীর। মনে হ'লো তারা যেন হাত বাড়িয়ে পাম্‌ফিলকে বাধা দিতে চাচ্ছে; সে-ই কেটেছে তাদের, আর সেজন্যেই তাকে তাঁবুতে ঢুকতে দেবে না ব'লে তারা সবুজ পাতা আর ডালপালার জটিলতা মেলে দিয়ে তাকে আটকাতে চায়।

'আমার বৌ আসছে ছেলেপুলে নিয়ে,' পাম্‌ফিল বুঝিয়ে বললো, 'তাদের জন্যই কাটতে হ'লো এগুলো। তাঁবুটা ভারি নিচু, বৃষ্টি হ'লে জল পড়ে। ছাতের বর্গা করার জন্যে কাঠ কেটে আনলাম।'

'তুমি তাদের তাঁবুতে নিয়ে যাবার অনুমতি পাবে ব'লে আমার মনে হয় না, পাম্‌ফিল। কোনো ক্যাম্পের ভেতরে যে সাধারণ লোক বৌ-ছেলে নিয়ে থাকতে পারে, এমন কথা কে কবে শুনেছে? নিশ্চয়ই বাইরে কোথাও কোনো ওয়াগনে থাকবে তারা; অবসর সময়ে যতো ইচ্ছে তাদের সঙ্গে তুমি দেখা করতে পারবে; কিন্তু আমার মনে হয় না তোমার তাঁবুতে তাদের থাকতে দেওয়া হবে—কিন্তু আমি এ-কথা বলতে আসিনি। শুনলাম তুমি নাকি রোগা হয়ে যাচ্ছো, খেতে, ঘুমোতে পারো না! সত্যি নাকি? দেখে তো মনে হচ্ছে ভালোই আছো। তবে চুলটা একবার ছাঁটিয়ে নিলে পারো।'

দশাসই শরীর পাম্‌ফিলের; ঝাঁকড়া কালো চুল আর দাড়ি তার

দুই ভাঁজে বিভক্ত উঁচু কপাল; কপালের হাড়টা খুব পুরু, কপালের দু'পাশ আংটা বা লোহার বালার মতো ফুলে উঠেছে ব'লে চোখ ফোলা-ফোলা, যেন সব-সময়েই ভ্রূকুটি ক'রে আছে।

বিপ্লবের গোড়ার দিকে এই ভয় জেগে উঠেছিলো যে, ১৯০৫ সালের মতো এবারও বুঝি এই অভ্যুত্থান পর্যবসিত হবে গর্ভপাতে, যার সঙ্গে যোগ থাকবে শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের, সমাজের গভীরতর স্তরকে হয়তো তা ছুঁতেও পারবে না; এইজন্যেই তখন সাধারণ মানুষকে উত্ত্যক্ত, চঞ্চল ও কোপান্বিত ক'রে তোলার জন্য যতোভাবে সম্ভব বিপ্লবী প্রচারকার্য চালানো হয়েছিলো।

প্রথম দিকের সেই দিনগুলোয় অত্যুৎসাহী বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা পাম্‌ফিলের মতো লোকেদের দুর্লভ আবিষ্কার ব'লে গণ্য করতো, কেননা কোনো উশকোনি ছাড়াই বুদ্ধিজীবী, চাকুরীজীবী ও ভদ্রলোকদের প্রতি তাদের ছিলো উন্মত্ত বিদ্বেষ। তাদের অমানুষিকতাকে ধরা হ'তো শ্রেণীচেতনার বিস্ময়কর নমুনা ব'লে; আর তাদের বর্বরতাকে বলা হ'তো সর্বহারাদের দৃঢ়তা ও বিপ্লবী মনোভাবের অনুকরণযোগ্য আদর্শ। এই সব গুণের জন্যই পাম্‌ফিলের খ্যাতি, দলের কর্তাব্যক্তি আর বাহিনীর নেতাদের সম্ভ্রমও সে ঐ একই কারণে অর্জন করেছিলো।

এই বিমর্ষ ও অমিশুক দানব, যার আত্মা আছে ব'লে মনে হয় না, যার আগ্রহের সীমা তুচ্ছ ও সংকীর্ণ—ইউরির তাকে মনে হ'লো এক অপজাত মানুষ, ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই।

'তাঁবুর ভেতর আসুন', বললে পাম্‌ফিল।

'না—কেন? বাইরেই তো বেশি ভালো। তাছাড়া আমি ভেতরে যেতেও পারবো না।'

'বেশ। আপনার যা মর্জি। ঐ তক্তাটার ওপর বসতে পারি আমরা।'

স্প্রিঙের মতো কাঁপতে-থাকা বটগাছের ওপর বসলো তারা। পাম্‌ফিল তার জীবনকাহিনী শোনালো ইউরিকে। 'কথায় বলে, গল্প চটপট ফুরিয়ে যায়। কিন্তু আমার গল্প অনেক লম্বা। তিন বছর ধ'রে বললেও সব-কিছু ব'লে উঠতে পারবো না। কোনখান থেকে যে শুরু করি, তা-ই এখনো জানি না।

'যাক, চেষ্টা তো করি। আমি, আমার বৌ। অল্প বয়েস ছিলো

আমাদের। ও ঘরকন্না করে, আমি মাঠে খাটি। মন্দ ছিলো না জীবনটা। ছেলেপুলে হ'লো। ওরা আমাকে পণ্টনের সেপাই ক'রে নিয়ে গেলো। যুদ্ধে পাঠালে আমাকে। তা, এই যুদ্ধ। যুদ্ধের কথা কী-ই বা বলি আপনাকে? আপনি তো যুদ্ধ দেখেছেন, কমরেড ডাক্তার।—তারপর, বিপ্লব। আমি আলো দেখতে পেলাম। সৈন্যদের চোখ খুলে গেলো। শত্রু যে শুধু বিদেশীরাই, তা নয়—এই শুনলাম আমরা। ঘরেও আমাদের শত্রু আছে। "বিশ্ববিপ্লবের সৈনিক যারা, সবাই শোনো, রাইফেল নামিয়ে ফ্যালো, বাড়ি ফিরে যাও, রুখে দাঁড়াও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে! ইত্যাদি, ইত্যাদি। আপনিও তো জানেন ওসব, কমরেড ডাক্তার। তা এই চললো কিছুকাল, তারপর গৃহযুদ্ধ এলো। পার্টিজ়ান-দলে যোগ দিলাম আমি। এবার আমাকে অনেক কথা বাদ দিয়ে যেতে হবে, নয়তো কোনো কালে শেষ করতে পারবো না। এতো সবের পর, এখন, এই মুহূর্তে আমি কী দেখতে পাচ্ছি? ব্যাটা বেজন্মা, সে পশ্চিমের ফ্রন্ট থেকে দুটো আস্ত স্টাভ্রোপল্স্ক রেজিমেণ্ট নিয়ে এসেছে, সেই সঙ্গে আবার প্রথম ওরেনবুর্গ কসাকবাহিনীকেও। আচ্ছা, আমি কি শিশু? আমি কি কিছুই বুঝি না? আমি কি পণ্টনে কাজ করিনি কোনোদিন? বড়ো খারাপ অবস্থা ডাক্তার, বড়ো খারাপ অবস্থা। সব শেষ হ'য়ে গেলো আমাদের। শুয়োরটা কী করতে চাচ্ছে জানেন—ঐ নোংরা লোকগুলোকে নিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাচ্ছে। আমাদের ঘিরে ফেলতে চায় সে।

'কিন্তু আমার বৌ আছে, ছেলেপুলে আছে। যদি সে তেরিয়া হ'য়ে এসে চড়াও হয়, তাকে তারা ঠেকাবে কী ক'রে? তারা যে নির্দোষ, এটা এটা তো ঠিক; তারা তো এ-সবের মধ্যে নেই, কিন্তু তাতে ও-ব্যাটার কী এসে যায়। আমার বৌকে পাকড়াও করবে সে, তাকে বেঁধে, শেকল পরিয়ে যন্ত্রণা দেবে, সব আমার জন্য; আমার বৌ, ছেলেপুলে—বেধড়ক পেটাবে সবাইকে; সব ক'টা হাড় গুঁড়ো ক'রে দেবে তাদের, ছিঁড়ে ফেলবে সবাইকে এক-এক ক'রে। আর আপনি কিনা জিজ্ঞেস করছেন, কেন হে, 'রাতে ঘুমোও না কেন। ইস্পাত দিয়ে হয়তো একটা মানুষ তৈরি করা যায়, কিন্তু এ-রকম হ'লে পাগল না-হ'য়ে উপায় কী।'

'কী অদ্ভুত লোক তুমি, পাম্‌ফিল। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোমাকে। বছরের পর বছর তুমি তাদের ছেড়ে আছো, কোথায় আছে, কেমন আছে, কী করে না করে—কিছুই তুমি জানতে না, আর সেজন্যে কোনো উদ্বেগও ছিলো না তোমার। আর এখন, যখন তাদের সঙ্গে তোমার দেখা হবে—কোথায় তুমি খুশি হবে, না তাদের শ্রাদ্ধের মন্ত্র আওড়াতে বসেছো।

'আগেকার কথা বাদ দিন, এখন সব বদলে গেছে। এখন ঐ শাদা বেজন্মাটা আমাদের পেটাচ্ছে যে। কিন্তু সে-কথা নয়, আমার কথা বলছি না—আমি তো শেষ হ'য়েই গেছি। দুম ক'রে ম'রে যাবো একদিন। কিন্তু আমি তো আমার কাচ্চাবাচ্চাগুলোকে পরলোকে নিয়ে যেতে পারবো না—পারবো কি? তারা তো থেকে যাবে, আর ঐ জন্তুটার হাতে ধরা পড়বে। তাদের গা থেকে ফোঁটা-ফোঁটা ক'রে রক্ত নিংড়ে নেবে ও।'

'এই জন্যেই কি তোমার "গায়ে কাঁটা" দিয়ে ওঠে? তুমি নাকি নানা রকম সব ব্যাপার ছাখো রোজ?'

'শুনুন, ডাক্তার। আপনাকে সব কথা বলিনি। সবচেয়ে জরুরি কথাটাই চেপে গিয়েছি। যদি চান তো এবার আসল কথাটা বলতে পারি। আপনার মুখের ওপরই ব'লে দিতে পারি কথাটা, কিন্তু তাতে আপনি আমার ওপর রেগে যাবেন না কিন্তু।

'আপনার মতো অনেক ভদ্রলোককে খুন করেছি আমি, এই হাতে অনেক অফিসারের রক্ত লেগে আছে। বড়ো চাকুরে, বনেদি বংশ—অনেক। তা নিয়ে এতোদিন কোনো উদ্বেগ ছিলো না আমার। জলের মতো রক্ত ছিটিয়েছি। তাদের নাম কী, সংখ্যায় ক'জন—কিছুই মনে নেই আমার। কিন্তু একটি ছেলের কথা আমি কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছি না। ছোঁড়াটাকে শেষ করেছি, আর এখন তা ভুলতে পারছি না কিছুতেই। তাকে মেরেছিলাম কেন? না, আমার হাসি পেয়েছিলো তাকে দেখে, তামাশা ক'রে মেরেছিলাম একেবারে খামোকা, উজবুকের মতো।

'ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবের সময়ে সেটা, কেরেনস্কির আমল চলছে। বিদ্রোহ ক'রে বসে আছি আমরা। একটা রেল-স্টেশনের কাছে; ফ্রন্ট ছেড়ে চ'লে এসেছি। এক অল্প-বয়সী ছোকরাকে ওরা পাঠিয়ে দিলে, আমাদের কাছে

বক্তৃতা দেবার জন্য, যাতে তার কথায় আমরা ফিরে যাই। জয় না-হওয়া অবধি যাতে লড়াই চালাই, সেই কথা বলতে এসেছিলো সে। তা সেই ছোকরা এসে আমাদের সদুপদেশ দিতে লাগলো। একেবারে মুরগির ছানা একটা। "যবে জয় তবে যুদ্ধ শেষ"—এই ছিলো তার মুখের বুলি। এই বুলি আওড়াতে-আওড়াতে একটা জলের পিপের ওপর উঠেছিলো সে, জলের পিপেটা ছিলো রেলের প্ল্যাটফর্মে। সে গিয়ে উঠলো সেখানে, কেন জানেন? যাতে তার এই যুদ্ধের ডাক উঁচু থেকে এসে পৌছয়। এমন সময় হঠাৎ ডালাটা ডিগবাজি খেয়ে উল্টে গেলো, সেও সোজা প'ড়ে গেলো চিৎপাত হ'য়ে। তাকে দেখতে যে কী মজা লাগছিলো তা আপনি ভাবতেও পারবেন না। হাসতে-হাসতে পেটে একেবারে খিল ধ'রে গিয়েছিলো। আমার হাতে ছিলো এক রাইফেল। হাসির চোটে ভির্মি লাগছিলো আমার। কিছুতেই থামতে পারছিলাম না। ছেলেটা যেন আমাকে শুড়শুড়ি দিচ্ছে! তারপর আমি রাইফেল তুলে ধরলাম, তাক ঠিক ক'রে দুম ক'রে গুলি ক'রে দিলাম। কী ক'রে যে কী হ'য়ে গেলো বোঝাই গেলো না। ঠিক যেন কেন কেউ আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে।

'এবার তো শুনলেন কেন আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। স্বপ্নে সেই রাতের স্টেশনটা দেখতে পাই আমি। তখন সেটা ছিলো মজার ব্যাপার, কিন্তু এখন—এখন বড়ো খারাপ লাগে।'

'কোথায় ঘটেছিলো এটা? মেলিউজ়েইয়েভোর কাছে বিরিউচি স্টেশনে কি?'

'মনে পড়ছে না।'

'জ়িবুসিনো বিক্ষোভের মধ্যে ছিলে নাকি তুমি?'

'মনে পড়ছে না।'

'কোন ফ্রন্টে ছিলে? পশ্চিম ফ্রন্টে? পশ্চিমে ছিলে কি তুমি?'

'হবে হয়তো। ঐ রকমই কোনো এক জায়গায়। পশ্চিমেও হ'তে পারে। কিছুই মনে পড়ে না।'

পরিচ্ছেদ ১২

বরফ-দেওয়া জামফল

বাচ্চকাচ্চা, মালপত্র, সব নিয়ে সৈন্যদের পরিবারের কনভয় চলেছে: অনেক দিন ধ'রেই মূল কৃষকবাহিনীর পেছনে আসছে তারা। তারপর ওয়াগন-গুলির পেছন-পেছন, আসছে পোষা জন্তুর দল, গোরুই প্রধানত—কয়েক হাজার হবে সংখ্যায়।

শিবিরে নারীর আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে একটি নতুন চরিত্রেরও উদয় হলো। সে হ'লো কুবারিখা, এক সৈন্যের বৌ, পশুর ব্যামো সারায়—সেই সঙ্গে, গোপনে-গোপনে, সে নাকি তুকতাকও করে—ডাইনি আরকি। ছোট্ট প্যানকেকের মতো একটা টুপি মাথার একপাশে চাপিয়ে ঘুরে বেড়ায় সে, পরনে থাকে কড়াইশুঁটির মতো সবুজ ওভারকোট। ও-রকম কোট পরে স্কটল্যাণ্ডের বন্দুকবাহিনীর সৈন্যেরা, অ্যাডমিরাল কোলচাক ব্রিটিশদের কাছ থেকে কিছু জিনিসপত্র জোগাড় করছিলেন, তারই অংশ এটা। সে কিন্তু জোর গলায় সবাইকে জানায় যে এটা সে বানিয়ে নিয়েছে কয়েদিদের টুপি আর ঢিলে পাজামা কেটে। অ্যাডমিরাল কোলচাক তাকে কোনো অজ্ঞাত কারণে কেজ্‌মা-জেলে বন্দী ক'রে রেখেছিলেন সেখান থেকে তাকে নাকি মুক্তি দিয়েছে লাল পল্টন।

'শেয়াল-বন' থেকে বেরিয়ে এক নতুন জায়গায় ছাউনি ফেলেছে তারা। কোনো সামরিক বাহিনীর আস্তানা পাতার পক্ষে আশেপাশের জায়গা কতটা উপযোগী, তা দেখা হ'লেই তারা নতুন জায়গায় গিয়ে শিবির ফেলবে।

শীতটা কাটাবার উপযুক্ত আশ্রয় চাই তো ; যতোদিন তা না-পাওয়া যায় ততোদিন এখানে তাদের থাকার কথা ছিলো। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় শীতটা তারা সেখানেই কাটাতে বাধ্য হ'লো।

এই নতুন শিবিরের সঙ্গে আগেরটার কোনো মিল নেই। চারপাশের বন খুব ঘন, কোথাও-কোথাও আবার দুর্ভেদ্য 'টায়িগা'[১]। ক্যাম্প আর হাই-ওয়ের ওদিকে তো বন প্রায় সীমাহীন। এখানে এসে তাঁবু খাটাতে যে-ক'দিন লেগেছিলো, সেই ক'দিন হাতে বেশ সময় পেয়েছিলো ইউরি ; সেই সুযোগে বনের নানা দিকে কয়েকবার অভিযান চালিয়ে এটা সে স্পষ্টই বুঝে নিলে যে এই বনের ভেতর অনায়াসেই কেউ হারিয়ে যেতে পারে। এ-সব অভিযানের সময় দুটো জায়গা তার বিশেষ মনে ধরেছিলো, তার স্মৃতিতে র'য়ে গেলো তারা।

একটা জায়গা শিবিরের ঠিক বাইরে, 'টায়িগা'র গায়ে লাগানো। হেমন্তের বন একেবারে রিক্ত, তার ফলে যেন খোলা দরজা দিয়ে বনের ভেতরের সব-কিছু দেখে নেওয়া যায়। মস্ত এক জামগাছ আছে এখানে, জীর্ণ, সুন্দর, আর একলা—শুধু সে-ই তার পাতা ঝরায়নি। নিচু, শুষে-যাওয়া, ঢিবি-ছাওয়া জলাভূমির ওপর টিলার মতো একটা জায়গা আছে ; সেখানে দাঁড়িয়ে আছে গাছটি, আকাশ ছুঁয়েছে তার শরীর, শীতের ভয়-ধরানো বিষণ্ণতার বিরুদ্ধে সে তার গাঢ় লাল কঠিন জামফলের মসৃণ গোল ঢাল বাড়িয়ে ধ'রে আছে। তুহিন উষার মতো উজ্জ্বল পালকওলা ছোটো-ছোটো শীতের পাখিরা তার গায়ে ব'সে বড়ো-বড়ো জামগুলিকে গলা বাড়িয়ে ঠুকরে নেয়, তারপর মাথা উঁচু ক'রে গিলে ফ্যালে।

পাখিদের সঙ্গে গাছটার যেন কোনো প্রাণের টান আছে ; যেন এই জামগাছটি অনেকদিন নিঃশব্দে লক্ষ্য করেছে তাদের, প্রথমে কিছু করতে চায়নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দয়া করতেই হ'লো : যেন বুকের বোতাম খুলে স্তন দেখিয়ে, দাই-মার মতো হেসে বললো, 'বেশ, মেনে নিলাম বাপু তোমাদের, নাও এবার—যত পারো, গেলো।'

---

১ ৩৭০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

অন্ত জায়গাটা তার চেয়েও আশ্চর্য। একটু উঁচুতে, একদিকে খাড়া নেমে গিয়েছে জায়গাটা। খাদের দিকে তাকালে মনে হয় তলায় নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যা ওপরে নেই—কোনো জলস্রোত, বা কোনো গর্ত, আর নয়তো কোনো শুকনো, আছাঁটা ঘাসে-ছাওয়া বুনো মাঠ। আসলে কিন্তু সেখানেও একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে—শুধু অনেকটা নিচুতে, এই যা তফাৎ; যেন অরণ্য তার বৃক্ষচূড়াগুলিকে নামিয়ে দিয়েছে মানুষের পায়ের তলায়, ডুবিয়ে দিয়েছে অন্য এক স্তরে। কোনোকালে বোধহয় মাটি ধ্ব'সে পড়েছিলো, তাই এইরকম।

যেন এই ভীষণ, অতিকায় অরণ্য মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে হঠাৎ, তাই টাল সামলাতে না-পেরে সব সমেত থুবড়ে প'ড়ে গেছে; নেহাৎই দৈবের দয়ায় যদি শেষ মুহূর্তে সামলে না নিতো তাহ'লে একেবারে পাতালেই চ'লে যেতো হয়তো—আর তাই এখন সে নিচে দাঁড়িয়ে মর্মর তুলছে, বেশ ভালোই আছে, নিরাপদে।

কিন্তু খাদের মুখটা যে শুধু এই কারণেই স্মরণীয়, তা নয়। তার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ধ্ব'সে-পড়া গ্র্যানাইট পাথরের মস্ত-মস্ত চাঁই, সেগুলোই আটকে রেখেছে খাদটাকে, যেন প্রাগৈতিহাসিক খাড়া পাথরের মাথায় চ্যাপ্টা প্রস্তরখণ্ড পড়ে আছে। এই পাথুরে মঞ্চের কাছে এসেই ইউরির দৃঢ় বিশ্বাস হ'লো যে, এটার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো মানুষের হাত আছে, প্রকৃতির নয়—অন্তত তার চিহ্ন সুস্পষ্ট। হয়তো এটা কোনো প্রাচীন মন্দির, যেখানে অজ্ঞাত প্রতিমা-পূজকেরা তাদের দেবমূর্তির উপাসনা ক'রে অর্ঘ্য সাজিয়ে দিতো।

চক্রান্তকারীদের এগারোজন পাণ্ডা আর ভদ্‌কা-চোলাইকারী আর্দালি দু'জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিলো; একটি ঠাণ্ডা, ঝাপসা সকালবেলায় এখানেই সেই দণ্ডাজ্ঞা পালন করা হ'লো।

বাহিনীর সবচেয়ে অনুগত কুড়িজন রক্ষীর পাহারায় দণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ে আসা হ'লো সেখানে। পাহারাওলাদের মুখ-চোখ কঠিন হ'য়ে আছে, তাদের অনেকেই যে লিবেরিয়ুসের দেহরক্ষী, এটাই তার কারণ। রাইফেল হাতে অর্ধবৃত্তের আকারে তারা ঘিরে ছিলো তাদের। কনুই দিয়ে ধাক্কা দিতে-

দিতে বধ্যভূমির কিনারায় তাদের দ্রুত নিয়ে এলো, খাড়া পাহাড়ের তলদেশ ছাড়া সেখান থেকে বেরোবার আর পথ নেই।

যে-দীর্ঘ অবরোধ, অপমান আর সওয়াল-জবাব তাদের সহ্য করতে হয়েছে, তার ফলে বন্দীদের মুখ থেকে মনুষ্যত্বের সব চিহ্নই লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিলো। দাড়ি-গোঁফে ভরা কৃশ কালো চেহারা: প্রেতের মতো ভীষণ তারা দেখতে।

গ্রেপ্তার করার সময়েই তাদের কাছ থেকে সব অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছিলো; বধক্রিয়ার আগে তাদের আবার খানাতল্লাসি করার কথা কারো মাথায় আসেনি। এই ধরনের কোনো খানাতল্লাসি যে শুধু বাহুল্য হ'তো তা নয়, জঘন্য ব'লেও মনে হ'তো, মৃত্যুর এতো কাছে এসে যারা দাঁড়িয়েছে তাদের প্রতি এক গায়ে-পড়া বিদ্রূপ হ'তো এটা।

কিন্তু এখন বৃজ্বানিট্স্কি নামে ভ্ডোভিচেঙ্কোর এক বন্ধু, হঠাৎ সিভোব্লুয়িকে লক্ষ্য ক'রে রক্ষীদের দিকে পর-পর তিনটে গুলি ক'রে বসলো; ভ্ডোভিচেঙ্কোর পাশে-পাশেই হাঁটছিলো সে, তার মতো সেও একজন পুরোনো নৈরাজ্যবাদী। হাতের টিপ তার অব্যর্থ ব'লে খ্যাতি ছিলো, কিন্তু উত্তেজনায় হাত কেঁপে ওঠায় ফস্কে গেলো এবার। যে-বিবেচনা ও করুণাবশত রক্ষীরা তাদের প্রাক্তন সঙ্গীদের খানাতল্লাসি করেনি, ঠিক সেই কারণেই এবারও তারা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো না বা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে তাকে এই কাজের জন্য তক্ষুনি মেরে ফেললো না। বৃজ্বানিট্স্কির রিভলভারে তখনো তিনটে গুলি অটুট ছিলো, কিন্তু প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ হ'য়ে তার মাথার ঠিক রইলো না, উত্তেজনায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে রিভলভারটা পাথরের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে। চতুর্থবার গুলি বেরিয়ে এসে রিভলভার থেকে, পাচকোলিয়া নামে একজন দণ্ডিত আর্দালির পায়ে লেগে, তাকে জখম ক'রে গেলো।

আর্তনাদ ক'রে উঠলো পাচকোলিয়া; যন্ত্রণায় চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে পায়ে হাত চেপে প'ড়ে গেলো। তার সবচেয়ে কাছে ছিলো সাস্কা পাফনুটকিন আর কসকা গোরাজ্ডিখ, তারা টেনে তুললো তাকে; তাদের তখন কারোরই মাথার ঠিক নেই, পাচকোলিয়া যদি মাটিতে প'ড়ে থাকে তো বন্ধুরা হয়তো তাকে মাড়িয়েই চ'লে যাবে—সেটা যাতে না হয় সেজন্য তারা তাকে হাতে

ধ'রে টেনে নিয়ে চললো। আহত পা-টা মাটিতে ফেলতে পারছিলো না পাচকোলিয়া; দণ্ডিতদের যে-দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, এক পায়ে লাফিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে সেই টিলার দিকে চললো সে, তার চীৎকারের আর বিরাম নেই। সেই অমানুষিক আর্তনাদ অন্যদের ভেতরেও ভয় ছড়িয়ে দিলে, এবার আর কারো আত্মসংযম রইলো না। এর পরে যা হ'লো, তা কল্পনাও করা যায় না। তিরস্কার, বিলাপ, অনুনয়, প্রার্থনা আর অভিসম্পাতের এক ঝড় উঠলো সেখানে।

টেরেন্টি গালুজিন তার স্কুলের হলদে টুপিটাকে তখনো ছাড়েনি। এবার সে মাথা থেকে খুলে নিলে সেটা, তারপর হাঁটু ঘ'ষে-ঘ'ষে বাকি সকলকে অনুসরণ ক'রে সেই ভীষণ পাথরগুলির দিকে পেছনমুখো চলতে থাকলো। রক্ষীদের সামনে বার-বার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সে ফুঁপিয়ে উঠলো, অর্ধচেতন গুনগুনে স্বরে তাদের অনুনয় ক'রে বলতে লাগলো, 'মাপ করো আমাকে, আমি মাপ চাইছি কমরেড, সত্যি আমি দোষ করেছিলাম, কিন্তু আর কখনো এমন করবো না, দয়া ক'রে আমাকে ছেড়ে দাও, মেরো না আমাকে। আমি তো এখনো ভালো ক'রে বাঁচিই নি। আরো কিছুদিন আমি বাঁচতে চাই, শুধু আর-একবার মাকে দেখতে চাই আমি। দয়া ক'রে ছেড়ে দাও আমাকে ভাই সব, দয়া ক'রে আমাকে মাপ ক'রে দাও। তোমরা যা বলবে তা-ই করবো আমি, সত্যি বলছি, তোমাদের পায়ের তলায় মাটিতে আমি চুমো খাবো। মা, মাগো, বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে, এবারে আমি শেষ হ'য়ে গেলাম।'

ভিড়ের ভেতর থেকে আরেকজন কেউ জপ করছিলো: 'তোমরা খুব ভালো কমরেড, তোমাদের তো দয়ার শেষ নেই। এটা তাহ'লে কেমন ক'রে হয়? দু-দুটো যুদ্ধে আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করেছি, একই উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ করেছি আমরা। আমাদের ছেড়ে দাও, ভাই সব। এই দয়ার প্রতিদান দেবো আমরা, আজীবন তোমাদের কেনা হ'য়ে থাকবো, আমাদের কাজেই তার প্রমাণ পাবে। তোমরা কি কালা, না আর-কিছু? উত্তর দিচ্ছো না কেন? না, তোমাদের মধ্যে খৃষ্ট নেই!'

অন্যেরা সিভোব্লুয়িকে লক্ষ্য ক'রে চ্যাঁচাতে শুরু ক'রে দিলো:

'জুডাস কোথাকার! যীশুহন্তা! আমরা যদি বেইমান হই তো তুই তার তিনগুণ বেইমান! মর দয় আটকে। তুই কুত্তা! যে-জারের কাছে তুই শপথ নিয়েছিলি তাকে তুই মেরেছিস, শপথ নিয়েছিলি আমাদের কাছে, অথচ শেষে সবাইকে ধরিয়ে দিলি। তোর শয়তানকে চুমো খেতে ভুলিস না, তোর আরণ্যক নেতাকে ধরিয়ে দেবার আগে তাকে চুমো খাবার কথা মনে রাখিস। তাকে তো তুই ধরিয়ে দিবিই—শুধু আগে আর পরে!'

সারা জীবন ধ'রে সে নিজের কাছে খাঁটি থেকেছে, এবার কবরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েও ভ্‌ডোভিচেঙ্কো নিজেকে ভুললো না। মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো সে, হাওয়ায় এলোমেলো উড়লো তার শাদা চুল; একজন কম্যুনার[১] যে-ভাবে অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলে তেমনিভাবে সে বৃজ্ঞানিটস্কিকে সম্বোধন ক'রে, সবাই যাতে শুনতে পায় এমনি উঁচু গলায় বললে

'নিজেকে ছোটো কোরো না তোমরা। তোমাদের প্রতিবাদ পৌঁছবে না ওদের কাছে। এই নতুন অপ্রিচিঙ্কি[২], নতুন ধরনের উৎপীড়নের এই সব ওস্তাদ কারিগর—এরা কিছুতেই তোমাদের কথা বুঝবে না! কিন্তু হতাশ হোয়ো না তাই ব'লে। ইতিহাস সত্য কথা বলবে একদিন। এই কমিসার-তন্ত্রের বুর্বঁদের একদিন কলঙ্কস্তম্ভে ঝুলিয়ে দেবে মহাকাল, এদের সব কুকীর্তিকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দেবে। বিশ্ববিপ্লবের সুপ্রভাতে শহীদের মতো প্রাণ দিচ্ছি আমরা। জয় হোক আত্মিক বিপ্লবের! জয় হোক সর্বজনীন নৈরাজ্যবাদের।'

রাইফেলধারীরা ছাড়া গুলি ছোঁড়ার আদেশটা কেউ বুঝতে পারলে না; এক সঙ্গে গর্জে উঠলো কুড়িটা বন্দুক, দণ্ডিতদের অর্ধেককে একেবারে কচুকাটা করলে, প্রায় সকলেই তৎক্ষণাৎ নিহত হ'লো। যারা বাকি রইলো, তারাও আরেক ঝাঁক গুলির সামনে প'ড়ে গেলো। সবচেয়ে বেশিক্ষণ দাপাদাপি করেছিলো টেরেন্টি গালুজিন, কিন্তু শেষটায় সেও প'ড়ে রইলো নিস্পন্দভাবে।

---

১ Communard (ফরাশি শব্দ): 'প্যারিস কমিউনে' যারা অংশগ্রহণ করেছিলো। —অনুবাদকের টীকা।

২ Oprichniki :* 'ইভান দি টেরিবলে'র 'নিরাপত্তা বাহিনী।'

২

শীতের জন্য আরো উত্তরে গিয়ে আশ্রয় নেবার পরিকল্পনাটা কিন্তু সহজেই ছেড়ে দেওয়া হয়নি। হাই-ওয়ে ছাড়িয়ে, ভিট্‌স্ক-কেজ্‌মা জলবিভাজিকার পাশে, সব দেখে-শুনে আসার জন্য লোক পাঠানো হয়েছিলো। ইউরিকে একা রেখে, লিবেরিয়ুস ও মাঝে-মাঝে উধাও হ'য়ে যেতো।

কার্যত দেখা গেলো এখন আর পার্টিজানদের পক্ষে নতুন কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেবার সময় নেই, যাবার মতো জায়গাও নেই কোনো। তাদের বাধাবিপত্তি তখন চরমে উঠেছে। ধ্বংস হ'য়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে শাদারা বিশৃঙ্খল আরণ্যক বাহিনীর ওপর একটা মারাত্মক আঘাত হেনে শেষবারের মতো বোঝাপড়া করার সংকল্প নিয়েছিলো; আরণ্যকদের চারপাশে ঘিরে ফেলে সবদিক থেকে চাপ দিতে লাগলো তারা। এই বেষ্টনীর পরিধি একটু ছোটো হ'লে লাল ফৌজের সর্বনাশ হ'য়ে যেতো। শুধু তার মস্ত আয়তনের জন্যেই বেঁচে গেলো তারা; আসন্ন শীত 'টায়িগা'কে অভেদ্য ক'রে তুলেছিলো, সেইজন্যে পেছন থেকে সব সৈন্য নিয়ে এসে আরো কাছে থেকে কৃষকবাহিনীর ওপর শাদারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি।

কিন্তু তাই ব'লে কৃষকবাহিনীর পক্ষে স্থান পরিবর্তন করাটা সম্ভব ছিলো না। সামরিক সুবিধে পাওয়া যায় এমন কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকলে তারা হয়তো শাদাদের অগ্রাহ্য ক'রেই কোনো নতুন জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতো। কিন্তু এমন কোনো স্পষ্ট পরিকল্পনা ছিলো না তাদের। সহ্যের শেষ সীমায় তারা পৌঁছে গিয়েছে। কনিষ্ঠ কমাণ্ডারদের যতোই মন ভেঙে এলো ততোই নিম্নপদস্থদের ওপর প্রভাব ক'মে এলো তাদের। জ্যেষ্ঠরা রোজ রাত্রে সভায় ব'সে পরস্পরবিরোধী সমাধান নিয়ে কথা-কাটাকাটি করতে লাগলেন। শিবির স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা শেষটায় বাদ দিতে হ'লো, তার বদলে স্থির হ'লো 'টায়িগা'র ভেতরে বর্তমান আশ্রয়কেই সুরক্ষিত করা হবে। এখানকার ছাউনিগুলোর একটা সুবিধে এই যে গভীর তুষারপাতের জন্য শীতকালে অগম্য হ'য়ে উঠবে, বিশেষ ক'রে শাদাদের আবার বেশি স্কী[১] নেই। সর্বাগ্রে এখন মাটি খুঁড়ে বিপুল রসদ সঞ্চয় করা চাই।

১ Ski (উচ্চারণ : স্কী বা শী) : বরফের ওপর চলার যষ্টিবিশেষ; এক জোড়া ক'রে ব্যবহৃত হয়।

ক্যাম্পের কোয়াটার-মাস্টার জানালে যে ময়দা আর আলুর বড়ো অভাব। পালিত জন্তুর সংখ্যা অবশ্য অনেক ; তার মানে, শীতের সময় তাদের প্রধান খাদ্য হবে দুধ আর মাংস।

গরম জামারও ঘাটতি ছিলো ; পার্টিজানদের কেউ-কেউ তো অর্ধেক কাপড়েই চলাফেরা করতে থাকলো। ক্যাম্পে যতো কুকুর ছিলো, সব ক'টাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লো ; সৈন্যদের মধ্যে যারা পশম বানাতে শিখেছিলো, তাদের ওপর কুকুরের চামড়ার জ্যাকেট তৈরির ভার পড়লো, লোমের দিকটা বাইরে দিয়ে তা-ই পরা হবে।

আহতদের আনার জন্য ইউরিকে কোনো যানবাহনই দেওয়া হয়নি। অধিকতর জরুরি কাজের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিলো গোরুর গাড়িগুলোকে। শেষবার যখন কৃষকবাহিনী জায়গা বদলেছিলো, তখন আহতদের ব'য়ে আনতে হয়েছিলো তিরিশ মাইল পথ খাটিয়ায় ক'রে।

ইউরির হাতে তখনো যে-সব ওষুধ ছিলো, তা হ'লো কুইনিন, গ্লাউবার-লবণ আর আইওডিন। কিন্তু আইওডিনটা ছিলো শর্করের আকারে, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বা অস্ত্রোপচারের সময় সেটাকে কোহলে গুলে নিতে হ'তো। ভদ্কা বানাবার বকযন্ত্র নষ্ট ক'রে ফেলা হয়েছিলো, এখন আপসোশ হচ্ছিলো সে-জন্য, চোলাইকারীদের মধ্যে যাদের অন্যদের চেয়ে কম দোষী ব'লে বিচারের সময় মাপ করা হয়েছিলো, এবার তাদের বকযন্ত্রটা সারিয়ে দিতে বলা হ'লো, আর তা যদি না পারে তো যেন নতুন ক'রে একটা বানিয়ে দেয়। এবার আবার সরকারি-ভাবে ডাক্তারি কাজের জন্য কোহল তৈরি শুরু হ'লো। খবরটা শুনে কেউ মাথা ঝাঁকালো, কেউ বা চোখ টিপলো। আবার মাতলামো শুরু হ'য়ে গেলো, এবং সাধারণ নীতিভ্রষ্টতার পেছনে তার অবদান নেহাৎ কম হ'লো না।

যে-কোহল তৈরি হচ্ছিলো তার সবটাই বিশুদ্ধ। শতকরা একশোভাগ শুদ্ধ হ'লেই তাতে কেলাসিত আইওডিন গোলা যায়, কুইনিনের আরক তৈরি করতে হ'লেও এমনি বিশুদ্ধ কোহলের দরকার হয়। শীতের সময় শিবিরে টাইফাস লেগেই ছিলো, সেই সময় কাজে লাগলো এই ওষুধ।

৩

পাম্‌ফিল আর তার পরিজনদের দেখতে গেলো ইউরি। পালাতে গিয়ে তার বৌ আর তিন ছেলেমেয়েকে (দুই মেয়ে আর এক ছেলে) সারা গ্রীষ্মকালটাই খোলা আকাশের তলায় ধুলোভরা রাস্তায় কাটাতে হয়েছে। পথে সব দেখে-শুনে ভয়ে আধমরা হ'য়ে গিয়েছিলো তারা, এখন নতুন আশঙ্কায় তলিয়ে আছে। চারজনেরই চুল পাৎলা, রোদে পুড়ে এখন শনের মতো হ'য়ে গেছে ; রোদে-জলে তামাটে হ'য়ে-যাওয়া মুখের ওপর ঘন ভুরু শাদা দেখায়। ছোটোদের বয়স কম ব'লে মুখে-চোখে ভালো ক'রে দুর্দশার রেখা ফোটেনি, কিন্তু মার মুখ একেবারে নিষ্প্রাণ। ত্রাসে আর ক্লেশে সুতোর মতো হ'য়ে গেছে ঠোঁট ; দুঃখকষ্টে ও আত্মরক্ষার চেষ্টায় তার শুকনো সুশ্রী চোখমুখ যেন কঠিন হ'য়ে জ'মে আছে।

পাম্‌ফিল তাদের একান্ত ভক্ত, ছেলেমেয়েদের সে পাগলের মতো ভালোবাসে। ধারালো কুড়ুলের কোনা দিয়ে কুঁদে-কুঁদে সে তাদের জন্য এতো সুন্দর সব খেলার খরগোশ, মোরগ আর ভালুক বানিয়েছে যে তার দক্ষতা দেখে ইউরি অবাক হ'য়ে গেলো।

পরিজনেরা আসতেই সে হাসিখুশি হ'য়ে উঠেছিলো, শুরু করেছিলো সুস্থ হ'তে। কিন্তু এখন এই মর্মে খবর ছড়ালো যে কর্তৃপক্ষের মতে শিবিরে স্ত্রী-পুত্রাদির উপস্থিতি শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর, তাই উপযুক্ত প্রহরীর অধীনে কিছু দূরে এক জায়গায় তাদের শীত কাটাতে পাঠিয়ে দিয়ে কর্তৃপক্ষ বেসামরিক লোকজনের অপ্রয়োজনীয় বোঝা থেকে মুক্তি পেতে চান। এই পরিকল্পনাকে কাজে খাটাবার জন্য সত্যিকার চেষ্টা যতোটা হ'লো, তার চেয়ে ঢের বেশি হ'লো আলোচনা ; আর তাই দেখে, এটা কখনো কাজে খাটানো হবে কিনা সে-বিষয়ে রীতিমতো সন্দেহ জাগলো ইউরির ; কিন্তু এর ফলে, পাম্‌ফিলের মেজাজ আবার খারাপ হ'য়ে গেলো, আবার আরম্ভ হ'লো তার গায়ে 'কাঁটা দিয়ে ওঠা'।

৪

শীত এসে পাকাপাকি জুড়ে বসার আগে শিবিরে কিছুকাল একের পর এক গণ্ডগোল গেলো—উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা, ভীতিকর বিশৃঙ্খলা আর অসম্ভব সব অযৌক্তিক ঘটনা।

পরিকল্পনা অনুযায়ী শাদারা তাদের সম্পূর্ণ ঘেরাও ক'রে ফেললে। ভিটসিন, কুয়াদ্রি আর বাসালিগো—এই তিনজন জেনারেল ছিলেন আক্রমণের পাণ্ডা, একরোখা জেদ আর নিষ্ঠুরতার জন্য তাঁরা সর্বত্র পরিচিত ছিলেন, তাঁদের নাম শুনেই শিবিরের উদ্বাস্তুরা ভয়ে কেঁপে উঠলো; যে-সব শান্তিপ্রিয় লোক তখনো আশেপাশের গ্রামে ছিলো, তাদেরও এই নাম তিনটে শোনা অবধি শান্তি রইলো না।

খুব শক্ত হাতে চেপে ধরার কোনো উপায় ছিলো না শত্রুপক্ষের। তাই এই ব্যাপারে পার্টিজানদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু ছিলো না, আবার তাই ব'লে নিষ্ক্রিয় ব'সে থাকাটাও অসম্ভব ছিলো তাদের পক্ষে। ব্যাপারটাকে চুপচাপ মেনে নিলে তা নির্ঘাৎ শত্রুপক্ষের মনের জোর বাড়িয়ে দেবে। এই বেষ্টনীর ভেতর যতো নিরাপদেই তারা থাকুক না কেন, নিছকই সামরিক শক্তি-প্রদর্শনের জন্যও এই অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করাটা জরুরি হ'য়ে পড়েছিলো।

এই কাজের জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়োজিত হ'লো, সব শক্তি তারা সংহত করলে অবরোধের পশ্চিম প্রান্তে। কয়েকদিন তুমুল যুদ্ধের পর এই বাহিনী শাদাদের হারিয়ে অবরোধ ভেঙে একপাশে বেরিয়ে এলো।

এই ফাটলটা 'টায়িগা'র ভেতর শিবিরে আসার একটা পথ ক'রে দিলে, আর এই পথ দিয়ে নতুন একদল উদ্বাস্তু হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়লো এসে। এদের সঙ্গে কিন্তু পার্টিজানদের কোনোই সম্পর্ক ছিলো না। শাদাদের জবরদস্তিতে ভয় পেয়ে আশেপাশের পাড়াগাঁ থেকে সব চাষিরা বাড়িঘর ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে এসেছে; স্বভাবতই কৃষকবাহিনীকে তারা ভাবলে তাদের রক্ষক ব'লে, সেজন্যেই তাদের দলে যোগ দিতে চাইলো।

কিন্তু শিবির তখন তার নিজের আশ্রিতদের সরাতে পারলেই বাঁচে, নবাগত আগন্তুকদের দায়িত্ব নতুন ক'রে কাঁধে নিতে রাজি হ'লো না।

পলাতকদের সঙ্গে পথেই দেখা করার জন্ম লোক পাঠানো হ'লো, তাদের বলা হ'লো যে তারা যেন উদ্বাস্তদের চিলিম্‌কা নদীর ধারে এক গ্রামে পাঠিয়ে দেয়। একটি ময়দা-কলের চারপাশে অনেকগুলো গোলাবাড়ি আছে ব'লে গ্রামটাকে 'ড্‌ভোরি'[১] বলা হ'য়ে থাকে। শীতকালটা যাতে সেখানেই কাটায়, এই প্রস্তাব করা হ'লো উদ্বাস্তদের, আরো বলা হ'লো তাদের জন্ম রসদপত্র আলাদা ক'রে রাখা হয়েছে, যথাকালে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

এই পরিকল্পনাগুলি যখন কাজে খাটানো হচ্ছে, তখন পর-পর আপনা থেকেই এমন কতগুলো ঘটনা ঘটলো, শিবিরের কর্তৃপক্ষ যার সঙ্গে একেবারেই তাল রাখতে পারলে না।

শত্রুরা আবার সেই ফাটল বন্ধ ক'রে ফেললো, আর তার ফলে যে-বাহিনীটি আগে অবরোধ চুরমার ক'রে বেরিয়ে গিয়েছিলো, তাদের পক্ষে 'টায়িগা'য় ফেরা অসম্ভব হ'লো।

কৃষকবাহিনীর দুশ্চিন্তাকে বাড়িয়ে তোলার জন্যই যেন উদ্বাস্ত মেয়েরা ভারি অদ্ভুত ধরনে চলাফেরা শুরু ক'রে দিলে। ঘন বন তাদের খুঁজে বের করার কাজটা কঠিন ক'রে তুলেছিলো ; চরেরা যখন তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে ততোক্ষণে মেয়ের দল জঙ্গলে চড়াও হয়েছে, কেটে ফেলছে গাছ ; রাস্তা আর সাঁকো তৈরি ক'রে আশ্চর্য উদ্ভাবনীপ্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে।

কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনার সঙ্গে কিন্তু এ-সবের কোনোই মিল হ'লো না ; লিবেরিয়ুস দেখতে পেলো তার সব প্ল্যান উল্টেপাল্টে ভেস্তে যাচ্ছে।

৫

রাজপথ যেখানে 'টায়িগা'র পাশ ঘেঁষে গেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে সে যখন কোচোয়ান স্ভিরিড-এর সঙ্গে কথা বলছিলো, তখন লিবেরিয়ুসের মেজাজ যে এতো খারাপ ছিলো, তা এইজন্যেই। রাস্তার পাশ দিয়ে টেলিগ্রাফের তার গেছে ; সেগুলো কাটা হবে কিনা, এই নিয়ে তার দলের কয়েকজন কর্মচারী

১ 'Dvory : 'Dvor' কথাটার আক্ষরিক অর্থ 'উঠোন,' কিন্তু 'বাস্তভিটা'র অর্থেও ব্যবহার হয়।

রাজপথের ওপর দাঁড়িয়ে তর্ক করছে। শেষ সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার শুধু লিবেরিয়ুসেরই আছে, কিন্তু, সেই মুহূর্তে, স্ভিরিড-এর সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত ছিলো ব'লে ইশারায় সে বারে-বারে অন্তদের অপেক্ষা করতে বলছিলো।

স্ভিরিডের মতে ভ্ডোভিচেঙ্কোর একমাত্র অপরাধ ছিলো এই যে প্রতিপত্তিতে সে লিবেরিয়ুসের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠে ক্যাম্পে মতভেদের সৃষ্টি করছিলো, আর এইজন্যেই মানুষটাকে গুলি করে মারা হ'লো ব'লে মর্মাহত হয়েছিলো স্ভিরিড। সে যাতে পার্টিজান দল ছেড়ে আবার তার পুরোনো, ব্যক্তিগত ও স্বাধীন জীবনে ফিরে যেতে পারে, শুধু এইটুকু চাচ্ছিলো সে। কিন্তু সে-প্রশ্ন আর ওঠে না। যা বেছে নেবার ছিলো তা সে বেছে নিয়েছে, এখন সে যদি আরণ্যক ভ্রাতৃবৃন্দকে ছেড়ে যেতে চায় তো তারও ভ্ডোভিচেঙ্কোর দশা হবে।

বিশ্রী চলছে আবহাওয়া। তীক্ষ্ণ দামাল হাওয়া ছেঁড়া মেঘ উড়িয়ে নিচ্ছে, মিশকালো ঝুল-কালির মতো সেগুলো নিচু হ'য়ে নেমে আসছে মাটিতে। আবার সেই মেঘ থেকেই তুষার ঝ'রে পড়ছে পাগলের মতো শাদা ঝাপটায়; কিন্তু পরক্ষণেই মাটি গ্রাস ক'রে নিচ্ছে সেই শাদা চাদর, গ'লে গিয়ে প'ড়ে থাকছে শুধু ছাই, কয়লার মতো কালো মাটি জেগে উঠছে কালো আকাশের তলায়, যাকে শুধু দূরের দমকা বৃষ্টি তেরচা লম্বা নোংরা জলের ধারায় পিচকিরির মতো ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। জল শুষে নেবার ক্ষমতা আর নেই মাটির; মেঘ যখন মাঝে-মাঝে স্ফটিকের মতো ঠাণ্ডা উজ্জ্বলতা নিয়ে জানলার মতো খুলে যায়, মাটির ওপরকাব জমে-থাকা জল সাড়া দেয় তার ডাকে, তার খানাডোবার খোলা জানলাও একই উজ্জ্বলতা নিয়ে ঝিকমিক ক'রে ওঠে।

ধোঁয়ার মতো বৃষ্টি পড়ে পাইনবনের ওপর, তাকে ছুঁয়ে আস্তে চ'লে যায় ওপর দিয়ে; গাছগুলোর তেলতেলে ছুঁচের মতো মুখ অয়েলক্লথের মতো জল আটকে দেয়। ঝালরের মতো ফোঁটা-ফোঁটা জল জ'মে আছে টেলিগ্রাফের তারে, পুঁতির মালার মতো জড়াজড়ি ক'রে আছে তারা, মনে হয় কখনো যেন ঝ'রে পড়ে না।

পালিয়ে-যাওয়া স্ত্রীলোকদের সঙ্গে যাদের দেখা করতে পাঠানো হয়েছিলো, সৃভিরিড তাদেরই একজন। গিয়ে সে কী দেখেছে, দলপতিকে তার কিছুটা আভাস দেওয়ার ইচ্ছে ছিলো তার; সব ক'টা নির্দেশই এই পরিস্থিতিতে প্রয়োগের অযোগ্য আর পরস্পরবিরোধী ব'লে যে-বিশৃঙ্খলা জেগেছে, ইচ্ছে ছিলো তার কথা কিছু বলে; ইচ্ছে ছিলো বলে, সব বিশ্বাস হারিয়ে ব'সে হতাশায় তলিয়ে যেতে-যেতে কী ভীষণ সব কাজ করেছে দুর্বলতম মেয়েরা। ক্লান্ত পায়ে বস্তা, পুঁটলি ও সন্তানের ভারে ভারাক্রান্ত তরুণী মায়েরা—বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে তাদের—পথ চলতে-চলতে রাস্তার নানা বিভীষিকার চাপে বিসর্জন দিলে সব চেতনা, সন্তানকে ত্যাগ করলে, বস্তা ঝেঁকে-ঝেঁকে মাটিতে ফেলে দিলে সব শস্য, তারপর ফিরতি পথ নিলো। ঢের ভালো—তারা বললে—এ-ভাবে বনের পশুদের হাতে ছিন্নভিন্ন হবার চাইতে ঢের ভালো শত্রুর হাতে পড়া।

অন্য দিকে আবার, অপেক্ষাকৃত শক্তপোক্ত মেয়েমানুষ যারা, তারা সাহস ও আত্মসংযমের এমন পরিচয় দিয়েছে, যা পুরুষদেরও ধারণার বাইরে।

এ ছাড়াও আরো অনেক কথা সৃভিরিডের বলার ছিলো দলপতিকে। যেটা দমন করা হয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশি বিপজ্জনক একটি বিক্ষোভের ভয় শিবিরের ওপর ঝুলে আছে, এই কথা ব'লে তাকে সাবধান ক'রে দেবার ইচ্ছে ছিলো তার। কিন্তু চেষ্টা ক'রেও সে কিছুতেই তাড়াতাড়ি বলতে পারছিলো না। তার ওপর তাড়া দিয়ে-দিয়ে লিবেরিয়ুস তার কথা বলার ক্ষমতা যেন প্রায় কেড়ে নিচ্ছিলো। বন্ধুরা যে তাকে হাত নেড়ে রাজপথ থেকে ডাকছে, লিবেরিয়ুসের অধৈর্যের কারণ শুধু এটাই ছিলো না, গত পনেরো দিনে এই জাতীয় সতর্কবাণী এতোবার তার কানে এসেছে যে এখন তার মুখস্থ হ'য়ে গেছে সব।

'আমাকে সময় দিন. কমরেড চীফ। আমার আবার ঠিকমতো কথা আসে না। দাঁতে আটকে থাকে কথাগুলো, দম বন্ধ ক'রে দেয়। আমি বলি কী, একবার মেয়েদের ছাউনিতে গিয়ে ও-সব আজে-বাজে ব্যাপার বন্ধ করার হুকুম দিন। নয়তো ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে শুনি, "সবাই কোলচাকের বিরুদ্ধে এক হও"? না, মেয়েদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ?'

'কী বলতে চাচ্ছো, তাড়াতাড়ি বলো, সভিরিড। দেখছো তো, ওরা আমাকে ডাকছে। টেনে-বুনে আর কথা বাড়িয়ো না।'

'আর তাছাড়া ঐ মাগিটা আছে, কুবারিখা—মেয়েটা যে আসলে কী, তা শয়তানই জানে। সে বলে কী: পোষা জন্তুগুলোর চিকিৎসার জন্য ভেন্টিলেটর আমি, বুঝেছো?……'

'ভেন্টিলেটর? ও, ভেটেরেনারি—পশুর ডাক্তার।'

'তাই তো বলছি—পোষা পশুদের বদহজম সারিয়ে দেবার জন্য এক মেয়ে-ভেন্টিলেটর ব'লে নিজেকে ভাবছে সে। কিন্তু এখন সে আর পশুদের দেখাশোনা করে না, বজ্জাত মাগি, শয়তানের মহামান্যা জননী! গোরুদের কাছে গিয়ে "মাস্"-এর[১] মন্ত্র পড়ে সে, আর অল্পবয়সী উদ্বাস্তু বৌয়েদের কাজ করতে বারণ করে। "এতো দুঃখকষ্টের জন্য তোমরা নিজেরাই দায়ী," এই কথা সে বলে তাদের। "ঘাগরা তুলে লাল ঝাণ্ডার পেছনে ছোটার এ-ই ফল। আর কখনো এমনটি কোরো না।"'

'কোন উদ্বাস্তুদের কথা বলছো—আমাদের ক্যাম্পের, না অন্য কোনো দল?'

'অন্যদের কথাই বলছি। ঐ নতুন এসেছে, আমাদের অচেনা।'

'কিন্তু তাদের তো ড্ভোরিতে যাবার হুকুম দেওয়া হয়েছিলো। এখানে তারা এলো কী ক'রে?'

'ড্ভোরি! হ্যাঁ, সেটা চমৎকার জায়গাই বটে! ড্ভোরি জ'লে শেষ হ'য়ে গেছে, মিল-টিল যা ছিলো সব, ছাইভস্ম ছাড়া তার আর-কিছুই নেই। ওখানে গিয়ে তাই দেখেছে তারা—একটাও জ্যান্ত প্রাণী নেই, শুধু ছাই আর ধ্বংস, অর্ধেকের তো এই দেখেই মাথা খারাপ হ'য়ে গেলো—দাপাদাপি ক'রে কেঁদে-কেটে চেঁচিয়ে তক্ষুনি শাদাদের কাছে চ'লে গেলো, বাকি অর্ধেক ফিরে এলো এদিকে।'

'কিন্তু "টায়্গিগা"র ভেতর দিয়ে তারা এলো কী ক'রে জলা পেরিয়ে?'

১ খৃষ্টান 'mass' অনুষ্ঠানের কথা বলা হচ্ছে, যাতে রুটি ও সুরা যীশুর রক্তে ও মাংসে পরিণত হয় ব'লে বিশ্বাস করা হয়। এই অনুষ্ঠান বর্তমানে প্রটেস্টান্টরা পালন করেন না, রোমান ক্যাথলিক ও অর্থডক্স চার্চে প্রচলিত আছে।—অনুবাদকের টীকা

'করাত, কুড়ুল, এ-সব আছে কী করতে? পাহারা দেবার জন্তে আমাদের এখান থেকে যে-সব ছেলেছোকরা গিয়েছিলো, তারা কেউ-কেউ অবশ্য কিছুটা সাহায্য করেছে তাদের। তারা নাকি কুড়ি মাইল রাস্তা বানিয়েছে, তাই তো বললো। সাঁকোটাকো সব সুদ্ধু। কী জাঁহাবাজ ভাবুন! এদের আবার মেয়েমানুষ বলে! এমন সব কাজ তারা করেছে, যার জন্তে তিরিশটা রোববার লাগবে আমাদের।'

'বাঃ, চমৎকার—একেবারে কুড়ি মাইল রাস্তা। আর গর্দভচন্দ্র, এতে তোমার খুশি হবার কী আছে? শাদারা তো ঠিক এটাই চাচ্ছিলো - "টায়িগা"র ভেতর দিয়ে এক বড়ো রাস্তা! এখন শুধু গোলন্দাজদের পাঠালেই—ব্যস!'

'একটা ফৌজ—একটা ফৌজ পাঠিয়ে দিন, তারাই শত্রুকে অন্য দিকে ব্যস্ত ক'রে রাখবে।'

'ধন্যবাদ, নিজের ভাবনা আমি নিজেই ভাবতে পারি।'

৬

দিন ক্রমেই ছোটো হ'য়ে আসছে, পাঁচটার সময়েই অন্ধকার ক'রে এলো। কয়েকদিন আগে রাজপথের যেখানটায় দাঁড়িয়ে স্ভিরিডের সঙ্গে লিবেরিয়ুস কথা বলছিলো, সন্ধেবেলা ইউরি সে-জায়গাটা পেরিয়ে এলো। ক্যাম্পে ফিরছে সে। ছাউনির বাইরে খোলা জায়গায় যেখানে ছোটো টিলা আর জামগাছটা ক্যাম্পের সীমা নির্দেশ করছে, সেখানে এসে সে তার 'প্রতিদ্বন্দ্বী' কুবারিখার তীব্র চড়া গলা শুনতে পেলো; ঠাট্টা ক'রে সে পশুর ডাক্তারকে তার 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ব'লে ডাকে। এক মেজাজি ফুর্তিবাজ ছড়া গেয়ে শোনাচ্ছে কুবারিখা, তার গলা যেমন চড়া, তেমনি কর্কশ। সমর্থনসূচক হাসির দমক যে-ভাবে বারে-বারে তার গান থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা থেকে বোঝা গেলো যে, একদল মেয়ে-পুরুষ তার গান শুনছে। তার পরেই হঠাৎ নীরব হ'য়ে গেলো সব। তার মানে—ভিড় ভেঙে গেলো।

একলাই আছে সে, এই ভেবে কুবারিখা এবার অন্য গান ধরলো,

গলা এতো কোমল হ'য়ে এলো যেন শুধু নিজের জন্যই গাইছে। জামগাছের কাছে জলার গা ঘেঁষে পায়ে-চলা পথ গেছে; অন্ধকারে সাবধানে চলতে-চলতে এই গান শুনে ইউরি পথের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো। পুরোনো একটা লোকসংগীতের মতো শোনালেও গানটা ইউরি চিনতে পারলো না; হয়তো এটা মুখে-মুখেই বেঁধে নিচ্ছে কুবারিখা।

রুশ লোকসংগীত হচ্ছে বাঁধের নদীজলের মতো। এমনিতে দেখে মনে হয় শান্ত হ'য়ে আছে, জলে স্রোত নেই, অথচ গভীরে তার ক্লান্তিহীন প্রবাহ বন্যার মতো ব'য়ে চলেছে জলদ্বার দিয়ে। আসলে তার নিশ্চলতা এক মায়া। যতোরকম সম্ভবপর উপায় আছে, সব দিয়ে—পুনরাবৃত্তি, উপমা, উৎপ্রেক্ষা—সব দিয়ে তা তাব ভাবনার ধারাবাহিক উন্মোচনে বাধা জন্মাতে চায়, শ্লথ করতে চায় গতি, আর এমনি ক'রেই তা পৌঁছয় এক রহস্যময় চুড়োয়, যেখানে তা হঠাৎ নিজেকে অনাবৃত ক'রে দেয়। সময়ের স্রোতকে থামিয়ে দেবার এই পাগল চেষ্টার মধ্য দিয়েই এক দুঃখী, আত্মসংবৃত হৃদয় তার প্রকাশের উপায় খুঁজে বেব করে।

কিছু গান, কিছু কথা দিয়ে কুবারিখা বললে :

'মস্ত পৃথিবীর ওপর দিয়ে ছুটছে এক খরগোশ,
শাদা বরফের ওপর দিয়ে, মস্ত পৃথিবীর ওপর দিয়ে,
ছুটছে এক কানঝোলা খরগোশ, জামগাছ পেরিয়ে,
জামগাছ পেরিয়ে যেতে-যেতে বললে সেই গাছটিকে :
'আমি—এক কানঝোলা খরগোশ, নয় কি ভিতু আমার হৃদয়,
বুনো জন্তুর পায়ের ছাপে সন্ত্রস্ত,
বুনো জন্তুর পায়ের ছাপ, বুনো নেকড়ের দাউ-দাউ পেট
ওগো জামগাছ, ওগো সুন্দরী গাছ, আমাকে দয়া করো!
পাজি শত্তুরকে দিয়ো না তোমার রূপ,
পাজি শত্তুর, বদমাস দাঁড়কাক।
তোমার লাল-লাল জামগুলিকে ছিটিয়ে দাও হাওয়ায়,
দাও হাওয়ায় মুঠো-মুঠো ছিটিয়ে, উড়িয়ে নিক

মস্ত পৃথিবীর ওপর দিয়ে, শাদা বরফের ওপর দিয়ে,
দাও ছুঁড়ে, গড়িয়ে চ'লে যাক আমার বাস্তুভিটার শহরে,
রাস্তার শেষ প্রান্তে, শেষ বাড়িটি পর্যন্ত,
রাস্তার শেষ বাড়ি, শেষ জানলা, সেই ঘর
যেখানে একান্তে নির্জনে সে লুকিয়ে আছে—
সে, আমার প্রেয়সী, আমার কান্তা।
কানে-কানে বলো তাকে, আমার দুঃখিনী বধূকে—
একটি ভালোবাসার কথা বলো।
সেপাই আমি, বন্দী হয়েছি, মনে আমার সুখ নেই,
বাড়ির জন্যে মন-কেমন করছে—সেপাই আমি, বিদেশে প'ড়ে আছি।
আমি পালাবো এই বন্দী দশা থেকে,
যাবো ফিরে আমার লাল জামফলের কাছে, আমার প্রেয়সীর কাছে।'

৭

পাম্‌ফিলের স্ত্রী আগাথা তার অসুস্থ গোরুটিকে কুবারিখার কাছে নিয়ে এসেছে। পাল থেকে আলাদা ক'রে নেওয়া হয়েছে গোরুটিকে, শিঙে দড়ি বেঁধে আটকে রাখা হয়েছে গাছের সঙ্গে। আগাথা ব'সে আছে গোরুটার সামনের পায়ের কাছে, গাছের গুঁড়ির ওপর, আর পেছনের পায়ের কাছে, দোয়াবার টুলে ব'সে আছে কুবারিখা।

পালের অন্য অসংখ্য গোরুগুলো একটা খোলা জায়গায় ঠাশাঠাশি ক'রে আছে; তাদের ঘিরে আছে ত্রিকোণ ফার-গাছের এক কালো বন, পাহাড়ের মতো উঁচু গাছগুলি, ছড়িয়ে-দেওয়া তলার ডালপালা থেকে এমনভাবে উঠে এসেছে যে মনে হয় যেন পুষ্ট পাছা মাটিতে ঠেকিয়ে উবু হ'য়ে ব'সে আছে।

প্রায় সব গোরুই শাদা আর কালো; সুইৎসারল্যাণ্ডের এক বিশেষ জাতের গোরু সাইবেরিয়ায় খুব জনপ্রিয়—এরা সেই জাতের। নিস্তেজ হ'য়ে প'ড়ে আছে তারা—মালিকদের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয় তাদের এই অবসাদ; অনাহার, অন্তহীন ভ্রমণ, অসহ্য ভিড়—সব তাদের অবসন্ন ক'রে

রেখে গেছে। স্থানের অভাবে উন্মাদের মতো এ ওর গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে তারা মাদি না মরদ তাই ভুলে গেছে, একটা আর-একটাকে কোণঠাশা ক'রে রেখেছে, কোনোটা হয়তো অন্যটার ওপর চেপে ব'সে আছে, চেষ্টা ক'রে ভারি বাঁট তুলে চ্যাচাচ্ছে ষাঁড়ের মতো। যে-সব বকনাবাছুর তাদের তলায় চাপা প'ড়ে গিয়েছিলো, কোনোরকমে ঠেলেঠুলে তলা থেকে উঠে আসছে তারা, শূন্যে ল্যাজ তুলে লতাপাতা ডালপালা দুমড়ে ভেঙে বনের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ছেলে-বুড়ো যতো রাখাল ছিলো, সবাই চীৎকার করতে-করতে ছুটেছে তাদের পেছনে।

আর সেই ফাঁকা জায়গার ওপরে, শীতের আকাশের শাদা-কালো মেঘগুলোকেও যেন তাদেরই মতো গাছের ডগার কঠিন বেষ্টনীর মধ্যে ঠেশে দেওয়া হয়েছে, তারাও তেমনি কোণঠাশা হ'য়ে স্তূপ হ'য়ে আছে স্তরে-স্তরে, আর গোরুদের মতো তেমনি তুমুল বিশৃঙ্খলায় মাথা ঘুরে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে যাচ্ছে।

দূরে যারা মজা দেখার জন্য ভিড় করেছিলো, তারা এই তুকতাক-জানা মেয়েটিকে বিরক্ত ক'রে তুললো। রুষ্ট চোখে তাকিয়ে সে আগাপাশতলা দেখে নিলে তাদের। কিন্তু তারা যে তাকে উত্ত্যক্ত করেছে, এ-কথা বলতে তার শিল্পী-মর্যাদায় আঘাত লাগলো। তাই এমন ভঙ্গি ক'রে থাকবে ব'লে ঠিক করলে, যাতে মনে হয় সে তাদের দেখতেই পায়নি। ভিড়ের পেছন থেকে ইউরি তাকে লক্ষ্য করতে লাগলো; সে ইউরিকে দেখতে পেলো না।

এই প্রথম ইউরি তাকে ভালো ক'রে লক্ষ্য করার সুযোগ পেলে। সাধারণত সে যা প'রে থাকে—পদাতিক বাহিনীর খোলা টুপি আর ইংরেজ সেপাইয়ের কড়াইশুঁটির মতো সবুজ রঙের দুমড়োনো গলাবন্ধওলা ঢিলে কোট—তা-ই তার পরনে। কিন্তু তার মুখের আবেগে ভরা উদ্ধত ভাবটি এই প্রৌঢ়ার চোখে তারুণ্যের আলো-ছায়া জ্বেলে দিয়ে, স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে যে সে কী কাপড় পরে বা পরে না সে-বিষয়ে সে সম্পূর্ণ নির্বিকার।

ইউরিকে যেটা অবাক ক'রে দিলে, তা হ'লো পামফিলের স্ত্রীর পরিবর্তন। তার চোখ দুটি কোটর থেকে প্রায় বেরিয়ে আসছে, গাড়ির হাতলের মতো লম্বা আর রোগা হ'য়ে গেছে তার গলা। তার সব গোপন আতঙ্ক তাকে

গত কয়েক দিনের মধ্যে এতোটা বুড়িয়ে দিয়েছে যে ইউরি প্রথমে তাকে চিনতেই পারেনি।

'গোরুটা মোটে দুধই দেয় না গো,' সে বলছিলো। 'প্রথমে ভেবেছিলাম গাভিন হয়েছে, কিন্তু তাহ'লেও তো এতোদিনে তার দুধ এসে যাওয়ার কথা, অথচ একফোঁটা দুধ নেই।'

'গাভিন হয়েছে, কে বললে? ঐ তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বাঁটে মামড়ি হয়েছে। ওষুধ দেবো তোকে, গাছ-গাছড়ার রস, ওখানে মালিশ ক'রে দিস। আর তা ছাড়া মন্তর দিয়েও ঝেড়ে দেবো।'

'আমার আর-এক অশান্তি আমার সোয়ামি।'

'ওকেও তুক ক'রে দেবো—আর চ'রে বেড়াবে না। সোজা ব্যাপার! শেষে দেখবি এমন লেপটে থাকবে তোর সঙ্গে যে ছাড়াতেই পারবি না। তিন নম্বর অশান্তিটা কী?'

'তুমি যে বললে চ'রে বেড়াচ্ছে তা কিন্তু নয়। তাহ'লে তো ভাবনাই ছিলো না। আসল মুশকিলটা এই যে সে আঁকড়ে থাকে আমাদের—আমাকে, কচিকাচাগুলোকে—আর তাই তো ওর কষ্টের শেষ নেই গো। ও কী ভাবছে আমি জানি তো। ভাবছে ওরা একটা ক্যাম্পো ভেঙে দুটো করবে, আমাদের একদিকে পাঠিয়ে দেবে, আর ওকে অন্য দিকে। তারপর আমরা গিয়ে বাসালিগোর সাঙ্গপাঙ্গদের হাতে পড়বো, আর ও তখন সেখানে থাকবে না, আমাদের রক্ষে করার মতো কেউ থাকবে না সেখানে। আর ওরা আমাদের তিলে-তিলে যাতনা দেবে, আমাদের যাতনা দেখে আহ্লাদে আটখানা হবে ওরা। এই সবই ভাবছে ও, আমি তো জানি ওকে। ভয় লাগে, কখন না আত্মহত্যে ক'রে বসে।'

'ভেবে দেখবো। যাতে তুই দুখ না পাস তার একটা উপায় আমি করবোই। কিন্তু তোর তিন নম্বর কষ্টের কথা বললি না?'

'আর কোনো কষ্ট নেই আমার। এই দুটোই—আমার গোরু, আর আমার সোয়ামি।'

'তোর কষ্ট বড়ো কম তো! ভেবে ছাখ, ঠাকুর কী দয়া করেছেন তোকে। কালেভদ্রে দেখা যায় তোর মতো, খড়ের গাদায় ছুঁচের মতো

তুই। মাত্তর দুটো অশান্তি, আর তার একটা কিনা সোয়ামির সোহাগ! বেশ, বেশ। তা, এবার তবে শুরু করা যাক। গোরুটার বাবদ কী দিবি আমাকে?'

'কী চাও?'

'একটা আস্ত পাঁউরুটি আর তোর ভাতারটিকে।

চারদিকে লোকেরা হেসে উঠলো।

'ঠাট্টা করছো?'

'বড্ড দর হেঁকেছি, না? ঠিক আছে, পাঁউরুটিটা না-হয় ছেড়ে দিচ্ছি। শুধু সোয়ামিতেই রফা হয়ে যাক।'

হাসি আরো জোরালো হ'য়ে উঠলো।

'নাম কী? তোর ভাতারের নয়, গোরুটার।'

'রূপসী।'

'পালের অর্ধেকেরই তো তা-ই নাম। ঠিক আছে। এবার ঠাকুরের নাম নিয়ে শুরু করি।'

মন্ত্র পড়লো সে গোরুর জন্য। প্রথমটায় সত্যিই সে গোরুটার দিকে মন দিয়েছিলো, কিন্তু একটু পরেই ঐ বিষয় থেকে স'রে এসে ঝাড়ফুঁক বিষয়ে আগাথাকে আস্ত এক বক্তৃতা শুনিয়ে দিলে। য়োরোপীয় রাশিয়া থেকে প্রথম সাইবেরিয়ায় এসে ইউরি যে-ভাবে কোচোয়ান ব্যাকাসের লম্বা-চওড়া কথা শুনেছিলো, তেমনি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগলো সে।

কুবারিখা বলেছিলো :

'মার্গেস্টা-মাসি, এসো, পায়ের ধুলো দাও আমাদের বাড়িতে। বুধবারে এসো তুমি, এসে বিদেয় কোরো আপদবালাই, বিদেয় কোরো শাপমন্যি, আর খোসপাঁচড়া আর মামড়ি। ওরে ব্যাটা দাদ, ঐ বাছুরটার বাঁট ছেড়ে পালা দেখি! রূপসী, ঠিক হ'য়ে দাঁড়া, কাজ কর ঠিকমতো, উল্টে দিসনে হাঁড়ি। টিলার মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক, ঝরুক দুধ আর ব'য়ে যাক ধারা। ভয়, ভয়, তোর তেজ কোথায়, নিয়ে যা সব ব্যামো, নিয়ে যা মামড়ি, ফণিমনসায় ফেলে দিয়ে আয়। তাকেই বলি ডাইনি-মন্তর, যার রাজার মতো তেজ।

'বুঝলে তো আগাথা, সব কিছুই জানতে হয়—ডাক দেওয়া, তাড়িয়ে

দেওয়া, পালাবার মন্তর আবার ভালো থাকার মন্তর—সব। সব হালচাল জেনে নিতে হয় প্রথমে। যেমন তুই—তুই এখন ওদিকে তাকিয়ে বলবি: "ওখানে একটা বন আছে।" কিন্তু আসলে ওখানে কী আছে, না ওখানে এখন দেবদূতের সঙ্গে শয়তানের চেলাদের লড়াই চলছে—ঠিক যেমন তোদের মরদরা লড়ছে বাসালিগোর সঙ্গে।

'নয়তো—আর-একটা নমুনা নে। যেদিকে বলছি, সেদিকে তাকা দিকি। তুমি বাছা ভুল দিকে তাকাচ্ছো—চোখ, চোখ দুটো লাগাও, মাথার পেছনে নয়, ঠিক আমার আঙুল বরাবর তাকাও। হ্যাঁ, এই তো ঠিক! এখন, বল দিকিনি, ওটা কী হ'তে পারে ব'লে তোর মনে হচ্ছে? হাওয়ায় দুটো গাছের ঝুড়ি জড়িয়ে গেছে, এই তো? আর নয়তো কোনো পাখি বাসা বাঁধছে—বড়ো জোর এই তুই ভাবতে পারিস। আসলে কিন্তু কোনোটাই না। আসলে ওটা হচ্ছে শয়তানের এক খাঁটি খেলনা, জলার পেত্নি তার মেয়ের জন্য মালা গাঁথছে। যেই শুনেছে লোকজনের পায়ের শব্দ, অমনি ভয়ের চোটে আধাখেঁচড়া রেখে চ'লে গেছে। কিন্তু দেখে নিস, কোনো-এক রাত্তিরে এসে শেষ ক'রে যাবে—ছাড়বে না।

'নয় তো তোদের ঐ লাল ঝাণ্ডার কথাই ধর না। তোরা তো এটাকে নিশেন ব'লেই জানিস, তাই না? কিন্তু জানিস, ওটা নিশেনই নয়। আসলে ওটা হ'লো করালী দেবীর লাল রুমাল—ওটা দিয়েই লোভ দেখায় সে। কী ক'রে লোভ দেখায়? না, ওটা নাড়ে, মাথা দুলিয়ে ডাকে, চোখ টেপে, ছেলে-ছোকরাদের উশকে দেয় এগিয়ে আসতে, যাতে এসে ওরা ম'রে যায়, আর তারপর সে পাঠিয়ে দেয় দুর্ভিক্ষ আর মহামারী; আসলে ব্যাপারটা হ'লো এই। আর তোরা কিনা তাকে বিশ্বেস করিস। তোরা কিনা ভাবিস এটা হ'লো নিশেন, তোরা ভাবিস এটা বলছে: "যতো গরিব-গরবা সব্বোহারা আছো, সবাই তোমরা আমার কাছে চ'লে এসো।"

'আজকাল বাছা সব-কিছুই জানতে-শুনতে হয়, কিছুই বাদ দেওয়া যায় না, পাখি, ঘুড়ি, লতাপাতা—সব-কিছুকেই চিনতে হয়। যেমন ঐ পাখিটা—ওটা হ'লো কিচমিচে পাখি। আর ঐ জানোয়ারটা হ'লো ভাম।

'তারপর ধর আরেকটা কথা। যদি কাউকে তোর মনে ধ'রে থাকে,

একবার তার নামটা ব'লে ফ্যাল। তোর জন্ম তাকে হা-পিত্যেশ করিয়ে ছাড়বো, তা সে যেই হোক না কেন। চাস তো এখানকার রাজা ঐ বনদেবতাকেই ধ'রে এনে দেবো, আর নয় তো কোলচাক, কি রাজপুত্তুর ইভান[১]—যাকে খুশি। ভাবছিস, জাঁক করছি? মোটেই না! তবে শোন, সব খুলে বলি তোকে। পেছন-পেছন ঘূর্ণিহাওয়া তুষারঝড় আর ঝকঝকে বরফ ছুটিয়ে দিয়ে যখন শীত আসবে, ও-রকম একটা বরফের থামে ছুরি বিঁধিয়ে দেবো আমি, একেবারে বাঁট পর্যন্ত, তারপর যখন সেটা যে বরফের ভেতর থেকে বের ক'রে আনবো, দেখবি ওটা রক্তে একেবারে লাল হ'য়ে আছে। শুনেছিস কখনো এমন কথা? তবেই ত্যাখ! আর তুই কিনা ভাবছিলি আমি খামকা জাঁক করছি! এখন বল দেখি, হাওয়া আর বরফ দিয়ে যে তুষার-স্তম্ভ তৈরি হয়, তার ভেতর থেকে রক্ত বেরোয় কী ক'রে? সেই কথাই তো তোকে বলছি, বাছা। ঐ ঘূর্ণিহাওয়া শুধু হাওয়া আর বরফই নয়, আসলে ও হ'লো এক ডাইনি-বাঘ, পরির চোরাই মাল—তার একরত্তি ছানাকে হারিয়েছে সে, খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে—তার খোঁজে সে মাঠে-ঘাটে কেঁদে বেড়ায়। তার গায়েই আমি ছুরি বসাই ব'লে ছুরির ফলায় রক্ত লেগে থাকে। ঐ ছুরি দিয়ে যে-কোনো লোকের পায়ের ছাপ কেটে নিতে পারি আমি, তারপর রেশমি সুতো দিয়ে তোদের ঘাগরায় শেলাই ক'রে দিতে পারি, আর ঐ লোকটা—কোলচাক কি স্ট্রেলনিকভ কি নতুন কোনো জার, যে-ই হোক না কেন সে—তোর পায়ে-পায়ে ঘুরবে সে সব সময়। আর তুই কিনা ভাবছিলি আমি মিছে কথা বলছি! ভাবছিলি এটা হ'লো: "যতো গরিবগবরা আর সব্বোহারা আছো—সবাই চ'লে এসো আমার কাছে।"

'আরো অনেক ব্যাপার আছে। যেমন স্বর্গো থেকে পাথরবৃষ্টি, যেই কেউ ঘর ছেড়ে বেরোয়, অমনি তার ওপর বৃষ্টির মতো পাথর পড়তে থাকে। নয়তো ধর, আকাশ দিয়ে যে-ঘোড়সওয়ারের দল চ'লে যায় বাড়ির ছাতে খুর ঠেকিয়ে—অনেকেই তো দেখেছে তাদের। নয়তো যেমন আগেকার দিনের ডাইনিরা বচন দিতো: "এই মেয়েটার মধ্যে গম আছে, ওর মধ্যে

১ ইভান হলেন রাশিয়ার প্রচলিত রূপকথার রাজপুত্র।

মধু, আর ওটার মধ্যে কাঠবেড়ালির লোম।" তারপর লোকে যেমন ক'রে গয়নার বাক্স খোলে, তেমনি ক'রে বীরপুরুষেরা ফেঁড়ে দিতো কাঁধ, আর তলোয়ার দিয়ে কাঁধের হাড় থেকে বের ক'রে নিতো মধুর চাক, গমের কুনকে, কি আস্ত একটা কাঠবেড়ালি।'

যতো রকম দৃঢ় ও প্রবল অনুভূতি পৃথিবীতে এখানে-ওখানে আমরা দেখতে পাই, তাদের কোনোটাই করুণার স্পর্শরহিত নয়। যতো বেশি আমরা ভালোবাসি, ততোই ভালোবাসার জনকে বলি দিচ্ছি ব'লে মনে হয়। মাঝে-মাঝে কোনো নারীর প্রতি কোনো পুরুষের করুণা সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন কল্পনায় সেই নারীকে সে সম্ভবপর সমস্ত ঘটনা থেকে সরিয়ে নিয়ে এমন অবস্থায় স্থাপন করে, যা বাস্তবে ঘটতেই পারে না। চারদিকের বাতাস, প্রকৃতির বিধান, আর অতীত সব শতাব্দী—এদের সকলের দয়ার ওপর সেই নারী নির্ভর করছে—এমনি তখন মনে হয় তার।

ইউরির অন্তত এটুকু পড়াশুনো ছিলো যা থেকে সে ধরতে পারলে যে, কুবারিখার শেষ কথাগুলো নভগোরড কি ইপাটিয়েভোর কোনো প্রাচীন বিবরণীর আরম্ভ, কিন্তু পুঁথি লেখার ভুল আর ডাইনি-পুরুৎ ও ওঝাদের পুনরাবৃত্তির ফলে তা এতোটা বিকৃত হয়েছে যে তার মূল অর্থ আর একটুও অবশিষ্ট নেই। কিন্তু তা-ই যদি হয়, তাহ'লে কেন এই আবোলতাবোল চিত্রকল্পগুলি তার মনটাকে আঁকড়ে ধ'রে এমনভাবে নাড়া দিয়ে গেলো, যেন কোনো সত্য ঘটনার কথা বলা হচ্ছে?

…অর্ধেক অনাবৃত ছিলো লারার বাঁ কাঁধ। যেন কোনো গোপন সিন্দুকের চাবি ঘুরে গেলো, এমনিভাবে তলোয়ার উঠে চিরে দিলে তার কাঁধের হাড়, আর অমনি খুলে গেলো তার আত্মার দেরাজ, গোপন ব'লে যা-কিছু তার ছিলো সব প্রকাশ ক'রে দিলো। আশ্চর্য সব শহরের স্মৃতি, গ্রাম, রাস্তা, ঘর-বাড়ি সব স্মৃতি চলচ্চিত্রের মতো ভাঁজের পর ভাঁজ খুলে বেরিয়ে এলো, লাটাই থেকে ফিতের মতো দ্রুত বেরিয়ে এলো তারা, এলোমেলো।

কী তীব্র সে তাকে ভালোবাসে, আর কী যোগ্য লারা তার ভালোবাসার—ঠিক যেমন সে চিরকাল ভেবেছে, ঠিক যেমন সে চেয়েছে, স্বপ্নে, চিন্তায়, জীবনে, অবিকল তা-ই, শুধু তা-ই। এতো লাবণ্য কে দিলে

তাকে ? তা কি এমন কিছু যার কোনো নাম দেওয়া যায় ? তা কি কোনো বিশেষ গুণ, যাকে গুণের তালিকা থেকে আলাদা ক'রে নেওয়া যায় ? না, না, হাজারবার না! তুলনাহীন সেই সরল আর দ্রুত রেখা, যা দিয়ে এক টানে স্রষ্টা রচনা করলেন তাকে ; আর তা-ই একমাত্র তা-ই তার সৌন্দর্যের কারণ। স্নান করাবার সময় যে-ভাবে কোনো শিশুকে চাদরে জড়িয়ে নেওয়া হয়, ঠিক তেমনি সেই স্বর্গীয় রেখায় সম্পূর্ণ ক'রে, ইউরির আত্মার কাছে তাকে তুলে দেওয়া হলো।

আর এখন—এখন কী ঘটছে তার নিজের মধ্যে ? কোথায় সে আছে এখন ? না, সাইবেরিয়ার এক জঙ্গলে পার্টিজানদের সঙ্গে, যাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে চারদিক থেকে, যে-নিয়তির অংশ তাকেও নিতে হবে। কী অবিশ্বাস্য, কী অযৌক্তিক এই সংকট। মাথার ভেতর কুয়াশা নেমে এলো, কুয়াশা নামলো তার চোখে। সব ঝাপসা হ'য়ে গেলো। প্রত্যাশিত তুষারপাতের বদলে মুহূর্তে নেমে এলো গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি। শহরের রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত কেউ মস্ত এক নিশেন উড়িয়ে দিলে যেমন হয়, তেমনি বনের কাছে সেই খোলা জায়গার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত এক অতিকায়, বিস্ময়কর, অদ্বিতীয় দেবী-প্রতিমার মুখ শূন্যে ভেসে উঠলো। কাঁদলো সেই মূর্তি, বৃষ্টি তাকে চুম্বন ক'রে তার ওপর জল ঝরিয়ে দিলো।

'এবার যা,' ডাইনি বললে আগাথাকে। 'মন্ত্র প'ড়ে দিয়েছি তোর গোরুর জন্যে, আস্তে-আস্তে সেরে উঠবে। ঠাকুরের মায়ের পায়ে পেন্নাম ঠুকিস, তাঁরই মধ্যে আলো, তাঁরই মধ্যে বাসা বেঁধে আছে জ্যান্ত অক্ষরে লেখা বই।'

৮

লড়াই চলছিলো 'টায়িগা'র পশ্চিম কিনারে। কিন্তু 'টায়িগা'টি মস্ত ব'লে এই সংঘর্ষগুলিকে সব সময়েই সেই এলাকারই সীমান্তযুদ্ধ ব'লে মনে হয় ; ক্যাম্পটা তার ঠিক মাঝখানে লুকোনো, তার জনসংখ্যা এতো যে যতোজনই লড়াই করতে যাক না, সর্বদাই মনে হয় আরো ঢের বেশি লোক র'য়ে গেছে।

সুদূর যুদ্ধের চ্যাঁচামেচি ক্বচিৎ পৌঁছয় ক্যাম্পে। আচমকা একদিন জঙ্গলের ভেতর কয়েকটা গুলির শব্দ গ'র্জে উঠলো, তারপর চোখের পলকে তা ভ'রে গেলো অবিচ্ছিন্ন গুলিবর্ষণের দ্রুত ও কর্কশ শব্দে। লোকেরা চকিত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো, দ্রুত ছুটলো তাঁবু অথবা ওয়াগনের দিকে; সবাই একসঙ্গে হাতিয়ার সংগ্রহের চেষ্টা করতে গিয়ে চারদিকেই বিশৃঙ্খলা জা'গিয়ে তুললো।

পরে প্রমাণ হ'লো বিপদসংকেতটি মিথ্যে। কিন্তু ততোক্ষণে যেদিক থেকে গুলির শব্দ এসেছিলো, পার্টিজ়ানেরা দলে-দলে সেদিকে ছুটে গিয়েছে।

হাত-পা কাটা রক্তাক্ত একটা মানুষের ধড় মাটিতে প'ড়ে আছে—সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। লোকটির বাঁ পা আর ডান হাত উড়ে গিয়েছে। কী ক'রে যে সে তার ঐ বাকি শরীরটুকু টেনে হিঁচড়ে ক্যাম্পে এসেছে তা কল্পনাই করা গেলো না। তার ছিন্ন হাত আর পায়ের একটু অংশ তখনো তার পিঠে বাঁধা, ভীষণ রক্তপাতের চিহ্ন তার সর্বত্র, সেই সঙ্গে ছোট্ট একটা কাঠের তক্তাও দেখা গেলো; লম্বা এক বিজ্ঞপ্তি তাতে উৎকীর্ণ, এন্তার গালি-গালাজসমেত তাতে বলা হয়েছে যে লাল ফৌজের অমুক-অমুক বাহিনী ঠিক এই জাতীয় নৃশংসতা করেছিলো ব'লে এইভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হ'লো—যে-বাহিনীর কথা তাতে লেখা, আরণ্যক ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক নেই। তাতে আবার এটাও যোগ করা ছিলো যে অমুক তারিখের মধ্যে যদি পার্টিজ়ানেরা সবাই আত্মসমর্পণ ক'রে জেনারেল ভিটসিনের বাহিনীর হাতে সব অস্ত্রশস্ত্র তুলে না দেয়, তাহ'লে তাদেরও এমনি দশা হবে।

ভিটসিনের তদন্ত ও পিটুনি সেপাইরা নির্যাতন ও নরহত্যার কী-রকম তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে, অবিশ্রাম রক্তপাতে মূর্ছিতের মতো প'ড়ে থাকলেও থেমে-থেমে ক্ষীণ গলায় মুমূর্ষু লোকটি তা এক-এক ক'রে ব'লে গেলো। তার নিজের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা নাকি রদ করা হয়েছিলো; যাতে তাকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে পার্টিজ়ানদের ভেতর ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, সেইজন্য তাকে ফাঁসিকাঠে না-ঝুলিয়ে তারা তার হাত-পা কেটে নিয়েছে। পার্টিজ়ানদের ঘাঁটির কাছাকাছি পর্যন্ত তারা ব'য়ে নিয়ে এসেছিলো তাকে, তারপর তাকে

নামিয়ে দিয়ে বুকে হেঁটে যাবার হুকুম দিলে, বারে-বারে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ ক'রে তাকে উশকে তুলতে লাগলো।

ঠোঁট প্রায় নাড়তেই পারছিলো না লোকটি। তার চারপাশের লোকেরা তার কথা শোনার জন্য তার ওপর ঝুঁকে পড়লো। বলছিলো সে :

'শোনো, কমরেডরা। সে কিন্তু জোর ক'রে ঢুকে পড়েছে।'

'দলে-দলে টহলদারী সেপাই বেরিয়ে পড়েছে। মস্ত লড়াই চলেছে এখন। ওকে আমরা ধরবো।'

'একটা ফাঁকা জায়গা আছে ওদিকে। আচমকা তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় সে। আমি জানি ·আর কথা কইতে পারছি না, বন্ধুরা। এবার গেলাম।'

'একটু জিরিয়ে নাও। এই, চেঁচিয়ো না।—দেখছো না ওর কষ্ট হচ্ছে—কসাই কোথাকার।'

আবার বলতে শুরু করলো লোকটি :

'ভয় দেখাতে চাচ্ছিলো আমাকে, ব্যাটা শয়তান! বলেছিলো· "যদি না বলিস তুই কে, তাহলে তোকে নিজের রক্তে নাইতে হবে।" কিন্তু কী ক'রে আমি তাকে বলি যে, আমি এক দলছুট সেপাই—সত্যি তা-ই? তার হাত থেকে পালিয়ে তোমাদের কাছে আসছিলাম আমি।'

'শুধুই বলছো—সে, সে। কে সে, যে তোমাকে ভয় দেখাচ্ছিলো?'

'একটু দম নিতে দাও···সব বলছি একে-একে। কাপ্তানটি হ'লো বেকেশিন। আর স্ট্রেসে হলেন কর্নেল। ভিটসিনের লোক ওরা। ওরা যে কেমন, তা তোমরা এখানে জানো না। সারাটা শহর যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে। জ্যান্ত সেদ্ধ ক'রে ফ্যালে সবাইকে। ফালি-ফালি ক'রে কেটে ফ্যালে মানুষ। ঝুঁটি ধ'রে টেনে নিয়ে ভেতরে ঢোকায়, এতো অন্ধকার যে বোঝাই যায় না কোথায় আছি। অন্ধকারে হাৎড়ে-হাৎড়ে শেষে বোঝা যায় যে একটা রেলের বগির ভেতর খাঁচায় পুরে দিয়েছে। চল্লিশজনেরও বেশি লোক হবে খাঁচাটায়, সবাই নেংটি প'রে আছে। একটু পরে-পরেই এসে দরজা খুলে যাকে সামনে পায় তাকেই পাকড়ে নিয়ে চ'লে যায়—আর যাওয়া মানেই যাওয়া। যেমনভাবে জবাই করার সময় মুর্গিকে ধ'রে নেয়, তেমনি

এসে নিয়ে যায় টেনে-হিঁচড়ে। ঠাকুরের দিব্যি—সব সত্যি বলছি। কাউকে ফাঁসিকাঠে ঝোলায়, কাউকে পেটায় লোহার ডাণ্ডা দিয়ে, আবার কাউকে বা জেরা করে। মেরে পাট ক'রে দেয়, ফালি-ফালি ক'রে কেটে নুন ছিটিয়ে দেয় কাটা ঘায়ে, টগবগে গরম জল ঢেলে দেয় গায়ে। বমি করলে কি পাইখানা করলে জোর ক'রে তা খাইয়ে দেয়। আর বাচ্চাদের আর মেয়েদের যে কী করে—হা ঈশ্বর!'

নাভিশ্বাস উঠলো বেচারার। একবার যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠে, তার বিবৃতি শেষ না-করেই ম'রে গেলো। তক্ষুনি তা বুঝতে পারলো সবাই, মাথার টুপি খুলে ফেলে নিজেদের গায়ে ক্রুশচিহ্ন আঁকলো।

সেদিনই সন্ধে নাগাদ এর চেয়েও ভয়াবহ আর-একটি ঘটনার খবর ক্যাম্পে ছড়িয়ে গেলো।

মুমূর্ষু লোকটির চারপাশে যে-ভিড় জমেছিলো, তার মধ্যে পাম্‌ফিলও ছিলো। স্বচক্ষে সে দেখেছিলো তাকে, স্বকর্ণে শুনেছিলো তার কথা, পড়েছিলো সেই ভয়-দেখানো বিজ্ঞপ্তি।

সে ম'রে গেলে তার পরিবারের কী দশা হবে, এই ভয় আবার নতুন ক'রে চরমে উঠলো পাম্‌ফিলের। কল্পনায় সে স্পষ্ট দেখতে পেলো তিলে-তিলে যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে তাদের, কষ্টে তাদের মুখ-চোখ দুমড়ে যাচ্ছে, কাৎরে উঠছে তারা, প্রাণের ভয়ে চেঁচিয়ে উঠছে দয়ার জন্য। অসহ্য উৎকণ্ঠার চাপে সে চাইলো তাদের আর তার নিজের ভাবী যন্ত্রণা শেষ ক'রে দিতে। অগত্যা নিজের হাতেই তাদের বধ করলো সে—ক্ষুরের মতো ধারালো কুড়ুল দিয়ে কেটে ফেললো তার বৌকে, আর তিন-তিনটে ছেলেমেয়েকে। ঐ কুড়ুল দিয়েই সে কাঠের খেলনা তৈরি করেছে তার দুই মেয়ে আর অতি আদরের ছোটো ছেলেটির জন্য।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে পাম্‌ফিল নিজে আত্মহত্যা করলে না। সে কি অন্য উপায়ের কথা ভাবছে—ভেবে অবাক হ'লো ইউরি। আর কিসের প্রত্যাশা করছিলো সে? আর কোন উদ্দেশ্য ছিলো তার, কোন পরিকল্পনা, তার জীবন যে শেষ হ'য়ে গেছে, এটা তো স্পষ্ট। আর এটাও স্পষ্ট যে সে বদ্ধ উন্মাদ হ'য়ে গেছে।

লিবেরিয়ুস, ইউরি আর সমর-পরিষদের অন্যান্য সভ্যরা যখন তাকে নিয়ে কী করা যায় আলোচনা করতে বসলো, সে তখন স্বাধীনভাবে ক্যাম্পের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে; মাথা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর, ঘোলাটে হলদে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে অস্বাভাবিকভাবে, আর অমানুষিক অপরাজেয় এক বেদনা যেন নির্জীব ও অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলেছে তার মুখে—যা আর কখনো তাকে ছেড়ে যাবে না।

কেউ বেদনাবোধ করলে না তার জন্য। সবাই তাকে এড়িয়ে-এড়িয়ে চলতে লাগলো। কেউ কেউ বললো, কোনো বিচার না-ক'রেই ওকে সোজা মেরে ফেলা হোক, কিন্তু এই মতের সমর্থক পাওয়া গেলো না।

আর-কিছুই তার করার ছিলো না পৃথিবীতে। সকালবেলা সে ক্যাম্প ছেড়ে উধাও হ'য়ে গেলো, পাগলা কুকুরের মতো পালাতে চাইলো নিজের কাছ থেকে।

৯

কড়া শীত এলো ধারালো বরফ নিয়ে। আপাতবিচ্ছিন্ন ছেঁড়া-ছেঁড়া শব্দ আর ছায়ামূর্তি ভেসে উঠলো তুহিন কুয়াশায়—একটুক্ষণ তারা স্থির হ'য়ে দাঁড়ায়, তারপর কেঁপে ছড়িয়ে প'ড়ে মিলিয়ে যায়। যাকে দেখে পৃথিবী অভ্যস্ত, এ যেন সেই সূর্যই নয়, বরং যেন তার কোনো-এক নকল। গোল, লাল বলের মতো সে ঝুলে থাকে বনে, আর—যেন স্বপ্ন, যেন রূপকথা—এমনিভাবে অনমনীয় ধীরতায় ছড়িয়ে পড়ে অম্বর পাথরের মতো হলুদ আলোকরেখা, মধু-র মতো পুরু সেই রশ্মিগুলো আটকে যায় গাছে-গাছে, তারপর তাদের সঙ্গেই জমাট বেঁধে যায় মধ্য-শূন্যে।

তলায় নরম প্যাড-লাগানো পশমি জুতোয় ঢাকা অদৃশ্য পা আস্তে নরমভাবে মাটি ছুঁয়ে সব দিকে ন'ড়ে বেড়ায়, অথচ প্রত্যেক পদক্ষেপে খচমচ ক'রে ওঠে রাগি বরফ; এই সব পায়ের মালিক যারা, সেই কান-মাথা-ঢাকা লোমের জ্যাকেট পরা দেহগুলো আলাদাভাবে আকাশের প্রাণীর মতো যেন ভেসে বেড়ায় হাওয়ায়।

বন্ধু-বান্ধবেরা থেমে, মুখের কাছে মুখ এনে কথা বলে ; স্নানের সময়কার মতো দগদগে লাল সেই মুখগুলো, গালের দাড়ি কাঁটাঝোপের মতো দেখায়। ঘন চটচটে আঠার মতো ধোঁয়া বেরিয়ে আসে তাদের মুখ থেকে, শীতে কুঁকড়োনো কাটা-কাটা কথার তুলনায় মুখগুলোকে বড্ড বড়ো মনে হয়।

পায়ে চলার পথে চলতে-চলতে ইউরির সঙ্গে লিবেরিয়ুসের দেখা হ'লো। তাকে দেখামাত্র ইউরি তাকে ডাক দিলে।

'এই যে, অতিথিবর! আমার গর্তে একবার আসবেন আজ সন্ধেবেলায়। ওখানেই থাকবেন রাত্তিরে। অনেক কথা আছে। তা ছাড়া খবরও আছে কিছু।'

'আর্দালি ফিরেছে নাকি? ভারিকিনোর কোনো খবর এলো?'

'আপনার বা আমার আত্মীয়স্বজনের কোনো খবর নেই। তা থেকে অবশ্য আমি এই ভরসা পাচ্ছি যে তারা নিশ্চয়ই সময়মতো পালাতে পেরেছে, নয়তো কোনো-না কোনো খবর পাওয়া যেতো। রাত্রে এ-বিষয়ে কথা বলবো। আপনার জন্য অপেক্ষা করবো কিন্তু।'

সন্ধেবেলায় দেখা করতে এসে ইউরি আবার তার প্রশ্ন করলে:

'কী খবর ওদের? কী শুনেছেন আপনি, শুধু এটুকু আমাকে ব'লে দিন।'

'নিজেরটা নিয়েই ব্যস্ত আছেন দেখছি। যতোদূর জানি, তারা বেশ নিরাপদেই আছে, বহাল-তবিয়তে। কিন্তু আসল কথা হ'লো খুব ভালো-ভালো খবর পাওয়া যাচ্ছে। ঠাণ্ডা ভীল* আছে—খাবেন?'

'না, ধন্যবাদ। এবার সব খুলে বলুন দেখি, অন্য কথা তুলবেন না যেন।'

'একটুও খাবেন না? ঠিক? আমি কিন্তু এক কামড় খেয়ে নিচ্ছি। অবশ্য রুটি আর শাকসব্জি—এ-সবই আমাদের বেশি দরকার এখন। খুব বেরি-বেরি হচ্ছে। শীতের আগে আরো বাদাম আর জাম জমিয়ে রাখা উচিত ছিলো—মেয়েরা ছিলো, ওরা তুলে দিতো। হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম। আমাদের অবস্থা এখন চমৎকার! সব সময়েই যে-ভবিষ্যদ্বাণী করতাম, তা সত্যি হ'তে চলেছে এবার। ফাঁড়া কেটে গেছে। কোলচাকের বাহিনী

*Veal = বাছুরের মাংস।—অনুবাদকের টীকা

পেচিয়ে যাচ্ছে সব দিক থেকে। ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ছে তারা। এবার দেখলেন তো? কী বলতাম আপনাকে সব সময়? মনে আছে কী-রকম বিলাপ করতেন আপনি?'

'আমি আবার কখন বিলাপ করতাম?'

'আগাগোড়াই তো তা-ই করছেন। বিশেষত ভিটসিন যখন আমাদের চেপে ধরেছিলো, তখন।'

আবার সেই হেমন্তের স্মৃতি ফিরে এলো ইউরির মনে; বিদ্রোহীদের গুলি ক'রে মারা, পাম্‌ফিলের স্ত্রী-পুত্র হত্যা, অর্থহীন খুনোখুনিতে ভরা বিরাট বিশৃঙ্খলা তার সীমাহীন ধারাবাহিকতা নিয়ে তার মনে ভিড় ক'রে এলো। শাদা আর লাল দুই দলের নৃশংসতা প্রতিযোগিতা করছে পরস্পরের সঙ্গে—বর্বরতা আরো বর্বরতার জন্ম দিচ্ছে। তার নাকে, তার গলায়—সর্বত্র রক্তের গন্ধ; এই গন্ধ তার দম বন্ধ ক'রে দিলে যেন; গা গুলিয়ে উঠলো বমির বেগে, মাথায় যেন ঘোর লাগলো, ঝাপসা দেখলো চোখে। না, না, বিলাপ নয়, একেবারে ভিন্ন ব্যাপার, কিন্তু লিবেরিয়ুসকে তা সে বোঝায় কী ক'রে?

মশাল জ্বলছে গর্তটিতে, ধাতুর বাতিদানের ওপর বসানো জ্বলন্ত কাঠ আসলে। কাঠকয়লার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে তা থেকে। কাঠটা পুড়ে যেতেই তলার জলপাত্রে ছাই প'ড়ে গেলো; নতুন আর-একটা কাঠ জ্বালিয়ে দিলো লিবেরিয়ুস।

'দেখলেন তো কী জ্বালাতে হয় আমাকে? তেল আর একটুও নেই। এদিকে কাঠ তো শুকিয়ে খটখটে হ'য়ে আছে, চটপট ছাই হ'য়ে যায়। সত্যি, একটুও মাংস খাবেন না? দিই একটু? হ্যাঁ, ঐ বেরি-বেরির কথা। আপনি দেরি করছেন কেন বলুন তো? আপনি মীটিং ডেকে বেরি-বেরির চিকিৎসা বিষয়ে বক্তৃতা দিতে চান?'

'ঈশ্বরের দোহাই, এভাবে কষ্ট দেবেন না আমাকে। বাড়ির লোকেদের খবর ঠিক কী জানেন, তা-ই বলুন।'

'সে তো বললাম আপনাকে। নিশ্চিত কোনো খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু অবশেষে কী খবর এসেছে, তা এখনো বলিনি আপনাকে। গৃহযুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে। একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে কোলচাক। লাল ফৌজের

প্রধান অংশ তার পেছনে ছুটেছে, পুবমুখো ধাওয়া ক'রে নিয়ে যাচ্ছে তাকে, রেল-লাইন ধ'রে সোজা সমুদ্রের দিকে। আরেক ভাগ এদিকে ছুটে আসছে, এবার আমরা সবাই এক জোট হ'য়ে শাদাদের যে-অংশ নানাদিকে টুকরো-টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে তাদের কোণঠাসা ক'রে চেপে ধরবো। দক্ষিণ রাশিয়ার কোথাও আর শত্রু নেই। কী আপদ, তবু আপনি খুশি নন? এ-খবর বুঝি যথেষ্ট ব'লে মনে হচ্ছে না!'

'খুব খুশি হয়েছি আমি, কিন্তু আমাদের স্ত্রী-পুত্রেরা কোথায়!'

'ভারিকিনোতে যে নেই, এটাই ভাগ্যের কথা। কামেনোডভর্স্কি আপনাকে যে-আজগুবি খবর দিয়েছিলো, সেটা বিশ্বাসযোগ্য ব'লে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।—মনে আছে তো গত গ্রীষ্মের গুজব—ভারিকিনোর ওপর সেই রহস্যময় অজানাদের উৎপাত?—খবরটা যে বাজে, সে আমি আগেই জানতাম। কিন্তু তাহ'লেও গ্রামে আর লোক নেই। তাই মনে হয় হয়তো শেষ পর্যন্ত সত্যিই কিছু-একটা ঘটেছিলো; তারা যে সময়মতো পালাতে পেরেছে, এটা ভাগ্যের কথা—হ্যাঁ, তারা যে পালিয়ে গেছে, এটা তো স্পষ্ট। এখনো যে-কজন লোক সেখানে আছে, তাদের তা-ই ধারণা—অন্তত আমার লোকেরা এসে তো এই কথাই বললে।'

'আর ইউরিয়াটিন? সেখানে কী হয়েছে? এখন সেটা কার দখলে?'

'ওটাও আরেকটা গাঁজাখুরি গল্প। খবরটা বোধ হয় সত্যি নয়।'

'কী খবর?'

'তারা বলে যে শাদারা নাকি এখনো আছে সেখানে, কিন্তু তা একেবারেই অসম্ভব। দেখাচ্ছি আপনাকে, নিজেই আপনি দেখে নিন।'

আরেকটা কাঠ বাতিদানে বসালো সে, তারপর একটা ছেঁড়া ম্যাপ বের ক'রে। আলোচ্য জেলাটাকে ওপরে ধ'রে পেন্সিল-হাতে বোঝাতে লাগলো ব্যাপারটা।

'এই দেখুন। এই যে-অংশগুলো দেখছেন, শাদাদের হঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এ-সব জায়গা থেকে—এই—এই—এই—। সারা তল্লাটেই ওরা নেই আর। বুঝেছেন?'

'বুঝেছি।'

'কাজেই আর যেখানেই তারা থাকুক ইউরিয়াটিনের ধারে-কাছে নেই। থাকলে—রাস্তাঘাট খবরাখবর যখন বন্ধ, ধরা না-প'ড়ে আর উপায় ছিলো। ছেলেমানুষেও বোঝে এটা—আর তাদের কমাণ্ডাররা কি এতো বোকা যে বুঝবে না? আরে! কোট চাপাচ্ছেন কেন? যাচ্ছেন কোথায়?'

'এক্ষুনি আসছি। বড্ড ধোঁয়া এখানে, মাথা ধ'রে গেছে। খোলা হাওয়ায় ঘুরে আসি একটু।'

গর্তের বাইরে একটা তক্তা প'ড়ে ছিলো, মাঝে-মাঝে সেটা আসনের কাজ করে। বাইরে এসে ইউরি সেটার ওপর থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলে হাঁটুতে কনুই ঠেকিয়ে দু-হাতে মাথা চেপে ব'সে পড়লো।

এই 'টায়িগা', এই শিবির, কৃষকবাহিনীতে কাটানো এই দেড় বছর সময়—সব তার মন থেকে মুহূর্তে অপসৃত হ'লো। এ-সব কথা নিশ্চিহ্নে ভুলে গেলো সে। প্রিয়জনের স্মৃতি ভিড় ক'রে এলো তার মনে, অন্য সব-কিছুকে সরিয়ে দিলে। সে ভাবতে চেষ্টা করলো কী দশা হয়েছে তাদের; একের পর এক অনেক ছবি ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে—প্রতিটি ছবি আগেরটির চাইতে আরো বেশি ভয়াবহ।

এই বুঝি সাশাকে কোলে নিয়ে বরফের ঝড় ঠেলে এক মাঠের মধ্য দিয়ে চলেছে টোনিয়া। গভীর তুষারে পা ডুবে গেছে তার, আর ঐভাবে দাঁড়িয়ে সে বারে-বারে কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছে সাশাকে; গায়ের সবটুকু শক্তি প্রয়োগ ক'রে সে তুষারের ভেতর থেকে পা টেনে তুলতে চাইলো, কিন্তু ঝড় তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে; টাল সামলাতে না-পেরে সে প'ড়ে গেলো। তারপর উঠে দাঁড়ালো আবার—দুর্বল তার পা, আর বুঝি দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। হাওয়া তাকে ক্রমাগত ঠেলছে, ঘুষি মারছে, ধাক্কা দিচ্ছে, আর বরফ তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে। আরে, ভুলে যাচ্ছি তো—সঙ্গে তার দুটি বাচ্চা, সাশা আর নতুন শিশুটি। তার দুটো হাতই ব্যস্ত তাদের নিয়ে—চিলিমকার সেই পলাতকদের মতো সেও দুঃখে উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় ভেঙে পড়ছে, এবার সে পাগল হ'য়ে যাবে, আর সহ্য হয় না।

টোনিয়ার দুই হাতই জোড়া, অথচ কাছে-পিঠে এমন কেউ নেই যে তাকে সাহায্য করে। সাশার বাবা তো অদৃশ্য হ'য়ে গেছেন—কেউ জানে

না তিনি কোথায়। দূরে সে, চিরকালই সে দূরে রয়েছে, সারা জীবন সে তাদের কাছ থেকে দূরে স'রে আছে। কেমনতরো বাবা সে? কোনো সত্যিকার বাবা কি পারতো এমনভাবে দূরে স'রে থাকতে? আর টোনিয়ার নিজের বাবারই বা কী হ'লো? আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ কোথায়? আর নিউশা? অন্য যারা ছিলো, তারা? জিজ্ঞেস না-করাই ভালো, না-ভাবাই ভালো এ-বিষয়ে।

ইউরি উঠে দাঁড়িয়ে গর্তে ঢোকার জন্য দাঁড়ালো। হঠাৎ এমন সময় অন্য কথা মনে পড়লো তার, সে মনস্থির ক'রে নিলো, আর সে ফিরবে না লিবেরিয়ুসের কাছে।

তার স্কী, এক ব্যাগ বিস্কুট, এবং আরো কতগুলো জিনিস—সব সে অনেক দিন আগে লুকিয়ে রেখেছিলো এক গোপন জায়গায়, যদি কোনো দিন পালাবার সুযোগ আসে, তখন কাজে লাগবে। ক্যাম্পের ঠিক বাইরেই এক মস্ত পাইনগাছের তলায় বরফের ভেতরে সে পুঁতে রেখেছিলো ওগুলো। গাছটা খুঁজে বের করতে যাতে ভুল না-হয়, সেজন্য গাছের গায়ে দাগ কেটেও দিয়েছিলো। এবার সে ফিরে চললো সেদিকে; যেখানে সে পুঁতে রেখেছে তার সম্পত্তি, চললো সে সেদিকে পায়ে-চলার পথ ধ'রে।

পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে, রাতটি স্বচ্ছ। সান্ত্রীরা কোথায় দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়, তা সে জানতো। প্রথমে কিছুক্ষণ সে সহজেই এড়িয়ে গেলো তাদের। কিন্তু সেই টিলা আর জামগাছওলা খোলা জায়গাটার কাছে আসতেই একজন টহলদারি সান্ত্রী তাকে চেঁচিয়ে ডাকলে, তারপর স্কীর ওপরে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে দ্রুত চ'লে এলো তার কাছে:

'হুকুমদার! না থামো তো গুলি করবো। কে তুমি? ইশারা!'

'তোমার আবার হ'লো কী হঠাৎ? চেনো না আমাকে? আমি ক্যাম্পের ডাক্তার, জ়িভাগো।'

'দুঃখিত, কমরেড ডাক্তার। চিনতে পারিনি ব'লে দোষ নেবেন না। কিন্তু ডাক্তার হোন আর যা-ই হোন, আপনার এগোনো চলবে না। হুকুম হচ্ছে হুকুম।'

'যা তুমি ভালো বোঝো। ইশারা হ'লো "লাল সাইবেরিয়া" আর জবাব—"দালালদের নিপাত হোক"।'

'এই তো বেশ বলেছেন। আচ্ছা, চ'লে যান তাহ'লে। কিন্তু এতো রাত্তিরে কিসের পেছনে ছুটছেন? কারো অসুখ?'

'বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, ঘুমোতে পারছি না। তাই ভাবলাম বাইরে খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে একটু বরফ খেয়ে আসি। তারপরেই হঠাৎ বরফ-ঢাকা জামগাছটা চোখে পড়লো। গিয়ে কয়েকটা জাম তুলে আনবো।'

'ভদ্দরলোকদের বোকামি তো একেই বলে! শীতের সময় জাম পেড়ে আনার কথা কে কবে শুনেছে! তিন বছর ধ'রে ভদ্দরলোকদের মগজ থেকে এ-সব বাজে ব্যাপার ঝেঁটিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করছি, কিন্তু ওদের আর বদল নেই। যাকগে, যান মশাই, গিয়ে আপনার জাম পেড়ে আমুন, ডাহা উন্মাদ। আমার কী?'

যেমন দ্রুত সে এগোচ্ছিলো, তেমনি দ্রুত চ'লে গেলো সাস্ত্রীটি—সোজা বুক টান ক'রে দাঁড়ালো সে তার লম্বা স্কীর ওপর, তারপর পায়ের ছাপ-না-পড়া তুষাররাশির ওপর দিয়ে মিলিয়ে গেলো দূরে, পেরিয়ে গেলো পাৎলা চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম শীতের ঝোপঝাড়।

এই মাত্র যে-জামগাছের সে নাম বললে, পায়ে-চলা পথ ধ'রে ইউরি সেই গাছের তলায় পৌছলো।

অর্ধেকটা তার বরফ-ঢাকা, বাকি অর্ধেকটা ছেয়ে আছে জ'মে-যাওয়া জামে আর পাতায়। দুই শাদা ডাল সে বাড়িয়ে দিয়েছে আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে। লারার দৃপ্ত দুই শ্বেত বাহুর কথা তার মনে প'ড়ে গেলো, আঁকড়ে ধরলো সে ডাল দুটিকে, টেনে নিয়ে এলো তার কাছে। যেন তার ডাকে সাড়া দিয়ে গাছটি তুষার ঝরিয়ে দিলো তার গায়ে। অর্থহীনভাবে সে ফিশফিশ ক'রে ব'লে উঠলো:

'পাবোই আমি তোমাকে, প্রিয়া আমার, আমার রূপসী, আমার জামগাছ, আমার প্রাণ।'

স্বচ্ছ রাত্রির আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ জেগে আছে। 'টায়িগা'র আরো ভেতরে গিয়ে ঢুকলো সে, চিহ্নিত গাছটার কাছে গিয়ে খুঁড়ে বার ক'রে নিলো তার সব জিনিস, তারপর ক্যাম্প ছেড়ে চ'লে গেলো।

পরিচ্ছেদ ১৩

স্তম্ভ-ভবনের উল্টোদিকে

ইউরিয়াটিন শহরের প্রধান অংশের বাড়ি আর গির্জেগুলির ধার দিয়ে এঁকে-বেঁকে ঢালু হ'য়ে যে-রাস্তাটি গড়িয়ে গেছে তার নাম মার্চেণ্ট স্ট্রীট।

ভারবাহী নারীমূর্তি নিয়ে একটি ছাইরঙা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে একটি। বাইরের দিকের মস্ত চৌকো পাথরগুলোর নিচের অংশ সত্ত-লাগানো সরকারি খবরের কাগজে আর ঘোষণাপত্রে কালো হ'য়ে আছে। লোকেরা ছোটো-ছোটো দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে, নিঃশব্দে পড়ছে কাগজগুলো।

কিছুদিন আগে তুষারবৃষ্টি হ'য়ে গেছে, এখন আবহাওয়া শুকনো আর কুয়াশাচ্ছন্ন। আজ এখনো বেলা পড়েনি, অথচ কিছুদিন আগেও এমনি সময়ে অন্ধকার নেমে আসতো। শীত চ'লে গেছে; তার জায়গা নিয়েছে আলো—সন্ধে পর্যন্ত রেশ থাকে তার। উত্তেজক, আশঙ্কাজনক, ভীতিকর এই আলো।

শাদা পল্টন চ'লে গেছে, শহর দখল ক'রেছে লালেরা। শেষ হয়েছে যুদ্ধের ভয়াবহতা, গোলাবর্ষণ আর রক্তপাত। শীতঋতুর সমাপ্তি ও বসন্তের দীর্ঘতার মতো সেটাও আশঙ্কাজনক।

দেয়ালে আঁটা একটি ইস্তাহার, দীর্ঘতর দিনের আলোয় যা এখনো পড়া যাচ্ছে, তা ঘোষণা করছে:

'ইউরিয়াটিন সোভিয়েটের খাদ্যদপ্তরে শ্রমিক-পত্র প্রাপ্তব্য; মূল্য ৫০ রুবল; ঠিকানা: ৫ নং অক্টোবর স্ট্রীট (পূর্বে গবর্নর-জেনারেল স্ট্রীট), ২৩৭ নং কামরা। শুধু যোগ্য ব্যক্তিদেরই এই পত্র দেওয়া হইবে।'

'শ্রমিক-পত্র যাহার নাই, অথবা যে কেহ এই পত্রে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ করে নাই অথবা ইহা হইতেও গুরু অপরাধ, যদি কেহ অসত্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে-ব্যক্তি যুদ্ধকালীন বিধান অনুযায়ী কঠিনতম দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। ইউরিয়াটিন কর্মসমিতির পত্রিকার এই বৎসরের ৮৬(৬০১৩) নং সংখ্যায় শ্রমিক-পত্র ব্যবহারের সঠিক নিয়মাবলী সবিস্তারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইউরিয়াটিন খাদ্যদপ্তর, ১৩৭ নং কামরায় জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।'

আরেকটি ইস্তাহার ঘোষণা করেছে যে শহরে খাদ্য-সরবরাহ প্রচুর। বুর্জোয়াদের এই মর্মে অভিযোগ করা হয়েছে যে তারাই এই খাদ্য মজুত রাখছে; উদ্দেশ্য, বণ্টনের অব্যবস্থার ফলে আরজকতা সৃষ্টি করা। এইভাবে শেষ হয়েছে ঘোষণা পত্রটি: 'যাহাকে মজুত করিতে দেখা যাইবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হইবে।' তৃতীয় ঘোষণাপত্রটি এই:

'যাঁহারা শোষকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহেন তাঁহাদের ক্রেতা-সমিতির সদস্য হইবার অধিকার দেওয়া হইল। এই বিষয়ে অপরাপর জ্ঞাতব্য খাদ্যদপ্তর, ইউরিয়াটিন সোভিয়েট, ৫ অক্টোবর স্ট্রীট (পূর্বে গবর্নর-জেনারেল স্ট্রীট) ১৩৭ নং কামরায় জানা যাইবে।'

সেনাবিভাগের সদস্যদের সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছে:

'যে-কেহ তাহার অধিকারভুক্ত অস্ত্রশস্ত্র সরকারকে সমর্পণ করিতে অসমর্থ হইবে, অথবা নূতন অনুমতিপত্র ব্যতীত সশস্ত্র অবস্থায় অবস্থান করিবে, তাহাকে আইন অনুসারে কঠিনতম দণ্ড দেওয়া হইবে। নূতন অনুমতিপত্র ইউরিয়াটিন বিপ্লবী-সমর-সমিতি, ৬ অক্টোবর স্ট্রীট, ৬৩ নং কামরায় প্রাপ্তব্য।'

২

সেই বাড়িটির সামনেকার ভিড়ে এসে যোগ দিলে একজন হাভাতে বুনো চেহারার লোক, ধুলোবালিতে কালো হ'য়ে গেছে গায়ের রং, লাঠির আগায় একটি বার্চ-ছালের তৈরি থলে ঝোলানো। মাথাভরা লম্বা চুল তার, এখনো শাদার ছিটে লাগেনি, কিন্তু খোঁচা-খোঁচা লালচে দাড়ি ধূসর হ'য়ে

আসছে। লোকটি ডাক্তার ইউরি জ়িভাগো। তার পশমি কোটটি নিশ্চয়ই রাস্তায় খুলে নেওয়া হয়েছিলো তার গা থেকে, বা খাবারের জন্য নিজেই বাঁধা দিয়েছে। গায়ের পাৎলা, ছেঁড়া, হাতা-কাটা জামাটি নিশ্চয়ই অন্য কারো সঙ্গে বদল করেছিলো।

থলিতে প'ড়ে আছে শুধু রুটির টুকরো, যা শহরতলির এক গ্রামে কেউ ভিক্ষে দিয়েছিলো তাকে, আর এক টুকরো শুয়োরের মাংসের চর্বি। আরো আগেই ইউরিয়াটিনে পৌঁচেছে, কিন্তু শহরের উপকণ্ঠ থেকে মার্চেণ্ট স্ট্রীটের এই কোনায় আসতে পুরো এক ঘণ্টা সময় লাগলো তার; এতো দুর্বল সে, গত কয়েকদিনের পথ চলা তাকে এমন ক্লান্ত ক'রে দিয়েছে। মাঝে-মাঝেই থেমে পড়েছে, যে-শহরকে আবার কখনো দেখতে পাবার আশা তার ছিলো না, হাঁটু ভেঙে ব'সে সেই শহরের পাথরকে চুম্বন করা থেকে নিজেকে জোর ক'রে বিরত করেছে; বন্ধুকে পাওয়ার মতো এই শহরকে দেখতে পেয়ে সুখে ভ'রে গেছে তার মন।

সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে যতোটা এসেছে, তার প্রায় অর্ধেকটা রাস্তাই রেলপথ অনুসরণ করেছে সে—সারা রেল-পথ এখন অকেজো, অবহেলিত ও তুষারাচ্ছন্ন। শাদাদের দ্বারা পরিত্যক্ত ট্রেনগুলো একের পর এক দাঁড়িয়ে আছে অব্যবহৃত অবস্থায়, কোলচাকের পরাজয়, কয়লার অভাব আর তুষারস্তূপের ফলে তাদের চলাচল বন্ধ হয়েছে। মাইলের পর মাইল জুড়ে, নিরবিচ্ছিন্ন বরফে ডুবে যেন চিরকালের মতো স্তব্ধ হ'য়ে আছে এই সব ট্রেন। এর মধ্যে কোনো-কোনোটা সশস্ত্র ডাকাতদলের দুর্গের কাজ করছে, লুকোনোর জায়গা হয়েছে পালিয়ে-যাওয়া চোর, গুণ্ডা অথবা রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের; তখনকার দিনে এরাই ছিলো অনৈচ্ছিক বাউণ্ডুলের দল। কিন্তু বেশির ভাগ ট্রেনই পরিণত হয়েছে সমবায়-কবরখানায়। ঠাণ্ডায় ও টাইফাসে যারা ম'রে গেছে তাদের সর্বজনীন কবরের কাজ করেছে। রেল-পথের ধার জুড়ে তখন উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে টাইফাস, উজোড় হ'য়ে যাচ্ছে আশেপাশের গ্রামের পর গ্রাম।

'মানুষই মানুষের কাছে নেকড়ে বাঘ,' এ-কথা যদি কখনো সত্য হ'য়ে থাকে তাহ'লে সে-সময়েই হয়েছিলো। এক যাত্রী অপর যাত্রীকে দেখলে

পালিয়ে গেছে, পাছে অচেনা লোকটি তাকে খুন করে সেই ভয়ে অনেকে আগেই খুন ক'রে বসেছে। নরমাংসভোজনের কথাও শোনা গেছে মাঝে-মাঝে। মানবিক সভ্যতার সব নিয়মই স্থগিত ছিলো, লোকেরা মানতো শুধু জঙ্গলের আইন, দেখতো গুহাবাসীর প্রাগৈতিহাসিক স্বপ্ন।

ইউরি মাঝে-মাঝেই দেখেছে, নিঃসঙ্গ সব ছায়া চোরের মতো উঠে আসছে ডোবার মধ্য থেকে, বা ছুটে চলেছে তার আগে-আগে। যতোটা সম্ভব তাদের এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু অনেককে চেনা-চেনা ঠেকেছে। মনে হয়েছে এদের সবাইকেই সে পার্টিজানদের ক্যাম্পে দেখেছে। একবার তো সেটা সত্যই প্রমাণিত হ'য়ে গেলো। ট্রেনের একটি বিদেশগামী ঘুমোবার কামরা বরফে চাপা প'ড়ে ছিলো; তার ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে, মলত্যাগ ক'রে যে-ছেলেটি আবার ভেতরে ঢুকে গেলো, সে সত্যিই আরণ্যক ভ্রাতৃত্বের এক সদস্য। আর-কেউ নয়—টেরেন্টি গালুজ়িন—যাকে গুলি ক'রে মেরে ফেলা হয়েছে বলে সবাই জানতো। আসলে সে আহত হ'য়ে—জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। চেতনা ফিরে এলে বধ্যভূমি থেকে গুড়ি মেরে মেরে পালিয়েছিলো সে, ঘা না শুকোনো পর্যন্ত লুকিয়ে ছিলো জঙ্গলে, এখন চাপা-পড়া গাড়িতে লুকিয়ে থেকে, মনুষ্যমাত্রেরই ছায়াদর্শনে পালিয়ে গিয়ে, ছদ্মনামে তার দেশে, পুণ্য ক্রুশ গ্রামের দিকে এগোচ্ছে।

যাত্রাপথে ইউরির যে সব অভিজ্ঞতা হয়েছে, সে সবই অলৌকিকের মতো আশ্চর্য, যেন অন্য কোনো-এক গ্রহের জীবন থেকে উপড়ে-আনা টুকরো-টুকরো কতগুলো ঘটনা কী ক'রে পৃথিবীতে এসে ছিটকে পড়েছে। শুধু প্রকৃতি ছিলো মানুষের ইতিহাসের প্রতি একনিষ্ঠ, শুধু তাতে দেখা গেলো সেই রূপটি, সমকালীন শিল্পীরা যা চিত্রিত করেছেন।

কখনো-কখনো সন্ধ্যার রং হ'তো ফিকে-ধূসর, গভীর গোলাপি। সেই সব শান্ত সন্ধ্যায় অস্তরাগের আভায় বার্চগাছগুলিকে মনে হ'তো যেন কালো, সরু এক বর্ণলিপি। শাদা তুষারের শাদা বরফের খাড়াই দিয়ে ব'য়ে যেতো কালো ঝর্না, ওপরে ভাসতো বরফের মিহি সর। সেই খাড়াইয়ের চুড়োগুলি ক্ষ'য়ে গেছে ঝর্নার জলে, ছোপ পড়েছে কালো রঙের। তেমনি,

আর দু'এক ঘণ্টার মধ্যে, নেমে আসবে ইউরিয়াটিনের এই সন্ধ্যাটি—স্বচ্ছ, ধূসর, তুষারস্পৃষ্ট, উইলো-ঝোপের মতো কোমল।

স্তম্ভ-ভবনের গায়ে আঁটা বিজ্ঞপ্তিগুলো পড়ার জন্যই এসেছিলো ইউরি, কিন্তু রাস্তার ওপারের বাড়িটির চারতলার জানলার দিকে বারবার চোখ যাচ্ছিলো তার। এই ঘরেই পুরোনো ভাড়াটেদের পরিত্যক্ত আসবাবপত্র গুদোম করা আছে। এককালে চুনকাম করা হয়েছিলো; এখন ধারে ধারে বরফে ঢাকা প'ড়ে গেলেও ইউরি দেখতে পাচ্ছিলো যে কাচটা স্বচ্ছ; শাদা রংটা বোঝাই যাচ্ছে, ধুয়ে গেছে। এর মানে কী? পুরোনো ভাড়াটেরা কি ফিরে এসেছে? না কি তারা চলে গেছে, নতুন ভাড়াটে এসেছে ফ্ল্যাটে, সব-কিছু একেবারে বদলে গেছে?

অসহ্য মনে হ'লো এই অনিশ্চয়তা। রাস্তা পার হ'য়ে ইউরি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলো—তার সেই চিরপরিচিত সিঁড়ি। ক্যাম্পে থাকার সময় কতোবারই না এই সিঁড়ির প্রত্যেকটি বাঁক, ছাঁচে ঢালা লোহার তৈরি জালি-কাটা ধাপের প্রত্যেকটি পাক মনে পড়েছে তার। এক জায়গায় ফুটো দিয়ে একতলার গুদোমঘরটা দেখা যায়, পুরোনো চেয়ার, ভাঙা বালতি আর টিনের টব জমা করা আছে সেখানে। সেখানে পৌঁছে ইউরি দেখলে সবই আগের মতো আছে। অতীতের প্রতি আনুগত্যের জন্য সেই সিঁড়িকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করলো ইউরির।

এককালে ঘুন্টি ছিলো দরজায়, কিন্তু ইউরি যাবার আগেই সেটা ভেঙে গিয়েছিলো, বাজতো না। দরজায় টোকা দিতে যাবে, এমন সময় চোখে পড়লো দুটো আংটায় আটকানো একটা তালা ঝুলছে দরজায়; পুরোনো এক কাঠের কপাটের খোপে ইস্ক্রুপ দিয়ে কোনোমতে আংটাগুলো লাগানো আছে, সেই খোপের দেয়ালের কারুকার্য ধ্ব'সে পড়েছে জায়গায়-জায়গায়। আগেকার দিনে এমন বর্বরতা সহ্য করতো না কেউ। ঠিক তালার ঠিক চাবি থাকতো, সেটা কাজও করতো, বা কোনো মিস্ত্রি ডাকিয়ে সারিয়ে নেওয়া হ'তো সেটা। এই তুচ্ছ লক্ষণটিও ব'লে দিচ্ছে যে সব-কিছুরই সাধারণভাবে অবনতি হয়েছে,—ইউরির অনুপস্থিতিকালে দ্রুত এগিয়ে গেছে এই অবনতি।

ইউরির নিশ্চিত মনে হ'লো যে লারা কি কাটিয়া, যদি বেঁচেও থাকে, যদি এখনো ইউরিয়াটিনেই থেকে থাকে, তবু ঐ-বাড়িতে কেউই থাকবে না। তিক্ততম হতাশার জন্য নিজেকে তৈরি ক'রে দেয়ালের ফোকরে চাবি আছে কিনা দেখবে স্থির করলো ইউরি, সেই ফোকর যেখানে একটা ইঁদুর কাটিয়াকে কী ভয়ই না পাইয়ে দিয়েছিলো। এবারেও কোনো ইঁদুরের গায়ে হাত দিয়ে ফেলার ভয়ে দেয়ালে একবার লাথি মেরে নিলো ইউরি। কিছু পাবার বিন্দু-মাত্র আশাও তার মনে ছিলো না। একটা ইট দিয়ে ফোকরের মুখটা বন্ধ করা। সেটা সরিয়ে হাত ঢোকালো সে। কী আশ্চর্য—একটা চাবি আর চিঠি আছে তার ভেতরে। বেশ বড়ো একটা কাগজে লেখা চিঠি। চিঠি নিয়ে সিঁড়ির বাতাসে জানালার কাছে চ'লে গেলো ইউরি। আরো আশ্চর্য, আরো অবিশ্বাস্য কথা—চিঠিটা তাকে উদ্দেশ ক'রে লেখা। তাড়াতাড়ি পড়লো :

'ভগবান। এতো সুখও কপালে ছিলো। শুনছি তুমি ফিরে এসেছো। শহরের কাছে তোমাকে দেখে একজন ছুটে এসেছিলো আমাকে খবর দিতে। ধ'রে নিচ্ছি তুমি সোজা ভারিকিনোতে যাবে, তাই আমিও সেখানেই যাচ্ছি কাটিয়াকে নিয়ে। তবু, চাবিটা পুরোনো জায়গাতে রেখে দিয়ে যাচ্ছি। আমার জন্য অপেক্ষা কোরো, চ'লে যেয়ো না। দেখতেই পাবে সামনের দিকের ঘরগুলো ব্যবহার করছি আজকাল। ফ্ল্যাটটা বলতে গেলে ফাঁকাই, কিছু-কিছু আসবাব বিক্রি করতে হয়েছে আমাকে। সামান্য কছু খাবার রেখে গেলাম, বেশির ভাগই আলুসেদ্ধ। সসপ্যানের মুখ ঢেকে কিছু-একটা চাপা দিয়ে দিয়ো, ইঁদুর না আসে। আনন্দে পাগল হ'য়ে আছি।'

কাগজটার শেষ প্রান্ত অবধি পড়লো সে, উল্টো পিঠের লেখাটা আর লক্ষ্য করলো না। চিঠিটা ঠোঁটে ছোঁয়ালো, ভাঁজ ক'রে চাবিটার সঙ্গে পকেটে পুরলো। বিরাট আনন্দের সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র এক বেদনাও অনুভব করলো সে। লারা যখন ভারিকিনোতে গেছে, সে-বিষয়ে আর কিছু লেখারও প্রয়োজন বোধ করেনি, তখন নিশ্চয়ই ইউরির বাড়ির লোকেরা আর সেখানে নেই। এইজন্য উদ্বেগ শুধু নয়, অসহ্য মন-খারাপ লাগলো ইউরির, যেন আঁতে ঘা লাগলো ওদের কথা ভেবে। কেমন আছে ওরা, কোথায় আছে,

সে-বিষয়ে একটা কথাও লোক বলেনি কেন?—যেন ওদের কোনো অস্তিত্বই নেই।

কিন্তু অন্ধকার ক'রে আসছে, আলো থাকতে থাকতে অনেক কাজ সেরে নিতে হবে তাকে। সবচেয়ে জরুরি হ'লো স্তম্ভ-ভবনের দেয়ালে আঁটা আইন-কানুনগুলো পড়া। তখনকার দিনে আইন-কানুন না-জানাটা মুখের কথা ছিলো না, তার ফলে প্রাণসংশয় হ'তে পারতো। ফ্ল্যাটের ভেতরে না ঢুকে থলেটাও নামিয়ে না-রেখেই, সে নেমে গেলো নিচে, রাস্তা পার হ'য়ে বিভিন্ন ঘোষণাপত্রে ঢাকা দেয়ালের মস্ত অংশটায় চোখ বুলিয়ে গেলো।

৩

আছে সংবাদপত্রের প্রবন্ধ, সভার বক্তৃতার বিবরণ, আর আছে নতুন-জারি-করা আইন-কানুন। ইউরি শিরোনামাগুলি দেখে নিলো। 'সম্পত্তির যাচাই, করধার্য, দাবিঘোষণা।' 'শ্রমিক-সংসদের প্রতিষ্ঠা।' 'কারখানা ও কর্মসমিতির প্রতিষ্ঠা।' আগে যে-সব আইন প্রচলিত ছিলো, তার বদলে নব্য কর্তৃপক্ষ এই শহরে এসেই নতুন আইন প্রণয়ন করেছেন। নিশ্চয়ই এগুলোর উদ্দেশ্য হ'লো সকলকে মনে করিয়ে দেওয়া যে বর্তমান শাসকরা কিছুতেই আপোষ করবে না—যদি বা শাদাদের অধীনে থাকার সময় লোকেরা তা ভুলে গিয়ে থাকে। কিন্তু এ-সবের অন্তহীন একঘেয়েমি আর অন্তহীন পুনরাবৃত্তি ইউরির মাথা ঘুরিয়ে দিলে। কোন্ যুগে ঘোষিত হয়েছিলো এগুলো? প্রথম বিপ্লবের যুগে? না কি শাদাদের কোনো বিদ্রোহের পরে শাসনপ্রণালীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার কালে? এগুলো কি গতবছর লেখা হয়েছিলো? না কি তার আগের বছর? জীবনে শুধু একবার এই ঐকান্তিকতা ও আপোষহীন ভাষা তাকে উদ্দীপিত করেছিলো। এও কি সম্ভব যে সেই এক মুহূর্তের চিন্তাহীন উদ্দীপনার ফল সারাজীবন ধ'রে ভুগতে হবে তাকে? অপরিবর্তনীয়, কর্কশ, বিকৃতবুদ্ধি চীৎকার আর দাবি, যা ক্রমেই আরো প্রাণহীন, অর্থহীন আর অসম্ভব হ'য়ে উঠছে, বছরের পর বছর কি এ ছাড়া অন্য সে কিছু শুনবে না?

এও কি সম্ভব যে মুহূর্তের অতি সংবেদনশীল উদারতার ফলে চিরকালের জন্য নিজেকে দাসে পরিণত ক'রে ফেলেছে সে ?

একটা খবরের টুকরোর ওপর চোখ পড়লো তার

'দুর্ভিক্ষের সংবাদ স্থানীয় সমিতিগুলির অবিশ্বাস্য অকর্মণ্যতারই প্রমাণ দেয়। সর্বত্র চুরি, জুয়াচুরি ও টাকা লইয়া জুয়াখেলা বিপুল বেগে চলিতেছে। —আমাদের কারখানা ও কর্মসমিতিগুলি করিতেছে কী ? ইউরিয়াটিন ও রাজভিলইয়েব ব্যবসায়িক অঞ্চলগুলিতে পাইকেরি খানাতল্লাসি, কঠোরতম উপায়ে ভীতি প্রদর্শন, এবং প্রত্যেকটি দালালের তৎক্ষণাৎ হত্যাসাধন দ্বারাই আমরা দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি।'

'এ-রকম অন্ধ হওয়াটা ভাগ্যের কথা বইকি।' ইউরি ভাবলে। 'পৃথিবী থেকে বহুকাল আগেই রুটি অদৃশ্য হ'য়ে যাওয়া সত্ত্বেও রুটির কথা বলতে পারা। আইনের ফলে সব পুঁজিবাদী আর ব্যবসায়ীরা নিঃশেষ হ'য়ে যাওয়ার এতো পরেও তাদের কথা বলা। কোনো চাষি অথবা গ্রামের অস্তিত্ব না-থাকা সত্ত্বেও তাদের বিষয়ে কথা বলা! ওদের কি স্মৃতি ব'লে কিছু নেই, নিজেদের পরিকল্পনা আর কর্মপদ্ধতির কথাও মনে নেই কি ? ওরা কি ভুলে গেছে যে সেই কর্মপদ্ধতি কাজে লাগিয়ে একটা পাথরও আর আস্ত রাখেনি ওরা। কী অদ্ভুত লোক সব—বছরের পর বছর জোরো প্রলাপ ব'কে যাচ্ছে—কখনো মাথা ঠাণ্ডা হ'লো না—বকছে এমন সব ব্যাপার নিয়ে, যার অস্তিত্ব নেই, এমন সব বিষয় নিয়ে যা বহু আগেই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। যে-সত্য তাদের চারদিকে ছড়িয়ে আছে তার বিষয়ে এই অদ্ভুত মানুষগুলো কিছুই জানে না, কিছুই দেখতে পায় না।'

মাথা ঘুরছিলো ইউরির। হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে রাস্তার ওপর প'ড়ে গেলো সে। যখন জ্ঞান ফিরে এলো, লোকেরা তাকে ধরাধরি ক'রে সে যেখানে যেতে চায় সেখানে নিয়ে যেতে চাইলো, ইউরি সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে জানালো যে সে উল্টোদিকেই থাকে, তাকে শুধু রাস্তাটা পার হ'তে হবে।

৪

আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠলো ইউরি, এবারে লারার ফ্ল্যাটের দরজাটা খুললো। সিঁড়ির চাতালে তখনো আলো, সে বেরিয়ে যাবার সময় যা ছিলো তার চাইতে খুব বেশি অন্ধকার করেনি। সূর্যদেব সময় দিচ্ছিল তাকে—এতে মন ভালো লাগলো তার।

তালায় চাবি ঘোরানোর শব্দ হ'তেই ভেতরে গোলমাল শুরু হ'য়ে গেলো। বসতিহীন ফ্ল্যাটটি তাকে অভ্যর্থনা জানালো টিনের বাসনের উল্টে পড়ার ঠনঠন শব্দ ক'রে। তাক থেকে মেঝের ওপর লাফিয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো ইঁদুরের দল। ওরা হাজার-হাজার জন্মেছে নিশ্চয়ই। এই কদর্যতার সামনে অসুস্থ আর অসহায় লাগলো ইউরির, ঠিক করলো রাতটুকুর জন্য এমন একটা ঘরে আশ্রয় নেবে যেখানে ভাঙা কাচ দিয়ে ইঁদুরের গর্ত বন্ধ করা যায় আর দরজাগুলোও ভালোভাবে বন্ধ হয়।

ফ্ল্যাটের বাঁ দিকে—যে-দিকটা তার অজানা—একটা অন্ধকার গলি ঘুরে পার হ'য়ে যে ঘরটায় গিয়ে পৌঁছলো সেটা স্পষ্টতই লারার; বেশ আলো ঘরটায়; রাস্তার দিকে খোলা দুটো জানলার উল্টোদিকে সারি-সারি নারীমূর্তির ওপর গেঁথে তোলা স্তম্ভ-ভবন; সে-দিকে পিঠ ফিরিয়ে ছোটো-ছোটো দল দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘোষণাগুলো পড়ছে।

ঘরের ভেতরকার আলোও ঠিক বাইরের আলোর মতো, প্রথম বসন্তের সেই স্নিগ্ধ, নতুন সন্ধ্যার আলো, সেই আলোয় ভরা ঘর যেন রাস্তারই এক অংশ: তফাৎ এইটুকু যে ভেতরটা আর একটু বেশি ঠাণ্ডা।

সেদিন বিকেলে শহরের দিকে আসতে-আসতে ইউরি হঠাৎ কেমন দুর্বল বোধ করেছিলো, আর সেই অবস্থাতেই যে-ভাবে দু'এক ঘণ্টা আগেও হেঁটেছে, তাতে ইউরির মনে হয়েছিলো তার অসুখ করেছে। এখন এই বাড়ির মধ্যে আর রাস্তায় একই রকম আলো সমান আকস্মিকতার সঙ্গে নতুনভাবে উদ্দীপিত করলো তাকে। পথিকদের সঙ্গে একই হিমেল হাওয়ায় স্নান ক'রে তাদের আত্মীয় ব'লে মনে হ'লো তার, মনে হ'লো শহরের মেজাজের সঙ্গে, পৃথিবীর জীবনের সঙ্গে, এক সুরে বাঁধা তার মন। এতে তার ভয় দূর হ'য়ে গেলো। অসুস্থ হ'য়ে পড়ার আশঙ্কা আর হানা

দিলো না। বসন্ত-সন্ধ্যার এই স্বচ্ছতা, এই সর্বব্যাপী আলো যেন এক মঙ্গল-চিহ্ন, সুদূর ও সুদূর পরাহত সব আশার সার্থকতার অঙ্গীকার। সব ঠিক হ'য়ে যাবে, জীবনে সে যা চেয়েছিলো তা-ই পাবে, সবাইকে খুঁজে বের ক'রে সকলকে একত্র করবে সে, ঘটবে পুনর্মিলন, ভেবে-চিন্তে সব ঠিক ক'রে ফেলবে সে, ঠিক-ঠিক কথা ভেবে বের করবে। এখনো যা-কিছু অনাগত, হাতে-হাতে তার প্রাণ পাবার জন্য তার লারাকে দেখার আনন্দের আশায় অপেক্ষা ক'রে ব'সে রইলো সে।

আগেকার অবসাদের জায়গা নিলো এক বন্য উত্তেজনা আর দুর্বার অস্থিরতা। আসলে তার সাম্প্রতিক দুর্বলতার চাইতেও এই উদ্দীপনা তার আসন্ন অসুস্থতার বেশি নিশ্চিত লক্ষণ।

বাসা বাঁধার আগে চুল ছাঁটা, দাড়ি কামানো দরকার। শহরে আসার পথে নাপিতের খোঁজ সে আগেই করেছিলো। কিন্তু আগে যে-সব নাপিতের দোকান চিনতো তার মধ্যে কয়েকটা খালি প'ড়ে আছে, কয়েকটাতে হাত-বদল হ'য়ে অন্য ব্যাবসা চলছে আর বাদবাকি সব বন্ধ। নিজের কোনো ক্ষুর নেই তার। কাঁচিতেও কাজ চলতো, কিন্তু লারার ড্রেসিংটেবিলের সব কিছু ওলোট-পালোট ক'রে তাড়াহুড়োয় কোনো কাঁচি সে খুঁজে পেলো না।

এবারে মনে পড়লো স্পাস্কি স্ট্রীটে একটা দরজির দোকান ছিলো যদি এখনো সেটার অস্তিত্ব থাকে আর দোকান বন্ধ হবার আগে গিয়ে পৌঁছতে পারে তাহ'লে একটা কাঁচি ধার নেওয়া যায়।

৫

স্মৃতি ভুল করেনি তার। দোকানটা আছে এখনো, রাস্তার ওপরে প্রবেশ-পথ আর পুরো সামনেকার অংশটা জুড়ে একটি জানলা দেখা যাচ্ছে। রাস্তার লোকেদের দৃষ্টির সামনে বসে শেলাই করে দরজি-মেয়েরা। একেবারে ঘরের ভেতর অবধি সোজা দেখা যায়।

ঘরটি স্ত্রীলোকে ভর্তি—সবাই শেলাই করছে। নিয়মিত কর্মী ছাড়াও বোধহয় স্থানীয় বয়স্ক মহিলারা অনেকে আছেন, যাঁরা শেলাই করতে জানেন;

সেই ছাইরঙা বাড়ির দেয়ালের ঘোষণাপত্রে যে-শ্রমিকপত্রের উল্লেখ আছে তার যোগ্যতা অর্জন করবার জন্য চাকরি নিয়েছেন।

পেশাদারদের থেকে সহজেই পৃথক করা যায় তাঁদের। দরজির দোকানটা আর্মির পোষাক ছাড়া কিছু বানায় না: তুলো-পোরা ট্রাউজার আর জ্যাকেট, আর ইউরি পার্টিজানদের যেমন পরতে দেখেছে তেমনি নানা জাতের কুকুরের চামড়ার তৈরি নানা-রঙা ফারের কোট। এই কাজ ফার-বিক্রেতাদেরই সাজে, অ-পেশাদারদের পক্ষে তা বিশেষ কষ্টকর; শেলাইর কলের ভেতর দিয়ে শক্ত ক'রে ভাঁজ করা কাপড়ের ধারগুলি যখন ঠেলে দেয় তারা, তখন তাদের সব ক'টা আঙুল বুড়ো আঙুলের মতো দেখায়।

জানলায় টোকা দিয়ে ইউরি ইঙ্গিতে বললে যে সে ভেতরে যেতে চায়। ওরাও ইঙ্গিতে জানালে যে কোনো ব্যক্তিগত অর্ডার নেওয়া হয় না। ইউরি চেষ্টা ছাড়লো না। মেয়েরা হাত নেড়ে চ'লে যেতে বললে তাকে, এখান থেকে সে চ'লে যাক এখন, জরুরি কাজ আছে তাদের। একজন মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে, হাতের পাতা সোজা ক'রে দুটি হাত নৌকোর মতো ক'রে বিরক্ত ভঙ্গিতে ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলো, কী চায় সে, কী!' ইউরি আঙুল নেড়ে কাঁচি দিয়ে কাটার ভঙ্গি করলো। কেউ কিছু বুঝতে পারলো না। ওরা স্থির করলে যে অসভ্যতা করছে লোকটা, তাদের নকল করছে, মজা করছে তাদের নিয়ে। সেই জানলার বাইরে অমন ছিন্ন, জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে, এই অদ্ভুত ব্যবহারে তাকে পাগলের মতো দেখাচ্ছিলো। মেয়েগুলো হাসতে-হাসতে তাকে হাত নেড়ে বলছিলো। অবশেষে সে ঠিক করলো বাড়িটা ঘুরে উঠোনের মধ্য দিয়ে গিয়ে পেছনের দরজায় টোকা দেবে।

৬

দরজা খুলে দিলো কালো, বয়স্ক, কঠোর চেহারার একটি স্ত্রীলোক, যার ঘন রঙের পোষাক দেখে মনে হয় সে-ই প্রধান দরজি।

'আচ্ছা ছিনে জোঁক তো তুমি! আমরা ব্যস্ত আছি দেখতে পাচ্ছো না! আচ্ছা বাপু, বলো, কী চাও তুমি, ব'লে ফ্যালো সেটা।'

'কাঁচি চাই একটা, আপনি অবাক হবেন না। আমার চুল-দাড়ি ছাঁটার জন্য একটা কাঁচি ধার পেলে ভালো হয়। এখানে ব'সেই ছেঁটে নিয়ে তক্ষুনি ফিরিয়ে দিতে পারি। এক মিনিটও সময় লাগবে না। দয়া ক'রে দেন যদি।'

স্ত্রীলোকটি অবাক হ'লো; দেখে মনে হ'লো ঠিক বিশ্বাসও করতে পারছে না। লোকটা আদৌ প্রকৃতিস্থ কিনা স্পষ্টতই তাতে সন্দেহ হচ্ছিলো তার।

'অনেক দূর থেকে এইমাত্র এসে পৌচেছি। চুল ছাঁটাতে চাই, কিন্তু একটাও নাপিতের দোকান খোলা নেই। তাই ভাবলাম নিজেই ছাঁটি, কিন্তু কাঁচি নেই আমার। একটা কাঁচি ধার দিতে পারেন?'

'ঠিক আছে। আপনার চুল ছেঁটে দিচ্ছি, কিন্তু সাবধান! অন্য কোনো মৎলব যদি থেকে থাকে—কোনো রাজনৈতিক কারণে যদি চেহারা বদলে ছদ্মবেশ নিতে চান—আপনার নামে নালিশ করলে তখন দোষ দেবেন না। আপনার জন্য তো আর নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করতে পারি না আমরা।'

'হা ভগবান! বলছেন কী আপনি?'

ভেতরে ঢুকিয়ে যে-ঘরটায় তাকে নিয়ে যাওয়া হ'লো সেটা সিন্দুকের চাইতে বড়ো নয়; পরমুহূর্তেই নিজেকে দেখলো ঠিক নাপিতের দোকানের মতোই চেয়ারে ব'সে আছে, গায়ে জড়ানো চাদর থুতনির তলায় আটকানো। ঘরের বাইরে গিয়ে একটা কাঁচি, চিরুনি, ক্লিপ, চামাটি আর ক্ষুর নিয়ে ফিরে এলো স্ত্রীলোকটি।

'আমার বয়সে সব রকম কাজ করেছি,' খদ্দেরের বিস্ময় লক্ষ ক'রে সে বললে। 'একসময় চুল ছাঁটতাম আমি। যুদ্ধে যখন নার্স ছিলাম, তখন চুল ছাঁটতে আর দাড়ি কামাতে শিখেছিলাম। আচ্ছা, এবার প্রথমে দাড়িটা কেটে ফেলা যাক, তারপর কামানো যাবে।'

'আমার চুলটা খুব ছোটো ক'রে ছেঁটে দেবেন।'

'যা পারি করবো। আচ্ছা, আপনি একজন শিক্ষিত লোক হ'য়ে এমন ভান করছেন কেন বলুন তো? যেন জানেন না যে আজকাল আমাদের দশ দিনে হপ্তা হয়, আর আজ হ'লো মাসের সতেরো তারিখ, আর নাপিতেরা যে-সব দিনে ছুটি পায় যাতে সাত সংখ্যাটি আছে।'

'সত্যি বলছি আমি জানতাম না কিছুই। আমি তো আপনাকে বললাম, অনেক দূর থেকে এইমাত্র এসে পৌঁছলাম। ভান করবো কেন বলুন?'

'নড়বেন না, কেটে যাবে। ও, এই এসে পৌঁছলেন? কিসে এলেন?'

'আমার দুই পায়ে চ'ড়ে।'

'হাই-ওয়ে ধ'রে?'

'খানিকটা তা-ই, আর খানিকটা এসেছি রেল-লাইন ধ'রে। কতো ট্রেনই যে দেখলাম—সব বরফ-চাপা প'ড়ে আছে। নবাবি ট্রেন, স্পেশাল ট্রেন—যতো রকম ট্রেনের কথা ভাবতে পারেন।'

'এই যে, আর একটু ছাঁটলেই—ব্যস, শেষ হ'য়ে যাবে। পারিবারিক কাজে এলেন?'

'না, না, তা নয়! আগেকার ঋণ-সমবায়-সমিতির ইন্সপেক্টর ছিলাম আমি—ট্যুর করতে হ'তো। আমাকে কাজে পাঠালে পূর্ব-সাইবেরিয়ায়—ব্যস, সেখানেই আটকে গেলাম। জানেনই তো, ট্রেন পাওয়ার কোনো আশাই তখন ছিলো না। হাঁটা ছাড়া গতি নেই। ছয় সপ্তাহ লাগলো। পথে যে কী দেখেছি আর কী দেখিনি, তা আপনাকে এখন বলতে পারবো না।'

'আমি যদি আপনি হতাম তাহ'লে কিন্তু কিছুই বলতাম না। দু'একটা জিনিস আপনাকে শিখিয়ে দিতে হবে দেখছি। আগে নিজের চেহারাটা দেখে নিন একবার। এই যে আয়না। চাদরের ভেতর থেকে হাতটা বের ক'রে ধরুন এটা। ঠিক আছে?'

'আরো ছোটো চেয়েছিলাম। আর-একটু ছাঁটা যায় না?'

'আরো ছোটো করলে ভালো থাকবে না। যা বলছিলাম, কিছু যেন বলতে শুরু করবেন না। মুখ বন্ধ রাখা অনেক ভালো। ঋণ-সমবায়-সমিতি নবাবি ট্রেন, ইন্সপেক্টরগিরি—ও-সব ভুলে যান। এখন ও-সবের সময় নয়। কতো ঝামেলাই যে পোহাতে হ'তে পারে আপনাকে, তার ঠিক নেই। বরং এমন ভাব দেখাবেন যেন আপনি একজন ডাক্তার কি স্কুল-মাস্টার। এই নিন—এবারে দাড়ি ছাঁটা হ'য়ে গেলো। এবার ভালো ক'রে কামাতে হবে। একবার সাবান বুলোলেই দশ বছর বয়স ক'মে যাবে আপনার। কেৎলির জলটা ফুটিয়ে আনি।'

'এ কে? ইউরি ভাবলে। কেমন যেন মনে হচ্ছিলো যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে একটা যোগ আছে তার—কী যেন দেখেছে, কি শুনেছে, কার কথা যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে—কিন্তু কার কথা তা কিছুতেই মনে করতে পারলো না।

গরম জল নিয়ে এলো স্ত্রীলোকটি।

'এইবারে কামানো যাক। যা বলছিলাম, একটা কথাও মুখে না-আনা ভালো। কথা যদি রুপো হয়, তাহ'লে নীরবতা হ'লো সোনা। এ একেবারে চিরকালের সত্য। আর আপনার ঐ স্পেশাল ট্রেন আর ঋণ-সমবায়-সমিতি—বরং অন্য কোনো কথা ভাবুন, বলুন আপনি একজন ডাক্তার কি একজন শিক্ষক। যা-কিছু দেখেছেন নিজের মনে চেপে রাখুন। কাকে চমক লাগাবেন আজকাল? লাগছে না তো?'

'একটু লাগছে।'

'হ্যাঁ, একটু লাগে তা জানি—কিন্তু উপায় কী? একটু ধৈর্য চাই, বুঝলেন? আপনার চামড়ার ক্ষুরে অভ্যেস নেই, আর আপনার দাড়িটাও বড়ো শক্ত। এক মিনিটও সময় লাগবে না। হ্যাঁ। লোকেরা ছাখেনি এমন কিছুই নেই। সব সহ্য করতে হয়েছে তাদের। আমাদেও অনেক কষ্ট গেছে। শাদাদের আমলে কী সব কাণ্ডই না হয়েছে! খুন, নারীধর্ষণ, ভ্রূণহত্যা, নরহত্যা। এক খুদে কর্তা একজন আর্দালির ওপর অপ্রসন্ন হ'লেন। শহরের বাইরে, ক্রাপুলস্কিদের জায়গাটার কাছে, এক বন থেকে তাকে ফাঁদ পেতে টেনে বের ক'রে আনার জন্য পল্টন পাঠালেন তিনি। তাকে ধরলো তারা, নিরস্ত্র ক'রে পাহারা দিতে-দিতে নিয়ে গেলো রাজ্‌ভিলইয়েতে। তখনকার দিনে রাজ্‌ভিলইয়ে এখনকার আঞ্চলিক চেকা-র মতোই ছিলো—খাঁটি একটি হত্যাভূমি। অমন মাথা ঝাঁকাচ্ছেন কেন? একটু লাগছে, তাই না? জানি বাবা, জানি। কিন্তু উপায় কী? আপনার দাড়ি নয়তো কাঁটার ঝোপ। এই এটুকু হ'লেই হ'য়ে যায়। যাক, সেই আর্দালির বৌয়ের একেবারে পাগলের মতো দশা। কোলিয়া! কোলিয়া! আমার কোলিয়ার কী হবে! সোজা চ'লে গেলো জেনারেল গালিউলিনের কাছে। মানে—এই কথার কথা বলছি অবশ্য। সোজা তাঁর কাছে যেতে পারেনি। অনেক ধরাধরি হয় তো। ঐ পাশের রাস্তায় একজন ছিলেন, যিনি জানতেন

কীভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে, অসাধারণ দয়াবতী তিনি, অত্যন্ত কোমলপ্রাণ, অন্য কারো মতো নয়, সব সময় লোকের উপকার করতেন। এখানে যে কী হ'য়ে গেছে তা ভাবতেও পারেন না, গালের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া, নির্যাতন, নাটুকেপনা, মেয়েমানুষ নিয়ে খুন-জখম। ঠিক স্প্যানিশ উপন্যাসে যেমন থাকে।'

'লারার কথা বলছে,' ইউরি মনে-মনে বললে। কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো চুপ ক'রে রইলো সে, খুঁটিয়ে কিছু জানতে চাইলে না। স্প্যানিশ উপন্যাস বিষয়ে তার আজগুবি মন্তব্যও যেন কী মনে করিয়ে দিলো তাকে—বিশেষত আজগুবি আর অপ্রাসঙ্গিক ব'লেই—কিন্তু কী, তা কিছুতেই ভেবে পেলো না।

'এখন অবশ্য সবই বদলে গেছে। মানতেই হবে যে এন্তার খানাতল্লাসি চলছে, গোয়েন্দাগিরি, গুলি ক'রে মেরে ফেলাও হচ্ছে বিস্তর। কিন্তু ভেতরকার কথাটা অন্য। প্রথমত, নতুন সরকার এই সবে ক্ষমতা পেয়েছে, এখনো তো ঠিকমতো গুছিয়ে বসেনি। তারপর, যা-ই বলুন না কেন, এরা সাধারণ লোকের সপক্ষে, আর সেখানেই তাদের জোর। আমরা হলুম চার বোন, সবাই খেটে খাই। বলশেভিকদের দিকে আমাদের টান থাকাই তো স্বাভাবিক। এক বোন মারা গেছে। তার স্বামী ছিলো রাজনৈতিক পলাতক, স্থানীয় কোন কারখানায় যেন ম্যানেজারের কাজ করতো। ওদের ছেলে—আমার বোনপো আরকি—কৃষক-বাহিনীর সেনাপতি সে—রীতিমতো নামাজাদা আজকাল।

'ও—ইনি তাহ'লে লিবেরিয়ুসের মাসি,' ইউরি বুঝতে পারলো এবার। 'লিবেরিয়ুসের মাসি, মিকুলিৎসিনের শালি, সেই যাকে নিয়ে এতো গল্প, যে নাপতেনি, দরজি, সিগনালওয়ালি—জুতো শেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত যিনি করতে পারেন।' কিন্তু কিছু না-বলাই স্থির করলে সে, যাতে নিজের পরিচয়টা দিতে না হয়।

'চিরকালই জনসাধারণের ওপর টান আমার বোনপোর—সেই ছেলেবেলা থেকে। কারখানার মজুরদের মধ্যেই মানুষ হয়েছে। ভারিকিনোর কারখানার কথা শুনেছেন বোধহয়?—এই ভাখো, কী ক'রে ফেললাম গাধার মতো!

আপনার থুতনির অর্ধেকটা মোলায়েম হয়েছে, বাকি অর্ধেকটা দাড়ি। কথা বললে এই হয়। আমাকে থামিয়ে দিলেন না কেন? এখন সাবানের ফেনাও শুকিয়ে গেছে, জলটাও ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো। যাই, আবার গরম ক'রে আনি।'

সে ফিরে এলে ইউরি জিজ্ঞেস করলে:

'ভারিকিনো তো কয়েক মাইল দূরে গ্রামের মধ্যে, না? এ-সব গোলমাল বোধহয় পৌঁছয়নি ওখানে?'

'ঠিক পৌঁছয়নি বলা যায় না। কোনো-কোনো বিষয়ে এখানকার চেয়েও খারাপ অবস্থা হয়েছিলো ওখানে। ওখানে এক সশস্ত্র বাহিনী হানা দিয়েছিলো, তারা যে কে বা কী তা কেউ জানে না। আমাদের ভাষায় কথাও বলে না তারা। তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজেছে সারা গ্রাম—প্রত্যেক বাড়িতে ঢুকে যাকে পেয়েছে তাকেই গুলি ক'রে চ'লে গেছে, একটু আস্থন-বস্থনের সবুর সয়নি। বরফের ওপর প'ড়ে রইলো লাশগুলো। তখন শীতকাল। মাথা ঝাঁকানোটা থামান তো একটু, প্রায় কেটে ফেলছিলাম আপনাকে।'

'আপনি বলছিলেন আপনার ভগ্নীপতি ভারিকিনোতে থাকতেন। এ-সব হাঙ্গামার সময় ছিলেন উনি?'

'না, ঈশ্বরের দয়ায় সে আর তার স্ত্রী ঠিক সময়ে চ'লে এসেছিলো—মানে, ওর দ্বিতীয় স্ত্রী। কিছু নতুন লোকও ছিলো ওখানে, মস্কো থেকে কয়েকজন এসেছিলেন। তাঁরা আরো আগে চ'লে গিয়েছিলেন। পুরুষ দু'জনের মধ্যে যার বয়স কম, একজন ডাক্তার, বাড়ির কর্তা ছিলো সে-ই—তাকে পাওয়া যাচ্ছিলো না। অবশ্য ওটা বলার জন্যই বলা, "পাওয়া যাচ্ছে না" বলা হয়েছে, ওঁদের মনে যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য। আসলে নিশ্চয়ই মারা গেছেন ভদ্রলোক—নিশ্চয়ই তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে। সন্ধানে খুঁজেছেন ওঁরা, কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি। ইতিমধ্যে অন্যজন, দু'জনের মধ্যে যিনি বয়স্ক, তাঁকে ফিরে যেতে বলা হলো। ভদ্রলোক প্রোফেসর, একজন কৃষিবিদ। শুনেছি সরকারই তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। শাদারা ফিরে আসার ঠিক আগে মস্কো যাবার পথে ইউরিয়াটিনে থেমেছিলেন ওঁরা। আবার শুরু করলেন—কেবল মাথা নাড়ানো আর মাথা ঝাঁকানো। সত্যি, আপনি

দেখছি আমাকে দিয়ে আপনার গলাটা না-কাটিয়ে ছাড়বেন না। একেবারে পুরো পয়সাটা উশুল ক'রে নেবেন নাপিতের কাছ থেকে!'

তাহ'লে ওরা মস্কোতে!

৭

'মস্কোতে! মস্কোতে!' তৃতীয়বার সেই লোহার জালি-কাটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে প্রতি পদক্ষেপে এই কথাই তার বুকে বাজছিলো। শূন্য ফ্ল্যাট আবার অভ্যর্থনা জানালো তাকে, ইঁদুরের পালের হুটোপুটি, লুটোপুটি আর ছুটোছুটির সেই নারকীয় শব্দ দিয়ে। ইউরি পরিষ্কার বুঝলে যে এই আবর্জনা সরাতে না-পারলে, যতো ক্লান্তই হোক, সে ঘুমোতে পারবে না। রাতের মতো শুয়ে পড়ার আগে প্রথম কর্তব্য ইঁদুরের গর্তের মুখ বন্ধ করা। ভাগ্য বলতে হবে যে শোবার ঘরে বাড়ির অন্যান্য অংশের চাইতে ইঁদুর কম; সেখানে মেঝের ধারগুলো ক্ষেটে গিয়ে পাটাতনের আরো দুর্দশা হয়েছে। তাহ'লে তাড়া করতে হয়—এদিকে। অন্ধকার হ'য়ে এলো। রান্নাঘরের টেবিলে একটা বাতি আছে ঠিকই—বোধহয় সে আসবে ব'লেই কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে রাখা হয়েছে—অর্ধেকটা-মতো তেলে ভরা, দু'একটা কাঠি পোরা একটা দেশলাইয়ের বাক্সও কাছে আছে। কিন্তু দেশলাই আর তেল দুটোই বাঁচাতে পারলে ভালো। শোবার ঘরে ছোটো একটা বাতি খুঁজে পেলো; তাতে যা তেল ছিলো ইঁদুরে তার বেশির ভাগটাই শেষ করেছে, অল্প একটু প'ড়ে আছে শুধু।

কোথাও-কোথাও মেঝের ধারগুলি ক্ষয়ে গেছে। ভাঙা কাচ দিয়ে সে-সব ফাটল ভরাতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগলো তার। দরজাটা মুখে-মুখে বন্ধ হয়, একবার বন্ধ ক'রে দিলে শোবার ঘরটা ইঁদুরের হাত থেকে রেহাই পাবে।

ঘরের এক কোণে আছে একটা ওলন্দাজি স্টোভ, তার টালির কার্নিশ প্রায় ছাদে ঠেকেছে। রান্নাঘরে এক বাণ্ডিল কাঠ ছিলো। ইউরি স্থির করলো লারার কিছু কাঠ অপহরণ করবে; হাঁটু ভেঙে ব'সে কাঠ বেছে নিয়ে বাঁ হাতে তাদের সামলাতে-সামলাতে উঠে এলো ইউরি। শোবার ঘরে গিয়ে

স্টোভের কাছে স্তূপ করলো সেগুলোকে, তারপর ভেতরটায় উঁকি মেরে দেখলো, স্টোভটা কেমন চলে বা কী অবস্থায় আছে। দরজায় চাবি লাগাবার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু তালাটা গেছে ভেঙে; কাগজ গুঁজে শক্ত ক'রে এঁটে দিলো; তারপর ধীরে-সুস্থে সাজিয়ে নিয়ে আঁচ দিলো চুল্লিতে।

চুল্লিতে কাঠ দিতে দিতে হঠাৎ লক্ষ্য করলো একটা কাঠের চেরা অংশে 'কু. উ.' এই দুটি আদ্যক্ষর খোদাই করা। চিনতে পেরে বিস্মিত বোধ করলো সে। সেই ক্রোগারদের আমলে কারখানা থেকে যে-সব কাঠ ফেলা যেতো সেগুলো বিক্রি করা হ'তো জ্বালানি হিসেবে, টুকরো করার আগে ছাপ দিয়ে দেওয়া হ'তো, কোথা থেকে এসেছে, সেটা বোঝানোর জন্য। 'কু. উ.' মানে ভারিকিনোর কুলাবিশ উপত্যকা।

মনটা খারাপ হ'য়ে গেলো তার। এই জ্বালানিগুলো প্রমাণ করছে সে সামডেভইয়াটভের সঙ্গে যোগাযোগ আছে লারার, সে-ই তাকে কাঠ জুগিয়েছে, যেমন এককালে ইউরির সংসারে যা-কিছু দরকার সে-ই মেটাতো। কিন্তু ওর কাছে ঋণী আছে ভাবতে তার অস্বস্তি হয়, এবং তার সঙ্গে আরো অনেক অনুভূতি মিশে তার মনের ভাবটিকে জটিল ক'রে তুললো।

শুধু সহানুভূতির বশবর্তী হ'য়ে সামডেভইয়াটভ লারাকে সাহায্য করেছে, এমন মনে হয় না। লোকটির ব্যবহার যেমন ঢিলেঢোলা, তেমনি লারাও ঝোঁকের মাথায় চলে—তার নারীত্বের ওটাই একটা লক্ষণ। ওদের মধ্যে কিছু ব্যাপার হয়নি তো?

শুকনো কুলাবিশ কাঠ ফুর্তিতে পুড়তে লাগলো, শোঁ-শোঁ শব্দে জ্বলে উঠলো আগুন আর সঙ্গে-সঙ্গে ইউরির অন্ধ ঈর্ষা, ক্ষীণ সন্দেহ থেকে নিশ্চিতির রূপ নিলো।

কিন্তু সব দিক দিয়েই এতো যন্ত্রণা ইউরির যে এক উদ্বেগকে হটিয়ে দিয়ে আর-এক উদ্বেগ তার স্থান ক'রে নিচ্ছিলো। সন্দেহ নিরসন করার কোনো প্রয়োজন ছিলো না তার; তার মন এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে লাফিয়ে-লাফিয়ে চলছিলো; পরমুহূর্তেই তার স্ত্রী-পুত্রের ভাবনা বন্যার মতো ডুবিয়ে দিলে তার ঈর্ষাপ্রসূত কল্পনাকে।

'তাহ'লে তোমরা মস্কোতে, আমার সোনামণিরা?' এখন তার মনে

হচ্ছিলো যে দরজি-মেয়েটি বুঝি এমন আশ্বাস দিয়েছে যে ওরা নিরাপদে মস্কো পৌঁচেছে। 'আরো একবার সেই লম্বা পথ তোমরা পাড়ি দিলে, এবারে আমাকে ছাড়া। পথে কী ক'রে কী করলে? আলেকজান্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচকে ডেকে পাঠালো কেন? আকাদেমির চেয়ারে আবার বহাল করবে? বাড়ি খুঁজে পেলে কী ক'রে? কী বোকা আমি! বাড়িটা এখনো আছে কিনা তা পর্যন্ত জানি না। ঈশ্বর, কী কঠিন, কী কষ্টের এই জীবন। শুধু যদি চিন্তা না-ক'রে থাকতে পারতাম! কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে ভাবনাগুলো। কী হ'লো আমার, টোনিয়া? আমার কি অসুখ করলো? কী হবে আমাদের? কী হবে তোমার, টোনিয়া, টোনিয়া, সোনামণি? আর সাশা? আর আলেকজান্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ? আর আমি? হে শাশ্বত জ্যোতি, আমাকে কেন তুমি পরিত্যাগ করলে? আমার সোনারা, কেন সব সময় আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে দূরে স'রে থাকতে হয়? কেন তোমাদের ছিনিয়ে নেওয়া হয় আমার কাছ থেকে—সব সময়? কিন্তু আমি খুঁজে পাবো তোমাকে—যদি সারাটা পথ হেঁটে যেতে হয়, তবু। আবার দেখা হবে আমাদের, আবার একত্র হবো আমরা—সব ঠিক হ'য়ে যাবে—হবে না?

'ধরণী দ্বিধা হ'য়ে আমাকে কেন গ্রাস করেন না—যে-আমি এমনই পিশাচ যে সর্বদা ভুলে যাই যে টোনিয়া সন্তানসম্ভবা ছিলো, নিশ্চয়ই এতোদিনে তার জন্ম হ'য়ে গেছে। এ-কথাটা এই প্রথমবার ভুললাম না। প্রসবের সময় ও কী অবস্থায় কাটিয়েছে? ভাবো একবার, মস্কো যাবার পথে ইউরিয়াটিনে থেমেছিলো ওরা সবাই! এ-কথা সত্যি যে লারা ওদের চিনতো না, কিন্তু একজন নিতান্ত বাইরের লোক, এক মেয়ে-দরজি, এক নাপতেনি তাদের সব খবর শুনেছে, আর লারা তার চিঠিতে ওদের বিষয়ে কিছুই লিখলে না? কী ক'রে এতো অবহেলা করতে পারলে, এমন নির্লিপ্ত হ'লো কী ক'রে? সামডেভইয়াটভের বিষয়ে কিছু না-বলার মতোই এটা আশ্চর্য।'

ঘরের চারপাশে এবার এক নতুন দৃষ্টিতে তাকালো ইউরি। সব আসবাবই সেই নাম-না-জানা ভাড়াটের যিনি বহুদিন ধ'রে অনুপস্থিত ও পলাতক। এমন কিছুই নেই যা লারার রুচির পরিচয় দিতে পারে। দেয়ালের ফোটোগুলি

সবই অচেনা লোকের। তবু, হঠাৎ সেই সব স্ত্রী-পুরুষের চোখের সামনে অস্বস্তি বোধ করলো ইউরি। জবড়জং আসবাবগুলির নিশ্বাসে যেন শত্রুতা। এই শোবার ঘরে ব'সে নিজেকে পরদেশী আর অযাচিত ব'লে মনে হ'তে লাগলো তার।

কী বোকা সে! এই বাড়িটাকে সে মনে ক'রে রেখেছিলো, এর জন্য সে কষ্ট পেয়েছে মনে-মনে! কী বোকা, এমনভাবে এই ঘরে ঢুকেছে যেন এটা একটা সাধারণ ঘর নয়, লারার জন্য তার বাসনার অন্তঃপুর! বাইরের কারো কাছে এ-রকম মনোভাব কী বোকার মতোই না মনে হবে। শক্তিশালী, সুপুরুষ, সংসারী আর সক্ষম লোকেরা, যেমন সামডেভইয়াটভ, কতো ভিন্নভাবেই তারা দিন কাটায়, কথা বলে, কাজ করে! আমার দুর্বলতাকে কেন লারা পছন্দ করবে, কেন চাইবে আমার গোপন, অবাস্তব, রহস্যময় প্রেমের ভাষা শুনতে? লারার কি কোনো প্রয়োজন আছে তার এই অস্থিরতায়? আমি যে-ভাবে লারাকে দেখি, সেইভাবে কি সে তার নিজেকে চায়?

আমার কাছে লারা কী? আ, সে তো সোজা কথা! সে তো খুব ভালো ক'রেই জানি।

বসন্তের সন্ধ্যা···ইতস্তত শব্দ ভাসে বাতাসে। রাস্তায় ছেলেমেয়েরা খেলা করছে, কাছে থেকে, দূর থেকে ভেসে আসছে তাদের গলার আওয়াজ, যেন বোঝাতে চাইছে আদিগন্ত এখন জীবন্ত। এই বিস্তার—এ-ই তো রাশিয়া, এ-ই আমার তুলনাহীনা জননী, সারা জগতে খ্যাতি ছড়িয়েছে তাঁর, শহীদ তিনি, একগুঁয়ে, বেহিসেবি, পাগলাটে, দায়িত্বজ্ঞানহীন, আরাধ্যা—রাশিয়া, কী দৃপ্ত তাঁর ভঙ্গিমা, কী সর্বনেশে, মুহূর্তে-মুহূর্তে কী অপ্রত্যাশিত! আ, বেঁচে থাকতে এতো ভালো লাগে, এতো ভালোবাসি এই জীবনকে! এই জীবনকে, তার নিছক অস্তিত্বটাকে, কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছে করলো ইউরির —মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, প্রত্যক্ষভাবে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে করলো।

লারা ঠিক এ-ই। জীবনের সঙ্গে কথা বলা যায় না, কিন্তু লারা তার প্রতিনিধি, তার ব্যঞ্জনা, লারা তা-ই, যা মূক প্রাণীকে উপহার দেয় বাক্ ও শ্রবণশক্তি।

সব, সব মিথ্যে, লারার বিষয়ে একটু আগে সে যা-কিছু ভেবেছে! তার

মাথার ঠিক ছিলো না তখন। লারা একেবারে নিখুঁত, সব অভিযোগের অতীত সে।

সশ্রদ্ধ অনুতাপের অশ্রুতে তার চোখ ভ'রে এলো। উনুনের মুখটা খুলে আগুনে খোঁচা দিলো সে; যে-সব জলন্ত কাঠ বিশুদ্ধ তাপের রূপ নিয়েছে সেগুলোকে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে, যেগুলোতে তাপ ভালো ক'রে আগুন ধরেনি সেগুলো হাওয়ার দিকে সামনে টেনে নিয়ে এলো। মুখটা খোলা রেখেই আগুনের সামনে ব'সে রইলো, ভালো লাগলো আলোর খেলা, মুখে আর হাতে উষ্ণ আরাম। এই উত্তাপে আর আলোয় মাথা ঠাণ্ডা হ'লো তার। অসহ্যভাবে লারার অভাব অনুভব করতে লাগলো সে, সেই মুহূর্তেই তাকে লারার সান্নিধ্য এনে দিতে পারে এমন কিছুর জন্য সে আর্ত হ'য়ে উঠলো।

পকেট থেকে দুমড়োনো চিঠিটা বের করলে। যে-পাতাটা সে আগে পড়েছিলো, তার উল্টো পিঠে ভাঁজ পড়েছে এবার—হঠাৎ দেখলো সে-দিকেও কিছু লেখা আছে। কাগজটাকে টান ক'রে নিয়ে আগুনের কাঁপা আলোয় সে পড়লো :

'জানো, তোমার বাড়ির সবাই মস্কোতে আছে। একটি ছোট্টো মেয়ে হয়েছে টোনিয়ার।' তারপর কয়েকটা লাইন কাটা, তারপর : 'কেটে দিলাম কারণ ও-বিষয়ে কিছু লেখাটাই বোকামি। দেখা হ'লে প্রাণের সুখে কথা বলা যাবে। এক্ষুনি বেরোতে হচ্ছে, একটা ঘোড়া জোগাড় করতেই হবে। না-পেলে কী করবো জানি না। কাটিয়াকে নিয়ে এমন মুশকিল ...' বাকিটা কালিতে মুছে গেছে, পড়া যাচ্ছে না।

'ঘোড়াটা পেয়েছে সামডেভইয়াটভের কাছ থেকে,' ইউরি শান্ত মনে ভাবলো। 'যদি ওর কিছু লুকোবার থাকতো তাহ'লে এ-কথাটার উল্লেখ করতো না।'

৮

আগুন নিবে গেলে ইউরা চুল্লির নল বন্ধ ক'রে দিয়ে কিছু খেয়ে নিলে। তারপর এতো ঘুম পেয়ে গেলো যে জামা-কাপড় না-ছেড়েই সোফার ওপর শুয়ে পড়লো, আর শোয়ামাত্র ঘুম। দেয়াল আর দরজার পেছনে ইঁদুর-

বাহিনীর সশব্দ অভব্য গোলমাল তার কানে ঢুকলো না। পর-পর দুটো দুঃস্বপ্ন দেখলো সে।

সে যেন মস্কোতে, এমন একটা ঘরে যার দরজাটা কাচের। দরজায় চাবি লাগানো আছে। আরো বেশি নিরাপত্তার জন্য সে দরজার হাতলটা ধ'রে নিজের দিকে টেনে রাখছে। ছোট্ট সাশা, তার পরনে টুপিসুদ্ধু সেইলর্স স্যুট, বাইরে থেকে ধাক্কা দিচ্ছে দরজায়, ভেতরে আসবে ব'লে কেঁদে-কেঁদে ম'রে যাচ্ছে সে। তার পেছনে একটি জলপ্রপাত, জলকণায় দরজাটা আবছা হ'য়ে গেছে, ভিজিয়ে দিচ্ছে সাশাকে। দারুণ গর্জন ঐ জলপ্রপাতের। হয় কোনো ফাটা পাইপ থেকে জল গড়াচ্ছে—যা তখনকার দিনে হামেশাই হ'তো, নয় ঐ কাচের দরজাটা আড়াল ক'রে রেখেছে এক আরণ্যক প্রদেশকে, সেখানে এক পাহাড়ি নদী প্রচণ্ডবেগে গর্জন করতে-করতে চলেছে অযুত বছরের হিম আর অন্ধকারে ভরা গুহার মধ্য দিয়ে।

সেই উচ্ছল জলের শব্দে সাশা ভয়ে কাঁটা হ'য়ে যেতে লাগলো। তার গলার আওয়াজ ডুবিয়ে দিলো সেই শব্দ, কিন্তু ইউরি দেখতে পাচ্ছিলো কেমন ক'রে সে বার-বার, বার-বার চেষ্টা করছে, 'বাবা' ব'লে ডেকে উঠতে।

কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছিলো ইউরির। কায়মনোবাক্যে সে চাইলো ছেলেটাকে কোলে তুলে নিতে, তাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যতো তাড়াতাড়ি পারে ছুটে পালিয়ে যেতে চাইছিলো।

চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে ইউরি, তবু সে ছেলেকে বাইরে ফেলে রাখছে, তাকে ঠেকিয়ে দরজাটাকে চেপে রাখছে নিজের দিকে—কেন? অন্য এক রমণীর প্রতি এক মিথ্যা সদাচারের ইচ্ছায়—যে-নারী তার সন্তানের মা পর্যন্ত নয়, আর যে-কোনো মুহূর্তে অন্য দরজা দিয়ে এই ঘরে যে চ'লে আসতে পারে।

ঘামে আর চোখের জলে ভেসে জেগে উঠলো সে। 'আমার জ্বর হয়েছে, আমি অসুস্থ,' সে ভাবলে। 'টাইফাস নয় এটা। এটা হ'লো এক ধরনের অবসাদ যা এক মারাত্মক রোগের আকার নিচ্ছে, এমন কোনো রোগ যাতে প্রাণসংশয় হ'তে পারে; যে-কোনো কঠিন, ছোঁয়াচে ব্যামোর মতোই হবে

এটা ; শুধু দেখা যাক কে জেতে, জীবন না মৃত্যু। কিন্তু বড়ো ঘুম পেয়েছে, কিছু ভাবতে পারছি না।' আবার ঘুমে ঢ'লে পড়লো সে।

এবার স্বপ্ন দেখলো এক অন্ধকার শীতের সকালের ; রাস্তায় আলো জ্বলছে, নিজেকে দেখলো মস্কোর কোনো-এক ভিড়ে ভরা রাস্তায়। যানবাহন, ট্র্যামের ঘুন্টি আর আলো-ফোটা রাস্তায় ধূসর বরফের ওপর ল্যাম্পপোস্টের হলদে আভার স্রোতগুলো—এ-সব দেখে মনে হয় যে বিপ্লবের আগেকার সময় এটা। স্বপ্নে দেখলো একটা বড়ো ফ্ল্যাট, অনেক জানলা, কিন্তু সবই এক দিকে, বাড়িটা খুব সম্ভব তেতলার চাইতে উঁচু নয়, জানলা ঢেকে পর্দাগুলো ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে।

ভেতরে জামা-কাপড় প'রে লোকেরা সব ঘুমিয়ে আছে—যেন রেলের কামরায়—আর ঘরগুলোও রেল-কামরার মতোই অপরিচ্ছন্ন, আধো-খাওয়া মাংসের ঠ্যাং, রোস্ট মুর্গির ডানা, আর পিকনিকের অন্য সব খাবারদাবারের উদ্‌বৃত্ত, তেল-চিটচিটে কাগজের টুকরোর ওপর ছড়িয়ে আছে। যে-সব বন্ধু, আত্মীয়, আগন্তুক আর গৃহহীনেরা এই ফ্ল্যাটে আশ্রয় নিয়েছে, রাত্তিরে জুতো খুলে রেখেছে তারা, মেঝের ওপর জোড়ায়-জোড়ায় সে-সব জুতো শোভা পাচ্ছে। বাড়ির কর্ত্রী, লারা ; কোনোমতে সে কোমরে একটা ড্রেসিংগাউন জড়িয়ে দ্রুত ও নিঃশব্দে ঘরে-ঘরে ঘুরে তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সেরে নিচ্ছে, আর ইউরি ঘুরছে তার পায়ে-পায়ে, নিরানন্দ এবং অপ্রয়োজনীয় কী সব কৈফিয়ৎ বিড়বিড় ক'রে আউড়ে যাচ্ছে সে, আর মিছিমিছি ঝামেলা বাড়াচ্ছে। কিন্তু তার দিকে মন দেবার মতো এক মুহূর্ত সময়ও লারার নেই, তার বিড়বিড়ানি লক্ষ্যই করছে না সে, শুধু মাঝে-মাঝে শান্ত, কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে তার দিকে, হেসে উঠছে ফোঁটা-ফোঁটা রুপোর মতো অননুকরণীয় সরল ভঙ্গিতে। তাদের মধ্যে শুধু এই এক ধরনের সংযোগ অবশিষ্ট আছে। কিন্তু কী সুদূর, কী ঠাণ্ডা আর কী অনিবার্যরূপে আকর্ষণযোগ্য এই নারী, যার জন্য সে তার সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, অন্য সব-কিছুর চাইতে আরো বেশি ক'রে সে যাকে চায়, আর যার তুলনায় অন্য কিছুরই কোনো মূল্য নেই।

৯

সে নয়, অথচ তারই মধ্যে যেন অন্য কেউ বিলাপ ক'রে-ক'রে কাঁদছে, অন্ধকারে মৃদু ভাষায় জলজল করছে যেন। তার জন্য খিন্ন হ'লো তার আত্মা, সে নিজেও শোকার্ত হ'লো নিজের জন্য।

'আমি অসুস্থ,' ঘুম, বিকার আর অচৈতন্যের মাঝখানকার ফাঁকা সময়টুকুতে সে ভাবলে। 'আমার শেষ পর্যন্ত টাইফাসই হ'লো। নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ ধরনের টাইফাস, পাঠ্য বইয়ে যার উল্লেখ নেই। কিছু খাওয়া উচিত আমার, নয়তো অনাহারে মারা যাবো।'

কিন্তু যখনই কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে নিজেকে তোলবার চেষ্টা করেছে, দেখেছে তার নড়বার ক্ষমতা নেই, হয় অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে, নয়তো ঘুম এসে গেছে আবার।

'কতক্ষণ এখানে শুয়ে আছি?' একবার নিজেকে জিজ্ঞেস করলো সে। 'এই সোফায় যখন প্রথম শুতে যাই তখন ছিলো প্রথম বসন্ত, কিন্তু এখন জানলাগুলো এমন ঘন বরফে ঢাকা যে ঘরটা একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গেছে।'

রান্নাঘরে ইঁদুরের পাল গোলমাল করছে, শব্দ করছে প্লেটের ওপর ঝনঝন, ছুটছে দেয়াল বেয়ে, লাফিয়ে নামছে, তাদের করুণ, কুৎসিত চিঁ-চিঁ গলার আওয়াজের আর বিরাম নেই।

যখন আবার ঘুম ভাঙলো তখন বরফে ঢাকা জানলায় ভোরের অথবা সূর্যাস্তের আলো এসে পড়েছে, স্ফটিক-পাত্রে লাল মদের মতো জ্বলছে সেই আলো।

একবার মনে হ'লো যেন কাছে কোথায় গলার স্বর শুনলো, পাগল হ'য়ে যাচ্ছে ভেবে ভয় পেয়ে গেলো সে। নিজের দুঃখে কেঁদে সে ঈশ্বরকে অভিযোগ করলে যে তিনি তাকে বর্জন করেছেন। 'হে শাশ্বত জ্যোতি, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করলে, নরকের অন্ধকারে কেন ঠেলে দিলে আমাকে?'

হঠাৎ সে উপলব্ধি করলো যে সে স্বপ্নও দেখছে না, বিকারের ঘোরেও আচ্ছন্ন হ'য়ে নেই, কিন্তু সত্যি-সত্যি, স্নাত পরিষ্কার জামা গায়ে, সে শু'য়ে আছে, সোফায় নয়, এইমাত্র পাতা বিছানায়; আর তার পাশে ব'সে, তার

ওপর ঝুঁকে প'ড়ে, নিজের চুল আর ইউরির চুলে মিশিয়ে দিয়ে, নিজের চোখের জল ইউরির চোখের জলে এক ক'রে দিয়ে, যে কাঁদছে সে লারা। আনন্দে ইউরি সংবিৎ হারালো।

১০

স্বর্গ তাকে বর্জন করেছে ব'লে অভিযোগ করেছিলো সে কিন্তু এখন দুটি সক্ষম শুভ্র রমণীর হাত তার বিছানার ওপর সমস্ত স্বর্গের সুধা নামিয়ে আনলো। আনন্দে মাথা ঘুরতে লাগলো তার, সুখে ভেসে গেলো সে, যেন চেতনা হারিয়ে ফেললো।

সারা জীবন ভ'রে সে খেটেছে, বাড়ির কাজ করেছে, রোগীর পরিচর্যা করেছে, ভেবেছে, পড়েছে, লিখেছে। কী ভালো লাগে সব কাজ, সব যুদ্ধ, সব চিন্তার অবসান ক'রে দিতে!—একবারের জন্য প্রকৃতির হ'তে, তার হাতে ছেড়ে দিতে—যেন আমার দায় সে-ই তুলে নিয়েছে—তার আশ্চর্য, সকরুণ, সৌন্দর্যসঞ্চারী দুটি হাতের সৃষ্টি হ'তে।

ইউরির সেরে উঠতে দেরি হ'লো না। লারা খাওয়ালে তাকে, তার সেবা করলে, তাকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুললো তার যত্নে, তার তুষারশুভ্র সৌন্দর্যে, তার নিচু গলায় বলা কথাবার্তার উষ্ণ, জীবন্ত নিশ্বাসে।

তাদের সেই নিচু-গলার কথাবার্তা যতো তুচ্ছই হোক, প্লেটোর কথোপকথনের মতোই তা অর্থপূর্ণ।

অনেক মিল দু'জনের মধ্যে, কিন্তু বাইরের জগৎ থেকে যা তাদের বিচ্ছিন্ন করেছে, তা-ই তাদের পরস্পরের আরো বেশি অন্তরঙ্গ ক'রে তুললো। দু'জনেই ঘৃণা করে সেটাকে, যেটা আধুনিক মানুষের সবচেয়ে শোচনীয় লক্ষণ—তার চীৎকৃত পাঠ্যকেতাবি ভক্তি, তার খুঁচিয়ে-তোলা উৎসাহ, আর সেই মারাত্মক নির্জীবতা—যা শিল্পে বিজ্ঞানে অসংখ্য কর্মীরা বহুযত্নে প্রচার করছে ও কাজে খাটাচ্ছে, যাতে প্রতিভার আবির্ভাব অত্যন্তই বিরল হ'তে পারে।

পরস্পরকে খুব ভালোবাসে তারা। প্রেমের অভিজ্ঞতা অনেকের জীবনেই আসে, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না তার মধ্যে অসাধারণ কিছু আছে।

তাদের ধ্বংসোন্মুখ মানুষী অস্তিত্বের ওপর, চিরন্তনের নিশ্বাসের মতো, আবেগের মুহূর্তগুলো যখন নেমে আসতো, তাদের তা মনে হ'তো যেন দিব্য উদ্ভাসের জন্মক্ষণ—তখন আরো গভীর ক'রে তারা উপলব্ধি করতো নিজেদের, এবং এই জীবনকে। আর এখানেই তাদের অসাধারণত্ব।

১১

'নিশ্চয়ই তুমি বাড়ি ফিরে যাবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একদিনও তোমাকে আটকে রাখতে চাইনে আমি। কিন্তু একবার ছাখো তো কী হচ্ছে। তুমি জানোও না যে তুমি যখন অসুস্থ ছিলে তার মধ্যে কতো পরিবর্তন হয়েছে। যে-মুহূর্তে আমরা সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত হলাম, সে-মুহূর্তেই তার ভাঙন আমাদের গ্রাস ক'রে নিলো। এখানকার খাদ্য পাঠানো হচ্ছে মস্কোতে—আর সেখানে এ হ'লো সমুদ্রের বুকে একবিন্দু জলের সমান—এই সব ট্রাক-বোঝাই মাল একেবারে ডুবে যাচ্ছে এক অতল গহ্বরে—আর এদিকে আমাদের জন্য কিছুই নেই। ডাক বন্ধ, যাত্রীবাহী কোনো গাড়ি নেই, সব ট্রেনেই শস্য যাচ্ছে। শহরে তো দারুণ অসন্তোষ, ঠিক গায়িডা-বিদ্রোহের সময় যেমন হয়েছিলো, আর যেন এই প্রকাশ্য অসন্তোষের জবাব হিসেবেই চেকা[১] আবার একেবারে খেপে গেছে।

'কিন্তু কী ক'রে যাবে—এতো দুর্বল আছো! হাড়মাস এক হ'য়ে গেছে যে! সত্যি-সত্যি কি পায়ে হেঁটে যাবে ভাবছো? কোনোদিন পৌঁছতে পারবে না। আর-একটু সুস্থ হ'য়ে নাও, তখন ভেবে দেখা যাবে।

'আমার মত হ'লো আপাতত একটা চাকরি নাও তুমি। নিজের যা পেশা তাই করো না—ওরা সেটা পছন্দই করবে। আঞ্চলিক স্বাস্থ্যবিভাগে কিছু-একটা পেয়ে যাবে।

---

১ চেকা (Chek : রুশ ভাষায় সম্পূর্ণ নামের আদ্যক্ষরের সংযোগে রচিত): ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত রুশীয় গুপ্ত পুলিশবাহিনী। প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টা আবিষ্কৃত হবার পর এই বাহিনী বহু সহস্র নর-নারীকে সন্দেহবশত বিনা বিচারে গুলি ক'রে মারে। ১৯২১ সালে লেনিন চেকা-র বদলে বলশেভিক পুলিশের অন্য একটি বাহিনী স্থাপন করেন, তার নাম OGPU। —অনুবাদকের টীকা।

'কিছু-একটা করতেই হবে তোমাকে। এমনিতেই তো নানারকম মুস্কিল আছে।—তোমার বাবা ছিলেন একজন সাইবেরীয় কোটিপতি, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন, তোমার স্ত্রী একজন স্থানীয় জমিদারের কন্যা, আর তুমি নিজে তো পার্টিজানদের ক্যাম্প থেকে পালিয়েছিলে। এতো সব কি এড়াতে পারবে ভেবেছো? বিপ্লবী সেনাবাহিনী ছেড়ে তুমি চ'লে এসেছিলে—তার মানে তো দেশদ্রোহ। বেকার থাকা তোমার পক্ষে বিপজ্জনক হবে। আমার নিজের অবস্থা তার চেয়ে কিছু ভালো নয় অবশ্য। আমাকেও কোনো-একটা কাজ জুটিয়ে নিতে হবে। এমনিই তো এক আগ্নেয়গিরির মুখের ওপর ব'সে আছি আমি।

'তার মানে? স্ট্রেলনিকভের খবর কী?'

'তার জন্যই তো! তোমাকে তো বলেছি কতো শত্রু ওর। এখন যখন লাল ফৌজ জয়ী হয়েছে তখন দলভুক্ত না-হ'য়েও যে-সব সৈন্যরা অনেক ওপরে উঠেছিলো, আর জেনেও ফেলেছিলো অনেক কিছু, তাদের আর-কোনো আশা নেই।—শুধু যদি বের ক'রে দেয়, নিশ্চিহ্ন না-ক'রে ফেলে, তাহ'লেই ভাগ্য মানবো। বিশেষ ক'রে পাশার খুব বিপদ—ওকে ধ'রে ফেলা সহজ মনে হয়। সে পূর্ব-রাশিয়ায় ছিলো, জানো তো—এখন শুনছি ও লুকিয়ে আছে, পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে খুঁজছে ওরা। কিন্তু এ-বিষয়ে আর কথা না। কাঁদতে ঘেন্না করে আমার, আর একটা কথাও যদি মুখে আনি তাহ'লেই চীৎকার শুরু ক'রে দেবো।'

'ওকে খুব ভালোবাসতে তুমি? এখনো কি বাসো?'

'ত্যাখো, আমি বিয়ে করেছিলাম ওকে, ও আমার স্বামী। আশ্চর্য সৎ, উজ্জ্বল ওর ব্যক্তিত্ব। আমাদের বিয়ে যে সার্থক হ'লো না সেটা অনেকটা আমারই দোষে। ওর যে কখনো কোনো ক্ষতি করেছি আমি তা নয়, তা বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু ও ছিলো অনন্যসাধারণ, অনেক বড়ো, আর—আর আমি তো নেহাৎ নিষ্কর্মা, ওর তুলনায় আমি কিছুই নই। সেটাই আমার দোষ। কিন্তু এ-বিষয়ে দয়া ক'রে কোনো কথা আর বোলো না এখন। পরে কোনো সময়ে তোমাকে আরো অনেক কথা বলবো, কথা দিচ্ছি।

'কী সুন্দর তোমার টোনিয়া। ঠিক বত্তিচেলির ছবি। ওর প্রসবের

সময় আমি ছিলাম ওখানে। খুব ভাব হয়েছিলো আমাদের। কিন্তু ও-বিষয়েও কোনো কথা এখন থাক।

'যা বলছিলাম, এসো আমরা দুজনেই চাকরি নিই। রোজ সকালে কাজে বেরিয়ে যাবো, আর মাসের শেষে কোটি-কোটি রুবলে আমাদের মাইনে আনবো। জানো তো, কিছুদিন আগে পর্যন্তও সাইবেরিয়ার নোট চলতো। তারপর বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে—সেও আজ অনেকদিন হ'য়ে গেলো—তুমি তখন অসুস্থ, দেশে টাকা বলতে কিছুই ছিলো না, সত্যি ছিলো না—ভাবো একবার! কোনোরকমে চালাতাম, আর এখন শুনছি এক ট্রেন বোঝাই নোট নাকি এসেছে, অন্তত চল্লিশ ট্রাক হবে। বড়ো কাগজে লাল আর নীল রঙে ছাপা, ছোটো-ছোটো চৌখুপি কাটা আছে। প্রত্যেকটি নীল চৌখুপির মূল্য হ'লো পঞ্চাশ হাজার আর লাল চৌখুপির মূল্য এক লাখ রুবল। বিশ্রী ছাপা, ফ্যাকাশে রংগুলোও নোংরা।'

'হ্যাঁ, ও-রকম টাকা আমি দেখেছি। আমরা মস্কো ছাড়ার ঠিক আগেই তার প্রচলন হয়েছিলো।'

১২

'ভারিকিনোতে এতোদিন ছিলে কেন? কেউ আছে নাকি ওখানে? আমি তো ভেবেছিলাম কাকপক্ষীও ওখানে নেই, একেবারে ফাঁকা। এতোদিন ধ'রে করলে কী?'

'কাটিয়া আর আমি মিলে তোমার বাড়ি পরিষ্কার করছিলাম। ভেবেছিলাম ফিরে এসেই তুমি ওখানে যাবে, আর বাড়িটার যা হাল হয়েছে, আমি চাইনি তা তোমার চোখে পড়ে।'

'কেন, কী হয়েছে? খুব খারাপ?'

'নোংরা, আগোছালো—আমরা সব ঠিকঠাক করলাম।'

'কেমন সংক্ষেপে জবাব দিচ্ছো—কিছু এড়িয়ে যাচ্ছো যেন। মনে হচ্ছে কিছু গোপন করছো তুমি। তা বেশ—তোমার যা খুশ, আমি জোর করবো না। টোনিয়ার কথা কিছু বলো। বাচ্চা মেয়েটার নাম কী দিলে ওরা?'

'মাশা—তোমার মায়ের নাম।'

'আরো বলো ওদের কথা। সব বলো।'

'লক্ষী তো, এখন না। আমি তো বলেছি তোমাকে, এখনো চোখের জল না-ফেলে এ-সব কথা বলতে পারি না আমি।'

'ঐ সামডেভইয়াটভ—যে তোমাকে ঘোড়া ধার দিয়েছিলো, খুব মজার মানুষ, নয় কি?'

'খুব।'

'জানো তো, ওর সঙ্গে বেশ চেনা আছে আমার। আমরা যখন ওখানে ছিলাম, সব সময় আসা-যাওয়া করতো সে। সব অচেনা চারদিকে, গুছিয়ে বসতে খুব সাহায্য করেছিলো সে।'

'জানি, আমাকে বলেছেন উনি।'

'তোমারও অনেক কাজে লেগেছে নিশ্চয়ই? প্রায়ই দেখা হয় তোমার সঙ্গে?'

'এতো উপকার করেন ভদ্রলোক—একেবারে অভিভূত হ'য়ে আছি। ওঁকে ছাড়া কী ক'রে চলতো জানি না।'

'বুঝতেই পারছি। বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে বোধহয় তোমার সঙ্গে ওর। যখন ইচ্ছে চ'লে আসে হয়তো।'

'সর্বদাই আসে। আসবে না কেন?'

'তুমি পছন্দ করো ওকে? দুঃখিত। ও-কথাটা জিজ্ঞেস করা উচিত হয়নি; তোমাকে প্রশ্ন করার দরকার কী আমার। এটা একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেছে। আমি মাপ চাইছি।'

'আঃ, ঠিক আছে। আমার মনে হচ্ছে তুমি যা জানতে চাও তা হ'লো আমাদের মধ্যে সত্যিকার সম্পর্কটা কী? বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কিছু কি আছে? নিশ্চয়ই নেই। আমার প্রভূত উপকার করেছেন উনি, আর আমি ওঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণগ্রস্ত, কিন্তু আমার ওজনের সমান-সমান সোনাও যদি আমাকে দেন উনি, আমার জন্য নিজের প্রাণ দেন যদি, তাহ'লেও এর চাইতে বেশি কাছে তিনি পাবেন না আমাকে। ওঁর ধরনের মানুষ চিরকালই আমি অপছন্দ করেছি, এদের সঙ্গে কোনো মিল নেই আমার। এই করিৎকর্মা,

আত্মবিশ্বাসী, জবরদস্ত মানুষ—সাংসারিক ব্যাপারে মহামূল্য এরা, কিন্তু হৃদয়ের বেলায়? সেখানে ওদের স্পর্ধিত, আত্মতৃপ্ত পুরুষালির মতো ভয়াবহ আর-কিছু ভাবতে পারি না। জীবন, প্রেম—ও-সব বিষয়ে আমার ধারণা একেবারে আলাদা। সত্যি বলতে, মানুষ হিসেবে আনফিম আমাকে আরেকজনের কথা মনে করিয়ে দেয়, যে ওঁর চেয়েও অপরিসীমরূপে বেশি ঘৃণ্য। আজ আমি যা হয়েছি, তার জন্য ঐ লোকটাই দায়ী।

'বুঝতে পারছি না। কী হয়েছো তুমি? কী ভাবছো তুমি? আমাকে বুঝিয়ে বলো। এ-জগতে তোমার চাইতে ভালো আর কেউ নেই।'

'ইউরা, আমার প্রাণ, কেমন ক'রে ও-কথাটা বলতে পারলে! আমি ঠাট্টা করছি না, অথচ তুমি এমনভাবে আমার স্তুতি করছো যেন ড্রয়িংরুমে ব'সে প্রশস্তি-বিনিময় করছি আমরা। আমি কী-রকম বলো তো? আমার মধ্যে কিছু-একটা ভেঙে গেছে, আমার সারা জীবনের মধ্যেই কিছু-একটা বিকল হ'য়ে গেছে। অল্প বয়সে জীবনকে আমি আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিলাম, আবিষ্কার করতে বাধ্য করা হয়েছিলো আমাকে—জীবনের সবচেয়ে কুৎসিত দিকটাতে আমার চোখ খুলে দেওয়া হয়েছিলো—এক প্রৌঢ় লম্পটের চোখ দিয়ে দেখা জীবনের এক শস্তা, বিকৃত সংস্করণ। তখনকার দিনে যাদের দেখা যেতো—সেই নিষ্কর্মা আত্মসুখী স্বার্থপরের দল, যারা সব-কিছুরই সুবিধে নিয়ে নিজেদের যে-কোনো খেয়াল চরিতার্থ করেছে—লোকটা ছিলো তাদেরই একজন।'

'এবার বোধহয় বুঝতে পারছি। আমারও মনে হ'তো কিছু-একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু একটু দাঁড়াও। ছেলেবেলায় তুমি কতো কষ্ট পেয়েছো তা সহজেই কল্পনা করতে পারি, সে-কষ্ট তোমার বয়সের পক্ষে অনেক বেশি, অনুমান করতে পারি তোমার নিষ্পাপ মন কী-রকম আহত হয়েছিলো, একটি খুব অল্পবয়সী মেয়ের গ্লানিবোধ কী ভীষণ হবে, তাও বুঝি। কিন্তু এ-সবই তো এখন অতীতের কথা। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা এই যে এ নিয়ে তুমি আর কেন দুঃখ পাবে—দুঃখ পাবে অন্যেরা—যারা তোমাকে ভালোবাসে, এই যেমন আমি। যদি সত্যি ও-কথা ভেবে এখনো তুমি কষ্ট পাও, তাহ'লে মাথার চুল ছেঁড়া উচিত আমারই—কেন আমি সে-সময়ে বাধা দিতে পারিনি,

কেন তোমার কাছে ছিলাম না! ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত কিন্তু। আমি পারি শুধু ঈর্ষা করতে—তীব্র ঈর্ষা, মারাত্মক—আর ঈর্ষা কাকে? এমন একজনকে যাকে আমি ঘৃণা করি, যার সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই। আমি শ্রদ্ধা করতে পারি এমন প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে নিজেকেই অন্য রকম মনে হবে আমার। আমার মনে হয় কী জানো? এমন একজন লোক, যাকে আমি বুঝতে পারি, পছন্দ করি—আমি যে-মেয়েটিকে ভালোবাসি সেও যদি তাকেই ভালোবাসে, তাহ'লে আমার কোনো অভিযোগ থাকবে না, তার সঙ্গে ঝগড়া করবো না আমি। বরং বেদনাময় এক ভ্রাতৃত্ব অনুভব করবো তার সঙ্গে। অবশ্য আমার প্রেমিকাকে আমি অন্য কারো সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে চাইবো না। কিন্তু তাকে ছেড়ে দেবো আমি, ভোগ করবো দুঃখ —ঈর্ষা নয়, ঈর্ষার মতো কড়া আর রাগি নয় সেই ভাবটা। ঠিক এই একই ব্যাপার হবে যদি এমন কোনো শিল্পীর সঙ্গে আমার দেখা হয় যিনি, আমি যা করছি তা-ই করছেন, কিন্তু আরো ভালো ক'রে। হয়তো আমার নিজের চেষ্টা বন্ধ ক'রে দেবো তখন, তাঁরটা যখন আরো ভালো হচ্ছে, তখন আর ও-রকমই আর-একটার দরকার কী!

'কিন্তু আমরা অন্য কথা বলছিলাম। অভিযোগ বা অনুতাপ করার মতো তোমার যদি কিছু না-থাকতো তাহ'লে বোধহয় এতো ভালো তোমাকে বাসতে পারতাম না। যারা কখনো হোঁচট খায়নি, চলতে-চলতে একবারও প'ড়ে যায়নি, নিষ্প্রাণ তাদের পুণ্য, বেশি কিন্তু মূল্য নেই তার। তাদের কাছে জীবন তার সৌন্দর্যকে প্রকাশ করেনি।'

'এই সৌন্দর্যের কথাই আমি ভাবছিলাম। সুন্দরকে দেখতে হ'লে—আমার মনে হয়—অটুট কল্পনাশক্তি চাই। দৃষ্টি চাই শিশুর মতো সরল। ঠিক তা-ই থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছিলাম। যদি একেবারে প্রথম থেকেই অন্য একজনের শস্তা চোখ দিয়ে দেখতে না-হ'তো, তাহ'লে হয়তো জীবন বিষয়ে আমারও একটা দৃষ্টি গ'ড়ে উঠতো এতোদিনে। কিন্তু এখানেই শেষ নয় ব্যাপারটার। যেহেতু, একেবারে আরম্ভেই, আমার জীবনের মধ্যে জোর ক'রে ঢুকে প'ড়েছিলো ঐ লম্পট স্বার্থপর লোকটা—আসলে যে একটা মানুষই নয়—সেইজন্যই পরে যখন আমি বিয়ে করলাম সত্যিকার বড়ো একজন

মানুষকে, তখন যদিও আমরা দু'জনেই দু'জনকে ভালোবেসেছিলাম, সেই বিয়ে ধ্বংস হ'য়ে গেলো।'

'একটু দাঁড়াও—তোমার স্বামীর কথা এখনই আমাকে বোলো না। না, তাকে হিংসে করছি না আমি। বলেছি তো তোমাকে, শুধু তাদেরই ওপর আমার হিংসে হয়, যারা আমার চেয়ে নিকৃষ্ট। আগে সেই অন্য লোকটির কথা বলো।'

'কোন লোকটি ?'

'ঐ পিশাচটা। যে তোমার জীবনটাকে নষ্ট করেছে। কে সে ?'

'মস্কোর এক উকিল—বেশ নামজাদা। আমার বাবার বন্ধু। বাবা মারা যাবার পর আমরা যখন খুব দুরবস্থায় পড়েছিলাম তখন সে আমার মায়ের সহায় হয়েছিলো। অবিবাহিত ধনী। সে আসলে যেমনটি, তার চেয়ে তাকে হয়তো অনেক বেশি আলোচনার যোগ্য মনে হচ্ছে—এতো কালো ক'রে আঁকছি ওকে। কিন্তু ওর চেয়ে সাধারণ আর হ'তে পারে না। চাও তো ওর নামও বলতে পারি তোমাকে।'

'দরকার নেই। আমি জানি। একবার তাকে দেখেছিলাম।'

'সত্যি ?'

'একদিন সন্ধেবেলা—তোমাদের হোটেলে—যে-রাতে তোমার মা বিষ খেয়েছিলেন। অনেক রাত তখন। তুমি আমি দু'জনেই তখন স্কুলে পড়ি।'

'ও, মনে পড়েছে। অন্য একজনের সঙ্গে তুমি এসেছিলে। লবির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলে তোমরা। আমার নিজের কখনো মনে পড়তো কিনা জানি না, কিন্তু তুমি বোধহয় আগে একবার মনে করিয়ে দিয়েছিলে, নিশ্চয়ই মেলিউজেইয়েভোতে।'

'কমারোভস্কি ছিলো সেখানে।'

'ছিলো বুঝি ? তা হবে। ওর সঙ্গে আমাকে দেখাটা আর আশ্চর্য কী। প্রায়ই তো একসঙ্গে থাকতাম।'

'লাল হচ্ছো কেন ?'

'তোমার মুখে কমারোভস্কির নাম শুনে। ওর নাম না শুনে-শুনে এমন অভ্যেস হ'য়ে গেছে যে চমকে উঠেছিলাম।'

'সেই রাত্রে আমার সঙ্গে গিয়েছিলো আমার এক স্কুলের বন্ধু, সে আমাকে যা বলেছিলো তা এই। এর আগে অত্যন্ত এক অদ্ভুত জায়গায় কমারোভস্কিকে সে দেখেছিলো। সে ভোলেনি কথাটা, যদিও তখন সে খুব ছোটো—আমার ঐ বন্ধু—মিশা গর্ডন তার নাম—ট্রেনে যেতে-যেতে আমার কোটিপতি বাবার আত্মহত্যার দৃশ্য দেখেছিলো সে। একই ট্রেনে যাচ্ছিলো ওরা। জীবনটাকে শেষ ক'রে দেবার জন্য চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েন আমার বাবা, প'ড়ে মারা যান। তাঁর সঙ্গে চলেছিলো তাঁর উকিল—এই কমারোভস্কি। বাবাকে নেশা ধরিয়ে ব্যাবসায় গোলমাল বাধিয়ে লাল বাতি জ্বালার প্রান্তে নিয়ে এসে, তাঁকে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার মুখে ঠেলে দিলে লোকটা। ওর জন্যই বাবা প্রাণ হারালেন নিজের, আর আমি অনাথ হলাম।'

'সত্যি? কী বলছো তুমি? কী অদ্ভুত কথা। এ কি সত্যি হ'তে পারে? তাহ'লে তোমার জীবনেও ও দুঃখের ছায়া ফেলেছে! এতে আমরা দু'জনে আরো আপন হলাম, তাই নয়কি, যেন সবই আগে থেকেই ঠিক হ'য়ে ছিলো!'

'এই সেই লোক যাকে আমি চিরকাল, অচিকিৎস্যরূপে, উন্মাদের মতো ঈর্ষা করবো।'

'এ-কথা কী ক'রে বলতে পারলে? বুঝতে পারো না, ওকে আমি ভালোবাসিনি, ওকে ঘেন্না করে আমার।'

'নিজেকে কি অতো ভালো ক'রে জানা যায়? মানুষের চরিত্র এতো রহস্যময়, এমন আত্মবিরোধে ভরা! এই যে তোমার ঘৃণা—হয়তো এরই মধ্যে এমন কিছু আছে যা তোমাকে বেঁধে রাখবে তার সঙ্গে—যাকে তুমি স্বাধীনভাবে বাধ্য হ'য়ে ভালোবাসলে, তার সঙ্গেও অতো দৃঢ় হবে না তোমার বন্ধন।'

'এ কী ভীষণ কথা বলছো তুমি! আর এমন ক'রে বলছো যে মনে হচ্ছে এই পাশবিক, অস্বাভাবিক কথাটাও সত্যি হ'তেও পারে বা। তুমি বললে ঐ রকমই মনে হয় আমার। কিন্তু কী জঘন্য!'

'ভয় পেয়ো না তুমি, কান দিয়ো না আমার কথায়। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে যা-কিছু অন্ধকার, অচেতন, যার সঙ্গে কথা বলা যায় না,

যার বিষয়ে কোনো ধারণা করা যায় না, সেগুলোকে ঈর্ষা না-ক'রে আমি পারি না। আমার হিংসে হয় তোমার চুলের বুরুশটিকে, তোমার গায়ের ঘামের বিন্দুটিকে, যে-বাতাসে তুমি নিশ্বাস নাও তার বীজাণুগুলা, যা তোমার রক্তে মিশে তাকে বিষাক্ত ক'রে তুলতে পারে—সেগুলোকেও হিংসে হয় আমার। আর ঠিক এই একই ভাবে আমি ঈর্ষা করি কমারোভস্কিকে, কোনো ছোঁয়াচে রোগের মতো ওকে আমার মনে হয়, মৃত্যু যেমন নিশ্চিত-ভাবে একদিন আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাবে ঠিক তেমনিভাবেই ও যেন তোমাকে নিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে। তোমার মনে হ'তে পারে যে রাশি-রাশি বাজে বকছি। কিন্তু এর চেয়ে ভালোভাবে আমি বলতে পারি না। আমি ভালোবাসি তোমাকে—সেই ভালোবাসা স্মৃতিকে ছাড়িয়ে যায়, মনকে ছাড়িয়ে যায়, তার কোনো পরিমাণ নেই।'

১৩

'তোমার স্বামীর কথা আরো বলো। সে হ'লো—"দুর্গতির অম্লগ্রন্থে লিপিবদ্ধ সে আমার পাশে—" শেক্সপীয়র থেকে বলছি।'

'কোথায় আছে এ-কথাটা ?'

'রোমিও জুলিয়েটে।'

'অনেক তো বলেছি তোমাকে—সেই যখন মেলিউজেইয়েভোতে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—তখনই শুনলাম যে পাশার চরেরা তোমাকে গ্রেপ্তার ক'রে ওর ট্রেনের কামরায় তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলো। হয়তো বলেছি তোমাকে, কিংবা হয়তো বলেছি ব'লে ভাবছি—একবার ও যখন গাড়িতে উঠছিলো তখন ওকে দূর থেকে আমি দেখেছিলাম - যদিও ওকে ঘিরে কতো যে পাহারাদার ছিলো তা বুঝতেই পারো! দেখলাম ও একটুও বদলায়নি। সেই সুন্দর, সৎ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখশ্রী, মুখের ভাবে ও-রকম সততা আমি জীবনে আর দেখিনি। সেই পুরুষোচিত, সরল চরিত্র, কোনোরকম ন্যাকামি বা ভানের ছায়ামাত্র নেই। কিন্তু একটা তফাৎ তবু লক্ষ্য করলাম, তাতে উদ্বিগ্ন না-হ'য়ে পারিনি।

'কী যেন একটা দেখেছিলাম তার মুখের ভাবে—তা এমন নির্বস্তুক যেন তার স্বভাবের সব রং ধুয়ে গেছে। একটা জীবন্ত মানুষের মুখ যেন নয় আর, হ'য়ে উঠেছে কোনো নীতি বা ধারণার প্রতিরূপ। এটা লক্ষ্য ক'রে ভীষণ বিচলিত হয়েছিলাম। বুঝেছিলাম যে যার কাছে নিজেকে সে সমর্পণ করেছে তা মহৎ ও করুণাহীন, মানুষকে তা তিলে-তিলে মেরে ফ্যালে—আর ওকেও তা শেষ পর্যন্ত নিষ্কৃতি দেবে না। মনে হয়েছিলো ও যেন চিহ্নিত, আর সেই চিহ্নটি হ'লো এই।' কিন্তু বোধহয় আমি গুলিয়ে ফেলেছি সব। বোধহয় ওর সঙ্গে তোমার দেখা হবার কথা তুমি যা বলেছো তারই প্রভাব পড়েছে আমার ওপর। মানতেই হবে তুমি আমাকে নানাভাবে আচ্ছন্ন করেছো—পরস্পরকে ভালোবাসার কথা বাদ দিয়েই বলছি।'

'বিপ্লবের আগে থেকেই তো তুমি ওর সঙ্গী। সে-কথা কিছু বলো।'

'অনেকদিন আগে, তখনো আমি ছেলেমানুষ, আমার খুব ঝোঁক ছিলো পবিত্রের দিকে। পাশার মধ্যে আমার সেই আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা পেলাম। জানো, বলতে গেলে একই বাড়িতে বড়ো হয়েছি আমরা—পাশা, গালিউলিন আর আমি। পাশা যখন খুব ছোটো, তখন থেকেই ও আমাকে নিয়ে মোহিত। আমাকে দেখলেই লাল হ'য়ে উঠতো কি হ'য়ে যেতো ফ্যাকাশে। এ-ভাবে বলাটা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু আমি বুঝিনি বললেও মিথ্যে বলা হবে। ওর ছিলো এক সর্বগ্রাসী ছেলেমানুষি আবেগ, যা ছেলেমানুষেই লুকিয়ে রাখে—আত্মসম্মানে আঘাত লাগার ভয়ে। কিন্তু তার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই সব বোঝা যেতো। ঘন-ঘন দেখাশোনা হ'তো আমাদের। তোমার আর আমার মধ্যে যতোটা মিল, ওর সঙ্গে আমার ছিলো ততোটাই তফাৎ। সেখানেই—তখনই—আমি মনে-মনে তাকে বরণ করেছিলাম। স্থির করেছিলাম বড়ো হ'য়েই এই মনোমুগ্ধকারী ছেলেটিকে আমি বিয়ে করবো। মনে-মনে ওর বাগ্‌দত্তা হ'য়ে গেলাম আমি।

'অসাধারণ ওর প্রতিভা, তা তো জানো। ওর বাবা ছিলেন একজন সাধারণ সিগন্যালমান, না কি রেলের গার্ড, ঠিক জানি না কী। কিন্তু পাশা—নিছক বুদ্ধির জোরে, খাটুনির জোরে আজকালকার কলেজি শিক্ষার—বলতে যাচ্ছিলাম উঁচুতে, কিন্তু সত্যি বলতে শীর্ষস্থলে উঠলো—তাও দু-দুটো

বিষয়ে, গণিত ও প্রাচীন সাহিত্যে। হাজার হোক, এ তো একটা সোজা কথা নয়!'

'কিন্তু—যদি পরস্পরকে এতোই ভালোবাসতে তোমরা—তাহ'লে তোমাদের বিবাহিত জীবন নষ্ট হ'লো কেন?'

'এ-কথার জবাব দেওয়া বড্ড শক্ত। তবু তোমাকে বলার চেষ্টা করি। কিন্তু তুমি এতো বোঝো যে তোমার কাছে কিছুর ব্যাখ্যা করাটা নিতান্ত হাস্যকর। তুমি তো জানোই মানুষের জীবনে, রাশিয়ার জীবনে, কী ওলোট-পালোট শুরু হয়েছে, কেন ভেঙে যাচ্ছে তোমার আমার মতো অসংখ্য সংসার। হায় অদৃষ্ট, এর কি আর কোনো ব্যক্তিগত কারণ থাকে, এ কি আর মিল, অমিল, স্বভাবের পার্থক্য, প্রেম কি অপ্রেমের প্রশ্ন! যা-কিছু স্থির, স্থাপিত, ঘর, সংসার, শৃঙ্খলা, দৈনন্দিন জীবন—এ-সব বলতে যা-কিছু বোঝায়, সব ধুলোর মধ্যে গুঁড়িয়ে গেলো। সারা দেশে তোলপাড়, সমাজকে পুরোপুরি ঢেলে সাজা হচ্ছে—তার ধাক্কা কেমন ক'রে সামলানো যাবে? যা-কিছু মানুষের মতো বাঁচার উপায়, সব বিধ্বস্ত, সব বিচূর্ণ। প'ড়ে আছে মানুষের নগ্ন আত্মাটুকু, কাঁপছে, শেষ আবরণটুকু ছিন্ন তার। মানুষের আত্মার এই উলঙ্গ তেজ—তা তো কোনো বদলের ধার ধারে না, কেননা চিরকাল তা হিম, কম্পিত, তা পৌঁছতে চায় নিকটতম প্রতিবেশীর দিকে, যে তারই মতো হিম আর নিঃসঙ্গ। তুমি আর আমি পৃথিবীর আরম্ভে সেই আদিম দুই মানুষের মতো, যাদের কোনো আবরণ ছিলো না—তুমি আর আমি তাদেরই মতো নগ্ন, তাদেরই মতো গৃহহীন। সেই দুই আদি মানুষের কতো হাজার বছর কেটে গেলো! এর মধ্যে যে-অপরিমাণ মহিমার সৃষ্টি হয়েছে জগতে, তুমি আর আমি তারই সর্বশেষ স্মৃতি, সেই হারিয়ে-যাওয়া ঐশ্বর্যের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছি আমরা, ভালোবাসছি, কাঁদছি, আঁকড়ে ধরছি পরস্পরকে।'

১৪

লারা একটু চুপ ক'রে থাকলো, তারপর আরো শান্ত হ'য়ে বলতে শুরু করলো :

'বলছি তোমাকে, শোনো। স্ট্রেলনিকভ যদি আবার পাশা আন্টিপভ হয়, যদি এই বিক্ষোভ আর বিদ্রোহ সে ত্যাগ করে, যদি সময়ের গতি উল্টো দিকে ফিরে যায়, দৈবের দয়ায় কোথাও যদি দেখতে পাই আমাদের বাড়ির জানলায় আলো জ্বলছে, পাশার টেবিলে বইপত্রের ওপরে আলো—আর তা যদি হয় পৃথিবীর শেষতম সীমায় তাহ'লে—তাহ'লেও বুকে হেঁটে হামাগুড়ি দিয়ে আমি যাবো সেখানে। যা-কিছু আমার আছে সব ছুটে যাবে তার দিকে। অতীত, অতীতের প্রতি নিষ্ঠা—এরা এসে ডাক দিলে কিছুতেই আমি নিঃসাড় থাকতে পারবো না। তার জন্য সব ছাড়তে পারি আমি—যতো দামিই তা হোক না কেন। এমনকি তোমাকে পর্যন্ত। এমনকি আমাদের এই ভালোবাসা—এতো স্বাভাবিক, এতো ভালো, যা এমনভাবে আমার অংশ হ'য়ে গেছে—তাও ছাড়তে পারি। আ—ক্ষমা কোরো আমাকে, ঠিক এ-কথা আমি কিন্তু বলতে চাইনি। না, এটা সত্যি নয়।'

ইউরির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো লারা, তার চোখে জল, কিন্তু তক্ষুনি সামলে নিলে নিজেকে, কান্না মুছে ফেলে বললে :

'টোনিয়ার কাছে তুমি যে ফিরে যেতে চাও, তাও কি ঠিক এমনি কর্তব্যের তাগিদে নয়? হা ভগবান, কী দুঃখী আমরা! কী হবে আমাদের? কী করা উচিত এখন?'

আবার, একটু শান্ত হ'য়ে নিয়ে বললে :

'কিসে আমাদের সুখ-শান্তি নষ্ট হ'য়ে গেলো, তা কিন্তু এখনো বলা হয়নি তোমাকে। পরে আমি সব স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম। সব বলছি তোমাকে। এ-গল্প শুধু আমাদেরই নয়, এমনি দুর্ভাগা যে কতো আছে, তার অন্তও নেই।'

'বলো, লারা! কতো জানো তুমি, কতো বোঝো! সব কথা বলো।'

'যুদ্ধের দু'বছর আগে আমাদের বিয়ে হ'লো। ঠিক যখন আমরা গুছিয়ে বসবো, ঘর বাঁধবো, তখন শুরু হ'লো যুদ্ধ। এখন মনে হয় সব-কিছুর জন্য যুদ্ধই দায়ী—যতো দুঃখ কুকুরের পালের মতো আজও আমাদের তাড়া

ক'রে ফিরছে। আমার ছেলেবেলার দিনগুলো কেমন ছিলো, তা স্পষ্ট মনে আছে আমার। ছিলো এমন সময়, যখন গত শতাব্দীর শান্তি ছিলো আমাদের চোখে—সেটাই ছিলো সকলের স্বীকৃত। আমরা ধ'রেই নিয়েছিলাম যে বুদ্ধির পরামর্শই মান্য, আর বিবেক যা বলে সেটাই ঠিক—স্বাভাবিক। মানুষের হাতে মানুষ মরেছে—এটা ছিলো তখন ব্যতিক্রম, সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত, ক্বচিৎ তা ঘটতো। শুধু নাটক, খবরের কাগজ আর গোয়েন্দা-কাহিনীতেই হত্যাকাণ্ড ঘটতো, দৈনন্দিন জীবনে নয়।

'আর তারপরেই সেই শান্ত, সুরেলা, নির্দোষ জীবন থেকে এক লাফে এই খুনোখুনি, আর এই কান্না, সকলেই যেন একসঙ্গে খেপে গেলো, বর্বরের মতো, রক্তপাত হ'লো নিয়ম, প্রতিদিনের, প্রতি মুহূর্তের নিয়ম—সেটাই আইনসংগত, সেটাই পুরস্কৃত।

'কিন্তু এ-রকমভাবে চললে কোনো-একদিন শাস্তি পেতেই হবে। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমার চেয়েও ভালো মনে আছে—কেমন ক'রে ক্ষ'য়ে যেতে লাগলো সব, সব-কিছু ভেঙে পড়তে লাগলো একসঙ্গে—খাবার জিনিসের সরবরাহ, ট্রেনের চলাচল, গার্হস্থ্য জীবনের ভিত্তি, সচেতন নীতিবোধ—সব।'

'থেমো না। এর পরে তুমি কী বলবে আমি জানি। এ-সবের মধ্য থেকে কী সুন্দর অর্থ তুমি নিংড়ে বের করেছো! তোমার কথা শুনে আনন্দ হয়।'

'এই সময়েই মিথ্যা এলো রাশিয়াতে—আমাদের রুশভূমিতে। যা সবচেয়ে দুঃখের, সমস্ত পাপের যা মূল, তা হ'লো এই যে ব্যক্তিগত মতামতের ওপর আর আস্থা রইলো না। আপন নীতিবোধকে মেনে চলা—তা লোকের চোখে সেকেলে হ'য়ে গেলো; তারা ভাবলে যে এখন তাদের একই সুরে কোরাস গাওয়া উচিত, অন্যেরা যা ভাবছে সেইটেই তাদের বাঁচবার উপায়। এ-সব মতবাদ জোর ক'রে ঠেসে দেওয়া হ'লো সকলের গলার মধ্যে। দেখা দিলো চকচকে বুলির জবরদস্তি—প্রথমে জারিস্ট, তারপর বিপ্লবী বুলির।

'মড়কের মতো ছড়িয়ে পড়লো এই পাপ। সকলের ছোঁয়াচ লাগছে।

তা পচিয়ে দিলে সব—কিছুই রইলো না যার ওপর তার ছাপ না পড়লো। আর আমাদের সংসারেও তাকে ঠেকাতে পারলাম কই। কিছু-একটা বিকল হ'য়ে গেলো। কোথায় আগের মতো স্বাভাবিক সহজ থাকবো, তা নয়—মূর্খের মতো ঝাঁকালো হ'য়ে উঠলাম পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে। কথাবার্তায় মেকি সুর লাগলো, বিশ্রী চেষ্টা, বিশ্রী দেখানোপনা। জগতের সব বড়ো-বড়ো ব্যাপারে চালাক-চতুর কথা না-বললে কী চলে? কেমন ক'রে এটা হ'লো যে পাশার চোখে এই মিথ্যেটা ধরা পড়লো না—যে-পাশা সমস্ত বিষয়ে এতো বুদ্ধিমান, নিজের ওপর প্রচণ্ড দাবি করতে যার ভয় নেই, এমন নির্ভুলভাবে যে বুঝতে পারে কোনটা সত্য আর কোনটা ছলনামাত্র?

'কিন্তু ঠিক এখানেই সে ভীষণ ভুল করলো, মারাত্মক ভুল। যুগধর্মকে ভুল বুঝলো সে, এই সর্বস্পর্শী সামাজিক পাপকে ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া ক'রে নিলে। আমাদের বাঁধা বুলি, আমাদের অস্বাভাবিক সরকারি কণ্ঠস্বর শুনে সে ভাবলো যে আসলে সে নিজেই খুব সাধারণ, বলতে গেলে কিছুই-না—তাকে বোঝাবার জন্যেই ও-রকম কথা বলছে সবাই। তুমি অবাক হবে, ইউরি, তোমার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকবে যে এ-রকম তুচ্ছ, বাজে একটা ব্যাপার আমাদের বিবাহিত জীবনের ভিৎ টলিয়ে দিলে। তুমি ভাবতে পারবে না এগুলো কী সংঘাতিক হ'য়ে উঠলো, এই ছেলেমানুষিতে বিশ্বাস ক'রে কী-রকম মূঢ়ের মতো কাজ করতে লাগলো পাশা।

'কেউ বলেনি তাকে যুদ্ধে যেতে। কেন গেলো, জানো? সে ভাবলে সে আমাদের ভার হ'য়ে উঠেছে, চাইলো আমাদের নিষ্কৃতি দিতে। সেই হ'লো তার সব পাগলামির আরম্ভ। যাতে রাগের কোনো কথাই নেই তাতেও সে রেগে উঠতে লাগলো, কোনো, দাম্ভিক, বিগড়ে-যাওয়া সদ্যযুবকের মতো। ঘটনার গতি দেখে তার মুখ কালো হয়, ঝগড়া করে সে ইতিহাসের সঙ্গে। আজ পর্যন্ত সেই ঝগড়া মেটেনি তার। সেইজন্যেই এমন উন্মাদের মতো তার উত্তেজনা। তার এই মূঢ় উচ্চাশাই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাকে। হা ঈশ্বর—যদি আমি তাকে বাঁচাতে পারতাম!'

'লারা—তোমার ভালোবাসায় এতো জোর, এতো পবিত্রতা!

ভালোবাসো, আরো ভালোবাসো তুমি ওকে, আমি একটুও ঈর্ষা করবো না। কখনোই তোমার পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়াবো না আমি।'

১৫

প্রায় অলক্ষিতেই যেন গ্রীষ্ম এলো সেবার, এসে চ'লে গেলো। ইউরি সেরে উঠলো। মস্কো যাবার মৎলব এঁটে—একটি নয়, তিন-তিনটে অস্থায়ী চাকরি নিলে সে। টাকার দাম দ্রুত ক'মে যাচ্ছে, কোনোমতেই আর কুলোতে চায় না।

কাক-ভোরে ঘুম থেকে ওঠে ইউরি, তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে, মার্চেন্ট স্ট্রীট ধ'রে, 'দানব' সিনেমার পাশ দিয়ে উরালের কসাকবাহিনীর প্রাক্তন ছাপাখানা—এখন যার নতুন নামকরণ হয়েছে 'লোহিত মুদ্রণালয়'—সে-পর্যন্ত চ'লে যায়। গোরোডস্কাইয়া স্ট্রীটের মোড়ে টাউন-হলের দরজায় বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে 'অভিযোগ'। পার্ক পেরিয়ে বুইয়ানোভকা স্ট্রীটে ঢুকে পড়ে সে, হাসপাতালে পৌঁছে সেনাবাহিনীর বহির্বিভাগের পেছনের দরজা দিয়ে তার কর্মস্থলে প্রবেশ করে। এটাই তার আসল চাকরি।

তারার বাসা থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তাটা প্রায় আগাগোড়াই বড়ো-বড়ো ঝুঁকে-পড়া গাছের ছায়ায় ঢাকা, খাড়া ছাদওলা অদ্ভুত ধরনের ছোটো-ছোটো কাঠের বাড়ি পেরিয়ে যেতে হয়, তাদের দরজাগুলোতে নানারকম কাজ করা, আর জানলার চারপাশ ঘিরে খোদাই-করা ছবি দেখা যায়। হাসপাতালের ঠিক পাশের বাড়িটা একটি বাগানের মধ্যিখানে, বাড়িটারই বাগান; গোরেগ্লিয়াডভ নামে এক ব্যাবসাদারের বিধবা স্ত্রীর বাস্তুভিটে এটি। মস্কোর পুরোনো জমিদার-বাড়ির মতো তার দেয়ালগুলি রুহিতনের ছাঁচে চকচকে চৌকো টালি দিয়ে ঢাকা।

সপ্তাহ হয় দশদিনে। তারই মধ্যে তিন-চারবার ক'রে মিয়াস্কি স্ট্রীটে ইউরিয়াটিন স্বাস্থ্যদপ্তরের বোর্ডের সভায় ইউরিকে হাজিরা দিতে হয়।

শহরের অন্য প্রান্তে আগে স্ত্রীরোগ-বিজ্ঞানের একটি প্রতিষ্ঠান ছিলো, সামডেভইয়াটভের বাবা তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার জন্য এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন সেই মহিলা। এখন তার নতুন নাম

হয়েছে রোজা লুক্সেমবুর্গ[১] ইনষ্টিটিউট। সেখানে অল্প সময়ে নতুন ধরনে ব্যবচ্ছেদ ও চিকিৎসাশাস্ত্র পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে, ইউরি সেখানে রোগ-নির্ণয়ের সাধারণ লক্ষণ ও অন্য নানা ঐচ্ছিক বিষয়ে বক্তৃতা দেয়।

ক্লান্ত, ক্ষুধিত হ'য়ে রাত্রে বাড়ি ফিরে সে দেখতে পায় লারা তার ঘরের কাজ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে—কখনো স্যাখে রান্নায় ব্যস্ত, কখনো বা কাপড় কাচায়। ঘাগরা উঁচু ক'রে জামার হাতা গুটিয়ে নিয়ে, আলুথালু চেহারায়, এই কেজো জীবনযাত্রার গদ্যময়তায় তার যে-রূপ উন্মোচিত হয়, তা দেখে ইউরির তাকে মনে হয় রানীর মতো রূপসী, প্রায় ভীত হ'য়ে পড়ে সেই সুগম্ভীর রূপের সামনে। বল-নাচে যাবার সময়, উঁচু হিলের জুতোয় আরো লম্বা হ'য়ে, লুটিয়ে-পড়া বুক-পিঠ-খোলা গাউন পরলে যা হয় তার চেয়ে আরো তীব্র এই রূপ—যেন দম আটকে আসে।

হয় সে রাঁধে, নয় কাপড় কাচে, আর সেই সাবান-গোলা জল দিয়েই মেঝে ঘষে আর নয়তো আরো শান্তভাবে তাদের তিনজনের জন্য জামা-কাপড় সেলাই করে বা ইস্ত্রি করে—তখন আর অতো লাল হ'য়ে ওঠে না তার মুখ। কিংবা যখন রাঁধাবাড়া, কাপড় কাচা কি মেঝে নিকানো শেষ হ'য়ে গেছে, তখন সে কাটিয়াকে পড়াতে বসে। আর নয়তো পুনর্গঠিত নতুন স্কুলে যাতে আবার পড়াবার কাজ পায়, সেইজন্য নতুন ক'রে রাজনৈতিক শিক্ষা অর্জন করার জন্য পাঠ্য বইয়ে মুখ ডুবিয়ে ব'সে থাকে।

ইউরির যতোই মনে হয় লারা আর কাটিয়া তার আপন জন, ততোই সে চেষ্টা করে যাতে এই পারিবারিক জীবনকে সে তার প্রাপ্য ব'লে না ভাবে, নিজের স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কর্তব্যের কথা ভেবে ততোই কঠিনভাবে নিজেকে সংবৃত করে, তার বিশ্বাসভঙ্গের বেদনাকে জাগিয়ে রাখে। এই যে তার সংযম, এতে লারা কিংবা কাটিয়ার প্রতি অসম্মানজনক কিছু ছিল না; বরং

১ Rosa Luxemburg (১৮৭০-১৯১৯): অন্যতম জর্মান বিপ্লবী নেতা, ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেন। এঁর জন্ম পোলিশ রাশিয়াতে, জর্মান বিবাহ ক'রে জর্মান নাগরিক হন, খর্বাকৃতি ও খঞ্জ হওয়া সত্ত্বেও—কিংবা সেইজন্যেই—এঁর মার্ক্সীয় বিপ্লববাদে অসাধারণ উগ্রতা ছিলো। বার্লিনের এক বিপ্লবের সময় গ্রেপ্তার হ'য়ে ইনি সৈন্যদের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

—অনুবাদকের টীকা

তাতে ধরা পড়লো এমন একটি শ্রদ্ধা, কোনো অশিষ্ট ঘনিষ্ঠতা যার ধারে-কাছে আসতে পারে না।

কিন্তু তার এই আত্মবিরোধের বেদনা ও যন্ত্রণা তাকে মেনে নিতে হ'লো; কোনো ক্ষত যদি কখনো না শুকোয় আর মাসে-মাসেই উগ্র হ'য়ে ওঠে, সেটাকে যেমন মেনে নেয় মানুষ, তেমনি এটাতেও তার অভ্যেস হ'য়ে গেলো।

১৬

এমনি ক'রে কাটলো দু'তিন মাস। তারপর অক্টোবর মাসে ইউরি একদিন লারাকে বললো:

'জানো? মনে হচ্ছে আমাকে জোর ক'রে কাজ থেকে ইস্তফা দেওয়ানো হবে। চিরদিন একই ব্যাপার—বারে-বারে এই রকম হচ্ছে। প্রথমে সব-কিছুই চমৎকার।—"এসো, চ'লে এসো। খাঁটি কাজের লোক চাই আমরা, চাই চিন্তাশক্তি, নতুন চিন্তা বিশেষ পছন্দ করি। তার চেয়ে ভালো আর কী হ'তে পারে? এসো, তোমার কাজ করবে এসো, গবেষণা করো, সংগ্রাম চালিয়ে যাও।"

'তারপর কাজ করতে গিয়ে তুমি দেখলে, চিন্তা বলতে ওরা বোঝে শুধু বাগাড়ম্বর—বিপ্লবের আর এই রাজত্বের গালভরা পচা প্রশংসা। আমি ক্লান্ত হ'য়ে গেছি, আর সহ্য হয় না। ও-সব আমার আসেও না ঠিক—একেবারেই আসে না।

'হয়তো তাদের দিক থেকে তাদের মতটাই ঠিক। বলা বাহুল্য, তাদের সপক্ষে আমি নই। তবে, ওরা এক-একটি উজ্জ্বল নায়ক, আর আমি অত্যাচার ও কুসংস্কারের পক্ষপাতী এক ইতরজন—এই কথাটা আমি মেনে নিতে পারি না। নিকোলাই ভেডেনিয়াপিনের কথা তুমি শুনেছো কখনো?'

'বাঃ নিশ্চয়ই। তুমি আসার আগেই তাঁর কথা শুনেছি, তাছাড়া তুমি নিজেই অনেক বলেছো। সিমা টুন্টসেভা প্রায়ই বলে তাঁর কথা, সে আবার তাঁর মস্ত ভক্ত। লজ্জার কথা, আমি তাঁর বই একটিও পড়িনি। দার্শনিক প্রবন্ধ আমার তেমন ভালো লাগে না। আমার মতে আর্ট আর জীবন হ'লো আসল, মাঝে-মাঝে দর্শনের ফোড়ন দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু দর্শনেই

বিশেষজ্ঞ হওয়া! যদি কেউ মশলা চাটনি ছাড়া আর-কিছু না খায়, এ যেন সেই রকম। এই ছাখো, আমার আজে-বাজে কথায় তোমার কথা হয়তো গুলিয়ে গেলো. দুঃখিত।'

'না, তা নয়, আমারও ঠিক তা-ই মনে হয়। তা আমার সেই মামার কথা—তাঁর প্রভাবে আমার নষ্ট হ'য়ে যাবার কথা ছিলো। আমি যে স্বজ্ঞায় বিশ্বাস করি, ওটা আমার অন্যতম পাপ। অথচ কী হাস্যকর ছাখো—রোগনির্ণয়ের ব্যাপারে আমি নাকি আশ্চর্য—এই ব'লে ওরাই চ্যাঁচামেচি করে—আর সত্যি বলতে অসুখ ধ'রে ফেলতে সাধারণত আমার ভুল হয় না। তুমিই বলো, সমস্ত ব্যাপারটা এক পলকে বুঝে ফেলার এই যে ক্ষমতা, এ যদি স্বজ্ঞা না হয় তাহ'লে আর কী? অথচ স্বজ্ঞাকে ওরা ঘৃণা করে।

'আর-একটা ব্যাপার নিয়ে সম্প্রতি আমি ভাবছি খুব—সে হ'লো জীবজগতে অনুকৃতি, যাকে বলে মাইমেসিস। পারিপার্শ্বিকের বর্ণের সঙ্গে জীবজন্তু কী ক'রে তাদের বহিরবয়বকে মিলিয়ে নেয়, এই অনুকরণের তত্ত্ব আমাকে মুগ্ধ করে। অন্তর ও বহির্জগতের সম্বন্ধের ওপর আশ্চর্য আলো ফ্যালে এই অনুকরণ—আমার তা-ই ধারণা।

'তা, আমি তো পড়াতে গিয়ে সাহস ক'রে এ-সব কথা ব'লে ফেলেছিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে ঐকতান উঠলো: "আদর্শবাদ, অতীন্দ্রিয়বাদ, গ্যেটের প্রাকৃত দর্শন, নব্য শেলিংবাদ[১]।"

'এখন আমার বেরিয়ে আসা উচিত। যতোদিন না তাড়িয়ে দিচ্ছে হাসপাতালে থাকবো অবশ্য, কিন্তু ঐ ইনস্টিটিউট ও স্বাস্থ্যদপ্তরের কাজে ইস্তফা দেবো ভাবছি। তুমি উদ্বিগ্ন হোয়ো না, কিন্তু মাঝে-মাঝে আমার মনে হয়, যে-কোনোদিন এরা এসে আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যেতে পারে।'

'ভগবান না করুন! এখনো ব্যাপার ততোদূর গড়ায়নি ভাগ্যিশ। কিন্তু তুমি ঠিকই বলেছো। সাবধানের মার নাই। আমি লক্ষ্য করেছি, এই নতুন সরকারের হাতে ক্ষমতা এলেই পর-পর কতোগুলো অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রথম অবস্থায় যুক্তির জয়—সমালোচনা, কুসংস্কারের উচ্ছেদ—ইত্যাদি।

১ Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph Von (ফ্রীডরিখ হ্বিলহেলম য়োজেফ ফন): ১৭৭৫-১৮৫৪, অগ্রগণ্য জর্মান রোমান্টিক দার্শনিক।—অনুবাদকের টীকা

'তারপর দ্বিতীয় পর্যায়। তখন শুরু হয় বিরোধীদের নিয়ে মাথাব্যথা। কোন শত্রু বন্ধুতার ভেক ধরেছে, কে গলগ্রহ—এই সব আরকি। বেড়ে ওঠে সন্দেহ—তারপর স্পাই, ষড়যন্ত্র, বিদ্বেষ। ঠিক বলেছো তুমি এই দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হচ্ছে।

'একটা দৃষ্টান্ত দিই তোমাকে। স্থানীয় বিপ্লবী বিচারসভা খোডাটস্কোয়ে থেকে দু'জন নতুন সভ্যকে বদলি করিয়ে এনেছে—তারা মজুর শ্রেণীর, আগে রাজনৈতিক বন্দী ছিলো, টিভেরজ্বিন আর আন্টিপভ।

'দু'জনেই খুব ভালো ক'রে চেনে আমাকে, একজন তো শাদা কথায় আমার শ্বশুর। অথচ তারা আসার পর থেকেই, এই সম্প্রতি, আমি সত্যি-সত্যি কাটিয়ার আর নিজের জন্য প্রাণের ভয়ে কাঁপছি। আন্টিপভ অপছন্দ করে আমাকে, তারা দু'জনেই যা-খুশি তা-ই করতে পারে। বিপ্লবের উচ্চতর ন্যায়নিষ্ঠার প্রমাণ দেবার জন্য তারা যদি একদিন আমাকে বধ করে তাতে অবাক হবো না। এমনকি পাশাকে মেরে ফেলতেই বা কতক্ষণ।'

অল্প দিনের মধ্যেই এই আলোচনার পরিশিষ্ট ঘ'টে গেলো। হাসপাতালের পাশেই, ৪৮ নম্বর বুইয়ানোভকা স্ট্রীটে, বিধবা গোরেগ্লিয়াডোভার বাড়িতে একদিন রাত্রে খানাতল্লাসি হ'য়ে গেলো। বেরিয়ে পড়লো অস্ত্রশস্ত্রের এক চোরাই মালখানা, ধরা পড়লো এক প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত। অনেককে গ্রেপ্তার করা হ'লো, গ্রেপ্তার আর খানাতল্লাসির ঢেউ ব'য়ে গেলো একেবারে। চাপা গলার গুজব রটলো যে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ-কেউ নদী পেরিয়ে পালিয়ে গেছে। 'তাতে তাদের লাভটা কী হবে?' লোকে বলাবলি করলো। 'নদী তো কতোই আছে, অসংখ্য। ধরো, তা যদি ব্লাগোভেশচেন্স্ক্-এর আমুর নদী হয়, তাহ'লে অন্য কথা—তুমি ঝাঁপিয়ে পড়লে আমুরে, সাঁৎরে নদী পেরোলে, দেখলে একেবারে চীনদেশে পৌঁছে গেছো!—নদীর মতো নদী হ'লো সে-ই। তার কথা একেবারে আলাদা।'

'হাওয়া ক্রমশ ঘোরেল হ'য়ে উঠছে,' বললো লারা। 'নিশ্চিত থাকার দিন আমাদের ফুরোলো। নির্ঘাৎ আমাদের গ্রেপ্তার করবে ওরা—তোমাকে, আর আমাকে। আর তখন কাটিয়ার কী হবে? আমি মা, সেই দুঃখ

আমি সইতে পারবো না, কিছু-একটা উপায় আমাকে করতেই হবে। কিন্তু কী করা যায়? ভেবে-ভেবে আমার মাথা-খারাপ হ'য়ে গেলো।'

'দেখি ভেবে-চিন্তে, কী করা যায়। অবশ্য এ-রকম অবস্থায় কী-ই বা করার আছে আমাদের? এই কষ্ট এড়ানো আমাদের সাধ্যের বাইরে, তাই নয় কি? অদৃষ্টের হাতেই কি সব নির্ভর করছে না?'

'রেহাই আমরা কিছুতেই পাবো না, পালাবার কোনো জায়গা নেই। কিন্তু পাদপ্রদীপের এই জোরালো আলোর বাইরে আমরা চ'লে যেতে পারি অন্তত। যেমন ধরো ভারিকিনো—সেখানে যাওয়া যায় না? সেখানকার বাসাটার কথা ভাবছি। খুব নির্জন অবশ্য, বহুদিন অযত্নে প'ড়ে আছে, কিন্তু এখানকার তুলনায় লোকচক্ষুর বাইরে তো। এদিকে শীতও এসে পড়লো। এই শীতটা ওখানে কাটালে তো ভালোই হয়। যতোদিনে ওরা আমাদের ধ'রে ফেলবে, ততোদিনে আরো এক বছর বাঁচতে পারবো: সেটা কি কম কথা! সামডেভইয়াটভ নিয়মিত আমাদের শহরের খবর দেবে। এমনকি, কখনো যদি লুকোতে হয়, সে হয়তো সাহায্যও করতে পারে আমাদের। তোমার কী মনে হয়? জনপ্রাণী বলতে সেখানে কিছু নেই অবশ্য, ফাঁকা একটা দুঃস্থ জায়গা, অন্তত আমি যখন মার্চ মাসে সেখানে ছিলাম, তখন তা-ই ছিলো। তার ওপর লোকে বলে নেকড়েও নাকি আছে। এটা অবশ্য ভয়ের কথা। তা মানুষ তো আজকাল—অন্তত টিভেরজিন আর আন্টিপভের মতো মানুষ—নেকড়ের চেয়েও ঢের বেশি ভয়াবহ হ'য়ে উঠেছে।'

'কী বলবো, বুঝতে পারছি না। এতোকাল তুমিই কি আমাকে মস্কো যাবার জন্য পিড়াপিড়ি করোনি, তুমিই কি বলোনি আর যেন দেরি না করি? এখন তো সহজ হ'তো মস্কো যাওয়া। আমি স্টেশনে খবর নিয়েছিলাম। কথা শুনে মনে হ'লো আজকাল ওরা আর চোরাবাজারিদের নিয়ে মাথা ঘামায় না। কাগজপত্র ঠিক না-থাকলেই যে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়, তাও নয়। ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, আগের চেয়ে অনেক কম বন্দুক ছোঁড়ে।

'আমি ভাবছি মস্কো থেকে আমার চিঠিপত্রের জবাব আসছে না কেন। সেখানে যাওয়া উচিত আমার, গিয়ে দেখা উচিত ওরা কেমন আছে—এ-কথা তুমিই এতোকাল ব'লে এসেছো। কিন্তু তাহ'লে এখন যে ভারিকিনোর কথা

বললে, তার কী অর্থ করবো? তুমি নিশ্চয়ই এ-রকম কোনো অজ পাড়াগাঁয় একা যাবে না?'

'না, তা যাবো না। তোমাকে ছাড়া অসম্ভব।'

'আর তবু তুমি আমাকে মস্কো যেতে বলছো!'

'হ্যাঁ, তোমাকে মস্কোতে যেতেই হবে।'

'শোনো। চমৎকার একটা প্ল্যান এসেছে মাথায়—এসো, আমরা তিনজনেই মস্কো চ'লে যাই।'

'মস্কো? তুমি কি উন্মাদ? মস্কোতে গিয়ে আমি কী করবো? না, আমাকে থাকতেই হবে, এখানেই ধারে কাছে কোথাও থাকতে হবে আমাকে। পাশার ভাগ্য নির্ধারিত হবে এখানেই। তারই জন্য এখানে আমাকে থাকতে হবে, যদি পাশা আমাকে ফিরে চায় কখনো, তার কাছাকাছি না-থাকলে আমার চলবে না।'

'বেশ। তাহ'লে কাটিয়ার কথা ভেবে দেখা যাক।'

'কাটিয়াকে নিয়ে সিমার সঙ্গে কথা বলেছি—সিমা টুন্টসেভা, সে মাঝে-মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে জানো তো।'

'হ্যাঁ, জানি, মাঝে-মাঝে দেখছি তাকে।'

'আমি যদি তুমি হতাম আমি কিন্তু তৎক্ষণাৎ ওর প্রেমে প'ড়ে যেতাম। তোমাদের পুরুষদের চোখ যে কোথায় থাকে বুঝি না। এমন মিষ্টি মেয়েটা! —দেখতে ভালো, লাবণ্য আছে, বুদ্ধিমতী, শিক্ষিত, আর স্বভাবও ভালো, বোঝে-সোঝে।'

'আমি যেদিন এলাম, সিমার বোন আমার চুল ছেঁটে দিয়েছিলো—গ্লাফিরা, যে দরজির কাজ করে।'

'জানি। ওরা দু'জনেই বড়ো বোন আভডোটিয়ার সঙ্গে থাকে, সেই যে লাইব্রেরিতে কাজ করে। বেশ ভালো ওরা, সবাই খেটে খায়। আমি ভাবছিলাম কী—যদি তেমন খারাপ অবস্থায় পড়ি, ধরো তুমি আমি দু'জনেই গ্রেপ্তার হ'য়ে গেলাম—তখন কি ওদের কাছে কাটিয়াকে রাখা যাবে না?'

'তা—একেবারেই যদি আর কোনো উপায় না থাকে, তাহ'লে তাই হবে। কিন্তু ঈশ্বর করুন, সে-অবস্থা কখনো না আসুক।'

'লোকে বলে সিমা যেন কেমনতরো—তার নাকি মাথার ঠিক নেই। পুরোপুরি স্বাভাবিক তাকে মনে হয় না অবশ্য, কিন্তু তার কারণ তার গভীরতা, তার মৌলিকতা। মতামতে ওর তোমার সঙ্গে আশ্চর্য মিল। সিমা যদি কাটিয়াকে তার কাছে রেখে মানুষ করতে রাজি হয় তাহ'লে আমার আর ভাবনা থাকে না।'

১৭

আর-একবার ইউরি স্টেশনে গেলো, আর-একবার শূন্য হাতে তাকে ফিরে আসতে হ'লো। এখনো সব-কিছুই অনিশ্চিত। সে আর লারা এবার একেবারেই অজানার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। আবহাওয়া অন্ধকার, ঠাণ্ডা, বরফ পড়ার আগে যেমন হয়। শুধু চৌমাথাগুলোতেই অনেকটা আকাশ দেখা যায়—শীতের চেহারা নিয়ে আছে সেই আকাশ।

লারার কাছে বেড়াতে এসেছিলো সিমা। দু'জনে গল্প করছিলো, কিন্তু তাকে গল্প না-ব'লে বক্তৃতা বলাই ভালো, গৃহকর্ত্রীর কাছে সিমা বক্তৃতাই দিচ্ছিলো, সত্যি বলতে। তাদের কথার মাঝখানে ব্যাঘাত ঘটাতে চাইলো না ইউরি। একটু একলা থাকতেও ইচ্ছে করছিলো তার। পাশের ঘরে সোফায় শুয়ে পড়লো সে। দুই ঘরের মধ্যেকার দরজাটা খোলা; দরজার মেঝে পর্যন্ত পর্দা ঝুললেও তাদের কথাবার্তা সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলো।

'আমি অবশ্য শেলাই করা থামাবো না, কিন্তু সেদিকে তুমি নজর দিয়ো না, সিমা। আমি সব শুনছি, উৎকর্ণ হ'য়ে শুনছি। কলেজে আমি ইতিহাস আর দর্শন পড়েছিলাম। তোমার দৃষ্টিভঙ্গি আমার খুব ভালো লাগে। তাছাড়া তোমার কথা শুনলেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা যায়। গত কয়েক রাত কাটিয়ার কথা ভেবে-ভেবে আমরা ঘুমোতে পারিনি। আমি ওর মা, আমাদের ভালো-মন্দ কিছু ঘটলেও ওর মঙ্গলের ব্যবস্থা করা তো আমার কর্তব্য। আমার অবশ্য শান্তভাবে ব'সে সব দিক বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত, কিন্তু বিবেচনা আমার তেমন আসে না। তা বুঝে, আরো বেশি খারাপ লাগে আমার। বড়ো ক্লান্ত আমি, ঘুমোতে পারি না, তাই এতো মন-খারাপ আমার। তোমার কথা

শুনলে মনে শান্তি পাই। এই ভাখো না, এখুনি হয়তো বরফ পড়বে। যখন বরফ পড়ে, তখন ব'সে-ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে জ্ঞানের কথা শুনতে ভালো লাগে আমার। তখন জানলার দিকে তাকালেই মনে হয় কে যেন বাগান পেরিয়ে বাড়ির দিকে আসছে। তুমি তা লক্ষ্য করেছো কখনো? তারপর, এবার তোমার কথা বলো। আমি শুনছি।'

'কী যেন বলছিলাম আগের বারে?'

লারা কী জবাব দিলে, ইউরি ধরতে পারলো না। সিমা বলতে শুরু করলো :

' "সংস্কৃতি," "স্মরণীয় যুগ"—এ-সব কথা আমি পছন্দ করি না। ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় ওতে। আমি অন্যভাবে বলতে চাই কথাটা। আমি তো দেখি, মানুষের মধ্যে দুই অংশ—তার কাজ, আর ভগবান। এই দুই যোগ করলেই মানুষ হয়। মানবাত্মার বিকাশের কথা যদি ভাবো, তার প্রতিটি পর্যায়ের পেছনে কতো যুগের কীর্তি জ'মে আছে—কী দীর্ঘ, কী মন্থর সেই কাজ। এমনি এক কর্ম হ'লো মিশর। আর-একটি গ্রীস। ইহুদি প্রবক্তাদের ধর্মতত্ত্ব হ'লো তৃতীয়। সব শেষে এলো খৃষ্টধর্ম—তার স্থান নিতে পারে এমন কিছু এখনো দেখা দেয়নি; আমাদের যুগে এখনো যা-কিছু সত্য সব তারই সাধনা ক'রে চলছে।

'তোমাকে আমি দেখাতে চাই, কোন সতেজ ও নতুন জিনিস খৃষ্টধর্ম নিয়ে এলো জগতে—যে-ধর্মে তুমি অভ্যস্ত হয়েছে তা নয়—কিন্তু একেবারে সরল, আশাতীত, প্রত্যক্ষ। শোনো, আমাদের যজ্ঞবিধির কয়েকটি মন্ত্র প'ড়ে শোনাই তোমাকে—অল্প কয়েকটা, খুব সংক্ষেপে।

'অনেক মন্ত্র আছে, যা ইহুদি ও খৃষ্টান, সনাতন ও নববিধানের তত্ত্বকে পাশাপাশি এনে মিশিয়ে দিয়েছে। ধরো যেমন জলন্ত গুল্ম, ইহুদিদের মিশরত্যাগ, অগ্নিকুণ্ডে শিশুগণ, জোনা এবং তিমি—এই সবের সঙ্গে অক্ষতযোনি মাতার ও যীশুর পুনরুত্থানের তুলনা করা চলে।

'পুরাতন শাস্ত্র কেন পুরোনো আর নূতন শাস্ত্র কেন নতুন—তা, আমার মনে হয়, এই সব তুলনার মধ্যে থেকে চমকপ্রদভাবে বেরিয়ে আসে। শাস্ত্রের বহু অংশে মারিয়ার অমল মাতৃত্বের সঙ্গে ইহুদিগণের লোহিতসাগর উত্তরণের

তুলনা করা হয়েছে। যেমন এই শ্লোকটি, তার আরম্ভ এই রকম: "একদিন লোহিতসাগরে এসেছিলো কুমারী-বধূর সাদৃশ্য," তারপরে আছে: "ইজরায়েলীয়রা পেরিয়ে যাবার পর সমুদ্র যেমন অনতিক্রম্য হ'য়ে উঠেছিলো, তেমনি এমান্থয়েলের জন্মের পরে অপাপবিদ্ধ অমল রইলেন।" অর্থাৎ, ইহুদিদের উত্তরণের পর সমুদ্র যেমন আবার স্থলপথে অনতিক্রম্য হ'য়ে উঠলো, ঠিক তেমনি আমাদের সদাপ্রভুর জন্মের পর মারিয়ার কৌমার্য অক্ষুণ্ণ থেকে গেলো। একটি তুলনা টানা হ'লো দুয়ের মধ্যে।—ঘটনা হিসেবে তারা কী-রকম? দুটিই অতিপ্রাকৃত, দুটিকেই মেনে নেওয়া হয়েছে অলৌকিক ব'লে। কিন্তু এই দুই অলৌকিকের মধ্যে আবার তফাৎ আছে·–দুটি যুগের ভাবনা কী-রকম বদলে গেছে, তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়—কোন যুগে কোন ঘটনাকে লোকে অলৌকিক ভাবতো, তা-ই থেকেই দুটি যুগ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, একটি প্রাচীন ও আদিম, অন্যটি নতুন, রোমকদের পরবর্তী, আরো অগ্রসর।

'একদিকে আমরা পাচ্ছি এক জাতীয় নেতাকে, কুলপতি মূশা সমুদ্রকে পথ ক'রে দিতে আদেশ দিলেন, আর তাঁর জাদুদণ্ডের আঘাতে সমুদ্র বিভক্ত হ'য়ে গিয়ে সমগ্র একটি জাতিকে—গণনায় অসংখ্য, লক্ষ-লক্ষ লোক তারা—তার মধ্য দিয়ে পার হ'তে দিলে, তারপর যেই শেষ লোকটি পেরিয়ে গেলো, অমনি আবার মিলে গেলো জলরাশি, ডুবিয়ে দিলো অনুসরণকারী মিশরীদের, তাদের তলিয়ে দিলো অতলে। পুরো ছবিটাই প্রাচীনপন্থী—জাদুকরের আদেশ মেনে নিচ্ছে আদিভূত, রোমক সেনাবাহিনীর মতো অসংখ্য উদ্বেল মানুষের শোভাযাত্রা, এক নেতা, নেতার পেছনে সম্পূর্ণ এক জাতি। সব চোখে দেখা যায়, শোনা যায়, কানে তালা লাগায় প্রচণ্ড।

'অন্যদিকে একটি তরুণী—অতি সাধারণ একটি মানুষ, প্রাচীনকালে তাকে হয়তো চোখেই পড়তো না। গোপনে, শান্তভাবে, নিঃশব্দে সে জন্ম দিচ্ছে একটি শিশুর, প্রাণকে জন্ম দিচ্ছে, তিল-তিল ক'রে গ'ড়ে তুলছে প্রাণের বিস্ময়, "নিখিলের প্রাণ"—পরবর্তী কালে তা-ই তো তাঁকে বলা হয়েছে। তার সন্তানের জন্ম শুধু যে মূশার বিধান অনুসারেই অবৈধ তা নয়, তা আবার প্রকৃতির বিধানেরও বিরুদ্ধে। প্রয়োজনবশত জন্ম দেয়নি সে, সে জন্ম দিয়েছে অলৌকিক উপায়ে, প্রেরণার দ্বারা। আর এখন থেকে জীবনের মূলে আর

বাধ্যতা ব'লে কিছু রইলো না, এখন থেকে প্রাণের মূল হ'লো সেই একই প্রেরণা—আর নূতন শাস্ত্র যা উপহার দিলে তা তো এই—সাধারণের বদলে অসাধারণ, প্রাত্যহিকের বদলে উৎসব, বাধ্যতার বদলে প্রেরণা।

'এই পরিবর্তনের অর্থ যে কী বিরাট, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। প্রাচীন মূল্যবোধের কাছে যা কিছুই নয়, এমনি এক ব্যক্তিগত মানবিক ঘটনাকে একটি সমগ্র জাতির অভিপ্রয়াণের সঙ্গে তুলনা করা হ'লো কেন? কেন তা এই মূল্য পেলো স্বর্গের কাছে?—তা যদি বুঝতে হয় তো স্বর্গের চোখ দিয়েই দেখতে হবে একে, কেননা অনন্ততার পুণ্য বিভায় এই ঘটনাটি ঘটেছিলো।

'কী যেন বদলে গেলো পৃথিবীর। রোমের অবসান হ'লো। শেষ হ'লো সংখ্যার রাজত্ব। সার্বিকভাবে, জাতি হিসেবে বাঁচো—এই যে কর্তব্য সাঁজোয়া বাহিনী চাপিয়ে দিয়েছিলো, তার চিহ্ন আর রইলো না; নেতা, জাতি—এ-সব প'ড়ে রইলো অতীতে।

'ও-সবের বদলে? বদলে এক মুক্তিতত্ত্ব, ব্যক্তিবাদ। একজন মানুষের জীবনী হ'য়ে গেলো ঈশ্বর-চরিত, আর তা পূর্ণ ক'রে দিলো বিশ্বকে। দূতোৎসবের[১] মন্ত্রে বলা হয়েছে: দেবতা হবার চেষ্টা ক'রে আদম ব্যর্থ হয়েছিলো, কিন্তু আদম যাতে দেবতা হ'তে পারে, সেইজন্য ঈশ্বর এখন মানবজন্ম নিলেন।

'এক্ষুনি আবার এ-কথায় ফিরে আসবো,' বললো সিমা, 'এক ফাঁকে অন্য একটা কথা ব'লে নিই।—মজুরদের অবস্থার উন্নতি, মায়েদের ভরণপোষণ, অর্থবলের সঙ্গে লড়াই—এ-সব বিষয়ে আমাদের এই বিপ্লবী যুগ যে-কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তা যেমন আশ্চর্য, তেমনি আধুনিক, আর তেমনি স্থায়ী। কিন্তু জীবনের যে-ব্যাখ্যা আর যে-সুখতত্ত্ব এখন প্রচারিত হচ্ছে তা অতীতের এমন হাস্যকর ধ্বংসাবশেষ যে বিশ্বাস করাই সত্য এ-সব কথা কেউ ঠাট্টা না-ক'রে বলতে পারে। নেতা নিয়ে, জনগণ নিয়ে এই যে বাগাড়ম্বর, সত্যি যদি তার

---

১ Feast of the Annunciation: মারিয়া যে যীশুজননী হবেন এই সংবাদ যেদিন দেবদূত তাঁকে জানিয়েছিলেন, সেই দিনের স্মরণে প্রতি বছর ২৪শে মার্চ এই উৎসব পালন করা হয়।—অনুবাদকের টীকা

ইতিহাসের গতি উল্টে দেবার ক্ষমতা থাকতো, তাহ'লে তো আবার হাজার-হাজার বছর আগেকার সেই বাইবেলের রাখাল আর মহাত্মাদের আমলে গিয়ে পড়তুম। কিন্তু ভাগ্যিস তা নেই।

'এবার যীশু আর মারিয়া মাদলীনার বিষয়ে কয়েকটা কথা—এটা কিন্তু সুসমাচার থেকে নয়, পুণ্য সপ্তাহের একদিনের একটি প্রার্থনা থেকে নেওয়া, মঙ্গলবার কি বুধবার হবে ব'লেই মনে হয়। তুমি তো সবই জানো, লারিসা ফিয়োডোরোভনা, আমি শুধু তোমাকে একটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি।

'জানো তো ধর্মীয় শ্লাভনী ভাষায় "সংরাগ"[১] শব্দের প্রথম অর্থ যাতনা-ভোগ, যীশুর যাতনাভোগ। রুশভাষায় কথাটার অর্থ দাঁড়িয়েছিলো কাম ও কদাচার, শাস্ত্রে সেই অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে।—"আমার আত্মা সংরাগের ক্রীতদাস, আমি যেন বন্য পশুতে পরিণত," "আমরা তো স্বর্গচ্যুত, এসো, সংরাগ বর্জন ক'রে স্বর্গে পুনঃপ্রবেশের যোগত্যা অর্জন করি," ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়দমন ও শরীর-নিগ্রহ বিষয়ে লেণ্টের মন্ত্রগুলো আমার ভালো লাগে না; হয়তো আমারই ভুল, কিন্তু লাগে না। অদ্ভুত নীরস ঐ কথাগুলো, নীরব আর অসুন্দর, অন্য সব আধ্যাত্মিক রচনায় যে-কবিতা আছে, তার কিছুই নেই এতে। স্থূলকায় সব সন্ন্যাসী, যারা নিজেরা নিয়ম মেনে চলতে পারেনি, ওগুলো তাদেরই লেখা ব'লে আমার মনে হয়। অবশ্য তারা যদি নিয়ম না-মেনে থাকে, যদি লোক ঠকিয়ে থাকে, কিংবা যদি বিবেক-মতোই চ'লে থাকে—তাতে আমার কিছুই এসে যাচ্ছে না, আমার ভাবনা ও-সব মন্ত্রের তাৎপর্য নিয়ে। কী মনস্তাপ—যেন ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতাটাই মস্ত কথা, শরীরটা মোটা না হ্যাংলা তাতে মস্ত কিছু এসে যায়—জঘন্য! এতে ক'রে মস্ত আসন দেওয়া হয় তাকেই, যার নিজের কোনো মর্যাদা নেই—যা গৌণ, কলুষিত, দ্বিতীয় শ্রেণীর।—কিছু মনে কোরো না, অনেক অবান্তর বকলাম।'

'আশ্চর্য নয় কি—ঠিক ঈস্টারের আগে, যীশুর মৃত্যু আর পুনরুত্থানের সন্ধিক্ষণে, মারিয়া মাদলীনাকে স্মরণ করা হয়? এর কারণ কী, আমি জানি না, কিন্তু তাঁর প্রাণত্যাগের মুহূর্তে, পুনর্জন্মের প্রাক্কালে এই যে মাদলীনাকে

১ সংরাগ = Passion।—অনুবাদকের টীকা

মনে করিয়ে দেওয়া হ'লো, এটা আমার মনে হয় একেবারে যথাযথ। কী-ভাবে মনে করানো হ'লো তা একবার লক্ষ্য করো—কী বিশুদ্ধ সংরাগ তার মধ্যে, কী নির্মম প্রত্যক্ষতা।

'ঠিক মাদলীনার কথাই বলা হ'লো, না অন্য কোনো মারিয়ার কথা, তা নিয়ে কিছুটা সংশয় আছে, কিন্তু সে যা-ই হোক, সদাপ্রভুর কাছে সে প্রার্থনা করলে :

'"যেমন আমি আমার কেশগুচ্ছ মুক্ত ক'রে দিলাম, তেমনি আমাকে ঋণমুক্ত করো।"—অর্থাৎ "যেমন ক'রে আমি আমার চুল খুলে দিলাম, তেমনি আমাকে নিষ্কৃতি দাও আমার পাপ থেকে।" এর চেয়ে স্পষ্ট, এর চেয়ে স্পর্শসহ আর কী উপায় ছিলো ক্ষমার তৃষ্ণা ও মনস্তাপের তীব্রতাকে প্রকাশ করার?'

'সেই তিথির যজ্ঞবিধিতে আরো বিস্তারিত একটি অংশ আছে—সেখানে যে মারিয়া মাদলীনার কথা বলা হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।'

'আবার তার বিলাপ তার অতীতকে নিয়ে—যে-অতীতের জন্য তার মধ্যে কলুষ যেন বদ্ধমূল—কী ভীষণ সেই বিলাপ, যেন ছোঁয়া যায়। প্রতি রাত্রে পাপ ফিরে আসে তার জীবনে। "কামের প্রজ্বলন আমার অমানিশা—চাঁদ নেই, শুধু অন্ধকারে পাপের অধ্যবসায়।" মিনতি করলে সে যীশুকে, যেন তিনি গ্রহণ করেন তার অশ্রুভরা অনুতাপ, যেন তাঁকে ব্যাকুল করে তার দীর্ঘশ্বাসের আন্তরিকতা। তাহ'লেই সে তার চুল দিয়ে মুছিয়ে দিতে পারবে দিব্যতম তাঁর চরণকে। স্বর্গে যখন ঈভা ভয়ে লজ্জায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিলো, তখন সে আশ্রয় নিয়েছিলো তার চুলের প্লাবনে - মাদলীনার ইচ্ছা সেই ঈভাকে যেন প্রভুর মনে পড়ে। 'আমাকে চুম্বন করতে দাও তোমার চরণে, আমার চোখের জলে ভিজিয়ে দিতে দাও তোমার চরণ, আমার কেশগুচ্ছে তা মুছিয়ে দিতে দাও। এই কেশগুচ্ছই একদিন আবৃত করেছিলো ঈভাকে, আশ্রয় দিয়েছিলো তাকে—নানা গুঞ্জনে তখন ভ'রে উঠেছে তার কান, স্বর্গের সুশীতল দিনেও যখন সে ভয় পেয়ে গেছে।" আর তার চুল নিয়ে এতো কথার পরেই সে ব'লে উঠলো : "কে নিরূপণ করতে পারে আমার পাপের অজস্রতা আর তোমার বিচারের গভীরতাকে!' কী ঘনিষ্ঠতা, কী আত্মীয়তা

—ভগবানের সঙ্গে জীবনের, ভগবানের সঙ্গে মানুষের, ভগবানের সঙ্গে নারীর!'

১৮

স্টেশন থেকে ক্লান্ত হ'য়ে বাড়ি ফিরেছিলো ইউরি। সেদিন তার ছুটি ছিলো; দশদিনে তো সপ্তাহ, বাকি ন-দিন যাতে বেঁচে থাকা যায়, এই জন্তে ছুটির দিনে সে প্রচুর ঘুমিয়ে নেয়। সোফায় এলিয়ে শুয়ে ছিলো সে, মাঝে-মাঝে হাত-পা ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। কথাগুলো তার কানে যাচ্ছিলো আসন্ন তন্দ্রার অস্পষ্টতার মধ্য দিয়ে, তবু ভারি ভালো লাগলো তার কথাগুলো। 'সবই অবশ্য কোলিয়া মামার বই থেকে নিয়েছে, তবু—কী বুদ্ধি, সত্যিকার গুণী মেয়ে।'

ইউরি উঠে জানলার কাছে দাঁড়ালো। জানলা দিয়ে উঠোন দেখা যায়, পাশের যে-ঘরে লারা আর সিমা এখন আর শুনতে-না-পাওয়া কথাবার্তা বলছে, তার জানলাও এই রকম।

অন্ধকার হ'য়ে এলো, মনে হচ্ছে বরফ পড়বে। দুটো ম্যাগপাই পাখি রাস্তা থেকে উড়ে এলো, ডানা ঝাপটে-ঝাপটে দেখতে লাগলো কোথাও বসা যায় কি না, হাওয়ায় তাদের পালকগুলো ফুলে উঠলো। উড়ে এলো তারা বেড়ার গায়ে, একবার ময়লা ফেলার টিনের ওপর বসলো, তারপর মাটিতে নেমে, উঠোনের চারপাশে লাফাতে লাগলো।

'ম্যাগপাই মানে বরফ,' ভাবলো ইউরি। ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের ঘরে সিমা চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো:

'ম্যাগপাই মানে খবর। হয় অতিথি, নয়তো চিঠি আসবে তোমাদের।'

দরজার ঘণ্টার হাতলটা ইউরি সরিয়ে দিয়েছিলো, একটু পরেই কে যেন সেটা ধ'রে টানলে। পর্দার পেছন থেকে বেরিয়ে এসে লারা তাড়াতাড়ি হলঘর দিয়ে এগিয়ে গেলো দরজা খুলতে। সিমার বোন গ্লাফিরার সঙ্গে তাকে কথা বলতে শুনলো ইউরি।

'বোনের খোঁজে এসেছো? হ্যাঁ, এখানেই আছে।'

'না, আমি ওর জন্ত আসিনি। অবশ্য সিমা যেতে চাইলে আমরা একসঙ্গেই বাড়ি ফিরতে পারি। আমি এসেছি তোমার বন্ধুর নামে এক চিঠি

নিয়ে। আমি যে এককালে ডাকঘরে কাজ করতুম, তা তার ভাগ্য বলতে হবে। চিঠিটা কতো হাত ঘুরেছে জানি না ; মস্কো থেকে পাঠানো, পাঁচ মাস লেগেছে রাস্তায়। ওরা নাকি চিঠির মালিককে খুঁজেই পায়নি। শেষটায় আমাকে জিজ্ঞেস করার কথা মনে হ'লো ওদের—আমি চিনতে পারলাম—আমার কাছে একবার চুল ছাঁটতে গিয়েছিলেন উনি।'

অনেকগুলো পাতা জোড়া মস্ত চিঠি, লেফাফাটার জীর্ণ দশা, ডাকঘরে খুলেছিলো, পাতাগুলোও ভাঁজ প'ড়ে-প'ড়ে নষ্ট হ'তে বসেছে ; চিঠি টোনিয়ার। হাতে পেয়ে ইউরি বুঝতে পারলো না চিঠিটা কেমন ক'রে তার হাতে এলো ; তা যে লারা তাকে এগিয়ে দিয়েছে সেটা লক্ষ্য করেনি। পড়তে যখন শুরু করলো, তার এটুকু বোধ ছিলো যে সে ইউরিয়াটিনে আছে, আছে লারার বাসায়। কিন্তু পড়তে-পড়তে সব চেতনা লুপ্ত হ'লো তার। সিমা বেরিয়ে এসে তাকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলে, সে কলের মতো ঠিক জবাবটি দিলো বটে, কিন্তু সে-দিকে কোনো মনই দিলে না, লক্ষ্য করলে না কখন সিমা বেরিয়ে গেলো। একটু পরে সে একেবারেই ভুলে গেলো সে কোথায় আছে।

'ইউরা,' টোনিয়া লিখেছে, 'আমাদের যে মেয়ে হয়েছে, তা কি তুমি জানো ? তোমার মায়ের নাম দিয়েছি তাকে—মাশা।

'এখন আর-একটা কথা ব'লে নিই।—যে-সব বিখ্যাত ব্যক্তি ও অধ্যাপক ক্যাডেট-দলভুক্ত বা দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী ছিলেন—যেমন মিলিউকভ, কিজেভেটের, কুস্কোভা, আরো অনেকে—তাঁদের মধ্যে তোমার কোলিয়া-মামা, আমার বাবা আর আমরাও আছি—আমাদের রাশিয়া থেকে বের ক'রে দেওয়া হচ্ছে।

'এটা দুঃখের কথা—বিশেষ ক'রে তুমি যখন কাছে নেই, কিন্তু মেনে না-নিয়ে উপায় কী। কী ভীষণ দিনকাল—আরো অনেক খারাপ হ'তে পারতো আমাদের, এই নির্বাসন তো লঘুদণ্ড। সেজন্যে ধন্যবাদ ঈশ্বরকে। তুমি এখানে থাকলে তুমিও আমাদের সঙ্গে আসতে। ইউরা, তুমি কোথায় ? এই চিঠি আন্টিপভার ঠিকানায় পাঠাচ্ছি আমি, তোমাকে খুঁজে পেলে তিনিই পৌঁছে দেবেন। আমাদের বাড়ির সবাইকে দেশত্যাগের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরে—ঈশ্বরের দয়ায়—তোমাকে যদি খুঁজে পাওয়া যায়, তাহ'লে

তোমার ওটা কাজে লাগবে কিনা, তা জানি না ব'লে আমার যন্ত্রণার অবধি নেই। তুমি যে বেঁচে আছো, আর একদিন তোমাকে ফিরে পাওয়া যাবেই—এই বিশ্বাস আমি এখনো ত্যাগ করিনি। আমার হৃদয় তা-ই বলে, আর হৃদয়ের কথায় আস্থা রাখি আমি। যখন তোমাকে পাওয়া যাবে, তখন রাশিয়ার অবস্থা হয়তো এখনকার চেয়ে শান্ত, হয়তো তুমি তোমার জন্য আলাদা একটি ভিজা জোগাড় ক'রে নিতে পারবে, আবার আমরা একসঙ্গে এক জায়গায় থাকতে পারবো। কিন্তু এতো সুখ আমার ভাগ্যে আছে, এ-মুহূর্তে তা বিশ্বাস করতে পারছি না।

'আসল মুশকিলটা এইখানে যে আমি তোমাকে ভালোবাসি আর তুমি আমাকে ভালোবাসো না। কেন এই শাস্তি হ'লো আমার, কী তার কারণ, তা বুঝতে, তার অর্থ আবিষ্কার করতে কেবলই চেষ্টা করি। নিজের দিকে তাকাই আমি, যতোদিন আমরা একসঙ্গে ছিলাম সব তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে দেখি, নিজের বিষয়ে যা-কিছু আমি জানি, সব দেখতে চেষ্টা করি, কিন্তু কেন যে আমার এই দশা হ'লো তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। খুঁজে পাই না এর আরম্ভ, মনে আনতে পারি না এই দুর্ভাগ্য কেমন ক'রে নিজের ওপর ডেকে আনলাম। আমার সম্বন্ধে একটা মিথ্যে ধারণা গ'ড়ে উঠেছে তোমার, তাতে স্নেহ নেই, কোনো আয়নার মধ্যে বিকৃত ক'রে তুমি দেখেছো আমাকে।

'কিন্তু আমার কথা শোনো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। যদি শুধু জানতে কতো আমি ভালোবাসি তোমাকে! যা-কিছু অসাধারণ আছে তোমার মধ্যে তা সুবিধের হোক কি অসুবিধের হোক, সব, সব আমি ভালোবাসি। যা-কিছু সাধারণ আছে তোমার মধ্যে তা অসাধারণভাবে সম্পৃক্ত হ'য়ে আছে ব'লে আমার কাছে তাও মূল্যবান। আমি ভালোবাসি তোমার মুখ, যা ভাবে-ভঙ্গিতে সুন্দর হ'য়ে ওঠে, যদিও সেই ভাবভঙ্গি বাদ দিলে হয়তো তা সাধারণই। ভালোবাসি তোমার বুদ্ধি, তোমার প্রতিভা—ইচ্ছাশক্তির বিনিময়ে যা তুমি পেয়েছো—তোমার তো ইচ্ছাশক্তি নেই। তোমার সব-কিছু ভালোবাসি আমি, আর তোমার চেয়ে ভালো এই জগতে আর কাউকে জানি না।

'কিন্তু শোনো : তোমাকে যা বলতে চাচ্ছি তা এই। যদি তোমাকে এতো ভালো নাও বাসতুম, যদি ধরো, অপছন্দই করতুম তোমাকে, তবু আমি ভাবতুম যে তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমার প্রতি উদাসীন, এই দারুণ কথাটা তখনো আমার কাছে গোপন থাকতো। যে-শাস্তিতে চরম অপমান, যা প্রায় মৃত্যুর মতো, শুধু সেই শাস্তি তোমার ওপর চাপিয়ে দেবার ভয়েই—আমি যে তোমাকে ভালোবাসি না, তা অচেতনভাবে না-বোঝার চেষ্টা করতুম। দু'জনের একজনও তা টের পেতো না—কখনোই না। আমার আপন হৃদয় তা গোপন রাখতো আমার কাছ থেকে, কারণ ভালো না-বাসা তো হত্যার মতো; এ-রকম কোনো আঘাত কাউকেই দেবার মতো শক্তি আমার কখনোই হ'তো না।

'এখনো কিছুই ঠিক নেই, কিন্তু আমরা বোধহয় প্যারিসে যাবো। ছেলেবেলায় তোমাকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, যেখানে বাবা আর কাকা বড়ো হ'য়ে উঠেছিলেন, সেই দূর দেশে গিয়ে থাকবো আমি। বাবা তোমাকে তাঁর সম্ভাষণ জানাচ্ছেন। সাশা বেশ বড়ো হ'য়ে উঠেছে; দেখতে তেমন ভালো হয়নি, কিন্তু বড়োসড়ো জোয়ান হয়েছে। তোমার কথা উঠলেই ও কাঁদতে থাকে, কোনো সান্ত্বনাই মানতে চায় না। আর পারছি না আমি, কিছুতেই কান্না চাপতে পারছি না। চলি, কেমন? তোমার গায়ে ক্রুশচিহ্ন এঁকে দিচ্ছি; যে-অসংখ্য দিন প'ড়ে আছে সামনে, অন্তহীন যতো বিদায়ের বেলা, যতো ক্লেশ, অনিশ্চয়তা, দুঃখ, তোমার সামনে দীর্ঘ, দীর্ঘ অন্ধকার পথ—সব-কিছুর জন্য প্রার্থনা থাকলো। কোনো-কিছুর জন্যই দোষ দিচ্ছি না তোমাকে, আমার কোনো নালিশ নেই, তোমার ইচ্ছেমতো জীবন গ'ড়ে তোলো তুমি—শুধু ভালো থেকো, ভালো থেকো।

'উরাল ছেড়ে আসার আগে—ঐ জায়গাটায় কী ভীষণ ভবিতব্য ছিলো আমাদের!—আমার সঙ্গে লারিসা ফিয়োডোরোভনার বেশ আলাপ হয়েছিলো। সব সময় তাঁকে পাশে পেয়েছিলাম আমার দুঃখের দিনে, সন্তানের জন্মের সময় তিনি আমার দেখাশোনা করেছিলেন, এ-জন্যে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সত্যি কথা বলবো, মানুষ খুব ভালো, কিন্তু—ভণ্ডামি করবো না—তাঁর স্বভাব আমার ঠিক উল্টো। জীবনকে সরল ক'রে তোলার

জন্য, সংগত সমাধান খোঁজার জন্যই আমার জন্ম হয়েছিলো, আর তিনি—তিনি জন্মেছেন জীবনকে জটিল ক'রে তুলতে, বিশৃঙ্খল ক'রে দিতে।

'ভগবান রক্ষা করুন তোমাকে, এবার চিঠি শেষ করি। চিঠি নিতে এসেছে ওরা, আর বাঁধাছাঁদা এখনো বাকি। ইউরা, ইউরা, আমার স্বামী, আমার প্রিয়তম, আমার সন্তানের পিতা, এ কী হ'য়ে যাচ্ছে আমাদের? আর যে কোনোদিন, কোনোদিন আমরা পরস্পরকে দেখতে পাবো না, তা কি বুঝতে পারছো তুমি? এই তো—লিখেই ফেললাম কথাটা, তুমি কি বুঝতে পারছো তার মানে কী? বোঝো কি তুমি, বুঝতে কি পারো? তাড়া দিচ্ছে ওরা, মনে হচ্ছে ওরা যেন আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে এলো। ইউরা! ইউরা!'

পড়া শেষ ক'রে ইউরি চোখ তুলে তাকালো। শূন্য হ'য়ে আছে দৃষ্টি, চোখে একফোঁটা জল নেই, সব শুকিয়ে গেছে দুঃখে, শূন্য হ'য়ে গেছে বেদনায়। কিছুই দেখতে পেলো না সে, চারপাশে কী আছে না আছে, তার কোনো বোধ থাকলো না তার।

বরফ পড়ছে বাইরে। হাওয়া তাড়িয়ে নিচ্ছে বরফগুলোকে, ক্রমশ পুরু হ'য়ে পড়ছে, আরো দ্রুতবেগে, যেন ধ'রে ফেলতে চাচ্ছে। ইউরি তাকিয়ে রইলো এমনভাবে যেন সে বরফ পড়া দেখতে পাচ্ছে না, যেন এখনো টোনিয়ার চিঠি পড়ছে। আর এই যে শুভ্রতা, ঝিকমিক ক'রে উড়ে যাচ্ছে তার সামনে দিয়ে, তা যেন তুষারের ছোটো-ছোটো শুকনো নক্ষত্র নয়, যেন আসলে ছোটো-ছোটো কালো অক্ষরের ফাঁকে-ফাঁকে শূন্যতা—শাদা, আর নিঃসীম।

অজান্তে কেঁদে উঠে বুক চেপে ধরলো সে। মনে হ'লো অজ্ঞান হ'য়ে পড়বে। টলতে-টলতে এগিয়ে গেলো সোফার দিকে, অচেতন হ'য়ে সেটার ওপর প'ড়ে গেলো।

পরিচ্ছেদ ১৪

আবার ভারিকিনো

পুরোপুরি শীত চলছে। বরফ পড়ছে আঝোরে, তার মধ্য দিয়ে ইউরি হাসপাতাল থেকে হেঁটে ফিরলো। হল-ঘরেই লারার সঙ্গে দেখা হ'লো তার।

'কমরোভস্কি এসেছে,' লারার গলা ব্যাকুল শোনালো, আর যেন কোনো আশা নেই। যেন কেউ মেরেছে তাকে, এমনি উদ্‌ভ্রান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

'কোথায় সে? এখানে? এই ফ্ল্যাটে?'

'না, না, এখানে কেন থাকবে? সকালে এসেছিলো, ব'লে গেছে রাত্রে আসবে। এক্ষুনি এসে পড়বে হয়তো। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'কিন্তু এসেছে কেন?'

'কী যেন, কিছুই বুঝলাম না ওর কথা। বললো যে শিগগিরই ও দূর-এশিয়ায় চ'লে যাচ্ছে, যাবার আগে দেখা করতে এলো। বিশেষ ক'রে তোমার আর পাশার সঙ্গে দেখা করতে চায়। বললো যে আমরা নাকি মারাত্মক বিপদের মধ্যে আছি, তুমি, আমি, পাশা—আমরা তিনজনেই। সে-ই শুধু বাঁচাতে পারে আমাদের—যদি তার পরামর্শমতো চলি।'

'আমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছি। আমি চাই না ওর সঙ্গে আমার দেখা হোক।'

লারা ভেঙে পড়লো কান্নায়। ইউরির পায়ে প'ড়ে তার হাঁটু জড়িয়ে ধরলো, কিন্তু ইউরি তাকে টেনে তুললো জোর ক'রে।

'লক্ষ্মীটি, বেরিয়ে যেয়ো না। অন্তত আমার জন্ত থাকো,' মিনতি করলো লারা। 'এমন নয় যে ওর সঙ্গে একলা হ'তে আমি ভয় পাই, কিন্তু—ভাবতেও ঘেন্না করে ও-কথা। নিভৃতে দেখা হবে ওর সঙ্গে—এই জঘন্যতা থেকে বাঁচাও তুমি আমাকে। আর তাছাড়া, খুব কাজের লোক কমারোভস্কি, কতো কিছু জানে—সত্যিই হয়তো আমাদের কোনো সুপরামর্শ দেবার আছে ওর। আমি বুঝতে পারছি অসহ্য লাগবে তোমার ওকে, কিন্তু অন্তত খানিকক্ষণের জন্ত ও-সব ভুলে যাও লক্ষ্মীটি, এখন বেরিয়ো না। যেয়ো না।'

'কী হয়েছে তোমার, বলো তো? এতো অধীর কেন? বলো, কী করতে চাচ্ছো তুমি? অমনভাবে লুটিয়ে পোড়ো না তো বার-বার, এই অভ্যেসটা ছাড়ো তুমি। ওঠো, অমন মন-মরা হ'য়ে থাকে না। সত্যি, এই জুজুর ভয় তোমার ছাড়া উচিত—লোকটা তোমাকে সাংঘাতিক ভয় পাইয়ে দিয়েছে তো! আমি যে তোমার সঙ্গে আছি, তা তো জানো। কথা দিলাম, আমি থাকবো। বলো তো তোমার জন্য ওকে অম্লানবদনে খুনও ক'রে বসতে পারি।'

রাত নামলো আধ ঘণ্টার মধ্যেই। মিশকালো রাত। ছ'মাস আগে ইঁদুরের গর্তের সবগুলো মুখ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিলো, আজকাল রোজই ইউরি ভালো ক'রে খুঁজে ত্যাখে নতুন কোনো গর্ত দেখা যায় কিনা, চোখে পড়লে সময় থাকতেই বন্ধ ক'রে দেয়। একটা মস্ত লোমওলা হুলোবেড়ালকেও এই উদ্দেশ্যে বাড়িতে রেখে দেওয়া হয়েছে—কিন্তু সেটা প্রায় সব সময়েই রহস্যময় চেহারা ক'রে ধ্যানমগ্নের মতো ঝিমোয় শুধু। বাড়িতে ইঁদুর এখনো আছে, তবে আগের চেয়ে ঢের বেশি সাবধানে থাকে, এই আরকি।

কমারোভস্কির জন্য অপেক্ষা করতে-করতে লারা র‍্যাশন হিসেবে পাওয়া একটি কালো রুটিকে কয়েকটি টুকরোয় ভাগ ক'রে ফেললো, তারপর রেকাবিতে কয়েকটি সেদ্ধ-করা আলু সাজিয়ে টেবিলে রেখে দিলে। দু'জনে মিলে ঠিক করেছে যে পুরোনো খাবার ঘরটায় বসতে দেবে কমারোভস্কিকে—সেটাকে তারা এখনো খাওয়ার সময় ব্যবহার করে। সেই মস্ত, ভারি, কালো ওককাঠের টেবিল আর আলমারিটা এই ঘরের আদি আসবাবের অংশ। টেবিলের ওপর ক্যাস্টর-অয়েলের একটি বোতলে সলতে লাগানো: হাতে

নিয়ে চলাফেরার স্থবিধে হয় ব'লে এটাকে তারা বাতি হিসেবে ব্যবহার করে।

ডিসেম্বরের কালো রাত্রি ফুঁড়ে কমারোভস্কি এসে হাজির হ'লো, সারা গায়ে তার বরফের কুচি লেগে আছে। তার টুপি, কোট আর জুতো থেকে বরফ ঝ'রে পড়লো মেঝেতে, তারপর, গ'লে গিয়ে, মেঝের ওপর ছোটো-ছোটো জলাশয় স্থষ্টি ক'রে দিলে। তার দাড়ি-গোঁফে এমনভাবে বরফের কুচি আটকে আছে যে তাকে দেখালো ঠিক একটি ভাঁড়ের মতো (আগেকার দিনে দাড়ি-গোঁফ-কামানো চেহারা ছিলো তার)। কড়া ইস্ত্রি-করা ডোরাকাটা পাৎলুন তার পরনে, পুরোনো হ'লেও দেখতে ভালো। 'নমস্কার,' বা 'কেমন, ভালো তো?' এই ধরনের কোনো সম্ভাষণ করার আগে সে পকেট থেকে চিরুনি বের ক'রে অনেকক্ষণ ধ'রে ভেজা চুল আঁচড়ে নিলো, তারপর রুমাল বের ক'রে মুছে নিলো গোঁফ আর ভুরু। কোনো কথা না-ব'লেই তারপরে সে বাড়িয়ে দিলে তার দুই হাত, ডানহাত ইউরির দিকে, লারার দিকে বাঁ হাত, আর এই ভঙ্গি থেকেই যেন ফুটে বেরোলো ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা।

'ধ'রে নেওয়া যাক আমরা পূর্বপরিচিত,' ইউরির দিকে ফিরে তাকালো সে। 'আমি যে তোমার বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম, তা হয়তো জানো তুমি। আমার কোলে মাথা রেখেই তিনি মারা যান। তাঁর সঙ্গে তোমার কোনো মিল আছে কিনা দেখছিলাম—কিন্তু না, কোনো মিল নেই, বাবার মতো হওনি তুমি। তিনি ছিলেন দিলদরিয়া মানুষ, মেজাজে চলতেন। তোমাকে তোমার মায়ের মতো মনে হচ্ছে—মৃদু, যাকে বলে ভাবুক।'

'লারিসা ফিয়োডোরোভনা আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন আমাকে। আমার সঙ্গে আপনার নাকি জরুরি কথা আছে? তাঁর কথামতোই দেখা করতে রাজি হয়েছি আমি, এই সাক্ষাৎকারটা আমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করেনি, আর তাছাড়া, মনে তো হয় না আমরা পূর্বপরিচিত। তাহ'লে আমরা কি এবার কাজের কথায় আসবো? কী চান আপনি?'

'কী যে ভালো লাগছে আমার তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে! সব এখন বুঝতে পারছি, সব। চমৎকার জোড় মিলেছো তোমরা, একেবারে রাজযোটক যাকে বলে—কথাটা বললাম ব'লে কিছু মনে করছো না তো?'

'দয়া ক'রে থামুন। নিজের চরকায় তেল দেন তো বাধিত হবো। আমরা আপনার সহানুভূতি চাচ্ছি না। আপনি বারে-বারে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।'

'অমন দপ ক'রে জ্ব'লে উঠো না হে, যুবক। হয়তো শেষ পর্যন্ত সত্যিই তুমি বাবার ধাত পেয়েছো। ঠিক এমনি ক'রে তিনি রেগে উঠতেন, একটুতেই মাথা গরম হ'য়ে যেতো। তোমরা আমার ছেলেমেয়ের মতো—আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দুঃখের বিষয়, তোমরা সত্যি-সত্যি শিশুই আছো এখনো—এটা কিন্তু উপমা হিসেবে বলছি না—একেবারেই অজ্ঞ অবোধ আর নিশ্চিন্ত আছে। তোমরা ঠিক শিশুর মতো। এখানে এসে দিন দুয়েকের মধ্যেই তোমাদের বিষয়ে আমি যতো কথা শুনেছি, তা তোমরা নিজেরাও জানো না, এমনকি হয়তো আন্দাজ করতেও পারবে না। অজান্তে এমন এক পাহাড়ের ওপর দিয়ে তোমরা চলেছো, আর এক পা বাড়ালেই অতল খাদ। কোনো একটা ব্যবস্থা যদি না করো তোমাদের স্বাধীনতা তো যাবেই, এমনকি প্রাণ নিয়েও টানাটানি হ'তে পারে।

'কমিউনিস্ট রীতি ব'লে একটা ব্যাপার আছে, ইউরি আন্দ্রেইয়েভিচ, খুব কম লোকই তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে। কিন্তু তাদের ধ্যান-ধারণাগুলোকে তোমার মতো এমন প্রকাশ্যে কেউ অস্বীকার করে না। আগুন নিয়ে খেলা করা কেন? তাদের জগৎটাকে বিদ্রূপ করছো তুমি, তোমার অস্তিত্ব তাদের পক্ষে এক মূর্ত অপমান। অন্তত তোমার অতীতের কথা যদি গোপন থাকতো, তাহ'লেও না-হয় কথা ছিলো। কিন্তু মস্কো থেকে এমন অনেক লোক এসেছে যারা তোমার হাঁড়ির খবর সব রাখে। থেমিস[১]-এর পুরুৎ-ঠাকুররা আছেন তো এখানে—তোমরা একজনও তাঁদের মনোমতো নও। কমরেড আন্টিপভ আর টিভেরজিন তাঁদের নখ শানাতে লেগে গেছেন।

'তা হোক, তুমি তো পুরুষ, ইউরি আন্দ্রেইয়েভিচ, কারো অধীনও নও, মূর্খের মতো বিপদ যদি ডেকে আনতে চাও আনবে। কিন্তু লারিসা ফিয়োডোরোভনা তো স্বাধীন নন, একটি শিশু আছে তাঁর, তিনি তো আর আকাশে মাথা ঠেকিয়ে চলতে পারেন না।

১ Themis: গ্রীক সুবিচারের দেবী। এখানে ব্যঙ্গ ক'রে বলা হ'চ্ছে।—অনুবাদকের টীকা।

'অবস্থা যে কী সংঘাতিক তা ওঁকে বোঝাবার চেষ্টায় সারা সকালটা আমি নষ্ট করেছি। আমার কথায় কানই দেন না উনি। তুমি বললে কাজ হ'তে পারে—বলবে? সন্তানের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার তাঁর নেই। আমার যুক্তিগুলো শুনতেই হবে ওঁকে, মানতেই হবে।'

'জীবনে আমি কখনো কারো ওপর নিজের মত চাপিয়ে দিইনি। যারা আমার ঘনিষ্ঠ, তাদের ওপর তো নয়ই। আপনার কথা শোনা বা না-শোনা লারিসা ফিয়োডোরোভনার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে—তা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাছাড়া আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, তাও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনার তথাকথিত যুক্তিগুলো কিন্তু শুনিনি এখনো।'

'আবার তোমার বাবার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছো তুমি—ঠিক তেমনি একরোখা। বেশ, তাহ'লে সব খুলে বলছি। কিন্তু ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো, ধৈর্য ধ'রে সব শুনতে হবে, বাধা দিলে চলবে না।

'পার্টির হর্তাকর্তারা মস্ত বড়ো বদলের প্ল্যান আঁটছেন—হ্যাঁ, সত্যি, কথাটা অত্যন্ত বিশ্বস্তসূত্রে আমি জানতে পেয়েছি, তুমি নির্ভুল ব'লে ধ'রে নিতে পারো। ওরা এখন গণতান্ত্রিক হ'তে চাচ্ছে, চাচ্ছে আইনকানুনকে কিছুটা খাতির দেখাতে—আর এই বদলটা শিগগিরই ঘ'টে যাবে, দেখো।

'কিন্তু ঠিক সেইজন্যেই খেপে উঠছে পিটুনি পুলিশের দল—তাদের চাকরি চ'লে যাবে তো শিগগিরই। তা যাবার আগে চটপট হিসেব মিলিয়ে নিতে চাচ্ছে তারা, তাই গণতন্ত্র আসবার আগে এমন এক বীভৎসতার ঢেউ ব'য়ে যাবে, যে-রকমটি আমরাও আর আগে দেখিনি। ইউরি আন্দ্রেইয়েভিচ, তোমাকে শেষ করবে ওরা, দাগি তুমি, ওদের লিস্টিতে নাম আছে তোমার। সত্যি বলছি—বিশ্বাস করো—এ আমার স্বচক্ষে দেখা। সময় থাকতে প্রাণ নিয়ে পালাও।

'কিন্তু এ পর্যন্ত শুধু ভূমিকা। এবারে আসল কথায় আসি।

'যে-রাজনৈতিক দলগুলি এখনো অস্থায়ী সরকারকে মেনে চলছে, আর ভূতপূর্ব সংবিধানসভার সদস্যরা—এরা জোট বেঁধে প্যাসিফিক উপকূলে গিয়ে জড়ো হচ্ছে। নানা ধরনের নামজাদারা জমায়েৎ হচ্ছেন—ডুমার সভ্য, পুরোনো জেমস্ট্ভোর পাণ্ডারা, আরো অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি, ব্যাবসাদার,

কারখানার মালিক, সেই সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ধ্বংসাবশেষ সবাই গিয়ে সেখানে মিলছে।

'দূরপ্রাচ্যে একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপন করার মৎলব আছে এদের, সোভিয়েট সরকার তা দেখেও না-দেখার ভান করছে, কেননা লাল সাইবেরিয়া আর বাইরের জগতের মধ্যিখানে একটা ফালতু রাষ্ট্র থাকলে তাদের সুবিধেই। সব পার্টির লোক থাকবে সেই রিপাব্লিক সরকারে—মস্কোর জেদের জন্য অর্ধেকেরও বেশি অবশ্য কমিউনিস্ট। সুবিধে পেলেই একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে রিপাব্লিককে কুপোকাৎ করবে তারা। খুব পরিষ্কার প্ল্যান, কিন্তু অন্ততপক্ষে নিশ্বাস নেবার একটু সময় পাওয়া যাচ্ছে—এই সময়টুকুর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা চাই।

'বিপ্লবের আগে কোনো সময়ে আমি ভ্লাডিভস্টকের কয়েকটি ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ীর কাজের তদারক করতাম—মেকুর্লভ, আর্খারভ ব্রাদার্স—আরো অনেকে। সেই সূত্রেই তারা চেনে আমাকে, মন্ত্রীসভায় যারা যাবে বা যেতে পারে তাদের তরফ থেকে আমার কাছে লোক এসেছিলো, আমাকে বিচার-মন্ত্রীর পদ দিতে চাচ্ছে ওরা। কাজটা তারা গোপনেই করেছে, কিন্তু সোভিয়েটের বেসরকারি সম্মতি আছে। আমি তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি, সেখানেই চলেছি আমি এখন। যা-কিছু বললাম, সবই কিন্তু সোভিয়েট সরকারের মৌন সম্মতি নিয়ে করা হচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটা খুব খোলাখুলি নয় ব'লেই তা নিয়ে বেশি কথা বলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

'লারিসা ফিয়োডোরোভনাকে আর তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। সেখানে তুমি সহজেই জাহাজ পাবে, বিদেশে তোমার আত্মীয়দের কাছেও চ'লে যেতে পারো। তারা যে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, তা জানো নিশ্চয়ই? খুব হৈ-চৈ হয়েছিলো সেই ব্যাপারে, সারা মস্কো এখনো তা নিয়ে কথা বলছে।

'স্ট্রেলনিকভকে আমি বাঁচাবো, এই প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি লারিসা ফিয়োডোরোভনাকে। মস্কো যাকে স্বাধীন সরকার ব'লে মেনে নিয়েছে, তার সভ্য হিসেবে আমি পূর্ব সাইবেরিয়ায় খোঁজ নিতে পারি স্ট্রেলনিকভের—ঐ স্বাধীন রাজ্যে তার আসার সুবিধেও ক'রে দিতে পারি। নেহাৎই যদি

সে পালাতে না পারে, তাহ'লে আমি প্রস্তাব করবো যে মস্কো সরকার তাকে ছেড়ে দিন, তার বদলে ওদিক থেকে কাউকে ধরিয়ে দেবো ওঁদের কাছে— এমন কেউ, মস্কো যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

কমারোভস্কির এই ব্যাখ্যা দুর্বোধ্য লাগছিলো লারার, কিন্তু যখন ইউরি আর স্ট্রেলনিকভকে বাঁচাবার কথা সে বলতে লাগলো, তখন উৎকর্ণ হ'য়ে উঠলো। লারা একটু লাল হ'য়ে উঠে, ইউরিকে বললো :

'শুনছো তো—তোমার পক্ষে, পাশার পক্ষে, খুব জরুরি কথা এ-সব।'

'কিন্তু এ-সবে বিশ্বাস কী, লারা? এ তো একটা পরিকল্পনা শুধু, তাও অর্ধসমাপ্ত, একে তুমি তথ্য ব'লে ধ'রে নিতে পারো না। আমি বলছি না যে, ভিক্টর ইপ্পলিটোভিচ আমাদের ভুল পথে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, কিন্তু এতোক্ষণ তিনি যা বললেন তা আকাশকুসুম ছাড়া আর কী। আমার দিক থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনাকে,' কমারোভস্কির দিকে মুখ ফেরালো সে— 'এতো ভেবেছেন আপনি আমার কথা! কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না যে আপনি ওদের সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করলে আমি তা সহ্য করবো? আপনাকে ওদের নিয়ে যেতে দেবো আমি? আর স্ট্রেলনিকভের কথা— লারাকেই তা ভেবে দেখতে হবে।'

'আসল কথাটা দাঁড়ালো এই,' বললো লারা, 'যে ওঁর সঙ্গে আমরা যাবো কি যাবো না। তোমাকে ফেলে আমি যে যাবো না, তা তো তুমি জানো, ইউরি।'

হাসপাতাল থেকে জল-মেশানো কোহল এনেছিলো ইউরি; কমারোভস্কি আলুসেদ্ধ চিবোতে-চিবোতে তাতে চুমুক দিচ্ছে, ক্রমেই নেশা চ'ড়ে যাচ্ছে তার।

২

রাত ভারি হ'লো। যতোবারই সলতে সাফ ক'রে দেওয়া হ'লো, ততোবারই দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে ওঠে বাতিটা, ঘর উজ্জ্বল দেখায়, আর তারপরেই আগুন ম'রে আসে, ফের ছায়া আসে ঘনিয়ে। ইউরির আর লারার ঘুম পাচ্ছে; তাদের ইচ্ছে করছে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা ব'লে নিয়ে শুয়ে পড়ে, কিন্তু

কমারোভস্কি আর ওঠার নাম করে না। জানলার বাইরে ডিসেম্বরের কালো অন্ধকার আর ঘরের ভেতরকার ওককাঠের ভারি আলমারিটা যেমন তাদের ক্লান্ত ক'রে তুলছিলো, কমারোভস্কির উপস্থিতিটাও ঠিক তেমনি বিরক্তিকর।

তাদের লক্ষ্য না-ক'রে তাদের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে কমারোভস্কি; দূরের দিকে নিবদ্ধ তার চকচকে ভিজে চোখ, নেশা-লাগা আবছা গলা কখন থেকে শুধু জাবর কেটে চলেছে—অন্তহীন, ক্লান্তিকর। এখন তার বাতিক হয়েছে দূর-এশিয়া, ইউরিকে আর লারাকে মঙ্গোলিয়ার রাজনৈতিক গুরুত্ব বোঝাচ্ছে সে; দু'জনের একজনেরও কোনো কৌতূহল নেই এ-বিষয়ে, কোন ফাঁকে কমারোভস্কি সেটা টেনে এনেছে তাও টের পায়নি তারা—আর সেইজন্যেই আরো অর্থহীন মনে হচ্ছে সব কথা। কমারোভস্কি বলছিলো :

'সাইবেরিয়ায় যে কতো কিছু হ'তে পারে তার অন্ত নেই—সাধে কি নতুন আমেরিকা বলা হয়। রাশিয়ার ভাবী গৌরবের আঁতুড়ঘর হবে সেখানেই, তা-ই হবে আমাদের প্রগতির মাপকাঠি, ওতেই বোঝা যাবে কতোটা আমরা এগিয়েছি গণতন্ত্রের দিকে, পেয়েছি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য। আরো বিরাট সম্ভাবনা আছে বহির্মঙ্গোলিয়ার—আমাদের দূর-প্রাচীর প্রতিবেশী। কী জানো তোমরা তার কথা? নির্লজ্জের মতো হাই তুলছো তোমরা, চোখ ঢুলে আসছে, কিন্তু তবু বলি—মঙ্গোলিয়া মানে হ'লো প্রায় দশ লক্ষ বর্গ মাইল জোড়া জমি, আর অগণ্য খনিজ সম্পদ; একেবারে টাটকা সব জমি, তার দিকে লোভীর মতো তাকিয়ে আছে চীন, জাপান, আমেরিকা। রাশিয়ার স্বার্থকে জখম ক'রে সবাই চায় ওটা ছিনিয়ে নিতে—কিন্তু যখনই কথা উঠেছে ঐ সুদূর দেশ কোন প্রভাবমণ্ডলের অন্তর্ভূক্ত, তখনই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরাও রাশিয়ার দাবি স্বীকার ক'রে নিয়েছে।

'মঙ্গোলিয়া পেছিয়ে আছে ধর্মের শাসনে, সামন্ততন্ত্রে; তার লামা আর "খুটুখ্‌ট"দের ওপর প্রভাব খাটিয়ে তাকে শোষণ ক'রে নিচ্ছে চীন। জাপান মিতালি করছে স্থানীয় যুবরাজদের সঙ্গে, যাদের বলা হয় "হোশুন"। লাল রাশিয়া আবার "হামজিল"দের মধ্যে বন্ধু পেয়েছে—বিক্ষুব্ধ মঙ্গোলীয় মেষপালকদের

বিপ্লবী সংঘ সেটা। আর আমি খুশি হবো যদি স্বাধীন নির্বাচনে "হুরুলটায়ি"রা জিতে যায়। মঙ্গোলিয়ার সত্যি উন্নতি হবে তাহ'লে। আর তোমাদের পক্ষে আসল কথা এই যে সীমান্ত পেরিয়ে একবার মঙ্গোলিয়াতে পা দিলেই দেখতে পাবে সারা পৃথিবী তোমাদের পায়ের তলায় প'ড়ে আছে—একেবারে বাতাসের মতো স্বাধীন তোমরা।'

তার বাগ্‌বহুল বক্তৃতা লারার আর সহ্য হ'লো না। ক্লান্তিতে, বিরক্তিতে প্রায় কান্না পেয়ে গেলো। শেষটায় তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে, বিরুদ্ধভাব লুকোবার কোনো চেষ্টা না-ক'রে হঠাৎ ব'লে উঠলে :

'রাত অনেক হ'লো, আপনার যাবার সময় হয়েছে। ঘুম পেয়েছে আমার।'

'নিশ্চয়ই এতো রাত্রে আমাকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দেবে না তোমরা? আতিথেয়তা আছে তো! পথ চিনে যেতে পারবো কিনা তা-ই বা কে জানে—একে অচেনা শহর, তার ওপর এই ঘুটঘুটে অন্ধকার।'

'এ-ভাবে ঠায় ব'সে না-থেকে আগেই তা ভাবা উচিত ছিলো আপনার। কেউ আপনাকে এতো রাত অবধি থাকতে বলেনি তো।'

'অমন চোখা-চোখা কথা বলছো কেন আমাকে? আমার থাকার কোনো জায়গা আছে কিনা, তা পর্যন্ত তোমরা একবার জিজ্ঞেস করোনি।'

'তা নিয়ে মোটেও মাথাব্যথা নেই আমার। নিজের দেখাশোনা নিজে আপনি ভালোই করতে পারেন। এখানে রাত কাটাবার নিমন্ত্রণ বাগাতে চেষ্টা করছেন তো? তাহ'লে জেনে রাখুন, আমরা কাটিয়াকে নিয়ে যে-ঘরে শুই, সেখানে কিছুতেই থাকতে দেবো না আপনাকে, আর অন্য ঘরগুলো সব ইঁদুরে ভর্তি।'

'আমার তাতে অসুবিধে হবে না।'

'সে আপনার অভিরুচি।'

৩

'তোমার হ'লো কী, লারা? রাতের পর রাত ঘুমোচ্ছো না, খাচ্ছো না কিছু, সারাদিন কেমন ভূতের মতো চেহারা ক'রে ঘুরে বেড়াও। এতো কী ভাবো সব সময় বলো তো? যতো উদ্বেগই তোমার থাক না কেন, তাদের অমনভাবে মাথায় চ'ড়ে বসতে দিতে নেই।'

'হাসপাতালের দরোয়ান ইজুট আবার এসেছিলো, জানো? একতলার ধোপানির কাছে আসে সে, প্রেম করছে ওরা। একদিন আমার কাছে এসে এক খুশির খবর দিয়ে গেলো! "আপনার মিস্টেটির তো হ'য়ে এলো এবার—একেবারে এখন-তখন অবস্থা।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী ক'রে জানলে?"—"ঠিক জানি, ঠিক শুনেছি আমি, পেলিকান-এ বলাবলি হচ্ছে এ নিয়ে।" পেলিকান মানে যে ইসপলকোম[১], তা বোধহয় ধরতে পেরেছো তুমি?' দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠলো।

ইউরি বললে, 'ঠিক বলেছে লোকটা, এখন-তখন অবস্থার মধ্যে আছি, এই বেলা অন্তর্ধান করা উচিত আমাদের। কিন্তু প্রশ্নটা হ'লো—যাই কোথায়? চুপি-চুপি স'রে পড়তে হবে আমাদের, তাই মস্কো যাবার কোনো কথাই ওঠে না—লোকের চোখে না-প'ড়ে তো আর মস্কোতে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে না। শোনো, লারা—তুমি প্রথমে যা বলেছিলে তা-ই করা যাক না। ভারিকিনোতেই যাই চলো, কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকি—অন্তত হপ্তাখানেক বা দু'এক মাস। কী বলো?'

'ভালো, খুব ভালো, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। ঈশ, কী যে ভালো লাগছে আমার। ভারিকিনোর কথা ভাবতে তোমার বিশ্রী লাগে, তা বুঝি। কিন্তু সেখানে তোমার বাড়িতে না-ই বা থাকলাম—ঐ সব শূন্য ঘর, মনের কষ্ট, অতীতের সঙ্গে তুলনা—এ তুমি সইতে পারবে না, জানি। যা ভালোবাসি, যাকে পবিত্র ব'লে ভাবি, তার ওপর মাড়িয়ে যাওয়ার মানে কী, তা কি আমি জানি না? অন্যের দুঃখের ওপর নিজের সুখ কি গ'ড়ে তোলা যায় কখনো? অতো বড়ো ত্যাগ আমার জন্য তোমাকে করতে দেবো না আমি—কিছুতেই না। কিন্তু যাকগে, সে-কথা উঠছে না আপাতত।

১ *Ispolnitelny komitet*: নগর পরিষদের কার্যকরী সমিতি।

তোমার বাড়িটার দশা এতোই খারাপ যে, ঘরগুলোকে বাসযোগ্য ক'রে তোলাই মুশকিল। আমি ভাবছিলাম মিকুলিৎসিনদের বাসার কথা।'

'তোমার সব কথাই সত্যি। এতো বুদ্ধি-বিবেচনা তোমার—কতো আর ঋণী করবে আমাকে। কিন্তু রোসো, রোজ তোমাকে জিজ্ঞেস করবো ভাবি, রোজ ভুলে যাই। কমারোভস্কির খবর কী? সে কি এখনো আছে এখানে, না চ'লে গেছে? সেবার ঝগড়া ক'রে তাকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দেওয়ার পর থেকে আর তার কোনো খবরই পাইনি।'

'আমিও কিছুই জানি না, চাইও না জানতে। ওকে দিয়ে তোমার আবার কী দরকার?'

'এখন আমার মনে হচ্ছে যে আমরা দু'জনে একসঙ্গে ওর প্রস্তাবকে উড়িয়ে দিয়ে ভালো করিনি। আমাদের দু'জনের অবস্থা তো এক নয়। তোমার মেয়ে আছে, তার কথা ভাবতে হবে তোমাকে। আমার বিপদের অংশ নিতে তুমি চাইতে পারো, কিন্তু তা নেবার তোমার অধিকার নেই।

'কিন্তু শোনো—ঐ ভারিকিনোর কথা। না আছে খাবার, না কোনো আশা-ভরসা – এই অবস্থায় শীতের মধ্যে ঐ জঙ্গলে যাওয়াকে পাগলামি ছাড়া আর কী বলে! কিন্তু তা-ই না-হয় হ'লো, পাগলামি ছাড়া আর কোনো পথ যদি আমাদের না থাকে, তবে তা-ই হোক। আবার না-হয় দর্পচূর্ণ হবে আমাদের। সামডেভইয়াটভের কাছে ঘোড়া চেয়ে নেবো। বলবো ওকে—না, ওকেও না, ওর অধীনে যে-সব লোক চোরাবাজারি কারবার চালায়, তাদের কাছে ধারে চেয়ে নেবো আলু আর ময়দা—এখনো হয়তো আমাদের বিশ্বাস ক'রে কিছু দেবে ওরা। বুঝিয়ে বলবো সামডেভইয়াটভকে—উপকার করার সুযোগ নিয়ে সে যেন এক্ষুনি দেখাশুনো করতে না আসে আমাদের সঙ্গে—অন্তত ততোদিন যেন অপেক্ষা করে, যতোদিন ঘোড়াটা তার সত্যি দরকার না হয়। একটু একা থাকবো আমরা কয়েকটা দিন। চলো আমার প্রাণ, চলো। ভালো সময়ে ভালো গৃহিণী এক বছরে যতো জ্বালানি পোড়ায় তার চেয়েও বেশি আমরা এক হপ্তায় উড়িয়ে দেবো!

'পারি না, শান্তভাবে কথা বলতে পারছি না এখন—আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো, লারা, আমি চাই না তোমার সঙ্গে আড়ম্বর ক'রে কথা বলতে, কিন্তু

সত্যি তো আমাদের সামনে একটার বেশি দুটো রাস্তা আর খোলা নেই। যেমন ক'রেই বলো না কথাটা, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যু, আঙুলে গোনা যায় যে-ক'টা দিন আর হাতে আছে। তা-ই যদি, তবে এসো, এরই মধ্য থেকে নিংড়ে নিই আমাদের সুখ, সার্থকতা। কোন কাজে লাগাবো এই দিনগুলিকে? জীবনকে বিদায় বলি এসো, শেষবারের মতো একা থাকি দু'জনে—এর পরে তো আছেই বিচ্ছেদ। বিদায়—যা-কিছু ভেবেছি, ভালোবেসেছি, যে-স্বপ্ন ছিলো মনের মধ্যে এই জীবনের, যা আশা করেছি, শিক্ষা পেয়েছি বিবেকের কাছে—সেই সব-কিছুকে বিদায় বলবো এবার, বিদায় বলবো পরস্পরকে। যে-গোপন কথা শুধু রাত্রেই বলা যায়, আবার তা বলবো আমরা পরস্পরকে, পূর্বসাগরের নামের মতো বড়ো আর শান্তিতে ভরা সেই কথা। এর কি কোনো মানে নেই যে তুমি আমার জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছো—লারা, আমার সর্বস্ব গোপন তুমি, আমার নিষিদ্ধ দেবদূত—যুদ্ধে বিপ্লবে ছিন্নভিন্ন এই আকাশের তলায়—সেই তুমি, যে প্রথম আমার ছেলেবেলার শান্তির আকাশে দেখা দিয়েছিলে!

'সেই রাতে—তোমার পরনে ছিলো কফিরঙের স্কুলের ইউনিফর্ম—হোটেলের ঘরে দরজার ছায়ায় তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে—আজ তুমি যা হয়েছো সেদিনও ঠিক তা-ই ছিলে তুমি—এমনি তোলপাড়-তোলা লাবণ্যময়ী।'

'সেই সম্মোহন, যার বীজ সেদিন তুমি বপন করেছিলে আমার মনে, পরে তাকে কোনো নাম দিতে আমি চেষ্টা করেছি। সেই ধীরে-ধীরে নিবে-যাওয়া আলো, মিলিয়ে-যাওয়া শব্দ—তা ছড়িয়ে পড়েছিলো আমার সারা সত্তায়। তারপর থেকে তোমার মধ্য দিয়েই আমি জগৎটাকে দেখেছি, বুঝেছি।'

'যখন তুমি—স্কুলের পোষাক পরা এক ছায়ার মতো সেই ঘরের অন্য সব ছায়ার মধ্য থেকে উঠে এলে, আমি—ছেলেমানুষ, তোমার কথা কিছুই জানি না—আমি তক্ষুনি সব বুঝে নিলাম, সাড়া দিয়ে উঠলাম প্রচণ্ড যন্ত্রণায়; এই ছোট্ট রোগা মেয়েটির মধ্যে—বিদ্যুতের তরঙ্গের মতো—যেন নিখিলনারীত্ব প্রবিষ্ট হ'য়ে আছে। যদি শুধুমাত্র আঙুলের ডগা দিয়েও তোমাকে স্পর্শ করতাম তখন, তাহ'লে এক ফুলকি জ্ব'লে উঠে সারা ঘর আলো ক'রে দিতো—হয় আমার মৃত্যু হ'তো তখনই, নয়তো চুম্বকের স্রোতের মতো, আমার

সমস্ত জীবন ভ'রে দিতো এক বেদনাময় দুঃখে আর আকাঙ্ক্ষায়। কেঁদেও ছিলাম, জ্ব'লে উঠেছিলাম আগুনের মতো, তারই মতো। মারাত্মক দুঃখ হয়েছিলো আমার নিজের জন্য—ছেলেমানুষ আমি!—আরো বেশি তোমার জন্য—তুমি বালিকা মাত্র! আমার সমস্ত বিস্মিত সত্তা প্রশ্ন করেছিলো: যদি ভালোবাসার শক্তি জেগে উঠলেই এই যন্ত্রণা, তাহ'লে নারী হবার যন্ত্রণা না জানি আরো কতো বেশি—কেননা নারী এই শক্তি, এই শক্তির উৎসস্থল!'

'এই তো। এতোদিনে বললাম তোমাকে। আমি যে পাগল হ'য়ে যাইনি, এই যথেষ্ট। এরই মধ্যে আমি আছি—সর্বস্ব আছে আমার।

রাত-কাপড় না প'রেই, বিছানার ধার ঘেঁষে লারা শুয়ে ছিলো। অসুস্থ বোধ করছিলো সে, কুঁকড়ে শুয়ে ছিলো গায়ে শাল জড়িয়ে। ইউরি ব'সে ছিলো চেয়ারে তার পাশে, অনেক থেমে-থেমে আস্তে-আস্তে কথা বলছিলো। মাঝে-মাঝে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসছিলো লারা, থুৎনিতে হাত ঠেকিয়ে হাঁ ক'রে দেখছিলো ইউরিকে, আবার কখনো ইউরির কাঁধে মাথা গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদছিলো আনন্দে, তার চোখ দিয়ে যে জল পড়ছে তা টেরও পাচ্ছিলো না। শেষ পর্যন্ত শুয়ে-শুয়েই হাত বাড়িয়ে দিলো সে, ইউরিকে জড়িয়ে ধ'রে ভরপুর সুখে নিচু গলায় ব'লে উঠলো:

'ইউরি, মণি আমার, কী বুদ্ধি তোমার, সব জানো তুমি! ইউরি, আমার সোনামণি, আমার সম্বল, আমার আশ্রয়—সবই তো তুমি;—ভগবান আমার এই পাপবাক্য ক্ষমা করুন! কী ভালো লাগছে, কী আনন্দ আমার! তা-ই চলো, আমার প্রাণ, চলো ভারিকিনোতে। সেখানে গিয়ে অন্য একটা কথা বলবো তোমাকে।'

লারা ভাবছে সে গর্ভিণী হ'য়েছে, কিন্তু ইউরির মতে তার এই ধারণা খুব সম্ভব ভুল।

'আমি জানি, কী কথা,' বললো ইউরি।

৪

শীতের এক ধূসর ভোরে শহর ছাড়লো তারা। ছুটির দিন ছিলো না সেটি, লোকেরা কাজেকর্মে বেরিয়েছে। চেনাশোনা অনেককেই তারা রাস্তায় দেখতে পেলো পাহাড়ি চৌমাথাগুলোর মোড়ে; অনেক বাড়িতে কুয়ো নেই; কতোগুলো পুরোনো কল আছে শুধু, মেয়েরা সেখানে জল নিতে এসে পাশে মাটিতে বাঁক আর বালতি রেখে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইউরি সাবধানে তাদের পাশ কাটিয়ে গেলো, সামলে নিতে হ'লো সামডেভইয়াটভের টগবগে ধোঁয়াটে-হলুদ রঙের ঘোড়াটাকে। চড়াইয়ের পথে জল জ'মে বরফ হয়েছে, তার ওপর দিয়ে চলতে-চলতে বার-বার হড়কে যাচ্ছে স্লেজগাড়িটা, মাঝে-মাঝে ল্যাম্পপোস্টে ঠোক্কর খাচ্ছে।

সামডেভইয়াটভ হেঁটে আসছিলো উল্টো দিক থেকে; পুরো কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে পাশ কাটিয়ে চ'লে গেলো তারা—একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো না, সামডেভইয়াটভ তাদের বা তার ঘোড়াটাকে চিনতে পারলো কিনা, বা তাদের কিছু বলতে চায় কিনা সে। একটু পরে তারা কমারোভস্কিকে পাশ কাটিয়ে গেলো—এবারেও কোনো সম্ভাষণ করলে না।

গ্লাশা টুন্টসেভা রাস্তার ওপার থেকে চেঁচিয়ে বললে:

'কতো মিথ্যেই না বলে লোকে! শুনলাম তোমরা কাল চ'লে গেছো। কী? আলুর খোঁজে চলেছো?' উত্তরে তারা যা বললে তা সে শুনতে পাচ্ছে না, ইঙ্গিতে এই কথা জানিয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানালো সে।

শুধু সিমার জন্যই একবার আস্তে চলতে হ'লো তাদের; জায়গাটা বেখাপ্পারকম ঢালু ব'লে থামতে অসুবিধে হ'লো, ঘোড়াটা অস্থির হ'য়ে উঠলো লাগাম টেনে-টেনে। আপাদমস্তক অনেকগুলো শাল জড়িয়ে নিয়েছিলো ব'লে সিমাকে দেখাচ্ছিলো তক্তার মতো শক্ত; থপথপ ক'রে রাস্তার মাঝখানে এসে তাদের বিদায় জানালো সে, শুভকামনা জানালো।

'ফিরে এলে অনেক কথা হবে,' সিমা বললো ইউরিকে।

অবশেষে শহরের সীমা ছাড়ালো তারা। যদিও ইউরি আগেও শীতকালে গেছে এই পথ দিয়ে, তবু শুধু গ্রীষ্মের ছবিটাই মনে ছিলো তার—এখন প্রায় চিনতেই পারলো না।

স্লেজের সামনের দিকে খড়ের গাদার মধ্যে তারা ঢুকিয়ে দিয়েছে খাবারের থলে আর অন্য সব পোঁটলা-পুঁটলি, দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে সেগুলো। ইউরি স্লেজ চালাচ্ছিলো গাড়ির মেঝেতে হাঁটু ভেঙে টান হ'য়ে ব'সে—যেমন ক'রে এখানকার চাষিরা চালায়—আর নয়তো সামডেভইয়াটভের পশমি জুতোয় ঢোকানো পা দুটোকে সামনে ঝুলিয়ে নিয়ে ব'সে।

বিকেলে, সূর্যাস্তের অনেক আগেই ফুরিয়ে এলো দিন—শীতকালে যেমনটি হ'য়ে থাকে। ইউরির হাতে নির্দয় চাবুক খেয়ে, ঘোড়া ছুটে চললো তীরের বেগে। ঝড়ে-পড়া জাহাজের মতো স্লেজগাড়িটা ঝাঁকুনি খেতে লাগলো অসমতল রাস্তায়। ফার কোটের মধ্যে এমনভাবে কুঁকড়ে আছে লারা আর কাটিয়া যে তারা প্রায় নড়তে পারছে না। মোড় নেবার দুলুনিতে, খানা-খন্দের ঠোক্করে তারা এদিক-ওদিক গড়াতে-গড়াতে বস্তার মতো খড়ের গাদায় ঢুকে যাচ্ছে; চেঁচিয়ে হেসে উঠছে তারা ফুর্তিতে। একবার ইউরি মজা ক'রে গাড়িটাকে একেবারে বরফ-জমা প্রান্তে নিয়ে কাৎ ক'রে উল্টিয়ে ফেলে দিলে ওদের দু'জনকে। ঘোড়াটা কয়েক গজ টেনে নিয়ে গেলো গাড়িটাকে, লাগাম টেনে থামিয়ে গাড়ি সোজা করলো ইউরি; তক্ষুনি লারা আর কাটিয়া গাড়িতে উঠে ব'সে খুব ধমক দিলে তাকে, পিঠে খোঁচা দিয়ে হেসে উঠলো।

'পার্টিজানরা আমাকে কোনখানে ধরেছিলো, দেখাবো তোমাদের,' শহর অনেক পেছনে ফেলে আসার পর ইউরি বললে তাদের। কিন্তু এ-কথাটা সে রাখতে পারলো না। শীতে রিক্ত হ'য়ে গেছে বন, চারদিককার স্তব্ধতা আর শূন্যতা জায়গাটাকে এমন বদলে দিয়েছে যে চেনা যায় না। 'এই যে, এখানে,' মরো আর ভেটচিনকনের প্রথম সাইনবোর্ডটার কাছে এসে ভুল ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো সে। এই প্রথম সাইনবোর্ডটা ছিলো মাঠের মধ্যে; ইউরি ভুল ক'রে সেটাকে বনের ভেতরকার সাইনবোর্ড ব'লে ভাবলে—তারই কাছে বন্দী হয়েছিলো সে। রাস্তা যেখানে সাকমার দিকে বেঁকে গেছে, সেই মোড়ে ঝোপের ধারে আগের জায়গাতেই দ্বিতীয় সাইনবোর্ডটি দাঁড়িয়ে ছিলো; তার পাশ দিয়েই টগবগিয়ে ছুটে গেলো তাদের ঘোড়া, কিন্তু ফোঁটা-ফোঁটা বরফের জন্য কালো আর রুপোলি হ'য়ে আছে অরণ্য, ঝলমলে ঝালরের মতো চোখ-ধাঁধানো—তার মধ্যে ঐ সাইনবোর্ডটাকে চেনাই গেলো না।

ভারিকিনোতে যখন পৌঁছলো তখন সন্ধে। পথে প্রথমেই জ্ভিাগোদের বাড়ি পড়ে, তার সামনে এসে থামলো তারা; ডাকাতের মতো দ্রুত ঢুকে পড়লো ভেতরে, এখনই অন্ধকার হ'য়ে যাবে, তাই এতো তাড়া। কিন্তু ঘরে এর মধ্যেই অন্ধকার হ'য়ে গেছে, যতো ভাঙচুরের চিহ্ন আর যতো ধিক্কারজনক নোংরা সেখানে ছড়িয়ে আছে, ইউরি তার অর্ধেকও তাই দেখতে পেলো না। যে-সব আসবাবের কথা তার মনে ছিলো, তার কিছু-কিছু চোখে পড়লো অবশ্য, ধ্বংসক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে পারে এমন কেউ ছিলো না ভারিকিনোতে, কোনো ব্যবহার-করা কাপড়-চোপড় বা অন্য কিছু চোখে পড়লো না তার, কিন্তু টোনিয়ারা যখন এখান থেকে চ'লে যায়, তখন তো সে ছিলো না এখানে, কেমন ক'রে জানবে তারা কতোটুকু সঙ্গে নিয়ে গেছে। এদিকে লারা বলছিলো:

'চটপট গুছিয়ে নিতে হবে আমাদের। এক্ষুনি অন্ধকার হ'য়ে যাবে। মোটে সময় নেই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাববার। এখানেই যদি আমাদের থাকতে হয় তো ঘোড়াটাকে গোলাঘরে নিয়ে যেতে হবে, খাবারগুলো পোর্টিকোতে থাক, আমি ততোক্ষণে ঘরটা ঠিকঠাক ক'রে নিচ্ছি। তবে আমার কিন্তু এখানে থাকায় মত নেই। আগেই এ নিয়ে কথা হয়েছে আমাদের। তোমার কষ্ট হবে, আর সেইজন্যে, আমারও। ঘরটা কী ছিলো আগে? তোমার শোবার ঘর? না, বাচ্চাদের? ঐ তো তোমার ছেলের খাট। কাটিয়ার পক্ষে বড্ড ছোটো হবে এটা। ওদিকে আবার জানলাগুলো সব আস্তই আছে, দেয়ালে সীলিঙেও কোনো ফাটল নেই, আর চুল্লিটাও দেখছি আশ্চর্য-রকম আস্ত আছে। গেলো বার এসেও চুল্লিটার আমি তারিফ করেছিলাম। কী বলো, থাকবে এখানে? তুমি চাইলে আমার অমতে এসে যায় না—কোট খুলে এক্ষুনি কাজে লেগে যাচ্ছি। চুল্লিটাতে আগুন ধরানো হ'লো এক নম্বর কাজ, জ্বালানি, আরো জ্বালানি, আরো জ্বালানি—অন্তত তিন দিন ধ'রে সারা দিনরাত জ্বালিয়ে রাখতে হবে তো। কিন্তু তোমার হ'লো কী, ইউরি? একটাও কথা বলছো না?'

'এই—না, কিছু হয়নি, ঠিক আছি আমি।...না, সত্যি, মিকুলিৎসিনদের বাসাটাই বোধহয় ভালো হবে এর চাইতে।'

আবার গাড়িতে উঠলো তারা।

৫

মিকুলিৎসিনদের দরজা তালাবন্ধ। মুচড়ে-মুচড়ে দরজা খুললো ইউরি, তালার স্প্রিং ভেঙে কাঠের টুকরো ছিটকে পড়লো। এখানেও তেমনি ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে ঢুকে পড়লো তারা, জামাকাপড় না-খুলেই, টুপি, কোট আর পশমের জুতো প'রেই সোজা গিয়ে ঢুকলো অন্দরে।

বাড়ির কোনো-কোনো অংশের পরিচ্ছন্নতা দেখে প্রথমেই তাদের তাক লেগে গেলো—বিশেষ ক'রে মিকুলিৎসিনের পড়ার ঘরটা। নিশ্চয়ই সেদিন পর্যন্ত এখানে কেউ গেছে, কিন্তু কে সে? মিকুলিৎসিনরা? কিন্তু তাই যদি হয় তারা গেলো কোথায়, আর কেনই বা চাবি না-দিয়ে দরজায় তালাবন্ধ ক'রে গেলো? তাছাড়া, মিকুলিৎসিনরা যদি অনেকদিন ধ'রে এখানেই থাকে, তাহ'লে—শুধু কয়েকটা কেন, সবগুলো ঘরই কি পরিষ্কার থাকতো না? অবস্থাটা এক অজ্ঞাত আগন্তুকের আভাস দিচ্ছে, কিন্তু কে হ'তে পারে? ইউরি বা লারা কেউই এই রহস্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হ'লো না, তার সমাধানের জন্যও মাথা ঘামালো না তারা। অর্ধেক-লুঠ-করা বাড়ি অনেক দেখা যায় আজকাল আর পলাতকদের সংখ্যাও প্রচুর। 'কোনো শাদা অফিসার পালিয়ে বেড়াচ্ছে আরকি,' পরস্পরকে বললো তারা। 'যদি সে ফিরে আসে তো তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে নেওয়া যাবে। এতো বড়ো বাড়ি—কারোরই অকুলোন হবে না।'

যেমন আগে একবার দাঁড়িয়েছিলো, তেমনি এবারেও পড়ার ঘরটির সামনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়ালো ইউরি—এমন প্রশস্ত সেই ঘর, এমন সংবৃত আরামের ব্যবস্থা সেই জানলার ধারের টেবিলটাতে—কতো স্বাচ্ছন্দ্য এখানে, ধৈর্যময় ফলপ্রসূ কোনো কাজের পক্ষে কী গভীরভাবে অনুকূল।

উঠোনে অনেকগুলো আলাদা ঘর, গোলাঘরের গায়ে লাগানো আস্তাবল, কিন্তু সেগুলো সবই তালাবন্ধ। ইউরি আর তালাভাঙার চেষ্টা করলে না—হয়তো সেগুলো ব্যবহারযোগ্য নেই আর। ঘোড়াটা গোলাঘরেই রাত কাটাতে পারবে, সেটার দরজা খোলা কঠিন হ'লো না। ঘোড়াটার জিন-লাগাম খুলে ফেলা হ'লো—জিরিয়ে নিক বেচারি—ইউরি তাকে কুয়ো থেকে জল এনে দিলে। স্লেজ-গাড়িতে খড় ছিলো ঘোড়ার জন্য, কিন্তু দেখা গেলো তাদের

পায়ের চাপে তা নষ্ট হ'য়ে গেছে। কিন্তু ভাগ্য ভালো—গোলাঘরের চিলেকোঠায় খড় পাওয়া গেলো খানিকটা।

জামাকাপড় না-খুলেই শুয়ে পড়লো তারা, ফার-কোটগুলোকে কম্বলের মতো জড়িয়ে নিলে, বাইরে সারাদিন ছুটোছুটি খেলাধুলোর পরে ছোটোরা যেমন ঘুমোয়, তেমনি গাঢ় গভীর, উপভোগ্য ঘুমের মধ্যে তারা তলিয়ে গেলো।

৬

জেগে ওঠার মুহূর্ত থেকেই ইউরি টেবিলটার দিকে তাকাতে লাগলো ঘন-ঘন—জানালার ধার থেকে তাকে লুব্ধ করছে টেবিলটা। কাগজ-কলমের জন্য তার আঙুল যেন চুলবুল করছে। কিন্তু সন্ধের আগে লিখতে বসবে না সে, লারা কাটিয়া শুয়ে না-পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ততোক্ষণ তার হাতেও কাজ থাকবে, অন্তত পক্ষে দুটো ঘর বাসযোগ্য ক'রে তুলতে হ'লে তাও তো কম কথা নয়।

সন্ধ্যার জন্য কেন এই অধীর প্রতীক্ষা ইউরির? না, জরুরি কোনো কাজ নেই; শুধু লেখার ইচ্ছে তাকে পেয়ে বসেছে।

কিছু তাকে লিখতেই হবে। কয়েকটা পুরোনো ভাবনা লেখা হয়নি—সেগুলোকে গুছিয়ে নিয়েই আরম্ভ করা যাক। পরে হয়তো নতুন কিছু হবে—আরো সার্থক কিছু—যদি অবশ্য লারাকে নিয়ে থেকে যেতে পারে এখানে।

'ব্যস্ত? কী করছো?'

'কাঠ দিচ্ছি চুল্লিতে। কী চাই?'

'কাপড় ধোবার জন্য একটা টব দরকার।'

'এ-ভাবে যদি ঘর গরম করি তাহ'লে কাঠ কিন্তু শিগগিরই ফুরোবে। পুরোনো কাঠ রাখার ঘরে দেখে আসবো একবার, কিছু হয়তো থেকেও যেতে পারে সেখানে। যদি থাকে তো নিয়ে আসবো। কাল করবো এটা। টব চাই? কোথায় যেন দেখেছি একটা, নিশ্চয়ই দেখেছি, কিন্তু কোথায় তা কিছুতেই মনে করতে পারছি না।'

'দেখেছি আমিও, কিন্তু আমারও মনে পড়ছে না কোথায়। নিশ্চয়ই এমন কোথাও, যেখানে টব থাকার কথা নয়, সেইজন্যেই মনে পড়ছে না কারো। তা যাকগে, ভেবো না। ঘর ধোয়ার জন্য জল গরম করছি আমি। ঘর ধুয়ে যা বাকি থাকবে তা দিয়ে আমার আর কাটিয়ার কাপড়-চোপড় কেচে নেবো। তোমারগুলোও দিয়ে দিতে পারো। সন্ধেবেলা মোটামুটি গোছগাছ ক'রে নিয়ে শোবার আগে স্নান করা যাবে।'

'ভালো বলেছো। এনে দিচ্ছি আমার কাপড়-চোপড়। তোমার কথামতো ভারি আসবাবগুলো দেয়াল থেকে সরিয়ে নিয়েছি।'

'ঠিক আছে। টব যখন পাওয়াই গেলো না, তখন বেসিনেই কাপড় কেচে নেবো। বেসিনটাও চিটচিটে হ'য়ে আছে, গামলাটা মেজে নিতে হবে।'

'আলমারিগুলো খুঁজে দেখতে হবে—আগে চুল্লিটা ভালো ক'রে ধরুক। দেরাজে ডেস্কে আরো অনেক জিনিস পাচ্ছি আমি—সাবান, দেশলাই, কাগজ, পেন্সিল, কালি, কলম। টেবিলের বাতিটায় অর্ধেক-মতো প্যারাফিন আছে। মিকুলিৎসিনদের প্যারাফিন ছিলো না কিন্তু—ঠিক জানি আমি—অন্য কেউ এনেছে।'

'কী ভাগ্য! সেই রহস্যময় লোকটির কাজ আরকি। ঠিক যেন জ়ুল ভের্নের বই থেকে উঠে এসেছে। এই ছাখো, আবার আমরা গল্প করতে লেগেছি, এদিকে জল ফুটে গেছে।'

হুড়োহুড়ি ক'রে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ছুটোছুটি করতে লাগলো দু'জনে—হাত কখনো খালি নেই, চলতে-চলতে কখনো ঠুকে যাচ্ছে এ ওর গায়ে, কখনো বা কাটিয়ার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। কাটিয়াও যেন তাদের পায়ে-পায়ে আছে সব সময়, কিছু করার নেই বেচারাব, ধমক খেয়ে হাঁড়িমুখ ক'রে ব'সে আছে। ঠাণ্ডায় কাঁপছে কাটিয়া, বিশ্রী শীত তার ভালো লাগছে না।

'হতভাগ্য এই শিশুরা আজকাল,' মনে-মনে ভাবলো ইউরি, 'এই বেদের মতো জীবনে কষ্ট তো ওদেরই, আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে ওরাও বাউণ্ডুলে হ'লো।'

মুখে বললো:

'কী? হয়েছে কী? শীত করছে? বাজে কথা!—চুল্লিতে গনগনে আগুন!'

'চুল্লিটার হয়তো শীত করছে না, কিন্তু আমার করছে।'

'তাহ'লে আর কী করা যায়? সন্ধে অবধি সবুর করো; বিরাট আগুন জ্বেলে দেবো তখন, আর শুনলে তো, মা তোমাকে গরম জলে নাইয়েও দেবেন। এখন একটু খেলা করো তো লক্ষ্মী—এই নাও, ধরো।' ঠাণ্ডা ভাঁড়ার ঘর থেকে লিবেরিয়ুসের সব পুরোনো খেলনা বের ক'রে এনে, ইউরি সেগুলো নামিয়ে দিলো মেঝেতে—কোনোটা আস্ত, কোনোটা ভাঙা, রেলগাড়ি, এঞ্জিন, খেলনা-বাড়ির সরঞ্জাম, গুটিখেলার চৌখুপি-কাটা ছক—তার খোপে-খোপে ছবি, সংখ্যা, আরো কত কী।

'আপনি ভেবেছেন কী, ইউরি আন্দ্রেইয়েভিচ!' বড়োদের ধরনে প্রতিবাদ জানালো কাটিয়া। 'এগুলো যে আমার নয়। তাছাড়া আমি ছোটো আছি নাকি যে বাচ্চাদের খেলা খেলবো!'

কিন্তু পরমুহূর্তেই কাটিয়া আরাম ক'রে ব'সে পড়লো কার্পেটের মধ্যিখানে, সবগুলো খেলনা মিলিয়ে বাড়ি তৈরি ক'রে ফেললো নিনার জন্য। নিনা তার পুতুল, শহর থেকে সঙ্গে ক'রে সে নিয়ে এসেছে। যে-সব বাড়িতে কাটিয়া তার জীবনের অধিকাংশ কাটিয়েছে—অস্থায়ী, অন্যদের বাড়ি—তার চেয়ে এই খেলনা-বাড়ি অনেক ভালো হ'লো, ঢের বেশি গোছালো।

রান্নাঘর থেকে কাটিয়াকে লক্ষ্য করলো লারা। 'ঢাখো একবার, জন্ম থেকেই মেয়েদের মন ঘর বাঁধার দিকে। বাড়ি, শৃঙ্খলা—এ-সবের জন্য মানুষের ইচ্ছেটাকে কিছুতেই মেরে ফেলা যায় না। শিশুরাই ভালো, সত্যকে তারা ভয় করে না—কিন্তু আমাদের শুধু ভয় পাছে কেউ আমাদের সেকেলে ভাবে—আর সেই ভয়ে তা-ই আমরা নষ্ট করি যা আমাদের সবচেয়ে প্রিয়, প্রশংসা করি জঘন্যের, আর যার কিছুই বুঝি না তাতেও মাথা নেড়ে সায় দিই।'

'এই নাও টব,' অন্ধকার পোর্টিকো থেকে আসতে-আসতে ইউরি বললো, 'ঠিক বলেছিলে—একেবারে বেজায়গায় ছিলো, সীলিঙের ফাটলের তলায় রাখা ছিলো এটা। বোধহয় শীতের আগে থেকেই ছিলো ওখানে।'

৭

সঙ্গে যে-রসদ নিয়ে এসেছিলো, তাই দিয়েই ডিনার তৈরি করলো লারা, যা রাঁধলো তা তিনদিনের পক্ষেও যথেষ্ট—আলুর স্যুপ, রোস্ট-মটনের সঙ্গে আলু—অকল্পনীয় ভোজ একেবারে। কাটিয়া বুক ছাড়িয়ে গলা পর্যন্ত খেলো, খিলখিল ক'রে হাসলো থেকে-থেকে, দুষ্টুমি ক্রমেই বেড়ে চললো তার, তারপর টইটুম্বুর ভরা পেট নিয়ে মার শাল জড়িয়ে কুঁকড়ে ঘুমিয়ে পড়লো সোফায়।

উনুনের আঁচে তেতে উঠেছে লারা, ক্লান্তও খুব, প্রায় মেয়ের মতোই ঘুম পেয়েছে তার। রান্না ভালো হওয়ায় খুব খুশি সে। বাসন ধোবার জন্য তাড়া না-ক'রে ব'সে একটু জিরিয়ে নিতে লাগলো। যখন বুঝলো কাটিয়া ঠিকই ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন হাতে মাথা রেখে এলিয়ে বসলো লারা; বললো :

'এ-সব ঘরকন্নার খাটুনি খাটতে খুবই ভালো লাগতো আমার, যদি জানতাম এর কোনো মূল্য আছে, এ-সবের মধ্য দিয়ে পৌঁছনো যাবে কোনোখানে। আমরা দু'জনে একসঙ্গে থাকবো ব'লেই এখানে এসেছি—এই কথাটা বার-বার আমাকে মনে করিয়ে দিয়ো, ইউরি। নয়তো—এই আমরা যা করছি—সত্যি যদি ভেবে দেখা যায়—এর কী অর্থ বলো তো, কী করছি আমরা? পরের বাড়িতে চড়াও হয়েছি আমরা, তালা ভেঙে ঢুকে দিব্যি আরাম করছি, আর এখন এই পাগলের মতো আমাদের ছটফটানি—যাতে ভুলে থাকতে পারি যে একে বাঁচা বলে না—এটা বাস্তব নয়, নাটক মাত্র, বাচ্চাদের মতো "মনে করো" খেলা। বেড়ালেরও হাসি পাবে আমাদের কাণ্ড দেখে।'

'কিন্তু মণি, তুমিই তো জেদ করেছিলে আসার জন্য। আমি যে সহজে রাজি হইনি, তা তো মনে আছে।'

'ঠিক কথা, আমিই জেদ করেছিলাম। তা আমি অস্বীকার করছি না। তাই এখন আমারই দোষ বুঝি! ভাবনা-চিন্তা দ্বিধা—ও-সব তোমাকেই মানায়, আমাকে সোজা পথে চলতে হয়, অবিচল থাকতে হয় সব অবস্থায়। ঘরে এলে তুমি, তোমার ছেলের দোলনা দেখে প্রায় মূর্ছা গেলে। ও-সব তোমারই অধিকার, কিন্তু আমার কোনো উদ্বেগ থাকতে নেই, কাটিয়ার কথা

ভাবতে নেই, ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তাও আমাকে মানায় না। যেহেতু তোমাকে ভালোবাসি, তাই অন্য সব আমাকে ত্যাগ করতে হবে।'

'লারা, লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি অমন ভেঙে পোড়ো না। মনে জোর আনো। ভাববার চেষ্টা করো একবার। এখনো সময় নেই তা নয়, এখনো তোমার ফিরে যাবার সময় আছে। আরো ভালোভাবে কমারোভস্কির প্রস্তাবটা ভেবে দেখতে আমিই তোমাকে বলেছিলাম। ঘোড়া আছে আমাদের, কালই আমরা ইউরিয়াটিনে ফিরে যেতে পারি। এখনো কমারোভস্কি আছে সেখানে--দেখলাম তো তাকে—যদিও সে আমাদের দেখেছিলো ব'লে মনে হয় না। আমি জানি, এখনো তাকে খুঁজে বের করতে পারবো আমরা।'

'আমি কিছু বলবার আগেই তুমি রেগে উঠেছো। কিন্তু বলো তো, কী এমন দোষ করলাম আমি? গা-ঢাকা দেবার জন্যই তো এখানে আসা—নয়তো ইউরিয়াটিনে থাকলেই হ'তো। যদি সত্যি বাঁচতে হয় তো ভেবে-চিন্তে একটা উপায় বের করতে হবে, আর কমারোভস্কি—যা-ই বলো না, সেই রকমই একটা উপায়ের কথা বলছিলো। মানুষটা জঘন্য—কিন্তু কাজের লোক, বিস্তর খোঁজ-খবর রাখে। বোকা নয় লোকটা। অন্য যে-কোনো জায়গার চাইতে এখানে আমাদের বিপদ বরং বেশি—ঢের বেশি। ভাবো একবার! —মস্ত ধূ-ধূ হাওয়ায় ওড়ানো মাঠের মধ্যে একেবারে একা। রাত্রে বরফ-চাপা পড়লে সকালে বরফ খুঁড়ে বেরিয়ে আসতেও পারবো না আমরা। বা ধরো, এই যে পরি-মা আছেন আমাদের—রহস্যময় এই আগন্তুকটি, যদি শেষ পর্যন্ত তিনি দস্যু হ'য়ে দেখা দিয়ে আমাদের গলা কাটেন! নিদেন একটা বন্দুকও কি আছে তোমার? আছে ব'লে মনে তো হয় না। নেই তো? তবেই ছাখো! আমার সব ভয় শুধু তোমার এই নির্ভাবনার জন্য, আর তোমার সঙ্গে থেকে-থেকে আমিও কেমন নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাচ্ছি। সোজা পথে আর ভাবতেই পারি না।'

'কিন্তু কী চাও তুমি? কী করতে বলো আমাকে?'

'কী যে বলি তা কি নিজেই জানি! আমাকে তুমি সব সময় শাসন কোরো, ইউরি। বার-বার শুধু এটাই আমাকে মনে করিয়ে দিয়ো যে আমি ভালোবেসে তোমার দাসী হয়েছি—চিন্তা করা, তর্ক করা, ও-সব আর আমার

জন্য নয়। তাহ'লে তোমায় খুলে বলি আমি কী ভাবছি। তোমার টোনিয়া আর আমার পাশা—ওরা দু'জনেই আমাদের চেয়ে হাজারগুণ ভালো, কিন্তু সেটা কোনো কথা নয় এখন। কথাটা হচ্ছে যে ভালোবাসার দান ও অন্য যে-কোনো দানেরই মতো ; তা যতো বড়োই হোক, তার প্রকাশের জন্য বিশেষ একটি আশীর্বচনের প্রয়োজন হয়। তুমি আর আমি—আমরা যেন স্বর্গে ভালোবাসতে শিখে পৃথিবীতে নেমে এসেছি—যেন কতোটুকু আমরা শিখতে পেরেছি, এখন তারই পরীক্ষা চলছে। ইউরি, এক পরম মিলনের মন্ত্রে এক হয়েছি আমরা—তার সীমা নেই, পরিমাণ নেই, সব সমান দামি সেখানে, সব আনন্দময়, সব আত্মায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই উদ্দাম ভালোবাসা—যা প্রতি মুহূর্তে প্রতীক্ষা করছে আমাদের—তার মধ্যে একটা আছে নিষিদ্ধ অংশ, অবাধ্য শিশুর মতো বর্বর। এক স্বেচ্ছাচারী ধ্বংসের শক্তি যেন তা, সাংসারিক শান্তির শত্রু। যদি তাকে ভয় না করি, অবিশ্বাস না করি, তাহ'লে আমার কর্তব্যে ত্রুটি হবে।'

চোখের জল চাপতে-চাপতে ইউরির গলা জড়িয়ে ধরলো লারা।

'বুঝছো তো,' আবার বলতে লাগলো লারা, 'দু'জনের এক অবস্থা নয় আমাদের। তোমাকে পাখা দেওয়া হয়েছে মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে চলার জন্য, কিন্তু আমি মেয়ে, মাটির কাছাকাছি থেকে সন্তানকে আশ্রয় দেবো আমি—আমার ডানার তা ছাড়া আর কাজ নেই।'

লারার কথা শুনে খুব ভালো লাগলো ইউরির, কিন্তু সেই ভাবটি সে প্রকাশ করলে না, পাছে লারা তাকে সেন্টিমেন্টাল ভাবে।

'ঠিক বলেছো, লারা—এই যে আমরা যাযাবব জীবন কাটাচ্ছি এটা অবাস্তব, যেন জোর ক'রে বানিয়ে তোলা। খাঁটি সত্য এই কথাটা। কিন্তু এই জীবনটাকে আমরা তো উদ্ভাবন করিনি। সকলেরই এই দশা আজকাল —সকলেই পাগলের মতো ঠোক্কর খেতে-খেতে ছুটেছে—এটাকেই এখন বলতে পারো যুগধর্ম।

'আমিও এই নিয়ে ভাবছি সারাদিন। আমাকে যা বলবে তা-ই করবো —যদি কিছুদিন থাকতে পারি এখানে! আমি আবার চাই কাজ করতে— ইচ্ছেয় ম'রে যাচ্ছি আমি। না, চাষবাসের কথা বলছি না, সে-কাজ আগে

একবার ক'রে গেছি এখানে; বাড়ির সবাই মিলে সেই কাজে লেগেছিলাম, ফল পাইনি বলতে পারবো না। কিন্তু এখন আর তেমন শক্তি নেই আমার যে আবার তার চেষ্টা করি। আমার মাথায় অন্য একটা কথা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'আস্তে-আস্তে যেন শান্ত হ'য়ে আসছে দেশ। হয়তো একদিন আবার বই ছাপাও শুরু হ'য়ে যাবে।

'এই কথাটাই ভাবছিলাম আমি। সামডেভইয়াটভের সঙ্গে কোনো-একটা বন্দোবস্ত কি করতে পারি না আমরা—তার জন্য ভালোরকম দাম দিতে হবে অবশ্য—ছ'মাস এখানে থাকার খরচ সে যদি দেয় আমাদের, আর আমি যদি ধীরে-সুস্থে একটা বই লিখে উঠি—পাঠ্য বই, ডাক্তারি বই, নয়তো সাহিত্যিক কিছু, কবিতার বই হ'তে পারে হয়তো? কিংবা কোনো বিখ্যাত বিদেশী বইয়ের অনুবাদ—কয়েকটা ভাষা জানা আছে তো আমার। সেদিন বিজ্ঞাপন দেখছিলাম পিটার্সবার্গে এক প্রকাশক শুধু অনুবাদ ছাপাতে চাচ্ছে এখন। টাকা আছে এ-সব কাজে—ঠিক জানি আমি—আর এ-ধরনের কাজে হাত দিতে পারলে এখন খুব ভালোও লাগবে আমার।'

'আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করলে; আমিও আজ ঐ গোছেরই কিছু ভাবছিলাম। কিন্তু এখানে আমাদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোনো ভরসা নেই আমার। বরং আমার কেবলই মনে হচ্ছে যে এখান থেকে আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে শিগগিরই—আরো দূরে অন্য কোথাও। কিন্তু যতোদিন এই অবসাদটুকু আছে আমাদের, ততোদিনের জন্য—একটা কথা রাখবে আমার? মনে আছে নানা সময়ে তোমার যে-সব কবিতা আমাকে শুনিয়েছিলে? রোজ রাত্রে খানিকটা সময় ক'রে নিয়ে লিখে ফেলবে সেগুলো? ওর অর্ধেক তো হারিয়েই ফেলেছো, অন্যগুলো লেখা হয়নি—হয়তো এগুলোও ভুলে যাবে একদিন, আর ফিরে পাওয়া যাবে না। এ-রকম নাকি আগেও হয়েছে তোমার?'

৮

দিনের শেষে প্রচুর গরম জলে স্নান ক'রে নিলো তারা, লারা কাটিয়াকে নাইয়ে দিলে। এক স্বর্গীয় নির্মলতার অনুভূতি নিয়ে ইউরি জানলার ধারে টেবিলে বসলো, তার পিঠ ফেরানো সেই ঘরের দিকে, যেখানে লারা—সাবানগন্ধী শরীরে বড়ো তোয়ালে জড়িয়ে, আর-একটা তুর্কি তোয়ালে দিয়ে মাথার চুল পাগড়ির মতে বিঁড়ে ক'রে বেঁধে কাটিয়াকে বিছানায় শুইয়ে কম্বলে ঢেকে দিচ্ছিলো। ইউরি তখন তন্ময় কাজের পূর্বস্বাদ উপভোগ করছে, আর সেই সঙ্গে সুখী, শিথিল মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যা-কিছু তার আশেপাশে ঘ'টে যাচ্ছে।

লারা এতোক্ষণ ঘুমের ভান করছিলো শুধু, যখন সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লো তখন রাত একটা বেজেছে। যে-রাতকাপড় প'রে সে আর কাটিয়া শুয়েছে, তাও—ধবধবে সত্ত-ইস্ত্রি-করা বিছানার চাদরের মতোই—লেসে ও পরিচ্ছন্নতায় যেন ঝলমল করছে। সেই দুর্দিনেও লারা কলপ জোগাড় করতো—কে জানে কেমন ক'রে।

প্রাণের ও আনন্দের আস্বাদে ইউরির চারপাশের স্তব্ধতা নিশ্বসিত হ'য়ে উঠলো। বাতির আলো পড়েছে শাদা কাগজের ওপর কোমল আর হলদে হ'য়ে, পিছলে পড়ছে দোয়াতের কালিতে। বাইরে ছড়িয়ে আছে তুহিন রাত্রির ম্লান নীলিমা। রাত্রিটিকে ভালো ক'রে দেখবে ব'লে ইউরি উঠে এলো পাশের ঠাণ্ডা, অন্ধকার ঘরটায়, জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলো। প্রান্তর-জোড়া তুষারের ওপর পূর্ণচাঁদের আলো পড়েছে—ডিমের শাদা অংশ বা শুকিয়ে-যাওয়া চুনকামের মতো রং তার। এই তুহিন যামিনীর রূপ যেন অনির্বচনীয়। শান্ত মন নিয়ে ফিরে এলো উষ্ণ আলো-জ্বলা ঘরে, লিখতে আরম্ভ করলো।

যে-ক'টি কবিতা তার সবচেয়ে বেশি মনে আছে যাদের আকার তার স্মৃতিতে সবচেয়ে স্পষ্ট—'ক্রিসমাসের তারা,' 'শীতের রাত্রি,' আর ঐ ধরনের আরো কয়েকটি—এগুলোর প্রতিলিপির পর প্রতিলিপি লিখে চললো ইউরি; যতোবার লেখে ততো ভালো হয় কবিতা, মূল থেকে আরো দূরে স'রে আসে। যত্নে সে বসালো অক্ষরগুলো, যাতে তার হাতের লেখার টানা ভঙ্গিতেও সপ্রাণ মুহূর্তটি ধরা পড়ে, যাতে বাইরের চেহারা দেখেও তাকে না মনে

হয় নির্জীব, ব্যঞ্জনাহীন, অনাত্মিক। এ-সব কবিতা হারিয়ে যাবে পরে, ভুলে যাবে সবাই, কেউ খুঁজে পাবে না।

এই পুরোনো, শেষ-করা কবিতাগুচ্ছ থেকে সে চ'লে এলো আরম্ভ-করা অসমাপ্ত কবিতায়, তাদের গলার আওয়াজ আয়ত্ত ক'রে নিলে সে, পরিপূরক আর-একটি কবিতার খসড়া করলে—যদিও তা শেষ করতে পারবে এমন কোনো আশাই রাখলো না। অবশেষে পুরোপুরি তেতে উঠলো তার মন, একটি নতুন কবিতা আরম্ভ করলো।

দুটি-তিনটি স্তবক রচনা করলে সে, তার কয়েকটা চিত্রকল্প তাকেই বিস্মিত ক'রে দিলো। এবার আবেশের মতো হ'য়ে উঠলো তার কাজ, সে অনুভব করলো তার আবির্ভাব, লোকে যাকে বলে প্রেরণা। যে-সব ক্ষমতার অনুবন্ধের দ্বারা শিল্পী নিয়ন্ত্রিত, এ-রকম মুহূর্তে তার সংস্থান উল্টে যায়—মাথার ওপর দাঁড়িয়ে যায় যেন; তখন আর কর্তৃত্ব থাকে না শিল্পীর, তাঁর প্রকাশোন্মুখ মানসিক অবস্থারও না; সব দখল ক'রে নেয় ভাষা, যা তাঁর আত্মপ্রকাশের উপায়। ভাষা—রূপ ও অর্থের বাস্তুভিটা যিনি—তিনিই মানুষের হ'য়ে চিন্তা ও উচ্চারণ করেন, সব হ'য়ে ওঠে সম্পূর্ণরূপে গান, বাহ্য ও শ্রুতিগম্য অর্থে গান নয়, তাঁর আন্তরপ্রবাহের বেগ ও ক্ষমতার বলেই সব সুরময়। তারপর, যেমন কোনো পরাক্রান্ত নদীর স্রোতে ঘূর্ণিত হয় চাকা, মসৃণ হ'য়ে ক্ষ'য়ে যায় প্রস্তর, তেমনি এই চলমান বাক্‌প্রবাহ, তার নিজেরই বিধানের বলে, সৃষ্টি করে ছন্দ ও মিল, আরো অসংখ্য রূপকল্প, গঠনশিল্প—যা এখনো অচিন্তিত, অনাবিষ্কৃত, নামহীন, আর সেইজন্যই আরো বেশি জরুরি।

এ-রকম মুহূর্তে ইউরির মনে হয় যে তার সৃষ্টির প্রধান অংশটা সম্পন্ন হচ্ছে তার দ্বারা নয়, তার উর্ধ্বতন অন্য কোনো শক্তি কর্তৃক—সেই শক্তি তার নিয়ন্তা, সেই মুহূর্তে জগতের চিন্তা ও কবিতা বলতে যা বোঝায়, আর ভবিষ্যতে যা-কিছু বোঝাবে - সবই সেই শক্তি ছাড়া আর-কিছু নয়। তারই ঐতিহাসিক পরিণতির পর্যায় ইউরির পরের পদক্ষেপটিকে নির্ধারিত করছে; তাকে সচল ক'রে তোলার একটি অছিলামাত্র সে, একটি কেন্দ্রবিন্দু—এই রকম মনে হয় তার।

আত্মনিগ্রহ, নিজের বিষয়ে নাস্তিবোধ-জনিত অতৃপ্তি,—এ-সব থেকে এই অনুভূতি কিছুক্ষণের জন্য তাকে নিষ্কৃতি দিলো। কাগজের ওপর থেকে মুখ তুলে তাকালো সে, তাকিয়ে দেখলো নিজের চারপাশে।

তুষার-শুভ্র বালিশের ওপর ঘুমন্ত দুটি মাথা তার চোখে পড়লো। বালিশে মাথা রেখে ওরা দু'জনে ঘুমিয়ে আছে। পরিচ্ছন্ন ঘর, পরিষ্কার চাদর, এই রাত্রি, ওদের চোখ-মুখ—সব তার বিশুদ্ধ মনে হ'লো ; বিশুদ্ধ ঐ তুষার, আর চাঁদ, আর নক্ষত্র—সব মিলিয়ে একটি অনন্য অর্থপূর্ণ ঢেউ ব'য়ে গেলো তার বুকের মধ্য দিয়ে, জাগিয়ে তুললো সত্তার এক বিজয়ী ও আনন্দময় শুদ্ধতাবোধ।

'ভগবান! ভগবান!' চুপি-চুপি ব'লে উঠলো সে, 'সত্যি কি এই সব আমারই জন্য? কেন তুমি এতো দিলে আমাকে? কেন তুমি আমাকে অধিকার দিলে তোমার আসনের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার? কেন অনুমতি দিলে আমাকে তোমার এই জগতের মধ্যে ভ্রমণ করতে, তোমার রত্নরাজি আর নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে, কেন যেতে দিলে আমার উন্মাদ, নিরভিমান, হৃতভাগ্য প্রেমের চরণপ্রান্তে?'

রাত তিনটের সময় কাগজ থেকে চোখ তুললো ইউরি। তার সুদূর, নিরহং তন্ময়তা থেকে ফিরে এলো সে, যেন ফিরে এলো নিজের কাছে, বাড়ির বাস্তবে, সুখী, সমর্থ, শান্ত সে এখন। আর হঠাৎ, জানলার বাইরে দূরান্তরিত মুক্ত মাঠের স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ ক'রে এক শব্দ উঠলো—এক শোকার্ত নিরানন্দ চীৎকার।

পাশের আলো-না-জ্বলা ঘরটায় উঠে গেলো ইউরি, কিন্তু যতোক্ষণ ধ'রে সে লিখেছিলো, ততোক্ষণেই জানলার কাচ বরফে জ'মে শাদা হ'য়ে গেছে। হাওয়া ঠেকাবার জন্য একটি কার্পেট ভাঁজ করা ছিলো দরজার গায়ে, সেটা ঠেলে সরিয়ে, কোট কাঁধে ফেলে সে বেরিয়ে গেলো।

চাঁদের আলোয় জ্বলজ্বল করছে তুষার, ছায়া নেই ; সেই শুভ্র আগুনে তার চোখ এমন ধাঁধিয়ে গেলো যে প্রথমে সে কিছুই দেখতে পেলো না। তারপর আবার উঠলো সেই দীর্ঘ, গাঢ়, একটানা কান্নার মতো আওয়াজ, দূর থেকে অস্পষ্ট হ'য়ে যেন, আর তখন ইউরির চোখে পড়লো চারটে

লম্বা-লম্বা ছায়া, পেন্সিলের আঁচড়ের মতো সরু, খাদের ঠিক পাশেই তুষারে ঢাকা মাঠের প্রান্তে চারটে সরু-সরু ছায়া।

সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলো নেকড়েরা, মাথা তুলে, বাসাটার দিকে মুখ উঁচু ক'রে, চাঁদের দিকে, বা জানলার কাচের ওপর ঝালর-তোলা রুপোলি জ্যোছনার দিকে তাকিয়ে আর্তস্বরে কাঁদছিলো তারা। কিন্তু যে-মুহূর্তে ইউরি ওদের নেকড়ে ব'লে চিনতে পারলো, তক্ষুনি কুকুরের মতো মুখ ফিরিয়ে দৌড়ে পালালো ওরা—যেন ইউরির মনের কথা বুঝতে পেরে। কোনদিকে গেলো ইউরি তা ঠাহর করতেও পারলো না, এতো দ্রুত অদৃশ্য হ'লো ওরা।

'যাকে বলে উটের পিঠে শেষ কুটোটি!' মনে-মনে ভাবলো ইউরি। 'ওদের আস্তানা কি কাছেই? হয়তো ঐ খাদের ভেতর। এদিকে সামডেভইয়াটভের ঘোড়াটা আস্তাবলে রয়েছে। নিশ্চয়ই তারই গন্ধে-গন্ধে এসেছে।'

নেকড়ের কথা ব'লে লারাকে এখনই ব্যস্ত করাটা ঠিক হবে না। যে-ঘরগুলো ঠাণ্ডা আর যেগুলো চুল্লির তাপে গরম, তাদের মাঝখানকার সবগুলো দরজা ইউরি ফিরে এসে বন্ধ ক'রে দিলো, কম্বল আর কাপড় গুঁজে-গুঁজে ফাটলগুলি এমনভাবে বুজিয়ে দিলো যাতে হাওয়া না আসে, তারপরে ফিরে গেলো টেবিলের ধারে। বাতির আলোয় আগের মতোই উজ্জ্বলতা ও আমন্ত্রণ। কিন্তু তার লেখার ঝোঁক কেটে গেছে; কিছুতেই স্থির হ'তে পারছে না। নেকড়ে, নানারকম আসন্ন বিপদ, আর অনেক রকম জটিল সমস্যা—এ-সব ছাড়া আর কোনো কথাই সে ভাবতে পারলো না। ক্লান্ত লাগছে, বড়ো ক্লান্ত।

লারার ঘুম ভেঙে গেলো। 'মণি, এখনো লিখছো?' ঘুমে ভারি গলায় চুপি-চুপি বললে সে। জ্বলছো তুমি, ঝলমল করছো—রাত্তিরে মোমবাতির মতো। এসো, আমার কাছে বোসো একটু। কী স্বপ্ন দেখলাম, বলি তোমাকে।'

ইউরি আলো নিভিয়ে দিলে।

৯

শান্ত উন্মাদনার আরেকটি দিন কেটে গেলো। বাসায় একটি টবোগ্যান[১] আবিষ্কার করেছিলো তারা, কোটে গা জড়িয়ে নিয়ে সেটাকে চালাতে লাগলো কাটিয়া; যতো নামে ততো হেসে ওঠে খিলখিল ক'রে চেঁচিয়ে। কোদাল দিয়ে তুষারের চাঁই তুলে-তুলে ইউরি একটি ঢালু পথ তৈরি ক'রে দিয়েছিলো তাকে, বরফ জমাবার জন্য জল ছিটিয়ে দিয়েছিলো ওপরে—সেই ঢালু বেয়ে কাটিয়ার খেলা চলছে তো চলছেই। টবোগ্যানটা দড়িতে বেঁধে অফুরন্তবার সে উঠে আসে ওপরে—আবার গড়িয়ে নেমে যায়—তার মুখের হাসি কিছুতেই মিলোয় না।

জ'মে যাচ্ছে জল, কঠিন হ'য়ে আসছে তুষার, অথচ রোদও আছে। দুপুরবেলায় তুষার ছিলো হলদে, তার ভেতরকার কমলারঙের আভাসে যেন সূর্যাস্তবেলার মধু-রঙের স্বাদ লেগে আছে।

লারার আগের দিনের কাপড় কাচা আর স্নানের ধুমে বাড়িটা আজ স্যাঁৎসেঁতে হ'য়ে আছে। শার্সিগুলোকে কালো ক'রে দিয়ে গরম জলের বাষ্প এখন বরফের কুচি হ'য়ে জ'মে আছে, ময়লা দাগ দেয়াল-কাগজেও দেখা যায়। ইউরি ঘুরে-ঘুরে দেখছে বাড়িটা, নিয়ে আসছে জল আর জ্বালানি, আরো নতুন-নতুন জিনিস আবিষ্কার করছে, সাহায্য করছে লারাকে তার অফুরন্ত ঘরকন্নায়।

হয়তো ছুটছে কোনো কাজে, হঠাৎ দু'জনের হাতে হাত ঠেকে গেলো, অমনি হাতের জিনিস নামিয়ে রেখে একে অন্যের হাত চেপে ধরে, দুর্বল মনে হয় নিজেদের, মাথা ঝিমঝিম করে, অন্য কোনো ভাবনা আর থাকে না। এমনি কেটে যায় মুহূর্তের পর মুহূর্ত। তারপর আঁৎকে উঠে ওরা হঠাৎ বোঝে যে অনেক সময় নষ্ট হ'য়ে গেলো, বড্ড অনেকক্ষণ একা আছে কাটিয়া, ঘোড়াকে দানাপানি কিছুই দেওয়া হয়নি— আর তক্ষুনি বিবেকের তাড়ায় দু'জনে ছুটে যায় আবার, নষ্ট কাজের, নষ্ট সময়ের ক্ষতিপূরণের জন্য।

---

১ Toboggan : বরফের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নামার জন্য চাকাহীন গাড়ি।

—অনুবাদকের টীকা।

ইউরির ভালো ঘুম হয়নি, মৃদু ক্লান্তি তার শরীরে, মাথার মধ্যে কেমন মধুর ঝিমধরা ভাব—যেমন হয় অল্প নেশা হ'লে। অধীর অপেক্ষা তার রাত্রির জন্য—যে-লেখা ফেলে উঠে আসতে হ'লো তাতে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল তার মন।

তার চিন্তা আর পরিবেশের ওপর ঘোমটা টেনে দিয়েছে তার তন্দ্রালুতা—অর্ধেক কাজ সেই নেপথ্যেই হ'য়ে যাচ্ছে। সব এখন অস্পষ্টতায় স্নাত; এই অস্পষ্টতাই চরম সার্থক রূপকল্পের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। দিনের এই টেনে-চলা শূন্যতা—তা যেন রাত্রির প্রস্তুতির জন্যই প্রয়োজনীয়; যেমন কবিতার প্রথম খসড়ার বিশৃঙ্খলাও কাজে লেগে যায়, এও তেমনি।

কিছুই বাকি রইলো না, তার শ্রান্ত আলস্য সব-কিছুকেই ছুঁয়ে, বদলে দিয়ে চ'লে গেলো; আর সব-কিছু রূপান্তরিত হ'য়ে দেখা দিলো এক অভিনব রূপে।

ভারিকিনোতে বসবাস করার যে-স্বপ্ন সে দেখেছিলো, তা বুঝি আর সফল হয় না; ইউরি বুঝতে পারছিলো যে লারার সঙ্গে বিচ্ছেদের মুহূর্ত আসন্ন। তাকে হারাতে হবে লারাকে, সেই সঙ্গে ম'রে যাবে তার বাঁচার ইচ্ছা, এমনকি হয়তো অবসান হবে জীবনের। ক্লিষ্ট তার হৃদয়, তবু তীব্রতম যন্ত্রণা ঐ রাত্রির জন্য তার অধীরতায়; বেদনাকে প্রকাশ করবে ব'লে ব্যাকুল সে, নয়তো অন্যেরা কেমন ক'রে কাঁদবে?

সারাদিন ধ'রে বারে-বারে ঐ নেকড়েগুলোকে তার মনে পড়লো। এখন আর চাঁদের আলোয় তুষার-প্রান্তরে নেকড়ে নেই ওরা, তারা হ'য়ে উঠেছে কবিতার বিষয়; যে-বৈরী শক্তি পণ করেছে ভারিকিনো থেকে তাড়াবে তাদের, ধ্বংস করবে তাকে আর লারাকেও—সেই শক্তিরই প্রতীক এখন নেকড়েগুলো।

ঐ বৈরিতার কথা ভাবতে-ভাবতে ইউরি তাকে নিজের মনে রচনা ক'রে নিতে লাগলো। সন্ধে নাগাদ এক প্রাগৈতিহাসিক জন্তু অথবা ড্র্যাগনের মতো বিরাট হ'য়ে উঠলো তার অবয়ব—শুটমার জঙ্গলে সেই জন্তুর পায়ের ছাপ দেখা গেছে; লারার জন্য সে কামাতুর, আর ইউরির শোণিতের জন্য তৃষিত।

এলো রাত্রি, ইউরি টেবিলে আলো জ্বেলে নিলো। লারা আর কাটিয়া শুয়ে পড়লো তাড়াতাড়ি।

কাল রাত্রে ইউরি যা লিখেছিলো, তা দুটো অংশে ভাগ করা যায়। পাণ্ডুলিপির কতোগুলো পাতা খুব পরিচ্ছন্ন—আগেকার কবিতার পরিণত ও মার্জিত সংস্করণ—একেবারে ছাপার মতো অক্ষরে সে লিখেছে। আর যে-সব কবিতা নতুন আরম্ভ করেছে, তা এলোমেলোভাবে লেখা, হাতের লেখা পড়াই যায় না, অনেক কথা বাদ প'ড়ে গেছে, অনেক কথার অংশমাত্র বসানো।

এই হিজিবিজির পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে নিরাশ হ'লো ইউরি, যেমন সে সাধারণত হ'য়ে থাকে। এই খসড়াগুলোই কাল রাত্রে তাকে চমকে দিয়েছিলো, কয়েকটি পংক্তি এমন আশাতীতভাবে সার্থক মনে হয়েছিলো যে প্রায় জল এসে গিয়েছিলো তার চোখে। কিন্তু এখন সেই পংক্তিগুলোই আবার পড়তে গিয়ে সে দেখতে পেলো তার মধ্যে চেষ্টার লক্ষণ, কষ্টকল্পনার উগ্রতা—বড়ো মন-খারাপ হ'য়ে গেলো তার।

সতর্ক, প্রচ্ছন্ন, বাইরে থেকে প্রায় চেনাই যায় না, সাধারণ কথ্যভাষার ছদ্মবেশে লুকিয়ে-থাকা—এমনি এক মৌলিকতার সে ধ্যান করেছে সারা জীবন। সারা জীবন সংগ্রাম করেছে এক ভাষার জন্য, যা এমন নির্ভান ও সংবৃত যে পাঠক বা শ্রোতার কাছে বক্তব্যটিকে সরাসরি পৌঁছিয়ে দেবে, কী উপায়ে তা সম্ভব হচ্ছে তা বুঝতেই দেবে না। সারা জীবন সেই অলক্ষ্য রীতির জন্য তার পরিশ্রম, আর সেই আদর্শ থেকে এখনো কতো দূরে আছে, তা উপলব্ধির বেদনাও তার নিত্যসঙ্গী।

যুগপৎ যন্ত্রণা ও প্রেম, আশঙ্কা ও নির্ভয়—এই ভাবটিকে সে মূর্ত করতে চেয়েছিলো কাল; চেয়েছিলো এমনভাবে লিখতে যাতে, ভাষার সাহায্য না-নিয়েই, ভাবটি যেন নিজেই কথা ক'য়ে ওঠে; চেয়েছিলো ভাষাকে এতোদূর পর্যন্ত সরল ক'রে তুলতে যেখানে তা অর্ধোচ্চারিত এক গুঞ্জনমাত্র, ঘুম-পাড়ানি গানের মতো অন্তরঙ্গ।

এখন সে-সব খসড়ার দিকে তাকিয়ে তার মনে হ'লো যে পংক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্যসাধনের জন্য একটি ভাবসূত্র চাই, তা নেই ব'লেই এদের অসংলগ্ন

ঠেকছে। যা লিখেছিলো, সব সে কেটে বাতিল ক'রে দিলে। সেই একই লিরিকের ধরনের এবার সে নতুন ক'রে লিখতে শুরু করলে সন্ত জর্জ ও ড্র্যাগনের কিংবদন্তী[১]। চওড়া, খোলামেলা পাঁচ মাত্রার ছন্দে আরম্ভ করলো, কিন্তু সেই ছন্দের যেন নিজের মধ্যেই সুর আছে, অর্থের সঙ্গে যোগ নেই তার; সেই মোলায়েম, একঘেয়ে তালে একটু পরেই ক্লান্তি এলো ইউরির। ছেড়ে দিলে সেই ঝাঁকালো ছন্দের যতিপাত; যেমন ক'রে গদ্য রচনায় অনাবশ্যক শব্দ ছেঁটে ফেলতে হয় তেমনি ক'রে চার মাত্রায় বাঁধলে কবিতাটিকে। আরো শক্ত হ'লো লেখা, কিন্তু বেশি উপভোগ্য হ'লো কাজটি। লেখা আরো প্রাণবন্ত হ'লো, কিন্তু এখনো যেন বাগাড়ম্বর কমলো না। আরো ছোটো পংক্তির মধ্যে নিজেকে এবার বাঁধলে ইউরি। তিন মাত্রার স্বল্প পরিসরে আঁটোসাঁটো হ'য়ে বসলো কথাগুলো; এতোক্ষণে যেন পুরোপুরি জেগে উঠলো ইউরি, তার মনের মধ্যে উৎসাহ, উত্তেজনা; পংক্তি ভরাতে সঠিক শব্দ চ'লে এলো পর-পর, সেই ছন্দেরই প্ররোচনায়। যা উক্ত হ'লো না তাও সংকেতে বলা হ'য়ে গেলো। যেমন শপ্যাঁর[২] কোনো বালাদ-গীতিকায় ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যায়, তেমনি কবিতার পাতার ওপরে ইউরি যেন অশ্বখুরধ্বনি শুনতে পেলো। স্টেপির অন্তহীনতা পেরিয়ে সন্ত জর্জ ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। দূরে, আরো দূরে—ক্রমশ ছোটো হ'য়ে যাচ্ছেন তিনি—ইউরি যেন চোখের সামনে দেখতে পেলো। যেন জ্বরের ঘোরে দ্রুত লিখে চললো ইউরি; কথাগুলো এমন বেগে আসছে যে সে যেন তাল রাখতে পারছে না—প্রতিটি শব্দ অমোঘভাবে ঠিক জায়গায় ব'সে যাচ্ছে।

লারা যে কখন বিছানা ছেড়ে উঠে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো, ইউরি তা দেখতে পায়নি। ঢিলে রাত-কাপড়ে বড্ড রোগা দেখালো

---

১ সন্ত জর্জ: য়োরোপীয় পুরাবৃত্তে প্রখ্যাত ড্র্যাগন-নিহন্তা; ভক্ত খৃষ্টান সৈনিকের আদর্শ-রূপে চিত্রিত। ইংলণ্ডের প্রতিপালক ইনি, রাশিয়াতেও এঁর অগাধ প্রতিপত্তি।

—অনুবাদকের টীকা।

২ Chopin, Frederic Francois: (ফ্রেদেরিক ফ্রাঁসোয়া শপ্যাঁ): ১৮১০-১৮৪৯; বিখ্যাত সুরস্রষ্টা ও শিল্পী, জাতিতে অর্ধ-পোলিশ অর্ধ-ফরাসী, ফ্রান্সে অধিকাংশ জীবন কাটিয়েছেন।—অনুবাদকের টীকা

লারাকে, বেশি লম্বাও মনে হ'লো। ইউরি চমকে উঠলো লারা আরো কাছে এলো যখন, বিবর্ণ তার মুখ, ভয় পেয়েছে ; হাত বাড়িয়ে চুপি-চুপি সে বললে :

'শুনছো? কুকুর ডাকছে। একটা নয়, দুটো মনে হচ্ছে। উঃ, কী ভীষণ। কী অলক্ষুনে ডাক। আজ রাতটা কোনোরকমে কেটে যাক ; কাল সকালেই আমরা চ'লে যাবো এখান থেকে, যাবোই। আর এক মুহূর্তও থাকবো না এখানে, কিছুতেই না।'

অনেক বোঝানোর পর ঘণ্টাখানেক পরে লারা শান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়লো। ইউরি দাঁড়ালো বাইরে এসে। নেকড়েরা আজ আরো কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, কাল রাতের চেয়েও আরো কাছে। আগের চেয়েও ঢের বেশি দ্রুত বেগে উধাও হ'য়ে গেলো তারা, গেলো যে কোনদিকে, তা ইউরি এবারও ঠাহর করতে পারলে না। গায়ে-গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়েছিলো ওরা, ইউরি তাদের গোনার সময় পায়নি, কিন্তু মনে হ'লো এবার ওদের সংখ্যা আরো বেড়ে গিয়েছে।

১০

আজ তেরোদিন হ'লো ওরা ভারিকিনোতে এসেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি, একই রকম আছে সব। নেকড়েরা আবার এসে চেঁচিয়েছিলো রাত্তিরে—সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছিলো, কিন্তু আবার ফিরে এসেছে শেষের দিকে। লারা এখনো তাদের কুকুর ব'লেই ভুল করলে, অলক্ষুনে ডাক শুনে আবার মনস্থির করলো চ'লে যাবে। কাজের মেয়ে সে, সারাদিন ধ'রে ভাবের উচ্ছ্বাসে ভেসে চলা তার অভ্যেস নেই, হৃদয়াবেগের বিলাসিতাও তাকে পোষায় না, সাধারণত শান্ত ও সংবৃত থাকে সে, আর মাঝে-মাঝে উদ্বেগে অস্থির হ'য়ে ওঠে।

এ-কদিন ধ'রে অনবরত একই দৃশ্য দেখছে তারা ; তাই সেদিন সকালে লারা যখন ফিরে যাবার জন্য বাঁধাছাঁদা শুরু ক'রে দিলে, তখন তাদের মনে হ'লো যে এখানে আসার পর এই দেড় সপ্তাহ সময় যেন কখনোই ছিলো না।

ঘরগুলি আবার স্যাঁৎসেঁতে আর অন্ধকার হ'য়ে আছে, এবার অবশ্য আবহাওয়া মেঘলা ব'লে। শিশির তেমন শক্ত হ'য়ে জ'মে যাচ্ছে না; নেমে-আসা কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যে-কোনো মুহূর্তে বরফ পড়া শুরু হ'তে পারে। দেহের শ্রম, মনের শ্রম, নিদ্রাহীন রাতের পর রাত—এর ফলে ইউরি একেবারে অবসন্ন এখন। পায়ে জোর নেই, গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারে না। শীতে কাঁপতে-কাঁপতে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, হাতে হাত ঘষছে—লারা কী ঠিক করে দেখা যাক, তখন সে সেইমতো কাজে লেগে যাবে।

নিজেকে লারা নিজেই বোঝে না। এই বিশৃঙ্খল স্বাধীনতার বদলে সে এখন চায় যে-কোনো এক দৈনিক রুটিন, চায় কাজ, বাধ্যতা—যে-কোনো মূল্য দিতে পারে তার জন্য; তা যতো কষ্টের হোক তাতে আপত্তি নেই, শুধু সারা জীবনের মতো নির্দিষ্ট হ'লেই হ'লো। শুধু এইভাবেই এক ভদ্র, শোভন, অর্থময় জীবন পেতে পারে সে।

অভ্যেসমতো সেদিনও লারা সকালে উঠে বিছানা তুলেছে, ঝাঁটপাট করেছে, তৈরি করেছে ব্রেকফাস্ট। তারপর বাঁধাছাঁদা শুরু ক'রে ইউরিকে বললে ঘোড়ার সাজ পরাতে; আজ সে যাবেই।

তর্ক করলো না ইউরি। শহরে ফেরা বাতুলতা মাত্র, সেখানে নিশ্চয়ই পুরোদমে ধর-পাকড় চলছে এখন, কিন্তু এখানে থাকাও তেমনি পাগলামি—শীতে মরুভূমি হ'য়ে গেছে জায়গাটা, কতো বিপদ চারদিকে, তারা একা, একটা অস্ত্র পর্যন্ত নেই।

আস্তাবলে বা গোলাঘরে আর একমুঠো খড় আছে কিনা সন্দেহ। অনেকদিন থাকা সম্ভব হ'লে অন্য কথা ছিলো—ইউরি তাহ'লে আশেপাশে ঘুরে-ঘুরে জোগাড় করতে পারতো নিজেদের খাদ্য আর ঘোড়ার জাবনা—কিন্তু মাত্র কয়েকটা অনিশ্চিত দিনের জন্য অতো খাটুনি পোষায় না। ভাবনা ঠেলে ফেলে সে গেলো ঘোড়াকে তৈরি করতে।

এ-সব কাজ ভালো আসে না তার। সামডেভইয়াটভ তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলো কী ক'রে ঘোড়ার সাজ পরাতে হয়, কিন্তু কেবলই ভুলে যায়। যা-ই হোক, কোনোরকমে ক'রে উঠলো কাজটি; জুড়ে নিলো জোয়াল,

পেতলে-আঁটা চামড়ার রশিটাকে গাড়ির ডাণ্ডায় জড়িয়ে নিলো, তারপর ঘোড়ার পেটের ওপর হাঁটুর চাপ দিয়ে তাকে পরিয়ে দিলো বকলষে আঁটা লাগাম। তারপর পোর্টিকোতে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে লারাকে ডাকতে ভেতরে গেলো ইউরি।

কোট প'রে নিয়ে লারা আর কাটিয়া তৈরি হ'য়ে আছে, বাঁধাছাঁদাও শেষ, কিন্তু লারার অবস্থা শোচনীয়। হাত মুচড়ে-মুচড়ে কাঁদছে সে; ইউরিকে বললে একটু ব'সে যেতে; তারপর নিজেই একটা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে তক্ষুনি আবার উঠে দাঁড়ালো; কান্নাভরা চড়া গলায় এলোমেলো কথা বলতে লাগলো গুনগুন ক'রে—যেন হোঁচট খাচ্ছে কথাগুলোর ওপর, বাধা দিচ্ছে নিজেই নিজেকে; বার-বার জেনে নিতে চাচ্ছে ইউরি তার সঙ্গে একমত কিনা।

'আমার কোনো দোষ নেই, কিছুতেই পারলাম না; জানি না, এটা কেমন ক'রে হ'লো, কিন্তু তুমিই বলো এতো দেরি ক'রে ফেলে এখন কি আর যাওয়া সম্ভব! একটু পরেই তো সন্ধে হ'য়ে যাবে, তারপর ঐ ভীষণ বনের মধ্য দিয়ে অন্ধকারে যেতে হবে তো! ঠিক না? বলো! তুমি যা বলবে তা-ই করবো আমি, কিন্তু আমার মন কিছুতেই আর সায় দিচ্ছে না এখন—আমার মন বলছে এখন যাওয়া ঠিক হবে না, কিন্তু তুমি যা ভালো বোঝো তা-ই হবে। কিছু বলছো না কেন? কে জানে কেমন ক'রে অর্ধেক দিন আমরা নষ্ট করলাম। কাল আবার ভেবে দেখা যাবে। আর একটা রাত থেকে গেলে কেমন হয়? কাল রাত থাকতে উঠবো, বেরিয়ে পড়বো ভোরের আলো ফোটামাত্র—ছ'টা বা সাতটায়। কী বলো? তুমি চুল্লি জেলে আরো এক রাত লিখবে—আরো একটা রাত এখানে থাকবো আমরা—খুব ভালো হবে না? চমৎকার হবে না? হা ঈশ্বর, আমি কি আবার কোনো দোষ ক'রে ফেললাম?'

'তুমি কিন্তু বাড়িয়ে বলছো লারা, সন্ধে হ'তে ঢের দেরি এখনো, এখনো বেশ বেলা আছে। তবে তোমার কথাই থাক, এসো থেকে যাই। তুমি শান্ত হও, অমন অস্থির হোয়ো না। এসো, কোট ছেড়ে নিয়ে পোঁটলা-পুঁটলি খুলে ফেলা যাক। কাটিয়া বলছিলো ওর খিদে পেয়েছে, কিছু খেয়ে

নিলে হয় এবার। ঠিক বলেছো তুমি, কোথাও কোনো ব্যবস্থা নেই, হুম ক'রে হঠাৎ চ'লে যাবার কোনো মানে হয় না। কিন্তু আর কেঁদো না, অমন ব্যাকুল হ'তে নেই। চুল্লিটা ধরিয়ে দিচ্ছি এখনই; কিন্তু না, স্লেজটা যখন তৈরিই আছে তখন আমাদের পুরোনো কাঠগোলা থেকে কিছু জ্বালানি নিয়ে আসি আগে—যা ছিলো সব ফুরিয়েছে। আর কেঁদো না, লারা। এক্ষুনি ফিরে আসছি আমি।'

১১

জিভাগোদের কাঠগোলা পর্যন্ত স্লেজগাড়ির চলার দাগ অনেকগুলো পড়েছে। ইউরির আগেকার আসা-যাওয়ারই চিহ্ন এগুলো; দু'দিন আগে যখন এসেছিলো তখন থেকে চৌকাঠের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মাড়ানো বরফ জ'মে আছে।

সকাল থেকে মেঘলা ক'রে-ক'রে এখন আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। ঠাণ্ডাও আগের চেয়ে বেশি। বাড়ি আর আঙিনা ঘিরে দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে পুরোনো বাগান, একেবারে কাঠগোলার ধার পর্যন্ত চ'লে এসেছে, যেন ইউরিকে একবার ভালো ক'রে দেখে নিয়ে তাকে কোনো কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। ঘন তুষার পড়ছে এ-বছর। চৌকাঠ পর্যন্ত বরফে ঢাকা, দরজাটাকে তাই নিচু মনে হচ্ছে, বাড়িটাকে কুঁজো। মস্ত ব্যাঙের ছাতার মতো বরফ ঝুলছে ছাত থেকে, ইউরির মাথা প্রায় ছোঁয় আরকি। ঠিক তার ওপরেই উঠেছে প্রতিপদের চাঁদ, যেন কেউ তাকে পেরেক ঠুকে বরফের গায়ে আটকে দিয়েছে। বাঁকা চাঁদ, তীক্ষ্ণ তার ফলা, জলন্ত শিখাটি যেন ধূসর। এমন কালো হ'য়ে বিষাদ নামলো ইউরির মনে যে তখন যদিও সবেমাত্র বিকেল, রোদ্দুরও মলিন হয়নি, তবু তার মনে হ'লো যেন তার জীবনের কোনো অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে ঘোর নিশীথে সে দাঁড়িয়ে আছে—আর এই নতুন চাঁদ, ঠিক তার চোখের সামনে উজ্জ্বল, তা যেন কোনো বিচ্ছেদের পূর্বাভাস, নিঃসঙ্গতার প্রতীক।

এতো ক্লান্ত সে যে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছে না। আগের চেয়ে অনেক কম-কম ক'রে কাঠ তুলে নিয়ে সে দরজা থেকে স্লেজে ছুঁড়ে দিতে লাগলো।

হিম কাঠে আঠার মতো বরফ লেগে আছে. দস্তানা ফুঁড়ে ঐ ঠাণ্ডা যেন বিঁধলো তার হাতে। কাজ ক'রেও গরম হচ্ছে না তার শরীর; কিছু যেন ভেঙে গেছে তার মধ্যে, কোনো অংশ অচল হ'য়ে গেছে। তার ভাগ্যহীন নিয়তিকে সে অভিশাপ দিলো, আর প্রার্থনা করলো লারার জন্য—বিষাদময়ী রূপসী কান্তা তার—সেই নম্র ও সরল হৃদয়টিকে ভগবান যেন রক্ষা করেন। আর নতুন চাঁদ স্তব্ধ হ'য়ে রইলো ছাদের ওপর, দীপ্ত কিন্তু নিস্তাপ, উদ্ভাসিত হ'লেও তার আলো নেই।

মিকুলিৎসিনদের বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘোড়াটা চিঁহি শব্দে ডেকে উঠলো, প্রথমে আস্তে, ভীরু গলায়, তারপর আরো জোরে, যেন নিশ্চিত হ'য়ে।

'হঠাৎ ডাকছে?' অবাক হ'লো ইউরি। 'খুশিতে, না ভয় পেয়েছে? ভয়ে নয় নিশ্চয়ই, ঘোড়ারা ভয় পেলে ডাকে না, আর নেকড়ের গন্ধ যদি পেয়ে থাকে তাহ'লে ও তো এতো বোকা নয় যে চেঁচিয়ে শত্রু ডেকে আনবে। বাড়ি যেতে চাচ্ছে আরকি। রোসো, রোসো, এক্ষুনি যাচ্ছি আমরা।'

বড়ো-বড়ো লকড়ির সঙ্গে কিছু কুটোকাটাও নিলো সে, আর নিলো জুতোর চামড়ার মতো কুঁচকোনো গাছের ছাল, তা-ই বিছিয়ে দিলো কাঠের ওপর, স্লেজে বেঁধে নিলো দড়ি দিয়ে, তারপর ঘোড়ার লাগাম ধ'রে হেঁটে-হেঁটে বাড়ির দিকে চললো।

আবার ডেকে উঠলো ঘোড়াটা, এবার দূরে অন্য একটা ঘোড়ার উত্তরে। 'এর মানে? তবে কি ভারিকিনো যতোটা ভেবেছিলাম, ততোটা জনশূন্য নয়?' ইউরির মাথায় এটা এলো না যে তাদের বাড়িতেই কোনো অতিথি আসতে পারে, আসতে পারে অন্য ঘোড়ার ডাক মিকুলিৎসিনের বাড়ি থেকেই। গোলাবাড়িগুলোর পেছন দিয়ে ঘুরে আসছিলো সে, বরফে-ঢাকা জমির খাঁজে ঢাকা প'ড়ে গিয়েছিলো বাড়িটা।

ধীরে-সুস্থে—তাড়াহুড়োর কী আছে?—কাঠগুলো নামিয়ে রাখলো ইউরি, স্লেজটাকে গোলাঘরে রাখলো, তারপর ঘোড়ার সাজ খুলে তাকে আস্তাবলে নিয়ে দূরের একটা কোণে রেখে দিলো—ঠাণ্ডা হাওয়া কম আসে সেখানে—অল্প যে-কয়েক মুঠো খড় ছিলো তা-ই রাখলো জাবনার গামলায় ওর সামনে।

বাড়ির দিকে হাঁটতে-হাঁটতে কেমন অস্বস্তি হ'লো তার। পোর্টিকোতে বড়োসড়ো একটা স্লেজ দাঁড়িয়ে আছে – চাষিদের স্লেজ মনে হয়– চিকচিকে কালো একটি বাচ্চা ঘোড়া জোতা আছে তাতে, আর তার সামনে পাইচারি ক'রে বেড়াচ্ছে তেমনি চিকচিকে ও নধর একটি অচেনা লোক, মাঝে-মাঝে সে চাপড় দিচ্ছে ঘোড়াটাকে, তার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

বাড়ির ভেতর থেকে একাধিক গলার আওয়াজ এলো। আড়ি পাতার কোনো ইচ্ছে ছিলো না ইউরির, আর এতো কাছেও ছিলো না যে এক-আধটার বেশি কথা শোনা যায়—তবু, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও, স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে সে উৎকর্ণ হ'লো। চিনতে পারলো কমারোভস্কির গলা, লারা আর কাটিয়ার সঙ্গে সে কথা বলছে, মনে হ'লো দরজার পাশে প্রথম ঘরটিতেই আছে তারা। তর্ক চলেছে; গলার আওয়াজেই বোঝা যায় লারা অস্থির হ'য়ে কাঁদছে; এই সে সায় দিচ্ছে কমারোভস্কির কথায়, আবার পর মুহূর্তে সজোরে প্রতিবাদ করছে।

কোনো কারণে ইউরির মনে হ'লো যে সেই মুহূর্তে তাকে নিয়েই কথা বলছে কমারোভস্কি, ইউরিকে বিশ্বাস করা যায় না—এই ধরনের কোনো কিছু তার বক্তব্য ('দু-নৌকোয় পা দিয়ে চলেছে'—এ-কথাটা স্পষ্ট শোনা গেলো যেন), লারা, না তার নিজের পরিবার—কার দিকে ইউরির টান বেশি তা বলা অসম্ভব, তার ওপর নির্ভর করা কোনোমতেই উচিত হবে না লারার, যদি না লারা 'চোরকে বোঁচকা বাঁধতে ও গৃহস্থকে সজাগ থাকতে' বলতে চায়, যদি না 'দুই দিকের চাপনে বুড়ি মরে আপনে'—এই দশা সে করতে চায় নিজের। ইউরি ভেতরে ঢুকে পড়লো।

যা ভেবেছিলো তা-ই—ডান দিকের প্রথম ঘরটাতেই ব'সে আছে তিনজনে। কমারোভস্কির ফার-কোট তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঠেকেছে, আর কাটিয়ার কোটের কলার আঁকড়ে ধ'রে লারা সেটা আটকাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু হুক খুঁজে না-পেয়ে তাকে ধমক দিয়ে বারণ করছে নড়তে, আর কাটিয়া বলছে, 'মা, একটু আস্তে, আমাকে দম আটকে মারবে তুমি।' বেরোবার জন্যে তৈরি হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনজনে, গায়ে বাইরের পোষাক। ইউরি ঘরে ঢুকতেই লারা আর কমারোভস্কি একসঙ্গে কথা বলতে-বলতে তার দিকে ছুটে এলো:

'ছিলে কোথায় এতোক্ষণ? এদিকে তোমার জন্যে আমরা ব'সে আছি—ভীষণ জরুরি দরকার।'

'কেমন আছো, ইউরি আন্দ্রেইয়েভিচ। দেখতেই পাচ্ছো, গত বারের রূঢ় কথা-কাটাকাটির পরেও আবার এলাম তোমাদের কাছে, তোমরা আমাকে ডেকে আনোনি যদিও।'

'কেমন আছেন' গোছের কিছু-একটা আওড়ালো ইউরি।

'তুমি গিয়েছিলে কোথায়?' আবার জিজ্ঞেস করলো লারা। 'উনি কী বলতে চাচ্ছেন শুনে নাও, তারপর কী করবো না করবো চটপট স্থির ক'রে ফ্যালো। একটুও সময় নেই জানো তো। খুব শিগগির মনস্থির করা চাই।'

'কিন্তু আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি কেন? বসুন, ভিক্টর ইপ্পলিটোভিচ। কোথায় ছিলাম, তা তুমি জিজ্ঞেস করছো, মণি? জানো তো কাঠ আনতে গিয়েছিলাম, পরে ঘোড়াটার দেখাশুনো করতে হ'লো। বসুন, ভিক্টর ইপ্পলিটোভিচ, বসুন দয়া ক'রে।'

'তোমার অবাক লাগছে না ওঁকে দেখে? তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না একটুও অবাক হয়েছো। অথচ উনি চ'লে গেছেন শুনে, তাঁর প্রস্তাবে রাজি না-হওয়ার জন্য, আপশোস করছিলাম আমরা, আর এখন তিনি এসে ঠিক তোমার চোখের সামনে ব'সে আছেন, আর তুমি কিনা অবাকও হচ্ছো না একটু—তা শোনো এবারে উনি যে-কথা বলতে এসেছেন তা আরো বেশি আশ্চর্য।—ওকে সব খুলে বলুন, ভিক্টর ইপ্পলিটোভিচ।'

'লারিসা ফিয়োডোরোভনা মনে-মনে কী ভাবছেন, জানি না। তবে একটা কথা আমার বুঝিয়ে বলা উচিত: আমি চ'লে গেছি—এই গুজবটা কিন্তু আমিই ইচ্ছে ক'রে রটিয়েছিলাম। আমি যাইনি, আমার উদ্দেশ্য ছিলো, আগের বারে যে-কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম, তুমি আর লারিসা ফিয়োডোরোভনা আবার তা ভালো ক'রে ভেবে ভাখো, ঠাণ্ডা মাথায় স্থির করো কী করবে। তোমাদের সুযোগ দেবার জন্যই থেকে গিয়েছি আমি।'

'কিন্তু আর তো দেরি করা যায় না,' কথার মাঝখানে ব'লে উঠলো

লারা। 'যাবার পক্ষে এই হচ্ছে চমৎকার সময়। কাল সকালে…কিন্তু ভিক্টর ইপ্পলিটোভিচ নিজেই সে-কথা বলবেন তোমাকে।'

'একটু রোসো, লারা। কোট গায়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কী করবো আমরা? বরং খুলে নিয়ে বসি একটু। হাজার হোক, কথাগুলো জরুরি, এক মিনিটে তার সমাধান হয় না। ভিক্টর ইপ্পলিটোভিচ, আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমাদের আলোচনার মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়ছে, তা নিয়ে কিছু বলাটা কিন্তু হাস্যকর হবে, হয়তো একটু লজ্জারও ব্যাপার। কথাটা হচ্ছে যে আমি কখনো কল্পনাও করিনি আপনার সঙ্গে চ'লে যাবো—কিন্তু লারার কথা আলাদা। ক্বচিৎ কখনো এমন মুহূর্ত এসেছে যখন লারার আর আমার দুশ্চিন্তা আলাদা হ'য়ে গেছে, তখন আমাদের মনে প'ড়ে গেছে যে আমরা এক নই, দু'জন মানুষ। সেই রকম সময়ে লারাকে আমি বার-বার বলেছি যে আপনার প্রস্তাব আরো ভালো ক'রে ওর ভেবে দেখা উচিত। আর সত্যি বলতে প্রায় সব সময়ই সে ভেবেছে সে-কথা, ঘুরে-ফিরে বার-বার এই কথাই তুলেছে।'

'কিন্তু শুধু একটি শর্তে—তোমাকেও আসতে হবে আমাদের সঙ্গে,' লারা বাধা দিয়ে বললো।

'আমরা আলাদা হ'য়ে গেছি, এই চিন্তা তোমার পক্ষে যতো কষ্টের, আমার পক্ষেও তা-ই। কিন্তু আমাদের হৃদয়াবেগকে সরিয়ে রেখে এই ত্যাগস্বীকার ক'রে নেয়াই হয়তো ভালো। আমার যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

'কিন্তু এখনো তুমি কোনো কথাই শোনোনি, তুমি জানো না…ভিক্টর ইপ্পলিটোভিচ কী বলছেন, শোনো…কাল সকালে—ভিক্টর ইপ্পলিটোভিচ!'

'লারিসা ফিয়োডোরোভনকে আগে যে-খবরটা আমি দিয়েছিলাম, উনি তার কথাই ভাবছেন। ইউরিয়াটিন রেল-স্টেশনের এক সাইডিঙে দূর প্রাচ্য রাষ্ট্রের একটি সরকারি ট্রেন যাবার জন্য তৈরি হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। গত কাল মস্কো থেকে এসে পৌচেছে ট্রেনটা, আগামী কাল পুবের দিকে যাত্রা করবে। ট্রেনটা আমাদের যোগাযোগ মন্ত্রী-দপ্তরের। গাড়ির অর্ধেক কামরাই হ্বাগন-লী[১]।'

---

১ Wagon-lit: আমেরিকার পুলম্যানের সঙ্গে তুলনীয় য়োরোপীয় মহাদেশের ট্রেনে আরামদায়ক শোবার কামরা।—অনুবাদকের টীকা।

'এই ট্রেনেই যেতে হবে আমাকে। আমার সহকারীদের জন্য কয়েকটা বার্থ আমাকে আলাদা ক'রে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ আরামে যেতে পারবো আমরা। এমন সুযোগ আর আসবে না। আমি জানি, তুমি ফাঁকা কথা বলো না, একবার মনস্থির ক'রে তার বদল করাও তোমার ধাতে নেই; এও স্থির করেছো যে আমাদের সঙ্গে যাবে না। কিন্তু তবু লারিসা ফিয়োডোরোভনার কথা ভেবে তুমি কি আর-একবার চিন্তা ক'রে দেখবে না? ওঁকে তো বলতেই শুনলে যে তোমাকে ফেলে কোথাও যাবেন না উনি। এসো না তুমি আমাদের সঙ্গে, ভ্লাডিভস্টক পর্যন্ত না হোক, অন্তত ইউরিয়াটিন পর্যন্ত, সেখানে গিয়ে আবার ভেবে দেখা যাবে।—সত্যি কিন্তু খুব তাড়া করতে হবে এখন—এক মিনিটও আর নষ্ট করা যায় না। আমার সঙ্গে কোচোয়ান আছে—আমি নিজে কখনো গাড়ি চালাই না—আর স্লেজটায় আবার পাঁচজনের মতো জায়গা নেই। কিন্তু সামডেভইয়াটভের ঘোড়াটা তোমার হাতে আছে বোধহয়—সেটা নিয়ে কাঠ আনতে গিয়েছিলে বললে না? সাজ পরানো আছে তো এখনো?

'না, খুলে এসেছি।'

'তা চটপট আবার পরিয়ে নাও তাহ'লে। আমার কোচোয়ান তোমার সঙ্গে হাত লাগাবে'খন···রোসো একটু, থাক—কী দরকার—থাক তোমার স্লেজগাড়ি, আমারটাতেই কুলিয়ে যাবে, চেপে-চুপে কোনোমতে বসাবো'খন। শুধু শিগগির—শিগগির করো—ঈশ্বরের দোহাই! পথে যা নেহাৎই লাগবে শুধু সেইরকম কয়েকটা জিনিস নিয়ে নাও সঙ্গে—যা প্রথম হাতে ঠেকে তা-ই নিয়ে নাও। একটি শিশুর জীবন-মরণ নিয়ে যখন কথা তখন মালপত্র নিয়ে হৈ-চৈ করার মানে হয় না।'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না, ভিক্টর ইপ্পলিটোভিচ। আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন আমি যেতে রাজি হয়েছি। আপনি যান, আমার শুভেচ্ছা রইলো আপনার জন্য, আর লারা যদি চায় তো সঙ্গে যাক। এই বাড়ির জন্য আপনাকে উদ্বিগ্ন হ'তে হবে না। আপনারা চ'লে গেলে পর সব পরিষ্কার ক'রে তালা লাগিয়ে দেবো আমি।'

'কী বলছো তুমি, ইউরি, কী আবোল-তাবোল বকছো! তুমিও তো

বিশ্বাস করো না এ-সব কথায়। "লারা যদি চায়"—কী চমৎকার কথা একখানা! যেন তুমি জানো না যে তুমি না-গেলে কিছুতেই যাবো না আমি; তোমাকে বাদ দিয়ে আমি একা কিছুই করবো না? তুমি বাড়িতে তালা দেবে—এ-সব লম্বা-চওড়া বুলি আসে কোত্থেকে বলো তো!'

'তুমি দেখছি কঠিন পণ করেছো?' কমারোভস্কি বললো ইউরিকে। 'তাহ'লে, লারিসা ফিয়োডোরোভনার যদি আপত্তি না থাকে, নিভৃতে দু'একটা কথা বলতে চাই তোমার সঙ্গে?'

'নিশ্চয়ই। জরুরি কথা হ'লে রান্নাঘরেও যেতে পারি আমরা। তুমি রাগ করবে না তো, মণি?'

১২

'স্ট্রেলনিকভ ধরা পড়েছিলো, বিচারের পর গুলি ক'রে মারা হয়েছে তাকে।'

'কী ভীষণ কথা! আপনি ঠিক জানেন?'

'তাই তো শুনলাম। কথাটা সত্য ব'লেই আমার বিশ্বাস।'

'লারাকে বলবেন না কিন্তু। ও পাগল হ'য়ে যাবে।'

'না, না, তা বলবো না। সেইজন্যই তো তোমার সঙ্গে একা কথা বলতে চাইলাম। এ-রকম যখন অবস্থা, তখন ওর আর কাটিয়ার তো সমূহ বিপদ। ওদের বাঁচাতে চাই আমি, আর সেইজন্যই তোমার সাহায্য চাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে কিছুতেই যাবে না তুমি? কিছুতেই না?'

'কিছুতেই না। আমি তো বলেছি আপনাকে।'

'কিন্তু লারা যে যেতে চাচ্ছে না তোমাকে ফেলে। কী যে করবো বুঝতে পারছি না। তাহ'লে অন্য-এক উপায় করা যাক—একবার যদি ভান করো তুমি যে হয়তো শেষ পর্যন্ত রাজি হ'তেও পারো—অন্তত তা-ই যদি বুঝতে দাও ওকে, তাহ'লে সমস্যার সমাধান হয়। তোমার কাছে বিদায় নিয়ে সে চ'লে যাচ্ছে—তা এখানেই হোক আর ইউরিয়াটিন স্টেশনেই হোক—এ আমি ভাবতেই পারি না। তুমি ওকে বোঝাবে যে তুমি শেষ পর্যন্ত আসবেই, এখন না হোক পরে, যখন অন্য কোনো সুযোগে তোমার যাবার ব্যবস্থা

আমি ক'রে দেবো। তোমাকে ভান করতে হবে যেন এতে তুমি অনিচ্ছুক নও। যদি মিথ্যে শপথও করতে হয়, তবু তোমাকে বিশ্বাস জাগাতে হবে ওর মনে। অবশ্য আমার দিক থেকে ফাঁকা কথা নয় এটা—আমি শপথ ক'রে বলছি যে যখনই তুমি ইচ্ছেটি শুধু প্রকাশ করবে, তখনই তোমার এশিয়াতে যাবার সুবিধে ক'রে দেবো আমি, সেখান থেকে যেখানে যেতে চাও যেতে পারবে।—কিন্তু লারিসা ফিয়োডোরোভনার মনে এটুকু বিশ্বাস জাগাতে হবে যে তুমি অন্তত আমাদের স্টেশনে তুলে দিতে আসছো। এটুকু করতেই হবে তোমাকে—যে ক'রে হোক করতেই হবে। ধরো, তুমি যদি বলো তোমার স্লেজ-গাড়িটা তৈরি ক'রে নিতে চলেছো, আর আমাদের যদি বলো আগেই বেরিয়ে পড়তে—তোমার জন্য অপেক্ষা না-ক'রে এগিয়ে যেতে—যদি বলো তৈরি হ'য়ে নিয়েই তুমি ধ'রে ফেলবে আমাদের—তাহ'লে কেমন হয়?

'স্ত্রেলনিকভের খবরটা এতো ভীষণ, সত্যি বলতে কী আপনার সব কথা ঠিক ধরতে পারিনি। কিন্তু আপনি ঠিকই বলেছেন। এ-কালের যুক্তি অনুসারে, স্ত্রেলনিকভের সঙ্গে বোঝাপড়া হ'য়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে লারা আর কাটিয়ার জীবনও বিপন্ন হ'লো। আমাদের মধ্যে কেউ না-কেউ গ্রেপ্তার হবেই, তাই যে-ভাবে হোক বিচ্ছেদ অনিবার্য। সেই বিচ্ছেদ যদি আপনি ঘটান, যথাসম্ভব দূরে নিয়ে যান ওদের, তাহ'লেই হয়তো সবচেয়ে ভালো হয়। বলছি বটে, কিন্তু আসলে বোধহয় ব্যাপার একই, যা-কিছু ঘটছে সবই আপনার অনুকূল। হয়তো শেষ পর্যন্ত আমিই ভেঙে পড়বো, আপনার পায়ে প'ড়ে বলবো—বাঁচান লারাকে, বিপদের বাইরে নিয়ে যান, আমাকে জোগাড় ক'রে দিন স্ত্রী-পুত্রের কাছে যাবার জন্য জাহাজের টিকিট—আর আপনার হাত থেকে এ-সব নিয়ে হয়তো কৃতার্থ বোধ করবো। কিন্তু একটু চিন্তা করার সময় দিন আমাকে। আপনার কথা শুনে একেবারে অভিভূত হ'য়ে আছি আমি। ভেঙে পড়েছি, হতভম্ব হ'য়ে গেছি, ঠিকমতো ভাবতে বা কথা বলতে পারছি না। এমনও হ'তে পারে আপনার কথায় রাজি হ'য়ে আমি এমন এক সর্বনাশা ভুল করছি যার প্রতিকার আর সম্ভব নয়, যা পরে সারাজীবন বিভীষিকার মতো মনে হবে আমার। কিন্তু এখন আমি আর-কিছুই পারি না, শুধু পারি অন্ধভাবে আপনার কথায় রাজি হ'য়ে

সেইমতো চলতে, যেন আমার নিজের ইচ্ছে ব'লে কিছু নেই।···ঠিক, ঠিক আছে, লারার ভালোর জন্যে তা-ই করবো আমি। এখনই যাচ্ছি ওর কাছে, বলছি যে স্লেজে ক'রে শিগগিরই ধ'রে ফেলবো আপনাদের—আসলে অবশ্য থেকেই যাবো।···কিন্তু একটা মুশকিল আছে। যাবেন কী ক'রে আপনারা, এখনই তো অন্ধকার ক'রে আসবে? বনের মধ্য দিয়ে পথ, নেকড়ে আছে, সাবধানে যাবেন···'

'তা জানি আমি। কিছু ভেবো না। বন্দুক আছে আমার কাছে, রিভলভারও আছে। দু'এক ফোঁটা স্পিরিটও এনেছি, ঠাণ্ডা ঠেকাবার জন্য। একটু চাই?—এন্তার আছে আমার।'

১৩

'কী করলাম? কী করলাম? ওকে ছেড়ে দিলাম, ত্যাগ করলাম, দিয়ে দিলাম। আমাকে এখন ছুটতেই হবে ওদের পেছনে। লারা! লারা!

'ওরা শুনতে পাচ্ছে না। বাতাস উল্টোদিকে বইছে, আর ওরা বোধহয় কথা বলছে চেঁচিয়ে। লারা এখন সুখী, নিশ্চিন্ত, ওর পক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে তার। ও তো জানে না আমি তাকে কী রকম ঠকিয়েছি।

'ও ভাবছে, ভালো হ'লো, খুব ভালো হ'লো—এর চেয়ে ভালো আর কী হ'তে পারে ওর? ইউরা, ওর অদ্ভুত জেদি ইউরা, অবশেষে নরম হয়েছে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ভালো, নিরাপদ এক জায়গায় যাচ্ছি আমরা, সেখানকার লোকেদের মেজাজ আমাদের চেয়ে ঠাণ্ডা, সেখানকার আইনকানুন শৃঙ্খলার ওপর ভরসা রাখা যায়। ধরো, এমনি কথার কথা বলছি, কালকের ট্রেনে ইউরি যদি নাও আসে তাহ'লে কমারোভস্কি ওকে আনাবার জন্য আরেকটা ট্রেন পাঠাবে, দেখতে-না-দেখতে ও এসে পড়বে আমাদের কাছে। এ-মুহূর্তে ও অবশ্য আছে আস্তাবলে, তাড়াহুড়ো করছে, ব্যস্ত হ'য়ে গাড়ি জুড়ে নিচ্ছে, পুরো দমে গাড়ি ছুটিয়ে আমাদের পেছন-পেছন আসবে ও, বনের মধ্যে ঢোকার আগেই আমাদের ধ'রে ফেলবে।

'সে তো এমনি সব ভাবছে এখন। বিদায়টাও ভালো ক'রে নেওয়া হ'লো

না। শুধু একটু হাত নেড়ে পেছন ফিরে দাঁড়ালাম আমি, আপেলের টুকরোর মতো কষ্ট বিঁধে ছিলো আমার গলায়, দম আটকে দিচ্ছিলো—সেটাকে গিলে ফেলার চেষ্টা করলাম।'

পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে রইলো সে, পিঠের একদিকে কোট ফেলা। অন্য হাত দিয়ে ছাদের ঠিক তলাকার সরু কাঠের থামটাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরলো যেন পিষে ফেলবে সেটাকে। সুদূরে সংহত হ'লো তার সমস্ত মনোযোগ। পথের একটি অংশ দেখা যাচ্ছে সেখানে, উঠছে পাহাড়ের গা বেয়ে, ছাড়া-ছাড়া বার্চগাছের পাড়-বসানো ফাঁকা জায়গাটুকুতে আড় হ'য়ে সূর্যাস্তের রশ্মি পড়েছে; সেখানেই যে-কোনো মুহূর্তে দেখা যাবে স্লেজ-গাড়িটিকে, যা আপাতত খাদের আড়ালে ঢাকা প'ড়ে গেছে।

'বিদায়, বিদায়,' সেই স্লেজের জন্য অপেক্ষা করতে-করতে মনোহীনভাবে বার-বার বলতে লাগলো ইউরি, সন্ধ্যার হিমেল বাতাসে বের ক'রে দিলো তার বুক-ছেঁড়া নিস্তব্ধ কথাগুলি। 'বিদায়, আমার অনন্যা প্রিয়া, আমার চিরকালের মতো হারিয়ে-যাওয়া প্রেয়সী!'

'আসছে, আসছে ওরা,' শুকনো ফ্যাকাশে ঠোঁটে ফিশফিশ ক'রে সে উচ্চারণ করলে, খাদ থেকে তীরের বেগে ছুটে এলো স্লেজ, একের পর এক বার্চ গাছ ছাড়িয়ে ছুটতে লাগলো, গতি ক'মে এলো আস্তে-আস্তে, আর—কী আনন্দ!—শেষ গাছটির কাছে এসে হঠাৎ থেমে গেলো।

লাফিয়ে উঠলো ইউরির হৃৎপিণ্ড, এমন উন্মাদ উত্তেজনায় ঢিপঢিপ করতে লাগলো যে তার মনে হ'লো আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, দুর্বল লাগছে, অবসন্ন, তার কাঁধের ওপর থেকে খ'সে-পড়া কোটটির মতোই সারা শরীর যেন নেতিয়ে গেছে তার। 'হে প্রভু, ভগবান, তুমি তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবে, এই কি তোমার ইচ্ছা? কী, ব্যাপার কী? ওখানে, ঐ সূর্যাস্তের কাছে, কী হচ্ছে এখন? এর অর্থ কী? ওরা দাঁড়িয়ে আছে কেন? না। সব শেষ। ওরা চলতে শুরু করেছে। ওরা চ'লে গেলো। শেষবারের মতো বাড়িটা দেখার জন্যই নেমেছিলো সে। না কি দেখতে চাইছিলো আমি রওনা হয়েছি কিনা? আমি আসছি কিনা ওদের পেছনে-পেছনে? ওরা চ'লে গেলো।'

বরাতজোর থাকলে, সূর্য যদি খুব তাড়াতাড়ি ডুবে না যায় (অন্ধকারে ওদের সে দেখতে পাবে না), তাহ'লে আবার চকিতে দেখা যাবে ওদের, শেষবারের মতো, খাদের ওপারে, দুই রাত্রি আগে যেখানে নেকড়ে ডেকেছিলো সেই মাঠের ওপরে।

সেই মুহূর্তটুকুও এসে চ'লে গেলো। দিগন্তের নীল তুষার-রেখার ওপরে এখনো ঝুলে আছে ঘন-লাল বলের মতো সূর্য, বরফে ঢাকা জমি লোভীর মতো শুষে নিচ্ছে সেই রসালো আনারসি আলো, এমনি সময়ে পলকে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেলো ওদের স্লেজ। 'বিদায়, লারা, যতোদিন না স্বর্গে গিয়ে আবার তোমার দেখা পাই, ততোদিনের জন্য বিদায়, প্রিয়া আমার, আমার অফুরন্ত, চিরন্তন আনন্দ। আর কখনো তোমাকে আমি দেখবো না, আর কখনো, কখনো দেখবো না আমি তোমাকে।'

অন্ধকার হ'য়ে এলো। দেখতে-দেখতে ম্লান হ'য়ে এলো বরফের ওপরে ব্রোন্‌জ্‌-লাল সূর্যাস্তের আলো, হঠাৎ মিলিয়ে গেলো। বেগনি-হ'য়ে-আসা লাইলাক-রঙের সন্ধ্যালগ্নে পূর্ণ হ'য়ে উঠলো কোমল, ছাইরঙা সুদূর, তার ধোঁয়াটে কুয়াশায় মলিন হ'য়ে গেলো পথের ধারে বার্চগাছগুলি—যেন হালকা হাতে আঁকা হ'য়ে আছে গোলাপি আকাশের গায়ে—এমন ম্লান সেই আকাশ, যেন হঠাৎ অগভীর হ'য়ে গেছে।

শোকে দৃষ্টিশক্তি তীব্র হয়েছে ইউরির, লক্ষ্য করার ক্ষমতা শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তার চারদিককার হাওয়াটুকুকেও অনন্য মনে হচ্ছে তার। তার জীবনে যা-কিছু ঘটলো তার সাক্ষী ও বন্ধু হিসেবে অনুকম্পার নিশ্বাস ফেলছে এই সন্ধ্যা। এমন গোধূলি যেন আগে কখনো আসেনি, সন্ধ্যা যেন এই প্রথম নেমে এলো তার শোকে, তার নিঃসঙ্গতায় সান্ত্বনা দিতে। যেন ঐ উপত্যকা ঘিরে চিরকাল এমন বন ছিলো না, দিগন্তের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ঐ যে পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে, তার ওপর আগে জন্মায়নি গাছপালা, এইমাত্র মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়ালো ঐ তরুশ্রেণী, তাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে উঠে এলো।

সেই প্রহরের স্পর্শণীয় সৌন্দর্যকে ইউরির মনে হ'লো বন্ধুর ভিড়ের মতো, প্রায় যেন হাত নেড়ে সে সরিয়ে দিতে চাইলো তাদের, প্রায় কথা ব'লে

উঠলো দীর্ঘায়িত অন্তরাগের উদ্দেশে: 'ঠিক আছে—ঠিক আছি আমি—ধন্যবাদ।'

বারান্দায় দাঁড়িয়েই বন্ধ দরজার দিকে মুখ ফেরালো সে, পৃথিবীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে দিলে। 'সূর্য অস্ত গেলো। আমার আলো—আমার সূর্য—অস্ত গেলো।' কে যেন তার মনের মধ্যে বার-বার আউড়ে যাচ্ছিলো, যেন মুখস্থ ক'রে রাখতে চায় কথাটাকে। মুখ ফুটে উচ্চারণ করবে এমন শক্তি নেই তার।

বাড়ির ভেতরে গেলো সে। তার মনের মধ্যে দুটো আলাপ যুগপৎ চলছে, একটা শুকনো ব্যাবসাদারি, অন্যটা লারার উদ্দেশে বন্যার নদীর মতো।

'এবার আমি মস্কো যাবো,' ইউরি ভাবতে লাগলো। 'প্রথম কাজ হ'লো প্রাণে বাঁচা। অনিদ্রারোগকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। শুতেই যাবো না একেবারে। সারারাত কাজ, যতোক্ষণ না ঘুমে ঢ'লে পড়ি। হ্যাঁ, আর-এক কথা, শোবার ঘরের চুল্লিটা এখনই জ্বালতে হবে, রাত্রে যেন জ'মে না যাই।'

কিন্তু ভেতরে-ভেতরে অন্য এক আলাপ চলছিলো। 'আর-একটুক্ষণ থাকবো আমি তোমার সঙ্গে, আমার অবিস্মরণীয় আনন্দ তুমি, যতোক্ষণ আমার বাহু, আমার হাত, আমার ঠোঁট তোমাকে ভুলে না যায়। কাঁদবো আমি তোমার জন্য, আমার শোক যেন অনন্ত হয়, তোমার যোগ্য হয় যেন। অন্তহীন আর্তি আর বেদনার ছবিতে তোমার স্মৃতি আমি লিখে রাখবো। তা লেখা না-হওয়া পর্যন্ত আমি থাকবো এখানেই, তারপর চ'লে যাবো। এইভাবে রচনা করবো তোমার মূর্তিকে। কেমন ক'রে আঁকবো তোমাকে কাগজে? যেমন, কোনো ভীষণ ঝড় সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত তোলপাড় তুলে ব'য়ে গেলে, সমুদ্রের বড়ো-বড়ো প্রবলতম ঢেউগুলো তীরের ওপর চিহ্ন রেখে যায়—তেমনি ক'রে আঁকবো আমি তোমাকে। ঝামা, ঝিনুক, জলজ উদ্ভিদ, হালকা সব জঞ্জাল, অতি লঘু সেই সব জিনিস যা তলা থেকে উপড়ে এনেছে ঝড়, বালুর ওপর আঁকাবাঁকা রেখায় ছিটিয়ে দিয়েছে। দূরে মিলিয়ে যায় এই রেখা, বুঝিয়ে দেয় জোয়ারের জল কতোদূর উঠেছিলো। এমনি ক'রে তোমাকে তুলে এনেছিলো আমার জীবনের মধ্যে—আমার প্রেম, আমার গৌরব তুমি, আর এমনি ক'রেই আমি তোমার কথা লিখবো।'

ভেতরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে কোট খুলে ফেললো সে। সেদিনই সকালে লারা খুব ভালো ক'রে গুছিয়েছিলো শোবার ঘরটি, কিন্তু যাবার আগে বাঁধাছাঁদার তাড়াহুড়োয় আবার সব ওলোটপালোট হ'য়ে গেছে। সেই ঘরে এসে ইউরি যখন দেখলো বিছানা আগোছালো হ'য়ে আছে, চেয়ারে মেঝেতে বিশৃঙ্খল হ'য়ে ছড়িয়ে আছে জিনিসপত্র, তখন শিশুর মতো হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়লো সে, খাটের শক্ত ধারটাতে বুক চেপে ধ'রে, বিছানার মধ্যে মুখ গুঁজে, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো নির্বাধ বুক-ভাঙা উচ্ছ্বাসে। কিন্তু বেশিক্ষণ কাঁদলো না। একটু পরেই উঠে বসলো, তাড়াতাড়ি মুখ মুছে নিয়ে ক্লান্ত, অন্যমনস্ক বিস্ময়ে তাকালো চারদিকে, তারপর কমারোভস্কির রেখে-যাওয়া ভদকার বোতল বের ক'রে, ছিপি খুলে একসঙ্গে আধ গেলাশ ঢেলে নিলে, তাতে বরফ আর জল মিশিয়ে নিয়ে লম্বা চুমুকে লোভীর মতো খেতে লাগলো; যেমন নিদারুণ ছিলো তার কান্নার হতাশা, প্রায় তেমনি তীব্র হ'লো এই আস্বাদন।

১৪

ইউরির মনে কী যেন একটা হ'য়ে যাচ্ছে, যার কোনো মানে হয় না। পাগল হ'য়ে যাচ্ছে সে। এমন অদ্ভুতভাবে জীবনযাপন সে করেনি কখনো। বাড়ির দিকে তার মন নেই, নিজের দেখাশোনা করা সে বন্ধ ক'রে দিয়েছে, রাতকে পরিণত করেছে দিনে, আর লারা চ'লে যাওয়ার পর থেকে কতোদিন কাটলো তা আর মনে আনতে পারে না।

ভদকা খাচ্ছে আর লারাকে নিয়ে লিখে চলেছে। কিন্তু যতো কেটে দিচ্ছে লেখা, যতো নতুন ক'রে লিখছে, ততোই তার কবিতার লারা দূরে স'রে যাচ্ছে লারার জীবন্ত প্রতিরূপ থেকে, যে-লারা কাটিয়ার মা, যে-লারা কন্যাকে নিয়ে দূরের পথে পাড়ি দিয়েছে, তার কাছ থেকে দূরে স'রে যাচ্ছে।

এই সংশোধন ও পুনর্লিখনের একটি কারণ এই যে ইউরি খোঁজে জোরালো ও যথার্থ ভাষা। অন্য কারণ তার আন্তর সংযমের পরামর্শ, যা তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অতীতের সত্য ঘটনার স্বাধীন প্রকাশের প্রতিবন্ধক; সে-সব ঘটনায় যারা লিপ্ত ছিলো তারা পাছে দুঃখিত বা আহত হয়, এই

ভাবনা সে কাটাতে পারে না। সেইজন্যেই বাস্তবের তপ্ত বাষ্পকে সে বের ক'রে দেয় তার কবিতা থেকে, কিন্তু তার ফলে রুগ্ন অথবা নির্জীব হওয়া দূরে থাক, তার কবিতায় দেখা দেয় এক পুনর্মিলনের বিস্তীর্ণ শান্তি, যা বিশেষের গণ্ডি ছাড়িয়ে তাকে উর্ধ্বে তুলে নেয় সার্বভৌমে, সর্বজনের অধিগম্য ক'রে তোলে। এখানে পৌঁছবার জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করেনি সে; তা এসেছে স্বতঃপ্রবৃত্ত সান্ত্বনার বাণীর মতো, যেন লারা তাকে বার্তা পাঠিয়েছে চলতে-চলতে, দূর থেকে সম্ভাষণ জানিয়েছে। যেমন হয় স্বপ্নে তাকে দেখলে বা কপালে তার স্পর্শ পাওয়া গেলে—এও তেমনি। ইউরি আনন্দিত হ'লো নিজের কবিতার এই উন্নয়ন দেখে।

বহু বছর ধ'রে ফাঁকে-ফাঁকে সে প্রকৃতি, দৈনন্দিন জীবন ও অন্য নানা বিষয়ে যে-সব মন্তব্য লিখে রাখছিলো—এখন, লারার জন্য শোকসংগীত রচনা করতে-করতেই, সেইগুলিতে সে নতুন সংযোজন করতে লাগলো। বরাবর যেমন হয়েছে, এবারেও তেমনি লিখতে বসামাত্র ব্যক্তি ও সমাজের জীবন বিষয়ে চিন্তার ঢেউ উঠলো তার মনে।

আবার সে ভেবে দেখলে যে ইতিহাস সম্বন্ধে, যাকে বলা হয় ইতিহাসের ধারা, সে-সম্বন্ধে প্রচলিত রীতি অনুসারে সে চিন্তা করে না, উদ্ভিদজগতে সে ইতিহাসের উপমা খুঁজে পায়। শীতকালে, বরফের তলায় বনের পাতা-ঝরা গাছের শুকনো ডাল বুড়োমানুষের আঁচিলের চুলের মতোই রোগা আর দীন হ'য়ে থাকে। কিন্তু বসন্ত এলে কয়েকদিনের মধ্যেই বদলে যায় বনের চেহারা, আকাশের মেঘে মাথা ঠেকে তার, পাতার জালে লুকিয়ে থাকা বা হারিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে খুবই সহজ তখন। এই রূপান্তরের সময়ে জন্তুর চাইতেও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে বন, কারণ জন্তুরা উদ্ভিদের গতিতে বৃদ্ধি পায় না; অথচ এই গতি চোখে দেখতে পাওয়া অসম্ভব। বন তার জায়গা বদলায় না, যদি অপেক্ষাও ক'রে থাকি তাকে নড়তে দেখবো না আমরা। যতোই না তাকিয়ে থাকি আমরা, দেখবো বন স্থবির। সমাজ-জীবনের চিরন্তন বৃদ্ধি ও অন্তহীন পরিবর্তনও আমাদের চোখে এইরকম নিশ্চল ব'লে মনে হয়, ইতিহাস তার বিরামহীন রূপান্তরের দ্বারা এইভাবেই এগিয়ে চলে, এই বসন্তের বনের মতো।

টলস্টয়ও ঠিক এইভাবেই ভাবতেন ; কিন্তু তাঁর চিন্তা স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করেননি তিনি। নেপোলিয়ন অথবা অন্য কোনো শাসক বা সেনাধ্যক্ষ ইতিহাসকে গতিশীল করেন, এ-কথা অস্বীকার করেছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারাকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাননি। ইতিহাসের স্রষ্টা ব'লে কেউ নেই। ইতিহাস কেউ সৃষ্টি করতে পারে না ; ইতিহাস কেউ দেখতেও পায় না, যেমন দেখতে পায় না ঘাস কী ক'রে বেড়ে ওঠে। যুদ্ধ ও বিপ্লব, রাজা ও রব্‌স্‌পীয়রের দল হ'লো ইতিহাসের কিণ্ব, তার জৈবঘটক। কিন্তু বিপ্লব যারা রচনা করে, তারা হ'লো ধর্মোন্মাদ কর্মী পুরুষ, মন তাদের একটিমাত্র পথে চলতে পারে, তাদের চিত্তের সংকীর্ণতাই প্রায় প্রতিভার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোয়। কয়েক ঘণ্টা কি কয়েক দিনের মধ্যে পুরোনো ব্যবস্থাকে উল্টে দেন তারা ; পুরোপুরি প্রলয় ঘটে মাত্র কয়েকটা সপ্তাহ, অথবা বড়ো জোর কয়েকটা বছরের মধ্যে, কিন্তু তারপর যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে পবিত্রজ্ঞানে পুজো করা হয় সেই সংকীর্ণতাকে, যা সেই প্রলয় ঘটিয়েছিলো।

লারার জন্য বিলাপ করতে-করতে মেলিউজেইয়েভোর সেই সুন্দর গ্রীষ্মের জন্য সে শোকার্ত হ'লো, যখন বিপ্লব স্বর্গ থেকে দেবতার মতো নেমে এসেছিলো মাটিতে. সেই গ্রীষ্মের দেবতার মতো, যে-গ্রীষ্মে প্রত্যেকেই তার নিজের মতো ক'রে পাগল হ'য়ে গিয়েছিলো, যখন প্রত্যেকের জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিলো স্বাধিকারে, কোনো উন্নত নীতির সমর্থনসূচক শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত-রূপে নয়।

টুকরো লেখার আঁকিবুঁকির এক ফাঁকে সে তার একটা পুরোনো মতের আবার উল্লেখ করলে। শিল্পকলার ধর্মই হ'লো সৌন্দর্যের সেবা, আর সৌন্দর্য মানে রূপপরিগ্রহের আনন্দ, আর রূপ হ'লো প্রাণীজীবনের মূলসূত্র, কেননা কোনো জীবিত প্রাণী তা ভিন্ন অস্তিত্ব পেতে পারে না। অতএব প্রতিটি শিল্পকর্ম, তার মধ্যে ট্রাজেডিও পড়ে, অস্তিত্বের আনন্দে অংশ নেয়। আর তার নিজের চিন্তা ও রচনাও আনন্দ দিলো তাকে, এমন বেদনাময় অশ্রুতে তা আপ্লুত যে তার মাথার মধ্যে টনটন করে, তাকে অবসাদে জীর্ণ ক'রে দেয়।

সামডেভইয়াটভ তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো। সেও ভদকা এনেছিলো, আর গল্প শুনিয়েছিলো আন্টিপভা তার মেয়েকে নিয়ে কেমন ক'রে কমারোভস্কির সঙ্গে চ'লে গেছে। রেল-পথ ধ'রে ট্রলি ক'রে এসেছে সে, ইউরিকে বকাবকি করেছে ঘোড়াটার ঠিকমতো যত্ন নেয়নি ব'লে, তারপর ঘোড়া নিয়ে চ'লে গেছে—'আরো তিন-চারদিনের জন্য ওটা রেখে যান,' ইউরির এই অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে। তবে এও ব'লে গেছে যে এই সপ্তাহের মধ্যেই আবার এসে ইউরিকে চিরকালের মতো ভারিকিনো থেকে নিয়ে যাবে।

মাঝে-মাঝে নিজেকে কাজে ডুবিয়ে দেবার পর, ইউরির হঠাৎ লারাকে মনে প'ড়ে যায়, এতো স্পষ্ট যেন সে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার এই সর্বনাশের তীব্রতা ও স্নিগ্ধতার চাপে ভেঙে পড়ে ইউরি। ছেলেবেলায় মায়ের মৃত্যুর পর কলোগ্রিভভদের বাগানের গ্রীষ্মকালীন সম্ভারের মধ্যে পাখির ডাকে সে যেমন তার মায়ের গলা শুনতে পেয়েছিলো, এখনো তেমনি লারার অভ্যস্ত কণ্ঠস্বর, যা তারই জীবনের এক অবিচ্ছিন্ন অংশ, তা যেন খেলা করতে লাগলো তার সঙ্গে, সে যেন শুনলে অন্য ঘর থেকে লারা ডাকছে, 'ইউরা।'

সেই সপ্তাহের মধ্যে এই রকম বিভ্রম আরো অনেক হ'লো তার। শেষের দিকে একদিন রাত্রে তার ঘুম ভেঙে গেলো এক অদ্ভুত দুঃস্বপ্ন দেখে। দেখলে তার বাড়ির তলায় এক ড্র্যাগন বাসা বেঁধেছে। ইউরি চোখ খুলে দেখলো, পাহাড়ের খাড়াই থেকে একটা আলো এসে পড়েছে—রাইফেলের গুলির শব্দ ও প্রতিধ্বনি তার কানে এলো। আশ্চর্যের বিষয়, এই অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতার কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার ঘুমিয়ে পড়লো সে, আর সকালে উঠে মনে হ'লো ওটা নিছক স্বপ্ন।

১৫

আর দু'একদিন পরে যা ঘটলো তা এই।

ইউরি শেষ পর্যন্ত স্থির করলে যে বুদ্ধি হারালে চলবে না, যদি আত্মহত্যা করতেই হয় তাহ'লে এর চাইতে দ্রুত ও কম যন্ত্রণাদায়ক কোনো উপায় বের করতে হবে। প্রতিজ্ঞা করলে, সামডেভইয়াটভ এলেই রওনা হ'য়ে পড়বে।

সন্ধ্যা নামার একটু আগে, তখনো আলো আছে, বরফের ওপর সে পায়ের শব্দ শুনতে পেলো। দৃঢ়, সহজ পদক্ষেপে কে যেন বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে।

কী অদ্ভুত। কে হ'তে পারে? সামডেভইয়াটভের তো ঘোড়া আছে, পায়ে হেঁটে আসবে না সে। আর ভারিকিনো তো শূন্য পুরী। 'আমার কাছে আসছে,' ইউরি ভাবলে: 'শহরে যাবার ডাক অথবা হুকুম এসেছে। কিংবা আমাকে গ্রেপ্তার করতে আসছে।—না, তাহ'লে দু'জন থাকতো, সঙ্গে গাড়িও থাকতো আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। মিকুলিৎসিন বোধহয়.' এ-কথা মনে ক'রে খুশি হ'লো সে, পায়ের শব্দও চেনা ব'লে কল্পনা করলো। তখনো সেই অজানা অতিথি দরজার ভাঙা হাতল হাৎড়াচ্ছে, যেন সেখানে তালা খুলবে ব'লে আশা করেছিলো সে; দুই ঘরের মাঝখানকার দরজা খুলে সম্পূর্ণ আত্মস্থভাবে ভেতরে ঢুকে সযত্নে দরজা আবার ভেজিয়ে দিলে, সব যেন তার পরিচিত।

দরজার দিকে পেছন দিয়ে টেবিলে ব'সে ছিলো ইউরি। উঠে দাঁড়িয়ে যখন মুখ ফেরালো আগন্তুকটি ততোক্ষণে ঘরের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে, মৃতের মতো স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

'কী চান?' সর্বপ্রথম যে-নিরপেক্ষ শব্দগুলি ইউরির মনে এলো তাই উচ্চারণ করলে সে, কোনো জবাব না-পেয়ে বিস্মিত হ'লো না।

আগন্তুকের দেহ শক্তিশালী ও সুঠাম মুখ সুশ্রী। পরনে প্যাণ্ট আর ফার-এর জ্যাকেট, পায়ে ভেড়ার চামড়ার জুতো, কাঁধে রাইফেল ঝুলছে।

লোকটির আসাতে নয়, আসার সময়টার জন্যই ইউরির অবাক লাগলো। বাড়িটায় বসবাসের চিহ্ন ছিলো ব'লে এর জন্য প্রস্তুত হ'য়েই ছিলো সে। বলা বাহুল্য, বাড়ির ভাঁড়ারে যে-সব জিনিস সে দেখেছিলো এই লোকটি তার মালিক, মিকুলিৎসিনরা যে ও-সব ফেলে রেখে যায়নি তা তো সে জানেই। লোকটির চেহারায় কিছু-একটা যেন চেনা-চেনা মনে হ'লো ইউরির, মনে হ'লো আগে সে একে দেখেছে।

ইউরি আশা করতে পারতো যে অতিথিটি তাকে দেখে অবাক হবে, কিন্তু তা হ'লো না। হয়তো আগেই শুনেছে যে বাড়িতে কেউ আছে, তার নামও জানে হয়তো। হয়তো, সে এমনকি ইউরিকে চিনতেও পেরেছে।

'ও কে ?' ও কে ?' ইউরি মনে করার জন্য প্রাণপাত করলে। 'কী মুশকিল, কোথায় দেখেছি একে ? সেই যে···মে মাসের সকালবেলা, বেজায় গরম, কোন বছরে তা ঈশ্বর জানেন। রাজ্‌ভিলইয়ে রেল-স্টেশন। কমিসারের গাড়ি···কোনো কিছু ভালো হবার আশা নেই। কাটখোট্টা মতামত, এক-তরফা মন, কঠোর নীতি আর নিজের সাধুতায় অপরিসীম পরিতৃপ্তি।··· স্ট্রেলনিকভ!'

১৬

ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা কথা ব'লে চলেছে। ঠিক তেমনি মরীয়া হ'য়ে পাগলের মতো কথা বলছে তারা, যে-ভাবে রুশবাসী রাশিয়ানরাই শুধু বলতে পারে—বিশেষত সেই উদ্বেগে আর আতঙ্কে ভরা দিনগুলিতে যে-ভাবে কথা বলতো তারা।

বিচলিত অবস্থায় সব মানুষই কথা বলে, কিন্তু ক্রমাগত কথা ব'লে চলার অন্য কারণও ছিলো স্ট্রেলনিকভের।

অনবরত কথা বললো স্ট্রেলনিকভ, অবিরাম চেষ্টা করলো কথার বিষয় যাতে ফুরিয়ে না যায় ; কিছুতেই একা হ'তে সে চায় না। কিসের ভয় তার ? নিজের বিবেকের, না তাকে ঘিরে-থাকা বেদনাময় স্মৃতির, না কি তার যন্ত্রণার কারণ সেই আত্ম-অতৃপ্তি যা মানুষকে তার নিজের কাছেই এতো ঘৃণ্য আর অসহ্য ক'রে তোলে যে লজ্জায় আত্মহত্যা করতে পারে সে ? না কি কোনো ভীষণ ও চরম সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে, তা মনের মধ্যে পোষণ ক'রে একা থাকতে ইচ্ছে করছে না তার, সেই সিদ্ধান্ত পালন করতে দেরি করছে ইউরির কাছাকাছি থেকে, তার সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে ?

তা যা-ই হোক, এটা স্পষ্ট যে কোনো বিশেষ কথা সে গোপন ক'রে রেখেছে, তা ভার হ'য়ে চেপে আছে তার মনের ওপর, তাই আরো বেশি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে প্রাণ ঢেলে কথা বলছে অন্য সমস্ত বিষয় নিয়ে।

এই যুগের এটাই ব্যাধি, এই বিপ্লবী অপ্রকৃতিস্থতা : মুখে যা বলে, বাইরে থেকে যেমনটি দেখায়, প্রত্যেকের ভেতরটা তা থেকে একেবারে আলাদা। কারো বিবেক আর নির্মল নেই। প্রত্যেকেরই এ-কথা ভাবার কারণ আছে

যে সে সব-কিছুর জন্ম অপরাধী, সে জোচ্চোর, ধরা পড়েনি এমন কোনো বদমাস। তুচ্ছতম ওজুহাত পেলেই প্রত্যেকে আত্ম-নির্যাতনের উৎসব-চিন্তায় ভেসে যেতে পারে। নিজেদের অসম্মান করছে লোকেরা, দোষী ব'লে নিজেদেরই ধরিয়ে দিচ্ছে—তা শুধু ভয়েই নয়, স্বেচ্ছাতেও, অসুস্থ এক ধ্বংসোন্মুখ বাসনার ঝোঁকে, যেন এক অলৌকিক মূর্ছার ঘোরে ধরা দিচ্ছে আত্ম-নিপীড়নের সেই দুরন্ত আবেগে, একবার রাশ ছেড়ে দিলে আর যাকে থামানো যায় না।

উচ্চপদস্থ সৈনিক সে, প্রায়ই নিশ্চয় সামরিক আদালতে তাকে বিচারক হ'তে হয়েছে, আর সেই হিসেবে নিশ্চয়ই অনেক দণ্ডিত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি পড়েছে সে, তাকে শুনতে হয়েছে অনেক এজাহার। আর এখন তার ঝোঁক হয়েছে নিজের মুখোস ছিঁড়ে ফেলে তার সারা জীবনকে যাচাই ক'রে দেখবে, হিসেব মেলাবে জমা-খরচের—আর সেই জোরো উত্তেজনার ঘোরে সব-কিছু বীভৎসভাবে বিকৃত ক'রে দেখছে সে।

অসংলগ্নভাবে সে কথা বলছিলো, লাফিয়ে চলছিলো এক স্বীকারোক্তি থেকে আর-এক স্বীকারোক্তিতে।

'এই সবই ঘটেছিলো চিটা-র কাছে…দেরাজে আলমারিতে অদ্ভুত সব জিনিস দেখে আপনি কি অবাক হয়েছিলেন? লাল পল্টন যখন পূর্ব সাইবেরিয়া দখল করলো তখন আমরা জোর ক'রে যে-সব মালপত্র কেড়ে নিয়েছিলাম, ওগুলো তারই অংশ। আমি নিজে ওগুলো ব'য়ে আনিনি এখানে, তা বোধহয় না-বললেও চলে। বিশ্বাসী অনুচর আমি পেয়েছি সব সময়, সেদিক থেকে আমার ভাগ্য ভালো বলতে হবে। এই সব মোমবাতি, দেশলাই, কফি, চা, লেখার সরঞ্জাম—সবই হ'লো যুদ্ধের কেড়ে-নেওয়া মাল—কিছু চেক, কিছু ইংরেজ ও জাপানি। অদ্ভুত, নয় কি? "নয় কি" আমার স্ত্রী এ-কথাটা খুব বলতেন, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন? এখানে এসে প্রথমে আপনাকে বলবো কিনা ঠিক করতে পারছিলাম না, কিন্তু এখন স্বীকার করতে বাধা নেই—আমি ওকে দেখতেই এসেছিলাম, আর আমার মেয়েকে। ওরা এখানে আছে এ-খবরটা খুব দেরিতে পৌঁচেছিলো আমার কাছে। তাই দেখা হ'লো না। কানাঘুষোয় যখন শুনলাম যে

আপনি ওর কাছে আছেন, আর যখন আমার কাছে আপনার নাম করা হ'লো, তখন—কেমন ক'রে তা হ'লো বলতে পারবো না কিন্তু এই ক'বছরে যে-হাজার-হাজার মুখ আমি দেখেছি তার মধ্য থেকে এক ডাক্তার জ্বিভাগোকে তৎক্ষণাৎ মনে পড়লো আমার, সওয়াল-জবাবের জন্য যাঁকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসা হয়েছিলো।'

'তখন আমাকে গুলি ক'রে মারার হুকুম দেননি কেন, তা ভেবে কি অনুতপ্ত হয়েছিলেন?'

প্রশ্নটাকে গ্রাহ্য করলো না স্ট্রেলনিকভ। হয়তো শুনতেও পেলো না। নিজের ভাবনায় মগ্ন হ'য়ে সে তার স্বগতোক্তি চালিয়ে যেতে লাগলো।

'স্বভাবতই—ঈর্ষান্বিত হয়েছিলাম—অবশ্য এখনো ঈর্ষান্বিত হ'য়েই আছি। তাছাড়া আর কী আশা করেন?... মাত্র কয়েকমাস আগে এই অঞ্চলে এসেছি আরো পুবের দিকে আমার পালাবার জায়গাগুলির খোঁজ তখন ওরা পেয়ে গেছে; মিথ্যা অভিযোগে সামরিক দণ্ড পেতে হবে আমাকে। এর কী ফল বোঝা কঠিন নয়। আমি দোষী নই। ভেবেছিলাম অবস্থাগতিক একটু ভালো হ'লে নিজের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে আবার সুনাম ফিরে পাবার আশা আছে, তাই সুযোগ থাকতে-থাকতে, আমাকে গ্রেপ্তার করবার আগেই, পালানো ঠিক করলাম। ভেবেছিলাম, আপাতত লুকিয়ে থাকবো, সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করবো, ঘুরে বেড়াবো। হয়তো সফলও হতাম যদি না এক বাচ্চা শয়তান ন্যাকামি ক'রে আমার সব কথা জেনে ফেলে তারপর বিশ্বাসঘাতকতা করতো।

'তখন শীতকাল, সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে, অনাহারে, লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে পশ্চিম দিকে পালাচ্ছিলাম। জমাট বরফের মধ্যে অথবা ট্রেনের কামরায় আমি ঘুমোতাম—সাইবেরিয়ার মেন লাইন জুড়ে বরফে চাপা-পড়া অন্তহীন ট্রেনের সারি দাঁড়িয়ে থাকতো।

'যাই হোক, এই ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, একেবারে রাস্তার ভিখিরির হাল, বললে, পার্টিজানরা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলো, কিন্তু বন্দুকের সামনে থেকে সে পালিয়েছে—অন্যান্য কয়েদিদের সঙ্গে তাকেও লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলো, কিন্তু ও শুধু আহত হ'লো একটু, তারপর মৃতদেহের স্তূপের

মধ্য থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে জঙ্গলে পালিয়ে গেলো, সেখানে সেরে ওঠার পর অনবরত এখান থেকে ওখানে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, ঠিক আমারই মতো। এটা অবশ্য ওর গল্প। খারাপ ছিলো ছেলেটা, মূর্খ, স্বভাবও বিশ্রী; কুঁড়েমির জন্য স্কুল থেকে ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো।'

স্ট্রেলনিকভ যতোই খুঁটিয়ে বর্ণনা দিতে লাগলো, ইউরির ততোই মনে হ'তে লাগলো যে ছেলেটি তার চেনা।

'তার নাম কি টেরেন্টি গালুজিন?'

'হ্যাঁ, তা-ই।'

'তাহ'লে পার্টিজানদের হাতে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বিষয়ে ও যা বলেছে সব সত্যি। একটা কথাও ওর বানানো নয়।'

'ছেলেটার একটিমাত্র গুণ তার মাতৃভক্তি। জামিন হিসেবে গুলি ক'রে মারা হয়েছিলো তার বাবাকে, মা হাজতে, আর মায়েরও খুব সম্ভব ঐ দশাই ঘটবে এ-কথা শুনে, ছেলেটা ঠিক করলে যে মাকে উদ্ধার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। স্থানীয় থানায় চ'লে গেলো সে, ধরা দিলো, বললো তাদের জন্য কাজ করতে রাজি আছে। তারা ওকে মাপ করতে রাজি হ'লো এই শর্তে যে কোনো মূল্যবান তথ্য সে ফাঁস ক'রে দেবে। আমার লুকোবার জায়গাটির খবর সে ব'লে দিলে ওদের। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমি ঠিক সময়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

'প্রভূত চেষ্টার দ্বারা, অন্তহীন ঘটনাজালের মধ্য দিয়ে আমি সাইবেরিয়া পেরিয়ে রাশিয়ার এই অঞ্চলে পৌছোলাম। এখানে সকলেই আমাকে এতো ভালো ক'রে চেনে যে আমাকে এখানে খুঁজে পাবার আশা কখনোই তারা করবে না—তা-ই ভেবেছিলাম আমি। তারা কি আর এতোদূর ভাববে যে এখানে আসার মতো কলজে আছে আমার! আর সত্যিও, অনেকদিন পর্যন্ত ওরা চিটা-র আশেপাশে আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছে, আর আমি এই বাড়িতে বা এরই কাছাকাছি কোথাও—নিরাপদ ব'লে জানি এমন দু'একটি বাড়িতে লুকিয়ে থেকেছি। কিন্তু সে-সব এখন শেষ হ'য়ে গেছে। ওরা খোঁজ পেয়ে গেছে আমার। এই দেখুন না, এক্ষুনি রাত হ'য়ে যাবে, আর রাত আমার ভালো লাগে না—বহুকাল ধ'রে রাত্রে আমি ঘুমোইনি তো।

কী বিশ্রী ঘুমোতে না পারা, তা তো জানেন। যদি আমার মোমবাতি এখনো দু'একটা থেকে থাকে—এই তো, ভালো না এগুলো? খাঁটি চর্বির মোমবাতি!—এবার কি আরো খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলা যায় না? আসুন—আরো বলা যাক—যতোক্ষণ আপনার অসহ্য না লাগে, সারা রাত ধ'রে, বিলাসীর মতো, মোমের আলোয় কথা বলি আসুন।'

'আপনার মোমবাতি সবই আছে। মাত্র এক বাণ্ডিল খুলেছিলাম আমি। এখানে প্যারাফিন খুঁজে পেয়ে তা-ই ব্যবহার করছি।'

'রুটি আছে?'

'না।'

'কী খেয়ে বেঁচে আছেন তাহ'লে? কী বোকার মতো প্রশ্ন। নিশ্চয়ই আলু?'

'ঠিক। যতো ইচ্ছে আলু। যাঁরা আগে এখানে ছিলেন, তাঁদের ছিলো গোছালো সংসার। আলু মজুত রাখার কায়দাটা খুব ভালো জানতেন; চমৎকার আছে সব ভাঁড়ারে—প'চেও যায়নি, জ'মেও যায়নি।'

হঠাৎ স্ট্রেলনিকভ বিপ্লবের কথা তুললো।

১৭

'এর কিছুরই কোনো অর্থ নেই আপনার কাছে, আপনি বুঝতে পারেননি ব্যাপারটা। একেবারে অন্য ভাবে মানুষ হয়েছেন। ছিলো অন্য এক জগৎ—সেখানে বস্তি, ভাড়াটে বাড়ি, রেলের লাইন, শহরতলি। সেখানে ক্লেদ, ক্ষুধা, ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়, শ্রমিকের মনুষ্যত্বের অবমাননা, নারীর অপমান। আর তারই পাশে ছিলো আদুরে খোকাদের জগৎ, ঝকঝকে ছাত্র তার বাসিন্দা, আর ধনী ব্যবসায়ীর ছেলেরা; সেখানে শাস্তি পাবার ভয় নেই, পাপ সেখানে উদ্ধত ও নির্লজ্জ; যারা দরিদ্র, অপহৃত, অপমানিত, আর যে-সব মেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে পথে বসিয়ে ছেড়েছে, তাদের চোখের জলকে কাঁধ নেড়ে বা হেসে উড়িয়ে দেয় ধনীরা; সেই পরজীবীদের রাজত্ব, যাদের একমাত্র বৈশিষ্ট্য এই যে তারা কখনো কোনো বিষয়ে চিন্তা করেনি, কখনো কিছু দেয়নি পৃথিবীকে, কোনো স্মৃতি তাদের অস্তিত্বের পেছনে রেখে যায়নি।

'কিন্তু আমাদের কাছে জীবন মানেই অভিযান। যাদের ভালোবেসেছি তাদের জন্ম অসাধ্যসাধন করেছি, আর যদি দুঃখ ছাড়া আর-কিছু তাদের না-দিয়ে থাকি, তাহ'লেও এ-কথা সত্য যে তাদের কেশাগ্রভাগেও আঘাত করতে চাইনি আমরা, আর তাদের চেয়ে নিজেরাই বেশি দুঃখ পেয়েছি।

'কিন্তু আগে একটা কথা আপনাকে বলা আমার কর্তব্য। ভারিকিনো ছেড়ে চ'লে যেতেই হবে আপনাকে; আপনার কাছে প্রাণের কোনো মূল্য যদি থাকে তাহ'লে আর দেরি করবেন না। ওরা আমার পেছন-পেছন এসে পড়লো ব'লে, আর আমার ভাগ্যে যা-ই থাক, তার মধ্যে আপনিও জড়িয়ে পড়বেন তখন। ইতিমধ্যেই জড়িত হয়েছেন আপনি, এই যে এখন আমার সঙ্গে কথা বলছেন, তাতেই। অন্য সব না-হয় বাদই দিলাম, এখানে নেকড়ে প্রচুর; সেদিন রাত্রে জঙ্গল থেকে বেরোবার সময় আমাকে গুলি ক'রে-ক'রে পথ চলতে হয়েছিলো।'

'আপনিই গুলি ছুঁড়ছিলেন তাহ'লে?'

'হ্যাঁ, আমিই তো। আপনি নিশ্চয় শুনেছিলেন গুলির শব্দ? আর-একটা লুকোনো জায়গার দিকে চলেছিলাম, কিন্তু সেখানে পৌঁছোবার আগেই এমন অনেক লক্ষণ দেখতে পেলাম যাতে মনে হ'লো সে-জায়গাটার খোঁজ ওরা পেয়ে গেছে। যারা সেখানে ছিলো তাদের বোধহয় গুলি করা হয়েছে। বেশিক্ষণ আপনার কাছে থাকবো না। রাতটুকু কাটিয়ে সকালবেলাই চ'লে যাবো···যাই হোক, আমি পুরোনো কথায় ফিরে যাই, কী বলেন?

'এমন নয় যে শুধু মস্কোতে বা রাশিয়াতেই ছিলো এইসব ৎভেরস্কায়া-ইয়ামস্কায়া স্ট্রিট[১], যেখানে শৌখিন টুপি আর মোজা পরা লম্পট যুবকের দল ভাড়াটে গাড়িতে ভাড়াটে ছুঁড়িদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেই রাস্তা, রাস্তার সেই নৈশ জীবন, গত শতকের নৈশ জীবন, সেই ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আর লম্পটের দল—পৃথিবীর সব শহরেই তাদের অস্তিত্ব ছিলো।

'ঠিক—তা-ই ছিলো। কিন্তু উনিশ শতককে যা ঐক্য দিয়েছে, ক'রে তুলেছে একটি স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক যুগ, তা হ'লো সোশ্যালিজ্‌ম। বিপ্লব, সেই

১ উনিশ-শতকী মস্কোর বিলাস-কেন্দ্র, লণ্ডনের পিকাডিলি বা কলকাতার চৌরঙ্গীর সঙ্গে তুলনীয়।

সব আত্মত্যাগী যুবক, যারা ব্যারিকেডে প্রাণ দিয়েছে, সেই সব প্রচারক, যাঁরা মাথা খুঁড়ে-খুঁড়ে বের করতে চেয়েছেন কেমন ক'রে ধনের পাশবিক দম্ভকে দমন ক'রে দরিদ্রকে মানুষের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া যায়। এমনি ক'রে মার্ক্সবাদের অভ্যুত্থান হ'লো। তা এসে উদ্ঘাটিত ক'রে দিলে পাপের মূল, আবিষ্কার করলো তার চিকিৎসা, হ'য়ে উঠলো বৃহত্তম যুগশক্তি।

'ৎভেরস্কায়া-ইয়ামস্কায়া স্ট্রীটে সব ছিলো—এই বীরত্ব ও কদর্যতা, বস্তি ও পাপাচার, ছিলো ঐতিহাসিক ঘোষণা আর ব্যারিকেডে মৃত্যু।

'আপনি ভাবতে পারবেন না কী সুন্দর ছিলো সে, যখন ছেলেবেলায় স্কুলে পড়তো। তার কোনো ধারণা নেই আপনার। ওর স্কুলের এক বন্ধু থাকতো আমাদের পাশের বাড়িতে; ভাড়াটেরা বেশির ভাগ ছিলো ব্রেস্ট রেল-লাইনের কর্মচারী—তখনকার দিনে ব্রেস্ট লাইন বলা হ'তো—তারপর অবশ্য অনেকবার নাম বদল হ'লো।—আমার বাবা—এখন তিনি ইউরিয়াটিন বিপ্লবী বিচারালয়ের সদস্য—বাবা ছিলেন স্টেশনের ফোরম্যান। সেই বাড়িতে যেতাম আমি, সেখানে ওকে দেখতে পেতাম। ছেলেমানুষ ছিলো তখন, কিন্তু তখনই সব-কিছু ছিলো তার মধ্যে—সেই যুগের ত্রস্ততা, সাবধানতা, অশান্তি—সব যেন পড়া যেতো তার মুখে, তার দৃষ্টিতে। যা-কিছু সেই সময়কে তার চরিত্র দিয়েছিলো—কান্না, আশা, অপমান, গর্ব ও প্রতিহিংসার সবটুকু সঞ্চয়—তা যেন নিঃশেষে রূপ নিয়েছিলো ওর মধ্যে, ওর মুখের ভাবে, চলার ধরনে, সেই লজ্জা, লাবণ্য ও সাহসের কৈশোর মিশ্রণে। ওর নাম ক'রে, ওরই মুখ থেকে, সেই শতাব্দীকে যেন অভিযুক্ত করা যেতো—আপনি তো মানবেন সেটা সোজা কথা নয়। কোনো দৈব লক্ষণের মতো, নিয়তির মতো ওর চরিত্র। সেটাই ওর জন্মগত অধিকার, যাকে বলে প্রকৃতির দান, ঠিক তা-ই।'

'কী সুন্দর ক'রে আপনি বলেন ওর কথা। সেই সময়ে আমিও দেখেছিলাম ওকে, আপনি যেমন বলছেন আমিও ঠিক তেমনিভাবেই দেখেছিলাম। স্কুলের মেয়ে, আবার সেই সঙ্গেই এক গোপন নাটকের নায়িকা। দেয়ালের গায়ে ওর ছায়া পড়লে মনে হ'তো সে-ছায়া এক অসহায়, সতর্ক

আত্মরক্ষায়। এই রূপই আমি দেখেছিলাম, এখনো ওর সেই রূপটি মনে পড়ে। আপনি একেবারে ঠিক বলেছেন।'

'দেখেছেন আপনি, মনে আছে আপনার? কী করলেন সেই স্মৃতি নিয়ে?'

'সেটা আবার অন্য এক গল্প।'

'তা-ই তো। তা যাক। বুঝতে পারছেন, এই সমগ্র উনিশ শতক—প্যারিসে বিপ্লব, হের্‌ৎজেন থেকে শুরু ক'রে দলে-দলে দেশত্যাগী, জারদের প্রাণসংহার—কোনোটা শুধু পরিকল্পিত, কোনোটা কার্যে পরিণত—পৃথিবী জুড়ে শ্রমিক-আন্দোলন, য়োরোপের পার্লামেন্ট আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মার্ক্সবাদের প্রচার, চিন্তার এই নতুন গতি, তার অভিনবত্ব, তার দ্রুত সমাধান, তার ব্যঙ্গ, করুণার নামে উদ্ভাবিত করুণাহীন প্রতিকার—সব-কিছুই আত্মস্থ করেছিলেন লেনিন, তিনিই এর অবতার ও অভিব্যক্তি, তাঁরই মধ্য দিয়ে এই নতুন চিন্তা পুরোনো পৃথিবীর দুষ্কৃতির ওপর প্রতিশোধ নিলো।

'আর তাঁরই সঙ্গে-সঙ্গে সারা জগতের চোখের সামনে উত্থিত হ'লো রাশিয়ার অপরিমেয় বিশাল মূর্তি, মানবজাতির সমস্ত দুঃখদুর্দশার পরিত্রাণের মতো অগ্নিশিখায় প্রজ্বলিত হ'লো রাশিয়া। কিন্তু এ-সব বলছি কেন আপনাকে? আপনার কাছে এ-সবের তো কোনো অর্থ নেই।

'এই মেয়েরই জন্য পড়াশুনো ক'রে স্কুলের শিক্ষক হলাম আমি, চ'লে গেলাম অজ্ঞাতবাসে, ইউরিয়াটিনে। ওরই কথা ভেবে রাশি-রাশি বই গিলেছি, পুঞ্জিত করেছি জ্ঞানের বোঝা—যদি কখনো ওর প্রয়োজন হয়, কখনো ওর কাজে লাগতে পারি। বিয়ের তিন বছর পরে, ওকে নতুন ক'রে জয় করার জন্য, আমি যুদ্ধে চ'লে গেলাম, আর যুদ্ধের পরে আমি যখন বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেলাম, আর সবাই জানলো আমি মারা গেছি, তখন সেই সুযোগে আমি ঝাঁপ দিলাম বিপ্লবে, যতো অন্যায় ওর ওপর করা হয়েছে, সব যাতে শোধ ক'রে দিতে পারি, ধুয়ে দিতে পারি সব দুঃখের স্মৃতি, আর কখনো যাতে অতীতে ফিরে যেতে না হয়, কোনো ৎভেরস্কায়া-ইয়ামস্কায়ার আর অস্তিত্ব না থাকে। আর সমস্তটা সময় ওরা কাছেই ছিলো আমার—ও, আমার মেয়ে—এই এখানেই ছিলো! ছুটে চ'লে যেতে

চেয়েছি ওদের কাছে, কতো কষ্টে সেই ইচ্ছে চেপে রাখতে হয়েছে! না, আগে আমার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করা চাই। আর এখন—ওদের একবার শুধু চোখে দেখার জন্ম কী না দিতে পারি আমি! ও ঘরে এলে মনে হ'তো সব ক'টা জানলা খুলে গেলো, ঘর ভ'রে গেলো বাতাসে আর আলোতে।'

'আমি জানি ওকে আপনি কতো ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু—ক্ষমা করবেন, সে আপনাকে কতোটা ভালোবেসেছিলো তা কি আপনি জানেন?'

'শুনতে পাইনি। কী বললেন?'

'আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, সে আপনাকে কতো ভালোবাসতো তা কি জানেন আপনি?—জগতে আর কাউকে অতো ভালোবাসতো না।'

'ও-কথা কেন বলছেন?'

'সে নিজেই আমাকে বলেছিলো একদিন।'

'বলেছিলো? আপনাকে?'

'হ্যাঁ, বলেছিলো।'

'ক্ষমা করবেন, আমি বুঝতে পারছি যে নির্বোধের মতো কথা বলছি, কিন্তু—যদি পারেন—যদি অসম্ভব না হয়—দয়া ক'রে বলবেন কি সে আপনাকে ঠিক কী বলেছিলো?'

'সানন্দে বলছি। বলেছিলো—মানুষের যা হওয়া উচিত আপনি ঠিক তা-ই, আপনার সমকক্ষ সে কোথাও ছাখেনি, যে আপনি আন্তরিকতার গুণে অতুলনীয়, আপনার সঙ্গে যে-বাসা সে বেঁধেছিলো তাতে ফিরে যেতে পারলে সে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে বুকে হেঁটে-হেঁটে সেখানে চ'লে যায়।'

'ক্ষমা করবেন, আপনার অন্তরঙ্গ জীবনে উঁকি দিতে চাচ্ছি না, কিন্তু ঠিক কী-রকম অবস্থার মধ্যে ও-কথা সে বলেছিলো তা আপনার মনে আছে কি?'

'এই ঘরটা গুছোচ্ছিলো সে, কার্পেট ঝাড়ার জন্ম একবার বাইরে গেলো।'

'দুঃখিত, কোন কার্পেট? দুটো তো আছে।'

'ঐ যে—ঐ বড়োটা।'

'ওর পক্ষে বড্ড ভারি তো ওটা—আপনি কি সাহায্য করেছিলেন ?'

'করেছিলাম।'

'দু'জনে দু'দিক থেকে ধরলেন কার্পেটটা, পেছন দিকে অনেকখানি গা এলিয়ে সে দুই হাত উঁচু ক'রে দাঁড়ালো, ধুলো বাঁচাবার জন্য মুখ ফিরিয়ে চোখ কুঁচকে হেসেছিলো তারপর—তা-ই না ? তেমনি কি হয়নি সব ? আমি কি চিনি না ওর ধরন-ধারন ! তারপর আপনারা পরস্পরের দিকে হেঁটে এগিয়ে এলেন, কার্পেটটাকে প্রথমে দু'ভাঁজ, তারপর চার ভাঁজ ক'রে—ঠাট্টা ক'রে মুখভঙ্গি করলে সে। করলে না ? তা-ই করলে না ?'

উঠে দাঁড়ালো তারা দু'জনে, দুই জানলার সামনে গিয়ে দুই ভিন্ন দিকে তাকিয়ে রইলো। একটু পরে স্ট্রেলনিকভ এগিয়ে এলো ইউরির কাছে, তার দুই হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে চেপে ধরলো বুকের ওপর, তারপর আগের মতো দ্রুতবেগে ব'লে যেতে লাগলো :

'ক্ষমা করবেন। বুঝতে পারছি আপনার প্রিয় এবং পবিত্র স্মৃতিগুলিকে নাড়া দিচ্ছি। কিন্তু যদি অনুমতি করেন, আরো কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে। দয়া ক'রে চ'লে যাবেন না। আমাকে একা ফেলে যাবেন না। একটু পরে আমি নিজেই চ'লে যাবো। ভাবুন একবার, ছ'বছরের বিচ্ছেদ, ছ'বছর ধ'রে অমানুষিক আত্মসংযম। কিন্তু আমি সারাক্ষণ ভেবেছি যে এখনো আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিনি। ভেবেছিলাম, যখন তা লাভ করবো তখন, আমার হাত বন্ধনমুক্ত হবে, আবার আমি ওদের হবো। আর এখন, আমার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হ'য়ে গেলো। কাল ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করবে। আপনি ওর আপন, ওর প্রিয়। হয়তো কোনোদিন ওর সঙ্গে দেখা হবে আপনার···কিন্তু কী সব বলছি!···পাগল হ'য়ে গেছি আমি। ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করবে, আমাকে আমার নিজের সপক্ষে একটা কথাও বলতে দেবে না। চীৎকার করতে-করতে, গাল পাড়তে-পাড়তে ওরা আসবে আমার দিকে এগিয়ে, চেপে ধরবে আমাকে। আমি কি জানি না কী-ভাবে এ-সব করা হয় !'

১৮

অবশেষে এক সময়ে ইউরি ঘুমোতে পারলো। অনেকদিন পরে রাত্রে শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়লো সে। স্ত্রেলনিকভ সে-রাতটা থেকে গেলো; তাকে পাশের ঘরে থাকতে দিলো ইউরি। অল্প কয়েকবার ইউরি জেগে উঠে পাশ ফিরেছে কি থুৎনি পর্যন্ত টেনে নিয়েছে কম্বল, কিন্তু তখনো সে অনুভব করেছে ঘুমের পুনরুজ্জীবনী শক্তি, তক্ষুনি আবার আরামে তলিয়ে গেছে সে। ভোরের দিকে ইউরি কয়েকটি ছোটো-ছোটো ছায়াছবির মতো স্বপ্ন দেখলো, তার ছেলেবেলার স্বপ্ন, এমন স্পষ্ট ও যুক্তিযুক্ত যে তার মনে হ'লো যেন সত্যি। স্বপ্ন দেখলো, তার মায়ের আঁকা একটি জলরঙা ছবি—ইটালিয়ান রিভিয়েরার একটি স্থানের দৃশ্য—সেটি দেয়াল থেকে খ'সে প'ড়ে গেলো। চোখ খুললো ইউরি। 'না, তা তো হ'তে পারে না,' সে ভাবলে। 'এ হ'লো আন্টিপভ, লারার স্বামী, স্ত্রেলনিকভ, ব্যাকাসের ভাষায় শুটমার নেকড়েদের ভয় দেখাচ্ছে।' 'কিন্তু না, কী বাজে কথা। ও তো ছবিই। ঐ তো ওখানে, মেঝের ওপর প'ড়ে আছে।' ইউরি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আবার স্বপ্ন দেখতে লাগলো।

খুব দেরিতে ঘুম ভাঙলো তার, বেশি ঘুমিয়ে মাথা ধ'রে গেছে। প্রথমটায় ভেবে পেলো না সে কে, বা কোথায় আছে।

তারপর মনে পড়লো: 'স্ত্রেলনিকভ আছে এখানে। বেলা হ'য়ে গেছে, এবার উঠে কাপড় প'রে নিতে হবে। সে নিশ্চয়ই উঠে পড়েছে এতোক্ষণে। যদি না উঠে থাকে, তাহ'লে ডেকে দেবো, কফি তৈরি করবো, দু'জনে খাবো একসঙ্গে ব'সে।

'পাভেল পাভলোভিচ!' ডাকলো ইউরি।

উত্তর এলো না। 'এখনো ঘুমিয়ে আছে। খুব গভীর ঘুম বলতে হবে।' তাড়াহুড়ো না-ক'রে সে জামা-কাপড় প'রে নিলো, তারপর গেলো পাশের ঘরে। স্ত্রেলনিকভের ফার-এর টুপিটা প'ড়ে আছে টেবিলের ওপর, কিন্তু বাড়ির মধ্যে কোথাও সে নেই। 'হাঁটতে বেরিয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু টুপি নেয়নি। ও-রকমই অভ্যেস ক'রে নিচ্ছে। আজই ভারিকিনো ছেড়ে যাওয়া

উচিত আমার, কিন্তু এখন বড্ড দেরি হ'য়ে গেছে। আবার বড্ড দেরি ক'রে উঠেছি, রোজই হচ্ছে এই রকম।'

রান্নাঘরে উনুন ধরিয়ে একটা বালতি নিয়ে সে কুয়োর দিকে চললো। দরজা থেকে কয়েক গজ দূরে, পথ জুড়ে প'ড়ে আছে স্ট্রেলনিকভ, একটা বরফের স্তূপের মধ্যে তার মাথা গোঁজা। নিজেকে গুলি করেছে সে। তার বাঁ দিকে কপালের তলায়, যেখান থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, লাল খণ্ড হ'য়ে জ'মে আছে বরফ। রক্তের ফোঁটা ছিটকে গিয়ে গড়িয়ে পড়েছে বরফের ওপর, দেখাচ্ছে জমানো জামফলের দানার মতো।

পরিচ্ছেদ ১৫

উপসংহার

শুধু বাকি রইলো জিভাগোর জীবনের শেষ আট কি দশ বছরের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। এই কয় বছরে আরো নষ্ট হ'য়ে গেছে সে, ক্রমশ হারিয়ে ফেলেছে ডাক্তার ও লেখক হিসেবে তার জ্ঞান ও প্রতিভা: কচিৎ কখনো লিখতে শুরু করে বটে, কিন্তু সেই ক্ষণিকের উদ্দীপনা জ্ব'লে উঠেই নিবে যায়, নিঃশেষ হ'য়ে যায় নিজের প্রতি ও জগতের সব-কিছুর প্রতি তার দীর্ঘায়িত উদাসীনতার মধ্যে। নিজের যে-হৃদ্‌রোগ সে আগেই নির্ণয় করেছিলো, কিন্তু সাংঘাতিক ব'লে বোঝেনি, এই কয় বছরে সেই রোগ আরো অগ্রসর হ'লো।

মস্কোতে যখন এলো, নতুন অর্থনৈতিক বিধান[১] তখন সবেমাত্র জারি হয়েছে। সোভিয়েট রাজত্বের সবচেয়ে কৃত্রিম ও অনিশ্চিত অবস্থা সেটা। পার্টিজানদের হাত থেকে পালিয়ে সে যখন ইউরিয়াটিনে এসেছিলো, তখনকার চেয়েও শীর্ণ, অবহেলিত ও অপরিচ্ছন্ন তার এখনকার চেহারা। তার যে-সব পোষাকের কিছুমাত্রও মূল্য ছিলো, যাত্রাপথে একে-একে সেগুলোকেও খুলে দিতে হয়েছে, তার বদলে চেয়ে নিতে হয়েছে রুটির টুকরো বা লজ্জানিবারণের জন্য ছেঁড়া, পুরোনো দু'একটা কাপড়। এমনি ক'রে তার অবশিষ্ট স্যুট আর ফারের কোটটি থেকে কোনোমতে পেট চালিয়ে সে মস্কোতে পৌঁচেছে ছাইরঙা ভেড়ার চামড়ার টুপি, পট্টি, আর একটি জীর্ণ আর্মি-ওভারকোট প'রে। কোটের একটিও বোতাম না-থাকায় দেখতে হয়েছে কয়েদির

১ নতুন অর্থনৈতিক বিধান (New Economic Policy): ৬৫৬ পৃষ্ঠার পদটীকা দ্রষ্টব্য।
—অনুবাদকের টীকা।

ওভারঅলের মতো। এই পোষাকে ইউরি সেইসব অসংখ্য সেপাইদের মধ্যে একেবারে মিশে গিয়েছিলো, শহরের পার্ক, রাস্তা আর স্টেশন যারা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে।

সে একা আসেনি। তার মতোই সেপাইদের পরিত্যক্ত পোষাক-পরা একটি সুশ্রী তরুণ কৃষক সর্বত্র তাকে অনুসরণ করছিলো। তখনো মস্কোতে এমন দু'একটি ড্রয়িংরুম ছিলো, যেখানে সবাই তাকে মনে রেখেছে, অভ্যর্থনাও জানিয়েছে (অবশ্য তারা স্নান ক'রে নিয়েছে কিনা সে-খবরটা কৌশলে জেনে নিতে কেউ ভোলেনি। টাইফাসের মড়ক চলছে তখনো), তার সঙ্গীকে নিয়ে ইউরি সে-সব বাড়িতে এই অবস্থাতেই উপস্থিত হ'লো। সেখানেই জানতে পারলো কী-অবস্থায় প'ড়ে তার স্ত্রী-পুত্রদের রাশিয়া ত্যাগ করতে হয়েছে।

ইউরি আর সেই ছেলেটি দু'জনেই লাজুক; এতো বেশি লাজুক যে তারা একা কোথাও যায় না, পাছে অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। ইউরির কোনো বন্ধুবান্ধবের আড্ডায় গেলেও এই দুই শীর্ণকায় মানুষ আশ্রয় নিতো এক কোনায়, যাতে সাধারণ কথাবার্তায় অংশ না-নিয়ে সন্ধেটা চুপচাপ কাটাতে পারে। সর্বত্র ঐ ছেলেটি তার সঙ্গী ছিলো। দীর্ঘ, শীর্ণ দেহ আর জীর্ণ বস্ত্রে ডাক্তারকে মনে হ'তো যেন কোনো 'সত্যান্বেষী' কৃষক, আর এই সঙ্গীটি যেন ধৈর্যশীল ও অন্ধভাবে অনুগত এক শিষ্য।

কে এই সঙ্গীটি?

২

ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে ট্রেনে চড়লেও আগের দীর্ঘতর অংশে ইউরি হেঁটেই এসেছে।

পার্টিজানদের পরিত্যাগ করার পর যে-সব গ্রাম সে দেখেছিলো, প্রায় তেমনি বিধ্বস্ত সব গ্রামের মধ্য দিয়ে এবারেও তাকে চলতে হ'লো। তফাৎ শুধু এই যে তখন ছিলো শীতকাল, আর এখন গ্রীষ্মের শেষ, শুকনো উষ্ণ হেমন্তের আরম্ভ; ঋতুর জন্যই সব একটু সহজ হ'য়ে গেছে।

অর্ধেক গ্রামই জনশূন্য, খেতগুলো পরিত্যক্ত প'ড়ে আছে, ফসল কেটে নেবার কেউ নেই, ঠিক যেন শত্রুপক্ষের আক্রমণে বিধ্বস্ত।

এই হ'লো ফলাফল – গৃহযুদ্ধের।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে তিন দিন ধ'রে তাকে এক নদীর খাড়া পাড় ধ'রে হাঁটতে হয়েছিলো। নদী ছিলো তার ডানদিকে আর বাঁ দিকে বিস্তীর্ণ অনাবাদি জমি রাস্তা থেকে দিগন্তের মেঘপুঞ্জ পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিলো। অনেকদিন পরে-পরে অরণ্য তাদের পথ আটকেছে। বেশির ভাগই ওক্, মেপ্ল আর এল্‌মের বন। গভীর খাদ বেয়ে অরণ্য মাঝে-মাঝে নেমে গেছে, নদীতে খাড়া হ'য়ে নেমে এসে পথ বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

পরিত্যক্ত খেতগুলিতে পাকা শস্য ফেটে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে। মুঠো ভ'রে তাই কুড়িয়ে নিয়েছে ইউরি, সেদ্ধ করার কি মণ্ড রাঁধার উপায় না-পেয়ে কাঁচাই মুখে পুরেছে, কষ্ট ক'রে গুঁড়ো করেছে দাঁত দিয়ে। তার চেয়েও অবশ্য বেশি কষ্ট হয়েছে সেই কাঁচা আধো-চিবোনো অখাদ্য হজম করতে।

রাগি শস্যের এমন অলক্ষুনে চেহারা সে জীবনে ছাখেনি—মরচে-পড়া ব্রাউন রং, মলিন-হ'য়ে-যাওয়া পুরোনো সোনার মতো। সাধারণত, ঠিক সময়ে কাটা হ'লে, আরো অনেক হালকা হয় রংটা।

বিনা আগুনে জ্বলতে-জ্বলতে এই আগুন-রঙা খেতগুলি নিঃশব্দে তাদের দুঃখের কথা প্রচার করছিলো; তাদের গ্রাহ্য না-ক'রে বিশাল, শান্ত আকাশ ধার ঘেঁষে চ'লে গেছে; ইতিমধ্যেই শীতার্ত সেই আকাশ, তার গায়ে ছায়া ফেলেছে লম্বা-লম্বা ফেনা-তোলা বরফের মেঘ, শাদা শরীরে কালো-কালো বিন্দু নিয়ে অন্তহীনভাবে ভেসে চলেছে।

অনন্ত, ধীর, সমতাল গতি সব-কিছুর: নদীর ব'য়ে চলা, সেই নদীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য পথের বাঁক নেওয়া, আর মেঘের সঙ্গে-সঙ্গে একই দিক ধ'রে হেঁটে-চলা ইউরির। রাগির খেতগুলিও স্থবির নয়, কী যেন চঞ্চল ক'রে তুলেছে তাদের, মৃদু অথচ অন্তহীন অনুসন্ধান চলছে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত। ইউরির যেন বমি পেলো তাতে।

ইঁদুরের এমন উপদ্রব আর হয়নি। অবিশ্বাস্যভাবে তাদের বংশবৃদ্ধি হয়েছে, আগে কখনো এমন দেখা যায়নি। রাত্রে অন্ধকারে ঘিরে ধরে ইউরিকে, যখন খোলা আকাশের তলায় তাকে রাত কাটাতে হয়, তখন তার মুখ আর হাতের ওপর, তার জামার হাতা আর প্যান্টের ভেতরে

ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়। তাদের অতিভুক্ত ও অতিপ্রজ বাহিনী দিনের আলোয় ছুটোছুটি করে রাস্তার ওপর দিয়ে, কেউ মাড়িয়ে দিলে ধুক্‌পুক্‌ বুকে চিঁ-চিঁ আওয়াজ করতে-করতে কাদার তালে পরিণত হ'য়ে যায়।

গ্রামের দোআঁশলা লোমশ কুকুরগুলো হিংস্র হ'য়ে উঠেছে; ভদ্রগোছের দূরত্ব বজায় রেখে ইউরিকে অনুসরণ করছিলো তারা, পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করছিলো, যেন তার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাকে টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলার সবচেয়ে ভালো সুযোগের বিষয়ে মনস্থির করতে পারছে না। মৃত প্রাণীর গলিত শব খেয়ে তারা বেঁচে আছে, ইঁদুর-ভোজন থেকেও বিরত হয় না। দূর থেকে তারা চোখ রাখছিলো ইউরির ওপর, তাদের চলার ভঙ্গিতে বেশ আত্মবিশ্বাস, যেন কিছু-একটার অপেক্ষা করছে। কে জানে কেন, কুকুরগুলো কখনোই কোনো বনের ভেতরে ঢুকছিলো না। ইউরি যতোবার কোনো বনের কাছে এসেছে, আস্তে-আস্তে কেটে পড়েছে তারা, ল্যাজ গুটিয়ে হাওয়া হ'য়ে গেছে।

অরণ্য ও প্রান্তরের একেবারে বিপরীত চেহারা ছিলো তখন। মানুষের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়ায় প্রান্তরকে মনে হ'তো অনাথ, যেন মানুষের অনুপস্থিতিতে অভিশপ্ত; কিন্তু মানুষের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে অরণ্যের বন্দীদশা যেন ঘুচে গেছে, স্বাধীনতা পেয়ে সগর্বে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে।

বাদাম সাধারণত পাকতে পারে না; লোকেরা, বিশেষত গ্রামের ছেলেমেয়েরা, কাঁচা বাদামই পেড়ে নেয়, আস্ত-আস্ত ডাল ভেঙে ফ্যালে। কিন্তু এখন হেমন্তের অরণ্যে ছাওয়া খাদ আর পাহাড়গুলিতে ঘন হ'য়ে আছে খশখশে সোনালি পাতা, ধুলো পড়েছে গায়ে, রোদ্দুরে মোটা হ'য়ে উঠছে পাতাগুলো, আর তাদের মধ্যে, যেন ফিতে দিয়ে বাঁধা, ফুর্তিতে ফুলে-ফুলে আছে গোছা-গোছা বাদাম, একসঙ্গে তিন-চারটে ক'রে, সুপক্ক, খোসা থেকে বেরোবার জন্য প্রস্তুত। পকেট আর বাকলের থলে ভর্তি ক'রে নিয়ে ইউরি সেই বাদাম ভেঙে চিবোতে-চিবোতে পথ চলেছে। পুরো এক সপ্তাহ ধ'রে এ ছাড়া আর কিছু সে খায়নি।

তার মনে হ'তো সাংঘাতিক জ্বরের ঘোরে প্রান্তরগুলি পুড়ে যাচ্ছে,

আর অরণ্যে আছে রোগমুক্তির আরাম—যেন অরণ্যে ঈশ্বরের আবাস, আর খেতে ওৎ পেতে আছে শয়তান।

৩

তার ভ্রমণের এইরকম সময়ে এক পরিত্যক্ত পুড়ে-যাওয়া গ্রামে গিয়ে পড়েছিলো সে। যে-দিকটা নদীর উল্টো দিকে, তাতে বাড়িগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সেই বাড়ির সারি আর নদীর খাড়াই পাড়ের মাঝখানকার জমির ফালিটুকুতে বাড়ি-ঘর তোলা হয়নি।

পুড়ে কালো-হ'য়ে-যাওয়া দু'একটা বাড়ি তখনো দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সেগুলিরও বাসিন্দা নেই। ভস্মীভূত ইট-সুরকির স্তূপ ছাড়া অন্যগুলির কিছুই অবশিষ্ট নেই, চুল্লির কালো-কালো নলগুলি তাদের মধ্যে থেকে উঁকি দিচ্ছে।

নদীর সামনেকার পাহাড়গুলিতে এতো গর্ত যে দেখতে হয়েছে মৌচাকের মতো। জাঁতার পাথরের জন্য পাহাড় কেটেছে গ্রামবাসীরা, এই ছিলো তাদের জীবিকা। যে-সামান্য কয়েকটি বাড়ি তখনো দাঁড়িয়ে ছিলো তাদের মধ্যে একেবারে শেষ বাড়িটির সামনে এইরকম একটা অসমাপ্ত পাথর প'ড়ে ছিলো। অন্য বাড়িগুলির মতো এই বাড়িটিও জনহীন।

ইউরি ভেতরে গেলো। শান্ত সন্ধ্যা ;. কিন্তু দোরগোড়ায় পা রাখতেই মনে হ'লো দমকা হাওয়া ঢুকলো বাড়ির ভেতরে। মেঝেতে গড়াচ্ছে ঘাসের চাপড়া আর খড়ের গাদা, দেয়ালে বাড়ি খাচ্ছে কাগজের টুকরো ; সমস্ত বাড়িটা যেন চঞ্চল হ'য়ে আছে, বেড়াচ্ছে ন'ড়ে-চ'ড়ে। সারা গ্রামটার মতো এই বাড়িটিও ইঁদুরে ভর্তি, চারদিকে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে কিচমিচ করতে করতে।

ইউরি বেরিয়ে এলো। গ্রামের পেছনে, মাঠের প্রান্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, উষ্ণ সোনায় ভেসে গেছে উল্টোদিকের পারে ঝোপঝাড়। নদীর নালা, তার ম্লান-হ'য়ে-আসা ছায়া নদীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পৌঁচেছে। ঘাসের ওপর একটা জাঁতাকলের পাথর প'ড়ে ছিলো, রাস্তা পার হ'য়ে এসে ইউরি সেটার ওপর ব'সে পড়লো।

নদীর ধার থেকে উঠে এলো একটি হালকা রঙের চুলে ভর্তি মাথা, তারপর কাঁধ দেখা গেলো, তারপর হাত। এক বালতি জল নিয়ে একজন খাড়া পথ বেয়ে ওপরে উঠছে। ইউরিকে দেখে থেমে পড়লো, তখনো মাত্র কোমর অবধি দেখা যাচ্ছে তার।

'জল খাবেন? আমাকে যদি না মারেন, আমিও আপনাকে মারবো না।'

'ধন্যবাদ। হ্যাঁ, একটু জল পেলে ভালো হয়। কিন্তু এখানে এসো না! ভয় কী? তোমাকে আমি মারতে যাবো কেন?'

ছেলেটি বয়সে কিশোর—খালি পা, পরনে ছেঁড়া কাপড়, উস্কোখুস্কো চেহারা।

ইউরির সহৃদয় কথা শুনেও উদ্বিগ্ন এবং সন্দিগ্ধভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইলো ছেলেটি। যে-কোনো কারণেই হোক, মনে হ'লো যে ক্রমশই যেন আরো বেশি উত্তেজিত হ'য়ে উঠছিলো সে। অবশেষে বালতিটা নামিয়ে রেখে ছুটে এলো ইউরির দিকে, কিন্তু মাঝপথে থেমে গিয়ে বিড়বিড় করলো:

'না, তা নয়···তা হ'তে পারে না···আমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছি। মাপ করুন কমরেড, একটা কথা বলি। আমার মনে হচ্ছে আপনাকে আমি চিনি। হ্যাঁ! হ্যাঁ! ঠিক তা-ই! আপনি সেই ডাক্তার না?'

'আর তুমি?'

'আমাকে চেনেন না?'

'না তো।'

'মস্কো থেকে আসার সময় এক ট্রেনে ছিলাম আমরা, একই কামরায়। আমাকে মজুরির জন্য জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলো।'

ছেলেটি হ'লো ভাসিয়া ব্রিকিন। ইউরির সামনে মাটির ওপর প'ড়ে গেলো সে, তার হাতে চুমু খেতে-খেতে কাঁদতে লাগলো।

এই দগ্ধ ধ্বংসাবশেষ তার নিজের গ্রাম ভেরেটেন্নিকি। তার মা মারা গেছেন। গ্রাম ধ্বংস হবার সময় সে পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন ক'রে ছিলো, কিন্তু তার মা ভেবেছিলেন তাকে বুঝি শহরে নিয়ে গেছে, শোকে পাগল হ'য়ে নদীতে ঝাঁপ দেন তিনি, তারা এখন যে-উঁচু পাথরটার ওপর

ব'সে কথা বলছে, ঠিক তারই তলা দিয়ে ব'য়ে চলেছে যে-পেলগা নদী। তার দুই বোন, আলিয়া আর আমিয়া নাকি অন্য কোন জেলায় এক অনাথ আশ্রমে আছে, কিন্তু তাদের বিষয়ে সঠিকভাবে সে কিছুই জানে না। ইউরির সঙ্গে মস্কোর দিকে রওনা হ'লো সে, পথে যেতে-যেতে অনেক ভয়াবহ ঘটনার কথা বললে।

৪

'ও হ'লো গত শীতের ফসল, নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। বীজ পোঁতা সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় গোলমাল শুরু হ লো। পোলিয়া মাসি তখন চ'লে গেছে। পোলিয়া মাসিকে মনে আছে আপনার ?'

'না। কখনো চিনতামও না তাঁকে। কে তিনি ?'

'পোলিয়া মাসিকে চিনতেন না! আমাদের সঙ্গে এক ট্রেনেই তো ছিলেন! ঐ যে, খুব লম্বা-চওড়া ফর্সাপানা চেহারা, সোজা চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে।'

'ঐ যিনি শুধু চুল বাঁধতেন আর চুল খুলতেন ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! ঐ যার চুল বিনুনি করা ছিলো—সেই।'

'হ্যাঁ, মনে আছে। দাঁড়াও, এবার মনে পড়ছে, পরে সাইবেরিয়ার এক শহরে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। পথের মধ্যে দেখা হ'লো আমাদের।'

'সত্যি বলছেন! পোলিয়া মাসির সঙ্গে দেখা হয়েছিলো!'

'আরে হ'লো কী তোমার? ও-রকম ক'রে আমার হাত ঝাঁকাচ্ছো কেন? দেখো, দেখো, আমার হাত দুটোকে ছিঁড়ে ফেলো না। মেয়েদের মতো গাল লাল হ'লো কেন তোমার!'

'বলুন, শিগগির বলুন, কেমন আছেন উনি? বলুন!'

'আমি যখন দেখেছিলাম তখন তো ভালোই ছিলেন। তোমার কথা, তোমার আত্মীয়-স্বজনের কথা বললেন। তোমাদের সঙ্গে থাকতেন বলেছিলেন—না কি আমি ভুল করছি ?'

'থাকতেন বইকি, নিশ্চয়ই থাকতেন। আমাদের সঙ্গে থাকতেন উনি। মা ওঁকে নিজের বোনের মতো ভালোবেসেছিলেন। খুব শান্ত আর

খুব কাজের মানুষ। ছুঁচের কাজ কি ভালোই না করতেন। উনি যতোদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন, ততোদিন আমাদের কিছুরই অভাব ছিলো না। কিন্তু যতো বাজে কথা ব'লে ভেরেটেম্নিকিতে ওঁর জীবন ওরা অতিষ্ঠ ক'রে তুললো।

'পচা খার্লাম নামে একটা লোক আছে গ্রামে। পোলিয়াকে বাগাবার তালে ছিলো সে। মহা নিন্দুক, তার নাকটা প'চে-প'চে খ'সে গেছে। পোলিয়া মাসি তো ওর দিকে ফিরেও তাকাবে না। ঐ জন্য আমার ওপর রাগ ছিলো তার। তাই পোলিয়ার সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে যা-তা বলতে শুরু করলো। এই ভাবেই শুরু হ'লো ব্যাপারটা। শেষ পর্যন্ত এখান থেকে চ'লে যেতে হ'লো পোলিয়াকে, আর সহ্য করতে পারছিলো না সে। আমাদের সব দুঃখের সেই হ'লো সূত্রপাত।

'কাছেই এক জায়গায় একটা ভয়ানক খুন হ'লো। বুয়িস্কোয়ের কাছে। যে খুন হ'লো সে এক বিধবা। জঙ্গলের মধ্যে একলা একটা বাড়িতে থাকতো সে। একেবারে একা। জঙ্গলের ধার ঘেঁষে তার খেত-খামার ছিলো। ইলাস্টিক স্ট্র্যাপে আটকানো পুরুষের বুটজুতো প'রে সে ঘুরে বেড়াতো; শেকলে বেঁধে হিংস্র একটা কুকুর পুষতো বাড়িতে। শেকলটা এতো লম্বা যে চারদিকে ছুটে বেড়াতে পারতো কুকুরটা—ওটাকে ডাকতো গর্লান ব'লে। গেরস্তালি আর চাষবাসের কাজ একাই চালাতো বুড়ি, চাকর মজুর কিছুই ছিলো না। তারপর গত বছর শীত এসে পড়লো একেবারে আশাতীত রকম অসময়ে। খুব শিগগির বরফ পড়তে শুরু করলো, বুড়ির তখনো আলু তোলা হয়নি। তাই ভেরেটেম্নিকিতে এসে বললো, "আমার লোক চাই। টাকা চাও তো তা-ই দেবো, নয়তো আলুর ভাগও নিতে পারো।"

'আমি ওর মজুর খাটতে রাজি হলাম, কিন্তু ওর খেতে পৌঁছে দেখি খার্লাম সেখানে হাজির, আমার আগেই কাজটা সে নিয়ে নিয়েছে, আর বুড়িও আমাকে তা জানাবার দরকার বোধ করেনি। যাক, এ নিয়ে খার্লামের সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হ'লো না, দু'জনে মিলেই ক'রে দিলাম কাজটা। বিতিকিচ্ছিরি দিন—বৃষ্টি, বরফ, কাদায় থৈ-থৈ; আমরা মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে আলু তুলছি, আর আগাগুলো জড়ো ক'রে পোড়াচ্ছি ধোঁয়ায়

আলু শুকোবার জন্য। কাজ শেষ হ'লে বুড়ি আমাদের পাওনা-গণ্ডা ঠিক-ঠিক চুকিয়ে দিলে। খার্লামকে বিদেয় দেওয়া হ'লো, কিন্তু আমার দিকে চোখ টিপে বুড়ি আমাকে থেকে যেতে বললে, নয়তো পরে ঘুরে আসতে।

'আমি তো আবার ফিরে গেলাম, তখন বুড়ি বললে, "আমার বাড়তি ফসল আমি সরকারকে[১] দেবো না, বুঝেছো? লক্ষ্মী ছেলে তুমি। আমি জানি তুমি আমাকে ধরিয়ে দেবে না। তোমার কাছে আমি কিছুই লুকোচ্ছি না, দেখছো তো। আমি নিজেই গর্ত খুঁড়তাম, কিন্তু কী-রকম বিশ্রী দিন বলো দিকি! এমনিতেই বড্ড দেরি ক'রে ফেলেছি আমি—শীত এসে গেলো, আমি একা পেরে উঠবো না। আমার এই গর্তটা যদি খুঁড়ে দাও ভাই, আমি তোমায় বেশ ভালো হাতেই পুষিয়ে দেবো।"

'তা আমি তো বেশ ক'রে গর্ত খুঁড়লাম, চমৎকার একটি লুকোবার জায়গা তৈরি হ'লো, পেট চওড়া, মুখ সরু কলসির মতো—আগুনের ধোঁয়ায় আলুগুলোকে তাতিয়ে-তাতিয়ে শুকিয়েও নিলাম—এদিকে বরফের ঝড়ের ফোঁশফোঁশানির বিরাম নেই। তারপর গর্তের মধ্যে আলু ঢেলে দিয়ে মুখটাকে মাটি দিয়ে বন্ধ ক'রে দিলাম। ছিমছাম নিখুঁত হ'লো কাজটি। আমি অবিশ্যি কাউকেই বলিনি কথাটা—আমার মাকে বা বোনেদেরও না। ঈশ্বর না করুন!'

'তা একমাসও কাটলো না। ডাকাতি হ'লো বুড়ির খামারে। বুয়িস্কোয়ের পথ পেরিয়ে যারা এলো, তারা বললে বুড়ির দরজা হাট ক'রে খোলা, যা-কিছু ছিলো কুড়িয়ে-কাচিয়ে সাফ ক'রে নিয়ে গেছে। বিধবা বুড়ির কোনো চিহ্নই নেই, আর গর্লান শেকল ছিঁড়ে পালিয়েছে।

---

১ "সামরিক সাম্যবাদে"র সময়ে (মোটামুটি ১৯১৭ থেকে ১৯২১ খৃঃ পর্যন্ত) কৃষকদের ওপর হুকুম ছিলো, ফসলের সবটুকু উদ্বৃত্তই, অর্থাৎ, যা তাদের নিজেদের খাদ্য হিসেবে বা বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হবে না, সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে। অনিয়মিতভাবে সেনাবাহিনী এসে জুলুম ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে যেতো ফসল, অনেক সময় তাদের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হ'তে হ'তো। ১৯২১ সালের পর থেকে এ-অবস্থার পরিবর্তন হয়। NEP (নতুন অর্থনৈতিক বিধান—New Economic Policy) প্রবর্তিত ব্যবস্থায় চাষিদের উদ্বৃত্তের নির্দিষ্ট একটি অংশ শুধু কর হিসেবে দেয় ছিলো; কিন্তু বাকি অংশ তারা ইচ্ছে করলে বিক্রি করতে পারতো।

"'আরো কিছুদিন পরে, নববর্ষের ঠিক আগে বরফ গলতে শুরু করলে; সন্ত বাসিলের পরবের দিন খুব বৃষ্টি হ'লো, উঁচু জমির বরফ ধুয়ে গেলো তাতে; ফাঁকা মাটি বেরিয়ে এলো। তখন গর্লান হঠাৎ ফিরে এলো বুড়ির বাড়িতে। যেখানে আলু পোঁতা ছিলো, খুঁজে বের করলো সেই জায়গাটা; বরফ আর নেই, মাটি খুঁড়তে শুরু করলো সে। খুঁড়ছে তো খুঁড়ছেই, চারদিকে মাটি ছিটিয়ে চলেছে, এমন সময় দেখা গেলো গর্ত থেকে বেরিয়ে আছে বুড়ির দুই পা, সেই ইলাস্টিকের ফিতে-বাঁধা বুটজুতো—যেমনটি সে পরতো, বীভৎস!

'ভেরেটেন্নিকিতে সকলেই বুড়ির জন্য দুঃখ করলো। খার্লামকে কেউ সন্দেহ করলো না। কী ক'রে করবে? এমন একটা কথা ভাবাও তো যায় না। সে যদি এ-কাজ করতো তাহ'লে কি তার সাহস হ'তো তারপরেও ভেরেটেন্নিকিতে থাকার, না কি বুক ফুলিয়ে গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেই পারতো? সবাই ভাবলে ও তাহ'লে নিশ্চয়ই পালিয়ে যেতো, ভেরেটেন্নিকি থেকে যতো দূরে সম্ভব স'রে পড়তো।

'এই খুনটা হওয়াতে গ্রামের কুলাক[১]রা কিন্তু খুশি হ'লো।

'তারা ভাবলে গ্রামে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলার এই হ'লো একটা সুযোগ। "দেখলে তো," বলাবলি করলে ওরা, "শহরের লোকেরা কী করলো তোমাদের! তোমাদের শিক্ষা দেবার জন্য ওরাই করেছে এটা, সাবধান ক'রে দিতে চায় যাতে তোমাদের ফসল বা আলু-টালু আর লুকিয়ে না রাখো। আর তোমরা হাবার দল ভাবছো কিনা জঙ্গলের ডাকাত এসে খুন করেছে! ঐ শহুরেগুলোর কথামতো চলতে গেলেই হয়েছে আরকি! আরো অনেক মৎলব আছে ওদের, তোমাদের সর্বস্ব কেড়ে নেবে, অনাহারে মারবে তোমাদের। কিসে তোমাদের মঙ্গল তা যদি জানতে চাও তাহ'লে আমাদের কথা শোনো, আমরা তোমাদের ভালো বুদ্ধি দেবো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমরা যা উপার্জন করেছো, তা যখন ওরা নিতে আসবে তখন বোলো খুদকুঁড়ো সুদ্ধু নেই, বাড়তির কথা ছেড়েই দাও, আর গোলমাল বাধলে কাস্তে-শাবল কাজে লাগাবে। আর সাবধান—সারা গাঁয়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যদি কেউ যেতে চায়—সে যেন সাবধানে পথ চ'লে।" তা এরা তো এই সব

১ Kulak: ৬৬০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।—অনুবাদকের টীকা।

বলাবলি করছে। মীটিঙের পর মীটিং ডাকছে গাঁয়ের মধ্যে—আর খার্লামও ঠিক এই চেয়েছিলো। এক ঝুড়ি গল্প নিয়ে সে চ'লে গেলো শহরে। বলে কী, "তোফা সব ব্যাপার চলেছে গাঁয়ে—সে-বিষয়ে কোনো হুঁশ আছে কি আপনাদের? একটা দরিদ্র-সমিতি[১] না হ'লে তো আমাদের চলছে না। মুখের কথাটি একবার খসান—দেখুন কেমন ওদের দিয়েই পরস্পরের গলা কাটাবার বন্দোবস্ত করি।" তারপর কে জানে কোথায় কেটে পড়লো খার্লাম, আমাদের এদিকে আর কোনোদিন তাকে দেখা যায়নি।

'তারপরে সব নিজে-নিজেই ঘটলো। কারো তাতে কোনো হাত ছিলো না। দোষ দেওয়া যায় না কাউকেই। শহর থেকে লাল পল্টন পাঠানো হ'লো, এখানে এসে এক বিচারালয় খুললো তারা। ওরা পড়লো আমাকে নিয়ে, ঐ খার্লাম ব্যাটা আমার নামে লাগিয়েছিলো তো। জুলুম-মজুরি ফাঁকি দিয়েছি আমি; পালিয়ে গিয়েছি। আর কথা কী—আমিই খুন করেছি বুড়িকে, গ্রামে ঘোঁট পাকিয়েছি—তাই ঠিক ক'রে নিলো ওরা। আমাকে ওরা কয়েদ করলে, কিন্তু কী ভাগ্যে জেলের একটা তক্তা টেনে তুলে পালিয়ে যাবার মতো বুদ্ধি এলো আমার মাথায়। পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে রইলাম। আমার মাথার ওপরে সারাটা গ্রাম পু'ড়ে গেলো—আমি কিছুই দেখলাম না। আমার নিজের মা বরফের গর্তে ডুবে মরলেন, আমি জানতেও পারলাম না। আপনা-আপনি ঘ'টে গেলো সব। লাল পল্টনের লোকেরা ছিলো আলাদা একটা বাড়িতে, এন্তার ভদকা দিয়েছিলো ওদের, সব ব্যাটা বেহুঁশ মাতাল হ'লো। বাড়িটায় আগুন লাগলো রাত্তিরে—নেহাৎই অসাবধানতার জন্য—সেই আগুন সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়লো। টের পেয়ে গাঁয়ের লোকেরা লাফিয়ে উঠে যে যার বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেলো। কিন্তু শহুরেগুলো—কেউ অবশ্য আগুন ধরিয়ে দেয়নি ওদের গাঁয়ে—নিজে-নিজেই পুড়ে মরলো ওরা। গাঁয়ের লোকেদের কেউ পালাতে বলেনি, আগুন দেখে উধাও হ'তেও বলেনি, কিন্তু তাদের ভয় হ'লো কী জানি যদি আরো কিছু ঘটে। কুলাকরা গুজব রটালো যে প্রতি দশজনের মধ্যে একজনকে নির্ঘাত গুলি ক'রে মারা হবে। আমি যখন গুহা থেকে বেরোলাম, তখন সবাই হাওয়া হ'য়ে গেছে।

১ গ্রামে শ্রেণী-সংঘর্ষ সার্থক করার উদ্দেশ্যে স্থাপিত জমিহীন চাষিদের সমিতি।

কাকপক্ষীরও দেখা পেলাম না। কে জানে তারা সব কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন।'

৫

১৯২২-এর বসন্তকালে ইউরি ও ভাসিয়া মস্কোতে পৌঁছলো—নতুন অর্থনৈতিক বিধান তখন সবে জারি হয়েছে। সুন্দর, উষ্ণ আবহাওয়া চলছে। মুক্তিদাতা গির্জের সোনালি চুড়ো থেকে ছিটকে প'ড়ে সূর্যের আলো নিচের চত্বরটাকে মাঝে-মাঝে ছুপিয়ে দিয়েছে। সেখানে ফুটপাতের পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে গজিয়ে উঠেছে ঘাস।

স্বাধীন বাণিজ্যের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি পর্যন্ত ব্যাবসার অধিকার পেয়েছে সবাই। আদার ব্যাপারীরা খুচরো বেচাকেনা করে ভাঙা হাটে, এইটুকুর মধ্যেই চলে মুনফা আর ফটকাবাজি। এ-সব কারবারের ফলে নতুন কোনো সম্পদের সৃষ্টি হয় না, একটুও লঘু হয় না শহরের মালিন্য, শুধু একশোবার হাত-বদল-হওয়া মালপত্র অর্থহীনভাবে আবার বিক্রি ক'রে অনেকের কপাল ফিরে যাচ্ছে।

যাদের বাড়িতে ছোটোখাটো লাইব্রেরি ছিলো, তারা অনেকে তাক থেকে বই পেড়ে সব একত্র ক'রে গুছিয়ে রেখেছিলেন। নগর-সমিতির কাছে তারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি দিলে যে তারা একটি সমবায়-পুস্তকালয় খুলতে চায়। জায়গার জন্য আবেদন করলো তারা; বিপ্লবের আরম্ভের সময় থেকে মালিকের দোকান উঠে যাবার জন্য খালি প'ড়ে আছে, এমন কোনো গুদোমঘর ছেড়ে দেওয়া হ'লো তাদের। মাটির তলার মস্ত ঘরগুলিতে এলোমেলো স্বল্পসংখ্যক বইয়ের সংগ্রহ তারা বিক্রি করছে।

অধ্যাপকদের স্ত্রীরা, যাঁরা আগেকার দুঃসময়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে শাদা রুটি তৈরি ক'রে বেআইনিভাবে বিক্রি করতেন, তাঁরা আজকাল আর লুকোচুরি করেন না। সরকার জোর-দখল নেবার পরেও এতোকাল অব্যবহৃত হ'য়ে প'ড়ে ছিলো এমন কোনো-একটা দোকান-ঘরে প্রকাশ্যে ব্যাবসা চালান তাঁরা। তাঁরা মত বদলেছেন, বিপ্লবকে মেনে নিয়েছেন, এখন আর 'হ্যাঁ' কি 'আচ্ছা' বলেন না—বলেন, 'নিশ্চয়ই।'

মস্কোতে পৌঁছে ইউরি বললে :

'তোমাকে কোনো-একটা কাজে লাগতে হয়, ভাসিয়া।'

'আমার পড়ার ইচ্ছে।'

'হ্যাঁ, সে তো বটেই।'

'আমার আর-একটা স্বপ্ন হ'লো স্মৃতি থেকে মায়ের ছবি আঁকা।'

'সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু তাহ'লে তো তোমাকে আঁকা শিখতে হবে। কখনো সেটা করেছো?'

'যখন কাকার শিক্ষানবিশ ছিলাম, তখন ওঁর চোখের আড়ালে কাঠকয়লা দিয়ে আঁকিবুঁকি কেটেছি।'

'তাহ'লে বাধা কী? দেখি, কী করা যায়।'

চিত্রকর হিসেবে ভাসিয়া তেমন গুণপনার পরিচয় না-দিলেও কারিগর হবার মতো মোটামুটি ক্ষমতা ছিলো তার। বন্ধুবান্ধবকে ধ'রে ইউরি স্ট্রগানভ ইনস্টিট্যুটে ঢুকিয়ে দিলো তাকে; সেখানে প্রথমে সাধারণ বিষয়ে পড়াশুনা ক'রে, তারপর ছাপা, বাঁধাই আর বইয়ের ডিজ়াইন বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করলো সে।

ইউরি আর ভাসিয়া কাজে সহযোগী হ'লো। চব্বিশ পৃষ্ঠার ছোটো-ছোটো পুস্তিকা লেখে ইউরি, আর ভাসিয়া টাইপ সাজিয়ে অল্প সংখ্যায় ছাপে সেগুলো, তার ইনস্টিট্যুটের হাতে-কলমে কাজের মধ্যে এটাকেও ধরা হয়। তারপর তাদের বন্ধুবান্ধবেরা যে-সব পুরোনো বইয়ের দোকান খুলেছিলো, সেখানে সেগুলো দেওয়া হ'লো বিক্রির জন্য।

এই পুস্তিকাগুলিতে থাকে ইউরির জীবনদর্শন, ভেষজ বিষয়ে তার মতামত, রোগ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে তার নিজস্ব সংজ্ঞার্থ, বিবর্তন ও প্রাণীকুলের গোত্রবদল বিষয়ে তার ধারণা; থাকে তার এই অভিমত যে ব্যক্তিত্বই প্রাণীজীবনের ভিত্তিস্বরূপ, থাকে ধর্ম ও ইতিহাস বিষয়ে চিন্তা (তার মামা ও সিমার মতের সঙ্গে তার অনেক মিল ছিলো) আর থাকে তার কবিতা, ছোটো গল্প, পুগাচেভ-প্রদেশে তার ভ্রমণের বিবরণ।

বইগুলি যতোই সহজ এবং কথ্য ভাষার ভঙ্গিতে লেখা হোক না কেন, এগুলিকে কিছুতেই লোকরঞ্জন গ্রন্থমালা বলা চলে না। কেননা তার অগ্রসর

চিন্তাধারার অনেক মতামতই তর্কসাপেক্ষ, আনুমানিক এবং অপ্রমাণিত। তবু, তার সব রচনাই মৌলিক ও সপ্রাণ; সহজে বিক্রি হয় বইগুলো, পাঠকদের প্রশংসাও পায়।

সেই সময়ে, যখন সমস্ত বিষয়েই—এমন কি কবিতা লেখা ও সাহিত্যের অনুবাদশিল্পেও—ঝুড়ি-ঝুড়ি বিশেষজ্ঞ গজিয়ে উঠছেন, সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে, জগতের সমস্ত বিষয়ে তাত্ত্বিক আলাচনার জন্য তৈরি হচ্ছে বিবিধ প্রতিষ্ঠান, তখন নানারকম 'জ্ঞানমন্দির" "শিল্প-আকাদেমি" ও "চিন্তানিকেতন" চারদিকে স্থাপিত হচ্ছিলো। এই সব ভুয়ো প্রতিষ্ঠানের শতকরা পঞ্চাশটাতেই ইউরি ছিলো চিকিৎসক-উপদেষ্টা।

মস্কোতে পৌছনো মাত্রই সিভ্‌ৎসেভ স্ট্রীটে তার পুরোনো বাসাটা দেখতে গিয়েছিলো ইউরি। শুনেছিলো মস্কো হ'য়ে যাবার পথে তার আত্মীয়রা সে-বাড়িতে ওঠেনি। নির্বাসনের ফলে তাদের পদমর্যাদার বদল ঘটেছে। তাদের নামে লেখা বাড়ি দেওয়া হয়েছে নতুন ভাড়াটেকে, আর তাদের জিনিসপত্রের কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। এমনকি ইউরির সঙ্গে পরিচয় থাকাটাও বিপজ্জনক ব'লে মনে করা হচ্ছে, ভীষণ ব্যামোর মতো তাকে এড়িয়ে চলছে সবাই।

মার্কেলও নেই সেখানে। সাংসারিক ব্যাপারে বেশ উন্নতি হয়েছে তার, সে এখন মুচনয় গরডের বাড়ির ম্যানেজার (যে-বাড়িতে একসময় স্‌ভেনটিট্স্কিরা থাকতেন)। ম্যানেজারের ফ্ল্যাটটাই দেওয়া হয়েছিলো তাকে, কিন্তু পুরোনো দরোয়ানের ঘরটাই তার বেশি পছন্দ হ'লো; সেটার মেঝে পিটোনো মাটির হ'লেও আলাদা জলের পাইপ আছে, আর আছে একটি বিশাল রাশিয়ান চুল্লি। ফ্ল্যাটগুলোতে শীত পড়লে জলের পাইপ আর তাপের যন্ত্র সব ফেটে যায়, কিন্তু দরোয়ানের বাড়িটি সব সময় উষ্ণ ও শুকনো, তাছাড়া সেখানে চব্বিশ ঘণ্টাই জল পাওয়া যায়।

কোনো-এক সময়ে ইউরি ও ভাসিয়ার বন্ধুতার তাপ জুড়িয়ে এলো। ভাসিয়ার পরিণতি লক্ষ্য করার মতো। ভেরেটেন্নিকির সেই ছেঁড়া-কাপড়-পরা, খোলা-পায়ের, উশকো-খুশকো ছেলেটির মতো সে আর চিন্তা করে না বা কথা বলে না। বিপ্লব যে-সত্যকে প্রচার করছে, তার স্পষ্টতা ও

স্বতঃসিদ্ধতা ক্রমেই আরো বেশি ভালো লাগছিলো তার। আর ইউরির রহস্যাবৃত, চিত্রকল্পবহুল কথাবার্তা তার মনে হ'তে লাগলো ভ্রান্তির কণ্ঠস্বর, যার ধ্বংস অনিবার্য, আর যা আপন দুর্বলতা বিষয়ে সচেতন ব'লেই অসরল।

বিভিন্ন সরকারি বিভাগে যাতায়াত করছিলো ইউরি। দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে চেষ্টা করছিলো সে: তার পরিবারের রাজনৈতিক পুনর্বাসন, তাদের রাশিয়ায় ফিরে আসবার অনুমতিপত্র, আর সেই সঙ্গে প্যারিস থেকে তাদের নিয়ে আসবে ব'লে তার নিজের জন্য একটি পাসপোর্ট।

কিন্তু তার এই সব চেষ্টা কেমন অর্ধমনস্ক, উদাসীন। ভাসিয়া তা লক্ষ্য ক'রে অবাক হ'তো। বড্ড তাড়াতাড়ি বিশ্বাস ক'রে ফেলছে যে তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, এর পরে আরো প্রয়াস কতো অনর্থক হবে তা বলার সময় বড়ো বেশি বিশ্বাস ফুটতো তার গলায়, প্রায় যেন তৃপ্তি।

ইউরির ছিদ্রান্বেষণে ভাসিয়া ক্রমেই বেশি তৎপর হ'য়ে উঠলো, আর ইউরি যদিও উচিত সমালোচনা বিষয়ে সহনশীল, তবু তাদের সদ্ভাবে ক্রমশ ভাঙন ধরলো। অবশেষে পরস্পরের সঙ্গ ত্যাগ করলো তারা। যে-ঘরে তারা একসঙ্গে ছিলো সেটা ছেড়ে দিয়ে ইউরি চ'লে গেলো মুচনয় গরডে। মার্কেল সেখানে সর্বেসর্বা। যেটা এককালে স্‌ভেনটিট্‌স্কিদের ফ্ল্যাট ছিলো, তারই পেছনদিকে এক কোনায় সে ইউরির জন্য একটু জায়গা ঠিক ক'রে দিলে। একটি ভাঙাচোরা বাথরুম আছে সেই ফ্ল্যাটে, তার লাগোয়া একটিমাত্র জানলাওলা একটি ঘর। একেবারে ধ্ব'সে-পড়া রান্নাঘরটি, ঢুকতে হয় খিড়কির দোর দিয়ে। সেখানে উঠে যাবার পর থেকে ইউরি ডাক্তারি ছেড়ে দিলে, নিজের বিষয়ে কোনোরকম যত্ন আর নেয় না, নিদারুণ দারিদ্র্যে দিন কাটাতে লাগলো, ত্যাগ করলে বন্ধুবান্ধবের সংসর্গ।

৬

শীতের এক ধূসর রবিবার সেদিন। ছাদ থেকে ধোঁয়ার স্তম্ভ উঠছে, জানলা দিয়ে সরু কালো গোছার মতো পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। যদিও বেআইনি হ'য়ে গেছে, তবু রান্নার চুল্লির লোহার নল দিয়ে ধোঁয়া বেরোবার রাস্তা এখনো বাড়ির জানলাই। নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য

এখনো ফিরে আসেনি। মূচনয় গরজের ভাড়াটেরা স্নান না-ক'রে ঘুরে বেড়ায়, ফোড়ায় কষ্ট পায়, শীতে কাঁপে, ঘন-ঘন সর্দিতে ভোগে।

রবিবার ব'লে মার্কেল শ্চাপভ আর তার পরিবারবর্গ সকলেই সেদিন বাড়িতে ছিলো।

রান্নাঘরের বড়ো টেবিলে খেতে বসেছে তারা। আগেকার দিনে যখন রুটির র্যাশন হয়েছিলো, তখন এই টেবিলেই ভাড়াটেদের কুপন জমা হ'তো, ভোরবেলা রুটিওলার কাছে নিয়ে যাবার আগে সেগুলিকে ছিঁড়ে, কেটে, গুনে, বাছাই ক'রে, শ্রেণী-অনুযায়ী জড়িয়ে নেওয়া হ'তো, কাগজে বাঁধা হ'তো বাণ্ডিল ক'রে ; আর এখানেই সকালে একটু বেলা ক'রে, রুটিওলার ঘর থেকে রুটি এলে পর, রুটি কাটা হ'তো টুকরো-টুকরো ক'রে, তারপর ওজন ক'রে নিয়ে বিলি করা হ'তো নির্ধারিত বরাদ্দ অনুসারে। কিন্তু সে-সব এখন স্মৃতিমাত্র। অন্য ধরনের খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ র্যাশনের স্থান নিয়েছে, শ্চাপভরা বেশ ভরাপেট মধ্যাহ্নভোজনে নিযুক্ত আছে, আরাম ক'রে খাচ্ছে সশব্দে চিবিয়ে-চিবিয়ে।

ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে আছে সেই চ্যাপ্টা রাশিয়ান চুল্লি ; ঠিক মধ্যিখানে জুড়ে আছে সেটা। তার ওপরে বিছানা পাতা, চারপাশে তোষক ঝুলছে।

দরজার ধারে বেসিনের ওপরে দেয়াল থেকে একটা কল বেরিয়ে আছে, সেটা দিয়ে সত্যি-সত্যি জল পড়ে। ঘরের দু'পাশে বেঞ্চি পাতা ; তার তলায় ট্রাঙ্ক-বাক্স, পোঁটলা-পুঁটলি, বাড়ির সব সম্পত্তি। টেবিলটা ঘরের বাঁ দিকে, তার ওপরে একটা বাসনের তাক আটকানো।

ঘরটা খুব গরম। গনগন ক'রে চুল্লি জ্বলছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মার্কেলের স্ত্রী আগাথা, জামার হাতা কনুইয়ের ওপর গুটিয়ে নিয়ে লম্বা সাঁড়াশি দিয়ে সে উনুনের ভেতরকার হাঁড়িকুড়িগুলোকে নাড়াচাড়া করছে, দরকারমতো কোনোটাকে কাছে আনছে, আবার কোনোটাকে সরিয়ে দিচ্ছে দূরে। তার ঘর্মাক্ত মুখ কখনো লাল হ'য়ে উঠছে উনুনের আঁচে, কখনো বা রান্নার ভাপে ঝাপসা দেখাচ্ছে। হাঁড়িকুড়ি একপাশে সরিয়ে দিয়ে পেছন থেকে একটা লোহার থালায় একটা "পাই"[১] বের ক'রে আনলে সে, উল্টিয়ে

১ Pie : মাংস বা ফলের সঙ্গে ময়দা ও মিষ্টি মিশিয়ে কেকের আকারে "পাই" তৈরি করা হয়।—অনুবাদকের টীকা।

আবার উনুনে ঠেলে দিলে আর-একটু কড়া হবার জন্য। দুটো বালতি হাতে নিয়ে ইউরি ঘরে ঢুকলো।

'ভালো খিদে হোক।'

'আরাম ক'রে বোসো। আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাও।'

'ধন্যবাদ, আমার খাওয়া হ'য়ে গেছে।'

'তোমার খাওয়া মানে কী, তা তো আমরা ভালোই জানি। আমাদের সঙ্গে গরম কিছু খেয়ে যাও না। নাক শিঁটকোবার মতো কিছু নয়—ভালো খাবার, সেঁকা আলু, মাংসের "পাই," "কাশা"।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু সত্যি···দুঃখিত, দরজাটা খোলা রেখেছি, ঘরে ঠাণ্ডা ঢুকছে। যতোটা পারি জল নিয়ে যেতে চাই। স্নানের টবটা সাফ ক'রে নিয়েছি, এখন সেটাতে আর গামলাগুলোতে জল তুলে রাখতে হবে। আরো বার ছ'য়েক আমাকে আসতে হবে এ-ঘরে, কিন্তু তারপর অনেকক্ষণ আমি আর বিরক্ত করবো না তোমাদের। এ-ভাবে ঢুকে পড়ার জন্য মাপ চাইছি, কিন্তু অন্য কোথাও তো জল পাবো না।'

'ঠিক আছে, তুমি নাও না জল। সিরাপ চাইলে তা দিতে পারতাম না, তবে জলের অভাব নেই। যতো ইচ্ছে নাও—এর জন্য আমরা এমনকি দামও নেবো না।

সবাই হেসে উঠলো।

যতোক্ষণে ইউরি তার তৃতীয় ও চতুর্থ বাঁক জল ভরছে, ততোক্ষণে অন্য রকম হ'য়ে গেছে তাদের গলার স্বর।

'আমার জামাইরা জিজ্ঞেস করছিলো, তুমি কে? আমি বললাম, কিন্তু ওরা তো বিশ্বাসই করে না—তুমি নাও না জল, আমাদের অসুবিধে নেই। তবে মেঝেতে ও-রকম ছিটোচ্ছো কেন বলো তো! কী নোংরা! জ'মে বরফ হ'য়ে গেলে তুমি কি আর শাবল নিয়ে এসে খোঁচাবে! আঃ—দরজাটা ঠিকমতো বন্ধ করো না—হাবা কোথাকার!—ঠাণ্ডা আসে না ঘরে! কতো টাকাই না ঢালা হয়েছিলো তোমার পেছনে! ও-সব বিদ্যে এখন কোন কাজে লাগছে শুনতে পাই?'

পাঁচ অথবা ছ'বারের বার ইউরি যখন জল নিতে এলো, তখন মার্কেল ভ্রূকুটি না-ক'রে পারলো না।

'আর ঠিক একবার, তারপর কিন্তু আর না। আরে বাবা, সব-কিছুরই একটা সীমা আছে তো। আমাদের ছোট্টো মারিনা যদি তোমার পক্ষ নিয়ে না দাঁড়াতো, তাহ'লে কবে দিতাম দরজা বন্ধ ক'রে। মারিনাকে মনে আছে তোমার? ঐ যে, টেবিলের ওদিকে শামলা-রঙের মেয়েটি ব'সে আছে। "ওঁর মনে কষ্ট দিয়ো না বাবা," সব সময় ও বলে আমাকে। যেন তোমার মনে কষ্ট দিতে কারো ব'য়ে গেছে! বড়ো ডাকঘরে টেলিগ্রাফ-অপারেটরের কাজ করে ও। বিদেশী ভাষা জানে দু'একটা। ও বলে, "উনি দুর্ভাগা," তোমার জন্য বড়ো দুঃখ ওর, তোমার জন্য ও ডুবতে পারে জলে, ঝাঁপ দিতে পারে আগুনে। তুমি যে চুনোপুঁটি হ'য়ে রইলে, সে যেন আমারই দোষ। দোষ তো তোমারই বাপু। বিপদের সময় বাড়িঘরদোর ফেলে সাইবেরিয়ায় পালিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি তোমার। এই আমাদের ছাখো তো—দুর্ভিক্ষের সময়, তারপর শাদারা যখন অতিষ্ঠ ক'রে তুললো—এখানেই মাটি কামড়ে প'ড়ে ছিলাম আমরা—আর তাইতেই তো বহাল-তবিয়তে আছি। তোমারই দোষ। টোনিয়ার দিকে ঠিকমতো মন দিতে যদি, তাহ'লে কি আজ তাকে বিদেশে-বিভুঁয়ে পথে-পথে ঘুরে মরতে হয়। তা যাক, ও-সব তোমার ব্যাপার, আমার কিছু এসে যায় না। শুধু যদি মাপ করো তো জিজ্ঞেস করতে চাই—এতো জল দিয়ে করবে কী? স্কেটিং-ফেটিং-এর[১] আড্ডা খুলবে নাকি কোথাও? ওঃ, জলে-জলে পাগল ক'রে দিলে তুমি। অথচ তোমার মতো একটা মুরগির ছা'র ওপর ঠিকমতো রাগ করতেও পারি না।'

আবার হেসে উঠলো সবাই, শুধু মারিনা চারদিকে তাকিয়ে দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলো। তার গলার স্বর অবাক ক'রে দিলো ইউরিকে, যদিও কেন যে সে তার গলা শুনে বিচলিত হ'লো, তা ইউরি তখনো বোঝেনি।

'বাড়িটা বড়ো নোংরা হ'য়ে আছে, মার্কেল। মেঝে ঘষতে হবে, আর আমার কিছু কাপড়চোপড় না-কাচলে আর চলে না।'

শুনে শ্চাপভরা স্তম্ভিত।

১ স্কেটিং-এর আড্ডা (skating rink): এক প্রকার ক্রীড়ার জন্য নির্মিত বরফে-ঢাকা মেঝে অথবা প্রান্তর।—অনুবাদকের টীকা।

'ও-সব ধোয়া-মোছা কেউ করে না আজকাল, মুখে আনাও অন্যায়। তুমি তো দেখছি এর পর চীনে লণ্ড্রি খুলে বসবে।'*

আগাথা বললো 'তা আমার মেয়েটাকে বরং পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও তোমার কাপড় কাচা, ঘর মোছা সব ক'রে দেবে, শেলাই-টেলাইও পারবে দরকার হ'লে। ওকে ভয় পাবার কিছু নেই যে, মারিনা। দেখতেই পাচ্ছিস, কী রকম সভ্যভব্য, একটা পোকার গায়েও টোকা দেবে না।'

'কী যে বলো, আগাথা মিখাইলোভনা! আমার ধোয়ামোছার কাজ মারিনা কেন করবে? আমার জন্য ও ময়লা ঘাঁটবে তা হ'তে পারে না, আমিই সব ক'রে নিতে পারবো।'

'আপনি ময়লা ঘাঁটতে পারেন, আর আমি পারি না, এই কি বলতে চান?' মারিনা ব'লে উঠলো, 'আর বোকামি করবেন না, ইউরি আন্দ্রেইয়েভিচ। আপনার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাড়িয়ে দেবেন না আশা করি।'

শিক্ষা পেলে গায়িকা হ'তে পারতো মারিনা। তার নির্মল কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামায় অনেকখানি-ব্যাপ্তি ও শক্তি রয়েছে। বেশি চড়ে না, তবু মনে হয় সাধারণ কথাবার্তার পক্ষে একটু কড়া। এটা যেন তার সত্তার কোনো অংশ নয়, তার কণ্ঠস্বর স্বতন্ত্রভাবে জীবন্ত ব'লে কল্পনা করা যায়। যেন তার পেছন দিক থেকে আসছে এই স্বর, বা পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে। তার কণ্ঠস্বর তার আশ্রয়—তার অপ্সরা অভিভাবিকা। যে-নারীর এমন কণ্ঠ, তাকে কোনো দুঃখ বা আঘাত দিতে কেউ চাইবে না।

আর এমনি ক'রেই রোববারে-রোববারে এই জল ব'য়ে নেওয়া থেকেই মারিনা ও ইউরির মধ্যে বন্ধুতার সূত্রপাত হ'লো। প্রায়ই মারিনা এসে ইউরিকে ঘরের কাজে সাহায্য করে। একদিন সে থেকে গেলো, বাড়িতে আর ফিরলো না। এইভাবে ইউরির তৃতীয় স্ত্রী হ'লো সে, যদিও প্রথমজনের সঙ্গে ইউরির বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি, আর এই বিয়েতেও আইনমাফিক কিছু করা হ'লো না।[১] সন্তান হ'লো তাদের, মার্কেল আর আগাথা বেশ গর্বের সঙ্গেই ডাক্তারের স্ত্রী ব'লে মেয়ের পরিচয় দেয়। তার বাবা গজগজ করে গির্জেতে গিয়ে কি রেজিস্ট্রি ক'রে ঠিকমতো বিয়ে হ'লো না ব'লে, কিন্তু আগাথা বলে,

১ খৃষ্টান বিধি অনুসারে যুগপৎ দুই পত্নী বা পতি নিষিদ্ধ।—অনুবাদকের টীকা।

'তোমার কি মাথা খারাপ হ'লো? টোনিয়া এখনও বেঁচে আছে—এ তো দুই বিয়ে[১] ছাড়া কিছু নয়।'—'মাথা তোমারই খারাপ হয়েছে,' জবাব দেয় মার্কেল। 'এর মধ্যে টোনিয়া আসছে কোত্থেকে? ও তো ম'রে গেছে ব'লেই ধ'রে নিতে পারো। কোনো আইন আর সহায় হবে না টোনিয়ার।'

ইউরি মাঝে-মাঝে ঠাট্টা ক'রে বলে যে তাদের হ'লো কুড়ি বালতির রোমান্স—ঠিক যেন কুড়িটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত একটি উপন্যাস।

ইউরির ব্যবহার ক্রমেই অদ্ভুত হ'য়ে উঠছে, এলোমেলো নোংরা ক'রে রাখে ঘরবাড়ি, মেজাজ মর্জি খামখেয়ালের অন্ত নেই—সব ক্ষমা করে মারিনা। সে বোঝে ইউরি এখন স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ব'য়ে যেতে দিচ্ছে নিজেকে, তার আবদার, নালিশ, মেজাজ—সবই মেনে নিতে হবে।

মারিনার আনুগত্যের ওখানেই শেষ নয়। ইউরিরই দোষে একবার তারা দারুণ অভাবে পড়লো। যাতে এই দুঃসময়ে ইউরিকে একা থাকতে না হয়, সেজন্য মারিনা ডাকঘরে তার নিজের কাজটিও ছেড়ে দিলে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তার কাজে সকলেই এতোদূর পর্যন্ত খুশি ছিলো যে এই অনিচ্ছাকৃত কামাইয়ের পরে প্রতিবারেই ফের কাজে নেওয়া হ'তো তাকে। ইউরির মর্জি মেনে নিয়ে সে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ইউরির সঙ্গে গতর খাটে, কাঠ কেটে দেয় নানান তলার বাসিন্দাদের জন্য। তারা অনেক এখন বেশ সচ্ছলভাবে সংসার পাতছে—তাদের মধ্যে আছে নতুন অর্থনৈতিক বিধানের আরম্ভকালীন কালো-বাজারি জোচ্চোর, আর সেই সব শিল্পী আর বিদ্বজ্জন, যারা সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। একদিন ইউরি আর মারিনা, কার্পেটের ওপর যাতে কাঠের গুঁড়ো না পড়ে, সেজন্য অতি সাবধানে তাদের ফেল্ট বুট-পরা পা ফেলে-ফেলে এক ভাড়াটের ঘরে কাঠ নিয়ে যাচ্ছিলো, ভদ্রলোকটি কী-যেন একটা পড়ছিলেন—এমনই নিমগ্ন হ'য়ে ছিলেন তাতে যে একটু চোখ তুলে তাকাবার মতো ভদ্রতাটুকুও রক্ষা করলেন না। তাদের হুকুম করা, টাকাকড়ি দেওয়া, —সবই করছিলেন তাঁর স্ত্রী।

'শুয়োরটা কিসে নাক ডুবিয়ে ব'সে আছে,' ইউরি ভাবলে। বইয়ের মার্জিনে নিদারুণ বেগে লিখে চলছিলেন বিদ্বান ব্যক্তিটি। কাঠের বোঝা নিয়ে তাঁর পাশ দিয়ে-যেতে-যেতে ইউরি তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিলো।

টেবিলের ওপর প'ড়ে আছে ইউরির লেখা এক পুস্তিকার পুরোনো সংস্করণ। ভাসিয়া সেটা ছাপিয়েছিলো।

৭

ইউরি আর মারিনা স্পিরিডোনোভকা স্ট্রীটে বাসা নিয়েছিলো। কাছেই ব্রন্নি স্ট্রীটে গর্ডন একটা ঘর নিয়ে থাকে। মারিনা আর ইউরির এখন দুই মেয়ে, কাপকা-র (কাপিটোলিনা) বয়স ছয়, আর ছোট্টো ক্লাভ়কা-র (ক্লোডিয়া) মাত্র ছ'মাস।

১৯২৯-এর গ্রীষ্মের প্রথম দিকটায় খুব গরম পড়েছিলো। কাছাকাছি যারা থাকতো, টুপি না-প'রে, শুধু শার্ট গায়েই পরস্পরের সঙ্গে দেখা করতে যেতো তারা।

যে-বাড়িতে গর্ডনের ঘর, তার গড়ন অদ্ভুত, এক সময়ে কেতাদুরস্ত এক দরজির দোকান ছিলো সেটা। দুই তলা জুড়ে ছিলো দোকান, ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে-নিচে সংযোগ রক্ষা হ'তো; আর ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত বিশাল এক ঘষা কাচের জানলা ছিলো, তার ওপর সোনালি অক্ষরে লেখা সেই দরজির নাম, পেশা জলজল করতো।

এখন বাড়িটা তিন অংশে বিভক্ত হয়েছে। কাঠের মেঝে বসিয়ে দুই তলার মাঝখানে আর-একটা ঘর তৈরি হয়েছে। তার জানলাটা বসবাসের ঘরের পক্ষে অদ্ভুত, মেঝে থেকে শুরু হ'য়ে তিন ফুটমতো উঁচু সেই জানলা অংশত সোনালি অক্ষরের অবশিষ্টে ঢাকা প'ড়ে গেছে। বাইরে থেকে, অক্ষরগুলির ফাঁক দিয়ে যে-কোনো লোকের হাঁটু পর্যন্ত দেখা যায়। এটাই গর্ডনের ঘর। সেই মুহূর্তে তার সঙ্গে ছিলো জিভাগো, ডুডোরভ, ছেলেপুলে নিয়ে মারিনা। বাচ্চাদের অবশ্য কাচের মধ্য দিয়ে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে, বড়োদের মতো অংশত নয়। পুরুষ তিনজনকে একা রেখে মারিনা তার মেয়েদের নিয়ে একটু পরেই উঠে চ'লে গেলো।

যে-সব পুরুষ একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে, কাটিয়ে এসেছে বহু বছরের বন্ধুতা, তারা যেমন ক'রে গল্প করে, তেমনি এক অন্তর, অলস গ্রীষ্মকালীন আলাপ চলছিলো তিনজনের।

নিজের পক্ষে তৃপ্তিকর যথেষ্ট শব্দ যাদের দখলে আছে, শুধু তারাই পারে সহজ ও সুসংবদ্ধ কথা বলতে। একমাত্র ইউরিরই সেই ক্ষমতা ছিলো।

আত্মপ্রকাশে অক্ষমতাবশত তার দুই বন্ধু কী করবে ভেবে পাচ্ছিলো না। শব্দের অভাব পূরণ করার জন্য ক্রমাগত পাইচারি করছিলো তারা, সিগারেট টানছিলো, অঙ্গভঙ্গি করছিলো আর পুনরাবৃত্তি করছিলো নিজেদের কথার, ('ওটা—সোজা কথায় বলছি—ওটা অসৎ; হ্যাঁ ভাই, অসৎ, অসৎ, মানে অসৎ আরকি)।'

তারা বুঝতে পারছিলো না যে এই অতি-অভিনয় তাদের আবেগ অথবা আগ্রহের প্রমাণ নয়, বরং উল্টো, তাদের দৈন্য আর সীমাবদ্ধতার ফল।

গর্ডন আর ডুডোরভ দু'জনেই বিশ্ববিদ্যালয় মহলে আনাগোনা করে। তাদের সংসর্গ হ'লো মনীষী আর ভালো-ভালো বই, সাংগীতিক ও ভালো-ভালো গীতরচনা, এমন রচনা যা আজ যতো ভালো, কালকেও ততোটাই (কিন্তু সব সময়ই ভালো!); তারা জানতো না যে রুচির দিক থেকে সাধারণ হওয়া এতো বড়ো দুর্ভাগ্য যে তার চেয়ে একেবারে রুচি না-থাকা বরং ভালো।

ডুডোরভ কি গর্ডন কেউই বুঝছিলো না যে ইউরিকে তারা যে উপদেশ দিচ্ছে তা তার ব্যবহারকে প্রভাবিত করার সহৃদয় ইচ্ছা থেকে ততোটা নয়, যতোটা স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও সহজভাবে কথাবার্তা চালিয়ে নিয়ে যাবার অক্ষমতা থেকে। আয়ত্তের বাইরে চ'লে-যাওয়া গাড়ির মতো, সেই আলাপ কখনোই গন্তব্যে পৌচচ্ছিলো না। কথা চালাতে না-পেরে বার-বার হোঁচট খাচ্ছিলো তারা, তাই এখন ইউরিকে নিয়ে পড়েছে, নির্দেশ-উপদেশ বর্ষণ করছে তার ওপর।

ইউরির কাছে তাদের যুক্তি, আবেগ, সহানুভূতির অস্থিরতা—এ-সবের উৎস দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। কিন্তু সে তো বলতে পারে না, 'বন্ধুগণ, কী অসহায়রকম সাধারণ তোমরা—তোমরা, তোমাদের গোষ্ঠী, তোমাদের আওড়ানো মাতব্বরদের নাম, তোমাদের উচ্চপ্রশংসিত আর্টের ঝকঝকানি—সবই কি অসহ্যরকম সাধারণ। আমার সঙ্গে একই সময়ে তোমরা বেঁচে আছো, আমার বন্ধু তোমরা—এ ছাড়া তোমাদের আর-কিছুই নেই যা সজীব ও উজ্জ্বল।' কিন্তু এমন কথা মুখে আনা যায় কী ক'রে? তাই ওদের

মনে যাতে আঘাত না লাগে, ইউরি সবিনয়ে ওদের কথা শুনে যেতে লাগলো।

ডুডোরভ সম্প্রতি নির্বাসন থেকে ফিরেছে; নাগরিকের সব অধিকার ফিরে পেয়েছে সে, গবেষণা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার নতুন ক'রে অনুমতি পেয়েছে।

তার নির্বাসনকালীন মানসিক অবস্থার কথা বন্ধুদের কাছে খুলে বলছিলো ডুডোরভ। ভয়ে, বা বাইরের অবস্থা বিবেচনা ক'রে, রেখে-ঢেকে বলছিলো না।

তার বিরুদ্ধে সরকারি পক্ষের যুক্তিসমূহ, জেলখানা ও জেল থেকে বেরোবার পর তার প্রতি ব্যবহার, আর বিশেষত প্রশ্নকর্তার সঙ্গে তার প্রাণ-খোলা আলোচনা—এ-সবের ফলে—ডুডোরভ বলছিলো—'তার মাথা সাফ হ'য়ে গেছে,' 'নতুন রাজনৈতিক শিক্ষা' পেয়েছে সে, তার চোখ খুলে গেছে, এমন অনেক জিনিস সে আজকাল দেখতে শিখেছে যা আগে লক্ষ্য করেনি, মোটের ওপর হ'য়ে উঠেছে 'ব্যক্তি হিসেবে অনেক বেশি সাবালক।'

এ-সব কথা বস্তাপচা ব'লেই গর্ডনকে মুগ্ধ করলো। মাথা নেড়ে-নেড়ে সহানুভূতি জানালো সে, ডুডোরভের সঙ্গে প্রতিটি বিষয়ে একমত হ'লো। গর্ডনকে যা সবচেয়ে নাড়া দিলে তা ডুডোরভের অনুভূতির ও ভাষার তুচ্ছতা; পাঠ্যকেতাবি গোঁড়ামিভরা ভাবগুলিতে সে দেখতে পেলো সার্বিক মানবতার লক্ষণ।

ডুডোরভের ধর্মধ্বজ মামুলি বুলিগুলো সেই যুগেরই লক্ষণমাত্র। কিন্তু সেগুলো যে অমন নির্ভুল, অমন স্বচ্ছভাবে ধর্মের ছদ্মবেশী, ঠিক সেইজন্যই ইউরির তা অসহ্য লাগলো। সে মনে-মনে ভাবলে যে যারা মুক্ত নয়, তারা বন্ধনকেই আদর্শ ক'রে তোলে। তা-ই ছিলো মধ্যযুগে, জেসুইটরা চিরকাল এর সুযোগ নিয়েছে। সোভিয়েট বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক অতীন্দ্রিয়বাদ ইউরি সহ্য করতে পারে না, যদিও সেটাকেই ধ'রে নেওয়া হয় চরম আদর্শ ব'লে, তখনকার ভাষায় বলা হয় "যুগের সর্বোচ্চ আত্মিক অভিযান" ব'লে। কিন্তু বন্ধুদের মনে আঘাত দেবার ভয়ে এ-বিষয়েও সে নীরব রইলো।

ডুডোরভের গল্পে তার কৌতূহল উদ্রেক করলো ডুডোরভের এক নির্বাসন-সঙ্গীর কথা—একই কুঠুরিতে থাকতো তারা—বনিফাসে আর্লেৎসভ নামে

টিখনোভ[1] সম্প্রদায়ের পুরোহিত। ক্রিস্টিনা নামে একটি ছয় বছরের কন্যা ছিলো আর্লেংসভের, পিতার একান্ত অনুগত সে। পিতার গ্রেপ্তার ও তার পরবর্তী ঘটনাগুলো মেয়েটির মনে সাংঘাতিক আঘাত দিয়েছিলো। 'ধর্মযাজক,' 'নাগরিকের অধিকারচ্যুত,' এই লেবেলগুলোকে তার মনে হ'লো কলঙ্কচিহ্ন—যা তার বাবার নাম থেকে কোনো-একদিন মুছে ফেলার জন্ত সে হয়তো তার বালিকা-হৃদয়ে বদ্ধপরিকর হয়। সুদূর এই উদ্দেশ্যটি অতি অল্প বয়স থেকেই আগুনের মতো জ্বলছিলো তার মনে; আর তারই ফলে সাম্যবাদের মধ্যে, যা তার মনে হ'লো তর্কাতীত, তার বয়সের সীমাতিক্রান্ত উন্মাদনা নিয়ে তারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো সে।

'আমাকে যেতে হয় এবার,' ইউরি বললো। 'আমার ওপর রাগ কোরো না, মিশা। বড্ড গুমোট এখানে, আর বাইরে কী তাপ! আমার দম আটকে আসছে।'

'কিন্তু জানলা তো খোলা আছে, গ্যাখো, মেঝের দিকে তাকিয়ে গ্যাখো ....অত্যন্ত দুঃখিত, আমরা বড্ড বেশি সিগারেট খাচ্ছিলাম। ভুলেই যাই যে তুমি থাকলে আমাদের ধূমপান করা অন্তায়। এই গুমোট তো আর আমার দোষে হয়নি, জানলাটাই মূর্খের মতো বানিয়েছে। আমাকে আর-একটা ঘর খুঁজে দিলে তো পারো।'

'আমাকে যেতেই হবে, মিশা। অনেক বকবক করা গেলো। আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছো তোমরা—দু'জনকেই ধন্তবাদ জানাই। না, সত্যি বানিয়ে বলছি না। আমার এক হৃদ্‌রোগ হয়েছে, স্ক্লেরসিস তার নাম। হার্টের পেশীগুলো ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে পাৎলা হ'য়ে যায়—একদিন ফেটে যাবে আরকি। আর আমার এখনো চল্লিশ হয়নি, আর এমনও নয় যে পাঁড় মাতাল ছিলুম বা জীবন ভ'রে যথেচ্ছাচার করেছি।'

'যতো বাজে! তোমার জন্য শোকসংগীত গাইবার সময় হয়নি এখনো। আমাদের চাইতে ঢের বেশিদিন বাঁচবে তুমি।'

[1] এই সম্প্রদায়ের পুরোহিতদের গুরু হলেন পিতামহ টিখন, রুশীয় চার্চের এক প্রধান পুরুষ, যিনি রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্মীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রচেষ্টায় বাধা দিতে গিয়ে নিগ্রহভোগ করেন। 'জীবিত চার্চ'—যা সেই সময়ে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা কিছু পরিমাণে লাভ করেছিলো, এই সম্প্রদায় তার বিরোধী।

'হার্ট থেকে অল্পস্বল্প রক্তক্ষরণের অসুখ খুব বেশি হচ্ছে আজকাল। তাতে যে সব সময়ই মৃত্যু হয় তা নয়। কেউ-কেউ টিকেও যায়। আমাদের এই যুগের একটা সাধারণ অসুখ এটা। এর কারণ, আমার মনে হয়, প্রধানত নৈতিক। আমাদের মধ্যে অধিকাংশকেই ক্রমাগত ও নিয়মিত কপটতার মধ্যে জীবনযাপন করতে হচ্ছে। যদি দিনের পর দিন যা তুমি মনে ভাবো মুখে তার উল্টোটা বলো, যা তুমি পছন্দ করো না, তারই পায়ে পেন্নাম ঠোকো, আর যা তোমার জীবনে অভিশাপের মতো তাই নিয়ে উল্লসিত হ'য়ে ওঠো—তাহ'লে তোমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে বাধ্য। তোমার স্নায়ুতন্ত্র তো গল্পকথা নয়, তোমার দেহেরই অংশ, আর তোমার মুখের মধ্যে যেমন দাঁত, তেমনি নির্দিষ্ট স্থানে, তোমার অভ্যন্তরেই তোমার আত্মার বসতি। তাকে অমান্য করলে শাস্তি পেতেই হবে। তোমার কথা শুনতে বড়ো কষ্ট হচ্ছিলো নিকি, যখন তুমি বলছিলে জেলের ভেতরে কী ভাবে তুমি নতুন শিক্ষালাভ করলে, সাবালক হ'য়ে উঠলে। ঠিক যেন সার্কাসের ঘোড়া, নিজেই গল্প করছে, কী ভাবে সে শিক্ষিত হ'লো।'

'আমি ডুডোরভের পক্ষে,' বললো গর্ডন। 'মানুষের কথাবার্তা শুনে তোমার আর অভ্যেস নেই বোঝা যাচ্ছে, কোনো কথাই তোমার কাছে ঠিক পৌঁছয় না।'

'তা হ'তে পারে, মিশা। কিন্তু যাই হোক, আমাকে এবার যেতেই হচ্ছে। নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে আমার। সত্যি বলছি, একটুও বাড়িয়ে বলছি না।'

'একটু দাঁড়াও, তুমি পালাতে চাইছো। যতোক্ষণ না মন থেকে সোজাসুজি সাফ একটা জবাব দিচ্ছো, ততোক্ষণ আমরা তোমাকে যেতে দেবো না। তুমি মানো—না কি মানো না—যে এবার তোমার হালচাল বদলানো উচিত, শোধরানো উচিত নিজেকে? সে-বিষয়ে কী করছো তুমি? প্রথমত টোনিয়া আর মারিনার ব্যাপারটার একটা মিটমাট করতে হবে তোমাকে। ওরাও তো মানুষ, ওরা মেয়ে—ওদের কষ্ট আছে, অনুভূতি আছে—তোমার ভাবনাগুলোর মতো অশরীরী নয় তো যে মগজে গিয়ে ভেল্কি দেখাবে। আর তারপর, তোমার মতো একজন মানুষ একেবারে গোল্লায়

যাবে, এও বড়ো লজ্জার কথা। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসতে হবে তোমাকে, নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে শাদা চোখে তাকাতে হবে, ছাড়তে হবে এই অর্থহীন ঔদ্ধত্য। ঠিক, ঠিক—তোমার এই দেমাকি ভাব, সকলের প্রতি তাচ্ছিল্য, —ও-সব ছাড়ো তো এবার। তার কোনো ক্ষমা নেই কিন্তু। আবার কাজ হাতে নাও, ডাক্তারি শুরু করো।'

'আচ্ছা বেশ, জবাব দিচ্ছি কথার। সম্প্রতি আমি নিজেও এই ধরনের কথা ভাবছিলাম, তাই সত্যিই কথা দিতে পারি যে বদল একটা হবে। আমার মনে হয় সবই ঠিক হ'য়ে যাবে, খুব শিগগিরই হবে। দেখো তোমরা। না, সত্যি বলছি। সব-কিছুই ভালোর দিকে এখন। আমি বেঁচে থাকতে চাই—অনির্বচনীয়, উদ্দাম সেই ইচ্ছে—আর অবশ্য বেঁচে থাকা মানেই আরো সংগ্রাম, আরো এগিয়ে যাওয়া, আরো, আরো সম্পূর্ণতার জন্য চেষ্টা ও তাতে সিদ্ধি।

'মিশা, আগে তুমি যেমন বরাবর টোনিয়ার পক্ষ নিয়েছো, তেমনি এখন মারিনার পক্ষ নিয়ে কথা বলছো—তাতে আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু জানো, ওদের একজনের সঙ্গেও ঝগড়া হয়নি আমার, ওদের সঙ্গে আমার কোনো লড়াই চলছে না—এই ব্যাপার নিয়ে কারো সঙ্গেই আমার লড়াই নেই। প্রথম-প্রথম তোমরা আমাকে এই ব'লে গঞ্জনা দিতে যে মারিনা আমাকে "আপনি" বলে, "ইউরি আন্দ্রেইয়েভিচ" ব'লে সম্বোধন করে, আর আমি তাকে "তুমি" বলি, ডাকি "মারিনা" ব'লে—যেন সেটা আমারও খারাপ লাগতো না! কিন্তু জানো, এই অস্বাভাবিক অবস্থার পেছনে যে-সব কারণ ছিলো তা অনেক আগেই দূর হ'য়ে গেছে; সব কিছু মসৃণ হ'য়ে গেছে এখন, সাম্য স্থাপিত হয়েছে।

'এবার একটা ভালো খবর দিচ্ছি। প্যারিস থেকে আবার চিঠি পাচ্ছি আমি। বাচ্চারা বড়ো হচ্ছে, অনেক সমবয়সী ফরাসী বন্ধু পেয়েছে তারা; সাশা প্রায় প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি কাটিয়ে উঠলো, আর মাশা শিগগিরই ভর্তি হচ্ছে। জানো তো, মাশাকে আমি কখনো চোখে দেখিনি, ওরা ফরাসী নাগরিক হ'য়ে গেছে—তবু, সব-কিছু সত্ত্বেও, আমার কেন জানি মনে হয় যে ওরা শিগগিরই ফিরে আসবে, কোনো-না-কোনো উপায়ে সব ঠিক হ'য়ে যাবে আবার।

'মনে হ'লো টোনিয়া আর আমার শ্বশুরমশাই মারিনার কথা, বাচ্চা দুটির কথাও জেনে গেছেন। আমি কিছু লিখিনি চিঠিতে, পাঁচ মুখ ঘুরে পৌঁচেছে আরকি খবরটা। আলেকজ়াণ্ডার আলেকজ়াণ্ড্রোভিচ ভয়ানক রেগে গেছেন—বাবা তো উনি। টোনিয়ার কথা ভেবে খুবই আঘাত পেয়েছেন নিশ্চয়ই। প্রায় পাঁচ বছর ধ'রে এ-জন্যই আমাদের কোনো চিঠিপত্রের বিনিময় হয়নি। মস্কোতে ফেরার পর আমি ওঁদের চিঠি লিখতাম, তারপর হঠাৎ ওঁরা জবাব দেওয়া বন্ধ ক'রে দিলেন।

'এখন, এই মাত্র ক'দিন হ'লো, ওঁরা আবার লিখতে শুরু করেছেন, ওঁরা সবাই। এমনকি বাচ্চারাও। স্নেহে ভালোবাসায় ভরা চিঠিগুলি। কোনো কারণে ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন ওঁরা। হয়তো অন্য কাউকে খুঁজে পেয়েছে টোনিয়া; ঈশ্বরের কাছে আমি সেই প্রার্থনাই করি। কিন্তু জানি না, আমিও লিখি মাঝে-মাঝে···কিন্তু সত্যিই আর থাকতে পারছি না আমি। চলি, নয়তো হাঁপানির টান উঠবে। চলি।'

পরদিন সকালে ভীষণ উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় মারিনা গর্ডনের কাছে ছুটে এলো। বাচ্চাদের রেখে আসতে পারে এমন কেউ না-থাকায় কম্বলে জড়িয়ে ছোটো বাচ্চাটাকে কোলে ক'রে নিয়ে এসেছে সে, আর অন্য হাতে টানতে-টানতে এনেছে কাপকাকে, পেছন-পেছন মায়ের পায়ে-পায়ে ছুটে আসছে মেয়েটা।

'মিশা, ইউরি কি এখানে?' ভয়ার্ত স্বরে মারিনা জিজ্ঞেস করলো।

'কাল রাত্রে ও বাড়ি ফেরেনি?'

'না তো।'

'তাহ'লে নিকির ওখানে রাত কাটিয়েছে নিশ্চয়ই।'

'আমি ওখান থেকেই আসছি, নিকি কলেজে গেছে, কিন্তু পড়শিরা ইউরিকে চেনে, ওরা বললো উনি ওখানে যাননি।'

'তাহ'লে গেলো কোথায়?'

মারিনা ক্লাজ়কাকে সোফার ওপর নামিয়ে রেখে চীৎকার ক'রে ফিট হ'য়ে পড়লো।

৮

এর পরের দু'দিন গর্ডন আর ডুডোরভের মারিনাকে একা রেখে যেতে সাহস হ'লো না। পালা ক'রে পাহারা দিলে ওরা, আর ইউরিকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। ইউরির পক্ষে যাওয়া সম্ভব এমন সমস্ত জায়গায় খোঁজ করলো তারা—মুচনয় গরড, সিভ্‌ৎসেভ স্ট্রীট, যতো 'জ্ঞানমন্দির' আর 'চিন্তানিকেতনে' সে কাজ করেছে, তার সব বন্ধু, যাদের শুধু নামটুকুও শুনেছে, ঠিকানা জোগাড় করতে পারলেই দেখা করেছে তাদের সঙ্গে—কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হ'লো না।

ইউরি যে নিখোঁজ, সেনাবাহিনীকে এ-খবর তারা দিলে না। সে অবশ্য নাম রেজিস্ট্রি করেছিলো, পুলিশের খাতায় কোনো অভিযোগও ছিলো না তার বিরুদ্ধে। কিন্তু তবু, যে-মানুষ তৎকালীন ধারণা অনুযায়ী একেবারেই আদর্শ জীবন যাপন করছে না, তার সন্ধানে, একেবারে নিরুপায় না হ'লে, সেপাই লাগানো তারা সমীচীন মনে করলে না।

গর্ডন, ডুডোরভ আর মারিনা, এই তিনজনের কাছেই তৃতীয় দিনে ভিন্ন-ভিন্ন ডাকে ইউরির চিঠি এলো। তাদের এই কষ্ট আর উদ্বেগের কারণ হয়েছে ব'লে ইউরি অনুতপ্ত ; ঈশ্বরের দোহাই, তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা যেন আর না করে তারা—কিছুতেই কোনো ফল হবে না, তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

সে লিখেছে যে কিছুদিনের মতো সে একেবারে একা থাকতে চায়। মনকে নিবিষ্ট করতে চায় নিজের ব্যাপারে—যাতে যথাসম্ভব দ্রুত ও সম্পূর্ণভাবে নিজের জীবনটাকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারে। যে-মুহূর্তে একটা পাকাপাকি কাজ পাবে, মোটামুটি নিশ্চিন্ত হবে যে তার আগেকার বদভ্যাসগুলোকে পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারবে, সে-মুহূর্তেই সে গুপ্তবাস ছেড়ে মারিনা ও তার সন্তানদের কাছে ফিরে যাবে।

গর্ডনকে লিখেছে মারিনার জন্য কিছু টাকা পাঠাচ্ছে। সে যেন একটি নার্স ঠিক করে বাচ্চাদের জন্য, যাতে মারিনা আবার চাকরিতে বেরোতে পারে। সোজা মারিনার কাছে টাকা না-পাঠাবার কারণ এই যে কেউ হয়তো রশিদটা দেখে ফেলবে, ডাকাতির ভয় থাকবে মারিনার।

শিগগিরই টাকা এলো, সেই টাকার অঙ্ক এমন যা ইউরি বা তার বন্ধুরা কখনো একসঙ্গে চোখে ছাখেনি। নানি ভাড়া করা হ'লো, মারিনা তার ডাকঘরের কাজে যোগ দিলে আবার। তখনো খুব বিচলিত ছিলো সে। কিন্তু ইউরির খামখেয়ালের সঙ্গে পরিচয় ছিলো তার, তাই শেষ পর্যন্ত তার এই সর্বশেষ উচ্ছৃঙ্খলতাও মেনে নিলে। তারা তিনজনেই খোঁজ-খবর চালাতে লাগলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সমাধানে আসতে হ'লো যে ইউরির কথাই ঠিক; তাকে খোঁজা একেবারে অর্থহীন। তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পেলো না তারা।

৯

অথচ সারা সময় সে ছিলো বলতে গেলে পাশের বাড়িতে, তাদের চোখের তলায়, নাকের তলায়, যে-পাড়ায় তারা তাকে খুঁজে মরছে, তারই ঠিক মধ্যিখানে।

যেদিন সে উধাও হ'লো, সেদিন গর্ডনের কাছে বিদায় নিয়ে সন্ধের একটু আগে সে ব্রন্নি স্ট্রীটে পৌঁচেছিলো। সোজা চলছিলো বাড়ির দিকে। কিন্তু প্রায় তক্ষুনি, বাড়ির মাত্র একশো গজের মধ্যে, তার ভাই ইয়েভগ্রাফের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো। তিন বছরেরও বেশি হ'য়ে গেছে সে তাকে ছাখে না, তার কোনো খবরও রাখে না। শুনলো ইয়েভগ্রাফ তক্ষুনি মাত্র মস্কোতে পৌঁচেছে, চিরাচরিতভাবে আকাশ থেকে এসে পড়েছে সে, একটু হেসে, ঠাট্টা ক'রে ইউরির সব প্রশ্ন সে এড়িয়ে গেলো। আর এদিকে যে-অল্প কয়েকটি প্রশ্ন সে ইউরিকে করলো তা থেকে ইউরির তখনকার সব অসুবিধের সারাংশটুকু জেনে নিলো সে, আর তৎক্ষণাৎ, সরু, আঁকাবাঁকা, ভিড়ে ভর্তি রাস্তার মোড়গুলি পার হ'তে-হ'তে সে একটা সত্যিকার কাজের বুদ্ধি বাৎলে দিলে তার উদ্ধারের উপায় হিসেবে। ইউরির এখন কিছুদিনের মতো গুপ্তবাস করা উচিত, এই বুদ্ধিটা তারই মাথায় খেললো।

কামেরগের স্ট্রীটে—এখনো সেই নামই আছে—আর্টস থিয়েটারের কাছে ইউরির জন্য একটা ঘর নিলো সে। চেষ্টা করতে লাগলো যাতে ইউরি এমন

কোনো হাসপাতালে ভালো কাজ পায়, যেখানে গবেষণার সুযোগ প্রচুর। দিয়ে চললো টাকা, সর্বতোভাবে সাহায্য করলো ইউরিকে। কথা দিলে যে ইউরির এই পারিবারিক বিরাচারের সে সমাধান ক'রে দেবে। হয় ইউরি যাবে প্যারিসে, নয়তো ওরাই তার কাছে আসবে। নিজে দায়িত্ব নিলো এই সব-কিছুর ব্যবস্থা করার। আগেকার মতোই, ইয়েভগ্রাফের সাহায্য পেয়ে ইউরির যেন প্রাণসঞ্চার হ'লো; বরাবরকার মতো, ভাইয়ের এই ক্ষমতার রহস্য অজানা রইলো তার কাছে; তা আন্দাজ করারও সে চেষ্টা করলে না।

১০

দক্ষিণ-মুখো ঘর ইউরির। থিয়েটারের প্রায় লাগোয়া বাড়িটা, উল্টো দিকের ছাদের সারি ছাড়িয়ে দৃষ্টি চ'লে যায়; তাদের ওদিকে ওখোটনি রিয়াডের ওপর সূর্য জলজল করে, কিন্তু নিচের রাস্তায় ছায়া প'ড়ে যায়।

ইউরির কাছে ঘরটা শুধুমাত্র কাজ করার, লেখাপড়ার জায়গাই নয়, তা ছাড়াও অন্য কিছু। সেই সময়ে, যখন তার কর্মশীলতা তাকে ভেতরে-ভেতরে ক্ষইয়ে দিচ্ছে, যখন ডেস্কের ওপর স্তূপীকৃত খাতাগুলোতে তার পরিকল্পনাগুলিকে কিছুতেই ধরানো যাচ্ছে না, আর তার ভেবে-রাখা বইগুলোর আকৃতি, স্টুডিওর দেয়ালের দিকে মুখ-ফেরানো চিত্রকরের অসমাপ্ত ছবির মতো, তাকে চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছে, তখন ঐ ঘরটি তার কাছে হ'য়ে উঠেছিলো আত্মার ভোজনশালা, অযুক্তির সঞ্চয়নকক্ষ, আবিষ্কারের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

তার ভাগ্য ভালো; হাসপাতালের সঙ্গে ইয়েভগ্রাফের কথাবার্তা ঢিমে লয়ে চলছে—ইউরির চাকরির ব্যাপারটা যেন অনির্দিষ্ট ভাবে স্থগিত রইলো। এই দেরির জন্য লেখার অবকাশ জুটলো তার।

তার পুরোনো কবিতাগুলিকে বাছাই করার চেষ্টা করছে সে; কোনোটার টুকরো-টুকরো অংশ মনে আছে তার, কোনো-কোনোটার পাণ্ডুলিপি ইয়েভগ্রাফ কী ক'রে যেন জোগাড় করেছে, (কিছু-কিছু ইউরির নিজের হস্তাক্ষরে, কিছু বা অন্যদের করা প্রতিলিপি)। ইউরি স্বভাবতই

উষ্ণমের অপচয় করে। কিন্তু এই অসংবদ্ধ রচনাগুলির সামনে সে যেন অসহায় হ'য়ে পড়লো। সেগুলোকে ঠেলে রেখে নতুন লেখা শুরু ক'রে দিলে।

একটা প্রবন্ধের খসড়া করবে সে। প্রথম ভারিকিনোতে গিয়ে যে-রকমের নোট লিখতো অনেকটা সেই ধরনের, বা লিখবে কোনো কবিতার আরম্ভ বা শেষ বা মাঝামাঝি অংশ—ঠিক যেমন মনে আসে তেমনি। কখনো-কখনো এমন হয় যে আত্মক্ষর ও সংক্ষেপীকরণে রচিত শর্টহ্যাণ্ড ব্যবহার ক'রেও নিজের চিন্তার দ্রুতগতির সঙ্গে সে তাল রাখতে পারে না।

তাড়া আছে তার। কল্পনা যখন ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, তখন খাতার ধারে-ধারে ছবি এঁকে সে মনকে চেতিয়ে তোলার চেষ্টা করে। ছবিতে আঁকে বারে-বারেই কাঁটাবন আর শহরের চৌরাস্তা, তাতে এই বিজ্ঞপ্তি দেখা যাচ্ছে, 'মরো অ্যাণ্ড ভেটচিনকিন। ঢেঁকি কল। বীজ-বপনযন্ত্র।'

তার প্রবন্ধ আর কবিতার ঐ একই বিষয়. শহর।

১১

পরে তার কাগজপত্রের মধ্যে এই খুচরো লেখাগুলি পাওয়া গিয়েছিলো:

'বাইশ সালে যখন ফিরে এলাম, মস্কো তখন জনশূন্য ও বিধ্বস্ত। বিপ্লবোত্তর প্রথম কয়েক বছরের দুঃখকষ্ট সবেমাত্র কাটিয়ে উঠেছে সে, আজো তাকে প্রায় সেইরকমই দেখছি। কিন্তু এখনো, এই অবস্থাতেও, বিরাট এক আধুনিক নগর এই মস্কো, আর নগরই হ'লো সত্যিকার আধুনিক ও সমকালীন শিল্পের প্রেরণার উৎসস্থল।'

'প্রতীকী কবিদের রচনায় (ব্লক, ভেরহারেন, হুইটম্যান) যে-স্বেচ্ছাচারী ও অসংবদ্ধ বস্তুসমাবেশ দেখা যায়, সেটা কোনো রীতিগত কৌশলমাত্র নয়। অনুভূতির এই নতুন সমাবেশ প্রত্যক্ষভাবে জীবন থেকেই আহরণ করা হয়েছে।

'এঁদের কবিতায় ছত্রে-ছত্রে যেমন চিত্রকল্পের পারম্পর্য দ্রুতবেগে এসে পড়ছে, ঠিক তেমনি ভাবেই ব্যস্ত শহরের পথ দ্রুত ছুটে চলে আমাদের সামনে দিয়ে, সঙ্গে নিয়ে চলে বিগত শতকান্তের ভিড় আর ব্রুহাম-গাড়ি, আর আমাদের শতকের আরম্ভকালে ট্রাম, বাস আর বৈদ্যুতিক ট্রেন।

'এই জীবনে রাখালিয়া-গানের সারল্য কোথায় পাওয়া যাবে? যখন সে-রকম চেষ্টা করা হয়, সেই নকল-সারল্যকে মনে হয় সাহিত্যিক জালিয়াতি, তার উৎস নয় গ্রামীন প্রকৃতি, কালেজি কেতাব থেকে তা টুকে নেওয়া হয়েছে। এ-যুগের জীবন্ত ভাষা হ'লো নাগরিক।

'এক ব্যস্ত চৌরাস্তার মোড়ে আমার বাসা। রৌদ্রালোকে আর অ্যাসফল্টের শ্বেত উত্তাপে অন্ধ মস্কো, উঁচু বাড়ির জানলা থেকে রোদ ছিটিয়ে, রাস্তা আর মেঘের রঙে বুক ভ'রে নিশ্বাস নিয়ে, ফুলের মতো ফুটে উঠতে-উঠতে মস্কো আমার চতুর্দিকে ঘূর্ণিত হচ্ছে, আমার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে সে, আর সেই সঙ্গে আমাকেও বাধ্য করছে তার প্রশস্তি রচনা ক'রে অন্যদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে।

'কোনো অপেরার পরদা ওঠার আগে উদ্বোধনী যন্ত্রসংগীতের মতো— যে-পরদা এখনো অন্ধকার ও গোপন, কিন্তু পাদপ্রদীপের আলোয় ইতিমধ্যেই লাল হ'য়ে উঠছে—তেমনিভাবে আমাদের দরজা-জানলার বাইরে আমাদের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আছে এই অফুরান শব্দ যা আমাদের দেয়ালের বাইরে রাস্তায় ধ্বনিত হচ্ছে দিন-রাত। আমাদের দরজা-জানলার বাইরে এই শেষহীন, বিরামহীন গতি ও মর্মরধ্বনি রচনা করছে আমাদের প্রত্যেকের জন্য জীবনের উদ্দেশে এক বিরাট অপরিমেয় স্তবগান। এই দিক থেকেই নগরের বিষয়ে আমি লিখতে চাই।'

জিভাগোর রচনাবলীর যে-অংশ রক্ষিত হয়েছে, তার মধ্যে কিন্তু এই ধরনের কোনো কবিতা নেই। হয়তো 'হ্যামলেট' এই পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত ছিলো।

১২

আগস্টের শেষের দিকে একদিন সকালে বটকিন হাসপাতালে (তখন সলডাটেঙ্কো হাসপাতাল নামে পরিচিত) যাবার জন্য গাজ্বেটনি স্ট্রীটে ট্রামে উঠলো ইউরি; সেদিন তার নতুন কাজে যোগ দেবার কথা।

ট্রামের বিষয়ে কপাল ভালো ছিলো না তার; এই চলে তো এই থামে, ঝামেলার অন্ত নেই। কখনো-কখনো ঠেলাগাড়ির চাকা লাইনের ওপর উঠে

এসে ট্রামের পথ আটকে দিচ্ছে, কখনো বা ছাদে বা মেঝের তলায় ঝলক দিয়ে আওয়াজ তুলে কারেন্ট যাচ্ছে বন্ধ হ'য়ে।

সামনের পাটাতন থেকে ড্রাইভার নেমে প'ড়ে যন্ত্রপাতি হাতে ট্রামের চারদিকে ঘোরে, মাটিতে ব'সে প'ড়ে চেষ্টা করে পেছনের পাটাতন আর চাকার মাঝখানকার যন্ত্রপাতি সারাতে।

এই বিচ্ছিরি ট্রামের জন্য সারা লাইনে ট্র্যাফিক আটকে আছে। পুরো রাস্তাটা থেমে-যাওয়া অন্যান্য ট্রামে বন্ধ হ'য়ে গেলো। পেছনে আরো এসে লাইনে দাঁড়াচ্ছে—মানেজ স্কোয়ার ছাড়িয়ে ট্রামের সারি দাঁড়ালো। পেছন দিক থেকে যাত্রীরা সময় বাঁচাবার আশায় এগিয়ে আসছে সামনের দিকে, আর যে-গাড়িটা সব ঝঞ্ঝাটের মূল, তাতেই চেপে বসছে। সকালবেলাটা গরম, গাড়িতে ভিড়, বাতাস নেই। রাস্তায় যারা ভিড় ক'রে এক ট্রাম থেকে আরেক ট্রামে ছুটোছুটি করছে, তাদের মাথার ওপরে, আকাশের অনেক উঁচুতে, গুঁড়ি মেরে-মেরে এগোচ্ছে গাঢ় লাইলাক রঙের মেঘ। এখনই ঝড় উঠবে।

বাঁ দিকে একটা একলা আসনে জানলা ঘেঁষে ব'সে ছিলো ইউরি। নিকিটা স্ট্রীটের বাঁ দিকে সংগীত-ভবনের একটা অংশ দেখতে পাচ্ছিলো সে। মনে-মনে অন্য কিছু ভাবছে, আর সেই সঙ্গে ঝাপসা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছে রাস্তায় যারা হেঁটে বা গাড়িতে চলেছে—কাউকে বাদ দিচ্ছে না।

এক বৃদ্ধা ফুটপাত ধ'রে চলেছেন, তাঁর চুল ধূসর, হাল্কা খড়ের টুপিতে সুতো দিয়ে ডেইজি আর ঘাসফুল তোলা, পরনে সেকেলে ধরনের আঁটো লাইলাক রঙের পোষাক। একটা চ্যাপ্টা পোঁটলা হাতে নিয়ে হাঁপাচ্ছেন তিনি, চলতে-চলতে পাখা নাড়ছেন। আঁটো কাঁচুলি ও গরমের চাপে অবসন্ন হ'য়ে ঘামছেন দরদর ক'রে, একটি ছোট্ট লেসের রুমাল দিয়ে বার-বার ঠোঁট আর ভুরু মুচছেন।

ট্রাম-লাইনের সঙ্গে সমান্তর তাঁর পথ। ইতিমধ্যে কয়েকবার ইউরির দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেছেন উনি, কেননা সারাবার জন্য কিছুক্ষণ থেকে-থেকে ট্রামটা আবার চলতে শুরু ক'রে ওঁকে ছাড়িয়ে গেছে, কিন্তু আবার যখন নষ্ট

হ'লো তখন ট্রামটাকে ছাড়িয়ে গেছেন ভদ্রমহিলা, ইউরি আবার তাঁকে দেখতে পেলো।

ইউরির মনে পড়লো স্কুলে পড়ার সময় যে-সব পাটীগণিতের প্রহেলিকা জিজ্ঞেস করা-হ'তো: বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন গতিতে যদি অনেকগুলো ট্রেন চলতে শুরু করে, তাহ'লে কখন এবং কী পর্যায়ে গন্তব্যে পৌছবে তারা, এ-সব সমস্যা সমাধানের সাধারণ নিয়মটা মনে করার চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুতেই মনে এলো না, আর এই স্কুলের স্মৃতি থেকে অন্য আরো স্মৃতি জেগে উঠলো, আরো অনেক জটিল দূরকল্পনা।

এমন কয়েকজনের কথা মনো পড়লো ঘনিষ্ঠ ও সমান্তর ধারায় চলেছে যাদের জীবন, কিন্তু বিভিন্ন গতিতে; সে ভাবলে কী-রকম ঘটনাচক্রে এদের মধ্যে কেউ-কেউ অন্যদের ছাড়িয়ে যাবে, বেঁচে থাকবে তাদের চাইতে বেশিদিন। মানুষের আয়ুর দৌড়ের পেছনে কোনো-এক আপেক্ষিক তত্ত্ব কাজ করছে ব'লে তার মনে হ'লো, কিন্তু এবারে একেবারে মাথা গুলিয়ে গেলো তার, ভাবনা ছেড়ে দিলো।

চমকে উঠলো বিদ্যুৎ, মেঘ ডাকলো গুরুগুরু। হতভাগা ট্রামটা আবার থেমেছে, এই নিয়ে কুড়িবার থামলো। কুড্রিন্স্কি স্ট্রীটের চড়াই থেকে চিড়িয়াখানায় যাবার মাঝখানে থেমেছে এবার। লাইলাক-রঙের পোষাক পরা সেই ভদ্রমহিলাকে জানলার ফ্রেমে দেখা গেলো একবার, ট্রাম ছাড়িয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। বৃষ্টির প্রথম মোটা ফোঁটা পড়লো রাস্তায়, ফুটপাতে আর মহিলাটির গায়ে। গাছের গায়ে চাবুক মেরে, পাতায় বাড়ি দিয়ে, ভদ্রমহিলার টুপি টেনে, স্কার্ট উড়িয়ে ব'য়ে গেলো একটা দমকা বাতাস, তারপর হঠাৎ থেমে গেলো।

অসুস্থ বোধ করছিলো ইউরি, যেন অজ্ঞান হ'য়ে যাবে। দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে, জানালার স্ট্র্যাপটা নিয়ে টানাটানি করতে লাগলো জানলাটা খোলার জন্য। কিন্তু নাড়াতে পারলো না।

সবাই চেঁচিয়ে বলতে লাগলো যে জানলাটা একেবারে আটকানো, ঐ একই জায়গায় পেরেক দিয়ে পোঁতা, কিন্তু তার মূর্ছার ভাব কাটাবার চেষ্টায় ইউরি যেন আতঙ্কে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো, বুঝতে পারলো না যে সবাই চ্যাচাচ্ছে, আর চ্যাচাচ্ছে তাকে লক্ষ্য ক'রেই। তখনো জানলা খোলার চেষ্টা

ক'রে চলেছে সে, স্ট্র্যাপটা ধরে নিচের দিকে এবং নিজের দিকে আরো তিনবার সে টানলে, আর তখনই হঠাৎ এক নতুন ও মর্মান্তিক যন্ত্রণা অনুভব করলো, বুঝতে পারলো দেহের অভ্যন্তরে কিছু-একটা ভেঙে গেছে, সে এমন কিছু-একটা ক'রে ফেলেছে, যার কোনো প্রতিকার নেই, বুঝতে পারলো যে এই শেষ। সেই মুহূর্তে চলতে শুরু করলো ট্রামটা, কিন্তু প্রেসনিয়া স্ট্রীটের কাছাকাছি অল্প একটু পথ গিয়েই আবার থেমে গেলো।

অমানুষিক মনের জোর খাটিয়ে ইউরি উঠলো, ট্রামের গলির জমাট ভিড় ঠেলে টলতে-টলতে হোঁচট খেতে-খেতে বেরিয়ে এলো পেছন দিকের পাটাতনে; তার পথ আটকে দাঁড়ালো লোকেরা, তাকে গাল পাড়লো, কিন্তু বাইরের হাওয়ায় যেন প্রাণ ফিরে পেলো সে, মনে হ'লো হয়তো এখনো সর্বনাশ হয়নি, হয়তো সে সেরে উঠছে।

পাটাতনের ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করলো সে, আবার নতুন ক'রে খেঁকিয়ে উঠলো লোকেরা, গালি-গালাজ, লাথি, রাগি আওয়াজ, সব অগ্রাহ্য ক'রে সে ভিড়ের বাইরে ছিনিয়ে আনলো নিজেকে। থেমে-পড়া ট্রাম থেকে নেমে পড়লো রাস্তায়, এক পা এগোলো, আর-এক পা, আরো এক পা চলতে গিয়ে প'ড়ে গেলো পাথরের ওপরে, আর উঠলো না।

উঠলো কথার গুঞ্জন, যুক্তিতর্ক, উপদেশ। ট্রাম থেকে নেমে প'ড়ে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো অনেকে। একটু পরেই বোঝা গেলো যে নিশ্বাস পড়ছে না, হৃৎস্পন্দন বন্ধ হ'য়ে গেছে। যারা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো তাদের সঙ্গে আরো একদল যোগ দিলো ফুটপাত থেকে নেমে এসে, মৃত লোকটি চাপা পড়েনি এবং ট্রামের সঙ্গে তার মৃত্যুর কোনো যোগ নেই, এ-কথা জেনে কেউ-কেউ স্বস্তি পেলো আর কেউ-কেউ নিরাশ হ'লো। ভিড় বাড়লো; লাইলাক রঙের পোষাক-পরা মহিলাও এলেন, দাঁড়ালেন একটু, মৃতদেহের দিকে তাকালেন, কথাবার্তা শুনলেন, তারপর চ'লে গেলেন এগিয়ে। ভদ্রমহিলা বিদেশী, কিন্তু বুঝতে পারলেন যে কিছু লোকের ইচ্ছে মৃতদেহটিকে ট্রামে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হোক আর অন্যেরা বলছে এক্ষুনি ডাকা হোক সেনাবাহিনীকে। শেষপর্যন্ত কী স্থির হয় দেখার জন্য তিনি অপেক্ষা করলেন না।

লাইলাক-রঙের পোষাক পরা ভদ্রমহিলাটি সুইস নাগরিক; ইনি হলেন

মেলিউজেইয়েভোর মাদমোয়াজেল ল্যুরি, এখন অনেক, অনেক বয়েস হ'য়ে গেছে। বারো বছর ধ'রে মস্কোর কর্তৃপক্ষের কাছে দেশে ফেরবার অনুমতির জন্য আবেদন ক'রে চলেছেন, সম্প্রতি তাঁর আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। মস্কোতে এসেছেন ভিজার জন্য, ফিতে দিয়ে বাঁধা দলিলপত্রের পুঁটলি দিয়ে নিজেকে হাওয়া করতে-করতে এখন দূতাবাসের দিকে চলেছেন সেটা সংগ্রহ করতে। তিনি হেঁটে চললেন—দশবারের বার ছাড়িয়ে গেলেন ট্রামটাকে, জানতে পারলেন না যে ঝ়িভাগোকেও ছাড়িয়ে গেলেন তিনি, তার পরে বেঁচে রইলেন।

১৩

গলির খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো ঘরের একটি কোনা, দেয়াল ঘেঁষে কোনাকুনিভাবে টেবিল পাতা। টেবিলের ওপর কফিন—যেন অনিপুণ-হাতে তৈরি করা ডিঙি নৌকো—সরু দিকটা, যেদিকে মৃতের পা থাকে, দরজা দিয়ে ঢুকলেই সেটা চোখে পড়ে। আগে এই টেবিলে ব'সেই ইউরি লিখতো; ঘরে আর কোনো টেবিল নেই। পাণ্ডুলিপিগুলো দেরাজে ঢোকানো, আর টেবিলের ওপর কফিন। বালিশ দিয়ে উঁচু ক'রে দেওয়া হয়েছে ইউরির মাথা, দেখে মনে হয় যেন পাহাড়ের ঢালুতে কাৎ হ'য়ে আছে দেহটি।

রাশি-রাশি ফুলে সে পরিবৃত: শাদা লাইলাকের আস্ত-আস্ত গুচ্ছ (যা এই ঋতুতে দুর্লভ), পাত্রে ও ঝুড়িতে রাখা সাইক্লামেন ও সিনেরারিয়া। জানলার আলোকে যেন পরদার মতো আড়াল ক'রে দিচ্ছে ফুলগুলো। মৃতদেহের মুখে, হাতে আর কফিনের কাঠের আস্তরণের ওপর, পুষ্পস্তূপের ফাঁকে-ফাঁকে সুতোর মতো আলো এসে পড়ছে। টেবিলের ওপরকার ছায়া যেন ডালপাতার নকশা, যেন এইমাত্র তাদের কাঁপুনি থামলো।

ততোদিনে মৃতদেহ দাহ করার প্রথাটা প্রচলিত হয়েছে। বাচ্চাদের জন্য সরকারি মাসোহারার আশায় এবং ডাকঘরে মারিনার চাকরির কথা ভেবে স্থির করা হয়েছে যে মৃতের আত্মার জন্য কোনো মঙ্গলপ্রার্থনা করানো হবে না; শুধু আইন-সম্মতভাবে দাহ করা হবে। যথোচিত কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হয়েছে; তাঁদের প্রতিনিধিদের যে-কোনো সময়ে আশা করা যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে শূন্য মনে হচ্ছে ঘরটাকে, যেমন শূন্য মনে হয় কোনো ফ্ল্যাট, যখন এক ভাড়াটে চ'লে গিয়েছে, অন্য ভাড়াটেও আসেনি। সেই স্তব্ধতা ব্যাহত হচ্ছিলো শুধু তখনই, যখন শোকার্তেরা পা টিপে-টিপে মৃতের কাছে বিদায় নিতে এসে অসাবধানে পায়ের শব্দ ক'রে ফেলছিলো। সংখ্যায় তারা বেশি নয়, তবে যতোটা আশা করা গিয়েছিলো তার চেয়ে বেশি বইকি। এই প্রায় অজ্ঞাত মানুষটির মৃত্যুসংবাদ বিদ্যুদ্বেগে ছড়িয়ে পড়েছে জানাশোনা মহলে। তার জীবনের বিভিন্ন সময়ে এরা অনেকেই চিনতো তাকে, যদিও পরে সকলের সঙ্গেই সংযোগ হারিয়ে ইউরি তাদের ভুলে গিয়েছিলো। তার কবিতা ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের আকর্ষণে আরো অনেক বন্ধু এসেছে যাদের সঙ্গে মানুষটির কখনো পরিচয় হয়নি। তারা এই প্রথম ও শেষবারের মতো তাকে দেখে যাচ্ছে।

ঘণ্টাগুলো স্তব্ধতায় কেটে যাচ্ছে, কোনো অনুষ্ঠান নেই, শুধু এক অনুপস্থিতির চেতনায় প্রায় স্পর্শনীয়ভাবে ভারাতুর। স্তোত্রপাঠ ও সংগীতের স্থান নিয়েছে ফুল—শুধু ফুল।

এমন নয় যে ফুলগুলো শুধু বিকশিত হ'য়ে সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছে। একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে ঢেলে দিচ্ছে সুবাস, যৌথসংগীতের মতো ঐকতানে—তাতে দ্রুত ক'রে তুলছে পচনক্রিয়া, কিন্তু এমনি ক'রে সকলকেই যেন তাদের সুবাসিত ক্ষমতার অংশ দিচ্ছে, কোনো অনুষ্ঠান সম্পন্ন করছে যেন।

মরণলোকের নিকটতম প্রতিবেশী ব'লে উদ্ভিদজগৎকে ভাবা যায়। হয়তো, জীবনের যে-সব রূপান্তরে ও প্রহেলিকায় আমরা যন্ত্রণা পাই, তা সংহত হ'য়ে আছে মাটির সবুজে, কবরখানার তরুপল্লবে, আর কবরের মাটির ওপর উদ্ভিন্ন ফুলে ও গাছপালায়। যীশু যখন কবর থেকে উঠলেন, মারিয়া মাদলীনা তাঁকে তখনই চিনতে পারেননি, বাগানের মালি ব'লে ভুল করেছিলেন।

১৪

কামেরগের স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে (এটাই ছিলো তার শেষ রেজিস্ট্রি-করা ঠিকানা) যখন ইউরির মৃতদেহ নিয়ে আসা হ'লো, তখন তার মৃত্যুর খবর পেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত বন্ধুরা মারিনাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটতে-ছুটতে সিঁড়ির চাতাল থেকে খোলা

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। আকস্মিক আঘাতে ও শোকে অর্ধোন্মাদ মারিনা মেঝের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে গেলো। মাথা ঠুকতে লাগলো গলিতে রাখা লম্বা কাঠের সিন্দুকটার গায়ে। ঐ সিন্দুকটার ওপরেই তখনকার মতো মৃতদেহ রাখা হয়েছিলো, কফিনের অর্ডার গেছে, সেটা যতোক্ষণে এসে পৌঁছবে, ততোক্ষণে ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার ক'রে রাখা হচ্ছে থাকার ঘরটা। চোখের জলে ভাসছে মারিনা, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বিড়বিড় করছে, কথা বলতে গিয়ে বিষম খাচ্ছে, হঠাৎ এক-একবার ডুকরে কেঁদে উঠছে চীৎকার ক'রে। চাষিঘরের বৌ-ঝিদের মতো কথা ব'লে-ব'লে কাঁদছে সে—অচেনা লোক দেখে লজ্জা পাচ্ছে না, থমকেও যাচ্ছে না। মৃতদেহ আঁকড়ে প'ড়ে রইলো সে, যখন ঘরে নিয়ে স্নান করিয়ে কফিনে তোলার সময় হ'লো তখন তার কাছ থেকে সেই দেহ ছিনিয়ে নেওয়া সহজ হ'লো না। —এই সবই গতকালের কথা। আজ তার শোকের উন্মাদনা প্রশমিত হয়েছে, ক্লান্ত এক নিঃসাড়তায় আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে সে; নিঃশব্দে ব'সে আছে, যদিও নিজের বা নিজের পারিপার্শ্বিক বিষয়ে এখনো সে সম্পূর্ণ সচেতন নয়।

আগেকার দিন-রাত্রি সারাক্ষণ সে ওখানেই ছিলো, একবারও নড়েনি। এখানেই বাচ্চাটিকে নিয়ে আসা হ'লো খাওয়ানোর জন্য, অল্পবয়সী নানির সঙ্গে কাপকাও সেখানে এলো মা-র সঙ্গে দেখা করতে।

তাকে ঘিরে রইলো বন্ধুরা। গর্ডন আর ডুডোরভের শোক তারই সমান। মারিনার বাবা মার্কেল, তারই পাশে বেঞ্চির ওপর ব'সে সজোরে কাঁদলো আর অদ্ভুত আওয়াজ ক'রে নাক ঝাড়লো মাঝে-মাঝে। মারিনার মা-বোনেরা কাঁদতে-কাঁদতে বার-বার আসা-যাওয়া করছে।

কিন্তু ঐ জনতার মধ্যে দু'জন, একটি পুরুষ ও একজন মহিলা যেন সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র। মৃতের সঙ্গে অন্য কারো চাইতে বেশি অন্তরঙ্গতার দাবি তারা করছে না। মারিনার, তার মেয়েদের বা ইউরির বন্ধুদের শোকের সঙ্গে তাদের কোনো প্রতিযোগিতাও নেই। কিন্তু তারা কোনো দাবি না-জানালেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো যে ইউরির ওপর তাদের বিশেষ কোনো অধিকার আছে, তাদের সেই অনুচ্চারিত ক্ষমতা আশ্চর্যভাবে

সকলেই মেনে নিয়েছিলো, কেউ কোনো প্রশ্ন বা তর্ক তোলেনি। আপাত-দৃষ্টিতে এরাই অন্ত্যেষ্টির সমস্ত ভার নিজেদের ওপর তুলে নিয়েছে, আর প্রথম থেকে প্রতিটি কাজ এমন শান্ত ও সক্ষমভাবে ক'রে যাচ্ছে যে মনে হচ্ছে এতে যেন তৃপ্তি পাচ্ছে তারা। তাদের এই আত্মস্থতা সকলেই লক্ষ্য করলো, সকলেরই ভারি অদ্ভুত লাগলো সেটা—যেন ঐ দু'জন শুধু অন্ত্যেষ্টির সঙ্গে নয়, মৃত্যুর সঙ্গেও জড়িত; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৃত্যুর জন্য এরা দায়ী নয় অবশ্য, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে এদের যেন বোঝাপড়া হ'য়ে গেছে, যেন সম্মতি দিয়েছে মৃত্যুকে, তাকে মেনে নিয়েছে মনের মধ্যে—ইউরির সম্পর্কে সেটাকে তারা প্রধানতম ঘটনা ব'লে ভাবছে না। শোকার্তদের মধ্যে অল্প দু'চারজন এদের চিনলো, অন্য কেউ-কেউ অনুমান ক'রে নিলো এরা কারা—কিন্তু অধিকাংশের পক্ষেই তারা একেবারেই অচেনা।

তবু সেই পুরুষটি—যার সরু কৌতূহলী কিরগিজ-ছাঁদের চোখ দেখে অন্যদের কৌতূহল জাগছে—সে যখনই সহজভাবে সুন্দরী মহিলাটি নিয়ে ঘরে আসছে, তখনই সবাই, মারিনা সুদ্ধু, যেন সর্বসম্মতিক্রমে ও বিনা প্রতিবাদে, চকিত হ'য়ে দেয়াল ঘেঁষে সাজানো চেয়ার অথবা বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে। বেরিয়ে গিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে অপেক্ষা করছে গলিতে বারান্দায়, অর্ধেক ভেজানো দরজার আড়ালে, ঐ দু'জনকে থাকতে দিয়েছে নিভৃতে। এ-বিষয়ে যেন সকলেই একমত যে এ-দু'জনের শান্তভাবে ও নিরুদ্বেগে পরামর্শ করা দরকার—অন্ত্যক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যা যুক্ত, তেমনি কোনো জরুরি কাজ আছে এদের।

এবারেও তাই হ'লো। একা হ'লো দু'জনে। দেয়ালের ধারে দুটো চেয়ারে ব'সে কাজের কথা বলতে লাগলো।

'কী খবর পেলেন, ইয়েভগ্রাফ আন্দ্রেইয়েভিচ ?

'আজ রাত্রেই সৎকার হবে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই লোক আসবে মৃতদেহ তাদের সংস্থায় নিয়ে যাবার জন্য। চারটেতে আইনমাফিক দাহক্রিয়া। ওর কাগজপত্র কিছুই ঠিকঠাক ছিলো না; লেবর-কার্ডের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে, ট্রেড ইউনিয়ন কার্ড পুরোনো—বদলে নতুন কার্ড নেয়নি আর চাঁদাও দেয়নি অনেক বছর। সেই সবেরই ব্যবস্থা করতে হ'লো; তাই তো দেরি হ'লো

এতো। ওরা এসে নিয়ে যাবার আগে—বেশি দেরি নেই তার—আমাদেরও তৈরি হ'য়ে নিতে হবে; আপনার ইচ্ছেমতো আপনাকে এখন একা রেখে যাচ্ছি···দুঃখিত। ফোন এসেছে। আমি এক্ষুনি আসছি।'

গলিতে বেরিয়ে এলো ইয়েভগ্রাফ। অনেক অচেনা লোক ভিড় করেছে সেখানে—ইউরির সহকর্মীরা, সহপাঠীরা, হাসপাতালের ছোকরা চাকুরের দল, মুদ্রাকর, পুস্তক-প্রকাশক—মারিনাকেও দেখলো সেখানে। ঠাণ্ডা ছিলো দিনটা, পিঠের ওপর কোট ফেলে নিয়েছে মারিনা, তারই মধ্যে মেয়ে দুটিকে ঢেকে দুই হাতে জড়িয়ে আছে তাদের। একটা কাঠের বেঞ্চির ধার ঘেঁষে ব'সে ভেতরে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে, ঠিক যেন কোনো কয়েদির সঙ্গে দেখা করতে এসে পাহারাওলার অনুমতির জন্য ব'সে আছে। সামনের দরজাটা খোলা, সিঁড়ির চাতালে অনেক লোক, কেউ দাঁড়িয়ে কেউ পাইচারি করতে-করতে সিগারেট ফুঁকছে। ধাপে-ধাপে দাঁড়িয়ে কথা বলছে অন্য অনেকে। যতো নিচের দিকে, রাস্তার যতো বেশি কাছে, গলার স্বর ততোই দরাজ তাদের।

সেই বিরামহীন গুঞ্জন ছাপিয়ে কথা শোনার জন্য বেশ চেষ্টা করতে হ'লো ইয়েভগ্রাফকে, রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে বেশ সুশোভনরকম গলায় ইউরির মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থার বিষয়ে প্রশ্নের জবাব দিলে সে, তারপর ভেতরে ফিরে গেলো, আবার তাদের কথাবার্তা শুরু হ'লো।

'সৎকারের পরেই যেন উধাও হ'য়ে যাবেন না, লারিসা ফিয়োডোরোভনা। আপনি কোথায় উঠেছেন আমি জানি না। আমাকে না-জানিয়ে চ'লে যাবেন না কিন্তু। আমার একটি প্রার্থনা আছে আপনার কাছে, যতো শিগগির সম্ভব—কাল কি পরশু—আমার ভাইয়ের কাগজপত্রগুলি গোছানোর কাজ শুরু করতে চাই। আপনার সাহায্য চাই আমি। ওর কথা অনেক জানেন আপনি—বোধহয় সকলের চাইতে বেশি জানেন। বলছিলেন, মাত্র কয়েকদিন আগে ইর্কুৎস্ক থেকে এসেছেন আপনি। এখানে আপনার এসে পড়াটা নিতান্তই কাকতালীয়, অন্য কাজে এসেছিলেন, ইউরি যে এই ফ্ল্যাটেই সম্প্রতি কয়েকমাস ধ'রে ছিলো, ওর মৃত্যুর খবর, কোনোটাই আপনার জানা ছিলো না। আপনার সব কথা বুঝতে পারিনি। কিন্তু বুঝিয়ে বলতে

অনুরোধ করবো না। তবে দয়া ক'রে যাবার আগে আপনার ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যাবেন। যে-ক'দিন লাগবে পাণ্ডুলিপি বাছাই করতে সে-ক'দিন যদি আমরা এই বাড়িতেই কি অন্তত কাছাকাছি থাকতে পারি, তাহ'লেই সবচেয়ে ভালো হয়। এই বাড়িরই অন্য দুটো ঘরে ব্যবস্থা করা যায় না কি? তা যায় কিন্তু—ম্যানেজার আমার চেনা।'

'আপনি বললেন, আমার সব কথা বুঝতে পারেননি।—না-বোঝার মতো কী আছে? মস্কোতে পৌঁছলাম, মালপত্র স্টেশনে রেখে পুরোনো মস্কোর কয়েকটি রাস্তায় পায়ে হাঁটার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। অর্ধেক রাস্তা তো চিনতেই পারি না, বহুকাল বাইরে থেকে ভুলে গেছি। তা যাই হোক, হাঁটছি তো হাঁটছি, কুজনেটস্কি ব্রিজ ধ'রে কুজনেটস্কি লেনে পড়লাম, তারপর হঠাৎ এমন একটা জায়গায় এসে পড়লাম যা ভীষণভাবে, অসাধারণভাবে আমার চেনা—কামেরগের স্ট্রীট। এই সেই রাস্তা যেখানে আমার স্বামী, আন্টিপভ, যাঁকে গুলি ক'রে মারা হয়েছে, ছাত্রাবস্থায় থাকতেন—এই বাড়িতে, এই ঘরে। যে-ঘরে আপনি আর আমি এখন ব'সে আছি। ভেতরে যাই না, আমি ভাবলাম, কে জানে, পুরোনো ভাড়াটেরা হয়তো থাকতে পারে এখনো, তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে যাই। বুঝতেই পারছেন, সবই যে এমনভাবে বদলে গেছে আমি তার কিছুই জানতাম না—লোকেরা এমনকি ওদের নাম পর্যন্ত ভুলে গেছে—অবশ্য সেটা বুঝেছি আরো পরে, তার পরের দিন আর আজ, ক্রমে-ক্রমে লোকেদের জিজ্ঞেস ক'রে-ক'রে। কিন্তু আপনি ছিলেন সেখানে। জানি না আপনাকে কেন বলছি এ-সব কথা। একেবারে বজ্রাহত হলাম আমি—দরজাটা হাট ক'রে খোলা, লোকজন গিশগিশ করছে। ঘরে একটি কফিন, এক মৃত মানুষ। কে? ভেতরে ঢুকে পড়লাম, ওপরে উঠে এসে দেখলাম। মনে হ'লো আমি পাগল হ'য়ে গেছি, প্রলাপ বকছি। কিন্তু আপনি সেখানে ছিলেন, আপনি দেখেছিলেন আমাকে, ছাখেননি? কে জানে এ-সব কথা আপনাকে বলছি কেন?'

'দাঁড়ান লারিসা ফিয়োডোরোভনা, একটু দাঁড়ান। আপনাকে তো বলেইছি যে আমি বা ইউরি, কেউই ঘুণাক্ষরেও জানতাম না যে এই ঘরের এমন আশ্চর্য একটি অনুষঙ্গ আছে, জানতাম না যে আন্টিপভ থাকতেন

এখানে। কিন্তু আপনি এইমাত্র একটা কথা বললেন—তাতে আরো বেশি অবাক লাগছে আমার। বলছি এক্ষুনি। আন্টিপভ, স্ট্রেলনিকভ—যুদ্ধের গোড়ার দিকে একটা সময়ে ওঁর কথা খুব শুনতাম। প্রায় রোজই শুনতাম বলা যায়। দু'তিনবার দেখাও হয়েছে ওঁর সঙ্গে, তখন অবশ্য ভাবতেও পারিনি যে ওঁর নাম পারিবারিক কারণে এতো অর্থপূর্ণ হবে আমার কাছে। কিন্তু মাপ করবেন, আমি হয়তো আপনার কথা ভুল শুনেছি, মনে হ'লো আপনি বললেন, ভুল ক'রে বলেছেন হয়তো—যে ওঁকে গুলি ক'রে মারা হয়েছিলো। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে উনি আত্মহত্যা করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, ও-রকম একটা কথা আমিও শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করি না। পাভেল পাভলোভিচ এমন মানুষ ছিলেন না যিনি আত্মহত্যা করবেন।'

'কিন্তু জানেন, এটা সত্যি কিন্তু, একেবারেই নিশ্চিত। ভ্লাডিভস্টকে যাবার আগে আপনি যে-বাড়িতে ছিলেন সেই বাড়িতেই উনি গুলি করেন নিজেকে। ইউরি বলেছিলো আমায়। আপনি চ'লে যাবার অল্প পরেই ঘটেছিলো এটা। ইউরি ওঁর মৃতদেহ খুঁজে পায়। সে-ই কবর দেয় ওঁকে। কী ক'রে হ'লো যে আপনি এটা জানতেন না?'

'আমি অন্য কথা শুনেছিলাম। তাহ'লে···সত্যি ও নিজেকে নিজে গুলি করেছিলো? লোকেরা বলতো বটে, আমি বিশ্বাস করিনি। আর সেই এক বাড়িতে? অবিশ্বাস্য মনে হয়। আমার কাছে এই তথ্যটা নিতান্ত জরুরি। আপনি বোধহয় জানেন না জ়িভাগোর সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিলো কিনা? পরস্পরকে চেনার সুযোগ পেয়েছিলো কি ওরা?'

'ইউরি আমাকে বলেছিলো যে একবার ওঁদের বহুক্ষণ ধ'রে কথাবার্তা হয়।'

'এ কি সত্যি? তাহ'লে, ভালো ভালো,—ধন্যবাদ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।' ধীরে-ধীরে নিজের বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকলো আন্টিপভা। 'কী আশ্চর্য! কী-রকম মিলে গেলো বলুন তো—যেন আগে থেকেই সব ঠিক হ'য়ে ছিলো! আপনি কি কিছু মনে করবেন যদি পরে এ-বিষয়ে আরো দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করি? প্রতিটি খুঁটিনাটি আমার আদরের সামগ্রী। কিন্তু এখন না—এখন

বড়ো অস্থির লাগছে আমার—একটু চুপচাপ থেকে নিজেকে সামলে নিতে চাই। আমাকে মাপ করবেন তো?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

'কিছু মনে করছেন না নিশ্চয়ই?'

'নিশ্চয়ই না।'

'ও, হ্যাঁ। প্রায় ভুলে যাচ্ছিলাম। সৎকারের পর আমাকে চ'লে যেতে বারণ করেছিলেন আপনি। ঠিক আছে। আমি কথা দিলাম, যাবো না। আপনার সঙ্গে ফিরে আসবো এখানে। যেখানে থাকতে বলবেন, যতোদিন থাকতে বলবেন, থাকবো। ইউরির পাণ্ডুলিপি বাছাই করবো আমরা। আমি সাহায্য করবো আপনাকে। সত্যি, তাতে আপনার কিছু সুবিধে হ'তে পারে। ওর লেখা এতো ভালো ক'রে চিনি আমি, প্রতিটি টান আমার জানা, হৃদয়ের মধ্যে, বুকের রক্তের মধ্যে জেনেছি আমি, আর তারপর আপনাকে একটা অনুরোধ জানাবো, আমিও আপনার সাহায্য চাই। আপনি তো উকিল? তা-ই শুনেছিলাম না? আর না-হ'লেও এখনকার সব আইন-কানুন নিয়ম আপনার জানা আছে তো? আর-এক কথা, আমি জানতে চাই খবরাখবরের জন্য কোন সরকারি বিভাগে আবেদন জানাতে হয়। এ-সব বিষয়ে ঠিক খবর দিতে পারে এমন লোক এতো কম—তা-ই নয় কি? আমি আপনার পরামর্শ চাই—একটা ভীষণ বিষয়ে, সত্যিকার ভীষণ এক ব্যাপারে। একটি শিশুর কথা বলবো আপনাকে। কিন্তু পরে, সৎকার শেষ ক'রে ফিরে এসে বলবো। জীবন ভ'রে আমাকে যেন মানুষ খুঁজে বেড়াতে হ'লো। বলতে পারেন, একটা কাল্পনিক ব্যাপারই ধরা যাক—একটি শিশুকে যদি খুঁজে বের করতে হয়, এমন একটি শিশু যার লালন-পালনের ভার অন্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, সারা দেশে যতো অনাথ-আশ্রম আছে, তাদের বিষয়ে সব রকম খবর পাওয়া যায় এমন কোনো জায়গা আছে কি? যে-সব শিশু হারিয়ে গেছে, বা ছিটকে পড়েছে দৈবাৎ, তাদের কোনো তালিকা কি রাখা হয় কোথাও—ও-রকম কোনো চেষ্টা কি করা হয়েছে কখনো? না—এখন কিছু বলবেন না, এখন না। পরে, পরে কথা হবে। এমন ভয় করছে আমার! এই জীবনটা এমন ভীষণ—

তাই মনে হয় না আপনার? পরে যখন আমার মেয়ে এসে আমার সঙ্গে থাকবে তখনকার কথা আলাদা, কিন্তু এখন এই ফ্ল্যাটে আমি থাকতে পারবো না কেন? গান-বাজনা অভিনয়ে দক্ষতা আছে কাটিয়ার; চমৎকার নকল করতে পারে, আর শুধু কানে শুনে পুরোপুরি অপেরার সুর তুলতে পারে গলায়। অসাধারণ শিশু—আপনার মনে হয় না? কোনো নাটকের কি গান-বাজনার স্কুলে নিচের ক্লাশে ভর্তি করতে চাই ওকে। যেখানে ওকে নিতে চাইবে সেখানেই দেবো, বোর্ডিঙে রাখতে চাই। সত্যি বলতে সেইজন্যেই আমি এসেছি, তারই ব্যবস্থা করতে; সব ঠিকঠাক হ'লেই ফিরে যাবো। এমন গোলমেলে সব ব্যাপার, তা-ই নয় কি? বুঝিয়ে বলা যায় না। কিন্তু এ-বিষয়ে পরে কথা হবে। এখন একটু চুপ করি, সামলে নিই নিজেকে, চেষ্টা করি ভয় না-পাবার। তাছাড়া ইউরির বন্ধুদের অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। ত্বার মনে হ'লো যেন দরজায় টোকা শুনলাম। আর বাইরেও কী যেন হচ্ছে—সৎকার সমিতির লোক এসেছে মনে হচ্ছে। একটু থাকি এখানে চুপচাপ ব'সে, কিন্তু আপনি বরং দরজা খুলে দিন, ভেতরে আসতে দিন ওঁদের। সময় হ'য়ে এলো বোধহয়? দাঁড়ান, দাঁড়ান। কফিনের পাশে একটা পা-দানি থাকা উচিত, নয়তো ইউরির নাগাল পাবে না কেউ। আমি পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম—পারা যায় না। আর মারিনা মার্কেলোভনা আর বাচ্চারা—ওদের তো দরকার হবে পা-দানির। তাছাড়া, সেটাই তো নিয়ম, শাস্ত্রেও আছে: "তোমার শেষ চুম্বন দিয়ো আমাকে।" ওঃ, পারি না আর পারি না, সাংঘাতিক, সাংঘাতিক সব-কিছু। তা-ই মনে হয় না আপনার?'

'সবাইকে ভেতরে আসতে বলি তাহ'লে। কিন্তু তার আগে একটা কথা। এতো রহস্যময় সব কথা আপনি বলেছেন, এমন সব প্রশ্ন তুলছেন যা স্পষ্টতই আপনার পক্ষে বেদনাদায়ক, যে আপনাকে কী বলবো আমি জানি না। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জানাতে চাই। আপনার সব দুশ্চিন্তার সময় আমার সাহায্যের ওপর ভরসা রাখবেন। স্বেচ্ছায়, মনে-প্রাণে আমি আপনার সহায়তা করতে চাইছি। আর মনে রাখবেন, কখনো হতাশ হ'তে নেই, কখনো না, কখনো না—যে-অবস্থাতেই পড়ুন না কেন। আশা করা, কর্ম ক'রে যাওয়া,

দুর্ভাগ্যের কালে এই তো আমাদের কর্তব্য। কিছু না-ক'রে হতাশায় মগ্ন হওয়া মানেই কর্তব্যে অবহেলা করা। এবার শোকার্তদের ভেতরে ঢুকতে দিই। পা-দানিয় কথাটা ঠিক বলেছেন, একটা জোগাড় করছি।'

কিন্তু লারা আর শুনছিলো না। দরজা খুলে দেওয়ার শব্দ, গলি দিয়ে জনস্রোতের ভেতরে ঢোকার আওয়াজ, ব্যবস্থাপক আর প্রধান শোকার্তদের প্রতি ইয়েভগ্রাফের নির্দেশ—কিছুই তার কানে গেলো না; ভিড়ের পা ফেলা, মারিনার কান্না, পুরুষদের কাশি আর মেয়েদের অশ্রু অথবা আর্তস্বর—কিছুই শুনলো না সে।

ভিড় তাকে ঘিরে আছে, সেই একঘেয়ে শব্দে লারার যেন বমি এলো, মাথা ঘুরে উঠলো। যাতে অজ্ঞান হ'য়ে না পড়ে, সেজন্য সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করতে হ'লো তাকে। হৃৎপিণ্ড যেন ফেটে যাচ্ছিলো তার, মাথা ধ'রে উঠলো। চোখ বন্ধ ক'রে, স্মৃতি, ভাবনা ও অনুমানের জগতে নিজেকে সরিয়ে নিলে সে। পালিয়ে গেলো তাদের কাছে, যেন ডুবে গেলো তাদের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য, কয়েক ঘণ্টার জন্য সে-সব ভাবনা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো এক ভবিষ্যতে, যে-ভবিষ্যৎ দেখার জন্য সে হয়তো বেঁচে থাকবে না, সেই অনাগত কাল, যখন তার কয়েক যুগ বয়স বেড়ে গেছে, যখন বার্ধক্য তাকে ধ'রে ফেলেছে।

কেউ রইলো না। একজন মৃত, অন্যজন আত্মঘাতী হয়েছে। বেঁচে আছে শুধু সেই, যার নিহত হওয়া উচিত ছিলো, যাকে হত্যা করার চেষ্টা ক'রে সে ব্যর্থ হয়েছে, সেই আগন্তুক, যার সঙ্গে তার কোনোই মিল নেই, সেই অর্থহীন অস্তিত্বহীন লোকটা, যে তার অজ্ঞাতে তার জীবনটাকে এক পাপের শৃঙ্খল ক'রে তুলেছিলো। মাধ্যমিকতার সেই বিকট নমুনাটি এখন ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে এশিয়ার এমন এক পৌরাণিক অলিতে-গলিতে, যার খোঁজ রাখে শুধু ডাকটিকিট-সংগ্রাহকের দল। কাছের মানুষ, জরুরি মানুষ কেউ আর রইলো না।

ভাবো একবার! তখন ক্রিসমাসের সময়, অশ্লীল কাকতাড়ুয়াটাকে গুলি করবে ব'লে সে বেরিয়েছিলো, সেদিন এই ঘরেই অন্ধকারে ব'সে কথা বলছিলো পাশার সঙ্গে, তখনো সে নিতান্ত বালক, আর তখনো ইউরি, যার মৃতদেহের কাছ থেকে সবাই এখন বিদায় নিচ্ছে, তার জীবনে প্রবেশ করেনি।

পাশার সঙ্গে সেই ক্রিসমাসের দিনে তার কী-কথা হয়েছিলো তা মনে করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলো লারা; কিন্তু তার মনে পড়লো শুধু সেই জানলাটি, যার তাকে জ্বলছিলো মোমবাতি আর শার্সিতে জমাট বরফের একটা অংশ গ'লে গিয়ে গোল গর্তের মতো দেখাচ্ছিলো।

কী ক'রে সে এখন জানবে যে যার মৃতদেহ এখন টেবিলের ওপর শুয়ে আছে, সেই ইউরি কিনা গাড়িতে যেতে-যেতে দেখেছিলো ঐ মোমবাতি, আর সেই আলো দেখার মুহূর্ত থেকেই ('টেবিলে জ্ব'লে যায় মোমের বাতি, টেবিলে জ্ব'লে যায়') তার ভবিতব্য হাতে নিয়েছিলো তার জীবনের ভার ?

বিক্ষিপ্ত হ'লো লারার মন। একবার ভাবলো, 'যাই হোক, গির্জেতে অন্ত্যেষ্টি হচ্ছে না' এটা বড়ো দুঃখের কথা। অন্ত্যেষ্টির প্রার্থনাটি এমন সুন্দর, এমন নিদারুণ। অধিকাংশ মানুষই ম'রে গিয়ে তার যোগ্য হয় না, কিন্তু ইউরি, আমার ইউরি তো পারতো তার এক মহৎ উপলক্ষ্য হ'তে। 'যে-ক্রন্দন বন্দনায় রূপান্তরিত হয়' সত্যি তো সে তারই যোগ্য ছিলো।'

এ-কথা ভেবে গর্ব আর সান্ত্বনার ঢেউ লারার মনের ওপর দিয়ে ব'য়ে গেলো—ঠিক এমনি হ'তো তার জীবনের সেই সব ক্ষণিক অবকাশে, যখন সে ইউরির কাছাকাছি ছিলো। যে-মুক্তি ও নির্লিপ্ততা ইউরিকে ঘিরে থাকতো, তারই একটি বাতাসে যেন লারার নিশ্বাস ভ'রে উঠলো। চেয়ার থেকে তক্ষুনি উঠে পড়লো সে। অভাবনীয় কিছু-একটা ঘটছে তার মধ্যে। তাকে পালাতে হবে ইউরির সাহায্য নিয়ে—অন্তত কিছুক্ষণের জন্য—খোলা হাওয়ায়, মুক্তিতে, তার দুঃখের অবরোধের বাইরে, আবার স্বাধীনতার আনন্দ-শিহরণে। তার মনে হ'লো সেই আনন্দ আসবে ইউরির কাছে বিদায় নিয়ে আনন্দিত হ'তে পারলে—যদি শুধু কান্নার এই উপলক্ষ্য ও অধিকার সে অব্যাহতভাবে ব্যবহার করতে পারে। ব্যাকুল ব্যস্ততায় চারদিকের ভিড়ের দিকে তাকালো সে, দৃষ্টিহীন অশ্রুপূর্ণ তার চোখ, যেন ডাক্তারের ওষুধ লাগিয়ে জলে ভ'রে-ভ'রে উঠছে। লোকেরা নড়াচড়া শুরু করলো, এলোমেলো হেঁটে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে, আধো-ভেজানো দরজার আড়ালে অবশেষে একা নিভৃত হ'লো সে; এগিয়ে গেলো কফিনের টেবিলটির কাছে। ক্রুশচিহ্ন এঁকে, ইয়েভগ্রাফের আনা পা-দানির ওপর উঠে দাঁড়ালো, মৃতদেহের ওপর তিনবার বড়ো ক'রে

ক্রুশচিহ্ন এঁকে ঠোঁট রাখলো শীতল কপাল আর হাতের ওপর। সেই হিম কপাল একটু কেমন ছোটো মনে হ'লো তার, যেন মুঠো-করা হাত, কিন্তু সেই অনুভূতিকে সে ঠেলে সরিয়ে দিলে মন থেকে ; চেষ্টা ক'রে তা লক্ষ্য করলো না। এক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো, কিছু না-ভেবে, না-কেঁদে, ঝুঁকে পড়লো কফিনের ওপর, ফুল আর মৃতদেহের ওপর, তার সমস্ত সত্তা দিয়ে, মাথা, বুক, হৃদয় আর তার হৃদয়ের মতোই শক্তিশালী দুই হাত দিয়ে তাদের আড়াল ক'রে রাখলো নিজের মধ্যে।

১৫

চেপে-রাখা কান্নার আঘাতে ফুলে-ফুলে উঠলো তার সমস্ত শরীর। যতোক্ষণ পারলো চোখের জল ঠেকিয়ে রাখলো, কিন্তু কখনো-কখনো তার সামর্থ্যে আর কুলোলো না, তার ভেতর থেকে ফেটে বেরোলো কান্না, বেরিয়ে এলো, গাল বেয়ে নামলো তার জামায়, হাতে আর তার আঁকড়ে-ধ'রে-থাকা কফিনটার ওপর।

কথা বললো না সে, ভাবলো না কিছু। অনেক চিন্তা, সাধারণীকরণ, অনেক তথ্য ও প্রমিতি স্বেচ্ছাচারী বেগে ছুটে চললো তার মনের ওপর দিয়ে, যেন আকাশের মেঘ, বা অতীতে তাদের নৈশ কথোপকথন। সেই সব দিনে এতেই তারা আনন্দ ও মুক্তি পেয়েছিলো, এই জ্ঞান, যা মস্তিষ্কজাত নয়, স্বজ্ঞাপ্রসূত, যা অব্যবহিতভাবে পরস্পরে সঞ্চালিত হয়।

এমনি এক জ্ঞান এখন ভ'রে তুললো লারাকে—অন্ধকার, অস্পষ্ট, মৃত্যুর অভিজ্ঞতা, মৃত্যুর জন্য সেই প্রস্তুতি যার সামনে বর্তমানের সব অশক্তি দূর হ'য়ে যায়। সে যেন কুড়ি বার বেঁচেছে এই পৃথিবীতে, অসংখ্যবার তার ইউরিকে হারিয়েছে, সঞ্চয় করেছে এই বিষয়ে এমন হার্দ্য অভিজ্ঞতা যে এখন এই কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে সে যা-কিছু করছে, তা-ই একেবারে সঠিক, একেবারে যথাযথ।

'আ, সেই প্রেম, সেই স্বাধীন, সেই নতুন প্রেম, এই পৃথিবীর কোনো-কিছুর সঙ্গেই যার তুলনা চলে না।' অন্যেরা যা গান গেয়ে বলে তা-ই ছিলো তাদের চিন্তায়।

বাধ্য হ'য়ে পরস্পরকে তারা ভালোবাসেনি, তারা ছিলো না 'সংরাগের দাস'—যা প্রেমিক-প্রেমিকাদের বিষয়ে বলা হ'য়ে থাকে। তারা পরস্পরকে ভালোবেসেছিলো, যেহেতু তা-ই ইচ্ছা করেছিলো তাদের আশেপাশে সমস্ত কিছু—গাছ, আকাশ, আকাশের মেঘ, আর তাদের পায়ের তলাকার মৃত্তিকা। এই প্রেমে যেন তাদের চেয়েও বেশি প্রীত হয়েছিলো পারিপার্শ্বিক জগৎ—রাস্তায় দেখতে-পাওয়া অচেনা লোক, তারা রাস্তায় বেরিয়ে দেখবে ব'লে রচিত দৃশ্যচিত্র, যে-সব ঘরে তারা থেকেছে বা দেখা করেছে—এই সব-কিছুই তাদের চেয়েও বেশি প্রীত হয়েছিলো।

এই, শুধু এই মিলিয়ে দিয়েছিলো তাদের দু'জনকে, অমন একাত্ম ক'রে দিয়েছিলো তাদের। কখনো, তাদের মিলনের পূর্ণতম ও উদ্দামতম মুহূর্তেও, কখনো তারা ভোলেনি সেই উচ্চতম ও তীব্রতমের চেতনা—বিশ্বনিখিলে আনন্দবোধ, তার রূপ, তার গড়ন, তারই অংশ ও অঙ্গীভূত হবার অনুভূতি।

পূর্ণতার মধ্যে এই যে সংগতি—এই ছিলো তাদের নিশ্বাসের বাতাস। আর তারই ফলে সেই আধুনিক ফ্যাশনে ধরা দেয়নি তারা, যা মানুষকে বড্ড বেশি আদর দেয়, প্রকৃতির ঊর্ধ্বে তুলে ধ'রে পুজো করে তাকে। এই প্রমাদের ওপর স্থাপিত সমাজবিজ্ঞানকে আবার রাজনীতি নামে চালানো হয়—তাদের তা মনে হয়েছে অত্যন্ত করুণ এক ছেলেমানুষি, এমন এক ধরনের অক্ষম বাবুগিরি যার অর্থ তারা বুঝতে পারে না।

১৬

এবারে সে ইউরির কাছে বিদায় নিতে আরম্ভ করলো। সহজ তার ভাষা, সবল, প্রচলিত ও অভ্যস্ত—সেই রকম ভাষা, যা বাস্তবের বেড়া ডিঙিয়ে ফেটে পড়ে, যার কোনো অর্থ হয় না—কিংবা যা ট্র্যাজেডির কোরাস বা স্বগতোক্তির মতো, বা কবিতা অথবা সংগীতের ভাষার মতোই অর্থহীন ও অর্থপূর্ণ, শুধু হৃদয়াবেগের তীব্রতার প্রভাবেই সার্থক। এ-ক্ষেত্রে এই ভাষাকে যা অর্থ দিচ্ছে, যা নিংড়ে বের ক'রে আনছে লারার চিন্তাহীন, সাধারণ, লঘু

শব্দগুলিকে, তা হ'লো তার চোখের জল ; চোখের জলে ভেসে-ভেসে, সাঁতার কেটে-কেটে তারা বেরিয়ে আসছে।

যেমন বাতাসের গায়ে জড়িয়ে-জড়িয়ে ভেজা-ভেজা রেশমি পল্লব মর্মর তোলে, তেমনি তার অশ্রুসিঞ্চিত শব্দগুলো পরস্পরে সংলগ্ন হ'য়ে একটি মৃদু, দ্রুত ও কোমল স্বরে গুঞ্জিত হ'তে লাগলো।

'এই যে, আবার আমাদের দেখা হ'লো ইউরচকা, ভগবান আমাদের মিলিয়ে দিলেন। ভাবো একবার! কী ভীষণ! কী ভীষণ! পারি না, আর পারি না আমি! হে ভগবান! আমার কান্না কি ফুরোবে না! ভাবো একবার! আবার এলো ক্ষমা, এলো ধর্ম—একেবারে আমাদের রাস্তার ওপর! তুমি চ'লে যাচ্ছো, আমার সব শেষ হ'য়ে গেলো। আবার এক মস্ত বড়ো কিছু, যা থেকে নিস্তার নেই। জীবনের রহস্য, মৃত্যুর রহস্য, প্রতিভার সৌন্দর্য, প্রেমের সৌন্দর্য—এ-সব, হ্যাঁ. এই সব আমরা বুঝেছিলাম। আর যে-সব বাজে ব্যাপার—জগৎকে নতুন ক'রে গড়া—না, মাপ করো, ও-সব আমাদের জন্য নয়।

'বিদায়, আমার বড়ো, আমার প্রিয়, আমার আপন, আমার গর্ব। বিদায়, আমার দ্রুত, গভীর নদী, কী ভালোবেসেছিলাম সারাদিন ধ'রে তোমার জলোচ্ছ্বাস। তোমার শীতল, গভীর ঢেউয়ে-ঢেউয়ে স্নান করতে কতো যে ভালোবেসেছিলাম আমি।

'মনে আছে সেদিন আমরা কী-ভাবে বিদায় নিয়েছিলাম, সেই বরফ-পড়া সন্ধ্যায়? কী ভীষণ ঠকালে আমাকে বলো তো! তোমাকে ছেড়ে কখনো কি যেতাম আমি! হ্যাঁ, জানি, সব জানি আমি, নিজের ওপর জুলুম করেছিলে তুমি—ভেবেছিলে ওতে আমার ভালো হবে। তোমার সব ভণ্ডুল হ'য়ে গেলো। কী না আমাকে সহ্য করতে হয়েছে—ভগবান! কতো না আমাকে শাস্তি পেতে হয়েছে। তুমি তার কিছুই জানো না ইউরি—কেমন ক'রেই বা জানবে। ওঃ, কী করেছি আমি, ইউরা, আমি কী করেছি! আমি যে কতো বড়ো অপরাধী তুমি জানো না। কিন্তু আমার কোনো দোষ ছিলো না। অসুখে তিন মাস আমি হাসপাতালে প'ড়ে ছিলাম, অজ্ঞান হ'য়ে ছিলাম পুরো একমাস। আর তারপর থেকে মনে হচ্ছে—কী হবে আর বেঁচে থেকে।

ইউরা, আমার মনে শান্তি নেই—শুধু দুঃখ আর দয়া নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই না। কিন্তু সবচেয়ে জরুরি কথাটাই এখনো বলছি না তোমাকে। পারি না বলতে, বলবার সাধ্য নেই আমার। আমার জীবনের সেই সময়কার কথা ভাবতে গেলেই মুখের কথা থেমে যায়, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, এমনি ভীষণ সেই কথাটা। আর জানো তো, আমি হয়তো ঠিক প্রকৃতিস্থও নেই আর। কিন্তু আমি মদ ধরিনি—অনেকে তা-ই ধরে এ-অবস্থায়—সেটা আমি ঠেকিয়ে রাখছি কোনোরকমে—কেননা মেয়েরা যদি মাৎলামি শুরু করে, সেটা কি অসম্ভব কথা নয়, একেবারে সমস্ত কিছুর অবসান কি নয় সেটা ?

এমনি বিলাপ ক'রে চললো লারা, কেঁদে-কেঁদে কষ্ট দিতে লাগলো নিজেকে, কিন্তু হঠাৎ চোখ তুলে অবাক হ'য়ে দেখলো অনেক আগেই ঘর ভ'রে গেছে লোকজনে, ব্যস্ততা শুরু হ'য়ে গেছে। পা-দানি থেকে নেমে টলতে-টলতে কফিনের কাছ থেকে সে স'রে এলো, হাতের পাতা দিয়ে ঢেকে রাখলো চোখ, যে-কান্না এখনো সে কাঁদেনি, সেটুকু যেন শেষ ক'রে দিতে চাচ্ছে, আঙুল দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে চাচ্ছে মেঝের ওপর।

ছ'জন লোক এগিয়ে এলো কফিনের কাছে, সেটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

১৭

লারা কামেরগের স্ট্রীটে আরো কয়েকদিন রইলো, তার সহায়তায় ইউরির কাগজপত্রের বাছাই শুরু হ'লো, কিন্তু শেষ হ'লো তাকে ছাড়া। ইয়েভগ্রাফের সঙ্গে তার যা কথা ছিলো ব'লে নিলো সে, একটা জরুরি তথ্য তাকে জানালো।

একদিন লারা বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরে এলো না। রাস্তায় নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো তাকে, তখনকার দিনে প্রায়ই হ'তো ও-রকম, তারপর সে হয় ম'রে গেলো, নয়তো উধাও হ'য়ে গেলো, নয়তো এক তালিকা'র মধ্যে বিস্মৃত একটি সংখ্যামাত্র অবশিষ্ট রইলো তার, উত্তর রাশিয়ায় যতো অসংখ্য মেয়েদের বা মেয়ে-পুরুষে মেশানো কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ছিলো, তারই একটাতে সেই তালিকাও অসাবধানে হারিয়ে গেলো একদিন।

পরিচ্ছেদ ১৬

পরিশিষ্ট

গর্ডন, সম্প্রতি লেফটেনান্টের পদে উন্নীত, ও মেজর ডুভোরভ একসঙ্গে চাকরিতে ফিরছে, একজন সরকারি কাজ সেরে মস্কো থেকে, আর-একজন তিনদিনের ছুটির পর। এখন ১৯৪৩-এর গ্রীষ্ম, কুর্স্ক ব্যূহ ভেদ করা হ'য়ে গেছে, ওরেল শহর শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে।

তাদের দেখা হয়েছে পথে, চের্নি নামে এক ছোটো শহরে তাদের রাত কাটলো। শত্রুবাহিনীর অপসরণের পথে এমন ছু'একটা জায়গা থেকে গেছে যা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়নি, চের্নি তারই একটা, এই তথাকথিত 'মরুপ্রদেশে' অংশত বসতিপূর্ণ।

ভাঙা ইটের পাঁজা প'ড়ে আছে, ধুলো হ'য়ে গুঁড়িয়ে গেছে পাথর—তারই মধ্যে একটি অক্ষত গোলাঘর পেয়ে সেখানেই সে-রাতের মতো আশ্রয় নিলে তারা। ভোর হবার একটু আগে, রাত তিনটে নাগাদ চোখ লেগে এসেছিলো ডুডোরভের, কিন্তু একটু পরেই গর্ডনের নড়া-চড়ার শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেলো। ঐ খড়ের গাদা যেন জল, এমনি এলোমেলো ভঙ্গিতে নরম খড়ের গাদার ওপর দিয়ে নেমে এসে গড়াগড়ি দিচ্ছে গর্ডন। কিছু কাপড়চোপড় একটা পুঁটলিতে গুছিয়ে নিয়ে টলতে-টলতে খড়ের স্তূপের ওপর থেকে নেমে দরজার দিকে চললো সে।

'এই সাত-সকালে যাচ্ছো কোথায় ?'

'আমি নদীতে চললাম। কাপড়চোপড় কেচে আনি।'

'পাগল নাকি ? আজ সন্ধের মধ্যেই তো ক্যাম্পে ফিরছি। ধোপানি টানিয়ার কাছে সাফ জামা-কাপড় পাবে। তাড়া কিসের ?'

'অতোক্ষণ আমার সবুর সইবে না। ঘামে চিটচিটে সব কাপড়, নোংরা। চট ক'রে একটু আছড়ে ভালো ক'রে নিংড়ে নিয়ে আসি। এই গরমে দেখতে-না-দেখতে শুকিয়ে যাবে। স্নান ক'রে জামা কাপড় বদলে নেবো।'

'খারাপ দেখায়। হাজার হোক, তুমি একজন অফিসার।

'এই ভোরে আর কে আছে, সবাই তো ঘুমিয়ে। সে যা-ই হোক, আমি একটু ঝোপঝাড় খুঁজে নেবো। কেউ দেখতে পাবে না আমাকে। কথা না-ব'লে ঘুমোও তো, নয়তো আর ঘুম আসবে না।'

'এমনিতেও আর ঘুমোবো না আমি। তোমার সঙ্গেই যাই, চলো।'

শাদা পাথরের ধ্বংসস্তূপের পাশ দিয়ে তারা নদীর দিকে এগোলো, সূর্য সবেমাত্র উঠেছে, কিন্তু এরই মধ্যে তেতে উঠেছে জায়গাটা। এক কালে যা রাস্তা ছিলো সেখানে মাটির ওপর শুয়ে লোকেরা নাক ডাকাচ্ছে, রোদে ঘেমে লাল হ'য়ে গেছে তাদের মুখ। বেশির ভাগই স্থানীয় উদ্বাস্তু, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক আর শিশু, মাঝে-মাঝে দু'একজন দলছুট লাল সেপাই দেখা যাচ্ছে, বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবার চেষ্টায় এগোচ্ছে তারা। তাদের ঘুমের যাতে ব্যাঘাত না হয়, সেজন্য গর্ডন আর ডুডোরভ সাবধানে পা ফেলে-ফেলে চললো।

'আস্তে কথা বলো, নয়তো শহর সুদ্ধু লোক জেগে উঠবে, আমার কাপড় কাচার আর কোনো আশা থাকবে না।'

গত রাত্রের আলোচনাই একটু নিচু গলায় চালাতে লাগলো তারা।

২

'কী নদী এটা ?'

'জানি না। বোধহয় জুশা।'

'না, এটা জুশা নয়।'

'তাহ'লে কী জানি না।'

'জুশার ধারেই ও-সব ঘটেছিলো, জানো তো—ক্রিষ্টিনার কথা বলছি।'

'হ্যাঁ, তবে বোধহয় আরো নিচের দিকে। শোনা যায় চার্চ নাকি তাকে সন্তের পদবী দিয়েছিলো। খবরের কাগজে যা বেরিয়েছিলো তার বাইরে অন্য কোনো খবর জানতে পেরেছিলে কখনো?'

'ঠিক যে জানতে পেরেছি তা নয়। একটা পুরোনো পাথরের বাড়ি ছিলো, আস্তাবল বলতো সবাই। একটা অশ্ব-প্রজনন কেন্দ্র ছিলো সেটা—এখন ঐতিহাসিক ব্যাপার হ'য়ে যাবে—খুব পুরোনো জায়গা, বিশাল, পুরু দেয়াল ছিলো। জর্মানরা সেটাকে পরিণত করেছিলো দুর্ভেদ্য দুর্গে; বাড়িটা ছিলো একটা পাহাড়ের মাথায়, সারা এলাকার ওপর গোলা চালিয়ে আমাদের এগোবার পথ আটকে রেখেছিলো ওরা। ঐ কেল্লা ধ্বংস না-করলে চলছিলো না আমাদের। তখন ক্রিস্তিনা—অলৌকিক তার সাহস, তার বুদ্ধি—জর্মান ব্যূহ ভেদ ক'রে কেল্লা উড়িয়ে দিলে। তারপরে ধরা প'ড়ে গেলো জর্মানদের হাতে, ওকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিলে ওরা।'

'ওকে ক্রিস্তিনা অর্লেৎসোভা বলে কেন সবাই, ডুডোরভা বলে না কেন?'

'আমাদের বিয়ে হয়নি তো—শুধু বাগ্‌দত্ত হয়েছিলাম। একচল্লিশের গ্রীষ্মকালে আমরা স্থির করেছিলাম যুদ্ধ শেষ হ'লে বিয়ে করবো। তারপর আর্মির অন্য সকলের মতো আমিও নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। অসংখ্যবার জায়গা-বদল হয়েছে আমার বাহিনীর, তার ফলে ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারিনি। আর কখনো চোখে দেখিনি ওকে। ওর আশ্চর্য বীরত্ব, ওর মহান মৃত্যু—অন্যদের মতো আমিও ও-সবের খবর পেয়েছি আর্মির বুলেটিন আর খবরের কাগজ থেকে। সবাই বলছে এখানেই কোথায় যেন ওর একটা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে। শুনছি জ্বিভাগো—জেনারেল যিনি, ইউরির ভাই—এই অঞ্চলে ঘুরে-ঘুরে ওর বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন।'

'দুঃখিত—এ-বিষয়ে কথা তোলা আমার উচিত হয়নি। তোমাকে কষ্ট দিলাম।'

'না ঠিক তা নয়। কিন্তু তোমাকে আর আটকে রাখতে চাই না। তুমি জামা ছেড়ে জলে নেমে গিয়ে কাজ শুরু করো। আমি এখানে শুয়ে

ঘাস চিবোতে-চিবোতে একটু ভাবি। হয়তো একটু ঘুমিয়েও নিতে পারি।' –

একটু পরেই আবার কথাবার্তা আরম্ভ হ'লো।

'এমন কাপড় কাচতে শিখলে কোথায় ?'

'বিপদে পড়লে বুদ্ধি বেরোয়। আমাদের ভাগ্য ভালো ছিলো না। শাস্তি-শিবিরগুলির মধ্যে যেটা প্রায় নিকৃষ্ট, সেটাতেই পাঠানো হয়েছিলো আমাদের। শেষ পর্যন্ত বেশি লোক টেঁকেনি। আমাদের পৌছনো থেকেই শুরু করা যাক। ট্রেন থেকে নামলাম। বরফের মরুভূমি একেবারে। সারি-সারি সেপাই তাদের রাইফেলগুলো আমাদের দিকে উঁচোনো, নেকড়ে-জাতের কুকুরের পাল। দূরে জঙ্গল। সেঁই সময়েই অন্য কয়েকটা দলকেও নিয়ে আসা হচ্ছিলো। ছড়িয়ে দেওয়া হ'লো মস্ত মাঠের মধ্যে আমাদের, এক বৃহৎ বহুভুজের আকৃতিতে দাঁড়ালাম আমরা, সকলের মুখ বাইরের দিকে যাতে কেউ কাউকে দেখতে না পায়। তারপর হুকুম হ'লো হাঁটু ভেঙে ব'সে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকার—একটু চোখ সরেছে কি মরেছো। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে নাম-ডাকা, অন্তহীন, অপমানজনক একটা ব্যাপার, আর সারাটা সময় আমরা হাঁটু ভেঙে ব'সেই আছি। তারপর উঠে দাঁড়ালাম আমরা, আমাদের ছাড়া অন্য সবগুলি দলকে ভিন্ন-ভিন্ন দিকে নিয়ে যাওয়া হ'লো। আমাদের বলা হ'লো : 'এই যে। এই তোমাদের ক্যাম্প।'—একটা শূন্য তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তর, শুধু মধ্যিখানে একটা খুঁটিতে এই নোটিশ ঝুলছে : "গুলাগ ৯২ ওআই. এন. ৯০"[১]—এ ছাড়া আর কিছুই নেই সেখানে।'

'আমাদের কিন্তু অতোটা কষ্ট পেতে হয়নি, বরাত কিছুটা ভালো ছিলো আমাদের। আমার ছিলো দ্বিতীয়বারের শাস্তিভোগ, একবার হ'লে দ্বিতীয়বারও আপনিই হ'য়ে যায়। আর সেবারে আমি অন্য এক ধারায়[২]

---

১ GULAG 9২ Y N. 90 : শাস্তি-শিবিরের সাংকেতিক চিহ্ন ; গুপ্ত পুলিশবাহিনীর দ্বারা এই শিবিরগুলি পরিচালিত হ'তো।

২ বোঝা যাচ্ছে গর্ডন ও ডুডোরভ দু'জনেই রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত হয়েছিলো, কিন্তু অপরাধ দণ্ডবিধির কোন ধারায় পড়ে, সেই অনুসারে শাস্তির তারতম্য হ'তো। কঠিনতম শাস্তি পেতো তারা, যারা ৫৮ ধারা অনুযায়ী দণ্ডিত হ'তো—যাদের অপরাধ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য বা ধ্বংসক্রিয়া।

শাস্তি পেয়েছিলাম, তাই ব্যবস্থাও আলাদা হয়েছিলো। ছাড়া পাবার পর আমি আবার কাজে নিযুক্ত হলাম—অধ্যাপনাতেও বাধা হ'লো না—প্রথম-বারেও তা হয়নি। আমার শাস্তিটাও ছিলো সাধারণরকম—তোমার মতো দণ্ডবাহিনীতে ঠেসে দেয়নি।'

'তা শোনো···শুধু ঐ তো ছিলো সেখানে, একটা খুঁটি আর একটা নোটিশ—"গুলাগ ৯২ ওয়াই. এন. ৯০।" খালি হাতে, বরফের মধ্যে আমরা চারাগাছ ভাঙতে লাগলাম, তা দিয়ে বাড়ি তৈরি করবো ব'লে। সেই আমাদের প্রথম কাজ। আর শেষ পর্যন্ত, বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, নিজেদের ক্যাম্প নিজেরাই তৈরি ক'রে ফেললাম আমরা। নিজেদের কয়েদখানা নিজেরাই বানিয়ে নিলাম, বেড়া, পাহারাওলার ঘর, শাস্তি-কুঠুরি—কিছুই বাদ গেলো না। তারপর শুরু করলাম কাঠুরের কাজ, গাছ কাটতে লাগলাম। এবং একটা স্লেজে আটজন ক'রে আমাদের জোতা হ'লো, গলা পর্যন্ত বরফে ডুবে কাঠ টানছি আমরা। অনেকদিন পর্যন্ত জানতে পারিনি যে যুদ্ধ বেধেছে। আমাদের কাছ থেকে গোপন করা হয়েছিলো খবরটা। আর তারপর হঠাৎ ডাক পড়লো। ইচ্ছে করলে দণ্ডপ্রাপ্ত বাহিনীতে যোগ দিয়ে ফ্রণ্ট-লাইনে যেতে পারি, প্রাণ নিয়ে ফিরে এলে ছাড়া পাবো। তারপর? আক্রমণের পর আক্রমণ, মাইলের পর মাইল জুড়ে বৈদ্যুতিক কাঁটাতার, মাইন, কামান, মাসের পর মাস অফুরন্ত গোলাগুলি। মৃত্যু-বাহিনী নাম হয়েছিলো আমাদের, বলতে গেলে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেলো পুরো দলটি—আমি কেমন ক'রে বেঁচে গেলাম তা জানি না। আর তবু—ভেবে ত্থাখো—সেই নরকও কিছু না, কনসেনট্রেসন-ক্যাম্পের ভয়াবহতার তুলনায় তাও স্বর্গ, আর তার কারণ শারীরিক দুঃখকষ্ট ছাড়াও আরো অনেক কিছু।'

'হ্যাঁ, অনেক, অনেক কষ্ট পেয়েছো তুমি!'

'শুধু কাপড় কাচাই নয়, যা-কিছু শেখার আছে সব সেখানে শেখা হ'য়ে যায়।'

'অসাধারণ ব্যাপার, জানো। তোমার বন্দী-জীবনের তুলনাতেই শুধু নয়—তিরিশের যুগের সব-কিছু, এমনকি বই, টাকা, আরামের মধ্যে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখের দিনগুলির তুলনাতেও, এমনকি তারও তুলনায় যুদ্ধ

মনে হয়েছিলো টাটকা বাতাসের মতো, যেন পরিত্রাণের বার্তা, যেন আমাদের নির্মল ক'রে দেবার জন্য ঝড় উঠলো।

'আমার মনে হয় সংঘক্রিয়াটাই'[১] ভুল হয়েছিলো, সফলও হয়নি। সেই ভুল স্বীকার করা হ'লো না, তাই যে-কোনো রকম ভয় দেখিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া হ'লো স্বাধীনভাবে ভাবতে বা বিচার করতে, আর যার অস্তিত্ব নেই তা-ই দেখতে হবে সকলকে, চোখ যা বলছে তার উল্টোটা বিশ্বাস করতে হবে। আর সেইজন্যেই ঘটলো ইয়েজভ সন্ত্রাসের তুলনাহীন নিষ্ঠুরতা, জারি হ'লো এমন এক সংবিধান, যা কখনোই কাজে খাটানো হবে না, আর এমন সব নির্বাচন হ'লো যাতে স্বাধীন ভোটের অধিকার নেই।

'তাই, যখন যুদ্ধ বাধলো তার সত্যিকার বিপদ, সত্যিকার মৃত্যুভয়, সেই মিথ্যার অমানুষিক শক্তির তুলনায় আশীর্বাদের মতো মনে হ'লো, মৃত অক্ষরের মায়াজাল ছিন্ন ক'রে তা যেন স্বস্তি দিলো মানুষকে।

'তোমার মতো যারা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ছিলো শুধু তারাই নয়, নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ এই স্বস্তি অনুভব করেছে, এই যুদ্ধ যেন মুক্তিদাতা— গভীর নিশ্বাস টেনে তার মর্মান্তিক অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সবাই—তাতেই সত্যিকার আনন্দ, সত্যিকার উদ্দীপনা।

'বৈপ্লবিক দশকগুলো যেন একটি শৃঙ্খল রচনা করে, যুদ্ধ তার যোগসূত্র। বিপ্লবের অন্তর্নিহিত কারণগুলি যুদ্ধ বাধলে আর প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে না— তাদের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু ততোদিনে পরোক্ষ কারণগুলির ক্রিয়াকলাপ শুরু হ'য়ে গেছে; আমরা দেখছি ফলের ফল, জাতকের উপজাতক—সব দুঃখের দ্বারা শোধিত, নির্মল, বীরত্বে ভরপুর—মহান, চরম অশ্রুতপূর্ব কর্মের জন্য প্রস্তুত। এই বিস্ময়কর অবিশ্বাস্য গুণগুলিতেই আমাদের সময়কার নীতিধর্ম বিকশিত হয়েছে।

'আর আমি যখন এ-সবের দিকে তাকাই, তখন ক্রিস্টিনার শহীদ-যজ্ঞ, আমাদের ক্ষতি আর আমার নিজের ক্ষতযন্ত্রণা সত্ত্বেও, যুদ্ধের বিপুল রক্তপাত সত্ত্বেও, আমার মন আনন্দে ভ'রে যায়। সেই আত্মবলির আলো—যাতে

---

১ সংঘক্রিয়া = Collectivisation.—অনুবাদকের টীকা।

অর্লেৎসোভার মৃত্যু ও আমাদের সকলের জীবন উদ্ভাসিত—তাতে আমি বল পাই তার মৃত্যুকে সহ্য ক'রে নিতে।

'বেচারা তুমি যখন ঐ সব যন্ত্রণা ভোগ করছো, আমি তখন ছাড়া পেয়েছি। অল্পদিন পরে ইতিহাসের ছাত্রী হ'য়ে ক্রিস্টিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলো। আমি ওকে পড়াতাম। তার আগেই, প্রথমবার জেল থেকে বেরিয়েই, ও যখন বালিকামাত্র, তখনই ওকে লক্ষণীয় ব'লে মনে হয়েছে আমার।—তোমার মনে আছে, ইউরি তখনো বে'চে ছিলো, আমি তোমাদের দু'জনকেই বলেছিলাম ওর কথা।—সেবারে ও আমার ছাত্রী হ'লো।

'এটা সেই সময় যখন ছাত্রমহলে শিক্ষকদের সমালোচনা করার রীতিটা সবেমাত্র প্রচলিত হয়েছে। আমার প্রধান নিন্দুক হ'য়ে উঠলো ক্রিস্টিনা। ওর মধ্যে অতোখানি হিংস্রতা জাগিয়ে তোলার মতো আমি কী করেছিলাম জানি না। মাঝে-মাঝে সে এমন উদ্ধত আর অন্যায় ব্যবহার করতো যে অন্যান্য ছাত্ররা প্রতিবাদ ক'রে আমার পক্ষ নিতো। রসিক ছিলো খুব, "দেয়াল-পত্রিকা"য় মনের সুখে ঠাট্টা করতো আমাকে, এমন সব কাল্পনিক নাম দিতো আমাকে যার অর্থ কারোরই বুঝতে দেরি হ'তো না। আর তারপর হঠাৎ, একেবারে আকস্মিকভাবে, আমি বুঝতে পারলাম যে এই গভীর শত্রুতা আসলে ওর প্রেমেরই ছদ্মবেশ—আমাকে ভালোবাসে ও—প্রবল ও দুর্মর সেই প্রেম, বহুদিন ধ'রেই ভালোবেসেছে, আর আমিও, ওর মনের কথা কিছুই না-জেনে, সেই ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছি।

'যুদ্ধের ঠিক আগে, আর যুদ্ধ যখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে, তখন একচল্লিশ সালে আশ্চর্য এক গ্রীষ্ম আমরা কাটিয়েছিলাম। একদল ছাত্র-ছাত্রীর ওপর হুকুম হয়েছিলো মস্কোর এক শহরতলিতে যাবার জন্য—ক্রিস্টিনা ছিলো তার মধ্যে—আমার বাহিনীরও তখন সেখানেই ছিলো আস্তানা। ওদের সামরিক শিক্ষার পটভূমিকায় গ'ড়ে উঠলো আমাদের বন্ধুতা। শহরতলির গৃহরক্ষীদের বাহিনী তৈরি হচ্ছিলো, ক্রিস্টিনা প্যারাশুটের ব্যবহার শিখছে—মস্কোর বাড়ির ছাদ থেকেই প্রথম জর্মান বোমারু-প্লেনের সংকেত বাজলো, হ'ঠে ফিরে গেলো সেগুলো। তোমাকে বলেছি তো, এই সময়েই আমরা বাগ্‌দত্ত হয়েছিলাম,

কিন্তু বলতে গেলে সঙ্গে-সঙ্গেই বিচ্ছিন্ন হ'তে হ'লো আমাদের, আমার বাহিনীর বদলির হুকুম এলো। আর কখনো ওকে দেখিনি।

'পরে, যখন যুদ্ধের অবস্থা একটু ভালো, জর্মানরা হাজারে-হাজারে ধরা দিচ্ছে, তখন দু'দুবার আহত হবার পর আমাকে বিমান-ধ্বংসী বাহিনী থেকে বদলি করা হ'লো সাত নম্বর স্টাফ-ডিভিশনে, সেখানে ওদের ভাষাবিদের দরকার ছিলো। তখনই তোমাকে পাতাল থেকে উদ্ধার ক'রে আবার বহাল করার ব্যবস্থা করতে পারলাম।

'ধোপানি টানিয়া ছিলো ক্রিস্টিনার বন্ধু। ফ্রন্ট-লাইনে আলাপ হয়েছিলো ওদের। ওর কথা খুব বলে টানিয়া। টানিয়ার হাসি লক্ষ্য করেছো তুমি?—সারা মুখ ভ'রে হাসে, ঠিক ইউরির মতো। একবার ভুলে যাও যে ওর নাক চ্যাপ্টা, গালের হাড় উঁচু—তখনই দেখবে ও রীতিমতো সুশ্রী। ইউরির মতোই রুশ ধরনের চেহারা। দেশ ভ'রে এ-ই দেখা যায়।'

'তুমি কী বলতে চাচ্ছো আমি বুঝেছি। কিন্তু না—আমি কিছু লক্ষ্য করিনি।'

'কী কুৎসিত, বর্বর ওর ডাকনামটা—টানিয়া ফালতু। এটা নিশ্চয়ই ওর পদবী হ'তে পারে না। ওর নামের সঙ্গে এটা জুড়ে গেলো কেমন ক'রে কে জানে।'

'তোমার মনে নেই ও বলেছিলো আমাদের—অজানা মা-বাবার সন্তান ও, যাকে বলে বেজপ্রিজোর্নায়া[১]। "বেজোচেরেড্নায়া"—"ফালতু"—কথাটা হয়তো 'বেজোটচায়া" বা "পিতৃহীনে"র একটা অপভ্রংশ, দূর গ্রামে, সেখানে ভাষার শুদ্ধরূপ এখনো পাওয়া যায়, সেখানে বোধহয় ঐ নামেই ডাকা হ'তো টানিয়াকে—ছেলেবেলায় সেখানেই তো ছিলো সে। তারপর যখন শহরে এলো—সেখানে কথাটার মানে কেউ বুঝলো না, সবই তো সেখানে বিকৃত হ'য়ে যায়—তাই দেখছো লোকের মুখে-মুখে কথাটা কেমন শহুরে আর একেলে হ'য়ে উঠেছে।'

১ Bezprizornaya=অনাথ। নানা সময়ে, বিশেষত ১৯২২ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত, আবার ১৯৩২-এর সংঘক্রিয়ার যুগে, রাশিয়ায় অসংখ্য অনাথ শিশু দেখা গিয়েছিলো: তাদের মা-বাবারা হয় গৃহযুদ্ধে নিহত, নয়তো শত্রুবিনাশ (purge) বা অন্যান্য কারণে অন্তর্হিত। দলে-দলে দেশ ভ'রে ঘুরে বেড়াতো এরা, শাসনব্যবস্থার পক্ষে এটি মস্ত সমস্যা হ'য়ে উঠেছিলো।

৩

এই কথাবার্তা হবার কিছুদিন পরে গর্ডন আর ডুড়োরভ কারাচেভ শহরে এসে পৌছলো ; একেবারে ধূলিসাৎ ক'রে দেওয়া হয়েছে শহরটিকে। এখনো তাদের বাহিনীর পেছনে ছুটছে তারা,কারাচেভে এসে বাহিনীর ল্যাজের দিকের দু'একটা ছুটকো দলের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো তাদের, তারাও প্রধান অংশের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য এগোচ্ছে।

বড্ড গরম পড়েছে এ-বছর ; প্রায় একমাস ধ'রে আবহাওয়া শান্ত, একটানা রোদ্দুর চলছে। নীল, নির্মেঘ আকাশের তলায় ঘামতে-ঘামতে ওরেল আর ব্রিয়ানস্কের মধ্যবর্তী ব্রিয়ান্‌শ্চিনার উর্বর মাটি রোদে পুড়ে কফি-চকোলেটের মতো বাদামি হ'য়ে গিয়েছে।

শহরের মধ্য দিয়ে সোজা বেরিয়ে বড়ো রাস্তাটি হাই-ওয়েতে পড়েছে। তার একদিকের সবগুলি বাড়ি বারুদে উড়ে গেছে—প'ড়ে আছে ইট-সুরকির স্তূপ , যে-সব বাগিচা মাটির মধ্যে মিশে গেছে তাদের উপড়ে-তোলা, পুড়ে-যাওয়া, টুকরো-হ'য়ে-যাওয়া গাছগুলো এই ধ্বংসস্তূপকে ঘিরে ধরেছে। অন্যদিকের পোড়ো জমিতে বোধহয় কখনোই বাড়ি তোলা হয়নি ; আগুন আর ধ্বংসের হাত থেকে অনেকটাই রেহাই পেয়েছে তারা, কেননা ধ্বংস করার মতো কিছুই ছিলো না।

যে-দিকটায় এক সময়ে বাড়িঘর ছিলো সেখানে গৃহহীন অধিবাসীরা তখনো ধিকিধিকি জলন্ত ছাইয়ের মধ্যে ধ্বংসস্তূপের এখানে-ওখানে আঁতিপাঁতি ক'রে খুঁজে যা পাচ্ছে তাই বের ক'রে এক জায়গায় জড়ো ক'রে রাখছে। অন্যেরা চটপট তখনকার জন্য থাকবার মতো ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে, ঘাসের চাপড়া কেটে নিচ্ছে তার ছাউনি করবে ব'লে।

রাস্তার ওপারের পোড়ো জমি শাদা হ'য়ে আছে তাঁবুতে, ভিড় ক'রে আছে সাহায্যকারী বাহিনীর লরি আর ঘোড়ায় টানা গাড়ি—মূল ইউনিট থেকে বিচ্ছিন্ন-হওয়া ফীল্ড-অ্যাম্বুলেন্স, দপ্তর ও ডিপোর ছোটো-ছোটো শাখা—সব হারিয়ে গিয়ে, মিশে গিয়ে যেন নিজেদেরই খুঁজে নেবার চেষ্টা করছে। আর এখানেও সংযোজক বাহিনীর রোগা পলকা ছেলেগুলো—আমাশায় রক্তহীন মেটে রঙের মুখ তাদের, মাথায় ছাইরঙা টুপি, ভারি, গুটোনো কোট

পিঠে ফেলে, আবার পশ্চিম দিকে হাঁটতে শুরু করার আগে অল্প কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

ধ্ব'সে-পড়া, উড়ে-যাওয়া এই শহরের অর্ধেকটাই পুড়ছে তখনো, দূরে-দূরে বিস্ফোরণ হচ্ছে, যে-সব মাইন দেরিতে কাজ করে সেগুলো ফাটছে এখনও পর্যন্ত। জমি খুঁড়তে-খুঁড়তে লোকেরা মাঝে-মাঝেই চমকে উঠছে, পায়ের তলায় মাটি কেঁপে উঠছে তাদের ; পিঠ সোজা ক'রে কোদালে ভর দিয়ে দেখছে সেই দিকটাতে, যেখানে বিস্ফোরণ ঘটলো।

ধূসর, কালো আর ইটের মতো লাল হ'য়ে সেখানে উঠছে ধোঁয়া, আগুন আর কুচি-কুচি পাথরের মেঘ, প্রথমে ফোয়ারার মতো আকৃতি নিয়ে, তারপর অলসভাবে, যেন ভারি হ'য়ে জঞ্জাল উঠছে নিচে থেকে, তারপর পাখার মতো ছড়িয়ে প'ড়ে অবশেষে মাটির ওপরে প'ড়ে গেলো। এর পরে আবার লোকেরা মাটি খুঁড়তে লেগে যাচ্ছে।

এই ধ্বংসাবশেষের উল্টো দিকে পোড়ো জমিগুলোর মধ্যে একটা মাঠ দেখা যাচ্ছে, ঝোপের বেড়া ঘিরে আছে সেটিকে, মস্ত একটা ডাল-পালা-ছড়ানো গাছের ছায়া পড়েছে সেখানে। গাছের ছায়ায়, বেড়ার বেষ্টনে, মাঠটিকে মনে হচ্ছে যেন অবশিষ্ট পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, শীতল, গোপন, আচ্ছাদিত, সান্দ্র একটি উঠোন।

এখানে টানিয়া, সেই ধোপানি, গর্ডন, ডুডোরভ ও তার রেজিমেন্টের আরো কয়েকজন লোকের সঙ্গে সকাল থেকে অপেক্ষা করছে—তাকে নিতে যে-লরিটি পাঠানো হয়েছে, তার জন্য। মাঠের ওপর প'ড়ে আছে অনেকগুলো ঝুড়ি-ভর্তি কাচা কাপড়-জামা—টানিয়ার ওপর ভার সেগুলোর—একটার মাথায় আর-একটাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। টানিয়া যথোচিত লক্ষ্য রাখছে তাদের ওপর, এক পা-ও নড়ছে না, অন্য সকলেও সেই স্তূপের দিকে নজর রাখছে—পাছে লরিতে যাবার সুযোগ হারায়, সেই ভয়ে।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করছে তারা, পাঁচ ঘণ্টা হ'য়ে গেলো। আর-কিছু করার নেই ব'লে তারা ধোপানির কথাই মন দিয়ে শুনছে ; জীবনে অনেক দেখেছে সে, আর কথাও বলতে পারে অনর্গল। সে-মুহূর্তে সে বলছিলো কী-ভাবে মেজর-জেনারেল জিভাগোর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো তার।

'সত্যিই দেখেছি আমি, গতকাল দেখেছি তাঁকে। আমাকে ওরা ধ'রে নিয়ে গেলো জেনারেলের কাছে, স্বয়ং মেজর-জেনারেল জ়িভাগো। উনি এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ক্রিস্টিনার কথা জানতে চান তিনি, ওর বিষয়ে অনেক-কিছু জিজ্ঞেস করছিলেন। যারা ওকে স্বচক্ষে দেখেছে তাদের দেখতে চাইলেন উনি। সবাই তাই আমার কথা বললো ওঁকে। বললো, আমরা বন্ধু ছিলাম। উনি ওদের বললেন আমাকে ওঁর কাছে নিয়ে যেতে। তাই ওরা ধ'রে নিয়ে গেলো আমায়। ওঁকে দেখে তো কিছু ভয়-ডর লাগলো না আমার, আলাদা কিছু তো নন, আর পাঁচজনেরই মতো। চোখ দুটো চেরা, চুল কালো। যাক, আমি যা জানি তা বললাম ওঁকে। আমার সব কথা শুনে ধন্যবাদ জানালেন। "আর তুমি কে?" জিজ্ঞেস করলেন আমাকে। "কোত্থেকে আসছো?" আমি তো আর ওঁকে সব কথা বলতে পারি না। জাঁক করার মতো কী-ই বা আছে আমার। আমি হলাম এক বেজ্‌প্রিজোর্নায়া—জানেনই তো তার ব্যাপার কী-রকম, বাচ্চাদের এক জেল থেকে আর-এক জেলখানায় ঘুরে বেড়িয়েছি—কোথাও স্থিতি নেই। কিন্তু উনি আমাকে ছাড়বেন না। "বলো না। লজ্জা কোরো না। লজ্জার কী আছে?" প্রথমে দু'একটা কথা বললাম, লজ্জা করছিলো, তারপর আর-একটু বেশি বললাম, আর উনি সমানে এমনভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন যেন বলছেন, "বলো, বলো," আমারও তাই সাহস বেড়ে গেলো। আর এও সত্যি যে অনেক কথা বলবার আছে আমার। আপনাদের বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, বলবেন, "গুল চালাচ্ছে।" ওঁর বেলাতেও তাই হ'লো। আমার কথা শেষ হ'লে উনি উঠে দাঁড়িয়ে ঘরটার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত পাইচারি করতে লাগলেন। "হা ঈশ্বর," বললেন উনি। "কী অদ্ভুত ব্যাপার। শোনো, টানিয়া," উনি বললেন, "এখন আমার সময় নেই, কিন্তু তোমাকে আবার খুঁজে বের করবো আমি, সে-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, তোমাকে আবার ডেকে পাঠাবো। কখনো ভাবিনি এমন কথা শুনবো। যেয়ো না, আরো কথা আছে," বললেন উনি, "দু'একটা কথা পরিষ্কার ক'রে নিতে চাই। আর তারপর, কে জানে, আমি হয়তো তোমার কাকা হ'য়ে বসতে পারি, আর তুমি ব'নে যেতে পারো জেনারেলের

ভাইঝি। "তোমাকে কলেজে পড়াবো আমি," উনি বললেন, "তোমাকে লেখাপড়া শেখাবো। যেখানে ইচ্ছে তোমার, সেখানেই পড়বে।" ঠাকুরের দিব্যি, ঠিক এই কথাই বললেন উনি। এমন হাসাতে আর খ্যাপাতে পারেন।'

সেই মুহূর্তে একটি লম্বা খালি গাড়ি মাঠে এসে ঢুকলো, গাড়িটার দুই ধার উঁচু—খড় নেবার জন্য যেমন গাড়ি ব্যবহৃত হয় পোল্যাণ্ডে আর পশ্চিম রাশিয়ায়। গাড়ির ঘোড়া দুটোকে চালিয়ে আনছে অশ্বযান-বাহিনীর একজন সৈন্য, আগেকার দিনে তাকে হয়তো ঘেসেড়ে গাড়োয়ান বলা হ'তো। ঘোড়ার রাশ টেনে আসন থেকে লাফিয়ে পড়লো সে, তারপর গাড়ি খুলতে শুরু করলো। টানিয়া আর দু'একজন সৈন্য বাদে অন্য সকলে তাকে ঘিরে ধরলো, মিনতি করতে লাগলো তাদের যার-যার গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য, সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্য এও জানিয়ে দিলে যে তাতে তার লাভ বই লোকসান হবে না। কিন্তু গাড়োয়ান রাজি হ'লো না, বললো যে হুকুমের বাইরে গাড়ি চালাবার কোনো ক্ষমতাই তার নেই। ঘোড়া দুটোকে এগিয়ে নিয়ে গেলো সে, তাকে আর দেখা গেলো না।

টানিয়া, আর অন্য যারা এতোক্ষণ মাটিতে ব'সে ছিলো, এবারে মাঠের মধ্যে ফেলে-রাখা শূন্য গাড়িটায় উঠে বসলো তারা। গাড়ি আসাতে, আর গাড়োয়ানের সঙ্গে বচসার ফলে যে-আলাপে বাধা পড়েছিলো, তা আবার শুরু হ'লো তাদের।

'তুমি কী বলেছিলে জেনারেলকে?' জিজ্ঞেস করলো গর্ডন। 'পারো তো আমাদেরও বলো না।'

তখন টানিয়া তার ভীষণ কাহিনী তাদের শোনালো।

৪

'হ্যাঁ, সত্যি অনেক-কিছু বলবার আছে আমার। সবাই বলে আমার নাকি বড়ো ঘরে জন্ম। আমি জানি না কথাটা কেউ আমাকে বলেছে কিনা, না কি আমি নিজের মনেই ভেবে নিয়েছি। কিন্তু শুনেছি আমার মা ছিলেন

রায়িসা কমারোভা, রুশ মন্ত্রী কমরেড কমারোভের স্ত্রী ; কমরেড কমারোভ—যিনি শাদা মঙ্গোলিয়ায় লুকিয়ে ছিলেন। কিন্তু ইনি নাকি আসলে আমার বাবা নন। অবশ্য আমি লেখাপড়া শিখিনি, মা-বাবাকে দেখিনি কখনো, অনাথ আশ্রমে বড়ো হয়েছি। আমার কথা শুনে হয়তো হাসি পাবে আপনাদের, কিন্তু যা আমি জানি তা-ই তো আমি বলবো, আমার জায়গায় নিজেদের বসালে হয়তো বুঝতে পারবেন।

'ক্রুশিৎসি ছাড়িয়ে, কসাক-দেশের ওপারে, যেখানে সাইবেরিয়ার শেষ, সেই চীন সীমান্তের কাছাকাছি এ-সব ঘটেছিলো। যখন আমরা, মানে লালেরা, শাদাদের বড়ো ঘাঁটির শহরে গিয়ে পৌছলাম, তখন ঐ মন্ত্রী কমারোভ, উনি আমার মা-কে একটা স্পেশাল ট্রেনে তুলে দিলেন—সারা সংসার চাপিয়ে দিলেন তাঁর ওপর—হুকুম দিলেন চ'লে যাবার। ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন আমার মা, ওঁকে ছাড়া এক পা নড়ারও সাহস ছিলো না তাঁর।

'কিন্তু আমার কথা উনি জানতেন না, কমারোভ জানতেন না আরকি। আমি যে আছি তাই জানেন না তিনি। একবার যখন অনেকদিনের জন্য ওঁদের ছাড়াছাড়ি হয়, তখন জন্মেছিলাম আমি, মা ভয়ে ম'রে যাচ্ছিলেন পাছে কেউ কমারোভকে ব'লে দেয়। ছেলেপুলে ঘেন্না করে কমারোভ—চোখে দেখলে চীৎকার ক'রে মেঝেতে পা ঠোকে। নোংরা, বিচ্ছিরি, ঝামেলা সহ্য হয় না আমার—এই ব'লে চ্যাচাতেন উনি।

'যাই হোক, যা বলছিলাম, লালেরা যখন শহরে ঢুকতে লাগলো মা তখন নাগর্নায়া স্টেশনে লোক পাঠালো মারফাকে ডেকে আনতে—সিগনালওয়ালি মারফা। শহর থেকে তিন স্টেশন দূরে জায়গাটা। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি আপনাদের। প্রথমে হ'লো নিজোভায়া—একেবারে নিচের দিকে ঢালুতে। তারপর নাগর্নায়া, একেবারে পাহাড়ের মাথায়, আর তারপর পাহাড়ের মধ্যে স্যামসন-পথ। এখন বুঝতে পারছি মা কী ক'রে ঐ সিগনালওয়ালিকে চিনতেন। মনে হয় ঐ সিগনালওয়ালি মারফা, শহরে দুধ, সব্জি বেচতে আসতো। হ্যাঁ, ঐ ভাবেই চেনাশুনো হয়েছিলো।

'আমার মনে হয় কিছু-একটা ব্যাপার আছে যা আমি জানি না। ওরা

বোধহয় মাকে ঠকিয়েছিলো, সত্যি কথা বলেনি। ভগবান জানেন কী বলেছিলো আমার মাকে, বোধহয় বলেছিলো অল্প দিনের জন্য, মাত্র একদিন কি দু'দিনের জন্য, যতোদিন না গোলমাল মিটে সব ঠাণ্ডা হয়। জন্মের মতো যে আমাকে পরের বাড়িতে চ'লে যেতে হবে সে-কথা নিশ্চয়ই বলেনি। পরের বাড়িতে মানুষ হ'তে হবে আমাকে। মা কি আর আপন সন্তানকে ঐ ভাবে বিসর্জন দিতে পারতেন!

'যাক, জানেনই তো বাচ্চাদের কেমন ক'রে ভোলানো হয়। "মাসিমার কাছে যাও তো মণি, মণ্ডা দেবে তোমাকে, ভালো মাসি, মাসিকে কি ভয় পেতে আছে!" পরে কেমন চোখের জলে ভেসে গিয়েছিলাম, সেই বাচ্চা বয়সে কী-রকম কষ্ট আমাকে কুরে-কুরে খেয়েছে—সে-সব কথা বলতে শুরু না-করাই ভালো। গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করতো, সেই বাচ্চা বয়সে আমি যেন পাগল হ'য়ে যাচ্ছিলাম, সেই সময়ে ঐ অবস্থা ছিলো আমার। মারফা-মাসি বোধহয় আমাকে রাখার জন্য টাকা পেয়েছিলো, অনেক টাকা।

'সিগনাল-থামের লাগোয়া খেত-খামার ওদের—একটা গোরু, একটা ঘোড়া, নানা জাতের মুরগি, তাছাড়া মস্ত সব্জি-খেত—সেখানে যতো ইচ্ছে জমি পাওয়া যায়, কোনো খাজনাও লাগে না—আর রেল-লাইনের ধার ঘেঁষে একটা সরকারি বাড়ি। দেশ থেকে যখন ট্রেন আসে, তখন পাহাড়ে প্রায় উঠতেই পারে না, এতো খাড়াই সেখানটা, কিন্তু যখন আপনাদের দিকে থেকে, রাশিয়া থেকে আসে তখন এতো জোরে নামে যে ব্রেক কষতে হয়। হেমন্তকালে বন যখন পাৎলা হ'য়ে আসে, তখন অনেক নিচে নিজোভায়া স্টেশনটিকে থালার মতো দেখা যায়।

'মারফ'-মাসির স্বামী ভাসিয়া মেসোকেই আমি বাপি ডাকতাম—চাষার ঘরে ঐ রকম ডাকে, জানেন তো। ভালো মানুষ ছিলেন, দিব্যি হাসিখুশি, কিন্তু বড়ো বেশি বিশ্বাস করতেন অন্যদের—নেশা করলে তো কথাই নেই। তাঁর হাঁড়ির খবর সব না জানতো এমন কেউ ছিলো না। চেনা-অচেনা যার সঙ্গেই দেখা হয় তার কাছেই প্রাণের সব কথা খুলে বলে সে।

'কিন্তু ঐ সিগনালওয়ালিকে আমি কখনো মা ব'লে ডাকিনি। নিজের মাকে ভুলতে পারিনি ব'লেই, না কি অন্য কোনো কারণে তা জানি না;

সে কিন্তু সত্যিই বড়ো সাংঘাতিক লোক ছিলো। সত্যি সাংঘাতিক। তাই আমি ওকে মারফা-মাসি ব'লে ডাকতাম।

'দিন কাটে, বছর কেটে যায়, কতো বছর কেটে গেলো তার হিসেব জানি না। ততোদিনে ছুটে-ছুটে ট্রেনের নিশেন দেখাতে শিখেছি আমি, শিখেছি গোরু ঘরে আনতে, ঘোড়ার জোয়াল খুলে দিতে। মারফা-মাসি আমায় সুতো কাটতে শিখিয়েছে—আর ঘরের কাজ যে সবই করি তা না-বললেও চলে। ঝাঁটপাট করা, ঘর গুছোনো, অল্পস্বল্প রান্না—এ-সব আমার কাছে কিছুই না, সবই করি আমি। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম পেটিয়ার দেখাশোনার ভারও আমার ওপর। আমাদের পেটিয়ার পা দুটো শুকিয়ে গিয়েছিলো, তার বয়স তিন, কিন্তু একেবারেই হাঁটতে পারে না, আমিই তাকে কোলে-কাঁখে নিয়ে ব'য়ে বেড়াই। কতোদিন আগেকার কথা, কিন্তু এখনো আমার মনে পড়ে আমার মজবুত পা দুটোর দিকে মারফা-মাসি কেমন ট্যারা চোখে তাকাতো—আমার গা শিউরে ওঠে সে-কথা ভাবলে—যেন বলতে চায়, "আমার পেটিয়ার বদলে তোর পা দুটো কেন শুকিয়ে গেলো না, আবাগি"—যেন আমিই ছেলেটাকে ডাইনি-মন্তর দিয়েছি! ভাবতে পারেন যে পৃথিবীতে এমন হিংসুক আর অশিক্ষিত লোকও হয়?

'কিন্তু এখন যা বলি শুনুন। পরে যা ঘটলো তার তুলনায় এ-সব কিছুই না। আপনারা অবাক হ'য়ে যাবেন।

'নেপ-এর [১] সময়ে এক হাজার রুবলের দাম হ'লো এক কোপেকের সমান। ভাসিয়া-মেসো নিজোভায়াতে গিয়ে একটা গোরু বিক্রি ক'রে দুই বস্তা বোঝাই টাকা পেলো।—কেরেন্স্কি বলা হ'তো—না, ভুল বলেছি—পাতিলেবু[২]—ঐ টাকাকে তা-ই বলা হচ্ছে ততোদিনে। খুব মদ খেয়ে চুর হ'লো ভাসিয়া-মেসো, নাগর্নায়াতে সকলকে ব'লে বেড়াতে লাগলো সে কতো বড়োলোক হয়েছে।

'মনে পড়ছে, সেটা ছিলো হেমন্তকাল, সেদিন খুব হাওয়া দিচ্ছে। বাড়ির

---

১ NEP : নতুন অর্থনৈতিক বিধান। ৬৫৬ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।—অনুবাদকের টীকা।

২ ১৯২১-২২ সালের চরম মুদ্রাস্ফীতির সময় দশ লক্ষ রুবলের নোটকে চলতি বুলিতে 'পাতিলেবু' বলা হ'তো।

ছাদ যেন ছিঁড়ে ফেলছে বাতাস, টাল সামলানো যাচ্ছে না, আর উল্টো দিকে হাওয়া বইছিলো ব'লে পাহাড়ের ওপর এঞ্জিন তোলা যাচ্ছে না। হঠাৎ আমি দেখলাম পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসছে এক ভিখিরি বুড়ি, বাতাসে তার জামা টেনে ধরেছে, উড়িয়ে নিচ্ছে তার মাথার রুমাল।

'হাঁটতে-হাঁটতে সে গোঙাচ্ছে আর পেট চেপে ধরছে মাঝে-মাঝে। তাকে ভেতরে নিয়ে যাবার জন্য কাকুতি করলো সে; আমরা তাকে বেঞ্চির ওপর শুইয়ে দিলাম। "ওঃ, পারি না," সে চ্যাঁচাতে লাগলো, "আর সইতে পারি না, আর পারি না, পেটে আমার আগুন জ্বলছে, মরণ ডাক দিয়েছে আমাকে। যীশুর দোহাই," সে বললে, "আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাও তোমরা, যতো টাকা চাও দেবো।" তা বাপি তখন উডালয়কে গাড়িতে জুতে নিলো—ঘোড়াটার নাম উডালয়—বুড়িকে গাড়িতে তুলে পনেরো ভের্স্ট[১] দূরে হাসপাতালে নিয়ে গেলো।

'খানিকক্ষণ পরে আমরা শুতে গেছি, আমি আর মারফা-মাসি, এমন সময় বাইরে উডালয়ের ডাক আর উঠোনে গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম। বাপির ফেরার পক্ষে একটু শিগগির ব'লে মনে হ'লো। যাই হোক, মারফা-মাসি আলো জ্বাললো, জামা প'রে নিয়ে, বাবি ধাক্কা দেবার আগেই দরজা খুলে দিলো।

'দিলো বটে, কিন্তু দরজার বাইরে যে দাঁড়িয়ে ছিলো সে বাপি নয়, ভীষণ, কালো, অচেনা এক মানুষ। "দেখাও," তক্ষুনি কথা বললো লোকটা, "গোরু বেচে যা পেয়েছো সেই টাকা কোথায় দেখাও। তোমার বুড়োটাকে বনের মধ্যে খুন করেছি আমি," সে বললে, "কিন্তু তুমি মেয়েমানুষ, তোমাকে প্রাণে মারবো না, যদি টাকা কোথায় আছে তা ব'লে দাও। যদি না বলো তাহ'লে কী হবে তা তো বুঝতেই পারছো। যা হবে তোমার দোষেই হবে, মনে রেখো। দেরি কোরো না—সবুর করার মতো সময় নেই আমার—শিগগির!"

'হা ভগবান, সে কী অবস্থা আমাদের—কমরেড, ঐ অবস্থায় নিজেদের একবার বসিয়ে দেখুন। সর্বাঙ্গে থরথর ক'রে কাঁপছি আমরা, ভয়ে আধ-মরা

[১] verst (রুশ versta)—৩,৫০০ ফুট।—অনুবাদকের টীকা

হ'য়ে গেছি, একটা আওয়াজ বেরোয় না গলা দিয়ে—কী সব ভয়ংকর কাণ্ড! ভাসিয়া-মেসো খুন হয়েছে—লোকটা নিজেই বলছে যে কুড়ুল দিয়ে শেষ করেছে তাকে—সেই লোকটার সঙ্গেই এখন একা আছি আমরা—ডাকাত পড়েছে বাড়িতে—খুনে ডাকাত—হ্যাঁ, লোকটা যে খুনে তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

'আমার মনে হয় ঠিক তখনই মারফা-মাসি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলো, স্বামীর শোকে কী-রকম কাতর, অথচ কিছুই বলতে পারছে না—তাইতেই বোধহয় পাগল হ'য়ে গেলো।

'তা মারফা-মাসি প্রথম তো লোকটার পায়ে পড়লো। "দয়া করো আমাকে," বলতে লাগলো সে, "আমাকে মেরো না, আমি কিছুই জানি না, কোনো টাকার কথা অমি কখনো শুনিনি, কোন টাকার কথা তুমি বলছো তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!" কিন্তু ও-কথায় ভোলবার পাত্র সে নয়, শয়তানটা কি অতোই বোকা! "ঠিক আছে," মারফা মাসি বললে, "টাকাটা আছে ঘরের তলার ভাঁড়ারে। আমি ঝাঁপ খুলে দিচ্ছি।" কিন্তু লোকটা চালাকি ধ'রে ফেললো। "না, তুমি নিচে নামো, তুমি পথ চেনো, তুমি নিয়ে এসো। তুমি ভাড়ারেই নামো আর ছাদেই চড়ো তাতে আমার কিছু এসে যায় না, আমার টাকা পেলেই হ'লো। শুধু মনে রেখো, ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেছো কি মরেছো, বোকা বনবার পাত্তর আমি নই।"

'তখন মারফা-মাসি তাকে বললে: "হা ঈশ্বর, এ-রকম সন্দেহ তোমার কেন হচ্ছে জানি না। নিচে গিয়ে আমিই টাকা নিয়ে আসতাম—নিশ্চয়ই আনতাম—কিন্তু আমার পায়ে বাত, সিঁড়ি বেয়ে নামতে পারি না ঠিকমতো। আমি সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে তোমার জন্য আলো ধরছি। ভেবো না, আমার মেয়েকেও আমি তোমার সঙ্গে নিচে পাঠাবো," বললে মারফা-মাসি। "মেয়ে" মানে আমি।

'শুনুন কমরেডরা, ও-কথা শুনে আমার অবস্থাটা যে কী হ'লো তা কি ভাবতে পারেন আপনারা? এই আমার শেষ, আমি ভাবলাম, চোখের সামনে সব অন্ধকার হ'য়ে গেলো, পায়ের ওপর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না যেন, মনে হচ্ছিলো প'ড়ে যাবো।

'কিন্তু ঐ শয়তানটা, ওর নজর কিছুই এড়ায় না—একবার মাসির দিকে,

একবার আমার দিকে তাকিয়ে বিকট বাঁকা ক'রে হাসলো—যেন বলতে চাচ্ছে, "সব বুঝি আমি, আমাকে ঠকাতে পারবে না।" ও বুঝে নিলো যে মারফা-মাসির পেটের সন্তান নই আমি, তার কাছে আমার দাম কানাকড়িও নয়—তাই লোকটা করলে কী—ছোঁ মেরে পেটিয়াকে এক হাতে ধ'রে অন্য হাতে ঝাঁপ খুললো ভাঁড়ারের। "আলো দেখাও আমাদের," এই ব'লে সে নেমে গেলো নিচে—সিঁড়ি বেয়ে মাটির তলায় চ'লে গেলো পেটিয়াকে নিয়ে।

'তার আগেই পাগল হ'য়ে গেছে মারফা-মাসি, কিচ্ছু বুঝতে পারছিলো না—একেবারে বদ্ধ পাগল। ছোট্টো পেটিয়াকে নিয়ে লোকটা যেই নিচে নেমে গেলো অমনি দুম ক'রে ঝাঁপ বন্ধ ক'রে চাবি লাগিয়ে তার ওপর একটা ভারি ট্রাঙ্ক টেনে আনতে লাগলো আর মাথা ঝেঁকে-ঝেঁকে আমাকে ডাকতে লাগলো ঐ বিষম ভারি ট্রাঙ্কটা ধরার জন্য। ঠিক জায়গামতো ট্রাঙ্কটা বসিয়ে তার ওপর চেপে ব'সে আহ্লাদে গ'লে যেতে লাগলো সে, একেবারে বদ্ধ পাগল। সেখানে ও বসতে-না-বসতেই ডাকাতটা চীৎকার ক'রে মেঝের ওপর ধাক্কাতে শুরু করলো, কী বলছিলো বোঝা যাচ্ছিলো না, পুরু কাঠ ছিলো মেঝেতে, কিন্তু তার গলার আওয়াজে বোঝা যাচ্ছিলো যে তাকে বেরিয়ে আসতে না-দিলে সে পেটিয়াকে খুন করবে। আমাদের ভয় দেখাবার জন্য বুনো জানোয়ারের চাইতেও ভীষণ গলায় চীৎকার করছিলো লোকটা। "এবার তোমার পেটিয়াও গেলো," লোকটা চ্যাঁচালো, কিন্তু মারফা-মাসি কিছুই বুঝতে পারছিলো না, হাসছিলো, আর চোখ টিপছিলো আমার দিকে চেয়ে, যেন বলতে চায়: 'প্রাণের সুখে চ্যাঁচাক, আমি ট্রাঙ্কের ওপর গ্যাঁট হ'য়ে ব'সে আছি, আর চাবিও আমার হাতেই।" আমি যা পারি করলাম, মাসির কানের কাছে চীৎকার ক'রে বললাম যে ভাঁড়ারের ঝাঁপ খুলে দিতেই হবে, পেটিয়াকে বাঁচানোই চাই, ট্রাঙ্কের ওপর থেকে তাকে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না, আমার চাইতে মাসির গায়ে জোর অনেক বেশি, আর কোনো কথাই সে কানে নিচ্ছে না।

'এদিকে লোকটা তো ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে চলেছে মেঝের ওপর, সময় কেটে যাচ্ছে, আর মারফা-মাসি সেখানেই ব'সে-ব'সে চোখ মটকাচ্ছে, কোনো আওয়াজই কানে যাচ্ছে না তার।

'তা খানিকক্ষণ পরে—ঈশ্বর, হা ঈশ্বর, কী যে আমি না দেখেছি এ-জীবনে, কী না সহ্য করেছি—কিন্তু ও-রকম বিভীষিকা আর দেখবো না। যতোদিন বেঁচে আছি শুনতে পাবো পেটিয়ার সেই ছোট্টো গলা—ছোট্টো পেটিয়া মাটির তলায় কী তার আর্তনাদ, সেই নিষ্পাপ শিশুকে যমদূতটা দাঁতে কামড়ে-কামড়ে মেরে ফেললো।

'এখন আমি কী করি, এখন আমি কী করি এই পাগলি বুড়ি আর খুনেটাকে নিয়ে—কী করি আমি! এদিকে সময় কেটে যাচ্ছে, এ-কথা ভাবার সঙ্গে-সঙ্গেই বাইরে উডালয়ের ডাক শুনলাম; উঠোনে অতোক্ষণ গাড়িতে জোতা অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলো সে। হ্যা, এই তো ঠিক হয়েছে। উডালয় ডেকে-ডেকে যেন এই কথা বলতে চাইছিলো: "চলো আমরা তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাই, টানিয়া, লোকজন ডেকে আনি।" জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখলাম ভোর হ'য়ে আসছে। "ঠিক আছে," আমি ভাবলাম, "তুমি কী ভালো, উডালয়, এই কথাটা মনে করিয়ে দিলে আমাকে। তা-ই হোক। চলো যাই আমরা।" কিন্তু এ-কথা ভাবতে-না-ভাবতে আবার ডাক শুনলাম যেন বনের মধ্যে থেকে: "দাঁড়াও, তাড়াহুড়ো কোরো না, টানিয়া, আমরা অন্য উপায়ে কাজ হাসিল করবো।" আবার বুঝতে পারলাম বনে আমি একা নই। নিচে একটা এঞ্জিনের বাঁশি বাজলো, ঠিক আমাদের বাড়ির উঠোনে মোরগের ডাকের মতো। বাঁশির শব্দে এঞ্জিনটাকে চিনতে পারলাম, নাগর্নায়ার কাছে এসে দাঁড়ায় একটু—লোকেরা ওর নাম দিয়েছে মহাজন—পাহাড়ের ওপর দিয়ে মালগাড়িগুলোকে টেনে তোলে। যে-ট্রেনটা যাচ্ছে তাতে মালগাড়ি যাত্রী-গাড়ি দু'ই আছে, রোজ রাত্রে ও-রকম সময়ে যায় ওটা। আমার এই চেনা এঞ্জিনের আওয়াজ শুনলাম আমি, নিচে থেকে যেন ডাকছে আমাকে। শুনতে-শুনতে বুকের ভেতরটা লাফিয়ে উঠলো। মারফা-মাসির মতো আমারও কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেলো, নয়তো সব পশু আর বোবা এঞ্জিন সোজা রুশিতে আমার সঙ্গে কথা বলছে কেমন ক'রে?

'যাক, ভেবে লাভ নেই, ট্রেন এগিয়ে আসছে, ভাববার আর সময় কোথায়? লণ্ঠনটা আঁকড়ে ধ'রে—তখনো ভালো ক'রে আলো ফোটেনি—

পাগলের মতো ছুটলাম রেল-লাইনের দিকে, লাইনের ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে ওপরে-নিচে আলো দোলাতে লাগলাম।

'আর বেশি কী বলবার আছে? ট্রেন থামালাম, বাতাসের জন্য আস্তে-আস্তে যাচ্ছিলো ট্রেনটা, ভগবানকে ধন্যবাদ সেজন্য, পায়ে হেঁটে চলছিলো বলা যায়। থামালাম, ড্রাইভার আমাকে চিনতো, তার কামরার জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে কী যেন বললো, বাতাসের জন্য শুনতে পেলাম না। চেঁচিয়ে বললাম যে সিগনাল-ঘরে ডাকাত পড়েছে, খুন হয়েছে, লুট হয়েছে, বাড়িতে ডাকাত, সাহায্য চাই কমরেড খুড়ো, এক্ষুনি সাহায্য চাই। আর আমি যতোক্ষণে এ-সব বলছি ততোক্ষণে লাল ফৌজের দল ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েছে একের পর এক—ওটা ছিলো পল্টনের ট্রেন—হ্যাঁ তা-ই—একে-একে সব লাফিয়ে পড়লো লাইনের ওপর। "কী হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো ওরা; নিশুতি রাতে বনের মধ্যে খাড়া পাহাড়ের গায়ে হঠাৎ গাড়ি দাঁড়ালোই বা কেন আর থেমেই বা আছে কেন, কিছুই তারা বুঝতে পারছিলো না। সব ঘটনা শুনে ভাঁড়ারের ভেতর থেকে ডাকাতটাকে ওরা টেনে বের করলে, পেটিয়ার চাইতেও সরু গলায় তখন চিঁ-চিঁ করছে লোকটা 'দয়া করো, দোহাই তোমাদের," বলছিলো সে, "আমাকে প্রাণে মেরো না ভাই সব, আর কখনো এমন কাজ করবো না।" কিন্তু আইনের দায়িত্বটা ওরা নিজের হাতেই নিয়ে নিলে। টানতে-টানতে লোকটাকে লাইনের ওপর এনে ফেললো, হাত-পাগুলো ক'ষে বেঁধে নিলো লাইনের সঙ্গে, তারপর ট্রেনটাকে তার ওপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেলো।

'জামা-কাপড় আনার জন্যও আর বাড়ি ফিরলাম না আমি, এমন ভয় পেয়েছিলাম। আমাকে ট্রেনে ক'রে নিয়ে যেতে বললাম ওদের, ওরা তুলে নিলো আমাকে, ব্যস, চললাম। এর পরে আমি শুধু ঘুরে বেড়িয়েছি বেজপ্রিজোর্নিদের সঙ্গে—রাশিয়ার অর্ধেক ভ'রে, আর অন্যান্য দেশেও—কোথায় না গিয়েছি জানি না। বাড়িয়ে বলছি না একটুও। ছেলেবেলার সেই রাশিরাশি দুঃখের পর কী সুখ, কী মুক্তিই না পেলাম! তবে এও বলবো যে সেখানেও অনেক পাপ দেখেছি, দুঃখও কম পাইনি। কিন্তু সে-সব পরের কথা, অন্য এক সময়ে বলবো।...যে-রাত্তিরের কথা বলছিলাম—একজন

রেল-কর্মচারী ট্রেন থেকে নেমে ঐ বাড়িটাতে গেলেন সরকারি সম্পত্তি বুঝে নেবার জন্য, আর মারফা-মাসির কী ব্যবস্থা করা যায়, তাও তাঁকে ঠিক ক'রে দিতে হবে। কেউ-কেউ বলে মাসি আর ভালো হয়নি, পাগলা-গারদেই মারা গেছে, আবার এও শুনেছি যে সে সেরে উঠে গারদ থেকে ছাড়া পেয়েছে।'

টানিয়ার গল্প শোনার পর অনেকক্ষণ গর্ডন আর ডুডোরভ নিঃশব্দে গাছের তলায় পাইচারি করলে। তারপর লরি এলো। ঘড়ঘড় করতে-করতে রাস্তা থেকে মোড়ে গিয়ে মাঠের মধ্যে দাঁড়ালো লরিটা, কাচা কাপড়ের বস্তাগুলো তুলে দেওয়া হ'লো। গর্ডন বললে·

'ও কে তা বুঝলে তো?—টানিয়া ধোপানির কথা বলছি।'

'হ্যাঁ, বুঝেছি বইকি।'

'ইয়েভগ্রাফ ওর দেখাশোনা করবে।' একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে, 'ইতিহাসে এ-রকম ঘটনার আরো অনেক নজির আছে। চিন্তার স্তরে যা মহৎ, সেই আদর্শ বাস্তবে নেমেই স্থূল হ'য়ে যায়। ছাখো না, গ্রীস জন্ম দিয়েছিলো রোমকে, আর রুশীয় আলোকপ্রাপ্তির সন্তান হ'লো রুশ বিপ্লব। ব্লকের সেই লাইনটা মনে আছে?—"আমরা, যারা রাশিয়ার ভীষণ যুগের সন্তান"—যুগের তফাৎটা এই একটি কথাতেই বোঝা যায়। ব্লকের সময়ে, যখন উনি এ-কথা বলেছিলেন, তখন এটা ছিলো রূপক, উৎপ্রেক্ষা। সন্তান মানে সন্তান নয়, মনীষীদের বংশধর তারা, ভীষণ মানে ভীষণ নয়, দিব্যদর্শন। সেই রূপক এখন আক্ষরিক অর্থে সত্য, সন্তানেরা বাস্তব সন্তান, আর ভীষণ মানে সত্যিই বিভীষিকা। তফাৎটা এখানেই।'

৫

এর পরে পাঁচ অথবা দশ বছর কেটে গেছে। গ্রীষ্মের এক শান্ত সন্ধ্যায় আবার মিলিত হয়েছে গর্ডন আর ডুডোরভ; মস্ত উঁচু এক জানলার ধারে ব'সে আছে তারা, নিচে ছড়িয়ে আছে বিশাল শহর সন্ধ্যায় অস্পষ্ট হ'য়ে। ইউরির লেখা একটি বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে তারা, ইয়েভগ্রাফ সেটি সংকলন

করেছে। অনেকবার পড়েছে, বইটা প্রায় মুখস্থ তাদের। পড়ার ফাঁকে-ফাঁকে মাঝে-মাঝে ভাবনার বিনিময় করছে বা ডুবে যাচ্ছে নিজ-নিজ চিন্তায়। অন্ধকার ক'রে এলো, ছাপার অক্ষর আর পড়া যায় না, আলো জ্বালতে হ'লো।

ঐ নিচে মস্কো, আদিগন্ত ছড়ানো—মস্কো, গ্রন্থকারের মাতৃভূমি, তার জীবনে যা-কিছু ঘটেছিলো তার অর্ধাংশ—সেই মস্কো এখন তাদের দু'জনের কাছে অন্য এক রূপে দেখা দিলো। তারা যা পড়ছিলো তার ঘটনাস্থল নয় শুধু, মস্কো নিজেই এক দীর্ঘ কাহিনীর নায়িকা, এই সন্ধ্যায়, বই হাতে নিয়ে, তারা যেন সেই কাহিনীর অন্তে পৌঁছলো।

যুদ্ধের শেষে যে-আলোক ও মুক্তি আসন্ন ব'লে আশা করা গিয়েছিলো, জয়লাভের পরে তা আসেনি, কিন্তু অন্ততপক্ষে যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি যেন ছড়িয়ে আছে বাতাসে—এ ছাড়া যুদ্ধের কোনো ঐতিহাসিক অর্থ আর নেই।

জানলার ধারে ব'সে এই দুই প্রৌঢ় বন্ধুর মনে হ'তে লাগলো যে স্বাধীনতার আত্মা যেন স্পর্শ ক'রে যাচ্ছে তাদের, নিচে, রাস্তায়, তা যেন প্রায় স্পৃশ্য হ'য়ে উঠেছে, আর তারা নিজেরাই প্রবেশ ক'রে যাচ্ছে ভবিষ্যতের মধ্যে, তার অংশ হ'য়ে যাচ্ছে। মনের মধ্যে একটি শান্ত আনন্দ নামলো তাদের, তার লক্ষ্য এই পুণ্যময় নগর, এই সমগ্র দেশ, এই কাহিনীতে যারা অংশ নিয়েছিলো তাদের মধ্যে এখনো যারা বেঁচে আছে, তারা, তাদের সন্তানরাও—সকলেই এই আনন্দের লক্ষ্য। আনন্দের সেই অরব সংগীত তাদের পূর্ণ ক'রে তুলে দিকে-দিকে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়লো। তারা এখন যা অনুভব করছে তাদের হাতের বইটির তা অজানা নেই, তার সমর্থন ও সম্মতি আছে সেখানে—এই রকম মনে হ'লো তাদের।

জ়িভাগোর কবিতা

অনুবাদ বুদ্ধদেব বসু

হ্যামলেট

শান্ত কলরোল। আমি বেরিয়ে আসি রঙ্গমঞ্চে।
দরজার খুঁটিতে হেলান দিয়ে
দূর প্রতিধ্বনি থেকে আন্দাজ ক'রে নিতে চাই
আমার আয়ুষ্কালের আসন্ন ঘটনাগুলিকে।

হাজার দূরবীনের দৃষ্টির ধারে-ধারে
আমাকে তাক ক'রে আছে রাতের অন্ধকার।
আব্বা, পিতা, যদি সম্ভব হয়,
আমার এই পাত্র হোক হস্তান্তরিত।

তোমার কঠিন পণ ভালোবাসি আমি,
আমার ভূমিকার অভিনয়ে আছি সম্মত।
কিন্তু এবার এক ভিন্ন পালা শুরু হ'লো ;
এই একবারের মতো দাও আমাকে নিষ্কৃতি।

কিন্তু অঙ্কগুলির পারম্পর্য অনড়
আর পথের শেষ আমাকে মুক্তি দেবে না ;
নিঃসঙ্গ আমি ; সব ডুবে গেলো ধর্মান্ধের শঠতায়।
মাঠ পেরোনোর মতো সহজ নয় বেঁচে থাকা।[১]

---

১ রুশীয় প্রবাদ

মার্চ

রৌদ্রে ঘর্মাক্ত পৃথিবী,
বনের খাদ উন্মাদ প্রাণে ফেটে পড়ে,
বসন্ত—ঐ সোমত্ত গয়লানি—
তার দুই হাতে ফেনিয়ে ওঠে কাজ।

রোগা নীল শিরার মতো ছোটো-ছোটো ধারায়
তুষার যাচ্ছে ক্ষ'য়ে,
এদিকে গোয়াল-ঘরে বাড়ন্ত প্রাণ ধুঁইয়ে ওঠে,
শাবলের দাঁত স্বাস্থ্যে আরো ধারালো।

এই সব রাত, এই সব রাত্রি আর দিন :
দুপুরবেলা জানালায় বৃষ্টির বাজনা,
ছাদে বরফ-গলার হালকা টুপটাপ,
নির্ঘুম ঝর্নাগুলির বকুনি .

সব কিছু উন্মুক্ত—আস্তাবল, গোয়াল।
পায়রাগুলো ছোলা খুঁটছে বরফে।
এই যে টাটকা হাওয়ার গন্ধমাখা গোবর—
সে-ই অপরাধী, সেই প্রাণদাতা।

পুণ্য সপ্তাহে

এখনো রাত, অন্ধকার নিবিড়,
পৃথিবীর সবেমাত্র সূচনা হ'লো :
আকাশে তাই নক্ষত্র অফুরন্ত,
প্রতিটি তারা দিনের মতো ভাস্বর,
আর পৃথিবী—মনে হয়—পারতো যদি
ঈস্টার ভ'রে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে শুনতো
স্তোত্রপাঠের গুঞ্জন।

এখনো রাত, অন্ধকার নিবিড়,
পৃথিবীর সবেমাত্র সূচনা হ'লো ;
ত্যাখো—ঐ পার্ক, মোড় থেকে চৌরাস্তা পর্যন্ত
উষ্ণতা, ঊষা,
সব যেন হাজার বছর দূরে এখনো।

একেবারে নগ্ন এখনো পৃথিবী,
কোনো আবরণ নেই রাত্রে,
শুধু, স্তোত্রপাঠের প্রত্যুত্তরে
ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে অবিরাম।

নদীর পাড় বেয়ে ঝ'রে-ঝ'রে পড়ে জল,
ফেনিয়ে তোলে ঘূর্ণিগুলোকে
শুচি-বৃহস্পতিবার[১] থেকে
পুণ্য-শনিবার পর্যন্ত।

---

১ Maundy Thursday, পুণ্য সপ্তাহের অন্তর্ভূত : ' ' ৪২৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।—অনুবাদকের টীকা

অরণ্যের বসন হ'লো ছিন্ন ;
আরতির সময় ভক্তদের মতো,
ভিড় ক'রে দেবদারু আছে দাঁড়িয়ে
খৃষ্টের যাতনাভোগের[১] এই ঋতুতে।

এদিকে শহরে
জনসভার মতো দল বেঁধে-বেঁধে
নগ্ন সব গাছ
গির্জের রেলিঙের ফাঁক দিয়ে

তাকিয়ে আছে সভয়ে। কেন ভয় ?
বেড়া ভেঙে লাফিয়ে ওঠে বাগান,
পৃথিবীর ভিৎ উঠলো ট'লে :
ভগবানকে কবর দেয়া হচ্ছে।

ওরা দেখতে পায় সিংহদুয়ারে[২] আলো,
কালো কাফন, সারি-সারি মোমবাতি,
আর অনেক মুখ, কান্নায় কলঙ্কিত :
হঠাৎ সেই মিছিল
মৃতের আবরণ বহন ক'রে এগিয়ে আসে,
দুটো বার্চ গাছকে
পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়াতে হ'লো।

---

১ যীশুর ক্রুশবরণকে তাঁর 'passion' বা 'যাতনাভোগ' বলা হয়। এক শুক্রবারে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হন, পরবর্তী সোমবারে তাঁর পুনরুত্থান ঘটে। বাৎসরিক ঈস্টার-পরব এই ঘটনার স্মারক ব'লে সেই সপ্তাহটি 'পুণ্য'।—অনুবাদকের টীকা।

২ রুশীয় গির্জেতে বেদীর অংশকে পৃথক ক'রে দিয়ে একটি অন্তরাল থাকে ; তার দ্বারকে সিংহদ্বার বলা হয়।

গির্জের প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ ক'রে
মিছিল ফিরে যায় শানের ধার দিয়ে-দিয়ে ;
রাস্তা থেকে বারান্দায় নিয়ে আসে
বসন্ত, বাসন্তী কথাবার্তা,
আর সেই হাওয়া—যাতে খৃষ্টপ্রসাদের[১] স্বাদ লেগে আছে,
আর কাঠকয়লার বাসন্তী আঘ্রাণ।

আর বারান্দায় জড়ো-হওয়া খঞ্জদের দিকে
মার্চ দেয় ছড়িয়ে তার তুষার,
যেন কেউ সিন্দুকটাকে বের ক'রে এনে
খুলে, বিলিয়ে দিচ্ছে সব—
একেবারে শেষ টুকরোটি সুদ্ধ।

ভোর পর্যন্ত গান থামে না।
বুক ভ'রে কেঁদে নেবার পর
স্তোত্রপাঠ, শিষ্যচরিত
আরো মৃদু হ'য়ে নেমে আসে
শূন্য, আলো-জ্বলা রাস্তায়।

কিন্তু মাঝরাতে মানুষের আর সাড়া নেই, পশুরাও নিস্তব্ধ।
কেননা বসন্তের রব তারা শুনেছে—
ঋতুবদলের লগ্ন আসামাত্র
পুনরুত্থানের যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে
উৎপাটিত হবে মৃত্যু।

---

১ খৃষ্টপ্রসাদ : communion বা eucharist। এই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত রুটি ও সুরা খৃষ্টের মাংসে ও রক্তে রূপান্তরিত হয় ব'লে ভক্তেরা বিশ্বাস ক'রে থাকেন।—অনুবাদকের টীকা

শাদা রাত্রি

দেখছি দূর অতীত
পিটার্সবার্গে নদীর ধারে একটি বাড়ি।
স্টেপির এক তালুকদারের কন্যা
তোমাকে আসতে হ'লো কুর্স্‌ক্ থেকে ছাত্রী হ'তে।

সুন্দরী ছিলে, যুবকদের প্রিয়
সেই শাদা রাত্রি ভ'রে আমরা দু-জন
ব'সে ছিলুম তোমার জানলার পাটাতনে
স্কাইস্ক্রেপারের চুড়ো থেকে তাকিয়ে-তাকিয়ে।

গ্যাসের প্রজাপতির মতো রাস্তার বাতিগুলো
উষায় স্পৃষ্ট, কেঁপে উঠলো।
ঐ ঘুমন্ত দূরের মতো মৃদু
আমার কথা, তোমাকে।

আর আমরা, ভীরু নিষ্ঠায়,
বাঁধা ছিলুম এক রহস্যে,
তীরহীন নেভা ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ
পিটার্সবার্গ শহরটার মতো।

বাইরে, বহু দূরে, ঘন অরণ্যে,
বসন্তের সেই শাদা রাত্রিটিতে
নাইটিঙ্গেলেরা পূর্ণ ক'রে দিলো কানন
তাদের বন্দনার বজ্রনাদে।

পাগল তান গড়িয়ে চলে অবিরাম,
ছোটো, নগণ্য সেই পাখির কণ্ঠ
জাগিয়ে দিলে পুলকের চঞ্চলতা
মন্ত্রমুগ্ধ অরণ্যের গভীরে।

গুড়ি মেরে সেখানে এলো রাত্রি,
খোলা-পায়ের বাউণ্ডুলের মতো জড়িয়ে ধরলো বেড়াগুলোকে,
তার পিছনে, জানলার পাটাতন থেকে,
ঝুলে রইলো ধোঁয়ার মতো আমাদের কথাবার্তা।

প্রতিধ্বনির নাগালের মধ্যে
বেড়া-দেয়া বাগানে
আপেলের ডাল, চেরিগাছের ডাল
সাজ প'রে নিলো শুভ্র মঞ্জরী।

আর প্রেতের মতো শাদা, গাছগুলি
ভিড় ক'রে রইলো রাস্তায়
যেন হাত নেড়ে বিদায় দিচ্ছে
সেই শাদা রাত্রিকে, যে বড্ড বেশি দেখে ফেলেছিলো।

বসন্তের বন্যা

বসন্তের বরফ-গলা প্লাবিতপথ অরণ্যের
মধ্য দিয়ে ক্লান্ত এক ঘোড়সওয়ার
উরালে কোন বিজন চষা খেতের দিকে চলছে—
অস্তরাগের আগুন তখন মরন্ত।

অধীর ঘোড়া লাগামে করে দংশন,
পিছনে তার ঝর্নাগুলো অনেক নালায় ছড়িয়ে গিয়ে
কলস্বরে ফেনিয়ে তোলে
অশ্বখুরের প্রতিধ্বনি।

কিন্তু যখন অশ্বারোহী লাগাম ছেড়ে
মন্দগতি,
বসন্তের বন্যাধারা গড়িয়ে চলে
বজ্রনাদে।

উঠলো হেসে কে যেন, ঐ কান্না কার?
পাষাণ-তলে পাষাণ হ'লো চূর্ণ।
কম্প তুলে, ঘূর্ণিজলে এলিয়ে পড়ে
ছিন্নমূল বৃক্ষ।

অস্তরাগের আগুন জ্বালায়
ডালেপালায় কয়লা-রঙা দিগন্তরে
উঠছে বেজে পাগল নাইটিঙ্গেলের
কণ্ঠ, যেন উচ্চকিত ঘণ্টা।

ঐ যেখানে অশ্রুমতী লতা
এলিয়ে বৈধব্য-বাস খাদের ধারে নুয়ে পড়ে,
সেখানে তার কণ্ঠে ফোটে সাতটি বাঁশি
গল্পে যেমন ডাকাত-নাইটিঙ্গেলের[১]।

বলাৎকার? তবে কি দুরদৃষ্ট কোনো,
দুঃখ, জ্বর আসন্ন?
অরণ্যের ঝোপের ফাঁকে তীক্ষ্ণ এই ছররা-গোলা
ছুটছে কাকে হানতে, কেউ জানবে না?

আসামিদের গুপ্ত বাসার বিবর থেকে বেরিয়ে এসে
অরণ্যের দেবতা ঐ গানের পাখি
দিক না দেখা কৃষক-সেনার[২] পায়ে-চলা, ঘোড়ায়-চড়া
সান্ত্রীদলের মুখোমুখি।

আকাশ, মাঠ, ধরিত্রী ও অরণ্য
স্পৃষ্ট এই যাতনা, সুখ, বেদনাময় উন্মাদনায়;
বিরল ঐ শব্দ তারই সন্নিপাত—
আনন্দ, আর বেদনাময় উন্মাদনা।

---

১ রুশীয় রূপকথার প্রতি উল্লেখ।

২ রুশীয় গৃহযুদ্ধকালীন পার্টিজান-বাহিনীর কথা বলা হচ্ছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলো চাষি; বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে যুদ্ধ চালাতো তারা। —অনুবাদকের টীকা

জবাবদিহি

যেমন একদিন অদ্ভুতভাবে বাধা পেয়েছিলো
তেমনি অকারণে ফিরে এলো জীবন।
আমি আছি সেই পুরোনো চালের রাস্তাতেই,
যেমন ছিলুম সেই গ্রীষ্মের দিনে, সেই মুহূর্তে।

একই লোকেরা, একই দুশ্চিন্তা।
সেই যেদিন মরণসন্ধ্যা ব্যস্ত হ'য়ে
সূর্যাস্তকে পেরেক ঠুকে ঝুলিয়ে দিলে পার্কের[১] দেয়ালে
তারপর থেকে সূর্যাস্তের তাপও তো জুড়োলো না।

শস্তা ডোরা-কাটা সুতির কাপড়ে
মেয়েরা এখনো জুতো ক্ষইযে ফ্যালে রাত্রে,
চিলেকোঠায়, লোহার ছাতের উপর
ক্রুশবিদ্ধ হয় তেমনি।

এখানে একজন ক্লান্ত পা ফ্যালে
চৌকাঠে, বাইরে ,
আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে
তয়খানা থেকে, উঠোন পেরিয়ে।

আবার আমি ছুতোনাতা তৈরি রাখি,
আবার উদাসীন হ'য়ে যাই সব-কিছুতে।
আরো একবাব আমাদের প্রতিবেশিনী
রাস্তায় ঘুরে, একা থাকতে দেয় আমাদের।

---

১ Man`ege Square : বিপ্লবকালে খণ্ডযুদ্ধের ঘটনাস্থল।

*　　*　　*

কেঁদো না, ফোলা ঠোঁট দুটি উল্টিয়ে
গুটিয়ে নিয়ো না ভাঁজ ফেলে ;
জানো না, বসন্তের জর জন্ম দিয়েছে এই শুষ্কতাকে,
তুমি কাঁদলে তা ফেটে যাবে।

হাত সরিয়ে নাও আমার বুক থেকে।
আমরা যে অতিবৈদ্যুতিক তার।
সাবধান, নয়তো আচমকা
আবার দু-জনে জড়িয়ে যাবো একসঙ্গে।

কাটবে বছরের পর বছর, তুমি বিয়ে করবে।
ভুলে যাবে এই অস্থির অবস্থা।
নারী হওয়া মস্ত বড়ো ব্যাপার,
অন্যদের পাগল ক'রে দেবার নামই বীরত্ব।

আর আমি—আমার জন্য রইলো
শ্রদ্ধা, এক আজীবন সেবকের ভক্তি,
যার লক্ষ্য সেই মহাবিস্ময়, নারীর হাত দু-খানি,
তার পিঠ, কাঁধ, গ্রীবা।

এই রাত্রি আমাকে এঁটে দিক
যতো না দুঃখের বলয়ের পর বলয়ে,
উল্টো দিকের টান আরো জোরালো
ভেঙে বেরোবার ইচ্ছেটাই আসল।

শহরে গ্রীষ্ম

আধো গলায় কথাবার্তা।
সম্পূর্ণ চুলের গুচ্ছটি
ঘাড়ের উপর থেকে তুলে নেয়া হ'লো
ক্ষিপ্র ভঙ্গির চমকে।

ভারি চিরুনির তলা থেকে
এক হেলমেট-পরা নারী সতর্ক চোখে তাকায়,
বিনুনি-করা চুলের বোঝা সুদ্ধ
মাথাটি তার পিছনে হেলানো।

বাইরে, তপ্ত রাত
ঝড়ের দেয় সংকেত,
রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে লোকেরা
ত্রস্ত পায়ে বাড়ির দিকে।

মেঘের গুরুগুরু ডাক
ছোটো, প্রতিধ্বনিতে তীক্ষ্ণ,
জানলার পর্দাটাকে
দুলিয়ে দেয় হাওয়া।

শব্দ নেই,
গুমোট।
আকাশটাকে তল্লাশ ক'রে ফেরে
বিদ্যুতের আঙুল।

আর, যখন উষায় ভরপুর হ'য়ে
উত্তপ্ত সকাল
রাত্রির বর্ষণের পর
রাস্তার খোদলের জল নিয়েছে শুকিয়ে,

তখন, আদ্যিকালের, সুগন্ধি,
ফুলন্ত লেবুগাছগুলো
ভ্রূকুটি করে
রাত্রে তাদের ঘুম হয়নি ব'লে।

হাওয়া

এই আমার অবসান, কিন্তু তোমাকে আরো বাঁচতে হবে।
হাওয়া, কান্নায় আর নালিশে নিরন্তর
কাঁপায় বাড়ি, দুলিয়ে দেয় অরণ্য—
প্রত্যেকটা পাইনগাছকে আলাদা ক'রে নয়,
সব গাছ একসঙ্গে
ঐ সম্পূর্ণ সীমাহীন সুদূর সুদ্ধ দুলিয়ে দেয়
যেন সারি-সারি পালের জাহাজ
উপসাগরের তুফান পেরিয়ে নোঙর ফেললো বন্দরে।
কেন কাঁপায়? লক্ষ্যহীন আক্রোশে?
না কি কোনো ক্ষতি করার জন্য?
না—ও যে নিজেই সন্তপ্ত, তাই খুঁজে বেড়াচ্ছে
তোমার জন্য এক ঘুম-পাড়ানি গান।

নেশা

উইলো গাছ, আইভিলতায় ঘেরা,
ঝড়ের দিনে লুকিয়েছি তার তলায়,
এক চাদরেই দু-জনে রই ঢাকা,
আমার বাহুবন্ধে বাঁধা তুমি।

ভুল হ'লো যে। ঝোপের গাছগুলো
আইভিতে নয়, কড়া নেশায় ঘেরা।
তাহ'লে, বেশ, চাদরটাকে টেনে
নাও মাটিতে পেতে।

ইণ্ডিয়ান সামার[১]

ক্যাম্বিসের মতো মোটা হ'য়ে উঠলো কালো আঙুরের পল্লব।
বাড়ির মধ্যে হাসি, কাচের রিনিঠিনি আওয়াজ।
কুটনো কুটছে ওরা, মেশাচ্ছে ঝাল, তৈরি করছে আচার,
লবঙ্গ তোলা হচ্ছে বৈয়মে।

অরণ্যের খুনসুটি এই সব আওয়াজ দিচ্ছে ছড়িয়ে,
গড়িয়ে চলে খাড়াই বেয়ে আস্তে—
ক্যাম্পে জলা আগুনের মতো সূর্য
হেজেলের ঝোপগুলোকে ঝলসে দিয়েছে সেখানে।

পথ সেখানে খাদের দিকে নেমে গেছে ;
কষ্ট হয় বিধ্বস্ত গাছগুলোর জন্য,
আর হেমন্ত—ঐ বুড়ো ছেঁড়া-ন্যাকড়ার ব্যাপারি
সব-কিছু ঝেঁটিয়ে নিয়ে যে নালায় ফেলছে—
তার জন্যেও কষ্ট লাগে মনে :

কষ্ট হয়, পৃথিবীটা সরল ব'লে
(য-ই বলুক না চালাক লোকেরা),
নুয়ে-পড়া ঝোপের জন্যও কষ্ট
আর যেহেতু কিছু নেই যার শেষ নেই।

যখন চোখের সামনে সব যাচ্ছে জ্ব'লে
আর হেমন্তের শাদা ঝুলকালি
মাকড়শার জালের মতো জানলা দিয়ে নেমে আসে
তখন কষ্ট, কেন তাকিয়ে থাকার কোনো অর্থ নেই ?

১ ১৫৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

ডাঃ জ্বি ভা গো

বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে একটি পথ
বার্চবনের মধ্যে হারিয়ে গেলো।
বাড়ির মধ্যে জটলা আর হাসির শব্দ,
আর দূরে সেই একই হাসি, একই জটলা।

বিয়েবাড়ি

আঙিনার প্রান্ত পেরিয়ে
এসেছে দলে-দলে অতিথি,
কনের বাড়িতে ভোর অবধি
ফুর্তি করবে ব'লে।

বাড়িওলার বনাতে ছাওয়া দরজার পিছনে
গালগল্পের টুকরো
একটা থেকে সাতটা পর্যন্ত
শাস্ত।

কিন্তু ভোরবেলা
যখন মনে হয় অনন্তকাল ঘুমোনো যায়,
তখন, বিয়ের আসর থেকে বেরিয়ে,
হার্মোনিয়ম বেজে ওঠে আবার।

গাইয়েটি আবার দেয় ছিটিয়ে
হাততালির ফোয়ারা,
পাথরের মালার ঝলমলানি;
আস্ত দলটির হল্লোড়।

যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের বিছানায়
উৎসব থেকে ছিটকে
ফেটে পড়ে নাচের সুর, কথার বকবকি—
আবার, বার-বার।

তুষারের মতো শাদা একটি মেয়ে
ময়ূরের মতো নরম চ'লে আসে
সারি-সারি ভিড়ে, শিস দেবার আওয়াজের মধ্যে,
আসে নিতম্ব দুলিয়ে।

মাথা ঝেঁকে,
ভঙ্গি তুলে ডান হাতটিতে,
নাচতে শুরু ক'রে দেয় শানের উপর
ময়ূরের মতো।

হল্লা, খেলা, ফুর্তি, থেমে যায় হঠাৎ ;
নাচের টিপ-টিপ তাল
যেন তলিয়ে যায় পাতালে,
যেন জলের মধ্যে ডুবে যায়।

উঠোনে গোলমাল উঠছে জেগে ;
কথাবার্তায়,
হাসির দমকের মধ্যে,
মিশে যাচ্ছে কেজো শব্দের প্রতিধ্বনি।

ধূসর-নীল ঘূর্ণিহাওয়া উঠলো ,
এক ঝাঁক পায়রা
খোপ থেকে উড়াল দিয়ে
উঠে গেলো সীমান্তহীন আকাশের উঁচুতে।

যেন কেউ, ঘুম থেকে উঠে,
ওদের পাঠিয়ে দিলে
বর-কনের পিছন-পিছন
অনেক, অনেক বছরের আয়ু কামনা ক'রে।

আর জীবন মানে তো একটি মুহূর্ত শুধু,
শুধু অন্তদের মধ্যে
নিজের এই গ'লে যাওয়া,
যেন উপহার দিচ্ছি ওদের কাছে—নিজেকে ;

শুধু এই বিয়ের রাত্রি
সব ক-টা জানলার মধ্য দিয়ে রাস্তা থেকে বিস্ফোরিত,
শুধু এক গান, এক স্বপ্ন,
এক ধূসর-নীল পায়রা।

হেমন্ত

আমার স্ত্রীপুত্রকে ছড়িয়ে যেতে দিয়েছি আমি,
প্রিয়জন সব বিচ্ছিন্ন।
এক জীবনব্যাপী নিঃসঙ্গতায়
ভ'রে আছে প্রকৃতি আর আমার হৃদয়।

আর এখানে আমি তোমার সঙ্গে, ছোট্ট কুঠুরিতে
বাইরে, মরুর মতো জনহীন অরণ্য।
যেমন সেই গানে, তেমনি সব রাস্তাঘাট
আগাছায় প্রায় ছেয়ে গেলো।

দেয়ালের তক্তাগুলি বিষণ্ণ
আমাদের দু-জনকে ছাড়া আর-কিছু দেখতে পায় না ব'লে।
কিন্তু আমরা তো কখনো ভাবিনি যে টপকে যাবো বাধা।
সাধু হবে আমাদের মৃত্যু।

একটায় টেবিলে খেতে বসবো দু-জনে, উঠবো তিনটে বাজলে,
আমার হাতে বই, তুমি তুলে নেবে শেলাই।
ভোরবেলা মনে আনতে পারবে না
কখন আমরা চুমো খাওয়া থামিয়েছিলুম।

পল্লব, তোলো মর্মরধ্বনি, ছিটিয়ে দাও নিজেদের
আরো, আরো বেপরোয়া, আরো, আরো উজ্জ্বল,
গত কালের তিক্ত পেয়ালা ভ'রে দাও
আরো আরো ভ'রে দাও আজকের বেদনায়।

বাসনা, আনন্দ, ভক্তি,
ছড়িয়ে পড়ুক সেপ্টেম্বরের কলরোলে :
আর তুমি যাও, এই ফাটা গলার হেমন্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকো,
হয় উন্মাদ হ'য়ে যাও, নয় শান্ত।

বন যেমন পাতাগুলিকে
তেমনি তুমি ছুঁড়ে ফ্যালো তোমার জামা-কাপড়।
রেশমি ফিতেওলা ড্রেসিংগাউন জড়িয়ে
তুমি ঝ'রে পড়ো আমার বাহুবন্ধে।

জীবন যখন রোগের চেয়েও বমি-পাওয়া
আর সৌন্দর্যের শিকড় শুধু সাহস,
তখন ধ্বংসের পথে তোমাকে পেয়েছি এক ভালো উপহার।
এই আমাদের পরস্পরের টান।

একটি রূপকথা

একদা রূপকথার দেশে
ঘোড়সওয়ার
টগবগিয়ে মাড়িয়ে চলে
স্টেপির পাড়।

সামনে তার যুদ্ধ। দূরে
আঁধার এক অরণ্য
ঝাপসা ধুলোর পর্দা ছিঁড়ে
আসন্ন।

হৃদয়ে অস্বস্তি, বল্লে
আঁচড় কেটে :
'জলের ধারে শঙ্কা, নাও
কোমর এঁটে।'

শুনলে না সে। মানলে শুধু
নিজের মন,
গাছে নিবিড় পাহাড় বেয়ে
চললো ছুটে জোর কদম ;

পাহাড় পার, মস্ত মাঠ
রইলো পিছে,
শুকিয়ে-যাওয়া ঝর্নারেখার
চিহ্ন ধ'রে নামলো নিচে।

উপত্যকায় পায়ের ছাপে
জানতে
পেলো এ-পথ গেছে জলের
প্রান্তে।

সাবধানের শব্দ ওঠে
বারে-বারে ;
বধির, নিলো চালিয়ে তার
অশ্বটিকে জলের ধারে।

* *

ঝর্না যেথায়
আঁকাবাঁকা অল্প জলে,
গুহার মুখে
গন্ধকের আগুন জ্বলে।

উগ্র লাল ধোঁয়ায় চোখ
মেঘলা হ'লো। অকস্মাৎ
অরণ্যেরে দীর্ণ ক'রে
উঠলো দূর আর্তনাদ।

চমকে ওঠে অশ্বারোহী :
'আমায় ডাকে!'
জবাব দিতে কঠিন হাতে
আঁকড়ে ধরে বর্শাটাকে ;

মিটিমিটি চক্ষে পড়ে
এবার তার
মুণ্ড, ধড়, লম্বা ল্যাজ
জন্তুটার।

একটি মেয়ে
বন্দী হ'য়ে প'ড়ে আছে
শল্কময় বপুর তিন-
ফেরতা প্যাঁচে।

হাঁ থেকে লাল ফুলকি ওড়ে ;
দুলছে গলা,
যেন মেয়ের কাঁধের উপর
চাবুক তোলা।

রূপসীকে, রাজ্যে এক
নিয়ম আছে,
বলি দিতে হবে বিকট
আরণ্যক পশুর কাছে।

প্রজারা এই অর্ঘ্য দেয়
অজগরে,
বিনিময়ে দখল রাখে
বস্তিঘরে।

অবাধ সাপ বন্য সাধ
মিটিয়ে নিতে
রূপবতীর কণ্ঠ, বাহু
বাঁধে কঠিন কুণ্ডলীতে।

অশ্বারোহী প্রার্থনায়
পাঠালে চোখ উর্ধ্বে ;
বর্শা উঁচু করো এবার
যুদ্ধে।

* *

রুদ্ধ চোখ।
পাহাড়। মেঘ। জলের স্বর।
পাথর। নদী।
বছর। যুগ। যুগান্তর।

রক্তমাখা ; লোহার টুপি
লুটোয় দূরে ;
থেঁৎলে যায় সর্প, তার
ঘোড়ার খুরে।

ছড়িয়ে আছে বর্শা আর
অশ্ব, নাগ, বালুর 'পরে ;
মূর্ছিত সে ; সংজ্ঞাহীন
কন্যা প'ড়ে।

স্নিগ্ধ নীল ঝামরে নামে,
দুপুর ভ'রে গুনগুনানি।
এই মেয়ে কে ? কিষানী ? রাজ-
কন্যা ? রানী ?

কখনো ঘোর পুলকে নামে
বিরামহীন অশ্রুধারা,
কখনো তারা মরণঘুমে
আত্মহারা।

কখনো তার স্বাস্থ্য ফেরে,
তাকায় চোখ একবার ;
কখনো ফের রক্তপাতে
নিঃসাড়।

কিন্তু হৃৎপিণ্ড বাজে।
কন্যা, বীর, জাগবে ব'লে
বারেক কেঁপে, নিদ্রাবেশে
আবার ঢলে।

রুদ্ধ চোখ।

পাহাড়। মেঘ। জলের স্বর।

পাথর। নদী।

বছর। যুগ। যুগান্তর।

অগস্ট

ঠিক তার প্রতিশ্রুতি-মতো
পরদার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো ঘরে এলো,
বাঁকা একটি জাফরান-রঙের রেখা
ঠেকলো এসে সোফায়।

সূর্যের উত্তপ্ত হলুদে
ছেয়ে গেলো পাশের বন, পাড়াগাঁর বাড়ি,
আমার বিছানা, ভেজা বালিশ,
বইয়ের শেলফের পিছনে দেয়াল।

মনে পড়ছে বালিশ কেন ভেজা।
স্বপ্নে দেখলুম তোমরা আসছো,
একের পর এক, বনের মধ্য দিয়ে,
বিদায় দিতে আমাকে।

শিথিল ভিড় ক'রে হাঁটছিলে তোমরা।
কিন্তু একজনের মনে পড়লো
যে পুরোনো পাঁজির[১] মতে
আজ, ছউই অগস্ট, খৃষ্টের রূপান্তরের[২] দিন।

---

১ জুলিয়াস সীজার প্রবর্তিত সংশোধিত পঞ্জিকা য়োরোপে বহুকাল প্রচলিত ছিলো; কিন্তু ষোলো শতকে তাতে গুরুতর ভুল ধরা পড়ে; তৎকালীন পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি তার সংস্কারসাধন করেন। রোমান ক্যাথলিক দেশগুলি এই নতুন গ্রেগরীয় পঞ্জিকা গ্রহণ করতে দেরি করেনি, কিন্তু ইংলণ্ডে ১৭৫২-র আগে তা স্বীকৃত হয়নি, আর রাশিয়া ও পূর্ব-য়োরোপের দেশগুলিতে তা প্রচলিত হয়েছে মাত্র বিশ শতকে। জুলিয়ান পাঁজিকে বলে 'পুরোনো', আর গ্রেগরীয় পাঁজিকে 'নতুন'। —অনুবাদকের টীকা

২ যীশু একবার তাঁর শিষ্যদের সামনে ঐশীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন; একে বলে তাঁর রূপান্তর। এর ঘটনাস্থল টাবর পর্বত। —অনুবাদকের টীকা

সাধারণত, এই তিথিতে, এক দহনহীন দীপ্তি
টাবর-গিরির চূড়ো থেকে ছড়িয়ে পড়ে,
আর হেমন্ত, কোনো চিহ্নের মতো স্পষ্ট,
সব দৃষ্টি নিজের দিকে টেনে নেয়।

তোমরা চলছিলে ছোটো, কম্পমান,
ভিখিরি-নগ্ন অল্ডার-ঝোপের মধ্য দিয়ে,
চলছিলে কবরখানার দিকে, যেখানে আদার মতো লালচে গাছপালা
মধুতে তৈরি পিঠের মতো জ্বলজ্বল করছে।

গাছগুলির শব্দহীন উঁচুতে
আকাশ তাদের মহান প্রতিবেশী ;
আর, মোরগের লম্বা টানা কণ্ঠনাদে
দূর ডাক দিয়ে যায় দূরতরকে।

গাছগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে কবরখানার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে
সরকারি গোমস্তার মতো মৃত্যু
আমার মৃত মুখের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে
মেপে নিলে—কতো বড়ো কবর চাই আমার জন্য।

স্পষ্ট শুনতে পেলে সবাই
কাছাকাছি, মৃদু একটি গলা ;—
ওটা আমার অতীত স্বর, প্রবক্তার,
ধ্বংস তখনো স্পর্শ করেনি তাকে :

'বিদায়, ঐ রূপান্তরের
নীল আর সোনালি ;
নারীর একটি অন্তিম আদরে কোমল ক'রে তোলো
আমার মরণলগ্নের সব তিক্ততা।

'বিদায়, আমার কালোত্তর আয়ুষ্কাল,
বিদায়, নারী, যে-তুমি যুদ্ধে আহ্বান করেছিলে
অবমাননার পাতালকে।
আমি—আমি তোমার যুদ্ধক্ষেত্র।

'বিদায় আমার উন্মুক্ত পাখার বিস্তারকে,
উড়ে চলার স্বাধীন প্রতিজ্ঞাকে বিদায়!
বিদায়, সৃষ্টিশীলতা, অলৌকিক শক্তি,
বাণীর মধ্যে উন্মোচিত বিশ্বরূপ!'

শীতের রাত্রি

তুষার ছেয়ে দেয় পৃথিবী
সকল সীমা তার ছেয়ে দেয় ;
টেবিলে জ্ব'লে যায় মোমের বাতি,
টেবিলে জ্ব'লে যায়।

যেমন ঝাঁকে-ঝাঁকে গ্রীষ্মে
আলোর দিকে ছোটে কীটেরা,
তেমনি জানালায় নিবিড় ভিড়ে
জমছে তুষারের পাপড়ি।

হাওয়ার তাড়া খেয়ে আঁকছে
বৃত্ত, তীর ওরা জানালায়।
টেবিলে জ্ব'লে যায় মোমের বাতি
টেবিলে জ্ব'লে যায়।

আলোর উদ্ভাস সীলিঙে,
পরস্পরে সংবিদ্ধ—
হস্ত, পদতল সেখানে ছায়া ফেলে,
এবং নিয়তির দ্বন্দ্ব।

শব্দ ক'রে দুটো জুতো
চমকে প'ড়ে যায় মেঝেতে।
মোমের ফোঁটা-ফোঁটা অশ্রু ঝ'রে পড়ে
রাতের বাতি থেকে ঘাঘরায়।

ধবলকেশ ঐ ধবল তুষারের
আঁধারে সব গেলো হারিয়ে।
টেবিলে জ্ব'লে যায় মোমের বাতি,
টেবিলে জ্ব'লে যায়।

হঠাৎ কোণ থেকে ঝাপট হাওয়া
ফুঁ দিলো বাতিটার আগুনে ;
তপ্ত প্রলোভন জাগলো দেবদূত,
পাখায় ধৃত ক্রুশচিহ্ন।

ফেব্রুয়ারি ভ'রে বিরতিহীন
তুষার পৃথিবীকে ছেয়ে দেয়,
টেবিলে মাঝে-মাঝে মোমের বাতি জ্বলে
টেবিলে জ্ব'লে যায়।

বিচ্ছেদ

চৌকাঠ থেকে সে উঁকি দিলে ভিতরে,
চিনতে পারলে না নিজের বাড়ি।
সেই মেয়েটির বিদায় ছিলো উড়ে যাওয়ার মতো।
চারদিকে ধ্বংসের চিহ্ন ছড়ানো।

সব ঘর লণ্ডভণ্ড ;
চোখের জল আর মাথা ধরায় মিলে
তাকে দেখতে দেয় না
নিজের সর্বনাশের পরিমাণ।

সকাল থেকে একটা গর্জন চলেছে তার কানের মধ্যে।
জেগে আছে?   না, স্বপ্ন দেখছে?
কেন বার-বার সমুদ্র
ঠেলে চ'লে আসে তার মনের ভাবনায়?

মেয়েটি তার প্রিয় ছিলো, আপন ছিলো
অঙ্গে-অঙ্গে,
যেমন তটরেখা সমুদ্রের ঘনিষ্ঠ
তরঙ্গে-তরঙ্গে।

যেমন ঝড়ের পরে
ঢেউ উঠে প্লাবিত করে বেণুবন
তেমনি তার হৃদয়ে
মগ্ন সেই নারীর প্রতিমা

সংকটময় কালে
জীবন যখন অচিন্ত্য,
সমুদ্রের তলদেশ থেকে নিয়তির জোয়ারে
ভেসে এসেছিলো তার কাছে এই নারী।

অসংখ্য ছিলো বাধা।
কিন্তু, জোয়ারের টানে
কোনোমতে ফাঁড়া কাটিয়ে
সে তীরে এসে ঠেকেছিলো।

এখন সে চ'লে গেছে ;
হয়তো যেতে চায়নি।
এই বিচ্ছেদ গ্রাস ক'রে নেবে তাদের,
কষ্ট কুরে-কুরে খাবে, হাড়গোড়সুদ্ধ।

লোকটি তাকালো তার চারদিকে।
যাবার মুখে
সব উল্টে-পাল্টে দিয়েছিলো সে,
দেরাজ টেনে ছুঁড়ে ফেলেছিলো সব।

সন্ধ্যা অবধি ঘুরে-ঘুরে
দেরাজগুলোয় তুলে রাখে
ছিটিয়ে-পড়া কাটা কাপড়
আর ছিটের নকশা,

তারপর, এক টুকরো শেলাইয়ে বেঁধা ছুঁচ
তার আঙুলে যখন ফুটে গেলো,
হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে
কাঁদতে লাগলো নিঃশব্দে।

মিলন

যখন ভারি হ'য়ে তুষার পড়ে ছাতের উপর
আর রাস্তাগুলিকে ঢেকে দেয়,
আমি বেরিয়ে পড়ি পা দুটোকে টান করতে, আর তোমাকে
একবার দেখবো ব'লে।

দরজার ধারে দাঁড়িয়ে আছো, একা,
গায়ে পাৎলা কোট, টুপি নেই, রবারের জুতোটাও নেই,
চিবোচ্ছো এক মুঠো তুষার
শান্ত হবার চেষ্টায়।

গাছগুলি, বেড়াগুলি
মিলিয়ে যায় অন্ধকার দূরে।
বরফের বৃষ্টির মধ্যে, একা,
তুমি এক কোণে দাঁড়িয়ে আছো।

মাথার রুমাল থেকে জল নেমে আসে,
চুঁইয়ে পড়ে জামার হাতায়,
চিকচিক করে তোমার চুলে
শিশিরের মতো।

একটি উজ্জ্বল অলকে
আলো হ'য়ে ওঠে
তোমার মুখ, মাথার রুমাল,
তোমার ছেঁড়া কোট আর তোমার দেহের গড়ন।

চোখের পলক বরফে ভিজে গেলো,
আছে দুঃখ তোমার দৃষ্টিতে।
অ্যাসিডে ডোবানো ছেনিতে
তুমি আছো আমার হৃদয়ে ক্ষোদিত।

আর তোমার মুখশ্রীর অদ্ভুত বিনয়
রইবে আমার হৃদয়ে চিরকাল,
এই পৃথিবীর হৃদয়হীনতায়
আর আমার এসে যায় না।

আর এইজন্যেই তুষারময় রাত্রি
মিলিয়ে দিলো নিজের দুই প্রান্ত,
তোমার আর আমার মধ্যে সীমান্তরেখা
আমি টানতে পারি না।

কিন্তু আমরা কে? কোথা থেকে এলাম?
—দেখছো না, এই সব বছরগুলির
বাকি আছে শুধু বাজে গুজব,
আর আমরা এই পৃথিবীর কোনোখানেই নেই।

ক্রিসমাসের তারা

কনকনে শীত।
হাওয়া দিচ্ছে স্টেপির দিক থেকে।
পাহাড়ের গায়ে, গুহার মধ্যে,
নবজাতক, তুমি কি শীতে কাতর?

তাঁকে উষ্ণ রাখছে ষাঁড়ের নিশ্বাস।
ঐ গুহাতেই
পোষা প্রাণীগুলোর গোয়াল;
তাই কেমন ভাপ ঝুলে আছে জাবভাণ্ডটির উপর।

তোশকের ঘাসের কুচি, খড়ের বীচি
গায়ের মেষচর্ম থেকে ঝেড়ে ফেলে
আধো ঘুমের মধ্যে, শিলাখণ্ডের প্রান্ত থেকে,
মাঝরাতের দূরত্বের দিকে রাখালেরা তাকিয়ে রইলো।

বহু দূরে বেড়া, কবরখানা, মৃতের সমাধিস্তম্ভ,
তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তর;
বরফের মধ্যে একটা গাড়ির জোয়াল আছে প'ড়ে,
আর কবরখানার উপরকার আকাশ তারায়-তারায় আচ্ছন্ন।

কখনো, কখনো তাকে দেখা যায়নি এর আগে—
পাহারাওলার কুঁড়েঘরের জানলায়
আলোর আভাসটিও লাজুক নয় এর মতো;—
সেই তারাটি বেথলেহেমের পথ দেখিয়ে চললো।

আকাশ থেকে, ঈশ্বর থেকে
এক পাশে স'রে দাঁড়িয়ে,
খড়ের আঁটির মতো জ্বলতে লাগলো তারাটি,
আগুন-লাগা বাগিচার মতো উজ্জ্বল।

উঠলো উঁচুতে
বিচালির স্তূপ থেকে দপদপে শিখার মতো ;
ঐ নতুন তারা দেখতে পেয়ে
বিশ্ব হলো চকিত।

তার আভা রক্তিম,
একটি সংকেত যেন ; ঐ অপূর্ব আলোর আহ্বানে
ব্যস্ত হ'য়ে এগিয়ে এলেন
তিন জ্যোতির্বিদ।

বোঝাই-করা উপঢৌকন পিঠে নিয়ে
উটেরা তাদের পিছু-পিছু চললো ;
পাহাড়ের ঢালু বেয়ে
গাড়ি টেনে নিলে দুটো গাধা, একটা অন্যটার চেয়ে ছোটো।

দূরে ভেসে উঠলো সমস্ত অনাগত কাল
এক আশ্চর্য স্বপ্নাবিষ্ট মুহূর্তে :
সব আশা, ভাবনা, জগতের পর জগৎ, শতাব্দীর পর শতাব্দী,
ভাবীকালের সব চিত্রশালা, কলাভবন,
সব ভোজবাজি, জাদুকরের কীর্তি, পিশাচরের লম্ফঝম্প,
সব ক্রিসমাস-গাছ, স্বপ্ন ছেলেবেলার :

মোমবাতির দ্যুতি, রঙিন কাগজে তৈরি শেকল
ঝলমলে রাংতার উজ্জ্বলতা …
… আরো রেগে উঠলো স্টেপির হাওয়া, দুষমনের মতো ব'য়ে গেলো …
…সব আপেল, সব সোনালি বুদ্বুদ।

পুকুরটার এক দিক ঢাকা পড়েছে অন্ধার-ঝোপে ;
কিন্তু যেখানে রাখালেরা দাঁড়িয়ে
সেখান থেকে একটা অংশ যাচ্ছে দেখা,
দাঁড়কাকের বাসা আর গাছগুলোর উঁচু মাথার ফাঁকে-ফাঁকে।

মেষচর্মে গা ঢেকে নিয়ে তারা বললে,
'চলো আমরাও যাই ওদের সঙ্গে,
প্রণত হই এই অলৌকিকের সামনে।'

বরফ ভেঙে চলতে-চলতে তারা গরম হ'য়ে উঠলো।
সেই উদ্ভাসিত প্রান্তরের উপর, কুটিরটিকে ঘিরে-ঘিরে
দেখা দিলো খোলা পায়ের ছাপ, কাচের মতো ঝকঝকে।
তারার আলোয় চেঁচিয়ে উঠলো পাহারাদার কুকুরের পাল,
যেন ঐ পায়ের ছাপগুলো মোমবাতির টুকরোর মতো জ্বলন্ত।

তুহিন রাত্রিটি যেন রূপকথা।
বরফের পাড়ি থেকে, সেই ভিড়ের মধ্যে
অদৃশ্য কারা যেন নেমে-নেমে আসে।
কুকুরগুলো পিছু নেয়, ত্রস্তে তাকায় চারদিকে,
গা ঘেঁষে থাকে সবচেয়ে ছোকরা রাখালটির, যেন কোনো
        বিপদের আশঙ্কা ক'রে।

সেই একই পল্লীতে, একই পথ ধ'রে
কয়েকটি দেবদূত ভিড়ের মধ্যে হেঁটে চললেন,
দেহ নেই তাঁদের, কেউ দেখতে পেলে না,
শুধু পায়ের চিহ্ন র'য়ে গেলো।

ভিড় জমলো দরজার ধারে পাথরটির সামনে।
ভোর হ'য়ে আসে। কেদারগাছের ডালগুলোকে স্পষ্ট দেখা যায়।
মারিয়া শুধোলেন, 'কে তোমরা?'
'আমরা একদল রাখাল, আর স্বর্গের দূত।
তোমাদের দু-জনকেই স্তুতি করতে এসেছি।'
'সবাইকে ধরবে না ঘরে। দরজার ধারে দাঁড়াও একটু।'

ভোরের আগে সেই ছাইরঙা প্রদোষে
কাঠের জলপাত্রের পাশে দাঁড়িয়ে
রাখাল আর গোষ্ঠপালেরা পা ঠুকতে লাগলো মাটিতে।
যারা এসেছে পায়ে হেঁটে, আর যারা ঘোড়ায় চ'ড়ে, তারা
পরস্পরকে গাল পাড়তে লাগলো,
উটগুলো উঠলো গ'র্জে, গাধারা পা ছুঁড়ছে জোরে।

ভোর হ'য়ে আসে। আকাশ থেকে, কয়লার টুকরোর মতো,
শেষ ক-টা তারাকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেলো দিন।
অতো বড়ো জনতার মধ্য থেকে শুধু ঐ তিন জ্ঞানীকে
পাথরের ফাটলের পথে মারিয়া ঘরে নিয়ে এলেন।

তিনি ঘুমিয়ে আছেন কাঠের জাবভাণ্ডে,
গাছের গর্তে জ্যোৎস্নার মতো উজ্জল।
মেষচর্মের আচ্ছাদন নেই—
তাঁকে উষ্ণ রাখছে গাধার ওষ্ঠ, ষাঁড়ের নাসারন্ধ্র।

তিন জ্ঞানী আবছায়ায় দাঁড়িয়ে
ফিশফিশ করলেন, কথা খুঁজে পান না সহজে
আর হঠাৎ, অন্ধকার থেকে একটি হাত বেরিয়ে এসে
তাঁদের একজনকে জাবভাণ্ডের বাঁ দিকে ঠেলে দিলে।
ফিরে তাকালেন তিনি। দরজার ধার থেকে, পুণ্যকুমারীর দিকে অনিমেষ,
অতিথির মতো,
ক্রিসমাসের তারাটি আছে তাকিয়ে।

প্রত্যূষ

আমার নিয়তির সর্বস্ব ছিলে তুমি।
তারপর এলো যুদ্ধ, সর্বনাশ।
অনেক, অনেক দিন হ'য়ে গেলো
কোনো চিহ্ন নেই, খবর নেই তোমার।

এতকাল পরে,
আবার তোমার কণ্ঠস্বরে আমি চঞ্চল।
সারা রাত ধ'রে পড়েছি আমি তোমাকে।
এ যেন এক মূর্ছা থেকে জেগে ওঠা।

লোকজনের সংসর্গ চাই আমি,
যেতে চাই ভিড়ের মধ্যে, সকালের ব্যস্ততায়।
মনে হয়, টুকরো ক'রে ভেঙে দিতে পারি সব-কিছু,
পারি ওদের ক্ষমা চাওয়াতে।

দৌড়ে নামি সিঁড়ি দিয়ে
এই যেন প্রথম
বেরোচ্ছি তুষারে ঢাকা রাস্তায়
যার দুই দিকে ফুটপাত জনশূন্য।

চারদিকে আলো, গার্হস্থ্য, লোকেরা উঠে পড়ছে,
চা খাচ্ছে, ছুটছে ট্র্যাম ধরতে।
কয়েকটি মিনিটের ব্যবধানে
শহরকে আর চেনা যায় না।

ফটকে ঘন হ'য়ে তুষার জমলো
আর তার উপর ব্লিজার্ড বুনে চলেছে জাল।
ওদের সবারই তাড়াহুড়ো সময়মতো পৌঁছবে ব'লে,
অর্ধেক খাবার রইলে প'ড়ে, চা শেষ হ'লো না।

ওদের প্রত্যেকের জন্য আমার দরদ
যেন ওদের চামড়া আমারও,
গলমান বরফের সঙ্গে আমিও গ'লে যাই,
ভোরের সঙ্গে কুঁচকে তুলি ভুরু।

আছে আমার মধ্যে নামহীন লোকেরা,
শিশুরা, কুনোরা, গাছপালা।
ওরা সবাই জয় ক'রে নিয়েছে আমাকে,
আর এই আমার একমাত্র বিজয়।

অলৌকিক ঘটনা

বেথানি থেকে জেরুসালেমে চলেছেন তিনি
বিষাদে আর আশঙ্কায় অবসন্ন।
পাহাড়ের গায়ে-গায়ে চোরকাঁটাগুলো ঝলসে যাচ্ছে রোদ্দুরে,
কাছাকাছি কোনো কুটির থেকে ধোঁয়া উঠছে না,
বাতাস তাপিত, বাঁশবন নিস্পন্দ,
আর নিস্পন্দ লবণসিন্ধুর নিশ্চলতা।

সমুদ্রের তিক্ততার সঙ্গে
তাঁর আর্তির যেন প্রতিযোগিতা,
হেঁটে চলেছেন তিনি ; ছোটো একদল মেঘ মাত্র তাঁর অনুচর ;
পথের ধুলো এগিয়ে চলে শহরের দিকে,
সেখানে, কোনো এক সরাইখানায়, শিষ্যদের সঙ্গে দেখা হবে।

চিন্তার এমন গভীরে তিনি তলিয়ে গেলেন
যে বিমর্ষ মাঠ থেকে চিরতার গন্ধ বেরোতে লাগলো।
সব স্তব্ধ, মধ্যিখানে তিনি দাঁড়িয়ে, একা।
জোরো প্রান্তর চাদরের মতো টান হ'য়ে প'ড়ে আছে।
ঐ তাপ, মরুভূমি, গিরগিটিগুলো,
ঝর্না আর জলস্রোত —
সব যেন মিশে গেলো পরস্পরের মধ্যে।

কাছেই একটি ডুমুর গাছ দাঁড়িয়ে ;
ফল ধরেনি, ডালপালা পল্লব ছাড়া কিছু নেই।
তাকে তিনি শুধোলেন : 'তোমাকে দিয়ে কোন সুখ হবে আমার ?
কী সার্থকতা তোমার—থামের মতো দাঁড়িয়ে আছো ওখানে !

'আমি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, আর তুমি নিষ্ফলা,
শিলাখণ্ডের মতো সান্ত্বনাহীন তোমার সত্তা।
কী অপ্রতিভ তুমি! কী নৈরাশ্যজনক!
আর এমনি—এমনি তুমি থাকবে অনন্তকাল।'

বজ্রাহত বিদ্যুৎবাহিকার মতো
শিউরে উঠলো অভিশপ্ত তরু,
মুহূর্তে ভস্মীভূত হ'লো।

শাখা, মূল, কাণ্ড, পল্লব
যদি আর এক মুহূর্ত সময় পেতো,
তাহ'লে তাকে বাঁচাতে পারতো প্রকৃতির বিধান।
—কিন্তু অলৌকিক মানে অলৌকিক, তারই নাম ঈশ্বর।
যখন আমরা অন্ধকারে দিশেহারা
ঠিক সেই মুহূর্তেই তা খুঁজে বের করে আমাদের।

পৃথিবী

মস্কোর বাড়িগুলোর মধ্যে
ফেটে পড়ে অবাস্তবভাবে বসন্ত।
কাপড়ের আলমারির পিছনে পাখা ঝাপটায় পোকারা,
চলে গুঁড়ি মেরে গর্মিকালের টুপিগুলোর উপর।
লোমশ কোটগুলোকে ট্রাঙ্কে তুলে রাখা হ'লো।

কাঠে তৈরি[১] দোতলা-তেতলার জানলায়
টবে ফুটলো লবঙ্গ-ফুল, দেয়াল-ফুল,
ঘরে যেন নিশ্বাস ফেলছে মস্ত খোলা হাওয়ার মাঠ,
চিলেকোঠায় ধুলোর মতো গন্ধ।

ঝাপসাচোখ জানলাগুলোর সঙ্গে
মিতালি পাতায় রাস্তা,
শাদা রাত্রি আর সূর্যাস্তকে
নদী বেঁধে দেয় অবিচ্ছেদ বন্ধনে।

শোনা যাচ্ছে বাড়ির মধ্যে গলিতে
বাইরের কথাবার্তা, ব্যস্ততা,
আর গলমান বরফের ফোঁটা-ফোঁটা জলের সঙ্গে
এপ্রিলের গল্প আর মস্করা।
মানুষের দুঃখের হাজার বার্তা জানে এপ্রিল,
বেড়ায় গায়ে-গায়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে নেমে
সন্ধেবেলাটা রটিয়ে দেয় সেই কাহিনী।

---

১ মস্কোর অনেক বসতবাড়িতে একতলাটা পাথরে, আর উপরের তলাগুলো কাঠে তৈরি হ'তো।

খোলা হাওয়ায়, ঘরোয়া আরামে
আগুন আর অস্বস্তির মিশোল চলছে একই রকম ;
সবখানেই বাতাস যেন অস্থির।
চৌরাস্তায়, জানলার তাকে,
ফুটপাতে, কবরখানায়,
সেই একই উইলো-ডালের কঞ্চি,
একই ফুলে-ওঠা শাদা কুঁড়ির প্রাচুর্য।

তাহ'লে দিগন্তে কেন কুয়াশার কান্না ?
গোবরের গন্ধ কেন ধারালো ?
ঐ কাজে কি ডাক আসেনি আমার
সুদূর যাতে হতাশ হ'য়ে না পড়ে,
যাতে, শহরের সীমার বাইরে, পৃথিবীর
না মনে হয় নিজেকে, নিঃসঙ্গ ?

আর তাই এই প্রথম বসন্তে
একত্র হই আমি—আমার বন্ধুরা,
আমাদের মিলন যেন এক ইষ্টিপত্র,
আর সন্ধ্যা মানেই বিদায়—
যাতে, দুঃখের ধারা গোপনে
তাপ দিতে পারে জীবনের ঠাণ্ডায়।

দুঃসময়

যখন শেষ সপ্তাহে
তিনি জেরুসালেমে প্রবেশ করলেন,
বজ্রনাদে জয়ধ্বনি এগিয়ে এলো,
ডাল হাতে নিয়ে ছুটলো তাঁর পিছনে জনতা।

দিনগুলি কর্কশ হ'য়ে উঠছে ক্রমশ, হানছে ত্রাস,
প্রেমে দ্রব হয় না কোনো হৃদয়,
অবজ্ঞায় কুঁচকে থাকে ভুরু ;
এবার সমাপ্তি, এবার পরিশিষ্ট।

আকাশ, যেন শিসের মতো ভারি হ'য়ে,
এলিয়ে আছে ছাদগুলোর উপর।
ফারিসীরা[১] খুঁজে বেড়ায় প্রমাণ,
শেয়ালের মতো চাটু করছে তাঁকে।

মন্দিরের মধ্যে, তামসী শক্তি
তাঁকে তুলে দিলে উচ্ছৃঙ্খল ইতরের হাতে—বিচারের জন্য।
যেমন সোচ্ছ্বাসে তাঁর বন্দনা করেছিলো ওরা,
তেমনি এবার তাঁকে শাপান্ত করলে।

ভিড় জমলো বাইরে,
ফটকের ফাঁকে-ফাঁকে উঁকি দিতে লাগলো ;
কী হয়, তা জানবার জন্য ঠেলাঠেলি,
এই এগিয়ে আসে ধাক্কায়, এই যায় পেছিয়ে।

---

১ **Pharisee:** প্রাচীন একটি ইহুদি সম্প্রদায়ের নাম। এঁরা ধর্মের লিখিত বিধান অন্ধভাবে পালন করতেন, আর সেইজন্যই এঁদের মধ্যে অহমিকা ও শাঠ্য বেশি দেখা যেতো। আধুনিক য়োরোপীয় ভাষায় এই শব্দের এক অর্থ দাঁড়িয়েছে 'বকধার্মিক'। 'হ্যামলেট' কবিতায় যেখানে 'ধর্মান্ধের শঠতা'র উল্লেখ আছে, সেখানেও ধর্মান্ধ মানে ফারিসী।—অনুবাদকের টীকা

ছোট্ট ফিশফিশে একটি আওয়াজ, পোকার মতো সারা পাড়ায় ঘুরছে,
নানা দিক থেকে উড়ে এলো গুজব।
তাঁর মনে পড়লো, স্বপ্নের মতো,
তাঁর শৈশব, মিশরদেশে পলায়ন।

মনে পড়লো শূন্য প্রান্তরের মধ্যে
রাজার মতো পাহাড়, আর সেই চূড়া
যেখান থেকে, শয়তান
জগতের প্রভুত্ব দেখিয়ে তাঁকে লুব্ধ করেছিলো:

আর কানায় সেই বিবাহ-ভোজ[১],
অলৌকিক দেখে মোহিত অতিথিরা,
আর সেই সমুদ্র, যার উপর দিয়ে কুয়াশার মধ্যে,
তিনি হেঁটে গিয়ে নৌকো ধরেছিলেন—শুকনো ডাঙার মতো
তাঁর কাছে সমুদ্র।

মনে পড়লো বস্তিতে জড়ো-হওয়া গরিবদের,
কেমন মোমবাতি হাতে ভাঁড়ারে নেমেছিলেন,
আর কেমন ক'রে, পুনরুত্থিত মানবকে উঠে দাঁড়াতে দেখে
মোমবাতিটা ভয় পেয়ে নিবে গিয়েছিলো।

---

১ সন্ত ইয়নের সুসমাচারে কথিত আছে, কানা নামক জনপদে এক বিবাহসভায় যীশু জলকে সুরায় পরিণত করেছিলেন।—অনুবাদকের টীকা

মারিয়া মাদলীনা[1]

১

যখনই রাত নামে আমার প্রলোভক পাশে এসে দাঁড়ায়।
সে আমার ঋণ, আমার অতীতকে শোধ ক'রে দিচ্ছি।
ঝাঁকে-ঝাঁকে লাম্পট্যের স্মৃতি
শোষণ ক'রে নেয় আমার হৃৎপিণ্ড—
সেই যখন পুরুষের মর্জির বাঁদি ছিলুম আমি,
নির্বোধ—ঠিক ছিলো না মাথার—
যখন রাস্তাটাই আমার আশ্রয় ছিলো।

সময় নেই, শুধু কয়েক মুহূর্ত অবশিষ্ট,
তারপরেই সমাধিস্তম্ভের মৌনতা।
পৃথিবীর অন্তিম এই প্রান্তে দাঁড়িয়ে, তোমার সামনে,
আমার জীবনটাকে ভেঙে আমি উজোড় ক'রে দিলাম,
কোনো-এক মর্মরপেটিকার মতো।

আমার গুরু, আমার ত্রাতা,
কোথায় আজ থাকতো আমার অস্তিত্ব—
যদি না, আমার ছলনার জালে আটকে-যাওয়া
এক নতুন মক্কেলের মতো,
আমার টেবিলে ব'সে, রাত্রে
আমার জন্য অপেক্ষা করতো অনন্তকাল?

---

১ মারিয়া মাদলীনা : মারিয়া নাম্নী যে-তিন নারী যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী, ইনি তাঁদেরই একজন। পূর্বজীবনে ইনি ছিলেন গণিকা; যীশুর যাতনাভোগের পূর্বদিনে ইনি এঁর মর্মরপেটিকা ভেঙে সঞ্চিত মূল্যবান সামগ্রী দ্বারা যীশুকে অভিষিক্ত করেন, তাঁর চরণ ধৌত ক'রে আপন কেশগুচ্ছে তা মুছিয়ে দেন।—অনুবাদকের টীকা

কিন্তু বলো আমাকে, এই আমি যখন
আমার নিঃসীম মনস্তাপে তোমার সঙ্গে এক হ'য়ে গিয়েছি—
যেমন গাছের সঙ্গে কলমের চারা একাত্ম—
তখন আর পাপের কী অর্থ,

কী অর্থ মৃত্যুর, নরকের, গন্ধকাগ্নির ?
আর হয়তো, তোমার পা দুটি আমার কোলে তুলে নিয়ে,
যীশু, আমি ক্রমশ শিখে নিচ্ছি
কেমন ক'রে, তোমার অন্ত্যেষ্টির জন্য প্রস্তুতির সময়,
তোমার দেহটিকে নিজের মধ্যে মিলিয়ে নিতে-নিতে
ক্রুশকাষ্ঠের ফলকটিকে আলিঙ্গনে বাঁধতে হয়।

মারিয়া মাদলীনা

২

উৎসবের আগে বাসন্তী ধোয়া-মোছার পালা ;
ভিড় থেকে দূরে স'রে গিয়ে
আমার ছোট্ট বাটি থেকে লোবান ঢেলে
তোমার পরম পুণ্যময় চরণের আমি সেবা করি।

কোথায় তোমার পাদুকা—খুঁজে পাই না।
আমার চোখের জল কিছু দেখতে দেয় না আমাকে ;
আমার চুলের গুচ্ছ ঝ'রে প'ড়ে
ঘোমটার মতো ঢেকে দেয় আমার দৃষ্টি।

যীশু, তোমার পা দুটি আমার আঁচলে আছে বিন্যস্ত ;
আমার চোখের জলে ধুয়ে দিয়েছি তাদের, আমার গলার মালা খুলে
নিয়েছি তাদের জড়িয়ে,
আমার খোলা চুল তোমার চরণের আবরণ।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সমস্ত ভাবীকাল
যেন তুমি কালের গতি রুদ্ধ করেছো।
এ-মুহূর্তে আমার ভাবীকথনে পটুত্ব
দূরদর্শিনী ডাকিনীর মতো নির্ভুল।

আগামী কাল মন্দিরের গুণ্ঠন ছিন্ন হবে,
আমরা কাছাকাছি থাকবো ছোট্ট দল বেঁধে, স্বতন্ত্র,
আমাদের পায়ের তলায় ট'লে উঠবে মাটি
হয়তো আমাকেই করুণা ক'রে।

প্রহরীর দল নতুন ব্যূহ রচনা করবে,
ফিরে যাবে অশ্বারোহীরা।
আমার মাথার উপরে ক্রুশকাষ্ঠ, ঘূর্ণিবাত্যার মতো,
ঠেলে উঠবে আকাশের দিকে।

আমি পতিত হবো ওর পায়ের তলায়,
ঠোঁট কামড়ে, মূঢ়ের মতো, নির্বাক,
ক্রুশের শেষ প্রান্তে বিস্তীর্ণ হবে তোমার বাহু—
তুমি কি আলিঙ্গন করবে সকলকেই ?

কার জন্য, এই নিখিলসংসারে কার জন্য,
এমন উদার তোমার আলিঙ্গন ?
কার জন্য এতো শক্তি,
এতো যন্ত্রণা ?

এই নিখিলসংসারে
এতো প্রাণী কোথায় ?
কোথায় এতো জীবন,
এতো পল্লী, নদী, অরণ্য ?

অতিবাহিত হবে ঐ ত্রিরাত্রি ,
কিন্তু এমন শূন্যতার দিকে তারা ঠেলে দেবে আমাকে
যে সেই ভীষণ অবকাশে
আমি বেড়ে উঠবো পুনরুত্থান পর্যন্ত।

গেথসেমানে[1]

দূর নক্ষত্রের উদাসীন উদ্ভাসে
পথের মোড় আলো হ'য়ে আছে।
জলপাই-পাহাড়টিকে ঘিরে-ঘিরে উঠেছে পথ,
নিচে ব'য়ে চলে কেড্রন্।

প্রান্তর মিলিয়ে গেলো
ছায়াপথে।
ধূসরকেশ জলপাইগাছগুলোর চেষ্টা, যেন বাতাসের উপর দিয়ে
হেঁটে-হেঁটে দিগন্তে গিয়ে পৌঁছবে।

পথের ওপারে এক সব্জিখেত।
বেড়ার বাইরে শিষ্যদের তিনি দাঁড়াতে বললেন।
'আমৃত্যু দুঃখময় আমার আত্মা,
তোমরা থামো এখানে, আমার সঙ্গে প্রহর জাগো।'

যেন ওগুলো সব ঋণের সামগ্রী
এমনি অবাধে তিনি ত্যাগ করলেন
তাঁর নিখিলক্ষমতা, অলৌকিক পটুত্ব;
এখন আমাদেরই মতো মরণশীল মানব তিনি।

প্রলয়ের রাজত্ব সেই রজনী,
নাস্তিময়;
সমস্ত জগৎ জনহীন হ'য়ে গেছে,
শুধু এই উদ্যান এখনো জীবনের যোগ্য।

---

১ গেথসেমানে এক উদ্যানের নাম: সেখানে যীশু তাঁর যাতনাভোগের পূর্বাভাস পেয়ে, শিষ্যদের কাছে তাঁর আসন্ন মৃত্যুর বার্তা শোনান। পরের দিন প্রাতঃকালেই তিনি গৃহীত ও ক্রুশবিদ্ধ হন।

তিনি তাকিয়ে দেখলেন শূন্য, কালো,
অনাগুন্ত পাতালের দিকে।
তাঁর স্বেদে রক্ত হ'লো ক্ষরিত, যখন তাঁর পিতার কাছে
প্রার্থনা করলেন,
'এই মৃত্যুর পাত্র আমাকে উপেক্ষা করুক।'

প্রার্থনার বলে মৃত্যুযাতনাকে শমিত ক'রে
উদ্যানের দ্বার পেরিয়ে তিনি বাইরে এলেন।
সেখানে, তন্দ্রায় অভিভূত,
শিষ্যেরা স্তূপের মতো প'ড়ে আছে ঘাসের উপর।

তাদের ঘুম ভাঙালেন তিনি : 'ঈশ্বরের বরে আমার সমকালীন তোমরা,
আর তোমরা কিনা এলিয়ে আছো আরামে···
মানবপুত্রের সন্ধিক্ষণ আগত হ'লো
পাপীদের হাতে নিজেকে তিনি অর্পণ করবেন।'

বলামাত্র, কে জানে কোথা থেকে,
বেরিয়ে এলো এক ইতর ভিড়—চোর, ক্রীতদাস,
হাতে ছোরা, হাতে মশাল,
আর পুরোভাগে জুডাস, তার চুম্বনের প্রতারণা নিয়ে।

পিটার বাধা দিলেন ঘাতকদের,
তাঁর তলোয়ারে একটি কান হ'লো ছিন্ন।
শুনলেন বাণী : 'কলহের নিষ্পত্তি হয় না ইস্পাতে,
রাখো তুলে খাপের মধ্যে তোমার তলোয়ার।

'আমাকে বাঁচাবার জন্য, আমার পিতা
পারতেন না কি অক্ষৌহিণী বাহিনী পাঠাতে?
তাহ'লে কার সাধ্য আমার কেশস্পর্শ করে!
ছত্রখান হ'তো শত্রুরা, কোনো চিহ্ন থাকতো না।

কিন্তু জীবনগ্রন্থ সেই পাতাটিতে পৌঁছলো
যেখানে আছে পুণ্যের পূর্ণতা।
সেই লিপিকে হ'তেই হবে সার্থক,
তবে তা-ই হোক। আমেন।

'বুঝে নাও, কালের যাত্রা একটি রূপকমাত্র,
পথে-পথে শতাব্দীগুলোতে আগুন ধরবে।
মহাকালের দারুণ মহিমার মন্ত্র জপ ক'রে
আমি, অপ্রতিহত, যন্ত্রণা পেরিয়ে নেমে যাবো কবরে।

'আর তৃতীয় দিনে আমাব হবে পুনরুত্থান।
নদীর স্রোতে সারি-সারি ভেলার মতো, দলবদ্ধ অসংখ্য
নৌকোর মতো,
অন্ধকার থেকে আমার দিকে ভেসে আসবে শতাব্দীগুলো,
আর আমি তাদের বিচার করবো।'

বরিস পাস্টেরনাক

মস্কো নগরে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, বরিস পাস্টেরনাক জন্মগ্রহণ করেন। পিতা লিওনিদ পাস্টেরনাক, চিত্রকর ও টলস্টয়ের বন্ধু; মাতা, রোজা কাউফমান-পাস্টেরনাক, সুরশিল্পী। পিতামাতার প্রথম সন্তান বরিস প্রথম যৌবনে স্থির করতে পারেননি তাঁর জীবনের বৃত্তি কোনটি হবে। ঝোঁক ছিলো সংগীতের দিকে, কিছুকাল তার চর্চাও করলেন, এদিকে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-বিষয়ক পড়াশুনো চলছে। ছেলেবেলায় ট্রেনে একবার একটি ক্ষীণকায় লাজুক বিদেশীকে দেখেছিলেন; পরে জানতে পারেন তিনি রাইনের মারিয়া রিলকে। বাড়িতে একদিন আবিষ্কার করলেন রিলকের কবিতার বই, কবি নিজেই লিওনিদ পাস্টেরনাককে উপহার দিয়েছিলেন। বরিস আইন ছেড়ে ভর্তি হ'লেন দর্শনে, তারপর হঠাৎ একদিন মা-র সঞ্চিত স্বল্প অর্থ সম্বল ক'রে চ'লে এলেন জর্মানির মারবুর্গ শহরে দর্শন পড়তে। কিন্তু সেখানেও ডিগ্রি নেওয়া হ'লো না; কিশোর প্রেমের নায়িকার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হ'লো; অবশিষ্ট অত্যল্প অর্থ নিয়ে ইটালিতে ভ্রমণ ক'রে স্বদেশে ফিরে এলেন। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরে আর-একবার জর্মানিতে যান, তারপর অবশিষ্ট জীবন জন্মভূমিতেই অতিবাহিত করেন।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মেঘের মধ্যে যমজ' ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয়, 'আমার বোন, জীবন' ১৯১৭-তে রচিত হ'য়ে প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। সঙ্গে-সঙ্গে রাশিয়ার অন্যতম প্রধান তরুণ কবিরূপে স্বীকৃত হলেন তিনি; তাঁর সমবয়সী কিউবিস্ট ও ফিউচারিস্ট কবিদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য ঘটলো, কিন্তু তিনি নিজে কোনো গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত হলেন না। ইংরেজিতে 'Safe Conduct' নামে অনূদিত আত্মজীবনীতে তাঁর জীবনের এই অধ্যায়ের সুন্দর বর্ণনা আছে। তাঁর এই সময়কার সাহিত্যিক সতীর্থরা—এসেনিন, মায়াকভস্কি, মারিনা ৎসভেটাইয়েভা, বরিস পিলনিয়াক, ইউজেনে জামিয়াটিন—১৯২৫ থেকে ১৯৪১-এর মধ্যে এঁরা সকলেই আত্মহত্যা

করেন বা রহস্যময়ভাবে অবলুপ্ত হন; কিন্তু বরিস পাস্টেরনাকের নিয়তি তাঁকে সত্তর বছর পর্যন্ত জীবিত ও সৃষ্টিশীল রেখেছিলো।

যদিও কবি হিসেবে খ্যাতনামা, সোভিয়েট সমালোচকদের দাক্ষিণ্য তিনি কখনোই লাভ করেননি। 'দুর্বোধ,' 'রীতিপ্রধান,' 'ব্যক্তিগত,' 'জনগণের সংযোগরহিত'—এই সব বিশেষণ তাঁকে দিনে-দিনে নিন্দনীয় ক'রে তুলছিলো। তবু, ১৯৪৫ পর্যন্ত তাঁর নতুন-নতুন কাব্য ও গদ্য গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হবার বাধা ঘটেনি; কিন্তু এর পরেই তাঁর বিষয়ে বিরুদ্ধতা এমন উদগ্র হ'য়ে উঠলো যে পাস্টেরনাক প্রায় একান্তরূপে অনুবাদ-কর্মে আত্মনিয়োগ করলেন। বহু ভাষায় অভিজ্ঞ তিনি: শেক্সপীয়র, গ্যেটে, শিলার, ভেরলেন, শেলি প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য কবিদের রচনার, এবং আর্মানি ও জর্জীয় ভাষার কবিতার বহু উত্তম অনুবাদ প্রণয়ন ক'রে কোনোরকমে স্বীয় জীবিকার সংস্থান ও মাতৃ-ভাষার সাহিত্যকে অনবরত সমৃদ্ধ ক'রে চললেন; আধুনিক রুশীয় রঙ্গমঞ্চে তাঁরই অনুবাদে শেক্সপীয়র ও শিলারের নাটক অভিনীত হ'য়ে থাকে; তাঁর 'ফাউস্টে'র অনুবাদ একটি স্মরণীয় কীর্তি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী স্টালিন আমলে পাস্টেরনাক একটিও মৌলিক রচনা প্রকাশ করেননি বা করতে পারেননি। তাঁর পূর্বপ্রকাশিত পুস্তকসমূহ অপ্রকাশে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে; তাঁর নাম উঠলে নব্য সাহিত্যিকেরা বলাবলি করেন, 'কে পাস্টেরনাক? ও, সেই অনুবাদক।' তাঁর জীবন হ'য়ে উঠলো স্বদেশেই নির্বাসিতের মতো: মস্কোর উপকণ্ঠে এক গ্রামে তাঁর বাসা, দেশ-বিদেশের পুস্তকে পরিবৃত হ'য়ে তাঁর দিন কাটে; যে-'পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি' নিখিলরাশিয়ায় নিয়তধিক্কৃত, তার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মানস সংযোগ রক্ষা ক'রে চলেছেন তিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভকালে, যখন রুশ মনীষীরা একটি মুক্তির হাওয়া অনুভব করেছিলেন, তখনই 'ডাক্তার জ্বিভাগো' উপন্যাসের পরিকল্পনা তাঁর মনে আসে: হয়তো, পরবর্তী দারুণতর দুঃসময়ে, প্রকাশের আশা প্রায় না-রেখে, নিজের নির্জনের মধ্যে উপন্যাসটি তিনি লিখতে আরম্ভ করেন।

"ডাক্তার জ্বিভাগো"-র বৈদেশিক প্রকাশ, তার নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি, এবং পরবর্তী বিক্ষোভ ও আন্দোলন—এ-সব আজ কোনো পাঠকেরই অজানা

নেই। অবজ্ঞার অপমানের চেয়েও পাস্টেরনাকের মনে অনেক বেশি কঠিন হ'য়ে বাজলো এই অনভিপ্রেত তর্কদীর্ণ প্রকাশ্যতা। 'নোবেল প্রাইজ' নামক কবিতায় এই সময়কার বেদনা ক্ষরিত করলেন :

'আমি যেন এক খাঁচায় বদ্ধ জন্তু।
স্বস্থ, স্বাধীন আলোকে আনন্দিত
আজো কোনোখানে রয়েছে মানুষ—কিন্তু
আমি পরিবৃত শিকারির পদশব্দে।

* *

কিন্তু বলো তো কী আমার দুষ্কৃতি ?
আমি কি দস্যু ? অথবা পিশুন ধূর্ত ?
মাতৃভূমির রূপের পুণ্যস্মৃতি
জাগিয়ে, যে-আমি জগতে করেছি আর্ত ?'

* *

(বুদ্ধদেব বসু -কৃত অনুবাদ)

পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন, তিক্ততম মুহূর্তেও দেশত্যাগী হবার কল্পনা করলেন না ; তবু সোভিয়েটতন্ত্রের বিরুদ্ধতাকে প্রশমিত করা অসম্ভব হ'লো। সোভিয়েট লেখক-সংঘ থেকে বিতাড়িত হলেন তিনি ; তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কৃতিকে ছুয়ো দেবার জন্য বহু লেখনী ও রসনা উদ্যত হ'য়ে উঠলো ; যে-উপন্যাস রাশিয়ার মধ্যে প্রায় কেউই পড়তে পেলো না সেটিই হ'য়ে উঠলো তাঁর কলঙ্কচিহ্ন, তাঁর নিন্দনীয়তার নিদর্শন। এই দুঃশীলতার প্রতিবাদে বহু কণ্ঠ ধ্বনিত হ'লো অন্যান্য দেশে ও মহাদেশে ; বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও মনীষী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জানালেন ; এবং বাদানুবাদ এমনভাবে স্ফীত হ'তে লাগলো যেন তাঁকে নিয়ে লৌহ যবনিকার এপারে-ওপারে রাজনৈতিক মল্লযুদ্ধ চলছে। পাস্টেরনাকের কবিস্বভাবের পক্ষে এ যে কতো বড়ো বেদনা তা বলার কোনো দরকার করে না।

এই অদ্ভুত সংকট থেকে মৃত্যুর করুণা তাঁকে উদ্ধার করলো। ৩০শে মে, ১৯৬০, রাত্রিকালে, স্বল্পস্থায়ী রোগভোগের পর, এমন একটি জীবনের অবসান হ'লো, যার সাধুতা, সৃষ্টিশীলতা ও অবৈকল্য এই সন্তপ্ত মধ্য-শতকে মনুষ্যত্বের

একটি উদাহরণ ব'লে গণ্য হ'তে পারে। পেরেডেলকিনো গ্রামে, যেখানে জীবনের শেষ কুড়ি বছর তিনি কাটিয়েছিলেন, সেখানেই পাস্টেরনাকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। জানলা দিয়ে দেখা যেতো একটি গ্রাম্য কবরখানা, তার মধ্যে অবস্থিত একটি নীলবর্ণ গির্জের ক্রুশচিহ্ন অনবরত তাঁর চোখে পড়তো; সেখানেই, ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমেত, তাঁর দেহকে যেন সমাধিস্থ করা হয়, এই ইচ্ছা বহুবার প্রকাশ করেছিলেন। ভাবতে ভালো লাগে যে কবির এই অন্তিম আকাঙ্ক্ষাটি অপূর্ণ থাকেনি, এবং যদিও মস্কো রেডিও ও তাস্ সংবাদ-সংঘ তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে সচেতনভাবেই নীরব ছিলো, তবু তাঁর অন্ত্যক্রিয়ায় বহু লেখক ও শিল্পী অনুগমন করেছিলেন, পাশ্চাত্ত্য প্রথামতো মৃতের স্মরণে প্রশস্তি-ভাষণও উচ্চারিত হয়েছিলো। পিতামাতা ছিলেন ইহুদি ধর্মাবলম্বী, কিন্তু পাস্টেরনাক পরিণত বয়সে যীশুকে আবিষ্কার করেন; 'খৃষ্ট এসেছিলেন আমার কাছে, তাঁকে না-পেলে এই যুগের যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারতাম না,' তাঁর মুখের এই কথাটি সম্প্রতি একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। "ডাক্তার জ়িভাগো" উপন্যাস, ও জ়িভাগোর কবিতাগুচ্ছ, তাঁর খৃষ্টীয় প্রেরণায় প্রোজ্জ্বল।

বুদ্ধদেব বসু

জন্ম ১৯০৮, পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর। জন্মস্থান কুমিল্লা, শৈশবে নোয়াখালিতে ছিলেন, পড়াশুনো করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় অজিত দত্তর সহযোগে ঢাকা থেকে 'প্রগতি' নামে মাসিকপত্র প্রকাশ করেন ; পত্রিকাটি দু'বছরের বেশি বাঁচেনি। এই পত্রিকায়, এবং 'কল্লোলে' তাঁর প্রথম যৌবনের রচনা প্রকাশিত হ'য়ে রক্ষণশীল মহলে আতঙ্কের ও তরুণদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করেছিলো। ১৯৩১ সালে তিনি যখন স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করতে এলেন, তখন তাঁর প্রথম উপন্যাস, প্রথম কবিতার বই ও প্রথম ছোটোগল্প-গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়ে গেছে। ১৯৩৫ সালে 'কবিতা' পত্রিকা স্থাপন ক'রে, আজ পর্যন্ত তার সম্পাদনা ক'রে আসছেন ; আধুনিক বাংলা কবিতার কেন্দ্রস্থল ও পঁচিশ বছরের ঐতিহ্যশালী এই পত্রিকাটিকে আজ প্রায় একটি প্রতিষ্ঠান বলা যায়।

বুদ্ধদেব বসুর লেখনী যেমন অক্লান্ত, তেমনি বহুমুখী তাঁর উদ্যম। মুখ্যত কবি ব'লে পরিচিত হ'লেও সাহিত্যের সমস্ত বিভাগেই তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। কবিতা, কথাসাহিত্য, সমালোচনা ও রম্যরচনা, অনুবাদ, ছোটোদের বই, আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ে একটি ইংরেজি গ্রন্থ,— সব মিলিয়ে বর্তমানে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। এককালে পত্রিকাদির জন্য ইংরেজিতেও বিস্তর লিখেছেন, তার একটি অংশ 'স্টেটসম্যান' সংবাদপত্রে প্রকাশিত অ-রাজনৈতিক বিষয়ক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত রিপন (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে ইংরেজি সাহিত্য পড়িয়েছেন ; ১৯৫৩-৫৪-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপনা করার জন্য আমন্ত্রিত হন ; বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত আছেন।

তাঁর সাহিত্যকৃতির মধ্যে একটি বিশিষ্ট অংশ অধিকার ক'রে আছে তাঁর অনুবাদ। 'কালিদাসের মেঘদূত'—সম্পূর্ণ 'মেঘদূতম্'-এর পদ্য অনুবাদ— আজকের দিনে পাঠকসমাজে পরিচিত ; 'ল্য ফ্লর দ্যু মাল'-এর ১০৪টি

কবিতার অনুবাদ 'শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা' নামক পুস্তকে সংগৃহীত হয়েছে। যা দেশে ও বিদেশে পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু গ্রন্থাকারে এখনো সঙ্কলিত হয়নি, তার মধ্যে আছে হোল্ডার্লিন, রিলকে, এজরা পাউণ্ড ও অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য কবিদের বাংলা প্রকরণ, এবং তাঁর কয়েকটি কবিতা ও গল্পের স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদ। বহুপূর্বে হান্স আণ্ডেরসন-ও অস্কার ওয়াইল্ডের গল্প অনুবাদ ও পিরানদেল্লোর একটি গল্পসংকলনের সম্পাদনা করেন, কিন্তু কোনো পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের অনুবাদে বুদ্ধদেব বসুর সহযোগ এই প্রথম ঘটলো।

*

মীনাক্ষী দত্ত (জন্ম ১৯৩৫) কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাশ ক'রে কিছুদিন লোরেটো হাউসে অধ্যাপনা করেন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের 'কল্কি' গ্রন্থটি তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন; নয়া দিল্লির ন্যাশনাল বুক-ট্রাস্ট থেকে তা প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন যুগের পাশ্চাত্ত্য প্রেমের গল্পের অনুবাদে হাত দিয়েছেন, এবং শ্রী সুধীর রায়চৌধুরীর সহযোগে, রবীন্দ্র-সমালোচনার একটি সংকলনগ্রন্থ সম্পাদনা করছেন।

*

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৩৮) জুল ভের্ন ও হান্স আণ্ডেরসেনের কাহিনীর অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন, তাঁর কবিতা নানা পত্রিকায় ছাপা হ'য়ে থাকে, একাধিক উপন্যাস প্রকাশসাপেক্ষ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ. পাশ ক'রে তিনি কিছুকাল রেঙ্গুনে শিক্ষকতা করেন; বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন হ'য়ে আধুনিক বাংলা উপন্যাস বিষয়ে গবেষণা করছেন।

*